পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য—বার টাকা

সহোদরা ৺ইন্দুবালার

স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা অনেকদিন আগে শেষ হইয়াছিল, নানা কারণে ইহার মুদ্রণে দেরী হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের, এবং বিশেষতঃ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিলাম। দুইখানি পুঁথি মিলাইয়া পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের পাঠের পাণ্ডুলিপিটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আমার প্রাক্তন ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী দেবলা মিত্র অতি যত্ন সহকারে লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'কথাবস্তু ও আলোচনা' অংশ অধ্যাপক দাশ গুপ্ত এবং আমার সহকর্মী বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয় দয়া করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। প্রুফ দেখিতে কল্যাণীয়া শ্রীমতী উৎপলা ও জয়ন্তী দাশ গুপ্তার নিকট কিছু কিছু সাহায্য লাভ করিয়াছি। নাভানা প্রেসের শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানির দ্রুত মুদ্রণের জন্য অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও গ্রন্থে লেখার ও ছাপার যে সকল ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়া গেল, তাহার জন্য আমিই একান্তভাবে দায়ী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিনীত

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৬, সম্পাদক

ভূমিকা

মধ্যযুগে বাঙ্গালাদেশে কৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী, মনসা ও ধর্ম্মঠাকুর প্রধানতঃ এই কয়জন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল। এই সকল কাব্য লোকে ভক্তি করিয়া পাঠ করিত, এবং গায়নেরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে গান করিয়া এই দেবদেবীদের মাহাত্ম্য লোকসমাজে প্রচার করিত[১]। এইরূপে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল, কবি পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল তাহাদের অন্যতম। আরও বিভিন্ন কবির প্রায় কুড়িখানি কৃষ্ণমঙ্গলের পরিচয় অদ্যাবধি জানা গিয়াছে[২]। তাহার মধ্যে অন্ততঃ সাত-আটখানি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলের তুলনায় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল নিকৃষ্ট নয়। বরং অধিকাংশগুলির চেয়ে ইহার কবিত্ব অনেক বেশী সরস ও প্রাণবন্ত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার দশম ভাগ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যায় মুন্‌শি আবদুল করিম মহাশয় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি খণ্ডিত পুঁথি হইতে কেবল আরম্ভ, শেষ ও একটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তারপর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়ের প্রথম ভাগে (১৯১৪

১ বাঙ্গালা দেশে প্রাচীনকালে, অন্ততঃ পক্ষে সেন যুগে, কোন শুভ অনুষ্ঠানে বা মঙ্গল উৎসবে মঙ্গল গীত গাহিবার রীতি ছিল, এবং তখন সেই গান করিত নারীরা। মধ্য যুগেও নারীদের এই অধিকার অব্যাহত ছিল।

২ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ১৮৶০—৩৶০ দ্রষ্টব্য ; অতিরিক্ত আরও দুই একখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হিন্দীতেও কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তুলসীদাসের পার্বতীমঙ্গল ও জানকীমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টাব্দ, ৮৯৭-৯০৭ পৃষ্ঠায়) এই রচনার খানিকটা অংশ ছাপিয়াছেন। দীনেশবাবুর অনুমানে পরশুরাম সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই অনুমানের কারণ তিনি ব্যক্ত করেন নাই।

১৩৩৩ সালের মাঘের সংখ্যা অধুনালুপ্ত বঙ্গবাণীতে (পৃঃ ৬১৩-৬১৮) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বিপ্র পরশুরাম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (পৃঃ ৫৩) এই সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধও তাঁহার লেখা। ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে (পৃঃ ৪৪২-৪৪৪) ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শুনিয়াছি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নারায়ণ পত্রিকায় তিনি ইহার একটি বিবরণও প্রকাশ করিয়াছিলেন[১]। ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বিচিত্রায় (পৃঃ ৬৮৭-৬৯০) 'দ্বিজ পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল' শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ বাহির হয়।

পরশুরামের কাব্যের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বঙ্গবাণীর দুই লেখক দুই বিপরীত উক্তি করিয়াছেন। একজন (বঙ্গবাণী, ১৩৩৩, পৃঃ ৬১৩) বলেন, "এখনকার লোকে পরশুরামের পরিচয় জানে না, পরশুরাম কেন কৃত্তিবাস ও কাশীদাস ভিন্ন প্রায় সকলকেই ভুলিয়াছে।" পক্ষান্তরে ভট্টশালী মহাশয়ের মতে, "কবি হিসাবে পরশুরামের বেশ আদর ছিল, তাঁহার রচনার প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছিল।" বস্তুতঃ দুই উক্তিই অতিরঞ্জিত। পরশুরামের কাব্যের ধ্রুব, অজামিল, প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র প্রভৃতি এক একটি

১ মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ২৮৵৹, কিন্তু নারায়ণ পত্রিকায় আমি দেশবন্ধুর লেখাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই।

উপাখ্যানের কতগুলি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিই পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গালার স্থানে স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুঁথি অত্যন্ত দুর্লভ। কবির খ্যাতির পরিমাণ এই বিচারে নির্ণয় করিতে হইবে।

আমার দুই পুঁথি। একখানি আমার বহরমপুরের বাড়ীতে ছিল, এখানি সম্পূর্ণ। ১২½×৪½ ইঞ্চি মাপের তুলোট কাগজের ২১২ পৃষ্ঠায় ইহা আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, এবং ইহার নকলের তারিখ ১২১৫ সাল। অপর পুঁথিখানি আমার সংগৃহীত, ইহা শেষের দিকে প্রায় ঐ মাপেরই ১৭৩ পৃষ্ঠায় আসিয়া খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুঁথিখানি আদর্শ ধরিয়া খণ্ডিত পুঁথি হইতে প্রয়োজন বুঝিয়া কতগুলি পাঠান্তর পৃষ্ঠার তলে সন্নিবিষ্ট হইল। দুই পুঁথিতেই লিপিকরেরা বানানের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছেন। তাহার কারণ, অন্যান্য অধিকাংশ বাঙ্গালা পুঁথির লিপিকরদের মতই ইহারাও পুঁথি হইতে পুঁথি নকল করিতে গিয়া ব্যাকরণের পরিবর্তে মুখের উচ্চারণকেই তৎসম ও তদ্ভব উভয় প্রকার শব্দের বানানের মাপকাঠি ধরিয়াছেন। রেফের ও আকারের অপপ্রয়োগ[1] (জন্ম, জর্ম্ম ; পদ্ম, পর্দ্য ; দৈত্য, দর্ত্ত ; দ্রব্য, দ্র্ব্য ; যুদ্ধ, জুর্দ্দ ; চিহ্ন, চির্ন্ন ; বৎসল, বর্ছল ; ক্ষমা, ক্ষামা ; অপার, আপার ; অনল, আনল ; অনুপম, অনুপাম, ইত্যাদি) ; প্রয়োগস্থলে রেফ বর্জন (অর্দ্ধ, অদ্ধ ; মূর্চ্ছিত, মুচ্ছিত ; চর্চ্চিত, চব্‌চিত, বিবর্জ্জিয়া, বিবজ্জিয়া, ইত্যাদি) ; এবং ন-ণ, শ-ষ-স, ইকার-ঈকার, উকার-ঊকার, ঋকার-রকার (বৃষ, ব্রষ ; তৃণ, ত্রন ; বৃন্দাবন, ব্রন্দাবন, ইত্যাদি) এইগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার দুই পুঁথিরই বৈশিষ্ট্য, সম্পূর্ণ পুঁথির আরও বেশী। সম্পূর্ণ পুঁথিতে অকারান্ত ও

১ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির চন্দ্রবিন্দু ও আকার তুলনীয়।

অকারান্ত বর্ণ বা শব্দকে কোথাও কোথাও ওকারান্ত ও ওকারান্ত করা হইয়াছে (কমল, কোমল; বৃন্দাবন, ব্রন্দাবনো; গোপীগণ, গোপীগণো, ইত্যাদি)। এইরূপ আরও অনেক বৈচিত্র্য। এক হাতের লেখা হইলেও সম্পূর্ণ পুঁথিখানির প্রথম ভাগে লিপিকরের অসাবধানতায় ও অজ্ঞতায় পাঠে ও বানানে ভুল অপেক্ষাকৃত এত বেশী যে, যথাসম্ভব অর্থ বোধগম্য হইবার জন্য প্রতি পৃষ্ঠার তলে খণ্ডিত পুঁথি হইতে অনেকগুলি পাঠান্তর সংযোগ করিতে হইয়াছে।

পরশুরাম সমগ্র ভাগবত পুরাণের, অথবা উহার কেবলমাত্র দশম স্কন্ধেরও অনুবাদ করেন নাই। গ্রন্থারম্ভে বন্দনার পর ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের শেষ দুই (১৮-১৯) অধ্যায় অবলম্বনে পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবত কীর্তনের কথা বিবৃত করিয়া তিনি চতুর্থ স্কন্ধ (৮-১২ অধ্যায়) অনুসারে ধ্রুব চরিত্র; ষষ্ঠ স্কন্ধ (১-২ অধ্যায়) হইতে কান্যকুব্জের অজামিল নামে উচ্ছৃঙ্খল ব্রাহ্মণের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির প্রসঙ্গ; সপ্তম স্কন্ধ (১০ অধ্যায়) অনুসারে প্রহ্লাদ চরিত্র; অষ্টম স্কন্ধ (২-৪ অধ্যায়) হইতে গজেন্দ্রের মুক্তি কাহিনী, এবং নবম স্কন্ধ (১০-১১ অধ্যায়) অবলম্বনে রামায়ণ প্রসঙ্গ,—এই আর পাঁচটি স্কন্ধ হইতে পাঁচটি বিভিন্ন উপাখ্যান[১] বর্ণনা করিয়া দশম স্কন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। দশম স্কন্ধেও কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মোটামুটিভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণচরিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় ভাগবতের এইরূপ কতগুলি প্রসঙ্গ (বলরামের তীর্থযাত্রা প্রভৃতি), এবং ৬৬ হইতে ৭০ অধ্যায়ের প্রসঙ্গগুলি

১ সম্ভবতঃ পঞ্চম স্কন্ধ হইতেও কবি প্রিয়ব্রতের আখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় পুঁথিতেই ইহা নাই। আরও মনে হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ হইতেও তিনি দুইটি প্রসঙ্গ লিখিয়াছিলেন।

(পৌণ্ড্রক বধ ও কাশিরাজ বধ, দ্বিবিদ বধ, মায়াবিভূতি বর্ণন, কৃষ্ণের নিকট জরাসন্ধ-পীড়িত রাজাদের দূতের আগমন) পরশুরাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভাগবত বহির্ভূত উপাখ্যান-গুলির মধ্যে দোললীলা এবং তথাকথিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড উল্লেখযোগ্য।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে সর্বসমেত নব্বইটি অধ্যায় আছে। উহার উননব্বই অধ্যায়টি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগানুসারে, সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ সম্পাদন কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের মধ্যে কে প্রধান এই লইয়া ঋষিদের মধ্যে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভাগানুসারে, দ্বারকার জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত সন্তানগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরমেষ্টিপতি পুরুষোত্তমের নিকট হইতে উদ্ধার ও পুনর্জীবিত করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন। নব্বই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ষোড়শ সহস্র পত্নীর সহিত কৃষ্ণের লীলা ও তাঁহার পুত্রগণের কথা বর্ণিত। একাদশ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায়, শেষ অধ্যায়ে লীলা শেষে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে গমনের কথা আছে। পরশুরাম তাঁহার কাব্যে দশম স্কন্ধের উননব্বই অধ্যায়ের প্রথম ভাগের বিবরণ প্রদান করিয়া সমগ্র একাদশ স্কন্ধ হইতে মাত্র আটটি পংক্তি মন্থন করিয়া পুঁথি সাঙ্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালার অন্যান্য কৃষ্ণ-মঙ্গলগুলি হয় সমগ্র ভাগবতের, না হয় দশম-একাদশ স্কন্ধের, না হয় কেবল দশম স্কন্ধের অনুবাদ। এই দিক দিয়া পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের একটি বিশেষত্ব আছে।

দুঃখের বিষয়, পরশুরামের ব্যক্তিগত বিশেষ কোনও পরিচয়ই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার রচনার একটি ভণিতায় "ঘরের ঠাকুর বন্দো শ্রীরঘুনন্দন" হইতে ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, "বোধ হয় শ্রীরামবিগ্রহ কবির গৃহদেবতা ছিলেন।" এই অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে

হয়[১]। সম্ভবতঃ এই কারণেই কবি ভাগবতের নবম স্কন্ধ হইতে রামায়ণ প্রসঙ্গটিই বাছিয়া লইয়াছেন। আরও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা বলিতে গিয়া সম্পূর্ণ পুঁথিতে (পৃঃ ৭৭) লেখা আছে, "জর্ম্মীলেন ভগবান রাম নারায়ণ"। হয়ত কবিই তাঁহার বংশের মধ্যে সর্ব-প্রথম চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এই ধর্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার গ্রন্থের বন্দনায়,—"চৈতন্য নিতাইর পদ করিয়া স্মরণ। দ্বিজ পরুসরামে গায় কৃষ্ণপদে মোন"; "সচির উদরে জর্ম্ম, লভিলা পরম ব্রহ্ম, হরিভক্তি করিতে প্রচার"; "তরিতে সংসার নদি, ভজতু গৌরাঙ্গ নিধি, তাহা বহি উপায় নাহি আর"; "বন্দো গোরাচান্দ্র, কেবল ভক্তের তন্ত্র, গোলক সম্পদ শ্রীনিবাস", ইত্যাদি। কতকগুলি ভণিতায়ও আছে, "চৈতন্য চরণাশ্রত করিয়া ধেয়ান। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরুসরামে গান॥" পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের বন্দনা ভাগ প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত,—প্রথম গণেশ বন্দনা, দ্বিতীয় চৈতন্য বন্দনা, তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় অংশের দুইটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য,—

"চৈতন্য অগ্রজ প্রভু নাম নিত্যানন্দ।
ভাইয়া অভিরাম বলি জাহার আনন্দ॥
ভাইয়া অভিরাম বলি সঘনে ফুকরে।
প্রেমের আবেশে ভাইয়া চলিতে না পারে॥" (পৃঃ ৪)

গোবিন্দদাসের একটি পদেও অনুরূপ কথা আছে,

"জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ নাম॥

১ এই ভণিতাটি হইতে শ্রীযুক্ত ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের মনে হইয়াছে, কবি শ্রীখণ্ডের শিষ্য ছিলেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৪৩০)। কিন্তু 'ঘরের ঠাকুর' কথায় কাহারও দীক্ষাগুরু বুঝাইবে কেন? তাছাড়া, দীক্ষাগুরুর বা মন্ত্রাচার্যের প্রকাশ্য উল্লেখ কি অশাস্ত্রীয় নয়?

জগমগলোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে আঁখির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকত
গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥" [১] ইত্যাদি।

এই দুই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, চৈতন্যদেবকে নিত্যানন্দ প্রভু 'ভাইয়া অভিরাম' বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতেন।

কোনও কোনও পুঁথির বন্দনায় প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বন্দনার দ্বিতীয় অংশের গুরুত্ব সমধিক, ইহাতে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, দামোদর (স্বরূপ দামোদর), হরিদাস (? ঠাকুর) ও নরহরি (সরকারের) নামোল্লেখ আছে, পরবর্তী অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকের এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আচার্যদের, বিশেষতঃ শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের উল্লেখ নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, পরশুরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২]

কৃষ্ণমঙ্গলের এই কবির অপর পরিচয়ের মধ্যে দেখা যায় তাঁহার উপাধি ছিল চক্রবর্তী। ইঁহার সহিত মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরবর্তী আর এক পরশুরামকে অভিন্ন মনে করিয়া ১৩৩৩ সালের বঙ্গবাণীতে লিখিত হইয়াছে, কবি ব্রাহ্মণ, কিন্তু জ্ঞানদাসের পাটের প্রথম মোহন্ত কিশোরদাসের অগ্রজ মনোহর

১ বৈষ্ণবপদলহরী, দুর্গাদাস লাহিড়ী সং, বঙ্গবাসী, পৃঃ ২৯২।

২ ডক্টর সুকুমার সেন (ঐ, পৃঃ ১০১৪ ও ১০৪৪) "পরশুরামের কাব্যের শ্রীবৎসচিন্তা উপাখ্যানের" দুইখানি পুঁথি মিলাইয়া 'কাব্য রচনাকাল' উদ্ধার করিয়াছেন, "সন হাজার সত্তরি সাল" (১৫৮৪ শকাব্দ)। একটি ছোট পালার পুঁথির শেষে ঐরূপ বিকৃত ভাষায় লেখা তারিখ দেখিয়া সমগ্র কাব্যের রচনার তারিখ অনুমান করা দুঃসাহসের কর্ম। আরও বিষম কথা, পরশুরাম চক্রবর্তীর কৃষ্ণমঙ্গলে শ্রীবৎস-চিন্তা বলিয়া কোনও উপাখ্যানই নাই।

দাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্যামশিখর নামে জনৈক নৃপতি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কবি ঐ নৃপতির দেশে (দ্বাদশকল্য গ্রামে[১]) বসিয়া মাধব-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কবির ঊর্দ্ধতন ছয় সাত পুরুষের নিবাস ছিল কোনও এক চম্পকনগরী গ্রামে, কবির পিতার নাম মধুসূদন, পিতামহ সুবুদ্ধি রায়, প্রপিতামহ হরি রায়, ইত্যাদি।

ভট্টশালী মহাশয় এই দুই কবির অভিন্নতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে বিচিত্রায় আমি দেখাইয়াছি এই দুই গ্রন্থের রচয়িতা এক নয়। কৃষ্ণমঙ্গলের কবি কৃষ্ণের সখ্য দাবী করিয়া গ্রন্থে বিস্তর ভণিতা দিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি সখ্যভাবের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু মাধবসঙ্গীত হইতে উদ্ধৃতাংশে পাওয়া যায়, "তুমি যে করুণাসিন্ধু, অনাথজনার বন্ধু, মোরা সভে চরণ কিঙ্করি"। অর্থাৎ মনোহর দাসের শিষ্য যে পরশুরাম, তিনি মঞ্জরীভাব লিপ্সু হইয়া রাগানুগা ভক্তি সাধন করিতেন। তাছাড়া, মাধবসঙ্গীতের কবির উপাধি ছিল রায়, চক্রবর্তী নয়। তৃতীয়তঃ, মাধবসঙ্গীতের কবি নানা গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া সংস্কৃতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, ব্রজভাষায় পদ রচনা করিয়া পুস্তকে জুড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলে এসব নাই।

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে, চন্দ্রাবলী সর্বত্র রাধারই নামান্তর।

১ এই দ্বাদশকল্য গ্রাম বীরভূম জেলার দাসকল গ্রাম (বঙ্গবাণী, ১৩৩৩, পৃঃ ৬১৮) যদিও হয়, ইহার সহিত কৃষ্ণমঙ্গলের পরশুরামের কোনই সংস্রব নাই, কাজেই কৃষ্ণমঙ্গলের পরশুরামকে বীরভূম জেলার লোক বলিবার কোনও হেতু নাই। তাঁহার নিবাস পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে বা উত্তরবঙ্গে কোথায় ছিল, তাহা জানা যায় না।

অবশ্যই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে ইহা তিনি লইয়াছেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও, চন্দ্রাবলী যে রাধার প্রতিনায়িকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রসম্মত এই তথ্যটি তখনও তাঁহার নিকট বিদিত ছিল না, অথবা থাকিলেও তাঁহার সময়ের বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত সাধারণ ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতে তিনি রাজী ছিলেন না। ইহা হইতেও পরশুরামের তারিখ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া অসম্ভব নয়।

পরশুরামের কাব্যখানিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি 'কথাবস্তু ও আলোচনা' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়টিতে কৃষ্ণলীলার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র লীলার ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অর্থাৎ, প্রাচীন যুগে ভারতীয় ঐতিহ্যে ঐ লীলার কি রূপ দেখা যায়, পরে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে আসিয়া মধ্যযুগে বাঙ্গালাদেশের মঙ্গল-কাব্যগুলিতে উহা কি রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই যথাসম্ভব একটা মোটামুটি বিবরণ। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণচরিতের প্রাথমিক রূপ দেখা যায় মহাভারতে। কিন্তু মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত আছে তাহা ক্ষত্রিয় বাসুদেব-কৃষ্ণের ইতিহাস, ও সেই ইতিহাস প্রধানতঃ কুরুপাণ্ডবদের ইতিহাসের সহিত, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রে ভারত-যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণের বাল্যচরিত সম্বন্ধে মহাভারতের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলি ইঙ্গিত বা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে মাত্র, কোনও ধারাবাহিক বর্ণনা নাই। সেইরূপ ধারাবহ বিবরণ প্রথম রচিত হয় হরিবংশে, যাহাকে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে। আদি হরিবংশ এখনকার হরিবংশ অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট ছিল। হরিবংশ ছাড়া আর যে কয়েকখানি পুরাণে কৃষ্ণচরিত আছে তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, মৎস্য, অগ্নি, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্ম, অগ্নি, বায়ু ও মৎস্য পুরাণের কৃষ্ণচরিত অপেক্ষাকৃত অনেক সংক্ষিপ্ত। তুর্কীর আন্‌কারা হইতে ডক্টর ওয়াল্টার রুবেন

"হরিবংশ ও কয়েকখানি পুরাণে কৃষ্ণচরিত" নামে এক প্রবন্ধে[১] বিভিন্ন পুরাণের পাঠ মিলাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আধুনিক হরিবংশে যে কৃষ্ণচরিত আছে তাহা ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিত অপেক্ষা প্রায় পাঁচগুণ বড়, এবং সম্ভবতঃ আদি হরিবংশের বিবরণ আধুনিক হরিবংশ অপেক্ষা ব্রহ্মপুরাণেই বেশী ভাল সংরক্ষিত আছে। ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতের সহিত বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু বিষ্ণু-পুরাণে এমন কতগুলি শ্লোক আছে যাহা ব্রহ্মে নাই, অথচ তাহাদের মধ্যে কতগুলি আধুনিক হরিবংশে আছে। পক্ষান্তরে আধুনিক হরিবংশের অনেকগুলি প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় না। যে প্রকারে ও যে কারণেই হোক্, আধুনিক হরিবংশের ও বিষ্ণুপুরাণের পাঠে নানাস্থানেই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আধুনিক অগ্নিপুরাণ অষ্টম-নবম শতাব্দীর লেখা বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু ইহার অনেক পূর্বে একখানি আগ্নেয় বা বহ্নি পুরাণ লিখিত হইয়াছিল,[২] আধুনিক অগ্নিপুরাণের অনেকাংশ তাহা হইতেই লব্ধ, সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ পুরাণগুলির তারিখ আলোচনা অতি দুষ্কর প্রচেষ্টা। কতকগুলি পুরাণে পৌরব বংশ ও ভারতীয় অন্যান্য প্রধান রাজ-বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বিবৃত আছে। এই বিবরণের সাধারণ নাম বংশানুচরিত, এবং ইহা আসিয়া

১ *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 61, 1941, pp. 115-127; তাঁহার অপর একটি প্রবন্ধ "On the original text of the Kṛṣṇa-epic", *A Volume of Eastern and Indian Studies in Honour of F. W. Thomas*, Poona, 1939, pp. 188 ff. এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

শেষ হইয়াছে গুপ্তবংশীয় রাজাদের উল্লেখে। এইজন্য সাধারণ ভাবে কথিত হয় যে, এই পুরাণগুলি (এবং হরিবংশ ও মহাভারতও) চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তযুগে আসিয়া উহাদের আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পুরাণগুলির রচনা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল খৃষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে হইতে। কৃষ্ণচরিতের দিক দিয়া বলিতে গেলে, প্রায় ছয়-সাত-আট শতাব্দী ধরিয়া এই পুরাণগুলিতে কৃষ্ণচরিতের পুষ্টিসাধন ও বিবর্তন হইতেছিল। পুরাণ ছাড়া, কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে প্রাচীনযুগের একখানি নাটকও আছে। খৃষ্টের জন্মের দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে (অথবা উহার দুই-এক শতাব্দী পরে) মহাকবি ভাস সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্বন্ধে সেকালে উত্তর-ভারতে প্রচলিত উপাখ্যানগুলি লইয়া বালচরিত নামে একটি ক্ষুদ্র পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন। কৃষ্ণের বাল্যচরিতের ক্রমবিকাশের বিবরণের পক্ষে এই নাটকখানির মূল্যও অনেকখানি।

তারপর কৃষ্ণচরিত ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যে অতি উল্লেখনীয় গ্রন্থ রচিত হয়, তাহার নাম ভাগবত পুরাণ। এই পুরাণ বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে,[১] তবে উহা অপেক্ষা ইহার বিবরণ অনেক প্রবর্ধিত ও পল্লবিত। এই পুরাণের তারিখ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখন অনেকটা স্পষ্ট, ইহা খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বা কাছাকাছি সময়ের রচনা। ইহাও এখন প্রায় স্থির যে, পুরাণখানি রচিত হইয়াছিল দক্ষিণ-ভারতে। বৈষ্ণব ধর্মের দিক দিয়া ভাগবতের মূল্য হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ অথবা অন্য যে কোনও পুরাণ অপেক্ষা অনেক বেশী। যে দুইটি বিশেষত্বের জন্য ভাগবতপুরাণ সমধিক খ্যাত, তাহা হইতেছে উহার ভক্তিবাদ ও গোপীতত্ত্ব। হরিবংশে

১ *A History of Indian Literature,* Vol. I, Winternitz, 1927, p. 555.

ও বিষ্ণুপুরাণে ভক্তিবাদ নিতান্তই গৌণ এবং এই দুই গ্রন্থে গোপীদের আখ্যানও সামান্য। কিন্তু "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান" এই পরম তত্ত্ব প্রচার করিয়া ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি নিবেদন করিতে মানবচিত্তকে যে উদাত্তসুরে আহ্বান করিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনের গোপীদের তদ্গতচিত্ত প্রেমভক্তির যে ব্যাখ্যা ভাগবত দিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব।

কিন্তু ইহা বিচিত্র কিছু নয়। দক্ষিণ-ভারতের তামিল দেশে শিলপ্পদিকারম্ (দ্বিতীয় শতাব্দী), মণিমেকলৈ প্রভৃতি সঙ্গমযুগের প্রাচীন তামিল গ্রন্থে কৃষ্ণের (মায়োন-এর) সহিত গোপীদের বিস্তর উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-ভারতীয় প্রাচীন বিষ্ণুভক্ত আচার্যগণও ভক্তিধর্মের প্রচুর গুণগান করিয়াছেন। এইভাবে সেখানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাগবত তাহার উপর সৌধ গড়িয়া তুলিলেন।

ভাগবতে গোপীতত্ত্বই আছে, রাধাতত্ত্ব নাই। যেখানে 'অনেক'-এর অবতারণা, সেখানে একদা একজনের প্রাধান্যের কল্পনা স্বাভাবিক। হইলও তাহাই। অনেকানেক গোপীর মধ্যে যে একজন প্রধানা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন, তাঁহার নাম রাধা। রাধার প্রাচীনতম উল্লেখ হালের গাথাসপ্তশতীতে। কিন্তু এই গ্রন্থ চতুর্থ শতাব্দী কিংবা তাহার পরে রচিত এই বিতর্কের এখনও অবসান হয় নাই। কিন্তু সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে উত্তর-ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে ও লেখমালায় রাধার উল্লেখ বিরল নয়, এবং এই সময়ের ভাস্কর্য শিল্পেও কৃষ্ণের সহিত রাধার মূর্তিও খোদিত দেখা যায়[১]।

১ রাধা বাঙ্গালাদেশেরই পরিকল্পনা, এবং ইহা ঘটিয়াছিল জয়দেবের সামান্য কিছু পূর্বে, এই অনুমান (*History of Bengal*, Vol. I, Dacca University, p 404) একেবারেই ভিত্তিহীন।

দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন তামিল গ্রন্থে রাধার নাম নাই, তেমনই রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীদেরও উল্লেখ নাই, কিন্তু নিপ্পিন্নৈ নাম্নী কৃষ্ণের একজন কান্তার বার বার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই নিপ্পিন্নৈ-ই রাধার তামিল নাম[১]। যাহা হউক, তত্ত্ব হিসাবে রাধাতত্ত্ব বিকাশ লাভ করিল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে ব্রহ্মবৈবর্তের মূল্য এইখানে। আদি ব্রহ্মবৈবর্ত অবশ্যই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কারণ বল্লালসেনের দানসাগরে ও হেমাদ্রির চতুর্বর্গ-চিন্তামণিতে ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আদি ব্রহ্মবৈবর্তে রাধাতত্ত্ব কতখানি ও কি ভাবে ছিল, এখনকার ব্রহ্মবৈবর্ত দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে রাধার অভ্যুদয়ের পর রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীরা একান্তভাবে অন্তঃপুরবিহারিণী হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণলীলায় রাধাই প্রায় সর্বত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন।

উত্তর-ভারতে ভাগবত কখন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। অন্ততঃ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নয়। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাশ্মীর দেশীয় কবি ও দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র (১০৫০-১০৭৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার দশাবতারচরিতে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন, এবং কৃষ্ণাবতারের বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি কতিপয় শ্লোকে রাধার কথাও বলিয়াছেন। উপাখ্যানভাগে ক্ষেমেন্দ্র দক্ষিণ-ভারতীয় ভাগবতের পরিবর্তে বিষ্ণুপুরাণকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে চতুর্দশ শতাব্দী, এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, পর্যন্ত ভাগবত যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন দেখি না। এই সময়ের মধ্যে রচিত অনন্ত-নামা বড়ু চণ্ডীদাসের তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বিষ্ণুপুরাণই অনুসৃত।

১ *Ind. Cult.*, IV, 1937, p. 269.

বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ভাগবত দেখিয়াছেন, এমন কথা তাঁহার কাব্য হইতে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মালাধর বসু ভাগবতের কাহিনী জানিতেন, এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। ইহার পর, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই চৈতন্যদেব ভাগবতকে বাঙ্গালাদেশে মহিমার রত্নসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই হেতু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য হইতে বাঙ্গালার সমস্ত কৃষ্ণমঙ্গলকারগণই তাঁহাদের কাব্যে মুখ্যতঃ ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যগুলির সহিত অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ভাগবতের সম্পর্কই অধিকতর নিবিড়।

রুবেন সাহেব যে পরিমাণ ধৈর্য ও পাণ্ডিত্যের সহিত হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণ হইতে কৃষ্ণচরিতের প্রাচীনতম রূপ অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রূপটিকে আন্দাজ করিয়া লইয়া আলোচনা চলে না। সেইজন্য আমাকে কৃষ্ণচরিতের ক্রমবিকাশ দেখাইতে হরিবংশ ও পুরাণগুলির প্রচলিত পাঠের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যের পটভূমিকা হিসাবে এই আলোচনা নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী

'কথাবস্তু ও আলোচনায়' যে যে গ্রন্থের যে যে সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে,—

ব্রহ্মপুরাণ, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ২৮, ১৮৯৫ খৃঃ

খিল হরিবংশ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, বঙ্গাব্দ ১৩১২

মৎস্যপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৬ সাল

অগ্নিপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, দ্বিতীয় সং, বঙ্গবাসী, ১৩৩১ সাল

ভাগবতপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং

পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড, উত্তরখণ্ড) ৯৪ অধ্যায়, কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত, কলিকাতা, পৃঃ ১৮৮৩-১৮৯৪

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, শকাব্দা ১৮২৭

ভাসের বালচরিত, ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত সিরিজ, ২১ নং, টি, গণপতি শাস্ত্রী সং,

ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিত, নির্ণয়সাগর প্রেস সং, বোম্বাই, ১৮৯১ খৃঃ,

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, প্রথম সং

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪ খৃঃ

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৭ সাল

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বঙ্গবাসী সং, দ্বিতীয় সং, ১৩৩৩ সাল

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সং, ১৩১৭ সাল

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং, ১৩২৬ সাল

শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং, ১৩৩৩ সাল

অঙ্কীয়া নাট, শ্রীবিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, ১৯৪০ খৃঃ

কথাবস্তু ও আলোচনার

সূচীপত্র

কথাবস্তু ও আলোচনা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—(১) জন্মের উদ্দেশ্য

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে মূল পুরাণগুলিতে যে উপাখ্যান রহিয়াছে, তাহা দুই বিশেষ অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে তিনি কি কারণে ও কার্য সিদ্ধির জন্য কোন্ কোন্ পরিকল্পনা স্থির করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা; দ্বিতীয়াংশে তাঁহার জন্মকালীন ও জন্মোত্তর ঘটনাগুলির বিবৃতি। প্রথমাংশ সম্বন্ধে আধুনিক হরিবংশে যে বিবরণ আছে তাহাই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। মৎস্য বা অগ্নিপুরাণে এই সকল প্রসঙ্গ নাই। তবে অগ্নিপুরাণ জানিতেন (১২, ৪) যে, ধরণীর ভার অপনোদন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাভারতে (৩,১৫৮৪৮) আছে[১], অসতের নিগ্রহ ও ধর্মের সংরক্ষণের জন্য বিষ্ণু যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ নামে পরিকীর্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৎস্যপুরাণ তাহাও বলেন না, বলেন (৪৭, ১), লীলা বিহারার্থ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবংশে যে উপাখ্যান আছে তাহার সারাংশ এইরূপ :—

পৃথিবীতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও পুরে পুরে নরপতিদের পরাক্রম ও তাঁহাদের ক্ষত্রিয় সেনার বলাধিক্য এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, পৃথিবী অত্যন্ত ভারপরিশ্রান্তা ও পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ভারাবতরণের জন্য ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রথমে নারায়ণের নিকট ও পরে নারায়ণকে সঙ্গে লইয়া সুমেরু পর্বতে গেলেন পরামর্শ করিবার জন্য। সেখানে পৃথিবী সখেদে নারায়ণের নিকট তাঁহার দুর্দশার কথা নিবেদন করিলেন। সমবেত দেবতারা

হরিবংশের বিবরণ

১ *Indian Mythology*, V. Fausböll, 1903, p. 121.

তখন ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনিই লোকের শরীর কর্তা, আপনিই লোকের ঈশ্বর, অতএব পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য আমাদের কি করিতে হইবে আপনি অনুজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা সকল দেবতাকে 'ভারতবংশে' জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিবার নির্দেশ দিলেন, এবং বলিলেন, পৃথিবী যে অত্যধিক ভারে প্রপীড়িতা হইবেন তাহা আমি জানিতাম, এইজন্যই আমি পৃথিবীতে শান্তনুর বংশ স্থাপন করিয়াছি। এই শান্তনুর দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্রের সন্ততিদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইবে তাহাতে বহু নরপতি ও তাহাদের অনুচরেরা এরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং ফলে রাষ্ট্র ও পুরের সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে যে, পৃথিবীর ভার তাহাতে অনেক লাঘব হইবে। তখন পৃথিবী প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং ব্রহ্মার ঐ নির্দেশ অনুযায়ী ধর্ম যুধিষ্ঠির রূপে, পবন ভীমসেন রূপে, ইন্দ্র অর্জুন রূপে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নকুল ও সহদেব রূপে, সূর্য কর্ণ রূপে, (অষ্টম) বসু ভীষ্ম রূপে, বৃহস্পতি দ্রোণাচার্য রূপে, কলি দুর্যোধন রূপে,—ভারতকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ভারতবংশ

দেবতাদের ভারতে জন্মগ্রহণের পর একদা দেবর্ষি নারদ নারায়ণের সমীপে গিয়া বলিলেন, হে বিষ্ণো, সকল নরপতিদের ক্ষয়ার্থে দেবতাদের মর্ত্যে অবতরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা নিরর্থক হইবে, কারণ ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ প্রকৃতই আপনার অধীন, অর্থাৎ আপনার উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আপনি কেন নিজ অংশে ধরাধামে গমন করিতেছেন না? সেখানে আপনি গিয়া দেবতাদিগকে কার্যে নিয়োগ করিলে তবেই দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই কার্যে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, এবং ইহার যথার্থ কারণ শুনুন। তারকাময় নামে

প্রসিদ্ধ যুদ্ধে যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল তাহারা এখন পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছে। সেখানে যমুনাতীরে মথুরা নামে এক সমৃদ্ধ পুরী আছে, তথাকার রাজা ছিলেন ভোজবংশীয় শূরসেনের পুত্র মহাসেন পরাক্রম উগ্রসেন। পূর্বে তারকাময় সংগ্রামে আপনি কালনেমি নামক যে মহাদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে এখন উগ্রসেনের পুত্র ভোজবংশীয় বিখ্যাত রাজা কংস। সিংহের মত তাহার বিক্রম, কিন্তু সে সৎপথবাহ্য, খল, অন্তরে দারুণ দুষ্ট, তাহার নামেই প্রজাদের সন্ত্রাস উপস্থিত হয়, এমন কি তাহার আত্মীয়রাও তাহার রাজত্বে সুখী নয়। অন্যান্য দৈত্যরাও তাহার অনুচর হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যে ছিল হয়গ্রীব দৈত্য সে এখন কেশী নামে অশ্ব হইয়া বৃন্দাবনের লোকজনকে নিধন করিতেছে, অরিষ্ট দৈত্য বৃষভ হইয়া রাজ্যের গোধন বিনষ্ট করিতেছে, রিষ্ট নামক দৈত্য কংসের হস্তী হইয়াছে, লম্ব দৈত্য এখন প্রলম্ব নাম ধারণ করিয়া ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে, খর দৈত্য ধেনুক নামক অসুর হইয়া তালবনে বাস করিতেছে, ময় ও তারক নামে দৈত্যদ্বয় চাণুর ও মুষ্টিক রূপে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (আসামে) মল্লযোদ্ধা হইয়া জন্মিয়াছে। হে বিষ্ণো, আপনিই এই সকল দৈত্যদের নিহত করিয়াছিলেন, ইহাদিগকে পৃথিবীতে এখন আপনি বিনা আর কেহ নিধন করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি এই অসুরদের বিনাশের জন্য পৃথিবীতে গমন করুন, আপনি অবতরণ করিলেই কংস প্রভৃতি দৈত্যরা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এবং দেবতাদের যে জন্য পৃথিবীতে গমন, সেই কার্যার্থও সাধিত হইবে। ভারত-রক্ষার গুরুভার আপনারই, আপনি ক্ষিতিতলে গিয়া দানব সংহার করুন।

নারদের কথা শুনিয়া বিষ্ণু সস্মিতমুখে উত্তর দিলেন, দানবেরা যে যে রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা আমি বিদিত আছি, এবং আমিও কংস প্রভৃতি মহাসুরদের

বিনাশের কথা ভাবিতেছি। পৃথিবীর ভারক্ষয়ের জন্য তাহাদের বিনাশ করিতে আমি মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিব। আমারই অনুমতিক্রমে দেবগণ আমার অংশ রূপে পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন, আমি এখন পৃথিবীতে গিয়া কোন্ স্থানে কি বেশে জন্মিব তাহা ব্রহ্মা বলিয়া দিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি যাদবদের মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। পুরাকালে মহাত্মা বরুণের কতগুলি যজ্ঞীয় গাভী লইয়া কশ্যপ আর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ না করার জন্য আমি কশ্যপকে শাপ দিয়াছিলাম যে তিনি পৃথিবীতে গিয়া গোপ হইয়া জন্মিবেন, এবং অদিতি ও সুরভি নাম্নী তাঁহার দুই ভার্যাও ধরাতলে গিয়া দেবকী ও রোহিণী নামে তাঁহার দুই পত্নী হইবেন। মথুরার কিছু দূরে গোবর্ধন নামে যে গিরি আছে সেখানে কংসের করসংগ্রাহক হইয়া তিনি গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়া আছেন[১]। হে বিষ্ণো, আপনি গোপালকৃতলক্ষণ হইয়া সেখানে বসুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণ করুন। বিষ্ণু সম্মত হইলেন।

কশ্যপের প্রতি শাপ

ইতিমধ্যে নারদ বীণাহস্তে স্বর্গ হইতে মথুরায় আসিয়া কংসকে বলিলেন, কংস, দেবসভায় গিয়া আমি শুনিলাম তোমার ও তোমার জ্ঞাতিবর্গের বধোপায় সম্বন্ধে সেখানে মন্ত্রণা হইতেছে। মথুরায় তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী (লঘুস্বসা) থাকেন, তাঁহারই অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমার মৃত্যু ঘটাইবে। অতএব তুমি দেবকীর গর্ভ বিনষ্ট করিতে যত্নবান হও। তোমার প্রতি আমার যথার্থ প্রীতি আছে বলিয়াই তোমাকে এই কথাটি জানাইতে আসিলাম, তোমার স্বস্তি হোক্, আমি চলিলাম।

১ গিরির্গোবর্দ্ধনো নাম মথুরায়াস্ত্বদূরতঃ।
তত্রাসৌ গোষু নিরতঃ কংসস্য করদায়কঃ॥ হরিবংশ, ১,৫৫,৩৬-৩৭

ব্রহ্মপুরাণে কশ্যপের প্রতি এই অভিশাপের কোনও উল্লেখ নাই। কশ্যপ ও অদিতির পুত্র বামনের গল্প পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলায় আরোপিত হওয়ায় এই উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাকবি ভাসের বালচরিতে আছে, মধুক নামে একজন ঋষি কংসকে শাপ দিয়াছিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র তাহাকে বধ করিবেন ; এবং যথাসময়ে নারদ তাঁহাকে সেকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ব্রহ্মপুরাণেও নারদের সতর্ক বাণী মাত্র তুইটি শ্লোকে নিবদ্ধ। কিন্তু হরিবংশে, নারদ চলিয়া গেলে কংস তাঁহার কথাগুলি চিন্তা করিয়া প্রচণ্ড এক হাস্যে যেন ফাটিয়া পড়িলেন। তারপর অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, নারদের কথাগুলি নিতান্তই হাস্যকর। যখন আমি উপবেশন করি বা শয়ন করি অথবা আনন্দে মত্ত হই, তখনও দেবতারা আমাকে কোনও বিপদ দ্বারা ভয় দেখাইতে পারে না। আমার এই বিপুল বাহু দিয়া আমি সমগ্র জগৎ বশে রাখিতে পারি, এ পৃথিবীতে কে আমাকে ক্ষুব্ধ করিতে সাহসী ? আজ হইতে সকল দেবতা ও দেবতাদের অনুবর্তী মানুষ, পশু, পক্ষী যাবতীয় সকলকে বিনাশ করিব। হয়, কেশী, প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, পূতনা, কালিয় প্রভৃতি সকলকে আমার এই আদেশ জ্ঞাপন কর, তাহারা যেন সারা পৃথিবী যথেচ্ছভাবে বিচরণ করে এবং আমাদের নিন্দাকারী (পক্ষদূষক) সকলকে হত্যা করে। নারদ আমাদিগকে গর্ভস্থ কাহারও সম্বন্ধে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন ; এখনও গর্ভে বাস করিতেছে এরূপ সকল শিশুর উপর তাহারা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তোমরা ভয় পাইও না, যতদিন আমি তোমাদের নাথ হইয়া আছি, ততদিন দেবগণ হইতে তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই। নারদ অতি আমোদ-প্রিয় ব্রাহ্মণ (কেলিকিলো বিপ্রো), আর তিনি তেমনই ভেদশীল, একের সঙ্গে অন্যের ভেদ জন্মাইয়া দিতে পারিলেই তিনি খুসী।

কংসের আত্মশ্লাঘা

এইরূপে রাজসভায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া কংস নিজের ভবনে চলিয়া গেলেন, কিন্তু চিত্ত তাঁহার দগ্ধ হইতে লাগিল।

অতঃপর তিনি তাঁহার সচিবদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা দেবকীর প্রত্যেকটি গর্ভ সম্বন্ধেই সাবধান হইও। প্রথম হইতে সপ্তম পর্যন্ত সকল গর্ভস্থ সন্তান মারিয়া ফেলিতে হইবে, আর সে যখন অষ্টম গর্ভ ধারণ করিবে তখন গর্ভাবস্থায়ই ঔষধাদি দ্বারা সেই ভ্রূণ হত্যা করিতে হইবে। দেবকীকে গুপ্তগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখা হউক, কিন্তু তাহার গর্ভকালীন ইচ্ছাগুলি যেন পালন করা হয়। তাহার প্রত্যেক গর্ভধারণের ফলাফল যেন আমি জানিতে পারি। বসুদেবকেও যেন যত্নপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়।

এদিকে নারায়ণ অন্তর্ধ্যান দ্বারা কংসের মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, কংস দেবকীর সাতটি গর্ভ নষ্ট করিবে, এবং আমাকেও অষ্টম গর্ভের সন্তান হইয়া আত্মকার্য সাধন করিতে হইবে। পূর্বে হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করায় তিনি কালনেমির ছয়টি দানব পুত্রকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, তোমরা পরে দেবকীর ছয় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু কংস (তাহাদেরই পূর্বজন্মের পিতা কালনেমি) কর্তৃক তোমরা প্রত্যেকেই জন্মিবামাত্র নিধন প্রাপ্ত হইবে। সেই অবধি ছয়টি পুত্র পাতালে মৃতাবস্থায় ছিল, তাহাদিগকে নারায়ণ এই সময়ে পুনরায় জীবিত করিয়া দেবী

দেবী যোগনিদ্রা

যোগনিদ্রার হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আপনি এই ছয়টি দানবকে যথাক্রমে দেবকীর ছয়টি গর্ভে পর পর যোজনা করুন, ইহারা কংস কর্তৃক হত হইবে। সপ্তম গর্ভটি সপ্তম মাসে দেবকীর উদর হইতে সঙ্কর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করুন, আমার সেই অগ্রজ সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইবেন, এদিকে সকলে জানিবে দেবকীর এইবার গর্ভপাত হইয়াছে। তারপর আমি অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব। কংস অবশ্য ভ্রূণ অবস্থায় আমাকে বিনষ্ট করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কিন্তু আপনি নন্দগোপের গোপকুলোদ্ভবা ভার্যা যশোদার নবম গর্ভে (২, ২, ৩৫) কন্যারূপে

জন্মগ্রহণ করিবেন। আমরা দুইজনেই গর্ভের অষ্টম মাসে অভিজিৎ যোগে (রাত্রির অষ্টম মুহূর্তে) অর্ধরাত্রে একই সময়ে উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হইব। তখন আমি যশোদার নিকট নীত হইব, আপনি দেবকীর নিকট আনীতা হইবেন। কংস আপনাকে চরণে ধরিয়া শিলাপৃষ্ঠে আছাড় মারিবে, আপনিও তৎক্ষণাৎ আস্ফালন দ্বারা গগনে উঠিয়া আপনার শাশ্বত স্থানে গমন করিবেন। সেখানে ইন্দ্র আপনাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং মর্ত্যে দেবী কৌশিকী রূপে আপনি সকলের পূজিতা হইবেন। ইহার পর হরিবংশে এই কৌশিকী বা কাত্যায়নীর একটি স্তব সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দেবকী একে একে ছয়টি পুত্র প্রসব করিলেন, এবং জন্মিবামাত্র কংস তাহাদিগকে শিলাপৃষ্ঠে আছড়াইয়া সংহার করিতে লাগিলেন। তাহার পর দেবকীর সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইল, এবং যোগমায়া যথাসময়ে সেই গর্ভ সঙ্কর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলেন। রোহিণী পরে যে পুত্রটি প্রসব করিলেন, তিনি সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইলেন। এইটিকে লইয়াই হরিবংশে কংস কর্তৃক দেবকীর সাত পুত্র বিনাশের কথা আছে (২, ২, ১০; ২, ৪, ৮)।

শ্রীকৃষ্ণজন্ম উপাখ্যানের এই অংশের পরবর্তী স্তর দেখা যায় বিষ্ণুপুরাণে। আখ্যানটি বিষ্ণুপুরাণ আরম্ভ করিয়াছেন একটি নূতন ঘটনা সংযোগ করিয়া এইভাবে,—

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ

পূর্বকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের পরে ভোজবর্ধন কংস (খুল্লতাত ভগিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ) সারথি হইয়া নবদম্পতীর রথ চালনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে (পথিমধ্যে) আকাশে মেঘগম্ভীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, হে মূঢ়, পতির সহিত যাঁহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছ ইঁহার অষ্টম গর্ভে

যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি তোমার প্রাণহরণ করিবেন। মহাবল কংস ইহা শুনিয়া খড়্গ গ্রহণ করিয়া দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব বলিলেন, হে মহাবাহো, দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইঁহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনার হস্তে সমর্পণ করিব। কংস বসুদেবের বাক্যে তাহাই হইবে বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিলেন না।

ইহার পর বিষ্ণুপুরাণে পৃথিবীর ভারের কথা আছে। এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে নিপীড়িতা হইয়া সুমেরু পর্বতে দেবগণের নিকট গমন করেন, ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতা হইয়া করুণ ভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যরা মর্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া দিবারাত্রি প্রজাসমূহকে কষ্ট দিতেছে। এই কালনেমি পূর্বে বিষ্ণু কর্তৃক হত হইয়াছিল, এখন সে উগ্রসেনের পুত্র কংস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, বলির পুত্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীর্য দুরাত্মারা নৃপতিদের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দৈত্যেন্দ্রদের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপরে বিরাজ করিতেছে, তাহাদের প্রভূত ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়াছি, আমি আর আত্মাকে ভরণ করিতে পারিতেছি না, আপনারা আমার ভারাবতরণ করুন, আমি যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন না করি।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে পৃথিবীর এই ভার কেবল কংস ও তাঁহার অনুচরদের জন্য, অন্য কোনও নরপতি বা ক্ষত্রিয় সেনাবলের জন্য নয়। কাজেই ব্রহ্মা কর্তৃক শান্তনুর বংশ স্থাপন, অথবা ধর্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণের কোনও উল্লেখ ইহাতে নাই। ইহাতে দুইটি বিষয় প্রতীয়মান হয়; বিষ্ণুপুরাণের আধুনিক পাঠ রচনার সময়ে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার ন্যূনাধিক লাঘব, ও দ্বিতীয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয়ত্বের সঙ্কোচ সাধন করিয়া তাঁহার গোপকুলের সংশ্রবের প্রতি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপের সূচনা।

বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া সুমেরু পর্বতে যান নাই, বিষ্ণু ছিলেন তখন ক্ষীরোদ সমুদ্রের তটে, এবং পৃথিবীর সখেদ উক্তি শুনিয়া ব্রহ্মাদি দেবতারা সেখানে গেলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে, কারণ সর্বদাই সর্বাত্মা সেই জগন্ময় বিষ্ণুই জগতের জন্য স্বল্পাংশা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের রক্ষা করিয়া থাকেন।

দেবগণের সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্র তটে গমন করিয়া ব্রহ্মা সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, এবং শেষে বলিলেন, পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য দেবগণের ও আমার যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত আপনি আজ্ঞা করুন। স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নিজের শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন

বিষ্ণুর কেশদ্বয়

এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার জন্য ক্লেশ অপনোদন করিবে, আর দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বে উৎপন্ন উন্মত্ত মহাসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকুন। তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে সুরগণ, বসুদেবের দৈবকী নাম্নী যে পত্নী আছেন তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে, এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে। ইহা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন এবং দেবগণও সুমেরু পর্বতে গমন করিলেন, এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুর এই কেশদ্বয়ের কথা বিষ্ণুপুরাণে ঠিক নূতন সংযোগ নয়, কারণ ব্রহ্মপুরাণে (১৮১, ৩০) বিষ্ণুর একটি কৃষ্ণবর্ণের কেশ প্রদানের কথা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নারদ কর্তৃক বিষ্ণুকে

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার অনুরোধ নাই, সেই অনুরোধ করিয়াছিলেন ব্রহ্মাদি দেবতারা। ইহার পর বিষ্ণুপুরাণে কংসের প্রতি নারদের উক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাহার উপর অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে,—নারদ কংসকে শুধু কহিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিবেন।

নারদের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কংস দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্তভাবে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বসুদেব তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দেবকীর এক একটি পুত্র জন্মিবামাত্র তাহাদিগকে কংসের হাতে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপুর (কালনেমির নয়) ছয়টি পুত্র পাতালে ছিল, বিষ্ণুর নির্দেশে তাহাদিগকে যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া আছে সেই অবিদ্যারূপিণী যোগনিদ্রা ক্রমে ক্রমে দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু নিদ্রাকে আরও বলিলেন, এই গর্ভগুলি হত হইলে শেষ নামক অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তম গর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। দেবকীর ঐ সপ্তম গর্ভ ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই রোহিণীর উদরে স্থাপন করিবে। লোকে বলিবে দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন। তারপর আমি দেবকীর জঠরে প্রবেশ করিব। তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও। বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব, এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া বসুদেব আমাকে যশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনয়ন করিবেন। কংস তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। তখন ইন্দ্র আমার

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী

মর্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তুমি নর জগতেও দুর্গা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি নামে পূজিতা হইবে। যোগনিদ্রা বিষ্ণুর আদেশ পালন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণজন্মের উপাখ্যানেরই এই অংশকে পরবর্তীকালে ভাগবতপুরাণ অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভাগবতের বিবরণ আরও পল্লবিত ও বিষ্ণুপুরাণের সহিত উহার আখ্যানভাগের কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ভাগবতে উপাখ্যানটি আরম্ভ পৃথিবীর ভারাক্রান্ত হওয়ার আখ্যায়িকাটি দিয়া।

ভাগবত পুরাণের উপাখ্যান

দর্পিত রাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনারূপ ভূরিভারে আক্রান্ত হওয়ায় খিন্না পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া অশ্রুমুখী হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের বিপদ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণকে লইয়া ধরণীর সহিত ক্ষীরসাগরের তীরে গেলেন ও সেখানে নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, হে অমরগণ, ভগবান যাহা বলিলেন আমার নিকট তাহা শুনিয়া শীঘ্র সেইরূপ বিধান কর, বিলম্ব করিও না। তোমরা আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর, হরি অবিলম্বেই আপনার কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার নাশ করিয়া ভূতলে বিহার করিবেন। অগ্রে বাসুদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট অনন্তদেব ভগবানের প্রিয় কামনায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তারপর ভগবান শীঘ্রই বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং ভগবতী বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে কার্যসিদ্ধির জন্য যশোদার গর্ভে অংশে অবতীর্ণা হইবেন। ব্রহ্মা দেবগণকে এই আজ্ঞা করিয়া ও অনেক আশ্বাসবাক্যে অবনীকে সান্ত্বনা দিয়া নিজ ধামে গমন করিলেন।

দেখা যাইবে, ভাগবত পুরাণের এই বিবরণে বিষ্ণুর কেশদ্বয়ের কথা পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্তে এক আকাশবাণীর দ্বারা বিষ্ণুর ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালীকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার পর বসুদেব-দেবকীর বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া "দেবকীর গর্ভের সকল পুত্র তোমার হস্তে অর্পণ করিব" বসুদেবের এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত কংসের দেবকীকে ছাড়িয়া দেওয়া পর্যন্ত ভাগবতের বিবরণের গঠন বিষ্ণুপুরাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনন্তর কাল উপস্থিত হইলে দেবকী প্রতি বৎসর এক একটি করিয়া সপ্ত তনয় ও এক তনয়া প্রসব করিলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে বসুদেব কীর্তিমান নামে প্রথম পুত্রটি কংসের হস্তে দিলেন। বসুদেবের সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠায় প্রীত কংস প্রথমে বসুদেবকে ঐ পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া দিলেন, বসুদেব পুত্র লইয়া সানন্দে ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নারদ মুনি আসিয়া কংসকে বলিয়া দিলেন, দেবগণ কর্তৃক পৃথিবীর ভারভূত অসুরদের সংহারের উদ্যোগ হইতেছে, যদুগণ দেবতা, এবং বিষ্ণু তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে উৎপন্ন হইবেন। নারদের এই কথা শুনিয়া বসুদেব ও দেবকীকে কংস শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আপন গৃহে রাখিলেন, যদু, ভোজ ও অন্ধকগণের রাজা নিজ পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করিয়া মথুরার রাজা হইলেন, এবং আপনার নিধনকারী বিষ্ণু মনে করিয়া দেবকীর যেমন পুত্র জন্মিতে লাগিল এক একটি করিয়া ক্রমশঃ ছয়টি পুত্র বধ করিলেন। ভাগবত বলেন না যে, এই পুত্রগণ পূর্বজন্মে কালনেমি দৈত্যের বা তাহার পিতা হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিল।

কংস দেবকীর ক্রমে ছয় পুত্র বিনাশ করিলে দেবকীর যখন সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হইল তখন বিষ্ণু যোগমায়াকে বলিলেন, দেবকীর এই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া ব্রজধামে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর, এবং তারপর আমি যখন পূর্ণরূপে দেবকীর নন্দন হইয়া জন্মিব তখন তুমি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

মনুষ্যগণ তোমাকে সর্বকাম ও সকল বরের অধীশ্বরী ও প্রদাত্রী বলিয়া নানা উপহার ও বলি দ্বারা তোমার পূজা করিবে ও পৃথিবীতে তুমি দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, চণ্ডিকা, অম্বিকা প্রভৃতি নানা নামে বিখ্যাত হইবে। গর্ভ সঙ্কর্ষণ করিয়া লওয়াতে ঐ গর্ভসম্ভূত সন্তান সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন। যোগমায়াও তাহাই করিলেন।

বাঙ্গালাদেশের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতৃগণ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোপাখ্যানের এই অংশে ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন, কবি পরশুরামও তাহাই। কেবল প্রাক্-চৈতন্য যুগে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে বিষ্ণুপুরাণের নারায়ণ কর্তৃক শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই কেশ উৎপাটন করিয়া দেবগণের হস্তে প্রদানের কথা অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,

কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যের বিবরণ

হেন শুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়ণে॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাঞাঁ সব দেব গেলা বাসে॥ (পৃঃ ১-২)

বড়ু চণ্ডীদাসের বিষ্ণুপুরাণকে অনুসরণ করার কারণটা সম্ভবতঃ এই, তাঁহার যুগে বাঙ্গালাদেশে তখনও দক্ষিণদেশীয় ভাগবত পুরাণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলেন, দেবকীর একে একে ছয়টি পুত্র জন্মিলে পর নারদ আসিয়া কংসকে সতর্ক করিয়া দেন, এবং কংস তখন "দৈবকীর ছয় পুত্র মারিল একুবারে" (পৃঃ ৩০)। দুঃখী শ্যামদাসও তাঁহার গোবিন্দমঙ্গলে (পৃঃ ২০-২১) বলেন,

দৈবকীর ছয় পুত্র আনি দৈত্যেশ্বরে।
আছাড়িয়া মারে বজ্র শিলার উপরে॥

এরূপ কথা পরশুরাম অথবা আর কোনও কৃষ্ণমঙ্গলপ্রণেতা বলেন নাই। মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলে (পৃঃ ১০) আছে, নারদের সতর্কবাণী শুনিয়া কংসের অনুচরগণ গিয়া বসুদেবকে "কাঁকালে দড়িয়া দিয়া" বাঁধিয়া আনিল, কিন্তু রাজার ভগিনী বলিয়া দেবকীকে তাহারা দোলায় করিয়া লইয়া আসিল, এবং দুইজনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। তারপর বসুদেবের ছয় পুত্রকে ক্রমে ক্রমে কংস বিনাশ করিলেন।

ভাগবতকে অনুসরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালার এই বৈষ্ণব কবিদিগকে তাঁহাদের কাব্যে ভারাবতরণের ও অসুর বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার কথা লিখিতে হইয়াছে, নচেৎ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ একথা অন্তরে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কর্ম নয়, তিনি প্রেমময়। সুরাসুর সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। অসুরমারণ তাঁহার বড় জোর একটি 'আনুষঙ্গ কর্ম' হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণাবতারের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে, প্রেমরসনির্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গীয় ধর্ম জগতে প্রচার করা[১]। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণাবতারের এই একটিমাত্র হেতুনির্দেশই জানেন। তাছাড়া, তাঁহারা বলেন, বৃন্দাবনের দ্বিভুজ ও মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের দেবকী হইতে জন্মের কথা মিথ্যা। কবি কর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে (১৬,৩) স্পষ্টই বলিয়াছেন, "দেবকী জন্মবাদো", অর্থাৎ দেবকী হইতে জন্মগ্রহণ এই কথা তাঁহার অপবাদ মাত্র। কারণ তাঁহাদের মতে দেবকী হইতে যিনি জন্মিয়াছিলেন তিনি চতুর্বাহু ক্ষত্রিয় বাসুদেব, তিনি বিষ্ণু বা নারায়ণের অবতার। আর যশোদার নন্দন গোপাল কৃষ্ণ, পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবান;

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত

১ চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪

তিনি সামান্য যুগ অবতার নহেন, তাঁহার হইতেই অবতার সকল প্রকাশ পায়, তিনি অবতারাবলীবীজ[১]।

এই কথাটিরই একটি অন্যরূপ ব্যাখ্যা আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়),—"পূর্বে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্না হন, তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা··· । সেই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে বিভক্তা হন। সেই উভয় মূর্তিই রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়···ঠিক সমান। তাঁহার বামাংশসম্ভূতা মূর্তি লক্ষ্মী ; দক্ষিণাংশ জাতা রাধিকা। রাধিকা উৎপন্না হইয়াই অগ্রে সেই দ্বিভুজ পরাৎপরকে কামনা করেন, পরে মহালক্ষ্মীও সেই কমনীয় কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণার্থে দুই রূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশজ মূর্তি দ্বিভুজ ও বামাংশজ মূর্তি চতুর্ভুজ হইল ; তখন দ্বিভুজ মূর্তি কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণকে সেই মহালক্ষ্মী দান করেন। ···এই প্রকারে দ্বিভুজ কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ গোপ-গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।" এই দ্বিভুজ রাধিকাকান্ত কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপাস্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালীন ও জন্মোত্তর ঘটনাসমূহ

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম উপাখ্যানের দ্বিতীয়াংশ সম্বন্ধে কিন্তু হরিবংশের বিবরণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বিবরণ মৎস্যপুরাণে আছে। এই বিবরণ স্বভাবতঃই সংক্ষিপ্ত, কারণ ইহার রচনার সময় পরবর্তী-কালের ফেনায়িত এবং উদ্ভাবিত ঘটনারাশির কোনও সত্তাই

১ রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বহরমপুর সং, পৃঃ ৩১৮

ছিল না। মৎস্যপুরাণ (৪৬, ১১-১৪) অনুসারে, বসুদেব (আনক-দুন্দুভি) হইতে রোহিণী রাম প্রভৃতি সাতটি পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে কীর্তিমান, সুষেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস ও ভদ্রবিদেহ এই ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মৎস্যপুরাণের বিবরণ

ইঁহাদের সকলকেই কংস বিনাশ করেন। বার্ষিকী প্রথমা অমাবস্যা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভদ্রভাষিণী সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অনুজা। দেবকীর সপ্তম পুত্রের নাম মদন[১]। বসুদেবের তপোবলে (৪৭, ২-৬) পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ শ্রীসমুজ্জ্বল দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দেবকীর গর্ভে চতুর্বাহু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেই শ্রীবৎসচিহ্নিত ও দিব্যলক্ষণে লক্ষিত দেবদেবকে প্রাদুর্ভূত দেখিয়া বসুদেব বলিলেন, প্রভো, আপনার এই অপূর্ব রূপ সংহৃত করুন। হে দেব, আমি কংস হইতে ভীত, তাই তোমাকে এই কথা বলিতেছি। তোমার জন্মের আগে আমার যে সকল প্রচণ্ডবিক্রম পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা সকলেই কংস কর্তৃক হত হইয়াছে[২]। বসুদেবের এই বাক্য শুনিয়া অচ্যুত স্বীয় রূপ পরিহার করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বসুদেব তাঁহাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে নন্দগোপের হাতে কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি এই পুত্রটিকে রক্ষা কর[৩]। ভবিষ্যতে এই পুত্র হইতেই যাদবগণের প্রভূত কল্যাণ হইবে, আর দেবকীর গর্ভজাত এই পুত্রই কংসকে নিহত করিবে।

এই বিবরণে দেখা যায়,—

১। দেবকীর সপ্তম গর্ভটি তাঁহার উদর হইতে সঙ্কর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করার কথা মৎস্যপুরাণ জানিতেন না,

১ সপ্তমং দেবকীপুত্রং মদনং সুষুবে নৃপ! ৪৬, ১৯

২ মম পুত্রা হতাস্তেন জ্যেষ্ঠাস্তে ভীমবিক্রমাঃ, ৪৭, ৪

৩ দত্ত্বৈনং নন্দগোপস্য রক্ষতামিতি চাব্রবীৎ, ৪৭, ৬

সেইজন্য ইহাতে বলরামের মাতা রোহিণী এবং দেবকীর সপ্তম গর্ভজাত পুত্রের নাম মদন।

২। কংস দেবকীর যে ছয় পুত্রকে পূর্বে সংহার করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ভীমবিক্রম ছিলেন, অর্থাৎ কারাগৃহে জন্মমাত্রেই তাঁহাদের প্রাণনাশ করা হয় নাই, তাঁহারা বয়স্ক হইয়া প্রচণ্ডবিক্রম হইলে পর তাঁহাদের, হয় একে একে না হয় একত্র, কংস হত্যা করিয়াছিলেন।

৩। বসুদেব কর্তৃক দেবকীর পুত্রের সহিত যশোদার কন্যার পরিবর্তন, কংস কর্তৃক সেই কন্যাকে বধের প্রচেষ্টা, প্রভৃতি কোনও কথাই মৎস্যপুরাণে নাই। নন্দের হাতেই বসুদেব স্বীয় পুত্রটিকে দিয়া আসিয়াছিলেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। অর্থাৎ নিদ্রিতা নন্দ-পত্নীর শয্যা হইতে সঙ্গোপনে তাঁহার সদ্যপ্রসূতা কন্যার সহিত সদ্যোজাত কৃষ্ণের বিনিময় ঘটে নাই। কাজেই এরূপ কন্যা সম্বন্ধে পরবর্তী পুরাণগুলিতে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, সমস্তই পরে কালক্রমে কল্পিত।

খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ দুই এক শতাব্দী পূর্বে রচিত ঘটজাতক নামে একটি বৌদ্ধ জাতকে (যাহাতে ঘট নামে বাসুদেবের এক ভ্রাতাকে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে) পৌরাণিক কৃষ্ণ-চরিতের কিয়দংশের এক বিকৃত বিবরণী আছে। হরিবংশের কথা দেখিবার আগে ইহা দেখা প্রয়োজন। এই জাতকে[১] কন্হ (কৃষ্ণ বাসুদেব) ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কংসের ভগিনী দেবগব্ভা (দেবগর্ভা) ও উপসাগরের সন্তান। এই উপসাগর

১ *Jataka*, Cowell, Vol. IV, p. 57 f.; জাতকমঞ্জরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৬৫-১৭৭; *Vaisṇavism, Śaivism and Minor Religious Systems*, R. G. Bhandarkar, 1913, p. 38.

অবশ্যই হিন্দু পুরাণের বসুদেব। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হইলে দৈবজ্ঞরা গণিয়া বলিয়াছিলেন, ইঁহার গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য ধ্বংস করিবে। কালক্রমে কংস ও তাঁহার ভ্রাতা উপকংস ভগিনীকে বধ না করিয়া একটি স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নন্দগোপা নাম্নী রমণী তাঁহার পরিচারিকা নিযুক্ত হইল এবং তাহার স্বামী অন্ধকবেহ্নু (অন্ধকবিষ্ণু, সম্ভবতঃ অন্ধক ও বৃষ্ণি এই দুই যাদব-বংশের নামের সংমিশ্রণ) নামক এক দাস কারাগৃহের প্রহরীর কাজ করিতে লাগিল। উপসাগরের সহিত দেবগর্ভার বিবাহ হইল, এবং ইঁহাদের প্রথম সন্তান অঞ্জনা নাম্নী একটি কন্যা। ইহার পর এই দম্পতী গোবর্ধন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেবগর্ভার দ্বিতীয় সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে নন্দগোপা ও অন্ধকবিষ্ণুকে প্রদান করিয়া সেই দিন জাত নন্দগোপার একটি কন্যাকে তৎপরিবর্তে দেবগর্ভার নিকট আনা হইল। ক্রমে দেবগর্ভা বলদেব প্রভৃতি আরও নয়টি পুত্র প্রসব করিলেন, এবং নন্দগোপারও আরও নয়টি কন্যা হইল। দেবগর্ভা নন্দগোপার দশ কন্যাকে এবং নন্দগোপা দেবগর্ভার দশ পুত্রকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দেবগর্ভার দশ পুত্রকে লোকে অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র বলিয়াই জানিত, এবং তাঁহারা 'দাস দশ ভেয়ে' নামে বিদিত ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই দশ ভেয়েরা বা দশ ভ্রাতারা অতি বীর্যবান ও নিষ্ঠুর হইলেন, এবং দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। (পরে এই দশভেয়েরা চাণূর ও মুষ্টিককে বধ করিয়া ধার্মিক ও দয়ালু রাজা কংসকে হত্যা করিলেন ও কংসের রাজধানী অসিতাঞ্জনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন)।

ঘটজাতকের বিবরণ

এই বৌদ্ধ জাতক অনুসারে, (১) বাসুদেব ও বলদেব একই জননীর গর্ভজাত এবং বয়সে বাসুদেব বড় ও বলদেব ছোট, (২) দেবগর্ভার কোনও সন্তানই কংস কর্তৃক হত হয় নাই ও

(৩) দাসী নন্দগোপা ও দাস অন্ধকবিষ্ণুর জ্ঞাতসারেই একের পুত্রদের সহিত অন্যের কন্যাদের অদলবদল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই জাতকে (১) কংসের ভাবী ধ্বংস সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, (২) দেবগর্ভার কোন প্রাসাদে রুদ্ধ হইয়া অবস্থান, (৩) একের বালকের সহিত অন্যের কন্যার বিনিময় সাধন, এই তথ্যগুলি রহিয়াছে। এই জাতকের তুলনায় মৎস্যপুরাণের বিবরণ যে বহু প্রাচীন তাহা বুঝা যায়।

বৌদ্ধদের বিবরণে যেমন ঘট-রূপী বুদ্ধ কৃষ্ণের এক ভাই, জৈনদেরও একটি বিবরণে[১] তাঁহাদের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর রথনেমি বা নেমিনাথ তেমনই কেশবের একজন আত্মীয় ও যাদব।

জৈন বিবরণ

শৌর্যপুর নামক নগরে থাকিতেন বসুদেব নামে এক পরাক্রান্ত রাজা, তাঁহার দুই পত্নী রোহিণী ও দেবকী। ইঁহাদের একটি করিয়া প্রিয় পুত্র ছিল, রাম ও কেশব। ইত্যাদি। কিন্তু জৈনদের এই কাহিনী বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।

হরিবংশ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম উপাখ্যানের দ্বিতীয়াংশ সম্বন্ধে বলেন, অষ্টম মাসে অসম্পূর্ণ গর্ভকালে একই রজনীর সার্ধভাগে বসুদেবের ভার্যা দেবকী একটি পুত্র ও নন্দগোপের স্ত্রী যশোদা একটি কন্যা

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণজন্ম

প্রসব করিলেন। সেই সময় (ভগবানের ভারহেতু) সাগরের জল ফাঁপিয়া উঠিল, পর্বত কাঁপিয়া উঠিল, আর অগ্নিসমূহ শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে লাগিল, আকাশে নক্ষত্রগুলি আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন, ইন্দ্র পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে

১ *Jaina Sûtras* (S. B. E.), Part II, *Uttaradhyayana Sûtra*. Hermann Jacobi, pp. 112 ff.

লাগিলেন[১], ইত্যাদি। জনার্দন যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন অভিজিৎ নামক নক্ষত্র, জয়ন্তী নামক শর্বরী, বিজয় নামক মুহূর্ত। তাঁহাকে শ্রীবৎসলক্ষণ ও অন্যান্য দিব্যলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া বসুদেব পুত্রকে বলিলেন, হে প্রভো, আপনার এই রূপ উপসংহার করুন। আমি কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত, আমার পূর্বের সকল পুত্রকে সে হত্যা করিয়াছে। বসুদেবের কথায় কৃষ্ণ সেই (দিব্য) রূপ উপসংহার করিয়া পিতাকে কহিলেন, আমাকে নন্দগোপের গৃহে লইয়া চলুন। পুত্রবৎসল বসুদেবও ক্ষিপ্রভাবে সেই রাত্রিতে সুতকে যশোদার গৃহে লইয়া গেলেন[২]। সেখানে যশোদার নিকট বালককে রাখিয়া (যশোদার) কন্যা গ্রহণ করিয়া দেবকীর শয্যায় আনিয়া রাখিলেন। এইরূপে তাঁহাদের বালক ও বালিকার পরিবর্তন সাধন করিয়া ভয়বিক্লব বসুদেব বাড়ী (নিবেশন) হইতে বাহির হইয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যাজন্মের কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া কংস রক্ষিগণ সহ বেগে বসুদেবের গৃহদ্বারে আসিলেন, এবং গর্জন করিয়া বলিলেন, যাহাই জন্মিয়া থাকুক আমাকে অবিলম্বে দিয়া দাও। দেবকীভবনের অপরাপর নারীগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, দেবকী বাষ্পগদগদভাবে কংসকে বলিলেন, এইবার একটি কন্যা হইয়াছে, তুমি ত পূর্বে আমার সাতটি শ্রীমন্ত পুত্র হত্যা করিয়াছ, এটি কন্যা, মৃতের মতনই, ইহাকেও তুমি লইয়া যাইতে পার, ইহাকে দেখিতে চাও, এই দেখ। বলিয়া দেবকী কংসের সম্মুখে কন্যাটিকে মাটিতে রাখিলেন। কংস সহসা কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া এক শিলার

জয়ন্তী যোগ

বালক ও বালিকার পরিবর্তন

১ আকাশাৎ পুষ্পবৃষ্টিং চ ববর্ষ ত্রিদশেশ্বরঃ, ২, ৪, ১৭

২ বসুদেবস্তু সংগৃহ্য দারকং ক্ষিপ্রমেব চ।
যশোদায়া গৃহং রাত্রৌ বিবেশ সুতবৎসলঃ ॥ ২, ৪, ২৫

উপর আছাড় মারিলেন (শিলাপৃষ্ঠে নিষ্পিষ্টা, ২, ৪, ৩৬)। সেই কন্যা তৎক্ষণাৎ পূর্ণবয়স্কা নারী হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। পরিধানে তাঁহার নীল ও পীত বেশ, সর্বাঙ্গে হার, মুকুট প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার, মুখখানি চন্দ্রের মতন (চন্দ্রবক্ত্রা, ২, ৪, ৩৯), বিদ্যুতের মত তাঁহার বর্ণাভা, বালারুণের মত চোখ দুইটি, আর তিনি চতুর্ভুজা। তিনি সরোষে কংসকে বলিলেন, তুমি আত্মনাশের জন্যই আমাকে এইরূপ আঘাত করিলে; যখন তোমার শত্রুগণ কর্তৃক তুমি আক্রান্ত হইবে, তোমার সেই অন্তিম সময়ে আমি তোমার উষ্ণরক্ত পান করিব। এই বলিয়া সেই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কংস তাঁহার মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া দেবকীর নিকট সলজ্জ ও সকরুণভাবে তাঁহার কৃত দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অশ্রুমতী দেবকীও কংসকে ক্ষমা করিলেন। কংস নিজের ভবনে (২, ৪, ৬৪) চলিয়া গেলেন এবং দহ্যমান চিত্তে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

চতুর্ভুজা দেবী

ইতিপূর্বে, প্রসবের আগেই, রোহিণীকে বসুদেব ব্রজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেখানে তিনি একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব নন্দগোপকে বলিলেন, আপনি যশোদাকে লইয়া ব্রজে গমন করুন, এবং তথায় গিয়া দুই বালকের (সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণের) জাতকর্মাদি সম্পন্ন করুন, এবং সেখানে রোহিণীর গর্ভজাত আমার পুত্রকে পালন করুন। কংসের ভয়ে আমি ভীত হইয়া আছি, আপনি ব্রজে গিয়া এই দুইটি বালককেই সমান স্নেহচক্ষে দেখিবেন। দুইটি বালকই প্রায় সমবয়স্ক, বাল্যে বালকেরা বড় দুরন্ত ও স্বেচ্ছাচারী হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। বৃন্দাবনে কখনও গাভী পাঠাইবেন না, সেখানে পাপদর্শী কেশী রহিয়াছে, এবং আরও নানা সরীসৃপ, কীট, শকুনি প্রভৃতির উৎপাত আছে। গোষ্ঠে গাভী, বৎস আর এই শিশুদ্বয়কে সাবধানে রক্ষা করিবেন।

বসুদেব ও নন্দগোপ

নন্দ তখন শিবিকায় যশোদা ও শিশু কৃষ্ণকে আরোহণ করাইয়া ব্রজাভিমুখে গমন করিলেন। যমুনার তীরে তীরে পথ দিয়া শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে গোবর্ধন পর্বত সমীপে সেই শুভ ও রম্য দেশ দেখিতে পাইলেন। তিনি গোপনে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজের গোপবৃদ্ধগণ ও বৃদ্ধা নারীগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। যেখানে রোহিণীদেবী ছিলেন সেস্থানে গিয়া নন্দ তাঁহার হস্তে বালসূর্যাভ কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন।

অগ্নিপুরাণের হরিবংশ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের পুত্রপৌত্রাদির কথা সহ শ্রীকৃষ্ণচরিত অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে,—এবং একটিমাত্র অধ্যায়ে পঞ্চান্নটি শ্লোকের সাহায্যে অগ্নিপুরাণ কৃষ্ণের আদ্যোপান্ত সমগ্র জীবনীটি বিবৃত করিয়াছেন। এত সংক্ষিপ্ত বলিয়া ইহাতে স্বভাবতঃই অনেক কথা অনুল্লিখিত, কিন্তু তত্রাচ দেখা যায়, ইহার কয়েকটি প্রসঙ্গ মৎস্যপুরাণ অপেক্ষা অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণের জন্ম উপাখ্যানটিও এই পর্যায়ভুক্ত, এবং ইহার সহিত হরিবংশের উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশের সাদৃশ্য আছে।

অগ্নিপুরাণ

বিষ্ণুপুরাণ (৫, ৩) এই অংশে সাধারণভাবে হরিবংশের অনুসরণ করিলেও এমন কতকগুলি নূতন প্রসঙ্গ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা কার্ষ্ণ ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিলক্ষণীয়। কৃষ্ণ যে দেবকীর অসম্পূর্ণ গর্ভকালে অষ্টম মাসে প্রসূত হইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণে সেরূপ কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুর উৎপত্তি সময়ে হরিবংশ যেখানে বলিয়াছেন ইন্দ্র পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সে স্থলে বিষ্ণুপুরাণ বলেন মেঘসকল পুষ্প বর্ষণ করিয়া মন্দ মন্দ গর্জন করিতেছিল। হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নান্বিত ও দিব্য রূপের কথা থাকিলেও তাঁহার বাহুর কোনও উল্লেখ নাই, বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার চতুর্বাহুর কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের তুলনা

হইয়াছে। হরিবংশ অনুসারে কংস বসুদেব ও দেবকীকে তাঁহাদেরই ভবনে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণের মতে কংসের কারাগারে, এবং বসুদেব যখন নবজাত কৃষ্ণকে নন্দগৃহে লইয়া চলিলেন তখন কারাগারের রক্ষিগণ ও মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিদ্রা কর্তৃক মোহিত হইয়াছিল। হরিবংশে এবং মৎস্য ও অগ্নিপুরাণেও সেই রাত্রিতে মেঘ বা বৃষ্টির কোনই উল্লেখ নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের যমুনা পার হইয়া নন্দগৃহে যাওয়ার ও যমুনাতটে নন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ এই প্রসঙ্গে নূতন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে, সেই রাত্রিতে অনন্তদেব (নাগরাজ) বর্ষণশীল মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি ফণাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন; বসুদেব কৃষ্ণকে বহন করিয়া অতিশয় গভীর ও আবর্তসঙ্কুল যমুনা নদী জানু পরিমিত জলেই পার হইলেন, এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনাতটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। বস্তুতঃ, হরিবংশ পাঠে মনে হয়, নন্দ সেই সময় মথুরায়ই অথবা মথুরার অতি সন্নিকটে বাস করিতেন, এবং এই জন্যই এই গ্রন্থে বসুদেবের যমুনা পার হওয়ার কোনও প্রসঙ্গই নাই। উপাখ্যানটির হরিবংশ বর্ণিত এই প্রাচীন রূপটি পরে যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণে তাহারই প্রাথমিক রেখাপাত দেখা যায়।

আদি কৃষ্ণচরিতে যমুনা পার হওয়ার কথা ছিল না

ভাসের বালচরিতে রহিয়াছে, বসুদেব কৃষ্ণকে যখন নন্দভবনে লইয়া যাইতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ আলো দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন, বুঝি কংসের অনুচরেরাই আলো লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে উহা অলৌকিক শিশুটিরই অঙ্গজ্যোতিঃ।

ভাসের বালচরিত

কিন্তু মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ, বালচরিত বা বিষ্ণুপুরাণ কোথাও বসুদেব নবজাত কৃষ্ণকে কিভাবে, অর্থাৎ দুই হাতে কোলে ধরিয়া অথবা কুলায় (সূর্পে) স্থাপন করিয়া মস্তকে বহন করিয়া, নন্দগৃহে গমন করিয়াছিলেন, সেকথা নাই। মৎস্যপুরাণ শুধু বলেন, "নন্দগোপগৃহেঽনয়ৎ" (৪৭, ৫)। অগ্নিপুরাণেও আছে, "যশোদাশয়নেঽনয়ৎ" (১২, ৭)। হরিবংশও তেমনই বলেন, "সংগৃহ্য দারকং……" (২, ৪, ২৫)। বিষ্ণুপুরাণে আছে, "বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং……" (৫, ৩, ১৮)।

বিষ্ণুপুরাণের 'বহন্' শব্দটি নিগূঢ়ার্থে ব্যবহৃত। আধুনিক বিষ্ণুপুরাণের বয়স যাহাই হোক্ না কেন, বিষ্ণুপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম উপাখ্যানটি, অন্ততঃ বসুদেবের কৃষ্ণকে বহন করিয়া যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি, কত প্রাচীন তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া গিয়াছে। মথুরায়

মথুরার শিলামূর্তি

আবিষ্কৃত একটি ভগ্ন শিলামূর্তিতে এই প্রসঙ্গটি খোদিত আছে[১]। যমুনার এপারে জলের মধ্যে বলিষ্ঠ দেহ বসুদেব মস্তকে স্থাপিত কোনও বস্তুতে (কুলায়, সূর্পে) হাত দিয়া দণ্ডায়মান, নদীর বীচিমালায় কতকগুলি জলজন্তু, আর সপ্তমুখ অনন্ত জলের মধ্য দিয়া অপর কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বিষ্ণুপুরাণের 'বহন্' শব্দটির অর্থ এখন সুস্পষ্ট। বয়সের দিক দিয়া এই মূর্তিটি কুষাণ যুগের, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীর। বিষ্ণুপুরাণের এই প্রসঙ্গটিকে তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অথবা তাহার পূর্বে স্থাপন করা যায়। কে জানে, হরিবংশ প্রভৃতির বিবরণ ইহা অপেক্ষা আরও কত প্রাচীন।

হরিবংশ অনুসারে, বসুদেব স্বগৃহে বন্দী ছিলেন বলিয়া

১ *Ann. Rep. A. S. I.*, 1925-26, p. 184, Pl. LXVII, fig. c.

যশোদার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিবার পর তাঁহার নিজেকেই কংসের নিকট যাইতে হইয়াছিল কন্যাজন্মের সংবাদ প্রদানের জন্য ; বিষ্ণুপুরাণের মতে (যোগনিদ্রা কর্তৃক মোহিত) রক্ষিগণ সহসা শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্তা নিবেদন করিতে গিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে কারাগারের কথা আছে বলিয়া কংস কন্যাকে লইতে আসিলে অপরাপর স্ত্রীগণের হাহাকার করিয়া উঠার উল্লেখ নাই।

কংসের প্রতি দেবীর উক্তি

বিষ্ণুপুরাণে কংসের প্রতি দেবীর উক্তিটি এইরূপ,—রে মূঢ়, আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? তোমাকে যিনি বধ করিবেন, দেবগণের সর্বস্বভূত (সেই পরমপুরুষ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তিনি পূর্বজন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিত কর। বিষ্ণুপুরাণে দেবীর এই উক্তিটি অনেকটা অগ্নিপুরাণের (১২, ১১) উক্তির অনুরূপ,—হে কংস, আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন দেবগণের সর্বস্বভূত (সেই পরমপুরুষ) ভূভার হরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভাসের বালচরিতে দেবীর যে উক্তি আছে তাহা ঠিক এই ধরণের নয়,— সুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষ প্রভৃতিকে হনন করিয়া আমি কংসকুলের ক্ষয়ার্থ বসুদেবকুলে প্রসূত হইয়াছি, আমি কাত্যায়নী।

শ্রীকৃষ্ণজন্ম উপাখ্যানের প্রথমাংশে নারদের সতর্কবাণী শুনিয়া স্বীয় অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া নিজের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে কংসের যে দম্ভোক্তি হরিবংশে আছে, প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি অসুরপ্রধানদের সম্বোধন করিয়া কংসের অনুরূপ দম্ভোক্তি বিষ্ণুপুরাণে সংযোজিত হইয়াছে উপাখ্যানের দ্বিতীয়াংশে আকাশমার্গ হইতে দেবীর সতর্কবাণী কংস শুনিবার পরে। বিষ্ণুপুরাণে দম্ভ প্রকাশের পর কংস তাঁহার অনুচরদিগকে

বলিলেন, আমার ভূতপূর্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে, দেবকীগর্ভ-সম্ভূতা বালিকা এই কথা বলিয়াছে, অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালকের বলের আধিক্য দেখা যাইবে তাহাকেই যত্নপূর্বক বধ করিও। অসুরদের এইরূপ আদেশ দিয়া কংস আপনার ভবনে প্রবেশ করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন, ও নিরর্থক তাঁহার সন্তানগুলিকে হত্যা করিবার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে দেবকীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বসুদেব মুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকটমোচন স্থানে গমন করিলেন, এবং

নন্দের সহিত বসুদেবের দ্বিতীয়বার দেখা

এইরূপে নন্দের সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইল। বসুদেব নন্দকে পুত্রজন্মের জন্য আনন্দিত দেখিতে পাইলেন, এবং সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে ইহা অতি ভাগ্যের কথা, তথাপি আপনারা এই রাজা কংসের অধীনে বাস করিবেন না। আমি এই কথাই আপনা-দিগকে বলিতে আসিয়াছি। আপনারা কেন এখানে বসিয়া আছেন? শীঘ্র নিজ গোকুলে প্রস্থান করুন। রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে পুত্র সেখানে আছে, আপনি নিজের পুত্রের মত তাহাকেও রক্ষা করিবেন। বসুদেবের এই কথা শুনিয়া নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করিয়া শকটের উপর ভাণ্ডসমূহ রাখিয়া গোকুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম কাহিনীর দ্বিতীয়াংশের আখ্যান-ভাগ বিষ্ণুপুরাণের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু উহার বিবরণ অধিকতর

ভাগবতের বিবরণ

বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণকে অতিক্রম করিয়া ভাগবত যে কয়টি উল্লেখযোগ্য নূতন সংযোজন বা পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা এই,—

১। কৃষ্ণ উদরে আসিলে একদিন কারাগারে বন্দিনী শুচিস্মিতা দেবকীকে দেখিয়া কংস ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বুঝা

যাইতেছে আমার প্রাণহর হরি ইহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীবধ করা মহাপাপ বলিয়া কংস দেবকীকে হত্যা করিতে ক্ষান্ত হইয়া কৃষ্ণের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু দিবারাত্রিতে মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মনে শান্তি ছিল না;— উপবেশন, অবস্থিতি, ভোজন, পান, ভ্রমণ ও শয়ন, সর্বসময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করিয়া তিনি জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিলেন।

২। কৃষ্ণের জন্মকালের বর্ণনায় রোহিণী নক্ষত্রের উদয়ের কথা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। অবিরত বারিবর্ষণের মধ্যে তরঙ্গফেনিল যমুনা পার হওয়ার সময়ে যমুনাতটে নন্দের সহিত বসুদেবের সাক্ষাতের কথা পরিহার করা হইয়াছে।

৪। কংসের প্রতি কন্যারূপিণী মায়ার উক্তিটি এইরূপ,— রে দুর্মতে, আমাকে বধ করিয়া তোর কি হইবে? তোর পূর্ব শত্রু তোর অন্তক হইয়া কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অন্যান্য নির্দোষ শিশুকে আর বৃথা বধ করিস না।

৫। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে কংসের শৌর্য বীর্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মুখের যে আত্মপ্রশস্তি রহিয়াছে, ভাগবত সেই প্রশংসা-বাক্য সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কংসের অনুচর দানবগণের মুখে বলাইয়াছেন, রাত্রি প্রভাত হইলে কংস যখন তাঁহার অমাত্যবর্গকে কন্যারূপিণী মায়ার কথা জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল কখন? হরিবংশ (২, ৪, ১৭) অনুসারে, জনার্দন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন অভিজিৎ নক্ষত্র, জয়ন্তী নামক শর্বরী, বিজয় নামক মুহূর্ত,—

> অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
> মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ॥

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মহানিশায় রোহিণী চন্দ্র যোগে, অর্থাৎ ভাদ্রমাসের রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথির মহানিশাকে বিজয় বলা হয়। বিজয়বেলাকে জয়ন্তীযোগও বলা হয়।

নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার তিথিতত্ত্বের জন্মাষ্টমী অধ্যায়ে ব্রহ্মপুরাণ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিতমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুত॥

অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে অষ্টবিংশতিতম কলিযুগে দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিবেন।

অগ্নিপুরাণে মাসের উল্লেখ নাই, শুধু আছে, কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ (১২, ৬), অর্থাৎ (কোনও মাসের) কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্ধরাত্রিতে তিনি চতুর্ভুজ মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। পদ্মপুরাণেও (পৃঃ ১৮৬৪) অগ্নিপুরাণের মতই আছে,—

অষ্টম্যামর্দ্ধরাত্রে চ তসাঞ্জাতো জনার্দ্দনঃ।

বিষ্ণুপুরাণে (৫, ১) বিষ্ণুর উক্তিতে আছে, বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথকালে আমি জন্মগ্রহণ করিব।

ভাগবতে কৃষ্ণের জন্ম সময় সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কাল নির্দেশ নাই, ইহাতে শুধু আছে,—বিষ্ণুর জন্মসময় উপস্থিত হইলে কাল সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ও সাতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল, রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, দিঙ্মণ্ডল নির্মল হইয়া উঠিল, আকাশে তারাসমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদীসকলের জল নির্মলভাব ধারণ করিল, ইত্যাদি। ভাগবতের এই কবিত্বে যে মাস ও যে সময়ই উদ্দিষ্ট হোক্ না কেন, পরবর্তী ভারতীয়

ঐতিহ্যে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রিতে কৃষ্ণের জন্ম বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খিবার অধিবাসী ও গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদের সমসাময়িক অল্‌-বেরুণীও বলিয়াছেন, বাসুদেব ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুগণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান হইলে উপবাস করিয়া থাকেন।

ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে (৭, ৫৫-৬০) জন্মসময়ের প্রসঙ্গে জয়ন্তীযোগের উল্লেখ আছে। বড়ু চণ্ডীদাসও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বলিয়াছেন,

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথিন
জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ ॥ (পৃঃ ৪)

বাঙ্গালার অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গলে হয় ভাগবতের কবিত্ব অনুসরণ করিতে গিয়া মাস-তিথির কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে, না হয় স্পষ্ট ভাষায় ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রিতে কৃষ্ণের জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীকে বাঙ্গালার কোনও কবিই মানিয়া লন নাই। তিথিতত্ত্বে স্মার্ত রঘুনন্দন জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের বিরোধী উক্তি দুইটির একটা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা কতদূর সার্থক হইয়াছে বুঝি না।

ভাগবতে (১০, ৩) জন্মের আসন্নপ্রায়কালে প্রকৃতি ও কাল রমণীয় থাকিলেও ঠিক জন্মসময়ে রাত্রি ঘন তিমিরাবৃত ছিল এবং সেই সময় সাগরের সঙ্গে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন করিতেছিল,

আর মেঘগর্জনের সহিত বর্ষণও হইতেছিল। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও পরশুরাম এ বিষয়ে নিষ্ঠার সহিত ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণজন্মসময়ের বিবরণটি অন্যবিধ,—

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমি সুভতিথি।
সুভক্ষণ সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি ॥

বলিয়া তিনি বলেন, দিন অস্ত গেলে নিশির প্রথম প্রহরে গগনমণ্ডল মেঘে আচ্ছাদিত ও "ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল" বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্রের উদয় হইল, এবং,—

প্রসন্নত নদনদি প্রসন্ন জামিনি।
প্রসন্নত নিসাপতি আর দিনমণি ॥
প্রসন্নত দসদিগ প্রসন্ন সাগর।
দেবগণ লৈয়া দেখে দেব পুরন্দর ॥
হেনই সময়ে ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল।
সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥ (পৃঃ ৩৪-৩৫)

ইহার সহিত দুঃখী শ্যামদাসের প্রকাশিত বিবরণের (গোবিন্দ মঙ্গল, পৃঃ ২৩) হুবহু মিল দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭ম অধ্যায়) সমস্ত গ্রহ, পৃথিবী, দিক্ সকল প্রভৃতির এইরূপ প্রসন্নভাব ধারণের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাই মালাধরের (তথা দুঃখী শ্যামদাসের) বিবরণের মূল কিনা বলা কঠিন।

মৎস্যপুরাণ (৬৮, ২৩), বিষ্ণুপুরাণ (৫, ৩) ও ভাগবতে (১০, ৩) সদ্যোজাত কৃষ্ণ চতুর্ভুজ। অগ্নি-পুরাণেও (১২, ৬) তাহাই, তবে বসুদেব-দেবকী কর্তৃক স্তুত হইয়া তিনি সেই দিব্যমূর্তি তিরোহিত করিয়া দ্বিবাহু রূপ ধারণ করেন। হরিবংশে বাহুর কথা নাই, পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বসুদেব-কৃত স্তবের মধ্যে কৃষ্ণ 'শঙ্খচক্রগদাধর', চতুর্থ কোনও আয়ুধের উল্লেখ নাই।

কৃষ্ণের বাহু

কারণ, চতুর্থ হস্তটি বরদ। মৎস্যপুরাণের এক স্থানে স্পষ্ট করিয়াই আছে, শঙ্খিনে চক্রিণে তদ্বদ্ গদিনে বরদায় বৈ (৬৯, ২২)। ভাগবতে নবজাত শিশুর দেবকী-কৃত স্তবে দেখা যায়, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। পদ্মটি কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর হস্তে কবে ও কিরূপে আসিল তাহা এখনও গবেষণার বিষয়ীভূত। মহাভারতে কুত্রাপি ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের হাতে শান্তিপদ্ম নাই।

কৃষ্ণের হাতে পদ্ম

মহাভারতের কৃষ্ণ অনেক স্থলে শঙ্খচক্রগদাধারী হইলেও তাঁহার হাতে নন্দক নামক খড়্গ এবং ধনু শার্ঙ্গও বিরল নয়। তাহা ছাড়া ক্ষত্রিয়োচিত অন্য দুই একটি প্রহরণও না আছে তাহা নয়। রামায়ণেও সর্বত্র শঙ্খচক্রগদাধর হরি, কেবল উত্তর কাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত এক সর্গে হাতে পদ্মও। প্রাক্-গুপ্তযুগে ভারতীয় যে সকল প্রাচীন ধাতব মুদ্রায় অথবা মৃন্ময় মোহরে বিষ্ণুমূর্তি অঙ্কিত আছে, তাহার কোনটিতেই হাতে পদ্ম নাই, কেবল একটি মোহরে (সিলে) পদ্মনাভ শব্দটি উৎকীর্ণ আছে[১]। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৫৮ অধ্যায়) অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ বা দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণের যে পদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছে তাহাতেও কোনও হাতেই পদ্মের স্থান নাই। পক্ষান্তরে হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে (আদিকাণ্ড, ২২ পটল) বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্তিতে, মৎস্যপুরাণে (২৫৮ অধ্যায়) চতুর্বাহু ও অষ্টভুজ দ্বিবিধ বিষ্ণুমূর্তিতে ও অগ্নিপুরাণে (৪৪ ও ৪৯ অধ্যায়ে) বিষ্ণুর ও বিষ্ণুর অবতারদের মূর্তিতে, এবং আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তরে একবক্ত্র ও চতুর্বাহু বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণে হস্তে পদ্মের বিধান আছে। তাছাড়া, বিষ্ণু-সংহিতায় অন্ততঃ দুই স্থানে (৯৮, ২; ৯৮, ৭৫) বিষ্ণুকে 'অম্ভোরুহ' ও 'পদ্মধর' বলা হইয়াছে। কাজেই বলা যায়,

১ *The Development of Hindu Iconography*, J. N. Banerjea, Cal. Uni., 1st ed., pp. 141-144, 204-208.

ভাগবতের যুগে বিষ্ণুর হাতের পদ্মটি তাঁহার একটি অর্বাচীন আয়ুধ নয়।

খৃষ্টীয় নবম-দশম শতক হইতে বাঙ্গালাদেশের প্রায় সকল বিষ্ণু (বাসুদেব) মূর্তিতেই বিষ্ণুর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। যে সামান্য সংখ্যক মূর্তিতে ইহার ব্যতিক্রম তাহাতেও শার্ঙ্গ নাই। অথচ ইহার অনেক পরে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে বলেন,

হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী ॥
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও লেখমালায় কৃষ্ণের শার্ঙ্গের উল্লেখের অভাব নাই। কিন্তু সে সকল যাবতীয় বিবরণ উদ্ধৃত করার

কৃষ্ণের শার্ঙ্গধনু

স্থান ইহা নয়। এখানে শুধু এটুকুই বলা যাইতে পারে, শার্ঙ্গিন্ রূপে বিষ্ণুর কল্পনা গুপ্তযুগে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। গুপ্তযুগের একাধিক শিলালিপিতে শার্ঙ্গিন্ অথবা তাঁহার শার্ঙ্গধনুর উল্লেখ আছে।[১] সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাঁহার পিতা প্রথম কুমারগুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশে শার্ঙ্গিন্ নামধেয় বিষ্ণুর একটি প্রতিমাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২] প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ এ্যালান্ সাহেব অনুমান করেন, সমুদ্রগুপ্তের ধনুর্ধর জাতীয় যে সকল স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যেও হয়ত শার্ঙ্গিন্ রূপে বিষ্ণুর ইঙ্গিত আছে।[৩] বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক কৃষ্ণের হস্তে শার্ঙ্গের প্রয়োগটি খুব সম্ভব বিষ্ণুপুরাণ (৫, ৫, ২০-২১) অনুসৃত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নবজাত কৃষ্ণ দ্বিভুজ ও তাঁহার হস্তে মুরলী। কিন্তু চৈতন্য-পর যুগেও বাঙ্গালার

১ *Gupta Inscriptions* (C. I. I, Vol. III), Fleet, pp. 54, 82, 146 and 175.

২ *Ibid*, p. 54.

৩ *Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties*, John Allan, Intro, p. lxxii.

কোন কৃষ্ণমঙ্গলকারই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্মত বিবরণকে তাঁহাদের রচনায় গ্রহণ করেন নাই। কারণ তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইলেও রচনায় ভাগবত-পন্থী, অতএব সকল কৃষ্ণমঙ্গলেই সদ্যোজাতের হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং কোথাও কোথাও পদ্ম। পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে আবার নবজাত শিশুর দিব্যরূপ বলিয়া পরিধানে পীতবাস, গলায় অমূল্য মণিমালা, ভুজযুগে অঙ্গদ, কঙ্কণ ইত্যাদি। মালাধর বসু, দুঃখী শ্যামদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর দাস প্রভৃতি দক্ষিণে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতীকে স্থাপন করিয়া আরও বেশী করিয়া দিব্যরূপের কল্পনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ (৩, ৫,) ও ভাগবত (১০, ৩) অনুসারে অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া বর্ষণশীল মেঘের জল নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন, এবং যমুনার জল গভীর ও আবর্তসঙ্কুল হইলেও যমুনা বসুদেবকে সেই স্থানে (হাঁটু পরিমিত জলে) পথ প্রদান করিল। পদ্মপুরাণেও

যমুনা অতিক্রম

(উত্তরখণ্ড, ৯৪, পৃঃ ১৮৬৪) আছে, যমুনা স্রোতস্বিনী ও সুপূর্ণা হইলেও বসুদেব তাহাতে প্রবেশ করিবামাত্র সেখানে জানুমাত্র জল হইয়া গেল—প্রবেশাজ্জানুমাত্রন্তু জলন্তত্রাভবত্তদা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই জাতীয় কোনও কথাই নাই। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণধৃত বশিষ্ঠ-দিলীপ সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রতকথার অনুসরণে[১] মালাধর বসু, কৃষ্ণদাস, দুঃখী শ্যামদাস, দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী

শৃগালী

কবি লিখিয়াছেন, যোগমায়া শৃগালীরূপ ধরিয়া যমুনার জল দিয়া আগে আগে পার হইয়া বসুদেবকে পথ দেখাইলেন। পরশুরামও এক্ষেত্রে ভাগবত-বহির্ভূত এই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও কিঞ্চিৎ

১ শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ৪।৵০

রঙ্ ফলাইয়া বলিয়াছেন, গভীর দুরন্ত নদী দেখিয়া বসুদেব কেমন ভাবে পার হইব বলিয়া যমুনার তীরে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন আদ্যাশক্তি মহামায়া অন্তরে সেকথা বুঝিয়া শৃগালী হইয়া সেই যমুনার জল পার হইয়া গেলেন, তাহা দেখিয়া বসুদেবও পুত্র কোলে নদী পার হইতে লাগিলেন। পরশুরাম আরও বলেন, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় স্নান করিবার ছলে বসুদেবের কোল হইতে জলে পড়িয়া গেলেন, বসুদেব হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং পিতার ক্রন্দন শুনিয়া পুত্র আবার সত্বর বসুদেবের কোলে উঠিয়া আসিলেন। দুঃখী শ্যামদাসের কৃষ্ণমঙ্গলেও (পৃঃ ২৪) অনুরূপ কাহিনী আছে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একখানি পুঁথিতে (পৃঃ ৪১, পাদটীকা) এবং শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাসে (পৃঃ ১৫) যমুনা পার হওয়ার সময়ে বসুদেবের হাত হইতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ (স্নান করিবার জন্য নয়) জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের একটি পদেও (পৃঃ ৩৬) আছে, যমুনার স্তবে কৃষ্ণ যমুনাকে ধন্য করিবার জন্য জলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল মনগড়া কথা নয়, এই সকলের মূলও ঐ ভবিষ্যপুরাণের বশিষ্ঠ-দিলীপ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতকথার একটি উক্তি,—মায়াং কৃত্বা জগন্নাথ পিতুরঙ্কাজ্জলে ঽপতৎ।

কৃষ্ণের যমুনায় পতন

মহামায়া হরিবংশে (২, ৪) চতুর্ভুজা, বিষ্ণুপুরাণে (৫, ৩) অষ্টভুজা, ভাগবতেও তাহাই, কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার-চরিতে অষ্টাদশভুজা। বাঙ্গালার অধিকাংশ কবিই ভাগবত অনুসারে দেবী অষ্টভুজা বলিয়াছেন, পরশুরামও সেই কথাই বলিয়াছেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণদাসকেই দেখা যায়, বাঙ্গালাদেশের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে তিনি দেবীকে দশভুজা বলিয়া সংসাহস

মহামায়ার ভুজ সংখ্যা

দেখাইয়াছেন, "অন্তরীক্ষে রহিয়া বলেন দশভুজা" (শ্রীকৃষ্ণবিলাস, পৃঃ ১৬)।

হরিবংশ, বিষ্ণু, অগ্নিপুরাণ, ভাগবত ও পদ্ম-পুরাণে (পৃঃ ১৮৬৫) কংসের প্রতি দেবীর উক্তির মধ্যে যে সংযত ভাব আছে তাহা বাঙ্গালাদেশের কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কবিকুলের মধ্যে কেবলমাত্র রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস প্রভৃতি দুই তিন জনেই রক্ষা করিয়াছেন। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বলিয়াছেন,—

কংসের প্রতি দেবীর উক্তি

যে তোমা হরিব প্রাণ
লভিল জনম। (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, পৃঃ ১৭৮)

দুঃখী শ্যামদাসের ভাষায়,—

তুমি কি বধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে
সে জন জন্মিল মহীতলে।
(গোবিন্দমঙ্গল, পৃঃ ২৫)

আর সকল বাঙ্গালী কবিই সেই সংযমকে উপেক্ষা করিয়া "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে" এই ভাবার্থকে কেন্দ্র করিয়া কথাটা নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। মালাধর বসু বলেন,

তোমারে মারিতে হৈল পুরুস রতন
গোকুলে ত আছে সেই জন্মিল এখন। পৃঃ ৪৩

মাধবাচার্য বলিয়াছেন,

তোমার জন্মিল কাল গোকুলে নিশ্চল। পৃঃ ১৯

দীন চণ্ডীদাস বলেন,

তোমারে বধিব সেই সে পুরুষ
গোকুলে জন্মিল সে। পৃঃ ৪৩

পরশুরামও বলিয়াছেন,

কেন বধ আমা জে মারিবে তোমা
জন্মিল গকুলপুরে। পৃঃ ৮৬

বড়ু চণ্ডীদাসের নির্দেশ আরও স্পষ্ট,—

কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ

নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোমা বধিবারে। (পৃঃ ৫)

শত্রু কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিপক্ষের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিলে কাব্যে রসহানি ঘটে তাহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে পুতনা-বধ প্রসঙ্গে আছে, কংস একদা সভামধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে সুখে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে গগনে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "বসুদেব দৈব মায়াবলে তোমার বিনাশকারী স্বীয় পুত্র নন্দকে প্রদান করিয়া তাঁহার কন্যা আনয়ন করিয়া তোমাকে প্রদান করিয়াছেন; সেই কন্যা স্বয়ং মায়া, বসুদেব-পুত্র স্বয়ং হরি তোমার হন্তা, তিনি গোকুলে নন্দভবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন"[১]। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই উক্তি অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গালী কবিগণ রসহানির জন্য দায়ী হইয়াছেন কিনা তাহা বলা যায় না।

ভাগবত অনুসারে অদ্ভুত এক বালক উৎপন্ন হইতে দেখিয়া আনন্দিত নন্দ দৈবজ্ঞ (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণদের ডাকাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম, পিতৃপূজা, দেবপূজা প্রভৃতি করাইলেন, এবং ব্রাহ্মণদের নানা অলঙ্কার, সবৎসা গাভী, সপ্ত তিলপর্বত, বহু কাঞ্চন ইত্যাদি দান করিলেন। সমগ্র ব্রজধাম অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। গোপ ও গোপীগণ বিচিত্র বসন ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া নন্দের ভবনে আসিলেন ও নবজাত শিশুকে 'চিরংজীব' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ৯, ৬৫-৬৮) ব্রাহ্মণদিগকে নন্দের দানের তালিকা সুবৃহৎ, এবং তাহাতে হীরক, শস্যোপযোগিনী ভূমি, বায়ুর ন্যায় বলশালী

কৃষ্ণের জাতকর্মাদি

১ তব হন্তা গোকুলে চ বর্দ্ধতে নন্দমন্দিরে, ৪, ১০, ৪

ঘোটক হইতে আরম্ভ করিয়া চিনি, নারিকেল, লড্ডুক (লাড়ু, নাড়ু), সুস্বাদু মোদক (সন্দেশ), তাম্বুল পর্যন্ত সমস্তই রহিয়াছে। মাধবাচার্য তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলে এই উপলক্ষ্যে ধেনুর সংখ্যাই বলিয়াছেন দুই নিযুত (পৃঃ ২০)। দুঃখী শ্যামদাস নন্দগৃহে সমাগতা ও উৎসবোন্মত্তা গোপীগণের মধ্যে ভক্তির আতিশয্যে রাধার নামটিও প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন,

রাধা আদি রসবতী মঙ্গল কলশ পাতি
খেলে রঙ্গে ধামালি করিয়া। (পৃঃ ২৭)

নন্দগৃহে কৃষ্ণ জন্মোৎসব ও দানকার্য শেষ হইলে নন্দ গোপদের গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসকে বার্ষিক কর দিবার জন্য নানা দ্রব্য সঙ্গে লইয়া মথুরায় গমন করিলেন। বসুদেব তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া আনন্দিত মনে নন্দের মথুরার আবাসে আগমন করিলেন। নন্দ সখা বসুদেবকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং দুইজনে পরম প্রীতিতে আলিঙ্গন বদ্ধ হইলেন। বসুদেব পূজা পাইয়া আসনে উপবেশন করিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের কুশলাদি প্রশ্নের পর বসুদেব কহিলেন, আমার বড় ভাগ্যে তোমার মথুরায় আগমন হইয়াছে। তোমার গোকুলের খবর কি ? সেখানে বৃষ্টি কেমন হইয়াছে ? ধেনুবৎস-গুলি সব ভাল আছে ত ? আমার পত্নী রোহিণী ত তাহার পুত্র (বলরাম) লইয়া তোমাদের ঘরে আছে, তোমরা তাহাকে পালন করিয়া থাক, এবং আমার পুত্র তোমাকেই পিতা বলিয়া জানে, তোমার সেই পালিত পুত্র কুশলে আছে ত ? নন্দ বলিলেন, হাঁ, সব ভাল ; আপনার আশীর্বাদে আমার নিজেরও একটি পুত্র হইয়াছে। কিন্তু আহা ! দেবকীগর্ভসম্ভূত আপনার অনেক পুত্র কংস সংহার করিয়াছে শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি। শেষে যে একটি কন্যা হইল তাহাকেও লইয়া গেল, বড়ই দুঃখের কথা। বসুদেব কহিলেন, হাঁ, সবই অদৃষ্ট। কিন্তু শোন আর

মথুরায় নন্দ ও বসুদেব

এক কথা, তুমি বেশীদিন আর মথুরায় থাকিও না, কারণ তোমার গোকুলপুরে অকস্মাৎ অনেক উৎপাত হইবে, তুমি শীঘ্র সেখানে ফিরিয়া যাও। শুনিয়া নন্দ অবিলম্বেই গোকুল রওনা হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে ও অন্যান্য অনেক স্থানে নন্দের (বৃষবাহু) শকটে গোকুলে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে, পরশুরাম বলেন, "পথে পথে যায়", অর্থাৎ পায়ে হাঁটিয়া যায়।

পূতনা বধ ও শকটভঞ্জন

গোকুলে কৃষ্ণের শিশুচর্যার মধ্যে এই দুইটিই আদি ঘটনা। হরিবংশে শকটভঞ্জন আগে ও পূতনাবধ তাহার পরে। কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রও এই ক্রম অনুসরণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার দশাবতার-চরিতে কৃষ্ণাবতার অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে শকটভঞ্জনের কথা উল্লেখ করিয়া পরে ৩৭ শ্লোকে তিনি পূতনাবধের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাসের বালচরিতে এবং বিষ্ণু, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ শকটভঞ্জনের পূর্বে পূতনাবধ করিয়াছিলেন।

বালচরিতে দানবী, নন্দগোপীর বেশে

বালচরিতে (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৩৬) পূতনা একজন দানবী, ও সে নন্দগোপীর (যশোদার) রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণকে তাঁহার জন্মের দশম রাত্রিতে (দশরাত্র প্রসূতে) বিষস্তন পান করাইতে আসিয়াছিল ও কৃষ্ণ কর্তৃক হত হইয়াছিল।

হরিবংশে (২, ৬) শকটভঞ্জনের কিছুকাল পরে (কস্যচিত্ত্বথ কালস্য) পূতনা নাম্নী কংসের ধাত্রী শকুনির বেশ ধারণ করিয়া অর্ধরাত্র সময়ে নন্দের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন

হরিবংশ কংসের ধাত্রী, শকুনিবেশে

সকলেই ছিল ঘুমঘোরে। পূতনা সেই সময়ে কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া স্তন্য প্রদান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ পূতনার প্রাণের সহিত স্তন্য পান করিলেন। তখন সহসা সেই শকুনি ছিন্নস্তনী হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পড়িল। সেই সময় সকলে

জাগিয়া উঠিয়া সভয়ে দেখিল বজ্রদ্বারা বিদারিতার ন্যায় পূতনা ভূমিতলে মরিয়া আছে। ব্যাপারটা কিরূপে সংঘটিত হইল নন্দ বা যশোদা কেহই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু নন্দ ও তাঁহার বান্ধবগণের মনে কংস হইতে ভয় উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুরাণের (১৮৪, ৭, ৯-১১) পূতনাবধ কাহিনী অনেকটা হরিবংশেরই অনুরূপ।

মহাভারতের সভাপর্বে (৪১ অধ্যায়) শিশুপাল যখন ভীষ্মের নিকট কৃষ্ণের অপযশ কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময় বাল্যে কৃষ্ণের অনুষ্ঠিত বিবিধ কর্মের মধ্যে 'শকুনি' বধের উল্লেখ আছে। এই শকুনি কে? হরিবংশের পূতনা বধ কাহিনী পড়িলে মনে হইতে পারে শিশুপালের উদ্দিষ্ট শকুনি বুঝি পূতনারই নামান্তর। কিন্তু তাহা নয়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে (১৩০, ৪৬) দুর্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিদুরের এক উক্তিতে দেখা যায় শকুনি ও পূতনা পৃথক[১]। এই দুইকে এক করিয়া হরিবংশ কাহিনীটি খাড়া করিয়াছেন।

মহাভারতে শকুনি ও পূতনা পৃথক

বিষ্ণুপুরাণেও পূতনা বধ উপাখ্যান (৫, ৫) সংক্ষিপ্ত। ইহাতে শকুনির কোনও উল্লেখ নাই। আছে যে, নন্দ প্রভৃতি গোপগণের গোকুলে বাস কালে কোনও রজনীতে (কংস কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া) বালঘাতিনী পূতনা নিদ্রাগত কৃষ্ণকে কোলে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকেই স্তন্যদান করিত, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বালকের অঙ্গগুলি নষ্ট হইয়া যাইত। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া করদ্বারা গাঢ় স্তন গ্রহণ করিয়া পূতনার প্রাণের সহিত পান করিয়াছিলেন। তখন অতিশয় ভীষণা পূতনা ম্রিয়মাণা হইয়া বিকট শব্দ করিয়া

বিষ্ণুপুরাণে বালঘাতিনী পূতনা

১ অনেন হি হতবাল্যে পূতনা শকুনী তথা।

মরিয়া গেল। অতঃপর যশোদা ত্রস্তভরে আসিয়া কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা গরুর লাঙ্গুল ভ্রমণ করাইয়া বালদোষ অপসারণ করিলেন এবং নন্দও পুত্রের কল্যাণ কামনায় স্বস্ত্যয়ন বাক্য পাঠ করিলেন। মৃত পূতনার বৃহৎ কলেবর দর্শন করিয়া গোপগণ ভীত ও বিস্মিত হইল। বিষ্ণুপুরাণে পূতনা অসুরী। কিন্তু পূতনাবধের সময় কৃষ্ণের বয়স কত তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

ভাগবতপুরাণের বিস্তৃত বিবরণে (১০, ৬), পূতনা কাম-চারিণী, খেচরী, রাক্ষসী। কিন্তু পূতনা যে রাত্রিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়াছিল, এরূপ কথা ইহাতে নাই, আর তাঁহার বয়স যে তখন দশ দিন, পূর্বে ইহার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত ব্যতীত উপাখ্যানের মধ্যে কোনও স্পষ্টোক্তি নাই।

ভাগবতে সুন্দরী কামিনী বেশে রাক্ষসী

যশোদার রূপ ধরিয়াও সে আসে নাই। মায়া দ্বারা উৎকৃষ্ট কামিনীর বেশ ও অলঙ্কার পরিয়া হস্তে একটি পদ্ম ধারণ করিয়া সে যখন গোকুলে আসিল, গোপীগণ ভাবিল বুঝি স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়াছেন, এবং যখন সে অন্বেষণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নন্দের গৃহে বিচরণ করিতে করিতে শয্যার উপর বালককে দেখিতে পাইয়া স্তন্য দিবার উদ্দেশ্যে কোলে তুলিয়া লইল, যশোদা ও রোহিণী গৃহের মধ্যে তাহাকে দেখিয়া তাহার দিকে (বিমূঢ়ার ন্যায়) কেবল চাহিয়াই রহিলেন, নিবারণ করিতে পারিলেন না। বিষ্ণুপুরাণের মৃত পূতনার বৃহৎ শরীর ভাগবতে এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে,—দেহ পতিত হইয়া ছয় ক্রোশের মধ্যবর্তী বৃক্ষাদি চূর্ণ করিল, দাঁতগুলি ঈষার (লাঙ্গলের ফলার) ন্যায় তীক্ষ্ণ, নাসারন্ধ্র পাহাড়ের গুহার ন্যায় বিস্তীর্ণ, স্তন দুইটি গণ্ডশৈলের ন্যায় প্রকাণ্ড, চোখ দুইটি অন্ধকূপের ন্যায় গভীর, জঘনদ্বয় দুই পুলিনের ন্যায় ভয়াবহ, হাত দুইটি বদ্ধ সেতুর ন্যায় দীর্ঘ, উদরটি যেন একটি শুষ্কতোয় হ্রদ, ইত্যাদি। ভাগবতে কেবলমাত্র

যশোদা নয়, তাঁহার সহিত রোহিণী ও অন্যান্য গোপীগণও গোপুচ্ছ ভ্রমণাদি দ্বারা বালকের রক্ষা বিধান করিলেন ও তাঁহারাই একাদশ বীজন্যাস করিয়া স্বস্ত্যয়ন বাক্য পাঠ করিলেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণে পূতনাবধের সময় নন্দ গৃহেই ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালের ভাগবতে তাহা নয়, নন্দাদি গোপগণ এই সময়ে মথুরা হইতে ব্রজে আসিতেছিলেন। তাঁহারা পূতনার ঐ প্রকার দেহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও ভাবিলেন বসুদেব ত ব্রজে উৎপাতের কথা ঠিকই বলিয়াছেন। তারপর ব্রজবাসিগণ কুঠার দ্বারা পূতনার দেহ ছেদন করিয়া এক এক অবয়ব দূরে দূরে নিক্ষেপ করিল ও কাষ্ঠে বেষ্টন করিয়া দাহ করিয়া ফেলিল।

ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশাবতারচরিতে ভাস, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী বলেন, পূতনা রাক্ষসী নিশাকালে কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল[১]।

ব্রহ্মবৈবর্তে কংসের ভগিনী, বিপ্রপত্নীবেশে

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ১০) পূতনা সাধারণ রাক্ষসী বা অসুরী নয়, কংসের ধাত্রীও নয়, পরন্তু সে কংসের প্রাণোপমা প্রিয় ভগিনী। নন্দগৃহে যাওয়ার সময় সে মায়াবলে তপ্তকাঞ্চন বর্ণা হইল, এবং তাহার পরিপাটি বেশভূষার মধ্যে কপালে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু লক্ষ্যনীয়। গোপীরা তাহাকে লক্ষ্মী অথবা দুর্গা বলিয়া ভাবিল বটে, কিন্তু সে তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, আমি মথুরাবাসিনী বিপ্রপত্নী, বৃদ্ধকালে নন্দরাজের একটি সুসন্তান হইয়াছে শুনিয়া আমি নন্দভবনে আসিয়াছি সেই বালককে দর্শন ও আশীর্বাদ করিবার ইচ্ছায়। যশোদা ব্রাহ্মণীর বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। মৃত্যুর সময় পূতনা বিকট

১ বিসৃষ্টামথ কংসেন পূতনাং নিশি রাক্ষসীম্, ইত্যাদি।

বদনে ঊর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইল, কিন্তু তাহার বৃহৎ আকারের আর কোনও বর্ণনা নাই, তাহার পরিবর্তে সে পূর্বজন্মে কি ছিল এবং কোন্ পুণ্যে কৃষ্ণের হস্তে মাতৃগতি প্রাপ্ত হইয়া তাহার সূক্ষ্মদেহ রত্নসার নির্মিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া গোলকধামে গমন করিল তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই অধ্যায়টির নাম পূতনাবধ নয়, পূতনামোক্ষণ প্রস্তাব।

মাধুর্যরস পরিবেশনে নিরত বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তনে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল ঐশ্বর্যাত্মক ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই তিনি একটি মাত্র শ্লোকে পূতনাবধ আখ্যানটি শেষ করিয়াছেন।

প্রথমত কংশে পূতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্নু তাক সংহারল॥

কিন্তু বাঙ্গালার অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে পরশুরাম প্রভৃতি সকলেই ভাগবত অনুযায়ী পূতনাবধ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তবে কেহ কেহ আবার উহারই মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্বকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। দুঃখী শ্যামদাসের বর্ণনাটি ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী পূতনাকে কংসের ভগিনী বলিয়াছেন, এবং তাছাড়া দেখা যায়, ব্রজে গোপীগণ স্বর্গ বিদ্যাধরীর (লক্ষ্মীর নয়) ন্যায় মোহিনীরূপধারিণী পূতনাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি অতি দুঃখিনী নারী, কাল রাত্রিতে আমার পুত্রটি মরিয়া গিয়াছে, পুত্রের মুখ না দেখিয়া আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, তোমরা বলিয়া দাও কার ঘরে পুত্র আছে, আমি তাহাকে স্তন্যপান করাইব। পূতনার করুণা শুনিয়া গোপীগণ বলিয়া দিল, যাও, নন্দের ঘরে যশোদার পুত্র আছে। গোপীদের লইয়াই পূতনা নন্দের গৃহে আসিল, এবং পূতনার কাতর কাহিনী শুনিয়া যশোদা রোহিণীর সঙ্গে এই

শ্যামদাসের কৃষ্ণমঙ্গলে

পরামর্শ করিল, ভালই হইয়াছে, উহাকে আমার যাদুয়ার পালনের জন্য ধাত্রী করিয়া রাখিব। এই ভাবিয়া যশোদা কৃষ্ণকে পূতনার হাতে অর্পণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাসে আছে,—

সাত দিবসের বেলে পূতনা নিধন।
ত্রয়োদশ দিনে হৈল শকটভঞ্জন॥

শ্রীকৃষ্ণদাস এই তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অজ্ঞাত। শ্রীকৃষ্ণদাস পূতনাকে বকাসুরী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার কারণ, ভাগবতে বকাসুর পূতনার ভ্রাতা, কাজেই পূতনা বকাসুরী। হরিবংশে পূতনা শকুনি, ভাগবতে বক; 'বৃকাসুরী'ই কি পরে ভাগবতে 'বকাসুরী' হইয়াছে?

একদা শিশুকৃষ্ণকে যশোদা একটি শকটের নীচে শোয়াইয়া রাখিয়া কার্যান্তরে গিয়াছিলেন, এবং জাগরিত হইয়া স্তন্যে অতৃপ্ত কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাদ প্রহারে শকটখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহাই শকটভঞ্জনের মূল কাহিনী। হরিবংশের (২, ৬) মতে, যশোদা তখন যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। ভাসের বালচরিতে কৃষ্ণের যখন এক মাস বয়স তখন শকট নামে দানব শকট রূপ ধারণ করিয়া (কৃষ্ণকে বধের জন্য) আসিয়াছিল ও কৃষ্ণ কর্তৃক (হত) হইয়াছিল। হরিবংশ, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে শকট যে দানব বা অসুর এরূপ কথা নাই। কিন্তু এই প্রকার একটা জনশ্রুতি ভারতবর্ষের মধ্যযুগের শেষ অবধি প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বাঙ্গালী কবি গোবর্ধনাচার্য তাঁহার আর্যাসপ্তশতীতে একটি শ্লোক লিখিয়াছেন,—

বালচরিতে শকট দানব

উল্লসিত লাঞ্ছনোহয়ং জ্যোৎস্নাবর্ষী সুধাকরঃ স্ফুরতি।
আসক্তকৃষ্ণচরণঃ শকট ইব প্রকটিতক্ষীরঃ॥ শ্লোক ১১৯

আর্যাসপ্তশতীর টীকাকার অনন্তপণ্ডিত সপ্তদশ শতাব্দীতে শকট শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, শকট ইবাসুরবিশেষ ইব। মালাধর বসুর,

পুতুনা মরন জানি সকটভঞ্জন সুনি
ত্রাসে কংস মনেতে চিন্তিল।
এতেক বিক্রম তার সরূপে আমার কাল
সিসুকালে পুতুনা মারিল॥
সকট ভাঙ্গিল পাএ সিসুরূপে বজ্রকাএ
মারিব তারে কেমন প্রকারে।

ও দুঃখী শ্যামদাসের,

কংস চমকিল . আসন টলিল

ইত্যাদি বর্ণনায় মনে হয় বাঙ্গালাদেশে মধ্যযুগে শকট কংস কর্তৃক প্রেরিত (ও সে অসুর) এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল। শকটভঞ্জনের কাল সম্বন্ধে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে কোনও বিশেষ নির্দেশ নাই ; ভাগবতে আছে, কোনও সময় বালকের অঙ্গ-পরিবর্তন এবং জন্মদিন উপলক্ষ্যে অভিষেক উৎসব আরম্ভ হইল, সেই অভিষেকের দিন শকটভঞ্জন হইয়াছিল (১০,৭)। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে শকটভঞ্জন তৃণাবর্তবধেরও পরে বিবৃত হইয়াছে (৪, ১২)।

তৃণাবর্ত বধ

তৃণাবর্ত বধ কাহিনীটি পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত,—বালচরিতে, হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণে ইহার উল্লেখ নাই। ভাগবতে (১০, ৭) আছে, যশোদা একদিন কৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইতেছিলেন, কিন্তু পুত্রকে অত্যন্ত গুরুভার মনে হওয়ায় তিনি তাঁহাকে মাটিতে নামাইয়া মহাপুরুষের ধ্যানে নিবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে কংসভৃত্য তৃণাবর্ত নামে দৈত্য বা অসুর প্রচণ্ড ঝড় বা চক্রবায়ু রূপে

ভাগবতের নূতন সংযোগ

আসিয়া ও সমস্ত গোকুল ধূলিতে অন্ধকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। কিন্তু ভারের অত্যন্ত গুরুতার জন্য বালক তাহার নিকট পর্বততুল্য মনে হইতে লাগিল ও শেষে বালক তাহার গলদেশ ধারণ করিলেন ; ফলে দৈত্য জীবন-শূন্য হইয়া ব্রজে শিলাতলে পতিত হইল ও তাহার সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল।

ঝড়রূপী অসুর

বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস এই কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই, আর সকলেই মোটামুটিভাবে ভাগবতের অনুগামী হইয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, যশোদার ক্রোড়ে থাকিতেই তৃণাবর্ত আসিতেছে জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত ভারযুক্ত হইলেন, ও যশোদা তখন বালককে শয্যায় শয়ন করাইয়া যমুনায় গেলেন। এই অবসরে তৃণাবর্ত আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিল। এই তৃণাবর্ত অসুর হইলেও সে কংসপ্রেরিত বলিয়া ব্রহ্মবৈবর্তে নাই, বরং তৃণাবর্ত পূর্বজন্মে কি ছিল তাহার একটা অবতারণা আছে। তখন সে ছিল সহস্রাক্ষ নামে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা। একদা তিনি সহস্র স্ত্রীর সহিত যখন গন্ধমাদন পর্বতের পুষ্পোদ্যানে ও পুষ্পভদ্রা নদীতীরে প্রমোদ করিতেছিলেন, সেই সময় সশিষ্য দুর্বাসা মুনিকে দেখিয়াও তাঁহাকে প্রণামাদি বা অভ্যর্থনা না করায় দুর্বাসা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন, তুই লক্ষ বৎসর অসুর হইয়া ভারতে বাস করিবি, তারপর শ্রীহরির পাদস্পর্শে গোলকধামে গমন করিবি। কিন্তু এই কাহিনী বাঙ্গালা কোনও কৃষ্ণমঙ্গলে গৃহীত হয় নাই।

ব্রহ্মবৈবর্তের উপাখ্যান

নামকরণ

ইহার পরে কৃষ্ণচরিতে বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া (যদুদিগের পুরোহিত) গর্গ মুনির নন্দগৃহে আগমন ও গোপনে

দ্বিজাতি (ক্ষত্রিয়) যোগ্য সংস্কার দ্বারা বসুদেবের দুই পুত্র সঙ্কর্ষণ ও কৃষ্ণের নামকরণের কথা আছে। বিষ্ণুপুরাণে শুধু আছে, গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের 'রাম' ও কনিষ্ঠের 'কৃষ্ণ' নাম রাখিলেন। ভাগবতে এরূপ নামকরণের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রোহিণীর পুত্র গুণ দ্বারা আত্মীয়দিগকে আনন্দিত করেন বলিয়া 'রাম' ও ইঁহার বলও অধিক এই জন্য 'বল' (বলরাম) নাম হইল, আর কৃষ্ণের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া 'কৃষ্ণ' নাম হইল। বসুদেবের পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ 'বাসুদেব' নামেও অভিহিত হইলেন।

কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নাম

কিন্তু কৃষ্ণের নামের এই কারণটি মালাধর বসুর মনঃপূত হয় নাই, তিনি বলেন,

অভিনব অবতার জেন নারায়ন ॥
তে কারণে কৃষ্ণ নাম থুইল ইহাঁর।

দুঃখী শ্যামদাসের এ সম্বন্ধে বক্তব্যটি মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া বুঝা যায় না,

কৃপা অনুপমরূপে যশোদাংকুমার।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসার ॥

দুঃখী শ্যামদাস নামকরণের পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশনেরও একটি কাহিনী না জুড়িয়া পারেন নাই। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন (অর্থাৎ কৃষ্ণের আট কিংবা নয় মাস বয়সে) বিবিধ বিধানে অন্নপ্রাশন হইল, যশোদা কত কি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন, নন্দ যাদুকে কোলে করিয়া ভোজন করাইলেন, ইত্যাদি। তারপর বলিয়াছেন,

মাসাবধি গেল বাড়ে বৎসরে বৎসরে ॥
তিন উর্দ্ধ হৈল কৃষ্ণ চতুর্থ বৎসরে।

ভাগবতে আছে, নামকরণের পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি দেওয়ার বয়স পার হইয়া ক্রমশঃ হাঁটিতে শিখিলেন, এবং তাঁহাদের

বাল্যচাপল্যও বাড়িতে লাগিল। তাঁহাদের নানাবিধ দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া গোপীগণ যশোদার নিকট অভিযোগ করিল, যশোদা হাসিতে লাগিলেন, পুত্রকে তিরস্কার করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইল না। একদা গোপবালকগণ আসিয়া যশোদাকে কহিল, কৃষ্ণ মৃত্তিকা খাইতেছেন। যশোদা পুত্রের দুই হাত ধরিয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, ওরে দুষ্ট, মাটি খাইতেছিস কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, মাটি ত আমি খাই নাই, বলিয়া হাঁ করিয়া মুখ দেখাইলেন। বিস্ময়-বিমূঢ়া যশোদা দেখিলেন সেই মুখের ভিতর স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, গিরি, সাগর, দ্বীপ, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি যাবতীয় যাহা কিছু সবই বিদ্যমান।

যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন

বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাগণ সকলেই এই উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতের পূর্বে রচিত কোনও পুরাণে, এমন কি বহু পরে রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিষয়ক এই সকল প্রসঙ্গ নাই।

উদূখল বন্ধন ও যমলার্জুন ভঙ্গ

বিষ্ণুপুরাণ (৫, ৬, ১১-২১) অনুসারে, নামকরণের কিছু পরে হাঁটিতে শিখিয়া যখন দুইটি ভাই গোগৃহে সদ্যোজাত বাছুরের লেজ ধরিয়া খেলা করিতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী সেই ক্রীড়াশীল চঞ্চল বালক দুইটিকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন না। একদিন যশোদা রোষভরে যষ্টি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিয়া রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং বলিলেন, হে অতিচঞ্চল, যদি তোমার সাধ্য থাকে তবে যাও। বলিয়া যশোদা নিজ গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হইলেন, সেই সময় কৃষ্ণ উহা টানিয়া লইয়া যমজ অর্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া বক্রভাবে উদূখল

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ

আকর্ষণ করায় ঊর্ধ্বশাখ সেই অর্জুন বৃক্ষ দুইটি সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ব্রজবাসিগণ সেই ভীষণ শব্দ শুনিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত ও তাহাদের মধ্যে উদরে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ শিশুকৃষ্ণকে স্মিতহাস্য করিতে দেখিল। তদবধি দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন জন্য বালকের দামোদর নাম হইল।

যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ দুই দানব

ভাস (বালচরিত, তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৩৭) বলেন, গোপীগণ নন্দগোপার (নন্দপত্নীর) নিকট কৃষ্ণের দুগ্ধ, ননী, দধি প্রভৃতি চুরির ও অন্যান্য উপদ্রবের জন্য অভিযোগ করিলে, তিনি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দাম দ্বারা বন্ধন করিয়া উদূখলে বাঁধিলেন, আর সেই যমল অর্জুন বৃক্ষ দুইটি ছিল দুই দানব। সমূল বৃক্ষ চূর্ণীকৃত হইলে দানব দুইটি মরিয়া গেল, তখন গোপগণ বলিল, এই মহাবল পরাক্রমের অন্য হইতে 'ভর্তৃ দামোদর' নাম হউক।

মহাভারতে দামোদর

মহাভারতে অনুশাসন পর্বে (১৪৯ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের মধ্যে দামোদর নামটিও আছে। বঙ্গীয় সংস্করণ মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪১ অধ্যায়) দেখা যায়, কৃষ্ণ বলিলেন, মানবগণ আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সিদ্ধি কামনা করে, এই হেতু দ্যুলোক, ভূলোক ও মধ্যলোকে আমাকে দামোদর কহে। অর্থাৎ, দাম শব্দ দ্বারা দমন এইরূপ অভিহিত হয়, ইন্দ্রিয় দমন হেতু যাঁহা হইতে স্বর্গাদি লাভ হয় তিনিই দামোদর। কৃষ্ণের নানা নামের এই জাতীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থেই দেখা যায়, এবং দামোদর নামের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা মহাভারতে যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুপুরাণের আখ্যানটি ভাগবতে আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে। গোপীগণ কৃষ্ণের নানা দৌরাত্ম্যের অভিযোগ করিলে

যশোদা রুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক হাসিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার নিজের গৃহে দধি মন্থনের সময় কৃষ্ণ স্তন্যপান করিতে চাহিলে তাঁহার আনন্দ হইল, দধিমন্থন কার্য ফেলিয়া পুত্রকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চুল্লীর উপর যে দুগ্ধ ছিল তাহা উথলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া যখন তিনি কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিকে গেলেন, তখন ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে শিলাপুত্র (লুড়ি) দিয়া দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখনও যশোদা হাস্য করিতে লাগিলেন। এইভাবে গভীর বাৎসল্য রসের প্রকাশ দেখাইয়া ভাগবত বলেন, ইহার পর একটা উদূখলের উপর দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ শিকার উপর রক্ষিত মাখন বানরদিগকে যথেচ্ছ-ভাবে দান করিতে লাগিলেন, তখন যশোদা যষ্টি হস্তে কৃষ্ণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কৃষ্ণ ফিরিয়া মাতাকে ঐভাবে দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। যশোদাও পিছনে পিছনে ধাবিতা হইলেন এবং কিছুদূর অনুগমন করিয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। পুত্র কাঁদিতে লাগিলেন, যশোদাও পুত্রের হস্ত ধরিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পুত্র ভয় পাইয়াছেন দেখিয়া পুত্রবৎসলা হাতের যষ্টিটি ফেলিয়া দিয়া রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তিনি যতই রজ্জু আনিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে যান, বাঁধিতে আর পারেন না, রজ্জু কেবলই দুই অঙ্গুলি পরিমাণ কম পড়িয়া যায়। বন্ধন প্রয়াসে জননী অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বয়ং বদ্ধ হইলেন। ঈশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় পদার্থ ত তাঁহারই বশবর্তী, তথাপি তিনি যে ভক্তের বশ তাহা এইরূপে দেখাইলেন। এই উপাখ্যানে ভাগবত একদিকে যেমন যশোদার বাৎসল্যের, অপর দিকে আবার তেমনই কৃষ্ণেরও ঐশ্বর্যের অবতারণা করিয়াছেন; এই ভাবেই নব নব আখ্যানের সহযোগে কৃষ্ণচরিতের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে।

ভাগবতের আখ্যান

অতঃপর জননী গৃহকার্যে রত হইলে উদরে রজ্জুবদ্ধ কৃষ্ণ উদূখল সহ দুই যমজ অর্জুনবৃক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং জোরে উদূখল আকর্ষণ করিয়া দুই বৃক্ষের মূলবন্ধ উৎপাটন করিলেন। তখনই বৃক্ষ দুইটি ভয়ানক শব্দ করিয়া পতিত হইল।

ভাসের ন্যায় ভাগবত এই দুই বৃক্ষকে ঠিক দানব বলেন নাই। মহাভারতের সভাপর্বে (১০ অধ্যায়) আছে, যক্ষ কুবেরের নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে দুই সুদর্শন পুত্র অতিশয় গর্বিত, মদমত্ত ও সুরাসক্ত ছিল। একদা কৈলাস পর্বতে সুরধুনীর জলে যুবতীগণের সহিত যখন তাহারা জলক্রীড়ায় মত্ত ছিল সেই সময় তথায় উপস্থিত মুনিবর নারদকে দেখিয়াও তাহারা কিছুমাত্র সম্মাননা না করায় নারদের শাপে তাহারা বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইল। এই উপাখ্যানটিকে ভাগবত যমলার্জুন ভঞ্জন প্রসঙ্গে কাজে লাগাইয়াছেন, এবং বলেন এই দুই যমল অর্জুন বৃক্ষ পূর্বজন্মে কুবেরের দুই পুত্র ছিল এবং যখন কৃষ্ণের বিক্রমে ঐ দুই বৃক্ষ পতিত হইল তখন বৃক্ষদ্বয় হইতে অগ্নির ন্যায় দুই সিদ্ধ পুরুষ বাহির হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিল। এই দুই গুহ্যক (যক্ষ) স্তবে কৃষ্ণের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া ও কৃষ্ণদর্শন লাভ করিয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গেল। এদিকে নন্দগোপ রজ্জুবন্ধন হইতে কৃষ্ণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

মহাভারতের নলকূবর ও মণিগ্রীব

ভাগবত রচনার পরেও কেহ কেহ, বিশেষতঃ ক্ষেমেন্দ্র (দশাবতার চরিত, ৩৮ শ্লোক) যমলার্জুনকে দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি কিছুই বলেন নাই, বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণে শুধু বৃক্ষই বলিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও অর্জুনবৃক্ষভঙ্গ প্রসঙ্গটি আরও কৌতূহলোদ্দীপক।

বাত্যারূপী তৃণাবর্তবধ কাহিনীর ন্যায় এই কাহিনীটিও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ যশোদাকে যমুনায় স্নানে পাঠাইয়া আরম্ভ

করিয়াছেন। স্নানান্তে বাড়ী ফিরিয়া গৃহের যাবতীয় দধি, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতির ভাণ্ড শূন্য দেখিয়া উপস্থিত গোপবালকদের সাক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণেরই ঐ কার্য জানিয়া যশোদা ক্রোধে বেত্রহস্তে পুত্রের প্রতি ধাবমানা হইলেন, কিন্তু পলায়নপর পুত্রকে ধরিতে পারিলেন না। ফলে তিনি যেমন ক্লান্ত হইলেন তেমনই রাগে আরও জ্বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তখন স্বেচ্ছায় মাতাকে ধরা দিলেন। যশোদা তখন বস্ত্রদ্বারা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া পুনঃ পুনঃ প্রহার করিলেন ও তাঁহাকে বদ্ধ অবস্থায় রাখিয়াই গৃহে গমন করিলেন। কৃষ্ণ সেই বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রেই সেই শৈলসদৃশ বৃক্ষ ঘোরতর শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, ও বৃক্ষ হইতে দিব্যরূপধারী স্বর্ণ পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত গৌরকায় কিশোর বয়স্ক এক পুরুষমূর্তি আবির্ভূত হইয়া ভগবান কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্বর্গীয় রথারোহণে স্বর্গধামে গমন করিলেন। এই বৃক্ষই কুবেরের পুত্র নলকূবর, নন্দনকাননে রম্ভাসহ জলে, স্থলে ও পুষ্পশয্যায় বিহারকালে দেবলমুনিকে দেখিয়াও গাত্রোত্থান না করায় কুপিত মুনির শাপে বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তের কাহিনী

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই বিবরণে বন্ধনরজ্জু কম পড়ার ও উদূখলের কোনও উল্লেখ নাই, কুবেরের পুত্রও দুইটি নয়, একটি, কাজেই বৃক্ষও একটি, এবং তৃতীয়তঃ যে মুনি নলকূবরকে শাপ দিয়াছিলেন তাঁহার নাম নারদ নয়, দেবলঋষি। ইহা ছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর এক নূতন কথা আছে,—নলকূবরের মুক্তির পরে রোদনপরায়ণ কৃষ্ণকে ব্রজেশ্বরী যশোদা কোলে তুলিয়া লইলেন, পুত্রের মঙ্গলার্থ কিছু কিছু শান্তিকার্যও হইল, কিন্তু ব্রজের গোপ-গোপীগণ আসিয়া যশোদাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিল,—তাহার ঘটে বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই, শেষ বয়সের

যশোদাকে তিরস্কার

পুত্র কত আদরের ধন, তা নয়, সে কিনা গেল সামান্য গব্যবস্তুর জন্য বৃক্ষমূলে ছেলেকে বন্ধন করিয়া গৃহকর্ম সারিতে, গাছটা যদি ঘাড়েই পড়িত তবে আজ কি হইত, ঐ দুধ, দই আজ কোন্ কর্মে লাগিত, ইত্যাদি। গোপগোপীগণের তিরস্কার-পর্ব শেষ হইলে ক্রুদ্ধ নন্দ তাঁহার পালা আরম্ভ করিলেন। আরক্তনয়ন নন্দের উক্তি আরও বিষম,—হয় এই বালককে কণ্ঠে ধরিয়া আমিই তীর্থে যাই, না হয় তুমি গৃহ হইতে দূর হও, তোমাকে প্রয়োজন কি? পুত্ররত্নের মূল্য তুমি কি বুঝিবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভৎর্সনার পর নন্দ গিয়া নিজের ঘরটিতে বসিয়া রহিলেন, ওদিকে যশোদা ও রোহিণী যথাপূর্ব গৃহকর্ম করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাগবত নির্দিষ্ট আখ্যানটি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য, বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে লিখিয়াছেন, যমলার্জুন কংস প্রেরিত (একটি) অসুর, এবং একই প্রহারে কৃষ্ণ তাঁহাকে ভাঙ্গিলেন,

কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যের বিবরণ

তার (পূতনার) পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল॥

মালাধর বসু যমল অর্জুনকে দুই বৃক্ষই বলিয়াছেন (পৃঃ ৬৮), রঘুনাথ ভাগবতাচার্য (পৃঃ ১৯১) এবং পরশুরামও (পৃঃ ১৪৪) সেই কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখী শ্যামদাস (পৃঃ ৪২) ও মাধব (পৃঃ ৩৪) ভাগবত ঠিক, না ব্রহ্মবৈবর্ত ঠিক, স্থির করিতে না পারিয়া "এক শিখে দুই তরু" বা "এক মূলে দুই গাছ" বলিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

বৃন্দাবন যাত্রা

ইহার পর গোকুলের গোপগণ গোকুল বা ব্রজধাম ছাড়িয়া যমুনার তীরবর্তী ও গোবর্ধন পর্বতের সমীপে বৃন্দাবন নামে রম্য

স্থানে অবস্থানের জন্য চলিয়া যায়। হরিবংশে (২, ৮) বৃত্তান্তটি এইরূপ,—কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ ব্রজস্থানে বাল্যকাল উত্তীর্ণ করিয়া সপ্তমবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন ও বৎসপাল হইয়া মাঠে ধেনু চরাইতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণ বলরামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য, এই বনে গোপালদের সঙ্গে খেলা করিয়া সময়ক্ষেপ করা আমাদের আর উচিত নয়। এই স্থানের যাহা কিছু উপভোগ্য তাহা আমরা সকলেই ভোগ করিয়াছি, এখন আর এই সকল ক্ষেত্রে গবাদির জন্য যথেষ্ট তৃণ পাওয়া যায় না, গোপালকেরা বনের গাছগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছে, ইত্যাদি। এই স্থানটি এখন নিতান্ত প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আর ভাল লাগিতেছে না, অতএব চল আমরা যমুনার তীরবর্তী বৃন্দাবনে গিয়া বাস করি। সেখানে স্নিগ্ধ শীতল বায়ু আছে, স্বাদু বৃক্ষফল আছে, পর্যাপ্ত তৃণসম্পদ আছে, সুপেয় জল আছে, স্থানটি অতি রমনীয়, কাননে কদম্ববৃক্ষ আছে, সকল ঋতুতেই স্থানটি মনোহর। গোপীগণ সেই চারুচিত্র বনে সুখে সঞ্চার করিতে পারিবে, অদূরেই নন্দনের মন্দারের মত গিরি গোবর্ধন, তাহারই নিকট দিয়া কালিন্দী প্রবাহিতা, আর ভাণ্ডীর নামে বিশাল বটবৃক্ষ সেই স্থানের শোভাবর্ধন করিতেছে,—চল সেখানে গিয়া সকলে বাস করি।

হরিবংশের বিবরণ

কিন্তু যাই বলিলেই যাওয়া হয় না, কাজেই কৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, যাওয়ার একটা কারণ স্থির করিতে হইবে, কোনও একটা কিছু করিয়া গোপগণের মনে সন্ত্রাস উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা হইলেই ব্রজবাসিগণ এই স্থান হইতে পলাইবে। কৃষ্ণের এই উক্তির পর শত শত বৃক বলরামের দেহ হইতে বাহির হইল, এবং সেই ঘোরাকৃতি বৃকগুলি ব্রজের যাবতীয় গো, শিশু ও নারীর উপর নিপতিত হইতে লাগিল। সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া

বলরামের দেহ হইতে বৃক

উঠিল, কেহ আর বনে গিয়া গোচারণ করিতে পারে না, কেহ নদীতে জল আনিতে যাইতে পারে না, এইভাবে সকলে এক-স্থানচর হইয়া রহিল। ব্রজে বৃকগুলির এই ক্রমবর্ধমান উৎপাত দেখিয়া সমস্ত গোপবৃদ্ধগণ একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা করিল, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে বৃন্দাবনে গমন করিতে হইবে। নন্দগোপ ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া কহিলেন, আর দেরী নয়, অদ্যই বৃন্দাবনে যাওয়া যাক্, সকলে প্রস্তুত হইয়া লও। তখন গোপগণ স্ত্রীপুত্রাদি ও শকটে তৈজসপত্রাদি লইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বসতি স্থাপন করিল।

বিষ্ণুপুরাণে বা অন্যত্র কোথাও এই বৃকের উৎপাতে বৃন্দাবন গমনের প্রসঙ্গ নাই। অন্যান্য পুরাণে পূতনা, শকট, যমলার্জুন, তৃণাবর্ত প্রভৃতির মহোৎপাত ক্রমান্বয়ে গোকুলে হইতেছে দেখিয়া ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবন যাত্রা স্থির করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে (৫, ৬) নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন; ভাগবতে (১০, ১১) নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণের সভায় উপনন্দ নামে এক গোপ এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া একটি নূতন কথা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ১৬) নন্দ নিজেই বৃদ্ধ গোপ-গোপীগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া এই যুক্তি স্থির করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ

এই প্রসঙ্গে মালাধর বসু ও দুঃখী শ্যামদাস ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের, এবং রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য, পরশুরাম প্রভৃতি উপনন্দের নাম উল্লেখ করিয়া ভাগবতের অনুসরণ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনলীলার ক্রম

ভাসের বালচরিতে, প্রাচীন পুরাণগুলিতে ও ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহার বা বলরামের

হাতে ধেনুক, প্রলম্ব, অরিষ্ট ও কেশী, এবং ভাগবত ও পরবর্তী পুরাণগুলিতে উপরন্তু বৎস, অঘ প্রভৃতি কতগুলি অসুর বধের ও কালিয়দমন, গোবর্ধনধারণ, রাস প্রভৃতি কতগুলি ঘটনার বিবরণ আছে। কিন্তু এই সকল যাবতীয় কাহিনীর পারম্পর্য বা পৌর্বাপৌর্ব সম্বন্ধে সকল পুরাণ বা প্রাচীন কৃষ্ণচরিতকারগণ একমত নহেন। অতএব কৃষ্ণের বাল্য ও কৌমার চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারা দেখানও সম্ভবপর নয়।

ভাসের বালচরিতে কালিয়দমনের পূর্বে প্রলম্ববধ, ধেনুকবধ, কেশীবধ, গোপকন্যাদের সঙ্গে ক্রীড়া ও অরিষ্টবধ যথাক্রমে বর্ণিত।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে কালিয়দমনের পর যথাক্রমে ধেনুক-বধ, প্রলম্ববধ, গোবর্ধনধারণ, রাস, অরিষ্টবধ ও কেশীবধ। ক্ষেমেন্দ্রও এই সকল ঘটনার ক্রম ও কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন।

ভাগবতে কালিয়দমনের পূর্বে ধেনুক ও পরে প্রলম্ব বধ, গোবর্ধনধারণ, রাস, অরিষ্টাসুর, কেশী ও ব্যোমাসুর বধ। কিন্তু এইগুলির মধ্যে মধ্যে ভাগবত আবার কয়েকটি কাহিনী নূতন সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। যথা, (১) বৃন্দাবনযাত্রা ও ধেনুক-বধের মধ্যে বৎস, বক, অঘ এই তিন অসুর বধ ও ব্রহ্মার মোহনাশ নামে একটি কাহিনী, (২) কালিয়দমনের ও প্রলম্ব-বধের মধ্যে দাবাগ্নিমোক্ষণ উপাখ্যান, (৩) প্রলম্ববধের ও গোবর্ধন ধারণের মধ্যে গোপীগণের বস্ত্রহরণ উপাখ্যান, এবং (৪) রাসলীলা ও অরিষ্টবধের মধ্যে সুদর্শন ও শঙ্খচূড় নামক দুই অসুর বধের কাহিনী। পরশুরাম ও বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গলকারদের কাহিনী ও কাহিনীর পারম্পর্য ভাগবতেরই অনুগামী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই সমগ্র ঘটনাবলীর ক্রম এইরূপ,—বকাসুর বধ, প্রলম্ববধ, কেশীবধ, নন্দের পরামর্শে গোপগণের বৃন্দাবন যাত্রা, রাধিকার জন্ম ইত্যাদি, কালিয়দমন, ব্রহ্মার মোহনাশ, গোবর্ধনধারণ, ধেনুকাসুর বধ, বস্ত্রহরণ ও রাস।

অর্থাৎ এই পুরাণে কালিয়দমনের পূর্বে কেশীবধ ও গোবর্ধন ধারণের পরে বস্ত্রহরণ। ইহাতে অরিষ্টাসুর বধ কাহিনী নাই। কারণ অন্যান্য পুরাণে অরিষ্ট বৃষভের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, ব্রহ্মবৈবর্তের মতে বৃষভ সাজিয়া আসিয়াছিল প্রলম্বাসুর।

বৎস, বক ও অঘাসুর বধ এবং ব্রহ্মার মোহনাশ

এই ঘটনাগুলি ভাগবতের পূর্বে রচিত কোনও পুরাণে নাই। ভাগবত অনুসারে, একদিন কৃষ্ণ ও বলরাম বয়স্যদের সহিত যমুনা-তীরে স্ব স্ব বৎসগুলি চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের বিনাশের বাসনায় এক দৈত্য আসিল। কৃষ্ণ সেই দৈত্যকে বৎসরূপ ধরিয়া বৎসদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইলেন। তারপরে, যেন কিছুই জানেন না এমনি ভাণ করিয়া, আস্তে আস্তে তাহার নিকট গিয়া তাহার পিছনের দুই পা ধরিয়া শূন্য-মার্গে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং একটি কপিত্থবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন।

বৎসরূপী বৎসাসুর

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও বৎসাসুর বধ নাই। পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৯৪) কৃষ্ণের অতি শৈশবে তাঁহার উদূখলে বন্ধনেরও আগে এক কুক্কুট বেশী অসুর বধের কথা আছে, কিন্তু আর কোথাও ইহা দেখা যায় না।

ভাগবতে বৎসাসুরের পর বকাসুর বধ। একদিন কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য গোপাল বালকগণ এক জলাশয়ের নিকট জলপান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন সেই স্থানে গিরিকূটের ন্যায় একটা বৃহৎ প্রাণী বসিয়া আছে। সে এক অতি বলবান অসুর, বক রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেই বকাসুর বেগে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল, কিন্তু কৃষ্ণ বক কর্তৃক গ্রস্ত হইয়া আগুনের মত তাহার গলদেশ দাহন করিতে লাগিলেন। সেই

বকরূপী বকাসুর

জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া বক তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকে উদ্গার করিল এবং ক্রোধে ঠোঁট দিয়া আঘাত করিয়া বধ করিবার জন্য পুনরায় নিকটে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কৃষ্ণ দুই হাতে বকের দুই ঠোঁট ধরিয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন।

পদ্মপুরাণে বকাসুর বধের দুই শ্লোকে একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী আছে বটে, কিন্তু ভাগবতের সঙ্গে সেই কাহিনীর মিল নাই। পদ্মপুরাণ অনুসারে বকরূপধারী বক নামক অসুরকে গোবৎস-গণের মধ্যে দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে লোষ্ট্র মারিয়া বধ করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও (৪, ১৬, ১-১৩) বকাসুর বধ আছে, এবং ইহাতে দেখা যায়, কৃষ্ণ গোধন ও গোপাল বালকদের লইয়া মধুবনে গিয়া স্বাদু জল পান করিলেন, এবং সেখানে এক বলবান, শ্বেতকায় ভয়ঙ্কর দৈত্য দেখিলেন, তাহার বিকৃতাকার মুখ, বকের মত আকৃতি, শৈলের মত বিরাট বপু। শীঘ্রই এই বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া দেবতারা ভয়ার্ত হইয়া উঠিলেন এবং তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এক এক অস্ত্র নিক্ষেপে বকের এক একটি অঙ্গ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত করিয়া বকের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিলেন, বক রক্ত বমন করিতে করিতে মরিয়া গেল।

ভাগবতে বকাসুরের পরেই অঘাসুর বধের কথা। এই সময় কৃষ্ণের বয়স পাঁচ বৎসর বলিয়া কথিত। ভাগবতের মতে, বকাসুর ও অঘাসুর পূতনার ভ্রাতা ও কংসের বান্ধব। কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অঘাসুর একদিন গোকুলের বনে আসিল। সেখানে কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ ক্রীড়ারত ছিলেন। অসুর

অজগররূপী অঘাসুর

কৃষ্ণকে দেখিয়া ভাবিল, এই শিশুই ত আমার সহোদর বককে ও সহোদরা পূতনাকে বধ করিয়াছে, অতএব আজ আমি ইহাকে সদলে বধ করিব। ইহা ভাবিয়া দুর্মতি অসুর যোজন বিস্তৃত বিশাল পর্বতের ন্যায় স্থূল ও বৃহৎ অজগর দেহ ধারণ করিল, এবং গুহার

ন্যায় মুখ হাঁ করিয়া পথিমধ্যে শুইয়া রহিল। তাহার নীচের ঠোঁট পৃথিবী ও উপরের ঠোঁট মেঘ স্পর্শ করিল, এবং তাহার দাঁতগুলি এক একটা গিরিশৃঙ্গের মত মনে হইল। মুখের ভিতরটা ঘোর অন্ধকার ও জিহ্বা পথের ন্যায় বিস্তৃত। বালকেরা ইহার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া ক্রীড়াচ্ছলে হাসিতে হাসিতে করতালি দিয়া স্ব স্ব বৎস সকল লইয়া অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ সবই বুঝিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কর্তব্য স্থির করিয়া সাপের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহার গলদেশে পৌঁছাইয়া নিজেকে অতি বেগে বর্ধিত করিলেন। তাহাতে অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ ও চক্ষু দুইটি বহির্গত হইল। অবশেষে বায়ু সাপের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণ অমৃত দৃষ্টি দ্বারা বিগতজীবন বৎস এবং বয়স্যদের পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদের সহিত বাহির হইলেন।

অঘাসুর বধও পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত বাদ দিয়াছেন। অঘাসুর বধের পর ভাগবতে ব্রহ্মার মোহনাশ শীর্ষক যে নূতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এই যে, সরসী পুলিনে কৃষ্ণের অগোচরে গোবৎসগণকে ও বৎসপালগণকে ব্রহ্মা সেই পুলিন হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া অন্যত্র রক্ষা করিলে কৃষ্ণ নিজেই বৎস ও বৎসপালদের মূর্তি ধরিয়া ব্রহ্মার মোহনাশ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম ইত্যাদি বলিয়া স্তব করেন।

ব্রহ্মার মোহনাশ

পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ২০) এই কাহিনীটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ধেনুক বধ

ইহার পর ধেনুক বধ। ইহা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ছাড়া আর সকল পুরাণে ও ভাসের বালচরিতেও আছে। হরিবংশে আছে একদিন গোপালনে রত বলরাম ও কৃষ্ণ যমুনার তীরবর্তী ও

গোবর্ধন পর্বতের উত্তরে অবস্থিত এক তালবনে আসিলেন। কৃষ্ণ তাল খাইতে চাহিলে বলরাম কয়েকটি তাল পাড়িলেন। ঐ বনে ধেনুক নামে এক অসুর গর্দভের রূপ ধরিয়া তাহার জ্ঞাতিগণ সহ বাস করিত, তাহাদের ভয়ে কেহ ঐ তালবনে প্রবেশ করিত না। তাল পতনের শব্দে সেই গর্দভদৈত্য সেস্থানে আসিয়া বলরামকে এক তালবৃক্ষের তলে দেখিয়া তাঁহাকে তাহার পিছনের দুই পা দিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বলরাম তাহার সেই পা দুইটি ধরিয়া ফেলিয়া তাহাকে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন, সেই আছাড়ে তাহার উরু, কটি, গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল, এবং অনেকগুলি তালফল সহ তাহার মৃতদেহ ভূমিতে পতিত হইল।

গর্দভরূপী ধেনুক

বিষ্ণুপুরাণে (৫, ৮) ও ভাগবতে (১০, ১৫) গল্পটি প্রায় একই, কেবল পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বলরাম তাল পাড়িয়াছিলেন গোপগণের কথায়, এবং দ্বিতীয়তঃ গর্দভ দৈত্য তালের পতন শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাতের দুই পা দিয়া সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিতে লাগিল। তখন বলরাম তাহার সেই দুই পা ধরিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন, তাহাতেই সে শূন্যে প্রাণত্যাগ করিল এবং তখন তাহাকে তালবৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ভাগবতে বলরামের ধেনুকবধের সময় কৃষ্ণের বয়স ছয় বৎসর। ক্ষেমেন্দ্র (পৃঃ ৭৯, ৫১ শ্লোক) বলেন, হলায়ুধ হেলায় খররূপী ধেনুককে বধ করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) কিন্তু মধুসূদন (বলরাম নয়) কৌমারকালে তালবনের পর্বতাকার ধেনুককে চরণে ধরিয়া তালগাছে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বধ করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণে কৃষ্ণের এই সময়ে বয়সের উল্লেখ না থাকিলেও, ধেনুক বধ কৃষ্ণেরই কীর্তি বলিয়া কথিত[১]। ভাসের বালচরিতেও তাহাই, কৃষ্ণই তালবনে

১ ক্ষেমং তালবনং চক্রে হত্বা ধেনুকগর্দ্দভম্, ১২, ১৯

আগত গর্দভবেশী দানবকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বেও একটি শ্লোকে (১৩০, ৪৭) কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত অসুরদের মধ্যে ধেনুকের নামটি আছে[১]।

কৃষ্ণ ধেনুক হন্তা ?

কে জানে, হয়ত কৃষ্ণই ধেনুককে মারিয়াছিলেন বলিয়া যে একটি জনশ্রুতি ছিল তাহাই প্রাচীনতর, এবং পরবর্তীকালে বলরামকে নায়ক করিয়া কাহিনীটির রূপান্তর ঘটিয়াছে।

এই স্থানে আর একটি কথাও আলোচনীয়। বোম্বাই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিজাপুর জেলায় বাদামি বা বাতাপিপুর নামক স্থানে একটি পাহাড়ে পাঁচটি গুহা খনিত আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক গিরিগুহা দুইটিতে জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত কৃষ্ণচরিতের নানা ঘটনার খোদিত চিত্র (basrelief) আছে। এই দুইটি বৈষ্ণব গুহাই চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের রাজত্বকালে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দের (৫০০ শকাব্দ) কাছাকাছি সময়ে নির্মিত। উভয় গিরিগুহারই খোদিত চিত্রের দুইটি দৃশ্যকে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগবতে বর্ণিত বৎসাসুর বধের চিত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[২]। কিন্তু তৃতীয় সংখ্যক গুহার চিত্রটি (Pl. XXIV, b. 3) বৎসাসুরের হইতে পারে না,

বাদামির গুহাচিত্র

কারণ ভাগবতে বৎসাসুর একটি বাছুরের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, আর খোদিত চিত্রে জন্তুটি একটি বৃষ, এবং উহার দেহ প্রকাণ্ড ও স্কন্ধের ককুদ উন্নত, কাজেই ইহা (পরে বর্ণিত) বৃষভরূপী অরিষ্টাসুর বধের দৃশ্য। দ্বিতীয় সংখ্যক গুহার খোদিত চিত্রেও (Pl. XII, c. 3) জন্তুটিকে বৎস বলিয়া মনে হয় না, গর্দভ, এবং

বৎসাসুর না, ধেনুক ?

১ অরিষ্টো ধেনুকশ্চৈব চাণূরশ্চ মহাবলঃ।

২ *Basreliefs of Badami* (Mem. A. S. I. No. 25), R. D. Banerji, 1928, pp. 27, 53 and Pls. XII and XXIV.

তাহা হইলে দৃশ্যটি ধেনুক বধের। বৎসাসুর বধের চিত্র হইলে বকাসুর ও অঘাসুর বধের চিত্রও এই সঙ্গে থাকিত, কারণ ভাগবতে এই তিন অসুরের কাহিনী এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে শিল্পীর পক্ষে উহার মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া লইয়া অপর দুইটিকে উপেক্ষা করার কোনও সুসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৎসাসুর বধের চিত্র হইলে, ভাগবতপুরাণ রচনার তারিখ মঙ্গলেশের রাজত্বের অন্ততঃ কিছু পূর্বে, অর্থাৎ প্রচলিত ধারণার অন্ততঃ এক শতাব্দী আগে, নির্ণয় করিতে হয়, কারণ ভাগবতেই সর্বপ্রথম বৎসাসুর বধের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

কালিয়দমন

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বালচর্যার মধ্যে কালিয়দমন একটি প্রধান ঘটনা, এবং কৃষ্ণের ঐশ্বর্যাত্মক সকল রচনার মধ্যেই ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণের (৫, ৭) মতে, একদা বলরাম ব্যতীতই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং বনফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে কৃষ্ণ লোলকল্লোলময়ী যমুনায় গমন করিলেন, এবং দেখিলেন তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জ চারিদিকে হাস্য করিতেছে, আর সেই যমুনামধ্যে রহিয়াছে বিষাগ্নি দ্বারা সন্তপ্তবারি কালিয় নামক সর্পের অতি ভীষণ হ্রদ। সেই হ্রদোদ্গত বিষাগ্নিতে তীরের বৃহৎ গাছগুলি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ুতে বিক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জলস্পর্শে পাখীগুলিও দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দেখিয়া কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, গরুড়ের ভয়ে দুষ্টাত্মা কালিয় নাগ সাগর ত্যাগ করিয়া এই হ্রদে বাস করিতেছে। ইহার দ্বারা সাগরগামিনী এই যমুনা দূষিতা হইয়াছে, গো অথবা গোপগণ তৃষ্ণার্ত হইলেও ইহার জল পান করিতে পায় না। অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ

করিব, যাহাতে ব্রজজন নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে। কারণ উৎপথগামী এই সকল দুরাত্মাদিগকে শাস্তি প্রদান করাই ত আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। তখন নিকটের এক কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় আরোহণ করিয়া কৃষ্ণ এই নাগরাজের হ্রদে ঝাঁপ দিলেন। শীঘ্রই নাগরাজ ও অন্যান্য সর্পগণ কুণ্ডলীকৃত দেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল ও বিষজ্বালা-পূর্ণ মুখ দিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। গোপবালকগণ কৃষ্ণকে হ্রদমধ্যে নিপতিত ও বিষজ্বালায় নিপীড়িত দেখিয়া ব্রজে আসিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে এই ভয়াবহ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। গোপ ও গোপীগণ কালিয় হ্রদের তীরে আসিয়া কৃষ্ণকে ঐ অবস্থায় দেখিলেন। গোপীগণ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা আর গোকুলে গমন করিব না, যশোদাকে লইয়া সকলে এই হ্রদে প্রবেশ করি। যশোদা মূর্ছিতা, নন্দ যৎপরোনাস্তি কাতর, গোপগণ ভয়বিহ্বল। তখন বলরাম সকলের এই অবস্থা দেখিয়া স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেবেশ, তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না? নিরর্থক কেন এই মনুষ্যভাব প্রকাশ করিতেছ? পৃথিবীর ভারাবতরণের ইচ্ছায় তুমি মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ, এবং তোমারই অংশ আমি তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। সুরগণকে তোমার লীলার অনুকারী হইয়া গোপবেশে এবং সুরাঙ্গনাদিগকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া কি জন্য তুমি তোমার এই বিষণ্ণ বান্ধবদের উপেক্ষা করিতেছ? আর কেন? মনুষ্যভাব দেখাইয়াছ, বাল্য-চাপল্যও দেখান হইয়াছে, এইবার এই দুরাত্মা কালিয়কে দমন কর। বলরাম কর্তৃক এইরূপে স্মারিত হইয়া হাস্যবদনে কৃষ্ণ সর্পবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন, এবং নাগরাজের মস্তকে আরোহণ করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বলরামের স্তব

নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া বমন হইতে লাগিল ও সে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন নাগপত্নিগণ আসিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইল, এবং কৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিল, হে দেবদেব, আমরা আপনাকে জানিতে পারিয়াছি, আপনি সকলের ঈশ ও অনুত্তম। আপনি আর পীড়িত করিলে এ এখনই প্রাণত্যাগ করিবে। আপনি প্রসন্ন হন, এবং কৃপা করিয়া আমাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান করুন। নাগপত্নীদের স্তব শেষ হইলে ক্লান্তদেহ নাগরাজও কৃষ্ণের নানাবিধ স্তুতি করিয়া প্রাণভিক্ষা করিল। কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া নাগরাজকে বলিলেন, তুমি আর এই যমুনাজলে থাকিও না, ভৃত্য ও পরিবার-বর্গের সহিত সমুদ্রসলিলে গিয়া বাস কর। নাগরাজও তাহাই করিল, যমুনার জল বিশুদ্ধ হইল, এবং কৃষ্ণও বিস্মিত ও আনন্দিত গোপ ও গোপীদের সঙ্গে ব্রজধামে আগমন করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, গো ও গোপীগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইলেও যমুনায় জল পান করিতে পায় না এজন্য কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হরিবংশে আছে, হ্রদের জল পশুদের অভোগ্য ও জলার্থিদের অপেয় বলিয়া নাগকে দমন করিয়া জলাশয়টিকে ব্রজোপভোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে।

হরিবংশের বিবরণ

হরিবংশের বর্ণনা অনেকটা বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনার অনুরূপ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুপুরাণে অনুসৃত। হরিবংশও বলেন, কৃষ্ণের মোহদশা দেখিয়া নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপ-গোপীগণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে বলরাম কর্তৃক স্তুত হইয়া কৃষ্ণের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তবে হরিবংশে বলরামের স্তবটি সংক্ষিপ্ত, বিষ্ণুপুরাণের বিস্তারিত স্তবের পূর্ব্বের স্তর। হরিবংশে (২, ১২, ৬ ; ২, ১২, ৩৮) নাগরাজ 'পঞ্চাস্যঃ'।

ভাসের বালচরিতে (চতুর্থ অঙ্ক, পৃঃ ৪৯) দেখা যায়, সর্ব-

প্রজার হিতার্থে শীঘ্র এই নাগকে বশ করিব, এই সঙ্কল্পে কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন[১]।

পরবর্তীকালে ভাগবত পুরাণ (১০, ১৫-১৬) কালিয়দমনের কারণ স্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনাকে ভিত্তি করিয়াছেন। একদিন গো ও গোপগণ গ্রীষ্মে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া কালিন্দীর বিষদূষিত জল পান করিয়া অচেতন হইয়া নদীর তীরে পড়িয়া রহিল। কৃষ্ণ তখন তাঁহার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দিয়া পুনরায় তাহাদের জ্ঞান সঞ্চার করিলেন এবং কালসর্প দ্বারা কালিন্দীর জল দুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া উহার শুদ্ধি সাধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ ভাগবতে বলরাম কর্তৃক স্মারিত হইয়া কৃষ্ণের মোহদশা দূর হইয়াছিল এরূপ কথা নাই। আছে, গোপ ও গোপীগণ শোকবিহ্বল হইয়া সরোবরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণের প্রভাববেত্তা বলরাম তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন, এবং এদিকে কৃষ্ণ, যিনি (স্বয়ং ভগবান হইয়াও) মানব স্বভাব অনুকরণ করিতেছিলেন, নিজেই নিজের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ও সমুদয় গোকুলবাসী তাঁহারই নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মুহূর্তকাল সেই অবস্থায় থাকিয়া আত্মশক্তিতে সর্পবন্ধন হইতে উত্থিত হইলেন। তারপর ভাগবত বলেন, কৃষ্ণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত শরীর দ্বারা কালিয়ের শরীর ব্যথিত হইল। সে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ফণাগুলি উঠাইয়া বিষাগ্নি দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিল এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সময় কৃষ্ণ গরুড়ের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কালিয়ও পলায়নের সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে

ভাগবতের বিবরণ

আত্মশক্তিতে কৃষ্ণের সর্পবন্ধন মুক্তি

১ সর্বপ্রজাহিতার্থং দ্রুততরং নাগং মে বশং করোমি।

কালিয়ের বল হীন হইতে লাগিল, তখন কৃষ্ণ তাহার মস্তকসমূহে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভাগবতে, কালিয়ের মস্তকের মধ্যে এক শতটি প্রধান ছিল, কৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে সেই সকল মস্তক মর্দন করিলেন, এবং কালিয় রক্তবমন করিতে করিতে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িল।

আরও পরে কাশ্মারীয় ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতারচরিতে (৪২-৪৪ শ্লোক) কৃষ্ণের কালিয় হ্রদে প্রবেশের কারণ সম্পূর্ণ অন্যবিধ। কৃষ্ণ সাত বৎসর বয়সে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, কালিয়দমন তাহার পূর্বের ঘটনা। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় কৃষ্ণের যৌবনদ্যুতি তখনই কিঞ্চিৎ উন্মুখ, সেই সময়ে তিনি একদিন গোপালগণের ডিম্বাকারে রচিত মণ্ডলে কন্দুক (=বল, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'গেণ্ডুআ') খেলা করিতে করিতে ক্রীড়া-কন্দুকটি যমুনার জলে গিয়া পড়িল, সেই সময় তিনি নদীর মধ্যে কালিয় নাগের ভবন দর্শন করিলেন[১]।

ক্ষেমেন্দ্র,
কৃষ্ণের যৌবন

প্রাক্-চৈতন্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর একটি স্বকপোলকল্পিত কারণের নির্দেশ রহিয়াছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নবনির্মিত উদ্যানে রাধাকৃষ্ণ মিলনের পর কৃষ্ণ ভাবিলেন, বনের মধ্যে বিলাস ত করিলাম, এইবার জলকেলি করিতে হইবে। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী বহিয়া যায়, তাহার মধ্যে কালিদহ। কালিয় নামে নাগ তাহাতে বাস করে। জলে মাছ, কূলে গাছ, সবই তাহার বিষে মরিয়াছে, কোনও জন্তু তাহার জল

১ ততঃ স্তোক পরিম্লানে শৈশবে শিশিরোপমে।
মাধবস্যাভবদ্‌কিঞ্চিদুন্মুখী যৌবনদ্যুতিঃ॥ ৪২
ততঃ কৃষ্ণস্য গোপালডিম্বমণ্ডলবর্ত্তিনঃ।
বভূব কন্দুকোদ্দামক্রীড়াসু নিবিড়োরসঃ॥ ৪৩
পতিতে যমুনাকূলসলিলে কেলিকন্দুকে।
দদর্শ কালিয়স্যোগ্রং নাগস্য ভবনং হরিঃ॥ ৪৪

পান করে না। যেহেতু এই কালিদহ অপেক্ষা বিজন ও সুবিধার স্থান আর নাই, অতএব ইহার বিষাক্ত জল নির্মল করিয়া ইহার মধ্যে জলকেলি করিব,—এই ভাবিয়া কৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পরে বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণে তাঁহার কালিয়দমন-খণ্ডে আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণের মোহ দূর করিয়া জ্ঞান ফিরিয়া পাওয়ার জন্য বলরামের স্তুতি আছে, তবে বড়ু চণ্ডীদাস আরও একটু অগ্রসর হইয়া এই স্তুতির মধ্যে "মীন রূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে" ইত্যাদি দশাবতার স্তবটি যোগ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিবরণ

মালাধর বসু এই উপাখ্যানে মোটামুটি ভাগবতকে অনুসরণ করিলেও (পৃঃ ৯৬-১০২), কিছু কিছু নূতনত্বের অবতারণা করিতে ছাড়েন নাই। প্রথমতঃ, তাঁহার কৃষ্ণ "সিসু লইয়া কৃড়া আমি করিব এথাএ" এই সঙ্কল্প করিয়া কালিয় দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ জলে ঝাঁপ দিলে ভুজঙ্গম-জাল তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং তাহাদের মধ্যে যেটি তাঁহাকে কামড়ায় তাহারই দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে; তখন সকলে একত্রে নাগরাজের কাছে ভয়ে পলাইয়া গিয়া তাহাকে কহিল, শোন এক অদ্ভুত কথা, মানুষ হইয়া করে নাগের অপমান। শুনিয়া নাগরাজ ধাইয়া গিয়া কৃষ্ণের মর্মস্থানে দংশন করিল। তখন গোপ বালকগণ ছুটিয়া গিয়া নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপ-গোপীগণকে সংবাদ দিল, কৃষ্ণ মরিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, ভাগবতকে অনুসরণ করিতে করিতে সহসা মালাধর কৃষ্ণের জ্ঞান সঞ্চারের জন্য বলরামের মুখে একটি স্তুতিও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। স্তুতিটির কথা বা ভাব বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু মালাধরের কাব্যে এই অপ্রাসঙ্গিক স্তুতিটির অবতারণা কৃষ্ণকীর্তনের দেখাদেখি অথবা প্রভাবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কৃষ্ণ নিজের অন্তর্শক্তিতেই নিজের মোহ দূর

মালাধর বসুর বিবরণ

করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবত কৃষ্ণ চরিত্রকে যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন, বলরামের স্তবে সে ঐশ্বর্য ক্ষুণ্ণ হইয়া যায় ইহাতে সন্দেহ নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের পক্ষে বিষ্ণুপুরাণকে অনুসরণের যে হেতু ছিল, মালাধরের পক্ষে সেই হেতু খাটে না।

মালাধরের কিছু পরে আসাম দেশের শঙ্করদেব (১৪৪৯—১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে কয়েকখানি একাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি কালিয় দমন।

শঙ্করদেবের কালিয় দমন

শঙ্করদেব ইহাতে ভাগবতের কাহিনীই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং ইহাতে বলরামকে দিয়া কৃষ্ণের স্তব করান নাই। তবে শঙ্করদেবের রচনায়ও ভাগবত-বহির্ভূত অন্য দুই-চারি কথা যে নাই, তাহা নয়। দ্রষ্টব্য, পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) কালিয়ের ফণার সংখ্যা হরিবংশের পাঁচ হইতে এক সহস্রে দাঁড়াইয়াছে, এবং শঙ্করদেবের কালিয়ও সহস্রশীর্ষ।

বাঙ্গালাদেশে মালাধরের পরে দুঃখী শ্যামদাস (পৃঃ ৭০), শ্রীকৃষ্ণদাস (পৃঃ ১০৮) প্রভৃতি কেহ কেহ তাঁহাদের কাব্যে এই স্তবটিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালার সারা কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্য মন্থন করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, চৈতন্যোত্তর যুগেও বাঙ্গালী কবিগণ রচনায় ভাগবতকে উপজীব্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার বচন অভ্রান্ত বা অনতিক্রমণীয় বলিয়া মনে করেন নাই, কেবল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য বা এইরূপ হয়ত আরও দুই-এক জন এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালার অধিকাংশ ভক্ত কবিদের নিকটেও ভাগবতের আত্যন্তিক মূল্য ইহার অধিক নয়।

কালিয় দমন উপাখ্যানে পরশুরাম যথারীতি ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং একটি ভণিতায় সেকথা স্মরণ করাইয়াও দিয়াছেন,—

ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরাণের সার।
গান বিপ্র পরসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

তিনি বলরাম কৃত স্তুতিটিও পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনি কৃষ্ণের কালিয় শিরে উঠিয়া নাচিবার পূর্বে নাটকীয়ভাবে সেখানে গরুড়ের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। বলা বাহুল্য, কালিয়কে দমন করিতে কৃষ্ণের পক্ষে গরুড়ের সাহায্য গ্রহণও ভাগবতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সমান পরিপন্থী।

পরশুরামের বিবরণ

আর এক কবিও এই উপাখ্যানেই প্রসঙ্গান্তরে গরুড়কে টানিয়া আনিয়াছেন, তিনি কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস। ভাগবতে আছে, কালিন্দীর বিষজল পান করিয়া তৃষ্ণার্ত গো ও গোপগণ অচেতন হইয়া নদীসৈকতে পড়িয়া রহিল, তাহাদের এই দশা দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস বলেন (পৃঃ ২৬), বিষজল পান করিয়া অচেতন শিশুগুলি এখনই প্রাণত্যাগ করিবে এই চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ গরুড়কে ডাকিলেন, গরুড় অমৃত লইয়া তৎক্ষণাৎ আসিল, এবং সেই অমৃত সিঞ্চনে কৃষ্ণ শিশুদের সচেতন করিলেন।

কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাসের বিবরণ

প্রলম্ব বধ

কালিয় দমনের পরে ভাগবতে দাবাগ্নি মোক্ষণ। উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত। কালিয় দমনের পর গাভীগুলি ও ব্রজবাসী সকলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমে অতিশয় কাতর হইয়াছিল, সেইজন্য তাহারা কালিন্দীর তটের সেই স্থানটিতে সেই রাত্রি বাস করিল। অর্ধ রজনীতে এরণ্ড বন হইতে দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজ-বাসীদের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাহ করিতে আরম্ভ করিলে দহ্যমান ব্রজবাসীরা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণের

এরণ্ড বনের দাবাগ্নি মোক্ষণ

শরণাপন্ন হইল। তখন কৃষ্ণ সেই দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর প্রলম্ব বধ। ব্রহ্মপুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও পদ্মপুরাণে গল্পটি প্রায় একই। প্রলম্ব নামে এক অসুর বলরাম ও কৃষ্ণকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধরিয়া গোবর্ধন পর্বতের উত্তরে ভাণ্ডীর বনে, অথবা ভাণ্ডীর নামে এক বটবৃক্ষের তলে, ক্রীড়ারত রাম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপ বালকদের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে লাগিল ও খেলাছলে সুযোগ বুঝিয়া বলরামকে পিঠে তুলিয়া পলাইতে লাগিল। পলায়ন-পর প্রলম্বের মহাকায় দেখিয়া বলরাম বুঝিলেন সে অসুর, এবং শেষে তাহার মস্তকে এক প্রচণ্ড মুষ্টির আঘাত করিলেন, অসুর মরিয়া গেল।

গোপবেশী প্রলম্বাসুর

এই সকল পুরাণে প্রলম্ব সাধারণ এক গোপের ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়াছিল। ক্ষেমেন্দ্রও (পৃঃ ৭৯, ৫২ শ্লোক) তাহাই বলেন। কিন্তু ভাসের বালচরিতে (পৃঃ ৩৭) দানব প্রলম্ব স্বয়ং নন্দগোপের আকৃতি ধরিয়া আসিয়াছিল (নন্দগোপবেষং গৃহীত্বাগতঃ)। অগ্নিপুরাণে প্রলম্ব বধের উল্লেখই নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের এই বিবরণটি বিচিত্র। অরিষ্ট নামে এক বৃষভরূপী অসুর সন্ধ্যাকালে ব্রজে আসিয়া বহু গাভী হনন করিত এবং কৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া ও কণ্ঠ নিপীড়ন করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন, এই আখ্যানটি পদ্মপুরাণে (৯৪ অধ্যায়, পৃঃ ১৮৬৮), ভাগবতে (১০, ৩৬), বিষ্ণুপুরাণে (৫, ১৪), হরিবংশে (২, ২১), এবং সংক্ষিপ্তভাবে অগ্নিপুরাণে (১২, ২০) ও মহাভারতে (দ্রোণ, ১১, ৪; উদ্যোগ, ১৩০, ৪৭; ইত্যাদি) আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ১৪—১৮) বৃষরূপধর অসুরের নামই প্রলম্ব, এবং অন্যান্য পুরাণে স্কন্ধে বাহিত বলদেব যে ভাবে

বালচরিতে নন্দবেশী প্রলম্ব

গোপরূপী প্রলম্বকে বধ করেন, শৃঙ্গে বাহিত কৃষ্ণও অনেকটা সেই ভাবে বৃষরূপী প্রলম্বকে বধ করেন। তবে লক্ষ্যণীয়, ব্রহ্মবৈবর্তে অসুর প্রলম্ব নিহত হইয়াছিল কৃষ্ণের হাতে। আশ্চর্য, মহাভারতেও এক স্থানে (দ্রোণ, ১১, ৫) কৃষ্ণই প্রলম্বের সংহারক,—পদ্মলোচন কৃষ্ণ মহাসুর প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, পীঠ ও যমতুল্য মুরুকে বধ করিয়াছেন[১]। তবে কি ধেনুক বধের মতই প্রলম্ব বধের সহিত বলরামের নাম সংযুক্ত হওয়ার পূর্ব স্তরে কিম্বদন্তীটা এইরূপই ছিল যে, কৃষ্ণই প্রলম্বের হন্তা? কিন্তু তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, বলরামের নামের সহিত প্রলম্ব বধ কাহিনীর সংযোগ ঘটিয়াছিল যখন আধুনিক মহাভারত সঙ্কলিত হইতেছিল, কারণ মহাভারতের অন্যত্র (শল্য, ৪৭, ১০) আবার বলরামই 'প্রলম্বহা' বলিয়া বর্ণিত।

ব্রহ্মবৈবর্তে প্রলম্ব বৃষরূপী

কৃষ্ণই প্রলম্বহন্তা?

হরিবংশে (২, ১৪, ৫৮) প্রলম্ব বধ অধ্যায়ের শেষে আছে, এই প্রলম্ব অসুর নিধনের পর বলরাম দেবগণ কর্তৃক 'বলদেব' নামে অভিহিত হইলেন[২]। অর্থাৎ, হরিবংশের রচয়িতা জানিতেন যে, লোকোত্তর বিবিধ কর্ম দ্বারা সকলের নিকটে নিজের দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বলরামের 'দেব'-অন্ত 'বলদেব' আখ্যাটি ছিল না। এ তথ্যটি কৃষ্ণেরও 'দেব'-সংযুক্ত 'বাসুদেব' আখ্যার ব্যাখ্যায় ও বিচারে বিশেষ কাজে লাগিতে পারে। স্মরণীয়, সম্বোধি লাভের পরে সিদ্ধার্থ গৌতম 'বুদ্ধদেব' হইয়াছিলেন, তৎপূর্বে নয়। পরবর্তী কালেও একই কথা। নিমাই 'চৈতন্যদেব' হইয়াছিলেন জীবনের প্রভাতে নয়।

বলরামের বলদেব নাম

১ প্রলম্বং নরকং জম্ভং পীঠং চাপি মহাসুরম্।
মুরুং চান্তকসংকাশমবধীৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥

২ বলদেবেতি নামাস্য দেবৈরুক্তং দিবি স্থিতৈঃ।

কালিয় নাগের প্রসঙ্গে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে যেমন মোহপ্রাপ্ত কৃষ্ণ বলরাম-কৃত স্তবে নিজের প্রভাব স্মারিত হইয়া সর্পবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, প্রলম্বাসুর প্রসঙ্গেও এই দুই পুরাণে ভীত বলরামও তেমনই কৃষ্ণ-কৃত এক স্তবে আত্মপ্রভাব স্মারিত হইয়া তবে প্রলম্বকে বধ করিয়াছেন। কিন্তু এই জাতীয় স্তবে স্তুত ব্যক্তির নিজের মহিমা লোকচক্ষে খাটো হইয়া যায় বলিয়া ভাগবত এ-ক্ষেত্রেও কৃষ্ণকে দিয়া শেষরূপী বলরামের স্তব করাইতে বিরত হইয়াছেন। ভাগবত শুধু বলেন, বলরাম প্রলম্বের সেই ভীমদেহ দেখিয়া ভীত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্মৃতি উদয় হইল, এবং ভয় ত্যাগ করিয়া তখন তিনি প্রলম্বের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ

প্রলম্ব বধের পরবর্তী অধ্যায়ে ভাগবতে কৃষ্ণের দ্বিতীয়বার দাবাগ্নি পান, তারপর গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনী। ব্রহ্মপুরাণে, হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণে এই কাহিনী নাই, ইহা ভাগবতকারের বা ভাগবতকারগণের নূতন সৃষ্টি। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তও এই কাহিনীটি জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। দশাবতার-চরিতে ক্ষেমেন্দ্র ইহার উল্লেখমাত্র করেন নাই।

ভাগবতের ইহা নূতন কাহিনী

"কৃষ্ণই আমার পতি হউন", এই উদ্দেশ্যে নন্দ-ব্রজের কুমারীগণ কার্তিক মাসে মাসব্যাপী কাত্যায়নী বা ভদ্রকালী ব্রত পালনের সময় প্রত্যহ যমুনায় গিয়া স্নান; একদিন যমুনায় স্নানার্থিনীদের জলক্রীড়ার সময় নদীতীরে রক্ষিত তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া কৃষ্ণের এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ; জলমধ্যস্থিতা কুমারীদের বস্ত্রের জন্য সলজ্জ কাকুতি মিনতি ও শেষে কৃষ্ণের কথায় তাহারা তীরে উঠিয়া আসিলে কৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ,—ইহাই হইল কাহিনীর সারাংশ। ভাগবত বলেন, কুমারীদের

মনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাদের কর্মের ফল দান করিবার জন্যই কৃষ্ণ এই কার্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণের পর তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অবলাগণ, আমি জানিতে পারিয়াছি যে আমার অর্চনা করাই তোমাদের সঙ্কল্প, তোমরা ব্রজে গমন কর, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, আগামিনী রাত্রিসকলে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।

গোবর্ধন ধারণ

বস্ত্রহরণ অধ্যায়ের পর ভাগবত কৃষ্ণ কর্তৃক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পূজাগ্রহণ নামে একটি সামান্য কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিরি গোবর্ধন ধারণ নামে প্রসিদ্ধ উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াছেন। ভাগবতের এই উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ সমর্থিত। ব্রহ্মপুরাণের (১৮৭, ৩১-৫৩) বিবরণ হরিবংশের অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

উপাখ্যানের সারাংশ এই,—কৃষ্ণ তখন সপ্তম বর্ষীয় বালক। এক নির্মল শরৎ ঋতুতে নন্দ প্রভৃতি ব্রজের গোপেরা শস্যাদি লাভের জন্য মেঘ হইতে যাহাতে বারিবর্ষণ হয় সেই উদ্দেশ্যে মেঘসকলের পতি ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রযজ্ঞে কোনও লাভ হইবে না, বরং আমাদের দেবতা গোধন ও আমাদের গতি (যোগক্ষেমের কারণ) পর্বতের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ করা উচিত, এই প্রকার কথা গোপদের বুঝাইয়া দিলেন। কৃষ্ণের কথানুসারে ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা দিয়া গোপগণ গো-যজ্ঞ ও গিরি-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিল। গাভীগুলিকে তৃণদান করা হইল, এবং তাহাদের অগ্রে লইয়া সালঙ্কৃতা গোপীদের সহিত তাহারা গোবর্ধন শৈল প্রদক্ষিণ করিল। এইরূপে যথাযোগ্যভাবে গিরি-

ইন্দ্রযজ্ঞ

মহোৎসব শেষ করিয়া গোপেরা ব্রজে প্রত্যাগমন করিল। ওদিকে ইন্দ্র নিজের পূজা ভঙ্গ হইল দেখিয়া কৃষ্ণের অধীন নন্দাদি গোপগণের উপর বিষম ক্রোধে সংবর্তক নামে প্রলয়কারী মেঘগণকে মহাবর্ষণ ও মহাবায়ু দ্বারা গোকুলে উৎপাত ও গোপদের ঐশ্বর্য-গর্বের কারণ গাভীগুলিকে সংহার করিতে আদেশ দিলেন। তাহাই হইল। সপ্তাহব্যাপী অবিরত বর্ষণে পৃথিবী (গোকুল) জলে ভরিয়া গেল। শীতার্ত হইয়া অনেক গাভী ও বৎস প্রাণত্যাগ করিল। জলধারায় পীড়িত হইয়া গোপ ও গোপীরা কৃষ্ণের শরণাগত হইল। কৃষ্ণ তখন শিলাময় গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের ন্যায় গোষ্ঠের উপরে বাম হস্তে (সব্যেন পাণিনা) অথবা অঙ্গুল্যগ্রে অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং সেই বিরাট গিরিমূলগর্তে ব্রজের সকলে গোধন ও তৈজসপত্রাদিসহ আশ্রয় গ্রহণ করিল। কৃষ্ণের এইরূপ বিক্রম দেখিয়া ইন্দ্রেরও অতিশয় বিস্ময় জন্মিল, এবং গর্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া আপন মেঘগুলিকে নিষেধ করিলেন। আকাশ নির্মেঘ ও প্রফুল্ল হইল। কৃষ্ণ তখন পর্বতকে পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

আঙ্গুল দিয়া গোবর্ধন ধারণ

ইহার পর ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কৃষ্ণের পাদস্পর্শ করিলেন ও করযোড়ে কৃষ্ণের নানবিধ গুণ কীর্তন করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, এবং নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। গোবর্ধন ধারণ করিয়া গোগণকে রক্ষার জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণকে উপেন্দ্রত্বে অভিষিক্ত, ও 'গোবিন্দ' বলিয়া কৃষ্ণের নামকরণ করিলেন। তারপর কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া ইন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অগ্নিপুরাণ (১২, ২১) এইখানে বলেন, ইন্দ্র বাসুদেবের স্তব করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় ইন্দ্রোৎসব প্রচারিত করিলেন। হরিবংশে কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে আছে, এতকাল চারি মাসে বর্ষাকাল হইত, এখন হইতে দুই মাস বর্ষা থাকিবে, আর দুই মাস শরৎকাল নামে

গোবিন্দ নাম

অভিহিত হইবে। গবার্থে অর্থাৎ গোধন রক্ষার জন্য কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের উল্লেখ মহাভারতের উদ্যোগপর্বের ১৩০ অধ্যায়ে দুর্যোধনের প্রতি বিদুরের উক্তিতে আছে[১]। অনুশাসন পর্বের ১৫৮ অধ্যায়েও আছে, গোবর্ধন শৈলের উদ্ধারণকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ বাণীদ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। তাহা হইলে, কৃষ্ণ-বাসুদেবের বৃন্দাবন লীলার এই কাহিনীটিও মহাভারত রচনার যুগে জানা ছিল।

কিন্তু সকল পুরাণ যেখানে বলেন গোবর্ধন গিরি ধারণ করিয়াই কৃষ্ণের নাম হইয়াছিল গোবিন্দ, মহাভারত গোবিন্দ শব্দের ব্যাখ্যায় সেরূপ কথা বলেন না। বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারত আলোচনা করিলে গোবিন্দ শব্দের ব্যাখ্যার পর পর তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরে গোবিন্দ বৈদিক বিষ্ণুর আখ্যা, এবং হয়ত বা এই কল্পনাটির মূলে ছিল ঋগ্বেদে (১০, ১৯, ৪) বিষ্ণুর 'গোপা' (গো'র পালক) এই বিশেষণটি। বৈদিক সাহিত্যের যুগান্তেও বিষ্ণুর গোবিন্দ আখ্যাটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, যেমন বোধায়ন ধর্মসূত্রে (২, ৫, ২৪)।

গোবিন্দ শব্দের ব্যাখ্যার তিন স্তর

দ্বিতীয় স্তরে 'গোবিন্দ' শব্দটি বিষ্ণুর যজ্ঞবরাহ মূর্তির একটি আখ্যা। এ বিষয়ে গল্পটি এই,—অতীত কল্পের অবসানে জগৎ একার্ণব হইলে বিষ্ণু পৃথিবীর উদ্ধার কামনা করিলেন এবং বেদ-যজ্ঞময় বরাহদেহ অবলম্বন করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠমান মহাবরাহের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তারপর বরাহ পৃথিবীকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্ণবে ন্যস্ত

যজ্ঞবরাহ মূর্তি

১ গোবর্দ্ধনোধারিতশ্চ গবার্থে ভরতর্ষভ, ৪৬ শ্লোক।

করিলেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী নিমগ্না না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর বিরাট নৌকার মত ভাসিতে লাগিল। তারপর সেই পৃথিবীকে সমান করিয়া তাহাতে যথাবিভাগে পর্বত, দ্বীপ প্রভৃতি স্থাপিত হইল। এইরূপে যজ্ঞবরাহ রসাতলমগ্না পৃথিবী, বেদ ও মুনি (ব্রাহ্মণ) গণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে যখন বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণের অভিন্নতা কল্পিত হইল তখন সহজেই বিষ্ণুর বরাহ মূর্তির সহিতও কৃষ্ণের একত্ব স্বীকৃত হইল। এই স্বীকৃতি সাধিত হইয়াছিল উপনিষদ রচনার যুগে, কারণ অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদে (৪-৫) দেখা যায়, কৃষ্ণই বরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শত বাহুনা, অর্থাৎ (পৃথিবী!), তুমি শতবাহু বরাহরূপী কৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিলে[১]। মহাভারতেও (শান্তি, ৪৭ অধ্যায়) আছে, যিনি ত্রিলোকের হিতকামনায় যজ্ঞবরাহ মূর্তি ধারণ করিয়া রসাতলগত পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সেই বীর্যাত্মক পুরুষকে (কৃষ্ণকে) নমস্কার। মহাভারতের অন্যত্রও কৃষ্ণের সহিত বরাহের অভিন্নতার উদাহরণ আছে, যেমন শান্তিপর্বের ২০৯ অধ্যায়ে। কৃষ্ণ যদি বরাহরূপী বিষ্ণু হইলেন, বিষ্ণুর গোবিন্দ আখ্যাটিই বা তাঁহার বাদ যায় কেন? কাজেই মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪২ অধ্যায়) কৃষ্ণের এক উক্তিতে আছে, পুরাকালে জলমগ্ন গো অর্থাৎ ধরণীকে ধারণ করিয়াছিলাম, এইজন্য দেবগণ আমাকে গোবিন্দ নামে স্তুতি করিয়া থাকেন। শান্তিপর্বের অপর এক স্থানে (৪৭, ২৯) ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণের স্তবে আছে, অরণিদ্বয় হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় যে দেব পৃথিবী, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব ও দেবকী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন.........আমি সেই গোবিন্দের শরণাপন্ন

অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদে

১ Ed. Colonel G. A. Jacob, Bombay Sanskrit Series, No. XXXV, p. 5.

হইলাম। মৎস্যপুরাণেও একস্থানে (২৪৮, ৪৩-৪৪) কৃষ্ণের স্তবে এইভাবে আছে,—যুগে যুগে প্রনষ্ট বেদসকল (গাং) তোমা হইতে প্রাপ্ত হন বলিয়া, হে বিষ্ণু, ঋষিগণ তোমাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করেন[১]। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও (৪, ১১১, ৫৭) এই প্রাচীন অর্থেই একবার গোবিন্দ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যিনি অবলীলাক্রমে বেদসকল ও বিশ্বসমূহকে রক্ষা বা ধারণ করিতেছেন, যিনি অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র, তিনিই গোবিন্দ[২]।

গোবিন্দ শব্দের ব্যাখ্যার তৃতীয় স্তরে উহার সহিত যজ্ঞ-বরাহের কোনও সম্পর্ক নাই, শুধু সাধারণভাবে গোবিন্দ= গোপ্তা=রক্ষক। এই অর্থে মহাভারতের একস্থানে (শান্তি, ২৮৪, ৮৬) দক্ষের স্তবে মহাদেবকেও 'ত্রৈলোক্য গোপ্তা' (রক্ষক) গোবিন্দ বলা হইয়াছে। ভীষ্মপর্বে (৯৫, ১৪) কৃষ্ণকেও

গোবিন্দ, গোপ্তা, রক্ষক

যখন বলা হইয়াছে, "যস্য গোপ্তা জগদ্ গোপ্তা শঙ্খচক্রগদাধরঃ", অর্থাৎ যে অর্জুনের গোপ্তা শঙ্খচক্রগদাধারী ত্রিলোক গোপ্তা বাসুদেব, তখন এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। এই তিন স্তর পার হওয়ার পর গোবর্ধন পর্বত ধারণের জন্য কৃষ্ণের 'গোবিন্দ' আখ্যা প্রাপ্তির উপাখ্যানের সৃষ্টি।

গোপেন্দ্র ও গোবিন্দ

কেহ কেহ বলেন, 'গোবিন্দ' শব্দটি প্রকৃত-পক্ষে সংস্কৃত 'গোপেন্দ্র' (গোপদিগের নায়ক) শব্দের প্রাকৃত রূপান্তর, এবং শব্দটিকে যখন সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইল, তখন বিদ্ (দেখা) ধাতু হইতে 'বিন্দতি' রূপ করিয়া 'গোবিন্দ' শব্দ নিষ্পন্ন করা হইল, এবং

১ যুগে যুগে প্রনষ্টাং গাং বিষ্ণো বিন্দসি তত্ত্বতঃ।
গোবিন্দেতি ততো নাম্না প্রোচ্যতে ঋষিভিস্তথা॥

২ গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ ৪,১১১,৫৭

ইহার অর্থ হইল, যিনি গো (গরু) দেখেন । কিন্তু গোবিন্দ শব্দের এই অর্থ মহাভারত হইতে উদাহরণগুলিতে প্রযোজ্য নয়।

মৎস্যপুরাণে গোবর্ধন ধারণ কাহিনী নাই। হরিবংশে (২, ১৮, ৩১) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ২১, ১৬৩) 'বাম হস্ত' দ্বারা, বিষ্ণুপুরাণে (৫, ১১, ১৬) 'এক হস্ত' দ্বারা, ও ভাগবতে (১০, ২৫, ১৯) 'হস্ত' দ্বারা কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কথা আছে। অগ্নি (১২, ২১) ও পদ্ম (উত্তরখণ্ড, ৯৪) পুরাণ দুইটিতে শুধু গিরি ধারণের কথাই আছে, কি দিয়া ধারণ সেকথা নাই।

ভাস্কর্য শিল্পে বালকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাজপুতনায় যোধপুরের নিকট মান্দোরে[২], মথুরায়[৩] ও বারাণসীর উপকণ্ঠে[৪] প্রাপ্ত তিনটি মূর্তি গুপ্তযুগের, বাদামির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক গিরিগুহায় উৎকীর্ণ দুইটি চিত্র[৫] ষষ্ঠ শতাব্দীর, এবং উত্তর-বাঙ্গালার পাহাড়পুরে প্রাপ্ত গোবর্ধন ধারণের একটি প্রস্তর ফলক অষ্টম শতাব্দীর[৬]। প্রস্তর-মূর্তি তিনটিতে এবং বাদামির দ্বিতীয় গিরিগুহার খোদিত চিত্রে কৃষ্ণ দ্বিভুজ ও বাম হস্তের তালুতে গোবর্ধন ধরিয়া আছেন। বাদামির তৃতীয় সংখ্যক গিরিগুহার খোদিত চিত্রেও কৃষ্ণ দ্বিভুজ বটে, তবে তিনি দুই হাত দিয়া গিরি ধারণ করিয়া

ভাস্কর্য শিল্পে গোবর্ধন ধারণ

১ *J. R. A. S.*, 1908, Grierson. 163 ; *ibid*, Keith, p. 174.

২ *Ann. Rep. A. S I*, 1905-6, pp. 135 ff.; ইহা কুষাণ যুগের নয়, Coomaraswamy, *H. I. I. A.*, Fig. 166 দ্রষ্টব্য।

৩ Coomaraswamy, *op. cit.*, fig. 102.

৪ B. C. *Law Volume*, Part I, pp. 511-12 and Plate.

৫ *Basreliefs of Badami*, (Memoir, A. S. I., No 25), p. 28 and Pl. XII (d), and p. 54, Pl. XXV, b 1.

৬ *Ann. Rep. A. S. I.*, 1925-27, p. 143 ; *Early Sculpture of Bengal*, S. K. Saraswati, pp. 73-74.

আছেন। কিন্তু পাহাড়পুরের বাঙ্গালী শিল্পীর রীতি স্বতন্ত্র। পাহাড়পুরের প্রস্তরফলকে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ, এবং তাঁহার দক্ষিণের ঊর্ধ্বহস্ত তিনি গিরির তলদেশে ন্যস্ত করিয়া বাম দিকের হস্তটির একটি অঙ্গুলি দিয়া (হাতের তালু দিয়া নয়) গিরির মধ্যদেশ স্পর্শ করিয়া 'অবলীলাক্রমে গিরি ধারণের' ভঙ্গীটি অপূর্ব সাফল্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

বারাণসীর গোবর্ধনধর মূর্তি

বারাণসীতে প্রাপ্ত গোবর্ধনধর মূর্তিটি লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, গুপ্তযুগে বালকৃষ্ণের এই মূর্তিগুলি মন্দিরে বিগ্রহরূপে পূজিত হইত কিনা, কারণ ষষ্ঠ (?) শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায়ও বালকৃষ্ণের কোনও মূর্তি নির্মাণের বিধান নাই[১]। কিন্তু স্মরণীয়, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাশ্মীরের প্রখ্যাত রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় অন্যান্য বৈষ্ণব মূর্তির সহিত একটি রৌপ্যনির্মিত গোবর্ধনধরের মূর্তিও, পূজার জন্যই, পরিহাসপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[২]।

প্রলম্ববধ, বস্ত্রহরণ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি উপাখ্যানগুলিতে পরশুরাম প্রভৃতি বাঙ্গালী কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতারা মোটামুটিভাবে ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

রাসলীলা

মহাভারতের আদিপর্বের একস্থানে (বঙ্গীয় সং, ২২৩ অধ্যায়ে) আছে, কৃষ্ণ একদিন অর্জুন, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সঙ্গে যমুনার ধারে ইন্দ্রপুরীর মত এক অতি রমণীয় স্থানে গেলেন, স্থানটি নানাবিধ গাছে শোভিত, ফুলগন্ধে আমোদিত, সুস্বাদু ভোজ্য ও সুপেয় জলে পূর্ণ। সেখানে তাঁহারা সেখানকার নারীদের

১ *Modern Review*, Jan., 1933, R. P. Chanda, pp. 99-102.

২ রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ, ১৯৯ পংক্তি।

সহিত একটি দিন স্ফূর্তি করিয়া কাটাইলেন, নারীদের মধ্যে কেহ কেহ গান করিতেছিল, কেহ কেহ উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল, কেহ কেহ হাস্য করিতেছিল, কেহ কেহ বা সুরাপানও করিতেছিল, ইত্যাদি। এই স্থানটিকে অবশ্য স্পষ্ট করিয়া বৃন্দাবন বলা হয় নাই।

মহাভারতের যমুনাবন, বৃন্দাবন

মহাভারতের অন্যত্রও একস্থানে (দ্রোণ, ১১,৩) যেখানে 'বৃন্দাবন' থাকা উচিত সেখানে আছে 'যমুনাবন'। হয়ত বা মহাভারতের এই সকল অংশ রচনার সময় বৃন্দাবন নামটিই হয় নাই।

ভাসের বালচরিতেও (তৃতীয় অঙ্ক, পৃঃ ৩৯-৪২) ঘোষসুন্দরি, বনমালা, চন্দ্ররেখা, মৃগাক্ষি প্রভৃতি নামে গোপকন্যাদের এবং উহাদের সহিত কৃষ্ণের 'হল্লীসক' (হল্লীশক) নামে একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। 'কোনও কোনও গোপকন্যা নাচিতেছিল, কেহ কেহ গাহিতেছিল, কেহ কেহ আবার বাজাইতেছিল (বাদিতম্), এমন সময়ে একজন গোপালক আসিয়া অরিষ্ট-বৃষভ নামা দানবের অত্যাচারের কথা জানাইল। বালচরিতে 'হল্লীসক' স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া একটি নির্দোষ গ্রাম্য ক্রীড়া মাত্র, ইহা ঠিক আদিরসাশ্রিত ক্রীড়া নয়।

বালচরিতে হল্লীসক ক্রীড়া

হরিবংশেও (২,২০) কৃষ্ণের এই হল্লীসক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। কিন্তু হরিবংশে ইহা রতিক্রীড়া। এই গ্রন্থ অনুসারে (২, ২১) কৃষ্ণ নিজের (উন্মুখ) যৌবন ও শরতের রমণীয় নিশি আর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনরাজি দেখিয়া রতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন[১]। তিনি প্রথমে ব্রজের রাস্তায় এক বৃষযুদ্ধের আয়োজন করিলেন, তাহাতে বলবান গোপালকেরা আসিয়া বৃষদের সহিত যুদ্ধ করিল। রাত্রিতে তিনি উত্তমরূপে সাজসজ্জা করিয়া বনমধ্যে

হরিবংশে হল্লীসক রতিক্রীড়া

১ কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্টা নিশিচন্দ্রমসো বনম্।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥ ২, ২১, ১৫

গেলেন, যুবতী গোপকন্যারাও তাঁহার বশীভূত হইয়া সেখানে গেল। নিজের কৈশোরকে সম্মান করিয়া তিনি তাহাদের সহিত প্রমোদ করিতে রত হইলেন। গোপস্ত্রীগণ নয়নক্ষেপ দ্বারা তাঁহার মুখের কান্তি পান করিতে লাগিল। পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ নিবারণ করা সত্ত্বেও রাত্রিতে গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে আসিয়াছিল। তাহারা সকলে মণ্ডলাকারে পংক্তি করিয়া মণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া, নৃত্য ও কৃষ্ণচরিত গান করিতে লাগিল।

এইরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইল। লালসার তাড়নায় গোপকন্যাগণ শরতের চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বল নিশীথে রাত্রির পর রাত্রি কৃষ্ণের সহিত (এক পুরুষের বহু স্ত্রীর সহিত) মণ্ডলীনৃত্যবন্ধ হল্লীসক ক্রীড়া করিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবসান সময়ে যখন কৃষ্ণ এই ক্রীড়ারত ছিলেন, তখন অরিষ্ট নামে ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও সূর্যের মত জ্বলন্ত চক্ষু এক বৃষভাকৃতি অসুর গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করিয়া উপস্থিত হইল।

এই হল্লীসক ক্রীড়াকে বিষ্ণুপুরাণ রাসলীলা নাম দিয়াছেন[১]। ভাস বা হরিবংশকার আধ্যাত্মিক যুক্তিজাল বুনিয়া ইহাকে ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই, কেবল ইহার একটি নগ্ন কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সে চেষ্টা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, কৃষ্ণ ঈশ্বর, তিনি সকল পদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, কাজেই পরস্ত্রীর সহিত বিহারেও তাঁহার অপরাধ হয় না। রাসক্রীড়া দ্বারা তিনি শরতের জ্যোৎস্নাফুল্ল রজনীকে (৫, ১৩, ২৩) এবং নিজের কিশোর বয়সকে (৫, ১৩, ৫৯) সম্মানিতই করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, রাসে যে সকল গোপী আসিলেন তাঁহারা হয় লজ্জা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পাশে আসিয়া, না হয় মনে

বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

১ পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদেও 'হল্লীষক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, শ্রীপদামৃতমাধুরী, তৃতীয়খণ্ড, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, পৃঃ ৫০৪।

মনে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে, এবং যাঁহারা বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া আসিতে পারিলেন না তাঁহারাও গৃহমধ্যে থাকিয়াই তন্ময়ভাবে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে, মোক্ষপ্রাপ্ত হইলেন। কারণ, পাপ ও পুণ্য নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ ভোগ না হইলে এই উভয়ের বিনাশও হয় না। সুখ ভোগ হইলে সেই কারণে পুণ্য ক্ষীণ হয়, আর দুঃখ ভোগ হইলে সেই দুঃখের হেতুই পাপ নষ্ট হয়। তাহা হইলে এই গোপীদেরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়ায় সেই কারণে তাঁহাদের পুণ্য ক্ষীণ হইল, আবার ভগবানকে এতকাল না পাওয়ার নিমিত্ত দারুণ দুঃখ ভোগে তাঁহাদের পূর্বসঞ্চিত পাপও নষ্ট হইল। এইভাবে পাপ ও পুণ্য উভয়ই ক্ষয় হইল বলিয়া তাঁহারা মোক্ষ-লাভ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-রাহিত্য লাভ করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের রাসলীলা উপাখ্যানে হরিবংশের প্রারম্ভিক বৃষযুদ্ধটি বর্জিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে নির্মল আকাশ, শারদীয়া চন্দ্রের চন্দ্রিমা, মনোরম বনরাজি ইত্যাদি দেখিয়া কৃষ্ণের মন গোপীদের সহিত বিহারে অভিলাষী হইল, এবং বলরামের সহিত মধুর বিন্যাসে তিনি গান করিতে লাগিলেন, এইভাবে গল্পটির আরম্ভ। সেই গীতধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ গৃহ ছাড়িয়া যেখানে কৃষ্ণ সেখানে আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সেই গানের লয় অনুসারে গুন গুন করিয়া গান করিতে লাগিল, কোনও কোনও প্রেমান্ধা লজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারে কৃষ্ণের পাশে চলিয়া গেল, কেহ কেহ মনে মনে শুধু কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল। কিন্তু রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ গোপীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া (সহসা) স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। গোপীগণ বৃন্দাবনের মধ্যেই তাঁহাকে বিচরণ করিতে লাগিল ও কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তিতে তাঁহার কালিয় দমন, গোবর্ধন ধারণ, ধেনুক বধ প্রভৃতি লীলার অনুকরণ করিতে লাগিল। এইরূপে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে কৃষ্ণের লক্ষণযুক্ত

পদচিহ্নের সহিত আর কাহারও নিবিড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল কৃষ্ণের সহিত কোনও এক পুণ্যবতী (কৃতপুণ্যা) রমণীও মদালসভাবে গমন করিয়াছে।

রাধার ইঙ্গিত?

তাহারা আরও বুঝিতে পারিল, যে (ভাগ্যবতী পুষ্প দিয়া) সর্বাত্মা ভগবান বিষ্ণুর অভ্যর্চনা করিয়াছিল, কৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্প দিয়া সাজাইয়াছেন। এক গহন বনে সেই নারীর পদচিহ্ন আর লক্ষিত হইতেছে না দেখিয়া তাহারা ইহাও বুঝিল কৃষ্ণ সেই পুষ্পবন্ধনরূপ সম্মানলাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন। কৃষ্ণদর্শনে নিরাশ হইয়া গোপীগণ যমুনাতীরে আসিয়া কৃষ্ণচরিত গান করিতে লাগিল, এমন সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ কেহ মনের আহ্লাদে কেবলই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, কেহ কেহ চোখ দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া শুধু কৃষ্ণের মুখপদ্মের মধু পান করিতে লাগিল, কেহ কেহ কৃষ্ণকে একবার দেখিয়া লইয়া চোখ বুজিয়া কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া যোগিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। মিষ্ট কথা, করস্পর্শ প্রভৃতি প্রয়োগে কৃষ্ণ এই সকল বিরহসন্তপ্তাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া সাদরে রাসগোষ্ঠী নির্মাণ করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ ও গোপীদের নৃত্য ও গীত চলিতে লাগিল। গানের বিষয়বস্তু ছিল শরৎবর্ণনরূপ কাব্যগীতি অথবা কেবল কৃষ্ণ নাম। পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও গোপীরা সেই সকল রজনীতে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবসান সময়ে কৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন সময় অরিষ্টাসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করিয়া উপস্থিত হইল।

১ অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া, ৫,১৩,৩৪

ভাগবতপুরাণে রাসলীলার গল্পাংশ অনেকটা বিষ্ণুপুরাণের মতই, তবে কতগুলি প্রসঙ্গ বিবরণের আধিক্যে বহুল বিস্তৃত, ও সমগ্র কাহিনীটি আধ্যাত্মিকতার রাগে আরও রঞ্জিত।

রাস সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্ন

ভাগবত-শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ রাসলীলা শুনিতে শুনিতে বক্তা শুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন, গোপিকারা কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিত, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। কৃষ্ণের গান শুনিয়া উপপতি বোধেই তাঁহার নিকট তাহারা আসিয়াছিল, তবে কিরূপে তাহাদের সংসার বিরতি ঘটিয়া মোক্ষলাভ হইল? শুকদেব উত্তর দিলেন, মহারাজ, জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানের রূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কামই হোক্, ক্রোধই হোক্, ভয়ই হোক্, স্নেহ বা ভক্তিই হোক্,

শুকদেবের উত্তর

আর সম্বন্ধই হোক্,—ইহার একটি মাত্র দ্বারা যাঁহার চিত্ত অচ্যুতের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে, তিনিই তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। ভগবান অজ; যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তুমি এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিও না, তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্ত হইয়া থাকে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ পরেও পুনরায় সংশয়াকুল হইয়া শুকদেব মুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মণ, ধর্মের সংস্থাপন এবং অধর্মের দণ্ডবিধান করিবার জন্যই ভগবান অবনীতে অবতীর্ণ হন। তিনি ধর্মসেতুর কর্তা ও রক্ষক হইয়াও কিরূপে পরদার সম্ভোগ-রূপ অধর্মের ও নিন্দনীয় আচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? উত্তরে শুকদেব বলিয়াছিলেন, রাজন, অগ্নি যেমন সকলই ভোজন করিয়া থাকেন, তেমনই ঈশ্বরের কোনও বিষয়ে দোষ স্পর্শ হয় না। যাঁহারা ঈশ্বর নহেন তাঁহারা কখনও এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অপর কেহই মূঢ়তাবশতঃ বিষপান করিলে মরিয়া যাইবেন।............ভগবান স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন, তাঁহার বন্ধন কিরূপে হইবে? যিনি গোপীদের,

তাহাদের স্বামীদের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতে-ছেন, তিনি ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। জীবের মঙ্গল সাধন করিবার জন্যই তিনি মনুষ্যমূর্তি গ্রহণ করিয়া ঐরূপ বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, জীব ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকে ভাগবত যে মহিমায় স্নান করাইয়াছেন অন্য কোনও পুরাণই তাহা করিতে পারেন নাই, এবং এইজন্যই সকল বৈষ্ণবীয় পুরাণের মধ্যে ভাগবতের স্থান সর্বোচ্চে। ব্রজের গোপীদের অকপট ও ঐকান্তিক প্রেমবাঞ্ছার পূর্ণতাই ভাগবতে বস্ত্রহরণ ও রাস এই দুই লীলার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাসলীলার বর্ণনার শেষে ভাগবত বলিয়াছেন, ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই, কারণ তাহারা কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মনে করিত, তাহাদের স্ব স্ব পত্নী তাহাদের পাশে অবস্থান করিতেছে।

ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব

ভাগবতে রাসলীলার সহিত বস্ত্রহরণের একটা যোগসূত্র রহিয়াছে। বস্ত্রহরণের পর কৃষ্ণ গোপকুমারীদের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, আগামিনী রাত্রিতে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই শরতের শোভনীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে তিনি বিহার করিতে মনস্থ করিলেন। ভাগবতের মতে কৃষ্ণ একাই বনে গিয়া গান গাহিয়া গোপীদের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, বলরাম সঙ্গে ছিলেন না। ব্রজাঙ্গনাদের তিনি নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদের আন্তরিক প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষার জন্য বাক্‌চাতুরী করিয়া কহিলেন, ছিঃ, তোমরা কুলবধূ, এখানে কিজন্য আসিয়াছ? তোমরা সতী, গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিজ নিজ পতির সেবা কর। গোবিন্দের এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া গোপীদের মন ভাঙ্গিয়া

বস্ত্রহরণ ও রাসলীলার যোগসূত্র

গেল। গুরু দুঃখভারে তাহারা অবনতমুখী হইয়া রহিল, চোখের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তারপর ঈষৎ কুপিতা হইয়া কৃষ্ণকে দুই চারিটি কথা শুনাইয়া দিল। অবশেষে তাহারা কাতরভাবে প্রার্থনা করিল, হে কৃষ্ণ, আমরা সকল বিষয়বৈভব, পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজনা করিয়াছি, তোমাকে সেবা করিলেই আমাদের পতিপুত্রাদির সেবা করা হইবে, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের গ্রহণ কর, আমাদিগকে তোমার দাসী হইতে দাও। তাহাদের এই কাতরোক্তিতে প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ তাহাদের কালিন্দীর জ্যোৎস্নাস্নাত পুলিনে লইয়া গিয়া নানাবিধ উপায়ে বিহার করাইতে লাগিলেন, এবং ইহারই মধ্যে সহসা তিনি সেস্থান হইতে অন্তর্ধান করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই অন্তর্ধানের কারণ উহ্য; ভাগবতে ব্যক্ত,— ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ করিয়া গোপীগণ আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিলে, তাহাদের এই অহঙ্কার দূর করিবার ও তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্যই তিনি অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অন্যান্য কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যে রমণীকে নির্জনে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তৃণাঙ্কুরে তাঁহার পদতল ক্ষত হইলে যাঁহাকে স্কন্ধে বহনও করিয়াছিলেন, ভাগবতেও তাঁহার নাম নাই। কিন্তু অন্যান্য গোপীরা তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া যে কাতর আক্ষেপ করে তাহাতে ঐ গোপীই যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা তাহা জানা যায়। অন্যান্য গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ আমাকেই ভজনা করিতেছেন, মনে মনে সেই গোপীর এই শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারের জন্যই কৃষ্ণ তাঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। পরবর্তী রচনাসমূহে অথবা কিম্বদন্তীতে কৃষ্ণের এই প্রিয়তমা গোপীর নাম রাধা। এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন একাদশ শতাব্দীতে

শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কারণ

রাজশেখর তাঁহার বালভারতে (কৃষ্ণচরিত, ৮৩ শ্লোক),—যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তবু ভ্রমরের যেমন জাতিফুলের প্রতিই অধিক প্রীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ রাধাও তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন[১]।

কৃষ্ণ বিরহসন্তপ্তা গোপীদের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে এইবারও তাহারা অনুরাগভরে যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহার মধ্যে ঈষৎ কোপ ও অভিমানের সুর স্পষ্ট। ব্রজের গোপীদিগকে দিয়া এইরূপ প্রণয়, রোষ ও অভিমান প্রকাশ করাইতে বিষ্ণু-পুরাণ পারেন নাই, ভাগবতেই ইহার সূত্রপাত। ভাগবতে, গোপীদের প্রতি সান্ত্বনা দিতে গিয়া কৃষ্ণ তাঁহার অন্তর্ধানের আসল কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন,—তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে এইজন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। রাসোৎসব আরম্ভ হইলে গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ দুই-দুই জনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোপিকাদের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। নৃত্য ও গীত চলিতে লাগিল। আলিঙ্গন, করমর্দন, স্নিগ্ধ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং উদ্দাম বিলাস ও হাস্য দ্বারা কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদের সহিত ক্রীড়া করিয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগবতের মতে এই ক্রীড়া শুধু একটি রজনীর জন্যই, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া নয়। তবে এই বিহার দেখিতে দেখিতে চন্দ্র নিজের গতি ভুলিয়া গেলেন, কাজেই রজনী দীর্ঘ হইয়া উঠিল এবং বিহারও অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। যতজন গোপী, কৃষ্ণ নিজেকে তত সংখ্যক করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অবশেষে উৎসবে শ্রান্ত হইয়া শ্রমনাশ করিবার জন্য কৃষ্ণ সেই সকল গোপিকার সহিত জলে নামিলেন। জলের মধ্যে তাহারা হাসিতে

ভাগবতে একরাত্রির রাস

কৃষ্ণ ও গোপীদের জলবিহার

১ প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যেব রাধৈবাধিকবল্লভা॥

হাসিতে চারিদিক হইতে জল প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল। বিষ্ণুপুরাণে এই জলবিহারের কথা নাই। তারপর ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত হইলে গোপীরা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে সেন-যুগে[১] কবিবর জয়দেব যে রাসলীলায় সকল গোপীর প্রতি কৃষ্ণের সমান প্রেম দেখিয়া কুপিতা রাধার মান ও রোষ দিয়া তাঁহার গীতগোবিন্দ আরম্ভ করিয়াছেন, সে রাস শারদীয় নয়, বাসন্তিক। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাসখণ্ড বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র খণ্ড নাই বটে, কিন্তু উহার বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা নিজের স্বার্থের খাতিরে লোকচক্ষুতে নিজের নিন্দা ও অপবাদ ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য গোপীদিগকে তাঁহার কলঙ্কভাগিনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের যে মিলন ঘটাইয়াছেন, সেই সম্ভোগবিলাস নৃত্যবিবর্জিত হইলেও পুরাণের রাসলীলারই একটি সংস্করণ, এবং এই বিলাসও বসন্তকালেই অনুষ্ঠিত। আবার বড়ু চণ্ডীদাসেরই প্রায় সমসাময়িক রাঢ়দেশের স্মার্ত শূলপাণি উপাধ্যায় (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দ[২]) তাঁহার রাসযাত্রাবিবেকে[৩], এবং ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তাঁহার রাসযাত্রাপদ্ধতিতে[৪], যে রাসের কথা বলিয়াছেন, তাহা কার্তিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয়। তাহা হইলে, মধ্যযুগে বাঙ্গালাদেশে রাসলীলার শারদীয় ও বাসন্তিক উভয় ধারাই বহমান ছিল।

জয়দেবের রাস বাসন্তিক

কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস

১ সেন-যুগে বলিতেছি, কারণ সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের পূর্বেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ লেখা শেষ হইয়াছিল।

২ *Des. Cat. Sans. Mss., As. Soc. Bengal*, Vol. III, 1925, p. 217

৩ *J. A. S. B.*, 1915, p. 339.

৪ *J.A.S.B.*, 1915, p. 357, and Mitra's *Notices of Sans. Mss.*, Vol. I, No. 338

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও (৪,২৮) রাসলীলা সবিস্তারে আছে। এই পুরাণের রাসও শারদীয় নয়, বসন্তকালীন। ইহাতে গীতের পরিবর্তে বাঁশী বাজাইয়া অনুরাগ সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণের রাসমণ্ডলে গোপীদের আকর্ষণের কথা আছে। ইহার গণনায় সমবেত গোপীর সংখ্যা নয় লক্ষ। তন্মধ্যে রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা। যাহা ঘটিল তাহা রতিক্রীড়া নয়, রতিযুদ্ধ[১]। এবং কামশাস্ত্রে বিহারের যত রকম প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আছে, তাহাকেও ইহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। স্থলবিহারের পর যমুনায় জলবিহার, এবং তারপর কন্দরে কন্দরে, নদে-নদীতে, অতীব নির্জন শ্মশানে, গিরিগহ্বরে, ভাণ্ডীরবনে, কদম্বকাননে, তুলসীকাননে,—সর্বত্র বিহার। আদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে—যাহাকে বল্লালসেন তাঁহার দানসাগরে ও হেমাদ্রি তাঁহার চতুর্বর্গচিন্তামণিতে বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন,—রাসলীলা কিভাবে এবং কতখানি ছিল, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। এক জনশ্রুতিতে, আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্তের স্রষ্টা স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী।

ব্রহ্মবৈবর্তে রাসলীলা

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ একটি কাজ করিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের উপর যাহার গুরুত্ব অনেকখানি। রাসলীলা শ্রবণ করিতে করিতে, ব্রজবধূগণের স্বৈরিতা সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেবের মুখে ভাগবতপুরাণ যাহাই বলাইয়া থাকুন, একটা কথা কিন্তু থাকিয়াই যায়, তাহারা পরকীয়া। শুকদেবের উত্তর পরীক্ষিতের মত ধর্মানুরাগী ব্যক্তির দোলায়মান মন হইতে সংশয় দূর করিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত জনের মন উহাতে তৃপ্ত হইবে কেন? হয়ও নাই। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস সম্যকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একাদশ

১ রতিযুদ্ধবিরামশ্চ ন বভূব দ্বয়োরপি, ৪, ২৮, ৭৩

শতাব্দী পর্যন্তও কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ বা রাসলীলা সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে (২, ৪, রৈণবাবর্ত্তমণ্ডলী-রেচকরাসরসরভসসারব্ধনর্ত্তনারম্ভারভটীনটাঃ) ও সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে ভট্ট নারায়ণ তাঁহার বেণীসংহারে (১, ২, কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতা-মুৎসৃজ্য রাসে রসম্), এবং হয়ত এরূপ আরও দুই এক জন তাঁহাদের রচনায় প্রসঙ্গক্রমে রাসের উল্লেখ করিলেও, রাজশেখর (১০০০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বালভারতের প্রথম অঙ্কে (৫৫-৫৯ শ্লোক)[1] কৃষ্ণের প্রধান প্রধান লীলার উল্লেখ করিয়াও তাহাতে বস্ত্রহরণ বা রাসের নামগন্ধ করেন নাই। দশাবতারচরিতে ক্ষেমেন্দ্র (১০৫০-১০৭৫ খৃষ্টাব্দে) রাধার নাম (১৭০, ১৭১, ১৭৬ শ্লোক) করিয়াছেন, 'প্ররূঢ় যৌবন' কৃষ্ণের গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে ক্রীড়ার কথা (৮৩ শ্লোক) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বস্ত্রহরণ অথবা রাসের, এমন কি বৃন্দাবন শব্দটির পর্যন্ত, উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে পঞ্চম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে সাহিত্য ও লেখমালার স্থানে স্থানে কৃষ্ণের দেবত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহার নৈতিক চরিত্রের উপর যে কটাক্ষপাত আছে তাহাতে প্রমাণ হয়, কৃষ্ণের বীরত্ব, সৌন্দর্য বা অন্যান্য গুণাবলী কাম্য হইলেও সাধারণতঃ কেহ কৃষ্ণের সহিত উপমিত হইতে চাহিতেন না, চরিত্রের উপর দাগ পড়িবে ভয়ে। বস্তুতঃ সে যুগে কাহাকেও কৃষ্ণস্বভাব, কৃষ্ণকর্মা, কৃষ্ণচরিত ইত্যাদি বলিলে তাহাকে চরিত্রহীন বলারই সমতুল হইত। এইরূপে দেখা যায়, ভরোচের গুর্জর বংশীয় সামন্তরাজ জয়ভটকে

রাসের উল্লেখ

রাসের অনুল্লেখ

কৃষ্ণের সহিত উপমা

১ নির্ণয়সাগর প্রেস সং, পৃঃ ১৩-১৪

(৪২৯ খৃষ্টাব্দ) একখানি তাম্রশাসনে শৌর্যে কৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, তিনি কিন্তু কৃষ্ণস্বভাব ছিলেন না, "ন পুনঃ কৃষ্ণস্বভাবঃ"[১]। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে (২,১৭) বলেন, হর্ষের বাল্যচরিত কৃষ্ণের বাল্যচরিতের মত ধর্মবিরোধী ছিল না, "নাস্য হরেরিব বৃষবিরোধীনি বালচরিতানি"। রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় গোবিন্দের দুইখানি তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহ প্রথম কৃষ্ণকে (অষ্টম শতাব্দী) কতগুলি বিষয়ে কৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া, এই তুলনা পাছে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনও ইঙ্গিত করে এই ভয়ে আবার উহাতে বলিতে হইয়াছে তিনি 'অকৃষ্ণচরিতঃ'[২]। বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজা নারায়ণপাল (দশম শতাব্দী) তাঁহার একখানি তাম্রশাসনে 'শ্রীপতিরকৃষ্ণকর্ম্মা'[৩] বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি শ্রী'র (ঐশ্বর্যের) পতি হইলেও শ্রীপতির (কৃষ্ণের) মত কৃষ্ণ (কুৎসিৎ) কর্ম করিতেন না।

তাম্রশাসনের সাক্ষ্য

এইরূপ উদাহরণ আরও আছে[৪]। চতুর ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণকার লোকচিত্তের এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ভালই জানিতেন, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার পুরাণে রাধা-কৃষ্ণের বিলাস বর্ণনার পূর্বেই ব্রহ্মার পৌরহিত্যে মন্ত্রপাঠ, সপ্তধা প্রদক্ষিণ, মাল্যবদল, অগ্নিসাক্ষ্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পরাশক্তি রাধার একটা বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন করাইয়া লইয়াছেন (৪,১৫)। তাহার পরে গোপালচম্পূ নামক কাব্যে এই বিবাহ বর্ণনায় শ্রীজীব গোস্বামী

ব্রহ্মবৈবর্তে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ

১ *Ind. Ant.*, Vol. *V*, 1876, p. 113.

২ *Ind. Ant.*, *XI*, 1882, p. 157 ; *Ep. Ind.*, *VI*, p. 242.

৩ *Ind. Ant.*, *XV*, 1886, p. 305.

৪ শুধু কৃষ্ণ নয়, বলরাম সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি আছে (সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ৪, ২৮ দ্রষ্টব্য)।

তাঁহার নামের ভার অর্পণ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট ইহার বৈধতাকে আরও সুসিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাঙ্গালাদেশে রাসলীলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাগমার্গ ভক্তির বা রাগানুগা ধর্মের চর্চা করেন বলিয়া তাঁহাদের চক্ষে কৃষ্ণের রাসলীলার স্থান খুব উচ্চে নয়। কারণ, তাঁহাদের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পরাপ্রকৃতি ও হ্লাদিনী শক্তি রাধার প্রেমের ভিত্তি তাঁহাদের পূর্বরাগের উপর স্থাপিত, এবং এই পূর্বরাগ-মূলক প্রেমলীলার সহিত যে লীলার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল লীলাই অবান্তর লীলা মাত্র। তবে ব্রজের অন্যান্য গোপীরাও ত কৃষ্ণানুরক্তা ও রাধারই অংশরূপিনী, কাজেই তাহাদের সহিত বিলাসসমৃদ্ধ রাসলীলাকে তাঁহারা বিধিমুখে বর্জনও করেন নাই, এবং রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে (২৮৫-২৮৯ শ্লোক[১]) এবং বাঙ্গালা পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থসমূহেও রাসের পদ ধরা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দ্রষ্টব্য, গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত প্রেমামৃতে এবং আরও কোনও কোনও গ্রন্থে রাসলীলা একেবারেই উপেক্ষিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ও রাসলীলা

বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গলগুলিতে এবং পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলেও রাসলীলায় ভাগবতের কাহিনীই সাধারণভাবে অনুসৃত হইয়াছে। কোথাও কোথাও কিছু কিছু অভিনবত্বও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দোললীলা

বালচরিত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মত ভাগবতে কিন্তু রাসলীলার পরেই অরিষ্টবধ কাহিনী নাই, তাহার পরিবর্তে সুদর্শন নামে এক সর্পের মোচন ও শঙ্খচূড় নামে এক যক্ষবধ

১ পদ্যাবলী, ঢাকা সং, ১৯৩৪, পৃঃ ১২৮-১২৯

কাহিনী মাঝখানে আসিয়া অরিষ্টবধে বিলম্ব ঘটাইয়াছে। কবি পরশুরাম আবার ভাগবতের সুদর্শন মোচন ও শঙ্খচূড় বধ এই দুইয়ের মধ্যে ভাগবত বহির্ভূত তিনটি পালা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, দোললীলা, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃষ্ণের দোললীলা পালাটি পদকর্তাদেরই অধিকারে। পরশুরাম ব্যতীত ভাগবতের কোনও বাঙ্গালী অনুবাদক পদকর্তাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তবে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের ব্রজবাসীদাসের হিন্দী ব্রজবিলাসে দোল প্রসঙ্গ আছে। পরশুরাম শুধু দোললীলার অবতারণাই করেন নাই, পদকর্তাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহাকে রীতিমত একটি বড় পালায় দাঁড় করাইয়াছেন।

পরশুরামের দোললীলা বর্ণনা

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে ও স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে, ও গরুড়পুরাণে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণকে দোলারোহণ করাইয়া দোল দেওয়ার বিধান আছে। বাঙ্গালাদেশে দোললীলার ইতিহাস কত প্রাচীন তাহা জানি না, কেবল জানি চৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচারের সহিত ইহার সূত্রপাত হয় নাই, কারণ ইহার শতাধিক বৎসর পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের শূলপাণি উপাধ্যায় বসন্তে দোলযাত্রা অনুষ্ঠানের বিধি সমেত দোলযাত্রা-বিবেক নামে একখানি স্মৃতির নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন[১]। আর জানি ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত লক্ষ্মণসেনের পাদোপজীবি মহামাণ্ডলিক বাঙ্গালী শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে কৃষ্ণের দোলযাত্রা শীর্ষক কোনও শ্লোকস্তবক নাই, এবং তাহার পূর্বে রচিত বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিগ্রন্থেও দোলযাত্রার বিবরণ নাই। অনুমান হয়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে দোলযাত্রা

বাঙ্গালাদেশে দোলের সূত্রপাত

১ *J. A. S. B.*, 1915, p. 338

উৎসবের সূত্রপাত হইয়াছিল[১]। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও এই উৎসব একান্তভাবে বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড

দোললীলার পর পরশুরাম দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন। মালাধর বসু ও কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস এই পালা দুইটি ধরেন নাই। মাধবাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভৃতি অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকা-বিহার রাসের পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছেন।

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ভাগবতাদি পুরাণে নাই, এই দুই পালার ব্যাস বাঙ্গালী, এবং তিনি অনন্তনামা বড়ু চণ্ডীদাস। ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণবতোষিণী নামক ভাগবতের টীকায় দশম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় কাব্য শব্দের ব্যাখ্যায় "শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" লিখিয়া থাকিলে, তাহার দ্বারা দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের মৌলিক রচনার কৃতিত্ব অনেক জনের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দিলে চলিবে না। ইহার সোজা অর্থ, দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকরণ চণ্ডীদাস কর্তৃক দর্শিত বা প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং সনাতন গোস্বামীর ঐ টীকা রচনার সময় পর্যন্ত আরও কেহ কেহ ঐ প্রকরণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই অর্থেই 'চণ্ডীদাসাদি' শব্দের প্রয়োগ।

সনাতন গোস্বামীর চণ্ডীদাসের উল্লেখ

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর যেরূপ দ্রুত বিকাশ ও বিবর্তন হইতেছিল, তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাস যদি তাঁহার যুগে কৃষ্ণের দানলীলা সম্বন্ধে প্রচলিত কোনও

১ নারায়ণ, তৃতীয় বর্ষ, ১৩২৩, পৃঃ ৬০৫, ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দোল পূর্ণিমা সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা আছে।

সামান্য জনশ্রুতিকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার নিজের কল্পনার বিচিত্র সৌধটি গড়িয়া থাকেন, তবে তাহাই হইবে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। এবং ইহা দ্বারাই মৈথিল বিদ্যাপতির দুই চারিটি পদে মথুরায় দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাওয়ার সময়ে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের প্রসঙ্গটি[১] কিরূপে আসিল তাহারও একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। রাসলীলার পরে গোপীদের সহিত যমুনায় কৃষ্ণের জলবিহারের যে ক্ষুদ্র প্রসঙ্গটি আছে তাহাই বড়ু চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ডের মূল আদর্শ, একথা সহসা বলা চলে না, কারণ তাঁহার যুগে তিনি বাঙ্গালাদেশে ভাগবতপুরাণ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করা দুরূহ।

দানখণ্ডের কাহিনী

বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ডের গল্পের সারাংশ এই যে, রাধিকার মায়ের পিসী (মাতামহী) ও রাধার অভিভাবিকা বড়াই বুড়ীর মুখে রাধার রূপের বর্ণনা শুনিয়া মুগ্ধ কৃষ্ণ বড়াইর হাত দিয়া যে পুষ্পহার প্রেরণ করেন, রাধা তাহা প্রত্যাখ্যান ত করেনই, উপরন্তু রাগে বড়াইকে চপেটাঘাত করেন। তখন বড়াই কৃষ্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করেন যে, আর একদিন রাধাকে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিবার ছলে মথুরায় লইয়া যাওয়ার সময় পথে তিনি কৃষ্ণের হাতে রাধাকে সমর্পণ করিবেন। তাহাই হইল। মথুরার ঘাটের নিকট পথে কৃষ্ণ দানী, অর্থাৎ দান, শুল্ক বা পারের কড়ি সংগ্রাহক, সাজিয়া বসিয়া রহিলেন, রাধাকে ও তাঁহার সখীগণকে বড়াই সেই পথে আনিয়া কৃষ্ণের নিকট সঁপিয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তারপর রাধা প্রভৃতির নিকট হইতে দান আদায় করিবার ছলে কৃষ্ণ নানারূপ সাধ্যসাধনায় রাধাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার ও সখীদের সহিত বিহার করিলেন। ইহার পর নৌকাখণ্ডে জলবিহারের কথা।

১ বিদ্যাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং, ৫৯, ৬২-৬৩, ও ৬৬ পদ দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা রূপ গোস্বামী দানকেলিকৌমুদী নামক গ্রন্থে কৃষ্ণের এই দানলীলার এক নূতন রূপ দিয়াছেন। তাহাতে দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ রাধার মথুরায় যাওয়ার পরিবর্তে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্তী এক যজ্ঞস্থলে হৈয়ঙ্গবীন প্রদানের জন্য গমনকালে রাধার নিকট হইতে কৃষ্ণ দান (শুল্ক) গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনে বড়াইয়ের পরিবর্তে পৌর্ণমাসীকে (যোগমায়াকে) ক্রিয়ারতা দেখা যায়। রূপ গোস্বামীর এই দানকেলিকৌমুদীর উপর কয়েকখানি টীকাও রচিত হইয়াছিল, এমন কি শ্রীজীব গোস্বামীও দানকেলিব্যাখ্যা নামে ইহার একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন[১]। কিন্তু শ্রীরূপের এই কাহিনী দানলীলায় আর কোনও কবি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা জানা যায় না, সকলেই বড়ু চণ্ডীদাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের দানখণ্ড দেশের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, একদা নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শিষ্য গদাধরের বাড়ীতে দানলীলার অনুসরণ করিয়াছিলেন (চৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ১১), এবং তাহাতে অদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণ, চৈতন্যদেব রাধিকা ও নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ী সাজিয়াছিলেন[২]। তাছাড়া, পুরাণ বহির্ভূত উপাখ্যান হইলেও বাঙ্গালী পদাবলী সংগ্রহ পুস্তকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলা ঘটিত পদসমূহ স্থান লাভ করিয়াছে।

রূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী

পুষ্পিকায় চৈতন্যদেবের নাম দিয়া দানকেলিচিন্তামণি নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[৩] প্রেমামৃত নামে দক্ষিণদেশীয়

১ *Notices of Sans MSS.*, R. L. Mitra and H. P. Sastri, Vol. X, 1892. No. 3278, p. 29.

২ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, প্রথম খণ্ড, মণীন্দ্রমোহন বসু, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা, পৃঃ ১৶০

৩ *Notices of Sans. MSS.*, R.L. Mitra, Vol. VII, No. 2528.

বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্টের নামে প্রচারিত একখানি চম্পূ-কাব্যে (ইহারও কোনও কোনও পুঁথির পুষ্পিকায় চৈতন্যদেবের নাম দেখা যায়) যে দানলীলা ও নৌকালীলা বর্ণিত আছে, তাহা কৃষ্ণকীর্তনের এই দুই লীলার অনুকরণে। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী নামে সংস্কৃত সংগ্রহ গ্রন্থে (২৬৮—২৭৬ শ্লোক)[১] সঞ্জয় কবিশেখর, জগদানন্দ, সূর্যদাস, মনোহর, মুকুন্দ ভট্টাচার্য ও রূপের নিজের রচিত নৌকালীলার সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে।

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের প্রভাব

পদাবলী সাহিত্যে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দী কবি সূরদাসের (সূরসাগরে) ও বাঙ্গালী কবি বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদ রহিয়াছে। কাব্য সাহিত্যে মাধবাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস ও পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল ব্যতীতও ভবানন্দের (সপ্তদশ শতাব্দী) হরিবংশে, জীবন চক্রবর্তীর ভাগবতে ও হিন্দী কবি ব্রজবাসীদাসের (অষ্টাদশ শতাব্দী) ব্রজবিলাসে দানলীলা ও নৌকালীলার বর্ণনা আছে। এমন আরও জ্ঞাত ও ও অজ্ঞাত কত কবির কাব্যেই ইহা আছে। এমন কি, রাধাতন্ত্র নামে আধুনিক এক গ্রন্থেও দানখণ্ড ও তরিখণ্ড প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে নৌকাখণ্ডের পারাপারের নৌকাটিকে সুসঙ্গত-ভাবেই “কালীরূপাং মহানৌকাং” বলা হইয়াছে[২]।

বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিলেও সকল কবিই নিজ নিজ প্রয়োজন বোধে নিজ নিজ কাব্যে দানখণ্ডের প্রথমাংশে কাহিনীর কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। পরশুরামের দানখণ্ডের আরম্ভটি এইরূপ,—

একদিন প্রভাতে গোধন লইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠ বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া সঙ্গের রাখালগণকে নিজের ধেনু দিয়া গোষ্ঠে

১ ঢাকা সং, পৃঃ ১১২—১২৪

২ কামাক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, ১৩৪১ সাল, পৃঃ ২৭৮—২৯০, ২৪ পটল।

পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে গিয়া যমুনার কূলে এক কদমতলায় দান (শুল্ক) আদায়ের ছল করিয়া বসিয়া রহিলেন ও বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। বাঁশীর রবে রাধা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া প্রিয় সখীদের ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, কানাই মথুরার পথে দানী হইয়া বসিয়াছে, রসিকা বড়াই বুড়ীকে সঙ্গে লইয়া চল আমরা মথুরার হাটে (বিকে) যাই। ইহা শুনিয়া গোপীগণ মনে কৌতূহলী হইয়া উঠিল; কেহ বলিল, "জাইয়া বিকের ছলে ভেটিব কানাই"; কেহ বলিল, "সাধ আছে চিরদিন হইতে, নাগর ভেটিব সখি মথুরা যাইতে"। তাহারা গেল। মঙ্গলঘট পাতিয়া রাজপথে দানী সাজিয়া কৃষ্ণ বসিয়া আছেন। বড়াই হাতে 'নড়ি' লইয়া আগে আগে চলেন, রাধা ও গোপীগণ পিছে পিছে। তখন তাহাদের দেখিয়া কৃষ্ণ আঁখি ঠারিয়া বড়াইকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার পশ্চাতে কে আসিতেছে পরিচয় দাও। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরশুরামের দানখণ্ডের গল্প

কিন্তু এত যে লেখা হইল, তাহাতে কি হইল? এই সমস্ত রচনা শুধু ঐ একই কথা প্রতিপন্ন করে যে, নকল কদাপি আসলের উৎকর্ষের সমতুল হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে যে মৌলিকতা, নাটকীয়তা ও রস-নিবিড় কবিত্বের খেলা আছে, পরবর্তীকালে রচিত এই দুই পালার কোনটিতেই তাহা নাই,—না পাঁচালী সাহিত্যে, না পদাবলী সাহিত্যে। বলিতেছি, দানলীলায় ও নৌকা-লীলায় গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পদগুলিও ইহার ব্যতিক্রম নয়। পক্ষান্তরে এই সকল অনুকরণগুলির কোনও কোনওটির মধ্যে স্থানে স্থানে কবিত্বের নামে যে একটি তাল-মাত্রা-লয়-হীন পদার্থ উৎকট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে অসহ্য ন্যাকামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। স্থানে স্থানে কতগুলি সস্তা রসিকতাও দেখা যায়। আর কতগুলিতে আছে শুধু

সমালোচনা

শব্দের ঝঙ্কার, কিন্তু বলা বাহুল্য উহার নাম আর যাহাই হোক্, কবিত্ব নয়। অথচ এই দুই পালায় পৌরাণিক বন্ধন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ছিল না, শক্তি থাকিলে অথবা শক্তিধর হইয়াও অনুকরণে অযথা শক্তির অপচয় না করিলে, বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ এই খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আলোয়, কাব্যবধূর অবগুণ্ঠনটি খুলিয়া দিয়া সেই উন্মাদনায় এক একটি বিচিত্র রসলোকের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, হয়ত সেখান হইতে আজও অজস্রধারে সুধা ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িত। এই দিক দিয়া রূপ গোস্বামীর প্রশংসা করিতে হয়, পারুন না পারুন, দানকেলিকৌমুদীতে তিনি নূতন সৃজনের একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক বন্ধন ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি কোনও কোনও কবি সেই বন্ধনকেই নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের দানলীলা ও নৌকালীলার কণ্ঠে জড়াইয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে পরশুরাম একজন। তাঁহার দানখণ্ডের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন,

"দানখণ্ড নৌকাখণ্ড অম্রতের সার।
ভাগবতে ব্যাশদেব রচীলা বিস্তার॥"

এমন হইতেই পারে না যে, ইহা পরশুরামের ভুল বা অজ্ঞতা। তিনি অবশ্যই বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যকে জানিতেন, কারণ তাঁহার কাব্যেও রাধা সর্বত্রই চন্দ্রাবলী, তাছাড়া,—

"জদি সুনে রাজা কংস সকলি হৈবে ধংস।"
"হরগৌরি আরাধিয়া অনেক প্রকারে।
হইছি সাধের দানি জমুনার তিরে॥"
"হাতে খড়ি করি সভার দান করো লেখা।"
"রাখাল বর্ব্বর জাতি অতি বড় ঢঙ্গ।
কভূ নাহি বৈস তুমি সুজনের সঙ্গ॥"
"কালিয়া নহিলে গাও ধরনে না জাইতো।"

"ঘামে নট কৈলা মর লক্যের কাচলি।"

"রসে মর্ত্ত হইয়া রাধা ছল করি বোলে।
ঝাপ দিয়া মর গীয়া জমুনার জলে॥
তোমার জৌবন রাধা ঐ মোর জমুনা।
অহি অঙ্গে দিব ঝাপ কৈরাছি কামনা॥"

"ভূগীন বাঘের হাতে ম্রগ ধরি দিলা।"

ইত্যাদি ইত্যাদি কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই কথা। তবে কেন এমন হইল? ইহার কারণ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাঙ্গালী কবিরা মর্মে মর্মে জানিতেন, হয় পৌরাণিক শুচিতার, না হয় স্বপ্নে দৈবাদেশের, না হয় ঐ রকমই একটা কিছুর দোহাই না দিলে সর্বসাধারণের মনে রচনার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে না।

শুধু একা পরশুরাম নয়, একই কারণে দানখণ্ড আরম্ভ করিয়া দুঃখী শ্যামদাসও বলেন,

"কহে মুনি (শুকদেব) ভাগবত শুদ্ধচিত্তে পরীক্ষিত
শুন রাজা গোবিন্দের লীলা।"

অথচ এই শ্যামদাসই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুকরণে রাধাকে কৃষ্ণের মামী বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাসের উক্তি আরও বিষম,

"দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥" (পৃঃ ১৩৭)

অন্যত্র,

"না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড।
হরিবংশে লিখিঞাছে করিঞা বিস্তার॥" (পৃঃ ১৫০)

বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে, চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিনায়িকা। পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড, ৩৯, ১০) বলেন, বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা এবং কৃষ্ণপ্রিয়া চন্দ্রাবলী উভয়েই সমান গুণ, লাবণ্য ও সৌন্দর্যযুক্তা, এবং উভয়েরই লোচনযুগল আশ্চর্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সংস্কৃত কাব্যে ও অন্য রচনায় এবং বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যে

চন্দ্রাবলীকে এই চক্ষেই দেখিয়াছেন। কিন্তু কতদিন হইতে তিনি রাধার প্রতিনায়িকাপদে সমাসীন তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ

রাধা ও চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা

দ্বাদশ শতাব্দীর বেশী ওদিকে নয়। হয় চতুর্দশ না হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরীয় বল্লভদেব সঙ্কলিত সুভাষিতাবলী নামক সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থে 'কস্যাপি' বলিয়া একজন অজ্ঞাত লেখকের রচিত একটি শ্লোকে রাধা ও চন্দ্রাবলীর এই সম্পর্ক উল্লিখিত হইয়াছে[১]। চন্দ্রাবলীর মন্দির ত্যাগ করিয়া রাধার মন্দিরে যাওয়ার সময় কৃষ্ণ ভুলক্রমে বিদায় চন্দ্রাবলী না বলিয়া বিদায় রাধা (রাধে ক্ষেমমিতি) বলিয়া ফেলিলেন, ইহাতে কুপিতা চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি কংস। কিন্তু এই জাতীয় কোনও শ্লোক বাঙ্গালাদেশের সংগ্রহ-গ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৫ খৃষ্টাব্দ) স্থান পায় নাই।

রাধার প্রতিনায়িকারূপে আর একজন দ্বাদশ শতাব্দীর বা তাহারও পূর্বের বাঙ্গালাদেশে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম পালী। কবি উমাপতিধরের একটি শ্লোকে[২] এই পরিচয়ে

পালী

পালীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পালীর এই গৌরব বেশী ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ এই রূপে তাঁহার শেষ উল্লেখ আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে[৩]। প্রায় সেই সময় হইতেই পালী তথাকথিত অষ্ট সখীর একজন সখী হইয়া রহিলেন।

কখনও কখনও আবার লক্ষ্মীও রাধার প্রতিনায়িকা অথবা সপত্নী। এই ধারণার একটি প্রাথমিক অভিব্যক্তি পাওয়া যায় উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত দশম শতাব্দীতে (৯৭৭ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ

১ পিটারসনের সং, পৃঃ ১৭, ৯৮ শ্লোক

২ পদ্যাবলী, ঢাকা সং, ৩৭১ শ্লোক, বহরমপুর সং, ৩৭৬ শ্লোক

৩ মধ্য, ৮, বহরমপুর সং, পৃঃ ২৯২

একটি তাম্রলিপিতে। ইহাতে দেখা যায়, রাধাবিরহে মুরারির শরীর এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল যে কিছুই তাহাকে শীতল করিতে পারে নাই, এমন কি লক্ষ্মীর আননও তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে পারে নাই[১]। ইহারই দুই শত বৎসর পরে বাঙ্গালী কবি গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীতেও একটি শ্লোকে (৫০৯ শ্লোক) রাধার প্রতি কৃষ্ণের অত্যধিক আসক্তিতে ও রাধার যশোগান শুনিয়া লক্ষ্মী কিরূপ অসহ্য সপত্নীদুঃখে উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আছে।

লক্ষ্মী রাধার প্রতিনায়িকা

বাঙ্গালায় চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে সর্বত্র চন্দ্রাবলী রাধারই নামান্তর। পরশুরামের কাব্যেও তাহাই। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে চন্দ্রাবলী সাধারণতঃ রাধা হইতে ভিন্ন, কিন্তু একস্থানে রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে অন্যতম নাম 'চন্দ্রাবলী'ও (৪, ১৭, ২২৭)। ইহাকে 'চন্দ্রাবতী'তে পরিণত করিবার উপায় নাই, কারণ ইহার পরবর্তী এক শ্লোকে রাধার এই নামের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে রাধিকার মুখচন্দ্র ও নখচন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন। দুঃখী শ্যামদাসও দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে রাধাকে বরাবর 'বিনোদিনী রাই' বলিতে বলিতে অন্ততঃ দুই স্থানে 'রাধা চন্দ্রাবলী' বলিয়া ফেলিয়াছেন (পৃঃ ৯৪, ৯৯)। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণদাসও একস্থানে (পৃঃ ১৪৪) রাধার সহিত চন্দ্রাবলীকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন,—বদনে বসন দিয়া হাসে চন্দ্রাবলী। দ্বিজ মাধবাচার্যও বাদ যান নাই (পৃঃ ৭৫)। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, পরশুরামের মত ইঁহারা তাঁহাদের কাব্যে সর্বত্র রাধাকে চন্দ্রাবলী বলেন নাই, ভুলে অথবা

রাধা ও চন্দ্রাবলীর অভিন্নতা

১ *Ind. Ant.*, VI, 1877, p. 51.

স্বেচ্ছায় দুই-একবার মাত্র। কবি ভবানন্দের হরিবংশে রাধার নামান্তর তিলোত্তমা। ইহা ভবানন্দ কবির নিজস্ব উদ্ভাবনা সন্দেহ নাই।

কংসবধ

রাসলীলার পর পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলার সমধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংসবধ। পুরাণ অনুসারে, পৃথিবীর ভারাবতরণের উদ্দেশ্যে তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লীলাদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কংসবধ তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের পরিপোষক। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, সেখানে কংসবধের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। মহাভারতে পুনঃপুনঃই বলা হইয়াছে, দুরাত্মা কংসের দৌরাত্ম্যে নিপীড়িত জ্ঞাতিদের হিতকামনায় বা পরিত্রাণের বাসনায় কৃষ্ণ কংসকে মহাসমরে বধ করিয়াছিলেন[১]।

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, একদিন সন্ধ্যাবসান সময়ে কৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন সময় অরিষ্ট নামে বৃষভাকৃতি এক ভীষণ অসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গোপ ও গোপস্ত্রীগণ অত্যন্ত ভয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং কৃষ্ণ আসিয়া তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া ও কণ্ঠদেশ পীড়িত করিয়া অরিষ্টকে বধ করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে (৫, ১৪, ১৩) অরিষ্টের নামান্তর জম্ভ, এবং এই জম্ভের উল্লেখই মহাভারতের দ্রোণপর্বে (১১, ৫) আছে। ভাগবত রাস-লীলার পরে সুদর্শন মোচন ও শঙ্খচূড়বধ নামে দুইটি উপাখ্যান বিবৃত করিয়া অরিষ্টবধ বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই ভাগবত এমন

বৃষভাকৃতি অরিষ্ট বা জম্ভাসুর বধ

১ সভা, ১৪, যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি; উদ্যোগ, ১২৮, ৩৭-৪০; অনুশাসন, ১৫৮, ৫৭,—এই মহাবাহু পুণ্ডরীকাক্ষ বাল্যকালেই জ্ঞাতিগণের ত্রাসের কারণ কংসের সুমহৎ বধ সাধন করিয়াছিলেন; ইত্যাদি।

কথা বলেন নাই যে, ঐ দিন সন্ধ্যার পর কৃষ্ণ রাসমণ্ডলীতে ছিলেন। অরিষ্টাসুর হত হইলে নারদের কথায় প্ররোচিত হইয়া কংস স্থির করিলেন, কেশী নামে বৃন্দাবনচর অসুরকে আদেশ করিব যেন সে ঐখানেই (গোকুলেই) রাম-কৃষ্ণকে সংহার করে,—এবং (তাহাতেও অকৃতকার্য হইলে) অক্রূরকে গোকুলে পাঠাইয়া ধনুর্ম্মখ বা ধনুর্যজ্ঞ নামে এক মহাযজ্ঞের ছলে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে মথুরায় আনয়ন করিব, সেখানে এক মল্লক্রীড়া হইবে, এবং সেই মল্লযুদ্ধে চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি আমার মহাবল অনুচরেরা উহাদের নিহত করিবে।

অশ্বমূর্তি কেশী-বধ

হরিবংশে (২, ২৪) আছে, কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কেশী ঘোরাকৃতি এক অশ্বমূর্তি ধারণ করিয়া খুরক্ষেপে মাটি খনন ও ভীষণ গর্জন করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া গোকুলের লোকজনের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। তখন কৃষ্ণের সহিত তাহার যে নিদারুণ যুদ্ধ হইল তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহার স্ফীতবাহু প্রসার করিয়া সেই অশ্বের মুখের মধ্যে এমন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেন[১] যে, তাহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, সে রক্ত বমন করিতে লাগিল এবং অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কেশীবধের পর নারদ গগন-মণ্ডলে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, দুরাত্মা কেশী অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া অদ্য হইতে জগতে আপনি 'কেশব' নামে বিখ্যাত হইবেন। বিষ্ণুপুরাণ কেশীবধ উপাখ্যানে সম্পূর্ণভাবে হরিবংশের অনুগামী হইয়াছেন; বিষ্ণুপুরাণেও কেশীর মুখে বাহু প্রবেশ করাইয়া তাহাকে হত্যার[২], ও অন্তরীক্ষস্থিত নারদের স্তবে কেশব নামে

১ বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে ক্রুদ্ধঃ সমাদধৎ। ২, ২৪, ৩৬

২ বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে তস্য জনার্দ্দনঃ।
প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো দুষ্টবাজিনঃ॥ ৫, ১৬, ৯

তাঁহার অভিহিত হওয়ার (৫, ১৬, ২৩) কথা আছে। অগ্নি-পুরাণে কেবল অর্ধ পংক্তিতে রহিয়াছে, কৃষ্ণ হয়রূপী কেশীকে (কেশিনং হয়রূপিনম্, ১২, ১৯) নিহত করিয়াছিলেন। ভাগবতের কেশীবধ বিবরণ (১০, ৩৭) হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মতই, তবে ভাগবত নারদকে ঘটনাস্থলে আনাইয়া নির্জনে কৃষ্ণের স্তবটি করাইয়াছেন, কিন্তু স্তবে কৃষ্ণের কেশব নামে অভিহিত হওয়ার কথাটি বাদ দিয়াছেন। পদ্মপুরাণেও (উত্তরখণ্ড, ৯৪) কেশব নামের উৎপত্তির কথাটি নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কৃষ্ণের কেশীকে বধের রকমটিও অন্যবিধ। পদ্মপুরাণ অনুসারে, মুষ্টিদ্বারা কৃষ্ণ কেশীর মস্তকে এমন প্রহার করিলেন যে তাহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল, এবং তারপর তাহাকে মহাশিলার উপরে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণ তাহার উপর পতিত হইলেন, তাহাতে তাহার সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া সে মরিয়া গেল।

মহাভারতে কেশীবধের উল্লেখ

মহাভারতের নানাস্থানে[১] কৃষ্ণের কেশিহা, কেশি-নিসূদন, কংস-কেশি-নিসূদন প্রভৃতি আখ্যায় তাঁহার কেশীবধ সূচিত হয়। ভগবদ্গীতায়ও একস্থানে (১৮, ১) তাঁহাকে কেশি-নিসূদন বলা হইয়াছে। উদ্যোগপর্বে (১৩০, ৪৭) ও মৌষলপর্বে (৬, ১০) আরও স্পষ্টভাবে আছে, অশ্বরাজশ্চ নিহতঃ কংস-শ্চারিষ্টমাচরন্, এবং কেশিনং যস্তু কংসং চ বিক্রম্য জগতঃ প্রভুঃ। ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাষায় পাওয়া যায় দ্রোণপর্বে,—তৎকালে (গোপকুলে বর্ধিত হওয়ার সময়) কৃষ্ণ যমুনাবন (পুরাণের বৃন্দাবন)-বাসী উচ্চৈঃশ্রবার তুল্যবল বায়ুবেগী অশ্বরাজকে বধ করিয়াছিলেন।[২]

১ সভা, ১৪, ৩৪ ; ৩৩, ১১ ; বন, ১৪, ১০ ; অনুশাসন, ১৪৯, ৮২ ; ইত্যাদি।

২ উচ্চৈশ্রবস্তুল্যবলং বায়ুবেগসমংজবে।
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্॥

কিন্তু কৃষ্ণের 'কেশব' নামটি হইল কি করিয়া ? মহাভারতের শান্তিপর্বের একস্থানে (৩৪১ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে রহিয়াছে, লোক সকলে তাপয়িতা তপন, অগ্নি ও চন্দ্রের কিরণ সমুদয় যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমার কেশ সংজ্ঞিত, এইজন্য সর্বজ্ঞ দ্বিজসত্তমগণ আমাকে কেশব কহেন। অনুশাসন পর্বেও (১৪৭ অধ্যায়) আছে, (কৃষ্ণের) কেশসমূহ হইতে জ্যোতিঃ সকল (উৎপন্ন হইয়াছিল)। কৃষ্ণের কেশের মাহাত্ম্য তাঁহার 'হৃষিকেশ' নামের মধ্যেও সূচিত আছে। কৃষ্ণ যেরূপ হৃষিকেশ, অর্জুনও (ভগবদ্গীতা, ১, ২৪ ; ২, ৯ ; ১০, ২০) তেমনই গুড়াকেশ (ঘনকেশ)। ঋগ্বেদে একস্থানে (৩, ২, ১৩) অগ্নি, ও অপরস্থানে (১০, ১৩৯, ১) সবিতৃ 'হরিকেশ' (হরিদ্রাবর্ণ কেশ)। কৃষ্ণের এই কেশ অথবা তাঁহার কেশী দৈত্যবধ, কোন্‌টি তাঁহার কেশব নামের উৎপত্তির মূলে ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সভাপর্বে (৩৯ অধ্যায়) কৃষ্ণের 'কেশীনাশন কেশব' সংজ্ঞায় কেশব নামটি কেশীবধের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। বনপর্বে (১৪, ১০) 'কেশবঃ কেশিহা হরিঃ' ইহাকে আরও সমর্থন করে। কিন্তু তত্রাচ আদিতে হৃষিকেশের কেশ হইতে কেশব নামান্তর হওয়াও বিচিত্র নয় ; তাহা হইলে, পরে কেশীবধ উপাখ্যানের সহিত এই নামের একটা সমন্বয় সাধন করিয়া লওয়া হইয়াছে[১]।

কৃষ্ণের কেশব নাম

বোম্বাই রাষ্ট্রে নাসিকে সাতবাহন বংশীয় রাজা পুলুমায়ির

১ বহু পরবর্তী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (৪, ১১১, ৪৬) কেশব নামের আর একটি ব্যাখ্যা আছে,—

কে জলে সর্ব্বদেহেঽপি শয়নং যস্য চাত্মনঃ।
বদন্তি বৈদিকাঃ সর্ব্বে তং দেবং কেশবং পরম্॥

—যে পরমাত্মা কে অর্থাৎ জলে এবং দেহসমূহে শয়ন করেন, বেদবিৎগণ সেই পরম দেবকেই কেশব বলেন।

রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একটি গুহালিপিতে কৃষ্ণ 'কেশব' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যেও কৃষ্ণের কেশীবধ কাহিনীটি প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য, ষষ্ঠ শতাব্দীর বাদামির দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় গিরিগুহাতেই কৃষ্ণচরিতের খোদিত চিত্রাবলীতে কেশীবধ ঘটনাটি দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে পাহাড়পুরের অষ্টম শতাব্দীর বিহার গাত্রে সংলগ্ন একটি ফলকে কৃষ্ণের কেশীবধের[১] একটি চারু নিদর্শন রহিয়াছে; প্রথমে ইহাকে ভুল করিয়া ধেনুকবধ মনে করা হইয়াছিল। এই ফলকে কৃষ্ণের এক হাতে উদ্যত মুষ্টি, ও অপর হাতের কনুই কেশীর মুখগহ্বরে,—হরিবংশ ও পদ্মপুরাণের বর্ণনার সম্মিলন।

কেশীবধের পর ভাগবত ব্যোম নামে আর এক অসুরের নিধন কথা বিবৃত করিয়াছেন, যাহা হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণে নাই।

পশুপালরূপী ব্যোমবধ

মহামায়াবী ব্যোম ময়ের পুত্র, এবং পশুপালের রূপ ধারণ করিয়া গোকুলের প্রায় সকল বালককেই চুরি করিয়া লইয়া গিয়া এক গিরি-গুহায় রাখিয়া দিল ও প্রস্তরখণ্ড দিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন, এবং ব্যোমকে বধ করিয়া সেই বালকগুলিকে গুহার মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

এদিকে অক্রূর কংসের আজ্ঞায় রাম-কৃষ্ণকে গোকুল হইতে মথুরায় আনিবার জন্য রথারোহণে গোকুল যাত্রা করিলেন।

অক্রূরের গোকুল যাত্রা

কংসের আজ্ঞাবহ হইলেও অক্রূর যদুবংশীয়, কাজেই কৃষ্ণের জ্ঞাতি। পরদিন তিনি কৃষ্ণের দর্শন পাইবেন এই আশায় তাঁহার মহা আনন্দ, আবার কৃষ্ণ যদি তাঁহাকে চিনিতে না পারেন কিংবা অবজ্ঞা করেন সেই আশঙ্কায় মনে গভীর দুশ্চিন্তাও। যাহা হোক্,

১ *Early Sculpture of Bengal,* S. K. Saraswati, pp. 56-58, and Pl. 12.

রাম ও কৃষ্ণ গোকুলে অক্রূরের যথেষ্ট অভ্যর্থনা ও সম্মান করিলেন, এবং যথাসময়ে তাঁহারা অক্রূরের সহিত সেই রথে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নকাল। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, কৃষ্ণের কথায় অথবা নিজেরই যুক্তিতে, অক্রূর নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণ ও বলরাম পদব্রজে মথুরার রাজমার্গ দিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে এক রঙ্গকার রজকের সঙ্গে দেখা। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট উত্তম ধৌত বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন। রজকটি রাজা কংসের ভৃত্য, রাম-কৃষ্ণকে চিনিত না। ব্রহ্মপুরাণে (১৯২,৭২) শুধু আছে, রজকটি কৃষ্ণের কথায় চীৎকার করিয়া উঠিল। হরিবংশ ফেনাইয়া বলেন যে, কে না কে মনে করিয়া রজক উদ্ধতভাবে কহিতে লাগিল, বটে! তোরা রাজার দ্রব্য চাহিতেছিস্, এত বড় দুঃসাহস তোদের! যদি প্রাণের ভয় থাকে ত শীঘ্র পলাইয়া যা। রজকের তিরস্কারে কুপিত হইয়া কৃষ্ণ হস্ত দিয়া তাহার শরীর হইতে মস্তক পাতিত করিলেন, এবং দুই ভ্রাতা তখন ধৌত বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন। তারপর তাঁহারা এক মালাকারের গৃহে গমন করিলেন। ভাগবতে মালাকারের নাম সুদামা, হরিবংশে গুণক। দুইজনকে দেবপুত্র মনে করিয়া মালাকার তাঁহাদের সুগন্ধি কুসুমে মালাসকল রচনা করিয়া দিলেন। সেই মালা পরিয়া এবং মালাকারকে বর দিয়া রাম-কৃষ্ণ আবার রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে ত্রিবক্রা বা অনেকবক্রা নাম্নী এক যুবতী, সুন্দরী, কিন্তু কুব্জা নারীকে যাইতে দেখিলেন, তাহার হস্তে চন্দনাদি অনুলেপনের পাত্র। সে কংসের দাসী ও কংসকে অনুলেপন যোগায়। কৃষ্ণের প্রার্থনায় সে দুই ভ্রাতাকে উভয়ের গাত্রযোগ্য অনুলেপন দান করিল। প্রসন্ন হইয়া, হরিবংশ অনুসারে কৃষ্ণ তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা কুব্জার কুব্জমধ্যে আস্তে আস্তে সংপীড়ন করিলেন, অমনি

রঙ্গকার রজক

মালাকার

কুব্জা

কুব্জা স্বায়তাঙ্গী হইল ; বিষ্ণু ও ভাগবত অনুসারে, কৃষ্ণ নিজের পাদদ্বয় দ্বারা কুব্জার দুই পদের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া এবং হাতের মধ্যমা ও তর্জনী এই দুই অঙ্গুলির দ্বারা তাহার চিবুক ধারণ করিয়া তাহার দেহ উত্তোলন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কুব্জার দেহ সরল ও সমানাঙ্গ হইয়া গেল। তখন সেই রূপসী কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে নিজের গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, পরে যাইব। অনন্তর তাঁহারা কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় গমন করিলেন, এবং ইন্দ্রধনুর ন্যায় এক অদ্ভুত ধনু দেখিতে পাইলেন। যাবতীয় দর্শকবৃন্দের সম্মুখে কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে সেই ধনু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং ধনুর রক্ষকেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহাদের বধ করিলেন। এই সকল শুনিয়া কংস যারপরনাই ভীত হইলেন, দারুণ দুর্ভাবনায় কিছুতেই সেই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

কৃষ্ণের ধনুর্ভঙ্গ

রজনী প্রভাতে কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া উন্নত এক মঞ্চে আসন গ্রহণ করিলেন। নানাদেশের নরপতিগণ ও অন্যান্য পৌর ও জনপদবাসিগণ এবং অন্তঃপুরস্থ নারীগণ ও নাগরীগণ আসিয়া নির্দিষ্ট মঞ্চে যথাসুখে উপবিষ্ট হইলেন। নন্দাদি গোপগণও আসিলেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, বসুদেব ও দেবকীও সেস্থানে আসিলেন, ভাগবতে তাহা নাই। রাম-কৃষ্ণ মল্লদুন্দুভির শব্দ শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত মল্লরঙ্গে গমন করিলেন। রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কংসের নির্দেশে কুবলয়াপীড় নামে কালান্তক তুল্য এক হস্তী পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথ ছাড়িয়া দিতে কহিলে হস্তীর মাহুত হস্তীকে কুপিত করিয়া কৃষ্ণের দিকে চালনা করিল। কৃষ্ণ হস্তীকে নিহত করিলেন। তারপর তাঁহারা রঙ্গে প্রবেশ করিয়া একে একে কংস নিয়োজিত

কুবলয়াপীড় হস্তী বধ

চাণুর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতি অতিবল মল্লদিগকে বধ করিলেন। ইহাদের মধ্যে চাণূর দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রদেশীয় মল্ল, এবং এইজন্য কৃষ্ণকে কখনও কখনও 'চাণূরান্ধ্রনিসূদন' বলা হইয়া থাকে। ইহার পর কৃষ্ণ লম্ফদান করিয়া উচ্চমঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া বলপূর্বক কংসের কেশ ধারণ করিলেন, এবং সেখান হইতে মল্লভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তাঁহার উপর নিপতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া কংস প্রাণত্যাগ করিলেন।

চাণুর প্রভৃতি বধ

কংস বধ

কংসের মৃত্যু দেখিয়া, ভাগবত অনুসারে, কঙ্কণ, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ঋণশোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বলরাম তাঁহাদিগকে সকলকেই নিহত করিলেন। হরিবংশে (২, ৩১, ৯২) ও বিষ্ণুপুরাণে এস্থলে কংসের শুধু এক ভ্রাতার উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম সুনামা (কোনও কোনও সংস্করণে যাঁহাকে ভুলক্রমে সুমালী বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে)। মহাভারতেও এই সুনামার উল্লেখ রহিয়াছে। সভাপর্বের এক স্থানে (১৪, ৩১) শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে, তিনি বলদেবের সহিত সুনামা ও কংসকে নিহত করিয়াছেন (হতৌ কংস সুনামানৌ ময়া রামেণ চাপ্যতে)। দ্রোণপর্বেও একাদশ (বর্ধমান সংস্করণে দশম) অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে আছে, কৃষ্ণ বলদেবকে সহায় করিয়া ভোজরাজ কংসের মধ্যম ভ্রাতা মহাবীর্যবান রণবিক্রান্ত সমগ্র অক্ষৌহিণীপতি সুনামাকে সসৈন্যে নিহত করেন।[১] এই সুনামা সম্ভবতঃ শূরসেনদেশে রাজত্ব করিতেন। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) কংসের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ সুনামার সহিত রাম-কৃষ্ণের যুদ্ধের কথা আছে।

কংসের ভ্রাতা সুনামা

১ সুনামারণবিক্রান্তঃ সমগ্রাক্ষৌহিণীপতিঃ।
ভোজরাজস্য মধ্যস্থোভ্রাতা বীর্যস্তবীর্যবান্॥

গরুড়পুরাণেও (১৩৯, ৪৯) কংসের ভ্রাতা সুনামার উল্লেখ রহিয়াছে। কূর্মপুরাণে (২৪ অধ্যায়, *Bib. Ind.* সং, পৃঃ ২৬১) সুনামার পরিবর্তে সুভূমি বা সুসীমা নাম দেখা যায়। ভাগবতকার অন্যত্র সুনামার নামোল্লেখ করিয়াও কংসের মৃত্যুর পর সুনামার উল্লেখ কেন পরিহার করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে দেখা যায়, তাঁহার সময়ে (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক ?) কৃষ্ণের কংসবধ প্রভৃতি আখ্যায়িকা নাটকের বিষয়বস্তু ছিল, এবং তাহা অভিনীত হইত।

ভাগবতে, কংসাদির পত্নীগণ সেইস্থানে আসিয়া আপন আপন স্বামীর মৃত্যুতে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানারূপ আশ্বাস দান করিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া মৃত ব্যক্তিগণের লৌকিক সংস্থাক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ ও বলদেব (কারারুদ্ধ) বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া প্রণাম করিলেন। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে দেবকী ও বসুদেব রঙ্গস্থলেই উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের বন্ধনমুক্তির কথা নাই। অনন্তর তাঁহারা কংসের পিতা ও কৃষ্ণের মাতামহ-ভ্রাতা উগ্রসেনকে পুনর্বার মথুরায় নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মোচনের কথা আছে।

বসুদেব ও দেবকীর বন্ধনমুক্তি

কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষা

কংসের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জীবনের এতকাল নিরর্থক অতিবাহিত হইয়াছে, এইবার তাঁহাদের শিক্ষালাভের কথা উঠিল। শিক্ষারম্ভের পূর্বে বসুদেব যদুদিগের পুরোহিত গর্গাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি উপনয়ন সংস্কার করাইলেন, ভাগবতে (১০, ৪৫, ২৬-২৭) এরূপ একটি বিবরণ আছে, যাহা বিষ্ণুপুরাণে

পুরোহিত গর্গাচার্য

ও হরিবংশে নাই, কিন্তু পরবর্তী পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে। তবে ভাগবতের (১০, ৮), পদ্মপুরাণের এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের (৪, ১৩) মত বিষ্ণুপুরাণেও (৫, ৬) শকট-ভঞ্জনের পর এই গর্গ কর্তৃকই উভয় ভ্রাতার দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কারসমূহ নিষ্পন্ন ও নামকরণের কথাও আছে। হরিবংশ (২, ৬, ২) নামকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গর্গের উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলে ভাগবত, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে সংস্কার ও উপনয়ন উভয় ঘটনার মধ্যেই গর্গাচার্য, বিষ্ণুপুরাণে শুধু সংস্কারে, হরিবংশে কোনওটিতেই নয়।

শিক্ষাগুরু সান্দীপনি মুনি

তারপর দুই ভ্রাতা গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া অবন্তিপুর-বাসী কাশ্য সান্দীপনি মুনির নিকট গেলেন। 'কাশ্যম্' অর্থ 'কাশিদেশজঃ'; 'কাশ্যপ' পাঠ ধরিয়া ও কাশ্যপ গোত্রীয় অর্থ করিয়া কেহ কেহ ভুল করেন। অগ্নিপুরাণ (১২, ৩৩) বলেন, সান্দীপনির নিকট তাঁহারা 'শস্ত্রাস্ত্র' শিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণও বলেন, সান্দীপনির নিকট তাঁহারা গেলেন অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য, এবং চৌষট্টি দিনের মধ্যেই তাঁহারা ধনুর্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক হরিবংশে দেখা যায়, শ্রুতিধর বালকদ্বয় অহোরাত্র চৌষট্টি দিনে সাঙ্গ বেদ অধীত করিলেন এবং অচিরকালমধ্যেই (দীক্ষা, সংগ্রহ, সিদ্ধি ও প্রয়োগ) এই চারি পদের সহিত ধনুর্বেদ ও স-রহস্য অন্যান্য শস্ত্রবিদ্যা শিখিলেন। ভাগবত (৩, ৩ ; ১০, ৪৫) আবার হরিবংশকেও অতিক্রম করিয়া বলেন, চৌষট্টি দিনের মধ্যেই অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত অখিল বেদ, ধনুর্বেদ, বিবিধ ধর্ম, নীতিমার্গ, আন্বিক্ষিকী বিদ্যা, ষড়বিধ রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই একবার শুনিবামাত্র শিখিয়া ফেলিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকে, সপ্তদশ খণ্ডে দেবকী-পুত্র কৃষ্ণের আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর-এর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার

এবং সূর্যরূপী বিষ্ণুকে পরমতত্ত্ব বা পরমপুরুষ বলিয়া উপাসনার যে কথা আছে[১], তাহা অবশ্যই এই কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু উহা তাঁহার জীবনের একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। কৈশোরে সান্দীপনির নিকট হইতে অর্জিত সাধারণ বিদ্যা ও পরিণত বয়সে ঘোরের নিকট লব্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান একই বস্তু নয়, এবং গুরু সান্দীপনির স্থানে গুরু ঘোরকে কোনক্রমেই বসান যায় না। কিন্তু কাহারও কাহারও ধারণায়, ঘোর ও সান্দীপনি নাকি অভিন্ন!

ঘোরের নিকট অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ

এইস্থানে আর একটা কথা আসিয়া পড়ে। খৃষ্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ কবি ও আচার্য অশ্বঘোষ তাঁহার সৌন্দরানন্দ কাব্যে (১, ২২-২৩) বলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ব্যক্তিগণ নিজেদের গুরুর গোত্র অনুসরণ করেন, যেমন বলরাম ও কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন গুরু থাকায় বলরামের গোত্র হইয়াছিল গৌতম, আর কৃষ্ণের গার্গ্য। অশ্বঘোষের এই উক্তি কতখানি বাস্তব তাহা বলা যায় না, কিন্তু তিনি জানিতেন, কৃষ্ণ ও বলরামের একই গুরু নহেন, এবং তাঁহার এই উক্তির উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ করিলে বলিতে হয়, বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে যাঁহাকে দিয়া পৌরোহিত্য করান হইয়াছে সেই গর্গই ছিলেন সান্দীপনির পরিবর্তে কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু। হয়ত এইজন্যই হরিবংশ উপনয়নাদি কার্যের পুরোহিত হিসাবে গর্গের নাম করেন নাই, কিন্তু গর্গই কৃষ্ণের শিক্ষাগুরু হইলে আধুনিক হরিবংশও সেস্থলে সান্দীপনির নাম করিয়া ভুল করিয়াছেন।

কৃষ্ণ-বলরামের ভিন্ন গুরু ও গোত্র

পুরাণগুলিতে সান্দীপনির নিকট শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদানের পালা। পূর্বে প্রভাসক্ষেত্রে মহাসাগরে (হরিবংশে, লবণসমুদ্রে) সান্দীপনির পুত্র মারা গিয়াছিল, মুনিবর এখন অদ্ভুতকর্মা শিষ্যদের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সেই মৃত পুত্রটির পুনর্জীবন

গুরুদক্ষিণা

১ *Religions of India*, Hopkins, p. 465.

প্রার্থনা করিলেন। রাম-কৃষ্ণ রথে চড়িয়া প্রভাসতীর্থে আসিয়া সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইলেন। সমুদ্র জানিতে পারিয়া নিজরূপে তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, এবং কহিলেন, আমি সেই বালককে হরণ করি নাই, পঞ্চজন নামে মহাসুর শঙ্খরূপ (ব্রহ্মপুরাণেও ১৯৪, ২৭, শঙ্খ, কিন্তু হরিবংশে তিমিমৎস্যরূপ) ধারণ করিয়া আমার জলমধ্যে বাস করিতেছে, সে-ই বালককে হরণ করিয়াছে। কৃষ্ণ সত্বর জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্চজনকে হনন করিলেন, কিন্তু তাহার উদরে বালককে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর তাহার অস্থি হইতে জাত এক শঙ্খ গ্রহণ করিয়া তিনি রথে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে হলধরের সহিত যমপুরীতে উপস্থিত হইলেন। যম, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও ভাগবত অনুসারে স্বেচ্ছায় অবনত হইয়া, গুরুপুত্রকে আনিয়া দিলেন। রাম-কৃষ্ণ সেই বালককে লইয়া আসিয়া গুরুকে প্রদান করিলেন এবং গুরুর নিকট হইতে তখন অনুমতি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সান্দীপনিকে তাঁহার পুত্র প্রদানের উল্লেখ অগ্নিপুরাণেও (১২, ৩৩) আছে।

পাঞ্চজন্য শঙ্খ

হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে নাই, কিন্তু ভাগবতে আছে যে, গোকুল হইতে মথুরা যাত্রা করিবার সময় "আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই আশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত মন-প্রাণ গোপীরা তখনও কষ্টেসৃষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছিল। গুরুগৃহ হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের এবং নন্দ-যশোদার কথা স্মরণ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার প্রিয় সখা উদ্ধবকে নন্দের ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। বিরহসন্তপ্তা গোপীরা অভিমানভরে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা কঠোর বাক্য কহিতে

গোপীদের সংবাদ প্রেরণ

ছাড়িল না, কিন্তু কৃষ্ণের সংবাদ পাইয়া তাহারা আশ্বস্ত ও সুখী হইল। কংসবধের পূর্বে মথুরায় সৈরিন্ধ্রী কুব্জাকেও শ্রীকৃষ্ণ কথা দিয়াছিলেন যে, পরে তাহার গৃহে যাইবেন, এখন সেই বাক্য পালনের জন্য সেই কুব্জার আবাসে গমন করিয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এবং তাহাকে অভীষ্ট বরদান করিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন, কারণ পিতৃহীন অল্পবয়স্ক পাণ্ডবগণ এই সময় ধৃতরাষ্ট্রের নগরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কোন অসদ্ব্যবহার হইতেছে কিনা জানিয়া যাহাতে তাঁহাদের মঙ্গলসাধন করা যায়।

জরাসন্ধের পরাজয় ও কালযবনের মৃত্যু

অমিতবিক্রম জরাসন্ধ ছিলেন মগধের (বিহারের) অধিপতি। তাঁহারই অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যাকে কংস বিবাহ করিয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর এই দুই কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের বৈধব্য দেখিয়া শোকার্ত ও ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ কন্যাদ্বয়ের পতিহন্তা কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার ও পৃথিবীকে অ-যাদব করিবার জন্য গান্ধার ও কাশ্মীর হইতে বঙ্গ পর্যন্ত ভূভাগের বহু সামন্তরাজ সহ (হরিবংশ) তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া চারিদিক হইতে যদুদের রাজধানী মথুরা অবরোধ করিলেন। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ ও বলরাম যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া অল্প-সংখ্যক যাদব সেনা লইয়া নগরীর বাহিরে জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলেন। সাতাশ দিন ক্রমাগত যুদ্ধে দুই পক্ষের বহু সৈন্যক্ষয়ের পর জরাসন্ধ ও বলরামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু অসাধারণ বীর্যবান ও রণকুশলী হইলেও জরাসন্ধের পরাজয় হইল, তাঁহার অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া তিনি অবশেষে মগধে পলাইয়া গেলেন। পরাজিত হইয়াও জরাসন্ধ কিন্তু নিরুৎসাহ

জরাসন্ধের পরাজয়

হইলেন না, অগণিত সৈন্য লইয়া আসিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে আঠার (সতের ?) বার যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, এবং প্রতি বারই পরাস্ত হইয়া নিজ নগরে পলায়ন করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিল। কালযবন নামে বীর্যমদোন্মত্ত এক রাজা এ পৃথিবীতে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার মত সমকক্ষ কাহাকেও পায় নাই। একদা কালযবন নারদকে পৃথিবীর বলবান নৃপতিদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ তাহার উত্তরে যাদব নরপতিদের বিষয় বলিলেন। যদুগণ তাহার সমকক্ষ জানিয়া কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করিল। একদিক হইতে জরাসন্ধের আক্রমণ ও আর এক দিক হইতে কালযবনের আক্রমণ, দুই দিক হইতে যদুদের মহা বিপদ উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তখন তাঁহার জ্ঞাতিদের রক্ষার্থ এক উপায় স্থির করিলেন। আনর্তদেশে (কাথিয়াবাড়ে) সমুদ্রের কূলে এবং রৈবতক পর্বতের সমীপে বার যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় এক আশ্চর্য নগর নির্মাণ করিলেন। তারপর যাহাতে কালযবন বা অপর কেহ জানিতে না পারে এরূপ ভাবে গোপনে তিনি মথুরা হইতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষদের সেই নগরে লইয়া গেলেন। তখন তিনি মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া বলরামের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, এবং বলরামকে মথুরায় প্রজাপালনের জন্য রাখিয়া তিনি একাকী নিরস্ত্র হইয়া পদব্রজে মথুরা হইতে বহির্গত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কালযবন তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া কর্তব্যজ্ঞানে নিজেও নিরস্ত্র হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইল। পলাইতে পলাইতে কৃষ্ণ এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কালযবনও সেই গুহার মধ্যে ঢুকিল, এবং দেখিল গুহার মধ্যে

কালযবনের মথুরা আক্রমণ

দ্বারকা নির্মাণ

কে একজন শুইয়া আছে। ঐ ব্যক্তিকে কৃষ্ণ মনে করিয়া এবং কৃষ্ণই এখন সাধু সাজিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন ভাবিয়া কালযবন তাহাকে লাথি মারিল। সেই নিদ্রিত পুরুষ চক্ষু মেলিয়া কালযবনকেই দেখিতে পাইলেন, এবং দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার দেহ হইতে উৎপন্ন আগুনে দগ্ধ হইয়া কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, গুহার মধ্যে ঐ নিদ্রিত পুরুষ ছিলেন মহাবীর রাজা মুচুকুন্দ, ভাগবত অনুসারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার পুত্র। পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে গিয়া অসুরগণকে জয় করিবার পর দীর্ঘদিনের অনিদ্রায় তিনি অতিশয় নিদ্রাতুর হন, এবং সেই জন্য দীর্ঘকাল যাহাতে নিদ্রা যাইতে পারেন এরূপ বর দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। বর দিয়া দেবতারা কহিলেন, তুমি নিদ্রিত হইলে পর যে ব্যক্তি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সে তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে উৎপন্ন আগুনে পুড়িয়া মরিবে। সেই কারণে কালযবন দগ্ধ হইল। তারপর মুচুকুন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্তব করিলেন, এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া উত্তরদিকে গমন করিয়া গন্ধমাদনে নর-নারায়ণের বাসস্থান বদরিকাশ্রমে হরির তপস্যা করিতে লাগিলেন।

মান্ধাতার পুত্র নিদ্রিত মুচুকুন্দ

যবন নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাহার ম্লেচ্ছ সেনা সংহার করিয়া তাহাদের যাবতীয় ধন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি নূতন নগরী দ্বারকায় লইয়া যাইতে লাগিলেন। ভাগবতে এমন সময় জরাসন্ধের আর একবার তেইশ অনীকিনী সৈন্য লইয়া মথুরা অভিযানের ও কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা হইতে দ্বারকায় পলায়নের কথা আছে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে তাহা নাই।

মথুরা হইতে দ্বারকায় গমন

পুরাণ ব্যতীত দর্পদলন নামে ক্ষেমেন্দ্রের রচিত একটি কাব্যে

এই কালযবন ও মুচুকুন্দের কথা আছে (৫, ১৬ ; নির্ণয়সাগর প্রেস সং, পৃঃ ১০৫)।

কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকার বা দ্বারাবতীর অবস্থান লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধতা আছে। কেহ কেহ গির্ণার পর্বত ও পৌরাণিক রৈবতক পর্বত অভিন্ন মনে করিয়া গির্ণারের পাদদেশে অবস্থিত জুনাগড়কে (প্রাচীন গিরিনগরকে) কৃষ্ণের দ্বারকা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সমুদ্র হইতে জুনাগড় অনেক (৬০ মাইল) দূরবর্তী বলিয়া কেহ কেহ এই মত অগ্রাহ্য করিয়া কাথিয়াবাড়ের দক্ষিণ কূলে প্রভাসপত্তনের ২২ মাইল পূর্বে অবস্থিত সমুদ্রের মধ্যবর্তী মূল-দ্বারকা নামে দ্বীপটিকে কৃষ্ণের দ্বারকা মনে করেন। কিন্তু মূল-দ্বারকার নিকটে এমন কোনও পর্বত নাই যাহাকে রৈবতক পর্বতের সহিত এক মনে করা যায়, এজন্য অনেকে আবার মূলদ্বারকার দাবীও অগ্রাহ্য করেন। কাহারও কাহারও মতে, কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমতম প্রান্তে সমুদ্রের কূলে আধুনিক দ্বারকাই প্রাচীন দ্বারকা, এবং এই মতের সমর্থনে দ্বারকার অনতিদূরে হালার নামক স্থানে বরদা বলিয়া পাহাড়টিকে রৈবতক বলিয়া নির্দেশ করেন। কেহ কেহ আবার পোরবন্দর ও সোমনাথের মধ্যবর্তী সমুদ্রকূলে মধপুর বা মধুপুরকেও দ্বারকা বলিয়া অনুমান করেন।

দ্বারকার অবস্থান

রুক্মিণী হরণ

ইতিপূর্বে একদা আনর্ত (কাথিয়াবাড়ের উত্তরার্ধ) দেশের অধিপতি রৈবত তাঁহার কন্যা রেবতীকে বলরামের হাতে সম্প্রদান করেন। এদিকে বিদর্ভ (বর্তমান বেরার) দেশের মধ্যে কুণ্ডিন নামে রাজ্যের রাজা ছিলেন ভীষ্মক। তাঁহার পুত্র রুক্মী ও কন্যা রুক্মিণী। এই রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কোন্ কোন্ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া বিবাহ হইয়াছিল তাহা লইয়া

কুণ্ডিন রাজ্যের রাজা ভীষ্মক

স্বভাবতঃই পুরাণে-পুরাণে ন্যূনাধিক মতবৈষম্য আছে। বিষ্ণু-পুরাণ অনুসারে, রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়া তাঁহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ তাঁহার পিতার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। কিন্তু রুক্মী ছিলেন ঘোর কৃষ্ণদ্বেষ্টা, তিনি কিছুতেই কৃষ্ণের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিতে দিবেন না। ভীষ্মক তখন জরাসন্ধের পরামর্শ অনুসারে রুক্মীর সহিত একবাক্য হইয়া চেদি দেশের রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপালকে রুক্মিণী প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর শিশুপালের হিতৈষী জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজারা বিবাহ উপলক্ষ্যে ভীষ্মকের পুরীতে আসিলেন।

চেদির শিশুপাল

কৃষ্ণও বলভদ্র-প্রমুখ বহু যাদব সহ বিবাহ দর্শন করিবার ছলে কুণ্ডিননগরে আসিলেন, এবং বিবাহের একদিন পূর্বে, বলরাম প্রভৃতির উপর ভবিষ্য যুদ্ধের ভার দিয়া, রুক্মিণীকে হরণ করিলেন। শিশুপালের পক্ষীয় রাজারা কৃষ্ণকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু বলরাম প্রভৃতির হস্তে পরাজিত হইলেন। রুক্মী তখনও দমিলেন না, "যুদ্ধে কৃষ্ণকে বধ না করিয়া আমি আর কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিব না", এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি কৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কৃষ্ণ রুক্মীর সৈন্যদিগকে হনন করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে ভূমিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন, এবং বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রুক্মিণীর কাতর প্রার্থনায় দয়াপরবশ হইয়া কৃষ্ণ রুক্মীকে ছাড়িয়া দিলেন। নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ না হওয়ায় রুক্মী আর কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিলেন না, ভোজকটক নামে এক নূতন পুর নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। আর, কৃষ্ণ রাক্ষস-বিধি অনুসারে প্রাপ্ত রুক্মিণীকে সম্যক্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন।

রুক্মীর পরাজয়

ভোজকটক প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণাপথের বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মককে কেন নিজের দুহিতার বিবাহ ব্যাপারে সুদূর মগধের রাজা জরাসন্ধের পরামর্শ গ্রহণ

করিতে হইয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণ হইতে তাহা বুঝা যায় না। ইহার উত্তর রহিয়াছে হরিবংশে। হরিবংশের রুক্মিণীহরণ উপাখ্যানটি স্পষ্টতঃ দুই স্বতন্ত্র হস্তের রচনা বলিয়া দুই স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত, এবং প্রথমাংশের সহিত দ্বিতীয়টির যোগসূত্র কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে কালযবনের উপাখ্যানটি দ্বারা। অর্থাৎ, এই দুই অংশের মধ্যে কালযবনের উপাখ্যানটি যেন একটি সংযোজক সেতু।

হরিবংশে রুক্মিণীহরণের দুই অংশ

প্রথমাংশের মূলকথা, কন্যার বিবাহের জন্য ভীষ্মক কর্তৃক কুণ্ডিনে এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন, এবং কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া অথবা কৃষ্ণের জন্যই সেই সভার পণ্ডত্ব। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হরিবংশে এক বিস্তৃত ঘটনাজাল গড়িয়া উঠিয়াছে। চরের মুখে রুক্মিণীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন শুনিয়া কৃষ্ণ উগ্রসেন ও বলরামকে মথুরায় (কারণ তখনও দ্বারাবতী নগরী গড়িয়া উঠে নাই) রাখিয়া এক মহতী যাদব সেনা লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে গেলেন, এবং সভায় সমবেত বহুসংখ্যক রাজাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক সঞ্চারের উদ্দেশ্যে মনে মনে গরুড়কে স্মরণ করিলেন। কৃষ্ণ ভীষ্মকের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া ভীষ্মকের আত্মীয় বা জ্ঞাতি কৈশিক নামে রাজার[১] ভবনে অবস্থান করিলেন। কৃষ্ণ ও গরুড়ের আগমনবার্তা জানিয়াই জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজারা, শূরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেন ও তাঁহার সহিত যুদ্ধে কাহারও রক্ষা নাই, চিন্তা করিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা এক আপত্তি উঠাইলেন, কৃষ্ণ ত আর রাজা নন, তবে এই সভায় আসিবার ও বসিবার তাঁহার অধিকার কই? সেই সময় রাজা কৈশিক ও

ভীষ্মকের জ্ঞাতি কৈশিক রাজা

কৃষ্ণের রাজ্যাভিষেক

১ ভীষ্মক কৈশিকের বংশে জন্মিয়াছিলেন,—ভীষ্মক কৈশিকস্য বংশে তু, বিষ্ণুপর্ব, ৫৯, ১২

তাঁহার ভ্রাতা ক্রথ তাঁহাদের রাজ্য কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে রাজেন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিলেন। সেই অভিষেক উপলক্ষ্যে ইন্দ্র স্বর্গ হইতে এক অপরূপ সিংহাসন এবং এক দূতমুখে তাঁহার আদেশবাণী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কৈশিক ও ইন্দ্রদূতের আহ্বানে স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজাদের মধ্যে জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাল্ব প্রভৃতি ও রুক্মী ব্যতীত আর সকলেই অভিষেক উৎসবে যোগদান করিতে গেলেন, ভীষ্মকও গেলেন। অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ না করায় শঙ্কাকুল ভীষ্মক কৃষ্ণকে কহিলেন, আমার পুত্রের বালস্বভাবের জন্যই আমার কন্যার এই স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। আমার ইহাতে মোটেই সম্মতি ছিল না। আমি চাই সর্বাংশে যিনি উপযুক্ত সেইরূপ বরের হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে। আপনি আমার পুত্রের বালভাবপ্রযুক্ত দুর্নীতি ক্ষমা করুন। কৃষ্ণ বলিলেন, আপনি কিছুই জানেন না, অথচ এত বড় স্বয়ম্বর মণ্ডপ তৈয়ারি হইল, এত এত রাজা নানা দেশ হইতে আসিলেন, তাহাদের যথাযোগ্যভাবে সম্মান ও পূজা করিয়া আতিথ্য প্রদান করিলেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবে আপনি আমার আগমন চাহেন নাই, এবং অপাত্র মনে করিয়া আমাকে আতিথ্যও দেখান নাই। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ উক্তি প্রত্যুক্তির ও ভীষ্মক কর্তৃক পুনশ্চ মার্জনা ভিক্ষার পর কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্, আপনার কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়াই আমি স্বয়ম্বর সভায় আসিয়াছিলাম। আমি আপনাকে গোপন কথা বলিয়া দিতেছি। আপনার কন্যা সাধারণ মানবী নন, তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, নারায়ণের পৃথিবীতে অবতরণের পর লক্ষ্মীও আপনার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আপনার প্রতি আমার কোনই বিদ্বেষ নাই। আপনি এই কন্যাকে স্বয়ম্বর প্রথায় বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ স্বয়ম্বর নিবারণ করিতে

ভীষ্মক ও শ্রীকৃষ্ণ

ইন্দ্র গরুড়কে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনি এখন যাহা উচিত মনে করেন, করুন। এই বলিয়া ভীষ্মক ও অন্যান্য রাজন্যদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কৃষ্ণ গরুড়কে লইয়া মথুরায় চলিয়া গেলেন। নরপতিগণ তখন আবার স্বয়ম্বর মণ্ডপে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভীষ্মক স্বয়ম্বর সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। অন্যান্য রাজারা যে যাঁহার দেশে চলিয়া গেলেন, কেবল জরাসন্ধ, শিশুপাল, শাম্ব, দন্তবক্র প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে আরও কিছুকাল থাকিয়া কালযবনকে দিয়া কৃষ্ণকে বধ করাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন। তারপর তাঁহারাও নিজের নিজের রাজ্যে চলিয়া গেলেন, এবং অন্যদিকে রুক্মিণী প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবেন না।

হরিবংশ ইহার পর কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কালযবনের যুদ্ধ, দ্বারাবতী নির্মাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া উপাখ্যানটির রুক্মিণী-হরণ নামে দ্বিতীয় অংশ বিবৃত করিয়াছেন। মুচুকুন্দের চক্ষু-নির্গত আগুনে কালযবনের মৃত্যুর পর জরাসন্ধ স্থির করিলেন, তাঁহার আশ্রিত ও চেদিরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ দিবেন। দিকে দিকে রাজাদের নিকট বিবাহের পত্র গেল, তাঁহারা বিদর্ভ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ-বলরামও নিমন্ত্রিত হইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে আসিলেন।

ইন্দ্র-মন্দির

বিবাহের দিন রুক্মিণী রাজকীয় সেনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া চতুরাশ্বযুত রথে গেলেন ইন্দ্রের মন্দিরে ইন্দ্রাণীর পূজা দিতে। যেমন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখনই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিলেন। বলরাম ও অন্যান্য বৃষ্ণিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করা স্থির করিলেন। ইন্দ্র-মন্দির হইতে রুক্মিণী বাহির হইয়া আসিবামাত্র কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিজের রথে উঠাইয়া রথ চালাইয়া দিলেন। কাহিনীর বাকী অংশ বিষ্ণুপুরাণের বিবরণের অনেকটা অনুরূপ।

হরিবংশের রুক্মিণী-বিবাহের প্রথমাংশ, অর্থাৎ রুক্মিণীর জন্য স্বয়ম্বর সভা, ক্রথ ও কৈশিক কর্তৃক কৃষ্ণের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি, বিষ্ণুপুরাণের মতই ভাগবত একেবারে বাদ দিয়াছেন।

ভাগবতের বিবরণ

দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ রুক্মিণী হরণ প্রসঙ্গে ভাগবতের বিবরণ হরিবংশের অপেক্ষা অনেক বেশী পল্লবিত। ভাগবতে ভীষ্মকের পাঁচ পুত্রের নাম আছে, রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। ভাগবত বলেন, গৃহে আগত লোকজনের মুখে কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও শৌর্যের কথা শুনিয়া রুক্মিণী পূর্ব হইতেই কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবতী ছিলেন। শিশুপালের সহিত বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে জানিয়া রুক্মিণী

ব্রাহ্মণকে দিয়া রুক্মিণীর পত্রপ্রেরণ

বিবাহের দুইদিন পূর্বে কোনও এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের হাতে এক পত্র দিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্রের সারাংশ এই,— আমি শিশুপালকে বিবাহ করিব না, আপনাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমাদের বংশের রীতি অনুসারে বিবাহের পূর্বদিনে আমাদের কুলদেব যাত্রা হইয়া থাকে, ঐ যাত্রায় নববধূকে নগরের বাহিরে অবস্থিত অম্বিকা (দুর্গা) মন্দিরে গিয়া পূজা দিতে হয়। আপনি কুণ্ডিন-নগরে গুপ্তভাবে আসুন, এবং ঐ সময় পূজা শেষ হইলেই আপনার সেনাপতিগণের সাহায্যে শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজাগণের সেনাদল পরাস্ত করিয়া আমাকে হরণ করিয়া রাক্ষস-বিধানে আমাকে বিবাহ করুন।

পত্র পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ একাকী ঐ ব্রাহ্মণের সহিত দ্রুতগামী রথে চড়িয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কুণ্ডিনপুরে আসিলেন। সেখানে শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহের সমস্ত আয়োজন সমাপ্তপ্রায়। বরের পিতা চেদিরাজ দমঘোষ শিশুপালকে লইয়া কুণ্ডিনপুরে আসিলেন। শিশুপালের পক্ষীয় রাজাদের মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিলই যে, বলরাম প্রভৃতি যদু বীরদের

সঙ্গে আসিয়া কৃষ্ণ কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা মন্ত্রণা করিলেন, সেক্ষেত্রে সকলে এক পক্ষ হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ওদিকে, কৃষ্ণের একাকী কন্যা হরণের জন্য গমন এবং বিপক্ষপক্ষের ঐরূপ উদ্যমের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিপদের আশঙ্কায় বলরাম ভ্রাতার রক্ষার জন্য মহতী সেনা লইয়া কুণ্ডিনে যাত্রা করিলেন। বিবাহের পূর্বদিন সূর্য উঠিয়া গেল, তবু না ঐ ব্রাহ্মণ, না কৃষ্ণ, কাহারও দর্শন না পাইয়া রুক্মিণী দারুণ উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ তাঁহার মঙ্গলসূচক বাম উরু, বাম বাহু ও বাম নেত্র স্পন্দিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া কুণ্ডিনে কৃষ্ণের উপস্থিতি রুক্মিণীকে জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দে রুক্মিণী ব্রাহ্মণকে নমস্কার, ও অনেক ধনসম্পত্তি দান করিলেন। ভীষ্মকও শুনিলেন, (বিনা নিমন্ত্রণেও) রাম-কৃষ্ণ বিবাহ দেখিতে কুণ্ডিনে আসিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার প্রভূত আনন্দ হইল, এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া তিনি যদুবীরদের বাসস্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়া যথাবিধি আতিথ্য করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন জানিয়া বিদর্ভনগরবাসীরাও অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা কৃষ্ণের সহিতই রুক্মিণীর বিবাহ হউক। যথাসময়ে রুক্মিণী বর্মাচ্ছাদিত ও উদ্যতাস্ত্র সৈনিকগণে রক্ষিতা ও সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে পদব্রজে অম্বিকামন্দিরে (ইন্দ্র-মন্দিরে ইন্দ্রাণীর পূজা নয়) অম্বিকার পূজা দিতে চলিলেন। সহস্র সহস্র বারবনিতা বিবিধ উপহার ও পূজাসামগ্রী এবং সু-অলঙ্কৃতা ব্রাহ্মণপত্নী মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, আভরণ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। দেবগৃহে উপস্থিত হইলে তথাকার বৃদ্ধা, বিধিজ্ঞা বিপ্রপত্নী রুক্মিণীকে শিব ও ভবানীর পূজা করাইলেন। রুক্মিণী অম্বিকার নিকট প্রার্থনা করিলেন, কৃষ্ণ আমার স্বামী হউন, তুমি ইহা অনুমোদন কর। যথাবিধি

অম্বিকা-মন্দির

পূজাশেষে অম্বিকার মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া রুক্মিণী যখন চলিতে লাগিলেন, বিবাহ উপলক্ষ্যে আগত বীরগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া মুগ্ধনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। রুক্মিণী রথে আরোহণ করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণ সকলের সমক্ষে তাঁহাকে তাঁহার নিজের রথে আরোহণ করাইলেন এবং রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইলেন। তারপর তিনি বলরামকে অগ্রে করিয়া অল্পে অল্পে চলিতে লাগিলেন। লজ্জায় ও অপমানে জরাসন্ধ প্রভৃতি তাঁহার মানী শত্রুগণের মাথা হেঁট হইল। তাঁহারা অবশ্য যুদ্ধ করিতে ছাড়িলেন না, কিন্তু বলরাম, গদ প্রভৃতি যাদববীরদের হস্তে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। রুক্মিণীহরণের সংবাদে কাতর ও শুষ্কবদন শিশুপালের নিকট গিয়া পলায়িত জরাসন্ধ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, আমি হেন জরাসন্ধ, আমিই তেইশ অনীকিনী সেনা লইয়া সতের আঠারবার যুদ্ধ করিয়া উহাদের কিছু করিতে পারি নাই, তুমি আর কি করিবে, বাড়ী যাও। শিশুপাল তাহাই করিলেন। তারপর রুক্মীর প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধ ও পরাজয়। শ্রীকৃষ্ণ খড়্গ লইয়া তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণী কৃষ্ণের পায়ে পড়িয়া ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু রুক্মীকে চৈল দিয়া বাঁধিয়া তাঁহার শ্মশ্রু ও কেশ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিয়া মুণ্ডন করিয়া দিলেন। বলরাম আসিয়া রুক্মীর এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন ও কৃষ্ণকে তিরস্কারের সুরে কহিলেন, তুমি ইহা অন্যায় করিয়াছ, বন্ধুর শ্মশ্রু-কেশ মুণ্ডন খুবই নিন্দনীয়। তারপর রুক্মিণীকে কহিলেন, মাতঃ, তুমি ভ্রাতার এই প্রকার বৈরূপ্য দেখিয়া আমাদের প্রতি দ্বেষ করিও না, পুরুষ আপন আপন কর্মফল ভোগ করে মাত্র। তাছাড়া, ক্ষত্রিয়দের দারুণ ধর্ম, এই ধর্মে ভ্রাতা ভ্রাতাকে

কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ

রুক্মীর লাঞ্ছনা

বিনষ্ট করে, ইত্যাদি। দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিধিবৎ বিবাহ করিলেন, সেই উপলক্ষ্যে বহু উৎসব হইল, যাদব-পক্ষীয় বহু রাজা আসিয়া বিবাহে যোগদান করিলেন, পুরবাসীদের মহা আনন্দ হইল।

রুক্মিণী বিবাহ

ভাগবতে তাহা হইলে রুক্মিণীহরণ উপাখ্যানে কয়েকটি নূতন কথা দেখা যায়। প্রথম, বিবাহের পূর্বে রুক্মিণী কিরূপে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন তাহার একটি কারণ নির্দেশ।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণের নিকট কোনও ব্রাহ্মণকে দিয়া রুক্মিণীর পত্র প্রেরণ, এবং কোথায় ও কখন কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন, পূর্বাহ্ণেই তাহার সঙ্কেত জ্ঞাপন।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের পূর্বে রুক্মিণী কর্তৃক ইন্দ্রাণীর পরিবর্তে অম্বিকার পূজা।

চতুর্থতঃ, রুক্মীর পরাজয়ের পর তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া ছাড়িয়া না দিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া তাঁহার কেশ-শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার লাঞ্ছনা।

কেশী ও ব্যোমবধ হইতে আরম্ভ করিয়া রুক্মিণীপরিণয় উপাখ্যানের পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণলীলায় সকল বাঙ্গালী কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাগণ ভাগবতকেই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রুক্মিণীহরণ প্রসঙ্গে আসিয়া তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। একদল হরিবংশ বা ভাগবত কোনটিকেই প্রত্যাখ্যান না করিয়া দুই পুরাণের সংমিশ্রণে কাহিনীটি সাজাইয়াছেন, আর এক দল শুধু ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রথম দলে মালাধর বসু (পৃঃ ২৫৬-২৭৬), মাধবাচার্য (পৃঃ ১৭৪-১৯৪) ও দুঃখী শ্যামদাস (পৃঃ ১৮২-১৯০)। ইঁহাদের কাহিনীতে রুক্মিণীর প্রথম স্বয়ম্বর সভা পণ্ড হইয়া যাওয়ার কথা নাই, একই স্বয়ম্বর সভায় রুক্মী ও জরাসন্ধের প্রস্তাবে শিশুপালের সহিত বিবাহ স্থির হইলে, রুক্মিণী কৃষ্ণের নিকট ব্রাহ্মণকে দৌত্যে প্রেরণ করেন,

কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যের বিবরণ

ও কৃষ্ণ আসিলে তখন ক্রথ ও কৈশিক কর্তৃক তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়, এবং তারপর অম্বিকা মন্দির হইতে রুক্মিণী হরণ, বিপক্ষীয় রাজাদের ও রুক্মীর পরাজয়, রুক্মীর লাঞ্ছনা ও দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহের কথা। দ্বিতীয় দলে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য (পৃঃ ২৯৭-৩০৪), কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস (পৃঃ ৬১-৬৫), কৃষ্ণদাস (পৃঃ ২৫৪-২৬৬), পরশুরাম (পৃঃ ৪১৭-৪২৮) প্রভৃতি।

পরশুরামের রুক্মিণী হরণ বর্ণনা।

সকল বাঙ্গালী কবিই বলেন, ভীষ্মক কৃষ্ণকে জামাতা করিতে উৎসুক ছিলেন, পরশুরাম আরও একটু অগ্রসর হইয়া ভীষ্মক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণপরায়ণ রাজা কৃষ্ণপদমতি, নিরন্তর জপে রাজা কৃষ্ণগুণ গাথা"। ভাগবতে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণী জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; পদ্মপুরাণে তিনি পুরোহিত সুত বিপ্র ; প্রায় সকল বাঙ্গালী কবিই বলেন, তিনি ভীষ্মকের কুলের ব্রাহ্মণ বা কুলপুরোহিত ; পরশুরাম বলিয়াছেন, তিনি এক "পরম আপ্ত ব্রাহ্মন" (পৃঃ ৪১৯)। একথাটি পরশুরাম সম্ভবতঃ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (১০৫, ১৮) হইতে লইয়াছেন, কারণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে রুক্মিণী বিবাহের পূর্বে শতানন্দ নামক ভীষ্মকের যে কুলপুরোহিতকে দিয়া কৃষ্ণের গুণগান করান হইয়াছে, তাঁহাকে "আপ্তঃ প্রতপ্তা বিজ্ঞশ্চ" বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। অসমীয়া শঙ্করদেব তাঁহার রুক্মিণীহরণনাট নামে একাঙ্ক নাটিকায় এই ব্রাহ্মণের নামকরণ করিয়াছেন বেদনিধি[১]।

বাঙ্গালী কবিগণ বলেন, রুক্মীর মস্তক ও দাড়ি মুণ্ডন করিয়া যখন কৃষ্ণ তাঁহাকে রথের চাকায় বা অশ্বের পুচ্ছে বাঁধিয়া রাখিলেন, অথবা বাঁধিয়া রথে উঠাইলেন, তখন বলরাম তাহা দেখিয়া নিরীহ সাজিয়া ঈষৎ হাস্যে প্রশ্ন করিলেন, এটি কে ? কি

১ অঙ্কীয়ানাট, রুক্মিণীহরণ নাট, পৃঃ ১৬

অপরাধ করিয়াছে? মস্তকমুণ্ডন মরণের অধিক লজ্জা, ইহাকে সেই অপমান কেন করিলে? কৃষ্ণ সেইরূপ হাসিয়া উত্তর দিলেন, ইহা নববধূর ভ্রাতার সহিত কিঞ্চিৎ পরিহাস মাত্র, ইহাতে দোষ নাই। পরশুরাম বলেন, রুক্মীর শুধু চুল-দাড়িই কামাইয়া দেওয়া হয় নাই, তাহার একগালে চূণ ও আরেক গালে কালিও মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অসমীয়া শঙ্করদেব রুক্মিণীহরণনাটেও খড়্গ দিয়া রুক্মীর কেশমুণ্ডন ও তাহার দাড়ি, গুম্ফ, চক্ষু ও ভ্রূ উপড়াইয়া ফেলার পর মুখে চূণ কালি ঘসিয়া দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু শঙ্করদেবের বর্ণনায় নূতন কুটুম্বের সহিত তরল পরিহাসটুকুর কোন সুর নাই, কারণ তারপরেই তিনি বলেন, কৃষ্ণ রুক্মীকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলেন, রুক্মী মৃতশবের মত মাটিতে পড়িয়া রহিল, আর লোক সব বলিতে লাগিল কৃষ্ণনিন্দুক পাপীর এই দশাই হইয়া থাকে!

কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যে পরিহাসের সুর

শঙ্করদেবের বর্ণনা

কৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর দ্বারকায় গিয়া যে বিবাহ হইল, কোনও কোনও বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া তাহাতে বাঙ্গালা দেশের সমসময়ের স্ত্রী-আচার ও বৈবাহিক বিবিধ অনুষ্ঠানের এক সুন্দর আলেখ্য রহিয়াছে। পরশুরাম এই চিত্র অঙ্কণে বিরত হইয়াছেন, তিনি শুধু ভাগবত অনুযায়ী, কিন্তু অতি সংক্ষেপে, ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

সম্বর বধ

কালক্রমে রুক্মিণীর একটি পুত্র হইল, তাহার নাম প্রদ্যুম্ন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, উহার জন্মের ষষ্ঠ দিনে সম্বর নামে এক অসুর ঐ শিশু তাহার হন্তা হইবে ইহা জানিতে পারিয়া, সূতিকাগৃহ হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া লবণ সমুদ্রে ফেলিয়া

সম্বর অসুরের প্রদ্যুম্ন হরণ

দেয়, আর একটি বৃহৎ মৎস্য সেই বালককে গিলিয়া ফেলে। কিছুদিন পরে ধীবরের জালে সেই মৎস্য ধরা পড়িল, তাহারা মৎস্যটি লইয়া গেল সম্বরের বাটীতে। সম্বরের পত্নী না হইলেও পত্নীচ্ছলে তাহার ভবনে বাস করিতেন মায়াবতী নাম্নী এক

মায়াবতী

কামিনী, তিনি সম্বরের রন্ধনশালার পাচকদের তত্ত্বাবধান করিতেন। রন্ধনশালায় সেই মৎস্যের জঠর ছেদন করা হইলে পর মায়াবতী দেখিলেন উহার জঠরে সুন্দরাকৃতি এক কুমার বিরাজ করিতেছে। কৌতুকাবিষ্টা মায়াবতীর নিকট তখন নারদ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, সরস্বতী) আসিয়া কহিলেন, এই শিশু কৃষ্ণের পুত্র, ইহাকে সম্বর হরণ করিয়া আনিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ইনি মৎস্য জঠরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। এখন ইনি তোমার অধীন হইলেন, তুমি ইহাকে পরিপালন কর। মায়াবতী সেই হইতে শিশুটিকে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু যখন বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন, মায়াবতী তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সেই অনুরাগবশতঃ তাঁহাকে সর্বপ্রকার মায়াবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

সম্বরবধ উপাখ্যানের এই অংশের আরও প্রাচীন রূপ রহিয়াছে হরিবংশে। হরিবংশের এই অধ্যায় রচনাকালে লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ, মৎস্যের জঠর, নারদের বাণী প্রভৃতি

হরিবংশের বিবরণ

প্রসঙ্গগুলি কল্পিতও হয় নাই। ইহাতে শুধু আছে, জন্মের সপ্তম রাত্রিতে প্রদ্যুম্নকে কাল-সম্বর আসিয়া সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বিদিত থাকিলেও সেই দানবকে নিগৃহীত করেন নাই। সম্বর শিশুকে লইয়া গিয়া তাহার রূপগুণান্বিতা, অনপত্যা, ভার্যা মায়াবতীকে দেন, মায়াবতী শিশুকে দেখিয়াই বুঝিতে পারেন যে, এটি তাঁহার পূর্বজন্মের স্বামী কামদেব। তখন মায়াবতী শিশুকে স্তন্যদানের

জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন, এবং শিশুর শীঘ্র বৃদ্ধির জন্য নিজে রসায়ন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মায়াবতী শিশুকে তাহার শৈশব হইতে স্বামীর মত অনুরাগেই দেখিতেন, এবং শিশুও ক্রমশঃ যৌবনস্থ হইলেন।

সম্বরবধ উপাখ্যানের দ্বিতীয় স্তর আছে অগ্নিপুরাণে (১২, ৩৬-৪০)। ইহাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ ও মৎস্যের উদর আছে, কিন্তু নারদের বাণী নাই। অগ্নিপুরাণ অনুসারেও প্রদ্যুম্নের জন্মের ষষ্ঠ দিনে সম্বর তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল।

এই কাহিনীর পরবর্তী স্তর দেখা যায় বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে মায়াবতীকে তাঁহার প্রতি মাতৃভাব ত্যাগ করিয়া পত্নীভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মায়াবতী কহিলেন, তুমি আমার পুত্র নও, কৃষ্ণের ও রুক্মিণীর পুত্র, সম্বর তোমাকে হরণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। আমি তোমাকে মৎস্যের উদরে পাইয়াছি, তোমার জননী আজিও তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। ইহা শুনিয়া সেই মহাবল যুবক সম্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন, এবং মায়াবতীর প্রদত্ত মায়াবিদ্যার প্রয়োগে সম্বর ও তাহার সেনাদলকে নিহত করিলেন। প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতী তখন গগন-মার্গে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গেলেন। সেখানে রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহাদের প্রথমটা চিনিতে পারেন নাই, উঁহারা কে হইতে পারেন তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ ও নারদ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়া দিলেন, ইনিই রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন, আর ইনি কামের পত্নী রতি, সম্বরের গৃহে থাকিলেও তাহার পত্নী নহেন। পূর্বে কামদেব শিবের ক্রোধানলে দগ্ধ হইলে পর, পুনর্বার তাহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় কাম-পত্নী রতি মায়ারূপে সম্বরকে মোহিত করিয়া রাখেন, আর সেই কাম

সম্বর বধ

প্রদ্যুম্ন কামদেব, মায়াবতী রতি

দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত (বাসুদেব-কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া) রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব সেই কামই রুক্মিণীর অপহৃত পুত্র প্রদ্যুম্ন, আর মায়াবতী তাঁহারই পত্নী রতি। তখন পুত্রের সহিত রুক্মিণী পুনরায় মিলিতা হইলেন, সেই নবদম্পতীকে অতীব আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া তিনি ঘরে লইয়া গেলেন, আর দ্বারকাবাসীরা সকলেই প্রদ্যুম্নের পুনরাগমনে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

সম্বর-বধ উপাখ্যানে ভাগবত বিষ্ণুপুরাণকেই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ যেখানে বলিয়াছেন সম্বর ছয় দিবস বয়স্ক প্রদ্যুম্নকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল,

ভাগবতের বিবরণ

ভাগবত সেখানে বলেন ঐ অসুর প্রদ্যুম্নকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককালে হরণ করিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, এক সপ্তাহ অতীত হইলে (সমতীতে চ সপ্তাহে, ৪, ১১২, ১১)। কিন্তু একটি মৎস্য কর্তৃক গিলিত হইবার পক্ষে বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত বয়সই অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাভাবিক ও সঙ্গত। বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে মাধবাচার্য (পৃঃ ১৯৫), কৃষ্ণদাস (পৃ ২৬৭), পরশুরাম প্রভৃতি বলিয়াছেন, দশ দিবসের কালে,

বাঙ্গালী কবিদের বিবরণ

অথবা দশ দিনের ভিতরে প্রদ্যুম্ন অপহৃত হইয়াছিলেন। আবার মালাধর বসু, দুঃখী শ্যামদাস প্রভৃতি কেহ কেহ ভাগবতের বিবরণকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া বয়সের উল্লেখ করিতে বিরত হইয়াছেন। ভাগবতের মতে, মৎস্যের উদরে বালককে দেখিয়া মায়াবতী বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়াছিলেন, সেই সময়েই নারদ আসিয়া মায়াবতীকে বালকের পূর্বজন্মের পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং রতি-মায়াবতী তখন হইতেই জানিতেন এই বালকই তাঁহার স্বামী কামদেব। বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যে এ বিষয়ে ভাগবতের বিবরণই অনুসৃত হইয়াছে।

স্যমন্তক মণি হরণ

এই উপাখ্যান হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ বা অগ্নিপুরাণে নাই, মৎস্য (৪৫ অধ্যায়), পদ্ম (উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) ও ব্রহ্মবৈবর্ত (৪, ১২২) এই তিন পুরাণে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত ও ভাগবতে (১০, ৫৭) একটি অতি বিস্তৃত বিবরণ আছে। একদা শ্রীকৃষ্ণের নামে এই মণিটি চুরি করার একটা মিথ্যা অপবাদ রটে, পরে তিনি ঐ অপবাদ ক্ষালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র উপাখ্যানটি রচিত হইলেও এই মণিটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মৎস্য, পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত অনুসারে জাম্ববতী নাম্নী অপর এক, ও ভাগবত অনুসারে জাম্ববতী ও সত্যভামা- নাম্নী অপর দুই, কন্যার সহিত কিরূপে কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার এক কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পুরাণ ছাড়া, জাম্ববতীর সহিত কৃষ্ণের পরিণয়ের আখ্যান অবলম্বনে প্রাচীনকালে পাণিনি নামে এক কবি জাম্ববতী-বিজয় নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন[১]। এই পাণিনি অবশ্যই অষ্টাধ্যায়ী প্রণেতা বৈয়াকরণ পাণিনির বহু পরের কবি।

মৎস্যপুরাণে আছে, বৃষ্ণি বংশীয় নিম্নের দুই পুত্র, প্রসেন ও শক্তিসেন। স্যমন্তক নামে প্রসেনের একটি অনুত্তম মণিরত্ন ছিল, তিনি ঐ মণি হৃদয়ে ধারণ করিতেন। কৃষ্ণ বহুবার তাঁহার নিকট ঐ মণি প্রার্থনা করিয়াও পান নাই, কিন্তু ক্ষমতা থাকিলেও তিনি কদাপি উহা হরণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। একদিন প্রসেন ঐ মণিভূষিত হইয়াই মৃগয়াযাত্রা করিয়া এক হিংস্রজন্তু-পূরিত গর্তমধ্যে হিংস্র জন্তুর শব্দ শ্রবণ করেন। তখন তিনি ঐ বিলে প্রবেশ করিয়া জাম্ববান নামে এক ভল্লুকরাজকে দেখিতে পাইলেন। ভল্লুক তাঁহাকে আক্রমণ

মৎস্যপুরাণে প্রসেনের উপাখ্যান

১ *Classical Sanskrit Literature*, Keith, 1923, p. 126; *J. R. A. S.*, 1891, pp. 311-16.

করিয়া মারিয়া ফেলিল, আর তাঁহার মণিটিও আত্মসাৎ করিল। প্রসেন অগোচরে নিহত হওয়ায় সকলেরই মনে সন্দেহ হইল, এবং প্রকাশ্যে বলাবলিও হইতে লাগিল, কৃষ্ণই মণির লোভে প্রসেনকে হত্যা করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন। এই মিথ্যা রটনায় দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণ বলিলেন, আমি এই মণিচোরকে নিশ্চয়ই হত্যা করিব। ইহার দীর্ঘদিন পর কৃষ্ণও একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া সেই বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং খড়্গহস্তে সেই বিলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভল্লুকরাজকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু জাম্ববান বৈষ্ণবোচিত কর্ম দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল, এবং কহিল, আমি আপনার চক্রপ্রহারে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, আর আমার কন্যারত্ন জাম্ববতীকে ও প্রসেনের নিকট যে মণিরত্ন আমি পাইয়াছি তাহাও আপনি গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ তাহাই করিলেন এবং পরে ঐ মণিরত্ন সাত্বত-সভায় সত্রাজিতকে প্রদান করিয়া নিজের মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিলেন।

এইরূপ একটি ছোট কাহিনীকে বাড়াইয়া ফেনাইয়া ভাগবত একটি ঘটনাবহুল দীর্ঘ উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন। সত্রাজিৎ নামে জনৈক রাজা (কোথাকার রাজা তাহা অনুক্ত) ছিলেন

ভাগবতে সত্রাজিতের স্যমন্তক

সূর্যদেবের পরম ভক্ত ও মিত্র। সূর্য প্রীত হইয়া সত্রাজিতকে স্যমন্তক নামে সূর্যেরই মত প্রদীপ্ত একটি মণি দান করেন। সেই মণি গলায় পরিয়া সত্রাজিৎ দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মণি হইতে এমন তেজ বাহির হইতেছিল যে লোকজনের দৃষ্টি নষ্ট হইতে লাগিল। লোকে ভাবিল, সূর্য নিজেই বুঝি লোকের দৃষ্টি হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দ্বারকায় আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বাড়ীতে পাশা খেলিতে-ছিলেন, তাহারা সভয়ে দৌড়াইয়া গিয়া কৃষ্ণকে সূর্যের আগমন সংবাদ নিবেদন করিল। কৃষ্ণ হাসিয়া কহিলেন, না, সূর্য নন, রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণির কিরণে এমন দীপ্যমান হইয়াছেন।

মণিটির আবার এমনই গুণ ছিল যে, প্রতিদিন উহা আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিত, আর উহা পূজিত হইয়া যে স্থানে থাকিত সে দেশে লোকের অশুভ কিছু থাকিত না,—না দুর্ভিক্ষ, না অকালমৃত্যু, না সর্পভয়, না ব্যাধি, না মহামারী। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ একদিন যদুরাজ উগ্রসেনের নিমিত্ত সত্রাজিতের নিকট ঐ মণিটি চাহিলেন, কিন্তু সত্রাজিৎ দিতে অস্বীকার করিলেন। সত্রাজিতের এক ভ্রাতা ছিলেন প্রসেনজিৎ (মৎস্যপুরাণের মতে, বৃষ্ণিবংশীয় এই দুই ভ্রাতার নাম প্রসেন ও শক্তিসেন, এবং মণির অধিকারী ছিলেন প্রসেন)। একদিন প্রসেনজিৎ ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে এক বনে মৃগয়া করিতে গেলেন। সেখানে এক সিংহ অশ্বসহ তাঁহাকে নিহত করিয়া মণিটি লইয়া এক পর্বতে চলিয়া গেল। মণিটির প্রতি লোভ ছিল ভল্লুকরাজ জাম্ববানেরও, তিনি আবার সিংহকে মারিয়া মণিটি আত্মসাৎ করিলেন, এবং ভূগর্ভে গিয়া নিজের সন্তানের ক্রীড়া সামগ্রী করিয়া দিলেন। এদিকে প্রসেনজিৎকে বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে না দেখিয়া সত্রাজিৎ কহিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়াছেন ; অন্যান্য লোকও এইরূপ কথাই বলাবলি করিতে লাগিল। কথাটা ক্রমশঃ কৃষ্ণের কানে গেল, কৃষ্ণ তাঁহার নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক মার্জন করিবার জন্য দ্বারকায় নাগরিকদের সঙ্গে প্রসেনের পদবী অনুসরণ করিয়া সেই বনে গেলেন। বনে ইতস্ততঃ খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি সিংহ কর্তৃক নিহত প্রসেনের এবং জাম্ববান কর্তৃক নিহত সিংহের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, এবং ভল্লুকরাজের ভয়ানক গহ্বরও তাঁহার নয়নগোচর হইল। সঙ্গের লোকজনকে বাহিরে রাখিয়া তিনি একাকী সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে বা রসাতল-পুরীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যে বালক ঐ মণিটি লইয়া খেলা করিতেছিল, কৃষ্ণ তাহার নিকট দাঁড়াইলেন মণি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শিশুর ধাত্রী ঐ স্থানে ঐ অপূর্ব

প্রসেনজিৎ

মানুষটিকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল, চীৎকার শুনিয়া জাম্ববান সে স্থানে ছুটিয়া আসিলেন। তখন জাম্ববান ও কৃষ্ণ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে আঠাশ দিন ধরিয়া যুদ্ধের পর জাম্ববান কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং তখন শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণ-পুরুষ, সর্বশক্তিমান শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্তব করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মণি আমার চাই-ই, আমি উহার দ্বারা আমার মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করিব। জাম্ববান তখন শুধু মণি নয়, সেই সঙ্গে নিজের কন্যা জাম্ববতীকেও কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এদিকে দ্বারকার নাগরিকগণ পাতাল-প্রবিষ্ট কৃষ্ণের জন্য বার দিন গহ্বরমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল, তথাপি তাঁহাকে বাহিরে আসিতে না দেখিয়া দুঃখিত মনে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে কৃষ্ণ ভূগর্ভ হইতে নির্গত হন নাই শুনিয়া দেবকী, বসুদেব, রুক্মিণী, সুহৃদ ও জ্ঞাতিগণ সকলেই শোক করিতে লাগিলেন, এবং সত্রাজিৎকে অভিশাপ করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা কৃষ্ণকে ফিরিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গার পূজা করিতে লাগিলেন। পূজাশেষে দেবী যেমন তাঁহাদের আশীর্বাদ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ কার্য সাধন করিয়া পত্নী জাম্ববতীর সহিত উপস্থিত হইলেন। সকলেই অতি আনন্দ লাভ করিলেন। কৃষ্ণ তখন সকলের সমক্ষে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিলেন, এবং যেরূপভাবে মণি উদ্ধার করিয়াছেন সে সমস্তই বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে মণি অর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হইয়া অবনত মুখে রত্ন গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিজের অপরাধে তপ্ত হইতে হইতে বাড়ী গেলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন, রত্নটি সহ নিজের কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার

জাম্ববান ও কৃষ্ণের যুদ্ধ

জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতী বিবাহ

সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামা বিবাহ

অপরাধের শাস্তি করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু মণিটি তিনি সত্রাজিৎকে ফেরৎ দিয়া কহিলেন, আপনি সূর্যের ভক্ত, এই মণি আপনারই থাকুক, আমরা ইহার ফলভোগী হইব।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ বলরাম সহ কুরুপ্রদেশে কৌরবদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। এই অবসরে অক্রূর ও কৃতবর্মা শতধন্বকে প্ররোচিত করিলেন সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া মণিটি লইয়া আসিতে। লোভে পড়িয়া শতধন্ব নিদ্রিত সত্রাজিতের প্রাণ সংহার করিয়া মণি লইয়া প্রস্থান করিল। সত্রাজিতের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সত্যভামাও পিতার হত্যাকাণ্ডে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি তৈলের দ্রোণীর বা কুণ্ডের মধ্যে মৃত পিতার শব রক্ষা করিয়া স্বামীকে সংবাদ দিবার জন্য হস্তিনাপুরে গেলেন। কৃষ্ণ শুনিয়া হস্তিনা হইতে দ্বারকায় আসিলেন। তাঁহার আগমন বার্তা পাইয়াই শতধনু প্রাণের ভয়ে কৃতবর্মার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কৃতবর্মা তাহার অনুনয় প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, রাম-কৃষ্ণ ঈশ্বর, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে কোনই সাহায্য করিতে পারিব না। তখন শতধনু অক্রূরের নিকট গেল। অক্রূরও ঠিক ঐরূপ কথায় শতধন্বকে তাড়াইয়া দিলেন। যাওয়ার সময় শতধনু অক্রূরের নিকট স্যমন্তক দিয়া, অথবা অক্রূরের গায়ে উহা নিক্ষেপ করিয়া অশ্বারোহণে পলাইতে লাগিল। পলাইতে পলাইতে একেবারে সুদূর মিথিলার (উত্তর-বিহারের) এক উপবন পার হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিলেন, এবং চক্র দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার বস্ত্রের মধ্যে মণিটি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।[১] বলরামও কৃষ্ণের সহিত আসিয়াছিলেন, তিনি সেখান হইতে মিথিলার রাজা জনকের

শতধন্ব কর্তৃক সত্রাজিৎ বধ

শতধন্ব বধ

আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেখানে কয়েক বৎসর অবস্থান করিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে কৌরব-বংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র সুযোধনকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা দিলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। শতধনুর নিধনবার্তা শুনিয়া শতধনুর প্ররোচক অক্রূর ও কৃতবর্মা দ্বারকা ছাড়িয়া পলাইলেন। অক্রূরের দ্বারকাত্যাগের পর দ্বারকাবাসী-দের শারীরিক, মানসিক, দৈবিক ও ভৌতিক নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, ইহা অক্রূরের দ্বারকাত্যাগের জন্য নয়, অক্রূরের সহিত দ্বারকা হইতে মণি অপসরণের জন্য। কৃষ্ণ তখন অক্রূরকে দ্বারকায় ডাকাইয়া আনাইয়া মিষ্টকথায় কহিলেন, মণি যে শতধনু তোমাকে দিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি। মণি তোমারই থাকুক, কিন্তু মণি বিষয়ে আমার অগ্রজও আমাকে বিশ্বাস করিতেছেন না। অতএব তুমি তাহা অন্ততঃ একবার আমাকে দেখাইয়া বন্ধুদের শান্তিবিধান কর। অক্রূর মণিটি কৃষ্ণের হাতে দিলেন, কৃষ্ণ জ্ঞাতিদিগকে সেই মণি দেখাইয়া মণিহরণরূপ আত্মকলঙ্ক ক্ষালন করিয়া পুনরায় মণিটি অক্রূরকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

বলরামের মিথিলায় অবস্থান

অক্রূরের মণি প্রদান ও কৃষ্ণের কলঙ্ক ক্ষালন

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই উপাখ্যানের বিস্তৃতি মৎস্য পুরাণের উপাখ্যানের মতই, অর্থাৎ এই দুই পুরাণে জাম্ববতীর বিবাহোত্তর প্রসঙ্গগুলি নাই। কিন্তু উভয় পুরাণে ভাগবতের মতই স্যমন্তকের আদি অধিকারীর নাম সত্রাজিৎ ও তাঁহার ভ্রাতার নাম প্রসেন। তাছাড়া, ভাগবতের মতই উভয় পুরাণে স্যমন্তকের প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসবের, সিংহের ও জাম্ববান-পুত্র সহ ধাত্রীর প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তে কৃষ্ণের সহিত জাম্ব-বানের যুদ্ধ প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে, জাম্ববান কৃষ্ণকে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণ অনুসারে, জাম্ববানের সহিত কৃষ্ণের দশ রাত্রি ধরিয়া নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

স্যমন্তক মণি-হরণ উপাখ্যানে বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্য ভাগবতকে অনুসরণ করিলেও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কিছু নূতনত্বের আভাষ রহিয়াছে। মণি উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিলে বা রসাতলে প্রবেশ করিলে, সুরঙ্গমুখে দ্বারকা-বাসীরা বার দিন কৃষ্ণের অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন কৃষ্ণ আসিলেন না, মালাধরের বর্ণনায়, তখন তাহারা কৃষ্ণকে নিশ্চিত মৃত মনে করিয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। সেই নিদারুণ বার্তা শুনিয়া দৈবকী হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। রুক্মিণীও তাহা শুনিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার বাম উরু স্পন্দিত হইল, এই শুভ লক্ষণে তিনি শাশুড়ীকে আর কাঁদিতে মানা করিয়া কহিলেন, তোমার পুত্র মরেন নাই,—

বাঙ্গালী কবিদের অভিনবত্ব

সিথার সিন্দুর মোর আছএ উজ্জল।
কণ্ঠের হার কেজুর কর্ন্নের কুণ্ডল॥
দুই বাহু সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুশলে আছএ তথা প্রভু দামুদরে॥ (পৃঃ ২৯৫)

বলিয়া দেবকীকে লইয়া চণ্ডিকা-ভবানীর পূজা করিলেন। ওদিকে রাজা উগ্রসেন বসুদেবকে আনাইয়া শাস্ত্রের বিধানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধশান্তি করাইয়া সমুদ্রের কূলে গিয়া সমুদ্রের জলে দশ পিণ্ডদান ও তর্পণ করাইলেন, সেই পিণ্ডের বলে কৃষ্ণের বল বাড়িল, এবং তাহাতেই তিনি ভল্লুকরাজকে পরাজিত করিলেন। এই নূতনত্বটি সেই সময়কার বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে জনশ্রুতি, বা কোনও গ্রন্থ হইতে মালাধর কর্তৃক লব্ধ, অথবা তাঁহার স্বকল্পিত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু যাহাই হোক্ উপাখ্যানের মধ্যে এই নাটকীয় বর্ণনাটি কাহিনীর আদি রূপের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রভাব দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে যত্র তত্র দেখা যায়, এই

উপাখ্যানেও রহিয়াছে। দুঃখী শ্যামদাস এই কাহিনীটি স্পষ্টতঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন (পৃঃ ১৯৬-১৯৭), কেবল কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান পিতা বসুদেবকে দিয়া না করাইয়া পুত্র কামদেব-প্রদ্যুম্নকে দিয়া করাইয়াছেন। পরশুরামও, অবশ্যই মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রভাবে, রুক্মিণীর মুখে বলাইয়াছেন,

না কান্দ না কান্দ আর অমঙ্গল নাহি তার
কুশলে আছেন ভগবান।
নাচে মোর বাম আখি সব সুমঙ্গল দেখি
ভূজে সঙ্খ দেখি দিপ্তমান॥
ললাটে সিন্দুর মোর অধিক করিছে ওর
কদাচ নাহিক অলক্ষন। (পৃঃ ৪৩৬)

কিন্তু তিনি শ্রাদ্ধ পিণ্ডের উল্লেখ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় যখন চণ্ডিকা পূজা সমাপ্ত হইল, ঠিক তখন কৃষ্ণও দ্বারকায় আসিয়া দর্শন দিলেন, অর্থাৎ যেন মাতা ও পত্নীর শক্তিতেই তিনি জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে নূতন বল পাইয়া জয়ী হইয়াছিলেন। অন্যান্য মুদ্রিত কৃষ্ণমঙ্গলে দেবকীর প্রতি রুক্মিণীর "আমার সিঁথির সিন্দূর এত উজ্জ্বল, আমার হাতের শাঁখা এত দীপ্ত, তবে কি করিয়া আমার বৈধব্য ঘটিতে পারে?" —গাঢ়তম বিশ্বাসের এই জ্বলন্ত উক্তির সহিত প্রসঙ্গটি নাই।

ভাগবতের দেবকী-রুক্মিণী পূজিতা চন্দ্রভাগা নাম্নী দুর্গাকে বাঙ্গালার চণ্ডিকায় রূপান্তরিত করিতে বাঙ্গালী কবিদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। তাছাড়া, মালাধর বসু, কৃষ্ণদাস, শ্যামদাস ও পরশুরাম কৃষ্ণের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটি সংস্কারগত কারণও দেখাইয়াছেন,—কৃষ্ণ কোনও এক ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথিতে নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলেন বলিয়াই এত কাণ্ড ঘটিয়াছিল।

নষ্টচন্দ্র দর্শনে কৃষ্ণের কলঙ্করটনা

কারণটি ইঁহাদের আবিষ্কৃত নয়, মালাধর খুব সম্ভব কারণটি পাইয়াছেন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (৪, ১২২, ৩-১২) হইতে, এবং

অন্যান্যেরা হয় ঐ পুরাণ না হয় মালাধরের গ্রন্থ হইতে। পদ্ম-পুরাণেও এইরূপ কথা আছে,[১] কিন্তু বাঙ্গালাদেশে পদ্মপুরাণ অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রচলন বেশী।

শতধন্ব নিধনের পর বলরাম কেন সহসা জনকরাজার নিকট চলিয়া গেলেন, ভাগবতে তাহার কারণ নির্দেশ নাই। কিন্তু পরশুরাম ভাগবতের এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া বলেন, শতধন্বর মৃত্যুর পর বলরামের মনে সন্দেহ হইল, শতধন্বর বস্ত্রের মধ্যে মণি পাইয়াও কৃষ্ণ উহা আমাকে দেখাইল না, নিজের স্ত্রী সত্যভামার জন্য মণিটি লুকাইয়া রাখিল। এই সন্দেহ-পীড়িত হইয়া অভিমানে বলরাম কৃষ্ণের সহিত দ্বারকায় না ফিরিয়া জনকের রাজসভায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ

রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত কৃষ্ণের আরও পাঁচজন পত্নী ছিলেন,—(১) সূর্যের কন্যা কালিন্দী, (২) বিন্দ ও অরবিন্দ নামে অবন্তীর দুই রাজার ভগিনী মিত্রবৃন্দা, (৩) কোশল-(উত্তর প্রদেশ) রাজ নগ্নজিতের কন্যা নাগ্নজিতী, যাঁহার নামান্তর সত্যা, (৪) বসুদেবের ভগিনী ও নিজের পিসিমা শ্রুতকীর্তির কেকয় (পাঞ্জাব) দেশজা কন্যা ভদ্রা, এবং (৫) মদ্র (মধ্যপাঞ্জাব) দেশের রাজকন্যা লক্ষণা। ইঁহারাই বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের অষ্টমহিষী বলিয়া খ্যাতা।

বিষ্ণুপুরাণ এই আটজনের সকলের নাম দেন নাই, শুধু বলিয়াছেন (৪,১৮,১৯) যে, তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, জালহাসিনী প্রভৃতি আটটি স্ত্রীই প্রধানা। হরিবংশে

১ উত্তর খণ্ড, ২৪ অধ্যায়, পৃঃ ১৮৮১,—
তস্মিন্নস্তং গতে সূর্য্যে বাসুদেবঃ সহানুগঃ।
চতুর্থ্যামুদিতং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা স্বং পুরমাবিশৎ॥

(বিষ্ণুপর্ব, ৬০,৪১-৪৩) এই মহিষীদের নাম,—(১) কালিন্দী, (২) মিত্রবৃন্দা, (৩) সত্যা বা নাগ্নজিতী, (৪) কামরূপিণী রোহিণী, (৫) মদ্রারাজসুতা সুশীলা, (৬) লক্ষ্মণা, ও (৭) সৌভের কন্যা তন্বী। মৎস্যপুরাণ (৪৭, ১৩-১৪) ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ-মহিষীদের মধ্যে চৌদ্দ জনের নাম করিয়াছেন, (১) রুক্মিণী, (২) সত্যভামা, (৩) সত্যা-নাগ্নজিতী, (৪) সুভামা, (৫) শৈব্যা, (৬) গান্ধারী, (৭) লক্ষ্মণা, (৮) মিত্রবৃন্দা, (৯) কালিন্দী, (১০) দেবী জাম্ববতী, (১১) সুশীলা, (১২) মাদ্রী, (১৩) কৌশল্যা, ও (১৪) বিজয়া। অগ্নিপুরাণে (১২, ৩১) কৃষ্ণের রুক্মিণী আদি অষ্ট মহিষীর উল্লেখই আছে, তাঁহাদের নাম নাই। পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যায়) অষ্ট মহিষীদের নাম (১) রুক্মিণী, (২) সত্যভামা, (৩) কালিন্দী, (৪) মিত্রবৃন্দা, (৫) জাম্ববতী, (৬) নাগ্নজিতী, (৭) সুলক্ষণা, ও (৮) সুশীলা।

কৃষ্ণমহিষীদের নাম

কৃষ্ণ একদা আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদের দর্শন করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যান। সেখান হইতে একদিন অর্জুনের সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া যমুনাতীরে আসিয়া একটি কন্যাকে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। কৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে কন্যাটি কহিলেন, আমার নাম কালিন্দী, আমি সূর্যের কন্যা, থাকি যমুনাজলমধ্যে পিতৃনির্মিত এক ভবনে, আমি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। শুনিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন, এবং সেখান হইতে কিছুদিন পর দ্বারকায় গিয়া কালিন্দীকে বিবাহ করিলেন। নাগ্নজিতী বা সত্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন সাতটি বৃষ পরাজিত করিয়া। কোশলরাজ নগ্নজিৎ কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুরুষের বীর্য পরীক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞা

সূর্যকন্যা কালিন্দীকে বিবাহ

কোশলের নাগ্নজিতীকে বিবাহ

করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যে সাতটি দুর্ধর্ষ বৃষ আছে তাহাদিগকে যে পরাস্ত করিতে না পারিবে তাহার হস্তে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞার ফলে অনেক বীরই সত্যার পাণিগ্রহণের জন্য আসিয়া বৃষসপ্তকের নিকট প্রাণ হারাইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ আসিয়া আত্মশরীর সপ্তধা বিভক্ত করিয়া অবলীলাক্রমে ঐ সাতটি বৃষকে দমন করিলেন। নগ্নজিৎ প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণকে কন্যা দান করিলেন। কৃষ্ণের অন্যান্য বিবাহগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় তেমন কিছুই নাই।

বস্তুতঃ কৃষ্ণমহিষীদের সংখ্যা যতই হোক, তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী এই তিন জনেই প্রধানা ছিলেন। রামায়ণে (লঙ্কা, ১১৯) আছে, ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে রামকে বলিতেছেন, "সীতাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ বিষ্ণু"। বিষ্ণুর রাম অবতারে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন বলিয়া যেরূপ কিম্বদন্তী রামায়ণে আছে,

রুক্মিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী

বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে রুক্মিণীরও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হওয়ার সম্বন্ধে একটি প্রবল কিম্বদন্তী ছিল, এবং মহাভারতেই ইহার প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। আদিপর্বে (৬৭ অধ্যায়ে) কথিত আছে, লক্ষ্মী অনুরাগবশতঃ ভীষ্মককুলোৎপন্না সাধ্বী রুক্মিণীরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইবেন। রুক্মিণীর এই লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে সকল বৈষ্ণব পুরাণই বিশেষ সচেতন, এবং বার বার একথা ঘোষণা করিয়াছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে এক স্থানে ইঙ্গিত আছে, লক্ষ্মীকে বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণ গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন[১]। এই লক্ষ্মীও অবশ্যই রুক্মিণী। কিন্তু ছয় শতাব্দী পরে, ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজা দামোদরের একটি তাম্রশাসনের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে দামোদর-

১ Tr. Cowell and Thomas, p. 170.

(কৃষ্ণ)-প্রিয়া লক্ষ্মীর বর্ণনায় কদম্ববৃক্ষের প্রসঙ্গ[১] দেখিয়া মনে হয়, এখানে লক্ষ্মী বৃন্দাবনের রাধা।

কৃষ্ণমহিষীদের মধ্যে সত্যভামার স্থান রুক্মিণীর পরেই। তবে সত্যভামার লক্ষ্মীত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন কিম্বদন্তী নাই। কিন্তু রূপ গোস্বামীর ললিতমাধব নাটকে আছে, দ্বারকায় রুক্মিণী ও সত্যভামা ব্রজের রাধা ও চন্দ্রাবলীরই পৃথক লীলাদেহ, তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের কোনও পার্থক্য নাই, এবং দ্বারকায় রচিত নব-বৃন্দাবনে আবার কৃষ্ণ এই রাধা ও চন্দ্রাবলীকে লইয়া ব্রজলীলারসেরই আস্বাদন করিয়াছিলেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া পুরলীলা হইতে ব্রজলীলায় প্রবেশাধিকার পাওয়ায় সত্যভামার মর্যাদা লোকচক্ষে অনেকখানি বাড়িয়াছিল।

সত্যভামার মর্যাদা

জাম্ববতীর পক্ষে এক বিশেষ কথা আছে। গুপ্তযুগের একখানি শিলালিপিতে দেখা যায়, জাম্ববতীর মুখখানি যেন একটি কমলিনী, আর (তাহার উপরে) বিষ্ণু যেন একটি বলবান ভ্রমর (জাম্ববতীবদনারবিন্দোর্জিতালিনা)[২]। এই উপমার নিগূঢ়ার্থ, জাম্ববতীই বিষ্ণুর সর্বাপেক্ষা প্রেয়সী, কারণ বিষ্ণু কেবল জাম্ববতীরই মুখপদ্মের মধু পান করেন। তাছাড়া, বিষ্ণুর সহিত জাম্ববতীর নাম বিজড়িত হওয়ায় জাম্ববতীরও লক্ষ্মীত্ব ব্যঞ্জনা করে। তাহা হইলে, গুপ্তযুগে অন্ততঃ কোনও কোনও বিষ্ণু-ভক্তের মনে, জাম্ববতীর মর্যাদা প্রায় রুক্মিণীর মতই উচ্চে ছিল। জাম্ববতীর পুত্রের নাম শাম্ব। পরবর্তীকালে ভাগবতপুরাণে দেখা যায় (৩, ১) পূর্বজন্মে যিনি ভগবতী অম্বিকার গর্ভে কার্তিকেয় রূপে জন্মগ্রহণ

জাম্ববতীর মর্যাদা

জাম্ববতীপুত্র শাম্ব পূর্বজন্মে কার্তিক

১ *J. A. S. B.*, 1874, pp. 322-23 ; *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, N. G. Majumdar, pp. 158-163.

২ *C. I. I.*, Vol. III, Fleet, p. 270.

করেন, তিনি ইহজন্মে ব্রতসম্পন্না জাম্ববতীর উদরে উৎপন্ন হইয়াছেন। জাম্ববতীর অম্বিকার সহিত উপমিত হওয়ার কথাও লক্ষ্যনীয়। শাম্বের জননী হিসাবে মহাভারতের বনপর্বে (১৬ অধ্যায়) ও মৎস্যপুরাণে (৪৭, ১৮) জাম্ববতীর উল্লেখ আছে। মহাভারতের মৌষলপর্বে (৭ অধ্যায়) দেখা যায়, কৃষ্ণের লীলা সংবরণের পর রুক্মিণী, জাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীগণ কৃষ্ণের চিতায় সহমৃতা হইয়াছিলেন, এবং সত্যভামা অরণ্যে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

নরকাসুর বধ

ভূমির (পৃথিবীর) পুত্র ও (আসামের) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক ইন্দ্রের জননী অদিতির দুই কুণ্ডল ও আরও কোনও কোনও দিব্য দ্রব্য হরণ করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি ছত্রও ছিল, বিষ্ণু-পুরাণে ছত্রটি বরুণের, ভাগবতের মতে ইন্দ্রের নিজের। তাছাড়া, নরকাসুর স্বর্গে ও মর্ত্যে নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল এবং বিক্রম প্রকাশ করিয়া নৃপতিগণের ষোল হাজার, অথবা ষোল হাজার একশত, চারুদর্শনা রমণীকে নিজের অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অগ্নিপুরাণে (১২, ৩১), এই সকল রমণী দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষ কন্যা। নরকের দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ হইয়া স্বয়ং ইন্দ্র ঐরাবত আরোহণে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আসিয়া এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে লইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে উঠিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সেই নগর ছিল গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গ দ্বারা দুর্ভেদ্য, ও উহার চতুর্দিকে জল, অগ্নি ও বায়ু থাকায় অতি দুর্গম। তাছাড়া, মুর বা মুরু নামে এক দৈত্যের দশ সহস্র প্রচণ্ড ক্ষুরাগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ পাশসমূহ দ্বারা চারিদিক বেষ্টিত হইয়া নগরটি রক্ষিত

প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের রাজা নরকের অত্যাচার

মুরদৈত্য বধ

হইত। কৃষ্ণ আসিয়া দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, পঞ্চমুণ্ড মুরুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তাহার সাতটি (বিষ্ণুপুরাণের মতে সাত সহস্র) পুত্রকেও বধ করিলেন। তারপর তাঁহার সহিত নরকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গরুড়ও দুই পক্ষ ও নখ দিয়া নরকের সেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ চক্র দিয়া গজারূঢ় নরককে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। নরকাসুর হত হইলে পর তাহার মাতা ভূমি সেই কুণ্ডলদ্বয়, ছত্র প্রভৃতি আনিয়া কৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন ও কৃষ্ণের স্তব করিলেন।

নরক বধ

কৃষ্ণ নরকের ভবনে প্রবেশ করিয়া অন্তঃপুরে সেই ষোড়শ সহস্র অবরুদ্ধা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই বিমোহিতা ও তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইলেন। কৃষ্ণ নরযানে অথবা দোলায় করিয়া সেই সকল কামিনীকে, এবং নরকের রাজকোষ, রথ, অশ্ব ও হস্তীগুলি দ্বারকাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। আর চৌষট্টিটি হস্তী পাণ্ডবদের পাঠাইয়া দিলেন।

নরকের ভবনে বন্দিনী ষোড়শ সহস্র কন্যা

কৃষ্ণ কর্তৃক নরকাসুর বধের উল্লেখ মহাভারতের বনপর্বেও (১৪২, ১৭) আছে। নরকবধ উপাখ্যানে বাঙ্গালী কবিরা ভাগবতকেই ন্যূনাধিক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে কৃষ্ণদাস তাঁহার কৃষ্ণমঙ্গলে (পৃঃ ২৮৪-২৮৭) বলেন, নারদ (ইন্দ্র নয়) আসিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, রূপে গুণে শীলে ধন্যা যত সব রাজ-কন্যাকে ধরিয়া আনিয়া মহাবীর নরক আটকাইয়া রাখিয়াছেন। নরকের মৃত্যুর পর "নারদের হাত ধরি নাচে যদুবর", এবং নারদের কথায়ই ঐ ষোল সহস্র রমণী কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিতে উৎসুক হইলেন।

পারিজাত হরণ উপাখ্যান

পারিজাত হরণ উপাখ্যানটি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ এই দুইয়ের মধ্য দিয়া দুই স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। বিষ্ণুপুরাণের উপাখ্যানটি যেন নরকাসুর বধ কাহিনীরই একটি পরিশিষ্ট।

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ

ইহাতে আছে, নরকাসুর হত হইলে পর অদিতির কুণ্ডল, বরুণের ছত্র ইত্যাদি লইয়া সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গপুরে যখন সেগুলি প্রত্যর্পণ করিতে গেলেন, ইন্দ্রের নন্দনকাননে পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া লুব্ধা সত্যভামার মনস্তুষ্টির জন্য ইন্দ্র ও দেবগণকে ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষটি দ্বারকায় আনিয়া সত্যভামার অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিবংশে ইহা একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ উপাখ্যান, ইহার সহিত নরকাসুর বধের কোনও সম্পর্ক নাই। ভাগবতে এই উপাখ্যানটি

ভাগবতে পারিজাত হরণ উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত

নাই বলিলেও চলে ; মাত্র দুই তিনটি শ্লোকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে চুম্বক সঙ্কলন করিয়া ভাগবত এই জনপ্রিয় উপাখ্যানটির প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। ভাগবতে যেটুকু সংস্কৃতে আছে, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৩১৭) বাঙ্গালায় ততটুকুই আছে। বাঙ্গালার অপরাপর কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস এই উপাখ্যান সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃষ্ণমঙ্গলে ইহার কোনও উল্লেখই নাই ; মাধবাচার্য বিষ্ণুপুরাণের ধারা অবলম্বন

বাঙ্গালী কবিদের পারিজাত হরণ বর্ণনা

করিয়া এই কাহিনী বিস্তার করিয়াছেন এবং উপাখ্যানের প্রারম্ভে (পৃঃ ২১২) নিজেই সেকথা ব্যক্ত করিয়াছেন ; পক্ষান্তরে মালাধর বসু, দুঃখী শ্যামদাস এবং পরশুরাম হরিবংশের ধারা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তিনজনেরই বিবরণ মূল উপাখ্যান হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হরিবংশকে অনুসরণ করিলেও পরশুরাম ভাগবতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। ভাগবতে যে সংক্ষিপ্ত কাহিনীটুকু রহিয়াছে তাহা আগে বলিয়া লইয়া তারপর আবার হরিবংশ মতে তিনি তাঁহার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। একদা স্বর্গে ইন্দ্র নারদের গান শুনিয়া তুষ্ট হইয়া মুনিকে একটি পারিজাতমালা উপহার দিলেন। নারদ মালাটি লইয়া ভাবিলেন, এ মালা আমি নিজে পরিব ইহা উচিত নয়, ইহার যোগ্য কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তখন বৈকুণ্ঠে বসিয়া রুক্মিণীর সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন। নারদ সেখানে গিয়া মালাটি কৃষ্ণকে দিলেন, কৃষ্ণ আবার সযত্নে উহা রুক্মিণীর কেশে বাঁধিয়া দিলেন। মালাটি কৃষ্ণের অঙ্গে শোভা পাইবে এই ছিল নারদের অন্তরের অভিপ্রায়, সেই মালা রুক্মিণীকে দিয়া দেওয়ায় তিনি একটু ক্ষুব্ধই হইলেন। তখন তাঁহার মনে নষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল, তিনি সোজা দ্বারকায় গিয়া সত্যভামার প্রতি কৃষ্ণের অনাদরের সহিত রুক্মিণীর সৌভাগ্যের তুলনা করিয়া সত্যভামাকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সহজেই ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। রাগে ও দুঃখে সত্যভামা কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। নারদ তখন কৃষ্ণের নিকট আবার গিয়া বলিলেন, সত্যভামা প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাকে দেখিতে চাও ত ঝাঁট চল দ্বারকায়। তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ রুক্মিণীকে লইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে দ্বারকায় আসিলেন, এবং একাকী সত্যভামার ঘরে ঢুকিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সত্যভামার অভিমানের পালা চলিল, তারপর কৃষ্ণ তাঁহাকে আর একটি পারিজাতমালা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে শান্ত করিয়া নারদকেই মালার জন্য ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইন্দ্র কৃষ্ণকে শুধু একটি মালা কেন, পারিজাত বৃক্ষ সুদ্ধই দিতে চাহিলেন। কিন্তু নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, মালাটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে তন্ত্র-মন্ত্রের দ্বারা স্বর্গের দেবরাজ হওয়াটাই

পরশুরামের পারিজাতহরণ বর্ণনা

নারদের নষ্টবুদ্ধি

কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। এমনি করিয়া ইন্দ্রের কোপানল জ্বালাইয়া দিয়া নারদ পুনরায় দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, আর কদাপি তোমার কোনও কাজ করিয়া দিব না। পারিজাতের কথা বলিতেই ইন্দ্র তোমাকে অশ্রাব্য গালাগালি করিতে লাগিল। শেষকালে বলে কি, নন্দের রাখালটা একবার এদিকে আসুক না, আমি উহার প্রাণবধ করিব। নারদের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ যাদব সেনা লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজিত ইন্দ্র নিজের গৃহে যাইতেই, শচী কহিলেন, নারদের যুক্তিতে বুদ্ধিহারা হইয়াছিলে, এখন যাও, গলায় সোনার কুড়ারি বাঁধিয়া কৃষ্ণের পায়ে পড় গিয়া। ইন্দ্র তাহাই করিলেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন, এবং পারিজাতমালা লইয়া আসিয়া সত্যভামাকে দিলেন।

পরশুরামের এই কাহিনীতে হরিবংশের উপাখ্যানের ছাপ থাকিলেও, ইহাতে হরিবংশের অনেক কথা পরিত্যক্ত ও অনেক কথা রূপান্তরিত। সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয়, নারদ যখন পারিজাত-মালা লইয়া প্রথমে কৃষ্ণের নিকট আসেন, হরিবংশ অনুসারে, কৃষ্ণ ছিলেন তখন দ্বারকার কিছু দূরে রৈবতক পর্বতে, বৈকুণ্ঠ ভুবনে নয়। আর এক কথা, হরিবংশে নারদ-চরিত্র সকলের হিতৈষী এবং শান্তিকামী তপোধনের চরিত্র, কলহানন্দ ও বিভেদদক্ষ, বিদূষক বিপ্রের চিত্র নয়। এক্ষেত্রে পরশুরামের নারদ মালাধর বসুর ও দুঃখী শ্যামদাসের নারদেরই প্রতিচ্ছবি। বস্তুতঃ, মধ্যযুগে বাঙ্গালার সমগ্র মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে যেখানে নারদ আছেন, তিনি এই একই উপাদানের একটি জীবন্ত বিগ্রহ। বাঙ্গালার কবিরা তাঁহার স্বরূপের অন্যদিকটা বুঝি জানিতেনই না।

নারদ চরিত্র

সত্যভামাকে পারিজাত মালা আনিয়া দেওয়ার পরও হরিবংশে পারিজাত-হরণ উপাখ্যানের একটি উত্তর-পর্ব

আছে। মালাধর ও শ্যামদাস তাহা বাদ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণদাস ও পরশুরাম তাহা বিবৃত করিয়াছেন। করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখানেও মূল হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া। পারিজাত পাইয়া আনন্দিতা সত্যভামা কিছুকাল পরে পুণ্যক নামে একটি ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রতশেষে তিনি তাঁহার যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল সব দেবদ্বিজে দান করিয়া দিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া দান চাহিলেন। দেওয়ার ত আর কিছুই নাই; নারদ কহিলেন, তবে পতি দান কর। সরলা সত্যভামা তাহাই করিলেন। নারদ 'স্বস্তি' বলিয়া সেই দান গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বীণাযন্ত্রটি কৃষ্ণের স্কন্ধে চাপাইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, চল। নারদ আগে আগে যান, কৃষ্ণ পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। সত্যভামা তখন ছুটিয়া গিয়া নারদের পায়ে পড়িলেন। নারদ বলিলেন, স্বস্তি বলিয়া যে দান গ্রহণ করিয়াছি তাহা এখন ছাড়িয়া দিব কেন? সত্যভামা উত্তর দিলেন, আপনিও তবে দান করুন, আমি স্বস্তি উচ্চারণ করিয়া স্বামীকে লইব। নারদ বলিলেন, তুমি ত আর বিপ্র নও, ক্ষত্রিয় দুহিতা, দান গ্রহণের যোগ্যতা তোমার কই? তখন স্থির হইল, একটি তুলাযন্ত্রের একদিকে কৃষ্ণ বসিবেন, আর অপরদিকে কৃষ্ণের ওজনের সমতুল ধনরত্ন মূল্যস্বরূপ দিয়া সত্যভামা কৃষ্ণকে কিনিয়া লইবেন। কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর মূর্তিতে একদিকের ডালিতে বসিলেন, কিন্তু দ্বারকায় যাহার যত ধনরত্ন ছিল, উপরন্তু যুদ্ধে কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া আনিয়া দিয়াও কিছুতেই অপর ডালির ভার কৃষ্ণের সমতুল হইল না। সত্যভামার তখন কাঁদিয়া ধূলায় লুটান ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। কৃষ্ণের মহিমা জানিতেন রুক্মিণী। তিনি সেই ডালির ধনরত্ন সমস্ত ফেলিয়া দিয়া তাহাতে ব্রাহ্মণের পদরেণুর সহিত তুলসীপত্র স্থাপন করিলেন। তুলাযন্ত্রের দুইদিক

পারিজাত হরণ কাহিনীর পরবর্তী অংশ

সত্যভামার গর্ব চূর্ণ

সমান হইল, এবং এইভাবে রুক্মিণী স্বামীকে উদ্ধার করিলেন। সত্যভামার গর্ব চূর্ণ হইল।

শঙ্করদেবের পারিজাতহরণ নাটিকা

অসমীয়া শঙ্করদেবের পারিজাত-হরণ নামেও একখানি একাঙ্ক নাটিকা আছে। ইহার প্রথমাংশ হরিবংশ-সম্মত বটে, কিন্তু সত্যভামার মানভঞ্জনের ও তাঁহাকে পারিজাত আনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতির পর কৃষ্ণের নরকাসুর-বধের প্রসঙ্গটি শঙ্করদেব প্রক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্ব ঘটাইয়াছেন। নাটিকার পরবর্তী অংশে তিনি একান্তভাবে হরিবংশকে অনুসরণ করেন নাই, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের সংমিশ্রণে তাঁহার কাহিনী রচিত হইয়াছে।

রুক্মী বধ

যোল হাজার রমণীকে কৃষ্ণের বিবাহ

ভাগবত অনুসারে, পারিজাত হরণের পর নরকের অন্তঃপুর হইতে উদ্ধার করা যোল সহস্র রমণীকে কৃষ্ণ যত রমণী তত মূর্তি ধারণ করিয়া ও তত গৃহে একই সময়ে বিবাহ করিলেন। মালাধর বসু, দুঃখী শ্যামদাস, কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস এই ঘটনাকে পারিজাত হরণের পূর্বে লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য ও পরশুরাম ভাগবত-সম্মত ভাবে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের বর্ণনাটি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনই প্রাঞ্জল,—

ষোড়শ সহস্র পুরী করিয়া নির্মাণ।
ষোড়শ সহস্র কন্যা থুইলা ভগবান॥
ষোড়শ সহস্র রূপ ধরিয়া আপনে।
ষোড়শ সহস্র বিভা কৈলা একিক্ষণে॥
প্রতি রূপে প্রতি পুরে রহে সেই মনে।
যার সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে॥

কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নীর উল্লেখ প্রায় সর্বত্রই আছে। ইহারা তাঁহার সামান্যা স্ত্রী। অষ্ট মহিষী ও সামান্যা স্ত্রীর প্রত্যেকে দশটি করিয়া পুত্রের জননী হন। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন নিজের মাতুল রুক্মীর কন্যাকে। ভাগবতে ইঁহার নাম রুক্মবতী, বিষ্ণুপুরাণে (৪, ১৫, ২০) ককুদ্বতী। কৃষ্ণের প্রতি রুক্মী সর্বদাই মনে মনে শত্রুতা পোষণ করিতেন, কিন্তু ভগিনী রুক্মিণীর অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য তিনি ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পরে আবার রুক্মী প্রদ্যুম্ন ও রুক্মবতীর পুত্র অনিরুদ্ধের সহিত রোচনা (বিষ্ণুপুরাণে সুভদ্রা) নাম্নী নিজের পৌত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষ্যে রুক্মিণী, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজকটক নগরে গেলেন। সেখানে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইলে পর কালিঙ্গ প্রভৃতি রাজা-দের পরামর্শে রুক্মী বলরামকে পাশা খেলায় আহ্বান করিয়া বার বার মিথ্যা বলিয়া পাশায় অনভিজ্ঞ বলরামকে খেলায় হারাইয়া পণ জিতিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্তীরাও রুক্মীকেই সমর্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময় এক দৈববাণী হইল, রুক্মীই হারিয়াছেন, বলরামের জয় হইয়াছে। রুক্মী তখন বলরামকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, তোমরা রাখাল, বনে বাস কর, পাশাখেলার তোমরা কি বোঝ? ইহাতে ক্রুদ্ধ বলরাম গদার আঘাতে রুক্মীকে সংহার করিলেন। অন্যান্য রাজারাও ভগ্ন বাহু, ভগ্ন উরু ও রুধিরাক্ত হইয়া কোনরূপে পলায়ন করিলেন। অগ্রজের হস্তে শ্যালক নিহত হইলে পর, পাছে স্নেহভঙ্গ হয় এই ভয়ে কৃষ্ণ বলরামকে বা রুক্মিণীকে কিছুই বলিলেন না। তারপর তাঁহারা সকলে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রদ্যুম্নের মাতুল-কন্যা বিবাহ

কৃষ্ণের পৌত্রের সহিত রুক্মীর পৌত্রীর বিবাহ

বলরামের রুক্মীবধ

ঊষা হরণ

কৃষ্ণের পৌত্র এই অনিরুদ্ধই পরে আবার ধর্মশীল বলিরাজার শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণের কন্যা ঊষাকে নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। বাণ শিবের ভক্ত ছিলেন, এবং পরে শিব বাণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ঊষা-অনিরুদ্ধ কথা কেবল হরিবংশ, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি খাঁটি বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতেই নয়, ব্রহ্মপুরাণ (২০৫ অধ্যায়), অগ্নিপুরাণ (১২ অধ্যায়), শিবপুরাণ (ধর্মসংহিতা, ৭ অধ্যায়), পদ্মপুরাণ (উত্তরখণ্ড, পৃঃ ১৮৮৫-১৮৮৯), প্রভৃতিতেও বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালাদেশের জনশ্রুতি অনুসারে, পৃথিবীতে মনসা পূজার প্রচারের প্রধান নায়িকা ও নায়ক, বেহুলা ও লখিন্দর (লক্ষ্মীন্দর), পূর্বজন্মে ছিলেন এই ঊষা ও অনিরুদ্ধ; এই হেতু বাঙ্গালার মনসামঙ্গল সাহিত্যেও বেহুলা-লখিন্দর পালার উপক্রমণিকা হিসাবে ঊষা-অনিরুদ্ধের কথা আছে। ফলে, বৈষ্ণব ও শৈব পুরাণে এবং বাঙ্গালার কৃষ্ণমঙ্গল ও মনসা-মঙ্গল সাহিত্যে কৃষ্ণের পৌত্র ও বাণের কন্যা বিরাজ করিতেছেন, এবং সম্ভবতঃ এতগুলি বিভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী বা অসমধর্মী সাহিত্যে আর কোনও উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকাই স্থান লাভ করেন নাই।

ঊষা-অনিরুদ্ধ কথা

যে কাহিনীর যত বেশী প্রচার, তাহাতেই তত ঘটনা-বৈষম্যের সম্ভাবনা। মূল কাঠামোটি ঠিক থাকিলেও বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া অন্ততঃ কতগুলি বিবরণ ভাঙ্গা গড়ার খেলায় রূপ বদলাইয়া ফেলে। ঊষা-অনিরুদ্ধ উপাখ্যানেও অবশ্যই তাহা ঘটিয়াছে। কতগুলি প্রসঙ্গে এক কবি অন্যের বা অন্যান্যদের সহিত একমত নন। এবং সম্ভবতঃ রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ব্যতীত বাঙ্গালী আর কোনও কৃষ্ণমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের কবিই কোনও একটি মূল সংস্কৃত পুরাণকে এই উপাখ্যানে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন নাই।

পরশুরামও আলোচ্য কাহিনীতে ভাগবতানুগ হইতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার উপাখ্যানে ভাগবতবাহ্য ও স্ব-কল্পিত কিছু কিছু কথা রহিয়াছে।

শোণিতপুরের রাজা বাণের এক সহস্র বাহু। গুরুর নির্দেশে তিনি শিবের পূজা (ও তুষ্টিসাধন) করেন। অহঙ্কারে মত্ত রাজা একদিন শিবকেই বলেন, আমার সমান বীর ত্রিভুবনে খুঁজিয়া পাই না, কাজেই দেব বা নর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিয়া সুখ পাইলাম না, অনর্থক এই সহস্র বাহুর ভার বহিয়া মরিতেছি, এস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াই যুদ্ধ পিপাসা মিটাই। শিব উত্তরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ উচিত নয়, কিছুদিন পরেই তুমি তোমার সমকক্ষ বীর পাইবে, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিও,

পরশুরামের উষা-অনিরুদ্ধ উপাখ্যান

দিন দুই চার রহি পাবে তোমা সোম জেহি
জুদ্ধ করিয় তাহার সহিত ॥ পৃঃ ৪৭৪

গুরুর নির্দেশে বাণ মহাদেবের পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এ তথ্য পরশুরাম কোথায় পাইলেন, তাহা অজ্ঞাত। বাণের ঔদ্ধত্যে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ মহাদেবের উত্তরটি ভাগবতে এবং অধিকাংশ পুরাণে ও মঙ্গলকাব্যে এইরূপ,--হে মূঢ়, যে সময় তোমার রথের ধ্বজা বা কেতু ভগ্ন হইবে, সেই সময় আমার তুল্য শক্তিমান কাহারও সহিত তোমার দর্পনাশক যুদ্ধ হইবে। পরশুরাম এই রথধ্বজ ভঙ্গের উল্লেখই করেন নাই। হয়ত তাঁহার জ্ঞাত এরূপ কোন মূলগ্রন্থ ছিল।

বাণরাজার উষা নামে রূপে গুণে ধন্যা একটি কন্যা ছিলেন। তিনি নানা উপহারে হরগৌরীর পূজা করায়, একদিন পার্বতী শিবের সঙ্গে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পূজার হেতু কি জানিতে চাহিলেন। উষা বলিলেন, দিনে দিনে যৌবন আমার বাড়িতেছে, আমার স্বামী কেমন হইবে বলিয়া দাও। দুর্গা বলিলেন,

পালঙ্কে শুইয়া যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবে, সেই জন তোমার স্বামী হইবেন। শুনিয়া ঊষা তাঁহার সুরক্ষিত ও নিভৃত বাস-মন্দিরে আসিলেন। দিন যায়, রাত্রি যায়, (তারপর নির্দিষ্ট দিনে) বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা নিশীথে পালঙ্কের উপর শুইয়া ঊষা নিদ্রিতা হইলে স্বপ্নে প্রত্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিলেন।

ঊষাকে পার্বতীর বরদান

ভাগবতে এত কথা নাই। শুধু আছে, ঊষা অনিরুদ্ধকে কখনও দেখেন নাই, কখনও তাঁহার নামও শোনেন নাই, কিন্তু এক রাত্রিতে সেই অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে তাঁহার মিলন হইল। অন্যান্য পুরাণগুলিতে আছে, একদা মহাদেব ও পার্বতীকে দেখিয়া ঊষারও মনে মনে পতিস্পৃহা হয়, এবং পার্বতী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলেন, তোমারও শীঘ্রই ভর্তার সহিত মিলন ঘটিবে। কখন ঘটিবে, ঊষার এই প্রশ্নের উত্তরে পার্বতী পুনশ্চ বলিলেন, বৈশাখ মাসের (শুক্লা) দ্বাদশীতে যাঁহাকে স্বপ্নে তুমি পাইবে, তিনিই তোমার ভর্তা হইবেন। কিন্তু ভাগবত-অবশিষ্ট পুরাণগুলির এই কথা বাঙ্গালী মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ গ্রহণ করেন নাই। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, মাধবাচার্য ও দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন। আর দেবীর নিকটে ঊষার বর প্রার্থনা সম্পর্কে পরশুরাম যাহা বলিয়াছেন, মালাধর বসু, কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণদাসও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। অবশ্যই এই কথা (অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে পূজায় পার্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়া ঊষার একটি বর লাভের কথা) কোনও এক মূলগ্রন্থে ছিল, তাহা এখন অজ্ঞাত। তাহাকেই বিকৃত করিয়া মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি কেতকাদাস লিখিয়াছেন (পৃঃ ৬০-৬৫), চারি বৎসর বয়সে ঊষা পতিলাভের আশায় তপস্বিনী সাজিয়া শিবের এমন

ভাগবতের কাহিনী

কৃষ্ণমঙ্গলকারদের বর্ণনা

কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন যে তিনি অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িলেন ; তখন শিব আর গৌরী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ আমার পতি হোন, উষা এই বর প্রার্থনা করিলেন। চার বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে দিয়া পতিলাভের আশায় তপস্যা করান এবং কে পতি হইবেন তাহাও ব্যক্ত করান নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অশোভন, যদিও কেতকা-দাসের যুগে বাঙ্গালাদেশে মাতাপিতারা তাঁহাদের কন্যাদের অল্প বয়সেই বিবাহ দিতেন। কেতকাদাসের গৌরী পূজায় প্রসন্ন হইয়া উষাকে ঐ একই বর দিয়াছিলেন, বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে স্বপ্নগোচরে তুমি পতি লাভ করিবে। সর্বত্র বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীর পরিবর্তে বৈশাখী পূর্ণিমার উল্লেখ স্পষ্টই পরশুরামের নিজস্ব উদ্ভাবনা বা ভুল।

কেতকাদাসের বর্ণনা অস্বাভাবিক

পরশুরাম তাহার পরে ভাগবত-সম্মতভাবে বলেন, নিদ্রাভঙ্গ হইলে উষা ঘরের চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন ও হা কান্ত বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও দেখা না পাইয়া স্বপ্নদৃষ্টের জন্য করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। কুম্ভাণ্ড নামে বাণের এক অমাত্যের চিত্রলেখা নাম্নী কন্যা ছিলেন উষার প্রিয় সহচরী। রজনী প্রভাতে চিত্রলেখা উষার শয়ন মন্দিরে আসিয়া উষার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উষা তাঁহাকে অকপটে সমস্ত কথা বলিলেন। চিত্রলেখা যোগিনী, নানা যোগ ও তন্ত্রমন্ত্র জানেন, তাছাড়া চিত্রবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শিনী। উষার কথা কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, স্বপ্নে কাহার সহিত তোমার দেখা হইল তাহা ত বুঝিলাম না, যাহা হোক, আমি একটি পটে খড়ি দিয়া স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত দেব ও মনুষ্যের চিত্র আঁকিতেছি, ইহার মধ্যে তিনি কোন্ জন তুমি বলিয়া দাও, তাঁহাকে আমি তোমার নিকট আনিয়া দিব। অবিকল সমস্ত দেব ও নরের

উষার সখী চিত্রলেখা

প্রতিকৃতি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রলেখা নরবর্গের মধ্যে বৃষ্ণি-বংশীয়দের প্রতিকৃতি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্নের ছবি আঁকা শেষ হইলে যেই চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের চিত্র আঁকিলেন, যুগপৎ লজ্জায় ও আনন্দে উষা বলিয়া উঠিলেন, এই তিনি। চিত্রলেখা তাঁহাকে প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য পুষ্পরথে চড়িয়া আকাশ-পথে দ্বারকায় গেলেন।

অনিরুদ্ধের উষাকে স্বপ্নে দর্শন

এইখানে পরশুরাম বলেন, দ্বারকায় অনিরুদ্ধও স্বপ্নে উষার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং স্বপ্নযুবতীর জন্য তিনি শোক করিতেছিলেন, এমন সময়ে চিত্রলেখাকে সেই ঘরে দেখিয়া তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন চিত্রলেখা যোগবলে অনিরুদ্ধকে রথে উঠাইয়া পুনরায় আকাশপথ দিয়া উষার ভবনে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন।

অনিরুদ্ধও যে উষাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন একথা হরিবংশে (বিষ্ণুপর্ব, ৩১-৪৮) আছে, এবং পরশুরাম ছাড়াও মালাধর বসু (পৃঃ ৩৮১), কৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস (পৃঃ ৮৫), কেতকাদাস (পৃঃ ৮১) প্রভৃতিও একথা বলিয়াছেন[১]। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্ম (পৃঃ ১৮৮৫) পুরাণে আছে, চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় মোহিত করিয়া উষার মন্দিরে আনিয়াছিলেন। পরশুরাম বলেন, চিত্রলেখাকে দেখিয়া অনিরুদ্ধ নিজেই অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থায় চিত্রলেখা তাঁহাকে লইয়া আসেন। কিন্তু মালাধর বসু, কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস, কেতকাদাস (পৃঃ ৮২)

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণও বলেন, অনিরুদ্ধ স্বপ্নাবস্থায় এক যুবতীকে দর্শন করিয়াছিলেন,—কেতকদাস-ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, দ্বিতীয় সং, ভূমিকা, পৃঃ ৩৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি হরিবংশের প্রমাণবলে বলেন, কামবাণে বিদ্ধ অনিরুদ্ধ অগ্রপশ্চাৎ কিছু বিচার না করিয়া (জাগ্রতাবস্থায়) চিত্রলেখার রথে চড়িয়া উষার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উষার নিভৃত মন্দিরে অনিরুদ্ধ কৌতুকে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে উষার দেহে সন্তানবতী হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পুরাণগুলির মতে প্রহরিগণ গিয়া রাজাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিল; মালাধর বসু, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও মাধবাচার্যও সেই কথাই বলিয়াছেন। পরশুরাম, কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস (পৃঃ ৮৬) ও দুঃখী শ্যামদাস বলেন, উষার দাসীগণ গিয়া রাণীকে ও রাজাকে এ খবর জানাইয়াছিল। 'প্রহরী'গণকে 'দাসী'তে রূপান্তরিত করার হেতুটিও পরশুরাম নির্দেশ করিয়াছেন, "বনিতার লক্ষন ভালো বনিতা শে জানে"। কেতকাদাস বলেন (পৃঃ ৮৫-৮৬), চিত্রলেখা স্বয়ং গিয়া রাজারাণীকে ঐ কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

বাণকে সংবাদ দান

নিরতিশয় ক্রোধে বাণরাজা উষার ভবনে আসিয়া দেখিলেন, এক অজ্ঞাত পুরুষের সহিত তাঁহার কন্যা বসিয়া পাশা খেলিতেছেন। তাঁহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তারপরেই যুদ্ধ। কিন্তু রাজার সৈনিকবর্গ যুদ্ধে একক অনিরুদ্ধের সহিত পারিয়া উঠিল না, সকলেই হত হইল। তখন বাণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে বাণ অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দিয়া বন্ধন করিয়া কারাগারে রাখিয়া দিলেন। হরিবংশে এই সময় অনিরুদ্ধ কর্তৃক উমার আরাধনা ও স্তবের কথা আছে; স্তবে তুষ্টা উমা আসিয়া অনিরুদ্ধকে অভয় দিয়া কহিলেন, অনিরুদ্ধ, তোমার ত্রাণকর্তা শ্রীকৃষ্ণ, তিনি শীঘ্রই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিবেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাক। এই প্রসঙ্গটি বিষ্ণু বা পরবর্তী ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় পুরাণে নাই।

নাগপাশে বদ্ধ অনিরুদ্ধ

এদিকে অনিরুদ্ধের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে না দেখিয়া শোকে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তারপর নারদের মুখে তাঁহার বন্ধন ও বাণের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণের কথা জানিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, গদ, সাম্ব, সারণ প্রভৃতি বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠগণ বার অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শোণিতপুর যাত্রা করিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্বয়ং মহাদেব তাঁহার ভক্ত বাণের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, কিন্তু অবশেষে গোবিন্দের বাণে মহাদেব মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাদেবের ভূতপ্রেতগণ ও বাণের সৈন্যসামন্তেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বাণের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাণ সহস্র হস্তে পাঁচশত ধনু লইয়া প্রত্যেক ধনুতে দুই দুই বাণ জুড়িয়া ছাড়িলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সেই সকল বাণ ও ধনুক এককালে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং সারথি, রথ ও অশ্বগুলি বিনাশ করিলেন।

কৃষ্ণ-বলরামের শোণিতপুর যাত্রা

পরশুরাম বলেন, ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র লইয়া বাণের মস্তক কাটিতে উদ্যত হইলে, বাণের বিপাক দেখিয়া দুর্গা বিবসনা হইয়া রণমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহা দেখিয়া লজ্জায় কৃষ্ণ গরুড়ের উপর মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, সেই অবসরে বাণ নগরীমধ্যে পলায়ন করিলেন। মালাধর বসুও (পৃঃ ৩৯৬) তাহাই বলিয়াছেন। দেবীর উলঙ্গিনী বেশে রণস্থলে আসিবার তথ্যটি মালাধর ও পরশুরাম পাইয়াছেন হরিবংশ (২, ১২৬, ১১০-১১৩) হইতে। ভাগবতে যিনি বাণের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য উলঙ্গিনী ও মুক্তকেশা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তিনি কোটরা নাম্নী বাণের মাতা। বিষ্ণু-পুরাণেও কোটরা বা কোট্টরীর নাম আছে, কিন্তু তিনি বাণের মাতা নন, দৈত্যকুলের মায়াবিদ্যা। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও মাধবাচার্য

বাণের প্রাণরক্ষা

কোটরা

(পৃঃ ২২৭) ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া বাণের মাতা কোটরার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখী শ্যামদাস (পৃঃ ২১২), কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীকৃষ্ণদাস (পৃঃ ৮৯) কেতকাদাস (পৃঃ ১২২-১২৩) প্রভৃতি কবিগণ কৃষ্ণ-শিবের (কৃষ্ণ-বাণের নয়) নিদারুণ সংগ্রামের সময় দিগম্বরীরূপে দুর্গাকে রণস্থলে আনাইয়া শিবের পরাজয় না ঘটিতে দিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করাইয়াছেন। ইঁহাদের মতে শিব ও কৃষ্ণের তখন মিলন ও আলিঙ্গন হইল, শিব তখন বাণকে কৃষ্ণের নিকট আনিয়া কৃষ্ণের কাছে তাঁহার বরপুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন; কৃষ্ণ বাণের প্রাণবধ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দুইটি বা চারিটি মাত্র হাত রাখিয়া বাকী হাতগুলি কাটিয়া ফেলিলেন।

পরশুরাম বলেন, বাণ পলাইয়া গেলে ত্রিশিরা নামে শিবের জ্বর কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। ভাগবতে ত্রিশিরা ও ত্রিপাদ নামে শিবের দুই জ্বরের কথা আছে।

জ্বর যুদ্ধের কথা।

বিষ্ণুপুরাণে জ্বর একটিই, উহা অতি মহাকায় ও উহার তিনটি মাথা ও তিনটি পা ছিল, এবং উহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই ঘোর তাপিত হইলেন। (তাঁহাদের হাতের অস্ত্র খসিয়া পড়িল) ও তাঁহারা চক্ষু বুজিয়া শান্তভাবে রহিলেন। অগ্নিপুরাণে এই জ্বরযুদ্ধের কথা নাই, কিন্তু হরিবংশে আছে। হরিবংশেও জ্বর একই, এবং উহারও তিনটি মাথা, তিনটি পা, উপরন্তু ছয়টি হাত, নয়টি চক্ষু, উহার প্রহরণ ভস্ম, গলার স্বর এমন যে সহস্র বজ্রের নাদকেও ডুবাইয়া দিতে পারে, এবং সে কালান্তক যমের মতই ভীষণ (২, ১২২, ৭১-৭২)। হরিবংশে জ্বর বলরামকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিল, তারপর কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে সে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িল। কিন্তু জ্বর তারপর অলক্ষ্যে কৃষ্ণের দেহমধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন কৃষ্ণ শীতজ্বর সৃষ্টি করিলেন। শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বর এই দুই জ্বর তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। শিবজ্বর যুদ্ধে

হারিয়া গেল, এবং কৃষ্ণের বহুবিধ স্তব করিয়া প্রস্থান করিল। তারপর বাণ আবার যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এবারে কৃষ্ণ তাঁহার বাহুগুলি কাটিয়া ফেলিলেন, সবেমাত্র দুইটি বাহু অবশিষ্ট রহিল। তখন সেবক-বৎসল শিব বাণকে রক্ষা করিতে জোড় হাতে কৃষ্ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। বাণ সজলনয়নে কৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন কৃষ্ণ বাণকে লইয়া নাগপাশে বদ্ধ অনিরুদ্ধের নিকট গেলেন। গরুড়ের ভয়ে নাগগণ পলায়ন করিল। অনিরুদ্ধ নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলেন। তারপর ঊষাকে বেদবিধিমতে অনিরুদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া পৌত্র এবং পৌত্রবধূ সহ কৃষ্ণ ও অন্যান্য সকলে দ্বারকায় আসিলেন। এই অংশে পরশুরাম ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ

নারায়ণদেব[১] বিজয়গুপ্ত[২], বংশীদাস[৩] প্রভৃতির পদ্মাপুরাণে বা মনসামঙ্গলে ঊষা-অনিরুদ্ধের একটি কাহিনী আছে বটে, কিন্তু সেই কাহিনী দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য কি যে, ইহাদের শরীরে পুরাণের ঊষা ও অনিরুদ্ধের রক্ত আছে। ইহাদের কাহিনীর সারমর্ম এই, বাণের কন্যা ঊষা ও কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ স্বর্গে ছিলেন (বংশীদাসের মতে, স্বর্গের বিদ্যাধরী ও বিদ্যাধর রূপে), এবং মনসাদেবী মর্ত্যলোকে নিজের পূজা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে এই দম্পতীকে একদা দেবসভায় এক নৃত্যের আসরে তাল-

মনসামঙ্গলের কাহিনীর অন্য রূপ

১ নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সং, ১৯৪৭, পৃঃ ১২৬, ১৩৮, ১৪১

২ বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১০৭-১১৩; প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সংগৃহীত, পৃঃ ১১৫-১২৪

৩ বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ, রামনাথ চক্রবর্ত্তী ও দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, পৃঃ ৩০৬-৩১৭, ৬২৫

ভঙ্গের অপরাধে শিব অথবা ইন্দ্রকে দিয়া অভিশাপগ্রস্ত করাইয়া, অর্থাৎ এইভাবে কৌশলে তাঁহাদের হরণ করিয়া, বার বৎসরের জন্য পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ত্রিপুরার লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য উষাহরণের কাহিনী অবলম্বনে বৈকুণ্ঠবিজয় নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য লিখিয়াছিলেন।

নৃগোপাখ্যান হইতে শেষ

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলের অবশিষ্ট উপাখ্যানগুলিতেও মুখ্যতঃ ভাগবতই অনুসৃত হইয়াছে, কাজেই আলোচনীয় বিশেষ কিছু নাই। উপাখ্যানগুলি যথাক্রমে নৃগোপাখ্যান, বলদেবের যমুনা-কর্ষণ, জরাসন্ধবধ, শিশুপালবধ, শাল্ববধ, শ্রীদাম-উপাখ্যান, বৃকাসুরবধ এবং ভৃগুমুনি কর্তৃক তিন দেবতার মধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য পরীক্ষা। দেখা যাইবে, বলদেবের যমুনাকর্ষণের পরে পৌণ্ড্রক ও কাশিরাজবধ, দ্বিবিদবধ, বলদেব বিজয়, রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক দেবকীর মৃত পুত্র আনয়ন, বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র আনয়ন প্রভৃতি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ছোট-বড় কতগুলি উপাখ্যান পরশুরাম বর্ণনা করিতে বিরত হইয়াছেন।

নৃগরাজার উপাখ্যানের কথাবস্তু এই, একদা কোনও এক ব্রাহ্মণের গাভী নৃগ নামে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজার গোধনের মধ্যে মিশিয়া যায়। নৃগ না জানিয়া তাহা আর এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দেন। তারপর গাভীর প্রকৃত অধিকারীর সহিত ঐ ব্রাহ্মণের বিবাদ লাগিয়া যায়। নৃগরাজা তাঁহাদের উভয়ের যে কোনও একজনকেই ঐ গাভীটির পরিবর্তে অপর এক লক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই রাজী হইলেন না। গাভীটি রাজারই রহিয়া গেল। ফলে, ধার্মিক ও দানশীল হইলেও

নৃগরাজার উপাখ্যান

ব্রহ্মস্ব অপহরণের অপরাধে যমের বিচারে নৃগরাজা এক জন্মের জন্য একটি কৃকলাস (কাকলাস) হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া রহিলেন। পরে দৈবক্রমে কৃষ্ণ ঐ কৃকলাসকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং কৃষ্ণের নিকটে নিজের পরিচয় দিয়া ও কৃষ্ণের স্তব করিয়া পাপক্ষয়ান্তে নৃগরাজা সকলের সমক্ষে বিমানে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণ তখন যদুকুমারগণকে, জানিয়া হোক্, না জানিয়া হোক্, ব্রহ্মস্ব অপহরণের বিষম ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া উপদেশ দান করিলেন।

বলরামের যমুনাকর্ষণ উপাখ্যানটিও কল্পনার এক আঢ্য বিলাস। অনেকদিন পরে বলদেব গেলেন নন্দের গোকুলে। একদিন গোপীগণে পরিবৃত হইয়া তিনি গেলেন যমুনার এক উপবনে (বৃন্দাবনে ?) বিহার করিতে। সেখানে প্রচুর বারুণী মদ পান করিয়া তিনি মত্ত হইলেন ও গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করিবার বাসনায় যমুনানদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যমুনা তুমি ফির, স্রোত পরিবর্তন করিয়া উজান বহিয়া যাও, আমি জলক্রীড়া করিব। যমুনা শুনিল না দেখিয়া ক্রুদ্ধ বলরাম লাঙ্গলাগ্র দিয়া শতখণ্ড করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে যমুনাকে টান দিলেন। ভীতা যমুনা মূর্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়া বলদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, বলদেব তখন স্ত্রীগণকে লইয়া যমুনায় জল-বিহার করিলেন।

বলরামের যমুনাকর্ষণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ হইবে। যজ্ঞের প্রাক্কালে তাঁহার ভ্রাতারা চারিদিকে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কেবলমাত্র জরাসন্ধ ব্যতীত আর সকল রাজাকেই পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন। কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য জরাসন্ধকেও পরাস্ত করিতে হইবে। ভীম, অর্জুন, ও কৃষ্ণ এই তিনজনে ব্রাহ্মণ সাজিয়া জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে (বর্তমান রাজগীরের নিকট) আসিলেন, এবং জরাসন্ধকে কহিলেন, আমরা অতিথি, বহুদূর

হইতে আসিয়াছি, আমরা যাহা চাই তাহা দান করুন। জরাসন্ধ স্বীকৃত হইলে ব্রাহ্মণবেশী তিনজনে বলিলেন, আমরা ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়, আমাদের এই এই পরিচয়, আমরা যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছি। তখন বলিষ্ঠ ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরও যুদ্ধের কোনও ইতর বিশেষ দেখা গেল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ একটি গাছের শাখা বা বটপাতা বিদারণ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শত্রুর বধোপায় বলিয়া দিলেন। জরাসন্ধ জন্মিবার সময় মাতার দুইখণ্ড সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে ফেলিয়া দেন, পরে জরা রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড মিলাইয়া দিয়া তাঁহাকে বাঁচান। কৃষ্ণের সঙ্কেতে ভীম জরাসন্ধের দুই পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিলেন, এবং পদের দ্বারা এক পদ চাপিয়া দুই হস্তে অন্য পদ ধরিয়া বিদারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ দুই দিকে জরাসন্ধের দেহের দুই খণ্ড পতিত হইল। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার কারাগারে যত রাজা বন্দী হইয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা মোচন করিয়া দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন।

জরাসন্ধবধ

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমবেত সকল রাজার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মতে ও অনুমোদনে যুধিষ্ঠির সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের এই সম্মান চেদিরাজ শিশুপালের সহ্য হইল না, তিনি আসন হইতে উঠিয়া সক্রোধে কৃষ্ণকে কটু কথা বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ চক্র দিয়া তাঁহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

শিশুপাল বধ

রুক্মিণী-বিবাহে শিশুপালের সখা শাম্ব সমাগত যদুগণ কর্তৃক জরাসন্ধের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সকলের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, পৃথিবীকে অ-যাদব করিব। তারপর শাম্ব মহাদেবের আরাধনা করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে দেবগণের

অভেদ্য ও যদুদের ভয়োৎপাদক সৌভ নামে লৌহময় একটি কামচারী যান লাভ করেন, এবং সেই যান লইয়া তিনি দ্বারকা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। এই অবসরে শাল্ব প্রত্যুম্ন ও অন্যান্য যদুবীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া অনেক যাদব সৈন্য বধ করিলেন, তাঁহার পক্ষেরও অনেক সেনানী হত হইল। সাত দিন এইরূপ যুদ্ধ চলিবার পর কৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারকায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কৃষ্ণ বলরামকে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। কিছুকাল যুদ্ধের পর কৃষ্ণের গদার আঘাতে রক্ত বমন করিয়া শাল্ব অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর মায়াবী শাল্ব একটি মায়া-বসুদেবের মূর্তি আনিয়া কৃষ্ণের সম্মুখে খড়্গের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, এবং আকাশস্থ তাঁহার সৌভ যানে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, উহা শাল্বের বিস্তৃত মায়া রচিত আসুরী মায়া। তারপর তিনি গদা দিয়া সৌভ যান ভগ্ন, ও পরে চক্র দিয়া শাল্বের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

শাল্ব বধ

শ্রীদাম উপাখ্যানে কি প্রকারে শ্রীদাম নামে এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণের সতীর্থ চিরদারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার সাধ্বী পত্নীর অনুরোধে দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে ধন প্রার্থনা করিতে গেলেন, এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রচুরভাবে অভ্যর্থনা করিলেও তিনি লজ্জায় কিছুই না চাহিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া আশ্চর্যরূপে অপরিমিত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ যাবতীয় ধনরত্ন, প্রাসাদ, উদ্যান, দাস, দাসী সমস্তই যে শ্রীকৃষ্ণের করুণার দান তাহা বুঝিতে ব্রাহ্মণের বিলম্ব হইল না।

শ্রীদাম উপাখ্যান

বৃকাসুর-বধ উপাখ্যানটি কোথাও কোথাও গিরীশ-মোক্ষণ বলিয়াও বর্ণিত। রাজা রুঙ্গ বা রুজ্ঞের (? ভাগবতে এবং

কৃষ্ণমঙ্গল সাহিত্যে শকুনির) পুত্র বৃকাসুর একদা পথে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবের মধ্যে কোন্ দেব আশুতোষ? নারদ বলিলেন, শিব। শুনিয়া বৃকাসুর কেদারতীর্থে গমন করিলেন এবং অগ্নিমুখে নিজের গাত্রমাংস আহুতি দিয়া শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সাত দিন পরেও শিবের সাক্ষাৎ না পাইয়া বৃকাসুর যেই নিজের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পাপাত্মা বৃকাসুর তখন সর্বভূতের ভয়াবহ এই বর প্রার্থনা করিলেন, আমি যাহার মাথায় হাত দিব সে-ই মরিবে। শিব অগত্যা কহিলেন, তথাস্তু। বর পাইয়া সেই বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য বৃকাসুর শিবের মাথায়ই হাত দিতে উদ্যত হইলেন। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শিব পলায়ন করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্ত পর্যন্ত বেগে ধাবিত হইলেন, বৃকাসুরও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে শিব শ্বেতদ্বীপে (ভাগবতে বৈকুণ্ঠে) হরির শরণ লইলেন। হরি তখন ব্রহ্মচারী (ভাগবতে বটুক) বেশ ধারণ করিয়া বৃকাসুরকে বুঝাইয়া কহিলেন, দক্ষের শাপে পিশাচবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিব পিশাচের রাজা হইয়াছেন, আমরা ঐ পাগলের কথা বিশ্বাস করি না। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তবে নিজের মাথায় হাত দিয়া তাঁহার বর সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখ না! হরির এই কোমল কথায় ভুলিয়া বৃকাসুর নিজের মাথায় হাত দিয়াই ছিন্নশির হইয়া পতিত হইলেন। হরিকে দিয়া শিবকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করাইয়া শিব অপেক্ষা হরির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই এই উপাখ্যান রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৃকাসুর বধ

পরের উপাখ্যানেও ভৃগুমুনি কর্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবের মধ্যে প্রাধান্য পরীক্ষায় বিষ্ণুরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। একদা সরস্বতীর তীরে যজ্ঞ করিতে করিতে ঋষিদের মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কোন্

দেব মহান্? ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনি প্রথমে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মাকে প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পুত্রকে কোনও শাস্তি দিলেন না। তারপর ভৃগু গেলেন কৈলাসে শিবের নিকটে, এবং শিবকে উন্মার্গগামী বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। কুপিত শিব আরক্ত নয়নে শূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে গেলেন, পার্বতী ব্রহ্মহত্যার পাতকের ভয় দেখাইয়া স্বামীকে নিবৃত্ত করিলেন। তারপর ভৃগু গেলেন বৈকুণ্ঠে। কৃষ্ণ সেখানে সুখে শয়ন করিয়া ছিলেন, ভৃগু গিয়া তাঁহার বুকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণ শয্যা হইতে উঠিয়া মস্তক দিয়া মুনিকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মণ, আপনি আসিয়াছেন আমি তাহা আগে জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ক্ষণকাল এই আসনে বসুন। তীর্থসমূহের রজে আপনার পদ পবিত্র, আপনি পাদোদক দিয়া আমাকে ও আমার অনুগত সকলকে ধন্য করুন। আপনার পাদপ্রহার চিহ্ন আমার বুকে বিভূতি রূপে বিরাজ করিবে। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ ভৃগু সরস্বতীর তীরে ফিরিয়া গিয়া ঋষিদের সকল সমাচার কহিলেন। শুনিয়া তাঁহারা সকলে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন।

কৃষ্ণের প্রাধান্য পরীক্ষা

ইহার পর পরশুরাম বলেন, এইভাবে নানা ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার ক্ষয় করিলেন। তখন নিজের যাদবকুল অসহনীয় বোধ হইলে, ব্রহ্মশাপচ্ছলে উদ্ধত ও দুর্বিনীত যাদবদের নিজেদের মধ্যে কলহ উৎপাদন করাইয়া তাহাদের ধ্বংস করিলেন। এবং তারপর লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধামে চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণের লীলাবসান

কৃষ্ণমঙ্গলের সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বন্দনা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নম।

নারায়নং নমস্কৃর্ত্তং নরঞ্চৈব নরর্ত্তমং

দেবিং স্বরেসতিঞ্চৈব তথোজয়মদিরয়েত।

তং বেদ সাশ্রপরিনিষ্ট স্তুদ্ধি বুধ্বীং চম্বাম্বরং

স্যুর মনিদ্র নিতং কপীন্দ্রং কৃষ্ণং তেসা

কনকপীঙ্গল জটাকলাপং ব্যাশং

নমামি সিরসং তিলকং মালিনা

স্যুত পরাসর জস্য শুকদেবষ্য জৎপীতা।

তং ব্যাসবদরিবাসকৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজেৎ।

বন্দ দেব গনপতি স্থূলতনু খর্ব্ব য়তি
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর।
চন্দনে চস্‌চীত অঙ্গ ভ্রমরি করিয়া সঙ্গ
মধুলোভে মাতল ভ্রমর॥
কপালে সীন্দূর ফোটা মস্তকে বিরাজে জটা
রবির কিরন করে দূর।
সৈলশুতা দেবপ্রভূ ক্রপা না ছাড়িয় কভূ
না জানি কি অপবাদ হয়।
সর্ব্বরিপু বিঘ্ননাশ পূর্ন্ন কর ভক্ত আস
মরে ক্রপা করো মহাসয়॥
দেব ইন্দ্র অবতরি ঘটে আছেন সভ হরি
আগে তোমায়ে পুজে ত্রীভূবনে।
মহাজোগী জোগধ্যানে বসিয়া মধুকাসনে
কৃষ্ণকথা করহে শ্রবন॥
গলে সোভে জোগপাটা মস্তকে রাজিত জটা
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে নিরবধি।

তোমারে পুজিয়া আগে গোবিন্দ ভকতি মাঙ্গে
তাহারে প্রসন্ন হয়ে বিধী ॥
কিবা ভক্তি জানি আমি ভক্তের প্রধান তুমি
সিবসুত দেব গনরায় ।
ভর্ক্তিপথ নাম গান বিপ্র পরুসরাম
নিবেদিনু গনেসের পায় ॥
বন্দো গোরাচান্দ্র কেবল ভক্তের তন্ত্র
গোলক সম্পদ শ্রীনিবাস ।
সচির উদরে জর্ম্ম লভিলা পরমব্রর্ম্ম
হরিভর্ক্তি করিতে প্রচার ॥
কেবল প্রেমের সিন্ধু অনাথ জনের বন্ধু
জিব নিস্তারিতে অবতার ।
গোলক ছাড়িয়া হরি চৈতন্ন রূপ ধরি
উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥
সঙ্গে প্রভূ নিত্যানন্দ প্রেমজনার বন্ধু
দোহাকার তর্ত্ত দোহে জানে ।
সঙ্গে যত বৈষ্ণব সংকৃর্ত্তনং মহৎসব
হরি হরি বোলয়ে সঘনে ॥
জেন অধম জিবে কৃষ্ণপদ নাহি সেবে
বিদোসোক (?) ভর্ক্তজনা নিন্দে ।
করুনা সাগর রাম চৈতন নিতাই নাম
প্রেম দিয়া তার মোন বাধে ॥
শুনরে ভকতো ভাই কৃষ্ণ বৈ ঠাকুর নাই
ভজ কৃষ্ণ না ভাবিয় আন ।
ভক্তরে বোলেন প্রভূ ভক্তি না ছাড়িয় কভূ
ভর্ক্তের অধিন ভগবান ॥
তরিতে সংসার নদি ভজতু গৌরাঙ্গ নিধি
তাহা বহি উপায় নাহি আর ।

দেখ বা না দেখ পথ সুনিয়া ভক্তের মুখে
কেনে ছাড়ো হেন অবতার ॥
না স্নন কৃষ্ণ কথা চির্ত্ত জেন গজমাতা
পাপ কর্ম্ম জেখানে শেখানে ।
সাধু সঙ্গে নাহি বৈস না কর ভক্তের আস
ভবসিন্ধু তরিবা কেমনে ॥
ধন জৌবন রসে ডুবিলা সংসার রসে
পাসরিলা কৃষ্ণ হেন নিধি ।
বিপ্র পরুসরামে গায় না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
কেমনে তরিবা ভবনদি ॥

নবর্দ্দিপের চন্দ্র বন্দ গৌর বিনদিয়া ।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভূ বিহরে নদিয়া ॥
গোলক ছাড়িয়া প্রভূ আইলা দুটীভাই ।
অধমতারন হেতু চৈতন্য নিতাই ॥
অদ্বৈত য়াচার্য্য আর হরি বোনমালি ।
গৌরাঙ্গ আবেসে ফিরে মোনে কুতুহলি ॥
দামদর হরিহর নরহরি সঙ্গে ।
আনন্দেতে শ্রীনিবাস গোরা প্রেমরঙ্গে ॥
অধম জিবেরে প্রভূ ধৈরা দেয় কোল ।
বোল হরি বলি গোরা বোলে হরিবোল ॥
ব্রর্ম্মার দুর্ল্ল ব নাম স্বরন করিয়া ।
ঘরে ঘরে জাচে প্রভূ সকরুন হইয়া ॥
হরিনাম মহামন্ত্র করিয়া প্রচার ।
উদ্ধার করিলা প্রভূ সকল সংসার ॥
ধন্য সচি জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ।
জার ঘরে জর্ম্ম নিলা গোরা নটবর ॥
জে জন অধম জিব কৃষ্ণ নাহি গাত্র ।
তার কাছে কৃষ্ণ গুন গড়াগড়ি জায় ॥

বুক বাহিয়া অবিরত পড়ে প্রেম ধারা।
হরিনামে অধমের মোন বাধে গোরা ॥
দুর্গত জনের প্রভূ দুর্গতি দেখিয়া।
নিজনাম জাচে প্রভূ সকরূন হইয়া ॥
য়েমন করূনাময় হরি নাহি আর।
দয়ার ঠাকুর গোরা ভালো অবতার ॥
চৈতন্য অগ্রজ প্রভূ নাম নিত্যানন্দ।
ভাইয়া অভিরাম বলি জাহার আনন্দ ॥
ভাইয়া অভিরাম বলি সঘনে ফুকরে।
প্রেমের আবেসে ভাইয়া চলিতে না পারে
চৈতন্য নিতাইর পদ করিয়া স্বরন।
দ্বিজ পরূসরামে গায়ে কৃষ্ণপদে মোন ॥

ওঁ নম গনেসায়

প্রনমহো গনপতি বিঘ্ন বিনাসন।
খর্ব্বতনু লম্বোদর গজেন্দ্র বদন ॥
প্রনমহো ব্যাসদেব মনির চরন[১]।
ভুবন মঙ্গল মনি ইস্বর কেবল ॥
লক্ষেক প্রনাম স্থকদেবের চরনে।
গাইব কৃষ্ণের গুন সাধ আছে মনে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্রপরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥
কৃষ্ণকথা প্রেম সিন্ধু পুরানের সার।
জিব নিস্তারিতে প্রভূ[২] করিলা প্রচার ॥
প্রলাদ নারদ আর জতো দেব রিসি।
সভার চরন বন্দো মনে অভিলাসি ॥

১ প্রনমহো ব্যাসদেবের চরণ কমল ২ যেহো

বৈষ্ণব চরনারবিন্দ[১] ভাবিয়া হৃদয়।
একভাবে বন্দো সনাতন মহাশয়॥
মথূরানগর বন্দো প্রভূর জর্ম্মস্থান।
অবতির্ণ হইল জথা দেব[২] ভগবান॥
একচিত্তে বন্দো স্থকদেবের চরন।
জার পুত্র ব্যাসদেব গাএ ত্রিভূবন॥
ভাগ্যবতি বন্দো মাতা দৈবকি জননি।
জাহার গর্ব্ভে[৩] জর্ম্ম লভিলা[৪] চক্রপাণী॥
বন্দো গোবর্দ্ধন গিরি কিবা তার কথা।
সিস্থবেসে কৃষ্ণ[৫] চন্দ্র[৫] ক্রীড়া কৈলা জথা॥
নন্দঘোস গোপ বন্দো গোপের প্রধান।
পুত্রভাবে জার ঘরে রাম ভগবান॥
কৃষ্ণের জননী বন্দো জশোদা রোহিনি।
স্তনপান কৈলা জার রাম জদুমনি॥
ধন্য ধন্য নন্দরাণী সফল জিবন।
ভাল পুত্র পাইয়াছেন[৬] রাম নারায়ন॥
কৃষ্ণের পরম সখা ছিদাম গোপাল।
য়েকত্র বন্দীব প্রভূর[৭] সঙ্গের রাখাল॥
ব্রজাঙ্গনার[৮] মদ্ধে বন্দো প্রীয়ো[৮] জতো সখি।
গোপীর প্রধান বন্দো রাধা চন্দ্রমুখি॥
জয় জয় বন্দো আর শ্রীব্রন্দাবন।
রাস রসে গোপী সঙ্গে বন্দো নারায়ন॥
জয় জয় বলরাম রূহিনী নন্দন।
ধবলী সায়লি বন্দো জতো ধেনুগন॥
ভাণ্ডী আদি[৯] করি বন্দো জতো জতো বন।
জে জে বনে রামকৃষ্ণ রাখিলো গোধন॥

১ পদারবিন্দ ২ রাম ৩ উদরে ৪ নিলা ৫-৫ রামকৃষ্ণ ৬ পায়াছিল ৭ জতো ৮-৮ ব্রজঙ্গনা আদি করি বন্দো ৯ বট আদি

জয় জয় জমুনাপুলিন মনহর।
জাহাতে করিলা ক্রীড়া রাম দামদর॥
কালিন্দীর ঘাট বন্দো তরু[১] কদম্ব।
দানছলে কৃষ্ণ জথা কৈলা অবলম্ব॥
শ্রীমৎ[২] দ্বারকাপুরি বন্দো য়েকচির্ত্তে।
প্রভূর নিবাস জথা রমনি সহিতে॥
সোল সহস্র[৩] একসতো প্রভূর[৩] রমণী।
অহো ভার্গ্যবতি বন্দো জাহার রুর্কীনি॥
অষ্টম রমনি বন্দো রমনি প্রধান॥
সভার চরনে মোর অনন্ত প্রনাম॥
গাইতে কৃষ্ণের গুন জে দিল জুগতি।
তাহার চরন বন্দো হয়া সুদ্ধমতি॥
দিক্ষাগুরু সিক্ষাগুরুর চরন বন্দিয়া।
গাইব কৃষ্ণের গুন গোপাল ভাবিয়া॥
আসিয়া গোপাল গীতে কর অবধান।
নিজ কর্ন্নে সুন প্রভূ আপন গুনান॥
আপনে কহিয়াছ প্রভূ নারদের তরে।
বৈকণ্টেত থাকি আমি জুগীর[৪] অন্তরে॥
জেখানে আমার গুন গাএ ভক্ত জন।
সেখানে আমার স্থিতি সুন[৫] নারায়ন[৫]॥
অভয়ের[৬] গীতে আসি করো অবধান।
গোবিন্দ[৭] ভাবিয়া বিপ্র পরুসরামে গান॥

বন্দনা সমাপ্ত॥

১ তরুয়া ২ শ্রীজুৎ ৩-৩ সহস্রক সতো অষ্ট ৪ ভকত
৫-৫ কহিল কারন ৬ অতঃপর ৭ গোপাল

পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ

ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার পোথা[১]
কহে স্ুক ব্যাশের তনয়[২]।
কৃষ্ণ পদে রতো চিত শ্রোতা তাহে পরিক্ষিত
রিসিগন[৩] স্ুত তাহা কহে[৩]॥
হরিপদ অভিলাসি নৈমিষ কাননে বসি
কন স্ুক ব্যাশের আসনে।
নঞালে আনন্দ নদি শ্রোতা তাহে সনক আদি
সাইট সহস্র সঙ্গে রিসিগনে॥
ছিলা পরিক্ষিত রাজা ধর্ম্মসিল মহাতেজা
মৃগয়াতে গেলেন কাননে।
সৈন্য সেনাগন সঙ্গে মৃগয়াতে গেলা রঙ্গে
বসিলা মনির তপবনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বোনে শ্রান্তজুক্ত সর্ব্বজনে
তৃষ্ণাতে আকুল নরেস্বর।
ধ্যানে আছে[৪] মনিবর তাহার স্থানে চাইলা[৫] জল
তবে[৬] তেহো নাদিলা[৬] উত্তর॥
সমিক তাহার নাম হরিপদে করে ধ্যান
বসিয়া আছেন জোগবলে।*
করি কর্ম্ম বিপরিত ঘরে আইলা[৭] পরিক্ষীত
জথা[৮] শ্রীঙ্গী[৮] সমিক তনয়।
জতেক ছাত্তাল[৯] সঙ্গে খেলা[১০] খেলাইতে[১০] রঙ্গে
কলহ লাগীল অতিসয়॥

১ গাথা ২ আসনে ৩-৩ স্ুনে সভে আনন্দিত মনে
৪ ছিল্যা ৫ মাঙ্গে ৬-৬ তার ঠাই না পাইল্যা
* ইহার পর—কোপানলে নরপতি মৃতসর্প পায় তথি
বান্ধীলেন সমিকের গলে॥
৭ গৈল্যা ৮-৮ এথা সিস্থ ৯ বালক ১০-১০ খেলাইতে ছিল্যা

কস্যপ[১] তনয় বোলে তোরে আমি জানি ভালে
স্তুন শ্রীঙ্গী সমিক নন্দন।
স্তুনিছ[২] বাপের[৩] ধর্ম্ম কিবা[৪] কৈলা[৪] অপকর্ম্ম
তেই গলে সাপের বন্ধন॥
স্তুনি শ্রীঙ্গী কোপানলে কৌসিকি নদির জলে
পুর্ব্বমুখে বসিলা ধিয়ানে।
জলাঞ্জলি নিয়া করে সাপ দিলা তার তরে
জে করিল পিতৃ অপমান॥
সমিক আমার পিতা কি তার[৫] তেজের[৫] কথা
হেন অমর্যদা তারে করে।
মৃত সর্প বাধে গলে সর্ব্বথায়ে[৬] মোর[৬] বোলে
সপ্তাহে তক্ষকে খাউক তারে॥
এহিরূপে সাপ দিয়া নিজ ঘরে দেখে গীয়া
মৃত সর্প জনকের গলে।
দেখিয়া রোদন করে তাহার ক্রন্দন[৭] রোলে[৭]
জোগভঙ্গ হইয়া মনী বোলে॥
কাদ পুত্র কি কারন কে বলিল কুবচন
কেবা নিন্দা করিল আমারে।
শ্রীঙ্গী বোলে স্তুন বাপ গলে দেখি মিত্তু সাপ
অপমান কে কৈল তোমারে॥
তবেতো[৮] সমিক মনী জোগেত সকল জানী
সম্ভ্রমে করয়ে হাহাকার।
কেনে তারে দিলা সাপ অন্তরে রহিল তাপ
পরীক্ষীত ছাড়িবে সংসার॥
আসিয়া আমার য়াগে তৃষ্ণা হেতু জল মাঙ্গে
মোর ঠাই না পাইলা উত্তর।

১ কস্যপু ২ সুন্যাছ ৩ পিতার ৪-৪ কি করিলে ৫-৫ কহিব তার ৬-৬ সর্ব্বথা আমার ৭-৭ রোদন স্বরে ৮ তখন

এহী[১] হেতু পরিক্ষীত　　করি[২] কর্ম্ম বিপরীত
তুমি কেনে সাপ দিলা তারে ॥
স্তুন স্তুন ভক্ত সব　　কৃষ্ণগুন মহৎসব
কৃষ্ণ কথা পুরানের[৩] সার ।
বিপ্র পরুসরামে গাএ　　না ভজিয়া[৪] রাঙ্গা পায়
ভব সিন্ধু কিশে হইবা পার ॥

সুই রাগ

এহি রূপে সাপ জদি হইল বিপরিত ।
নারদ[৫] কহিলা জায়া[৫] জথা পরিক্ষীত ॥
অপমৃত্যু হবে রাজা সাপের কারন ।
গঙ্গা তীরে জাইয়া রাজা ভজ নারায়ন ॥
মৃগয়াতে গীয়াছিলা তৃষ্ণাতে বিকল ।
মনির আশ্রমে জাইয়া মাঙ্গীছিলা[৬] জল ॥
জল না পাইয়া মনে[৭] পাইয়াছিলা[৭] গোষা ।
গলাতে বাধিলা[৮] মুনির মৃত্তু সর্প্পের[৮] খোসা ॥
তাহার তনয় অতি জোগে বলবান ।
নিজদৃষ্টে দেখিলা বাপের[৯] অপমান ॥
তেকারণে সাপ দিলা মনির নন্দন ।
অলর্ঙ্ঘ[১০] মনির বাক্য না হয় লর্ঙ্ঘন ॥
মরন নিকটে রাজা বুঝি অনুমানে ।
জর্ন্মেজয় পুত্রেক রাজা ডাক দিয়া আনে ॥
জর্ন্মেজয় পুত্রেক রাজা রার্য্য[১১] ভার দিয়া ।[১১]
গঙ্গাতীরে রহিলেন মঞ্চ বানাইয়া ॥
বসিয়া উত্তম ক্ষনে গঙ্গার দক্ষিনে ।
কুশাসনে বসিয়া চিন্তেন নারায়নে ॥

১ এই　২ করে　৩ অমৃতের　৪ ভজিলা　৫-৫ গোরক্ষথ কহে গিয়া　৬ মাগাছিলা　৭-৭ তোমার মনে হৈল　৮-৮ বান্দিয়া তার আইলা সর্প　৯ পিতার　১০ অলঙ্ঘ　১১-১১ রাজ্য সমর্পিয়া

কৃষ্ণের চরনে রাজা আরোপীলা মন।
রাজাকে দেখিতে আইলা জতো মনিগন ॥
দৈপায়ন চ্যবন নারদ মুনিবর।
বিশ্বামিত্র সতানন্দ আইলা সুন্দর ॥+
সনকাদি মনি আইলা ব্রর্হ্মার নন্দন।
ভ্রগু[১] মনি[১] আইলা লইয়া সিস্যগন ॥
দেব রিসিগন সহে আইলা ব্রহস্পতি।
মাকণ্ডেয় আইলা আর অঙ্গিরা মহামতি ॥
বিরূপাক্ষ অগস্ত আইলা সর্ব্বজন।
বামদেব আদি করি আইলা মনিগন ॥
প্রনাম করিলা রাজা মনির[২] চরনে।
হেনকালে সুকদেব আইলা সেহিখানে ॥*
সর্ব্ব সোক পাসরিলা রাজার নন্দন।*
সুকদেব দেখি রাজা সজল নয়ান ॥*
নয়ানে আনন্দধারা জেন সুরনদি।
প্রেমে গদগদ অঙ্গ না পান অবধী ॥
কিবা সে আমার ভাগ্য হইল আচম্বিত।
নয়ানে দেখিলাম আইজ উর্ত্তম ভাগবত ॥
প্রনাম করিলা রাজা হইয়া আকুল।
এমন সময় তুমি[৩] হও অনুকুল[৩] ॥
হেন বুঝি তুমি[৪] প্রভু[৪] হইলা সদয়।
কহো কহো কৃষ্ণ কথা অতি পুন্যচয় ॥
এমত[৫] সুনিয়া মনি প্রেমে গদগদ।
কৃষ্ণ বিনে কেহো[৬] মোর নাহীক সম্পদ ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—ভরদ্বাজ ভৃগু আইলা বসিষ্ট গৌতম।
পৌলস্ত কস্যপ আর আইলা উত্তম ॥

১-১ ভৃগুরাম ২ সভার * এই চরণগুলি নাই ৩-৩ গোসাই মরে অনুকুল ৪-৪ প্রভু মরে ৫ এ বল ৬ কিছু

সাধু বলিয়া[১] তবে[১] প্রসংসিলা মনি।
কৃষ্ণের চরিত্র আমি কি বলিতে[২] জানী॥
চারি বেদে ব্রর্ম্মা জার না পাইলা সিমা।
অনন্ত গাইয়া জার না পাইলা[৩] মহিমা॥
এমত অদভূত কথা সোধাইলা মোরে।
কহিব কৃষ্ণের কথা আনন্দ অন্তরে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অমৃতো[৪] সাগরে[৪]।
অল্প ব্যাস[৫] পীতা[৫] পড়াইলা মরে[৬]॥
হেন ভর্ক্তি কথা স্থন হয়া য়েকমন।
কৃষ্ণের চরিত্র কহেন[৭] ব্যাশের নন্দন॥
নঞানে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
মজিলা ব্যাশের স্থত আনন্দ তরঙ্গ॥
প্রথম অধ্যায় কথা হইল সমাধান।
গোপাল ভাবিয়া বিপ্র পরূসরামে গান॥

ভাটীয়ারি রাগ+

ভাগবত কৃষ্ণকথা স্থধাই[৮] স্থধাময়।
স্থনে রাজা পরিখিত স্থকদেবে কয়ে॥
দ্বিতীয়ে কহিলা কথা[৯] জোগ নদি ভাশা।[৯]
ত্রিতিয়ে[১০] বিতুর সঙ্গে উর্ত্তম[১১] সম্ভাশা॥ ++

১-১ সাধু বলি ২ কহিতে ৩ পান ৪-৪ পুরানের সার
৫-৫ কালে বেস পিতা ৬ আমারে ৭ কন

\+ ইহার পর :— হরি কথা বড়ই মধুর।
স্থনিলে সকল পাপ জায় দুর॥ ধুয়া

৮ স্থধু ৯-৯ জোগ ধারনাদি ভাসা ১০ তৃতিয়ে ১১ উর্দ্ধব

\+ + ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—

বিরাট সরির আর ব্রহ্মাণ্ড উতপতি।
বিষ্ণুনাভি পর্দ্দে দেব জাহার সংস্থিতি॥
বয়ম্বোধিরা (?) হইতে হৈলা পৃথিবি উদ্ধার।
হিরন্যার্থের কথা ব্রহ্মস্থদ্ধ আর॥

কহিলা দেবহুত কম্পিলা সম্ভাস।
চতুর্থে কহিলা কথা দক্ষজজ্ঞ নাস॥
পুরান উপাক্ষান কহিলা সকল।
ধ্রুবের চরিত্র কথা ভূবন মঙ্গল॥

ধ্রুব চরিত্র

ধ্রুবের চরিত্র ভাই[১] স্নুন ভর্ক্ত সব।
জেরূপে হইল ধ্রুব পরম বৈষ্ণব॥
ছিষ্টীর[৩] কারনে প্রভূ দেব প্রজাপতি।
আপনে হইলা ব্রর্ম্মা পুরূস প্রকৃতি॥
পুরূস হইলা মুণু সয়ম্ভব[৪] নাম।
নারী শত রূপবতি অতি অনুপাম॥
রতি রসে শতোরূপা সত্রস্বর[৫] স্নাত (?)[৫]।
দুই পুত্র হইলা তাহে জগত বিক্ষাত॥
জৈষ্ট পুত্র প্রিয়ব্রতো অতি জসোধর।
কনিষ্ট উত্তানপাদ পরম স্নুন্দর॥
উত্তানপাদের বেটা[৬] ধ্রুব মহাশয়ে।
শ্রবনে[৭] জাহার কথা কৃষ্ণ[৮] ভক্তি[৮] হয়॥
রাজাতো উত্তানপাদ[৯] পৃথিবিতে হইল।
স্নুরূচি স্নুনীতি নামে দুই বিভা কৈল॥
স্ত্রী[১০] স্নুনীতি দুভার্গা[১০] দৈব দোষে।
ছোট স্ত্রী স্নুরূচি তাথে[১১] রাজা ভালোবাসে॥

১ কথা ৩ সৃষ্টির ৪ সয়ম্বর ৫-৫ সায়ম্ভুব সতে (?) ৬ পুত্র ৭ স্নুনিলে ৮-৮ ভক্তিলভ্য ৯ উত্থানপাদ ১০-১০ বড়স্ত্রী স্নুনিতি ভাগ্যহিন ১১ তারে

য়েকদিন রাজা এ[১] উত্তম পুত্র[১] কোলে।
রাজসিংহাসনে বসিলা কুতুহলে॥
প্রিয় স্ত্রী[২] সুরুচি তার[৩] বৈশে বামপাসে[৪]।
হেনকালে ধ্রুব আইলা বাপের[৫] সমর্পাসে[৫]॥
পঞ্চ বৎসরের ধ্রুপ অতি সিসুকাল।
নবিন[৬] অধিক তনু নয়ানে বিসাল॥
উঠিবারে চাহে ধ্রুপ রাজসিংহাসনে।
পীতা পীতা বলি ডাকে রাজা[৭] নাহি সুনে॥
নাবতে রহিয়া ধ্রুব কান্দে উতোরোলে[৮]।
সিংহাসনে তুমি[৯] বাপ মোরে করো কলে[৯]॥
সুনিয়া না সুনে রাজা পুত্রের কান্দন[১০]।
উর্ত্তমেরে[১১] লইয়া করে[১২]লালন[১২] পালন॥
তাহা[১৩] দেখি[১৩] কহে ধ্রুবের বিমাতা।
সুন সুন ওরে[১৪]ধ্রুব সুন[১৫] মোর[১৫] কথা॥
মাতা তোর[১৬] কভু নাহি সেবে[১৬] নারায়নে।
কোন পুণ্যে[১৭] বসিতে চাহ রাজ[১৭] সিংহাসনে॥ *
তোমার কান্দন[১৮] রাজা সুনিয়া না সুনে।
জদি ইৎসা থাকে[১৯] বাছা বসিতে সিংহাসনে॥

১-১ উত্তম পুত্র লইয়া ২ ছোট স্ত্রী ৩ রাজার ৪ ভিতে
৫-৫ পিতার সাক্ষাতে ৬ ননির ৭ পিতা ৮ উচ্চস্বরে
৯-৯ তুলি পিতা কোলে নেহ মোরে ১০ রোদন ১১ উত্তম
১২-১২ রাজা করেন ১৩-১৩ দেখিয়া সুরুচি কহে ১৪ অরে
১৫-১৫ মোর এক ১৬-১৬ তোমার কভু না সেবিল
১৭-১৭ পুণ্যফলেতে বসিবা * ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—

দুভাগা সুনিতির গভে জন্ম তোমার।
আমী ভাগ্যবতি পুত্র উত্তম মোর।
উত্তম লইয়া রাজা বৈসে সিংহাসনে।

১৮ রোদন ১৯ গিয়াছে

কথো[১] দিন সেব[২] জাইয়া[২] প্রভু নারায়নে।
মোর গর্ভে জর্ম্ম নহে[৩] সেবি সে[৩] নারায়ন।
তবে সে বসিতে পার[৪] রাজ সিংহাসন ॥
বিমাতার বোলে[৫] ধ্রুব কান্দীতে কান্দীতে।
উপনীত হইলা জাইয়া[৬] মায়ের সাক্ষাতে ॥
ধ্রুবের ক্রন্দোন[৭] দেখি[৭] মাতা তার বোলে।
কি লাগীয়া কান্দো পুত্র কেবা গালি দিলে ॥
ধ্রুব বোলে সুন মাতা সুনতি সুন্দরি।
কেহ গালি নাহি দেয় নিবেদন করি ॥
বাপের[৮] কোলে বসিতে[৮] গেলো মোর মন।
সতমায়ে বোলে তুমি দুর্ভাগা নন্দন ॥
মায়েরে কহিলা ধ্রুব সুন সমাচার।
বিপ্র পরূসরামে গাএ কৃষ্ণ সখা জার ॥

সিন্ধোড়া রাগ

কান্দিয়া সুনিতি কহে গদগদ বাণী।
সুন সুন ওরে বাছা মুঞী অভাগীনি ॥
সুরূচি সতাই[৯] তোমার বাপের[১০] প্রিয়সি[১০]।
আমি তার আজ্ঞাকারি সে রাজমহিসি ॥
জনমে জনমে কতো সেবিছে শ্রীহরি।
এতেক সম্পদ তার কৃষ্ণ সেবা করি ॥
ভাল জুক্তি দিয়াছেন[১১] সেবিতে[১১] নারায়নে।
সুক[১২] ভোগ নাহি বাছা কৃষ্ণ-সেবা বিনে ॥

১ কথোক ২-২ ভজ গিয়া ৩-৩ নেহ সেবি ৪ পাবে ৫ বাক্যে ৬ গিয়া ৭-৭ রোদন সুনি ৮-৮ বসিতে পিতার কাছে ৯ বিমাতা ১০-১০ পিতার প্রেয়সী ১১-১১ দিয়াছে ভঙ্গীতে ১২ সুখ

কখন কৃষ্ণের সেবা না করিলাম আমি।
সিংহাসনে বসিতে[১] কিমতে চাহো[১] তুমি ॥
সুরুচি কৃষ্ণের সেবা কৈল চিরকাল[২]।
তেঞিসে তাহার পুত্র বাপের দুলাল ॥
মুঞী[৩] বড় দুর্ভাগা নারি প্রথিবিমণ্ডলে।
না ভজিলাম গোবিন্দের চরনকমলে ॥
বাপের দুলাল তুমি নহো তেকারনে।*
য়েকচিত্তে ভজ বাছা কৃষ্ণের চরনে ॥*
যে প্রভূর পদতলে লক্ষির বিলাস।*
দড় মনে ভজ বাছা হেন শ্রীনিবাশ ॥*
আইজ[৪] হইতে ভজ বাছা গোলক সম্পদ।
কোন বস্তু[৫] সিংহাসন পাবে মুক্ষপদ ॥
মায়ের চরনে[৬] ধ্রুব হইলা বৈষ্ণব।
সংসার বাসনা মায়া তেগীলেন[৭] সব ॥
প্রনমিয়া জননির চরনকমলে।
গোপাল[৮] ভাবিয়া বিপ্র[৮] পরূসরামে বোলে ॥
আমি কোথা গেইলে পাব স্যাম জিবন আমার ॥ ধুয়া++

১-১ কেমনে বসিতে পাবে ২ বহুকাল ৩ মো
* এই পদগুলি নাই ৪ আজি ৫ রত্ন ৬ বচনে
৭ ত্যাগ কৈলা ৮-৮ শ্রীকৃষ্ণ উর্দ্দিসে জান

++ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—

পঞ্চ বৎসরের ধ্রব অতি সিসুকাল।
ননির অধিক তনু নয়ান বিসাল ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধ্রব প্রবেসিলা বনে।
হরি হরি উচ্চস্বরে ডাকে নারায়নে ॥

কি[১] করিব কি হইবে[১] কোথাকারে জাবো।
জারে দেখে তারে বোলে কৃষ্ণ কোথা পাব॥
য়েহি রূপে চলিলেন ধ্রুব মহাসএ।
আব্রছায়া দিলা[২] কৃষ্ণ রুদ্রের সময়॥
কৃষ্ণেক[৩] ভাবিয়া[৩] মোনে জান পথে পথে।
দৈব জোগে দেখা হইল নারদের সাথে॥
প্রনমিলা নারদের চরন কোমলে[৪]।
কোথাকারে জাও ধ্রুব মনি তারে বোলে॥
ধ্রুব বোলে জাই আমি কৃষ্ণের ভজোনে।
নারদ বোলেন ইহা হইবে কেমনে॥
পঞ্চ বৎসরের তুমি অতি সিস্তকাল।
কিরূপে[৫] সেবিবা কৃষ্ণ নন্দের[৫] তুলাল॥
অরণ্য[৬] রুদ্রের মদ্ধে বড় তুঃখ[৬] পাই।
মোর সঙ্গে চলো তোমাক[৭] ঘরে লইয়া জাই॥
কান্দিয়া কহেন[৮] ধ্রুব[৮] নারদের তরে।
ঘরে জাইতে প্রভূ[৯] আর না বলিহ[৯] মোরে॥
বাপের[১০] চরিত্র আর সতাইর[১১] কথা।
মরমে রহিয়াছে[১২] মোর নিদারুন বেথা॥
ভজিব দয়ার কৃষ্ণ প্রভূ রিসীকেস।
ক্রপা করি মনি মুখে[১৩] কহ উপদেস॥
নারদ বোলেন স্তন বচন আমার।
কহিছেন[১৪] উর্ত্তম কথা জননি তোমার॥
মনি[১৫] বোলে যাও বাছা[১৫] জমুনার কুলে[১৬]।
য়েক চির্ত্তে ভজ বাছা[১৭] শ্রীনন্দকুমারে॥

১-১ হায় হায় কি করিব ২ দেন ৩-৩ গোবিন্দ ভাবনা ৪ কমলে ৫-৫ কেমনে ভজিবা বাছা শ্রীনন্দ ৬-৬ কৃষ্ণপদ তুরারাজ্য বহু কষ্টে ৭ তোমা ৮-৮ বোলেন ধ্রুব ৯-৯ মুনি আর না কহিয় ১০ পিতার ১১ বিমাতার ১২ আছয়ে ১৩ মরে ১৪ কয়াছে ১৫-১৫ মধুবন জায়া তুমি ১৬ তিরে ১৭ গিয়া

আপরূপ[1] সঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারি।
সেহিখানে পাবে দেখা চতুর্ভূজ হরি॥
য়েহি[2] রূপে মনিবর[2] সরল অন্তরে।
দ্বাদস অক্ষর মত্র[3] দিলেন তাহারে[3]॥
মন্ত্র পাইয়া ধ্রুবের হইল দিব্যজ্ঞান।
গুরুপদে প্রণমিয়া[4] করিলা পয়ান॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি চলিলা মধুবনে।
বিপ্রপরুসরামে[5] বোলে[5] কৃষ্ণের চরনে॥

করুণা রাগ[+]

কোথাকারে গেলা বাছা[6] মোরে বিড়ম্বিয়া।
কান্দেন উর্থানপাদ পুত্র না দেখিয়া॥ ধুয়া॥
পঞ্চবৎসরের বাছা[7] অতি সিসুকাল।
ননির অধিক তনু নয়ানে বিসাল॥
তোমা না দেখিয়া বাছা না জিব পরানে।
কিরূপে বঞ্চীব[8] অন্ন পানি বিনে॥
স্ত্রীজিত পুরুস আমি ব্রথা সে জিবন।
স্ত্রীর[9] বোলে তোমার[9] পুত্র না কৈল্য পালন॥
দেখা দিয়া প্রান রাখ হইয়াছি কাতর।
অভিমান করি বাছা গেলা কার ঘর॥
মোর[10] ক্রোধো করিয়া[10] প্রবেসিলা বনে।
বন জন্তু হাতে কিবা হারাইলা[11] জিবন[11]॥

১ অপরূপ ২-২ এতেক বলিয়া মুনি ৩-৩ মন্ত্র দিলা তার তরে
৪ প্রনাম করি ৫-৫ দ্বিজ পরসুরামে গান
+ ইহার পর
বাছা ধ্রব কেনে বোনে গেলা।
ধ্রব লাগি ঝুরিয়া ঝুরিয়া প্রান কান্দে॥ ধুয়া
৬ ধ্রব ৭ তুমি ৮ বাচিব ৯-৯ স্ত্রির বাক্য তোমা
১০-১০ মোরে ক্রোধ করি কিবা ১১-১১ হারাবা পরানে

য়েহিরূপে কান্দে রাজা ধুলায়ে ধুসর।
হেনকালে আইলা নারদ মনিবরে॥
নারদ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলা তারে।
তুমি কি দেখিয়াছ ধ্রুপ গেল কোথাকারে॥
মনি বলে রাজা তুমি না কান্দিয় আর।
জস বিস্তারিয়া পুত্র আসিবে তোমার॥
এতো বলি মনি গেলা বৈকন্ট ভূবনে।
ধ্রবের তপস্যা ভাই স্থন য়েক মনে॥+

তুড়ী রাগ

রাঙ্গা পায়ে কি বলিব আমি
পতিতপাবনি নাম ধরিছ তুমী। ধুয়া।++
নারদ আদেসে ধ্রুব গেলা মধুবনে।
কটোর তপস্বা করি ভজে নারায়নে॥
ত্ররাত্রি[১] করিয়া ধ্রব করেন পারন।
কিছু[২] ফল পত্র কেবল[২] করেন ভক্ষন॥
য়েহিমতে[৩] তপস্যা করিলা একমাস।
তুই[৪] মাসে কৈল ধ্রুপ[৪] ছয় উপবাস॥
ছয় রাত্রী রহি ধ্রপ করএ[৫] পালন।
ব্রক্ষের[৬] গলিত পত্র করয়ে ভক্ষন॥
এহিরূপে তপস্যা করিলা[৭] তুই মাশ।
ত্রিতিয়ো মাসেত কৈলা নও[৮] উপবাস॥
নবরাত্র রহি ধ্রপ করয়ে পারন।
কেবল করেন ধ্রুপ সলিল ভক্যন॥

+ ইহার পর ভাগবত ইত্যাদি
++ এই ধুয়ার স্থলে—তোমার চরনে সরন লইলাম গোপাল হে।
পতিতপাবন তুমি গোপাল হে॥ ধুয়া
১ তেরাত্রি ২-২ বদরি কপিত্থের ফল মাত্র ৩ এইরূপে ৪-৪ দ্বিতিয় মাসেতে কৈলা ৫ করেন পারন ৬ বিক্ষের ৭ করেন ৮ নয়

য়েহিরূপে তপস্যা করিলা তিন মাস।
চতুর্থ মাশেত কৈলা দ্বাদষ উপবাষ॥
দ্বাদস দিবষ বহি করেন পারন।
কেবল[1] কেবল ধ্রূপ অনিল[1] ভক্যন॥
চারি মাসে তপস্যা করেন হেনমতে।
নিরাহার রহিলা[2] ধ্রুপ পঞ্চ[3] মাষ হৈতে[3]॥
দাড়াইয়া থাকেন ধ্রপ জেমন স্থাবর।
সষ্ট মাশেত কৈলা য়েক পদে ভর॥
এক পদে ভর দিয়া থাকেন দাড়াইয়া।
গোবিন্দের পদে[4] হৃদয়[4] ভাবিয়া॥
জোগবলে কৃষ্ণ নিয়া[5] রাখেন[5] অন্তরে।
টলমল করে প্রথি[6] য়েক পদের[7] ভরে॥
ধ্রবের অন্তরে[8] বন্ধ হইলা শ্রীনিবাস।
ব্রর্ম্মা য়াদি দেবতার নাহি রহে আস[9]॥
বেস্ত হইয়া গেলা তবে[10] খির নদির[10] তিরে।
জাইয়া করিলা[11] স্তব প্রভূ গদাধরে॥
য়ে কটোর[12] তপস্যা ধ্রপ কি লাগীয়া করে।
ইন্দ্রেক[13] বাধিয়া ধ্রপ[13] রাখিল অন্তরে॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবতার নাহি রহে স্থান[14]।
ধ্রবের সদয়[15] হও প্রভূ[15] শ্রীনিবাষ॥
হাসিয়া বোলেন তারে[16] প্রভূ[16] চক্রপানি।
ধ্রবের মোনের বাঞ্ছা সভা[17] আমি জানি॥

১-১ কেবল করেন ধ্রব বাতাস ২ হৈলা ৩-৩ পঞ্চম মাসেতে ৪-৪ পাদপদ্য হৃদিয়ে ৫-৫ লয়া রাখিল ৬ পৃথি ৭ পদ ৮ সরিরে ৯ স্বাস ১০-১০ সভে খিরদের ১১ করেন ১২ কঠোর ১৩-১৩ ইন্দ্র বান্দিয়া তোমার ১৪ স্বাস ১৫-১৫ সরিরে বর্দ্ধ হৈলা ১৬-১৬ প্রভু দেব ১৭ সব

জাও জাও দেবগন[১] জাও নিজ বাশে[১]।
য়েহি চলিলাম আমি ধ্রবের[২] উর্দ্দিষে[২] ॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবগন গেলা নিজবাষ[৩]।
বিপ্রপরূসরামে গায়ে[৪] গোপালের দাষ[৪] ॥

ধানসি[৫] রাগ+

ধ্রবের[৬] সদয় হইতে জাত গদাধর।
কৌতুকে চড়িলা হরি গড়ুরের উপর ॥
নবঘন স্বামতণু বনমালা গলে।
বাধিয়া[৭] বিনদ চুড়া নব গুঞ্জ মালা ॥
ধ্রবের সাক্ষাত[৮] আইলা ঠাকুর[৮] শ্রীহরি।
অপরূপ সঙ্খ চক্র গদা পর্দ্দ্যধারি ॥
গোবিন্দের পাদপর্দ্দ্য চিন্তিয়া[৯] অন্তরে।
দাড়ায়া আছেন ধ্রুপ জেমন স্থাবরে ॥
দেখিয়া দয়াল[১০] কৃষ্ণ তারে ক্রপা কৈলা।
পঞ্চজর্ন্ম সঙ্খ তারে[১১] কপালে ছোয়াইলা[১২]।
দিব্য[১৩] জ্ঞান হইলা ধ্রপ[১৪] চক্ষু মেলি চায়।
চতুভূজধারি হরি দেখিবারে পায় ॥
প্রনামিয়া কৃষ্ণের পদে কৈলা বহু স্তুতি।
কৃষ্ণ বলেন স্থন ধ্রপ আমার ভারতি[১৫] ॥
বসিবারে চাহিয়াছিলা[১৬] রাজসিংহাসনে।
বিবেক[১৭] হইয়াছে রাজা সতাইর চরনে[১৭] ॥

১-১ দেব সব জাও নিজ স্থানে ২-২ ধ্রব বির্দ্দমানে ৩ স্থানে
৪-৪ গান স্থন ভক্তজনে ৫ পটমঞ্জরি
+ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুস সাজে চরনে নপুর বাজে
বিরাজিত তুলসি মুঞ্জীরী।
৬ ধ্রুবকে ৭ বন্দন ৮-৮ সাক্ষাতে গেলা দয়ালু ৯ ভাবিয়া
১০ দয়ালু ১১ তারে ১২ ঠেকিল ১৩ বহু ১৪ ধ্রব ১৫ ভারথী
১৬ চায়াছিলা ১৭-১৭ বিবৈগি হয়াছ তুমি বিমাতার বচনে

উচ্চপদ সিংহাসন না পাইলা পীতার[১]।
সভা হইতে উচ্চস্থান কৈরাছি তোমার ॥ +
আগে জায়া রাজা হইয়া ভঞ্জগা[২] সংসারে[২]।
তোমার জনক বাছা সে জাইবে বোনে।
তুমি রাজা হও গীয়া রাজ সিংহাসনে ॥
উর্ত্তম তোমার ভাই স্নরুচিনন্দন।
হইবে জক্ষের হাতে তাহার মরন ॥
পুত্র সোকে মরিবেক সতাই[৩] তোমার।
স্নখে রার্য্য করো তুমি[৪] সৌত্র নাহি আর ॥
সোল[৫] সহশ্র[৫] বৎসর প্রথিবি পাল স্নখে।
তাহা পরে মোর[৬] স্থানে জাবে ধ্রপ[৭] লোকে ॥
এতো বলি অন্তর্ধ্যান হইলা গদাধর।
বর পাইয়া ধ্রপ পুলক[৮] অন্তর[৮] ॥
হায় হায় কি করিলাম আপন খাইয়া[৯]।
মুক্তপদ না মাঙ্গীলাম প্রভূরে[১০] দেখিয়া[১০] ॥
মোর সোম অভাগীয়া ত্রিভূবনে নাই।
খুদ ভিক্যা মাঙ্গীলাম[১১] ক্রপনের[১১] ঠাই ॥
য়েহিরূপে ভাবে ধ্রপ প্রভূ রিসিকেস।
পরুসরামে বোলে ধ্রপ আইলা নিজ দেস ॥

১ রাজার

\+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

ধ্রবলোক তার নাম সভার উপরে।
গ্রহ বাকা চক্র বাত জাহা বেড়ি ফিরে ॥
হেন উচ্চপদ বাছা হইঞাছে তোমার।

২-২ ভুঞ্জহ সংসার ৩ বিমাতা ৪ জাঞা ৫-৫ ছত্তিস হাজার ৬ নিজ ৭ ধ্রব ৮-৮ পুন অনুমান করে ৯ খোঞায়া ১০-১০ কৃষ্ণচন্দ্র পায়া ১১-১১ করিলাম কুবেরের

জথা রাগ

জয়ধনী হইল তবে রাজার দুয়ারে[১]।
আনন্দে দুন্দবি বাজে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
তবস্যা[২] করিয়া ধ্রপ আইলা নিজ ঠাই[২]।
দ্বারবাসি[৩] লোক সব রাজারে কহিল ॥
স্থনিয়া রাজার মনে আনন্দ অপার।
বিলাইয়া বিপ্রগনেক অনেক[৪] ভাণ্ডার ॥
উর্দ্ধবাহু করি নাচে মনের কৌতুকে।
করিতে প্রর্থীবি[৫] সোভা লোক জোন ডাকে ॥ +
দোসারি কদলি ব্রক্ষ করিয়া রোপন। ++
অলঙ্কারে ভূসিত হইলা নারিগন ॥
স্থবর্ন্ন পতাকা উড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা বাদ্য ভাণ্ড বাজে রাজার নগরে ॥*
স্থনিল ধ্রুবের কথা স্থনতি স্থন্দরি।
বুঝিলাও সদয় হইলা দয়ার শ্রীহরি ॥
স্থরুচি এসব কথা স্থনি অকস্মাত।
মস্তক উপরে জেন পড়িল বজ্রাঘাত ॥
লোক জন সঙ্গে রাজা চলিলা সাদরে।
ধ্রবেরে আনিতে জান নগর বাহিরে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আইলা ধ্রব মহাশয়ে।
বাহু পসারিয়া রাজা চলিলা পুত্র কোলে লয়ে ॥**

১ নগরে ২ তপস্যা করিয়া ধ্রুব নিজ দেশে আইল ৩ পুরুবাসি ৪ জতেক ৫ পুরির

\+ সোভা জতো লোক ডাকে। ++ দুসারি কদলি বিক্ষ কৈইল আরোপোন।

* নানা বাদ্য নানা স্বর্ন্ন কলস দুয়ারে।

** বাহু পসারিআ রাজা কোল দিল তাএ।
স্থনিতি এসব কথা স্থনিবারে পাএ ॥

সত[1] সত চম্বু দিলা বদন কোমলে।
পুরে প্রবেসিলা রাজা পুত্র লয়া কোলে॥
সুনতি আসি[2] তবে পুত্র কোলে নিল।
দরিদ্রের হেম[3] জেন হারাইয়া পাইল॥
মা ও বাপের পদে ধ্রপ হইলা নমস্কার। +
ভোজন করিলা ধ্রপ নানান উপহার॥
তবেত উথানপদ নিমন্ত্রীয়া[4] প্রজা।
অভিশেক করিয়া ধ্রবেক কৈল্য রাজা॥
ধ্রবেক করিয়া রাজা দিলা সিংহাসন।
তপস্যা করিতে রাজা প্রবেসিলা বন॥
ভাগবত ইয়ো[5] দি

ধানসি রাগ

তবে ধ্রব বিভা কৈলা প্রজাপতির সুতা।
পরমসুন্দরি কন্যা সর্ব্বগুনাজুতা॥
তার গর্ভে দুই পুত্র জেন্মল সুন্দর।
জেষ্টপুত্র কল্প তার[6] কনেষ্ট বৎসর॥
ইলা নামে পুত্র রাজার জর্ম্মীল উৎকল। ++
তিন পুত্র লইয়া রাজা আনন্দে বিভোল[7]॥
তবেতো[8] উর্ত্তম গেলা মৃগয়া করিতে[9]।
দৈব জোগে জক্ষ তারে বধিল তথাতে[10]॥
সুরুচি সুনিল জদি[11] পুত্রের মরন।
পুত্রশোকে দাবানলে তেজিল[12] জিবন॥

১ কত ২ আসিয়া ৩ ধন
+মাতা পিতার চরনে হইল্যা নমস্কার। ৪ নিমন্ত্রিয়া
ভোজন করিল্যা তবে নানা উপহার॥ ৫ ইত্তা আদি
৬ আর
++ইড়া নামে ভার্জা তার জর্মীলা সুন্দর ৭ অন্তর ৮ তদহু
৯ বনে ১০ জিবনে ১১ তবে ১২ তেজিবে

উৰ্ত্তম মরিল ধ্রব স্থনিলা সৰ্ত্তর।
মহাক্রোধে সাজে ধ্রব জক্ষের উপর॥
চলিলা উৰ্ত্তর দিগে জক্ষ বিনাসিতে।
সাজিল সকল জক্ষে কুবের আদেষে॥
দুই সন্যে জুদ্ধ লাগে বানে কাটাকাটী।*
হেনকালে আইলা মনিবরে।*
স্থন স্থন ওরে ধ্রুব আমার বচন।
বৈষ্ণব হইয়া বাছা কেনে করো রন॥
উৰ্ত্তম মরিল বাছা নিজকৰ্ম্ম দোশে।
মরা লাগী জুৰ্দ্ধ কেনে করো অপোরসে[১]॥
য়েতেক বলিয়া মনি হইলা অন্তধ্যান।
নিবৰ্ত্ত হইলা ধ্রুপ পাইয়া দিৰ্ব্বজ্ঞান॥**
নিজ দেশে চলে[২] ধ্রুপ সন্যগন লয়া[২]।
হেনকালে বোলেন কুবের তুষ্ট হয়া॥
স্থন স্থন বাছারে মাঙ্গিয়া নেহো বর।
তোমার চরিত্রে[৩] হইল[৩] সন্তোষ অন্তর॥
ধ্রুব বোলে য়েহি বর দেহো মহাসয়ে।
কৃষ্ণের চরণে জেন দড়[৪] ভক্তি হয়॥

* এই চরণগুলির স্থলে—

জক্ষক করেন জুৰ্দ্দি ধ্রুবের নিকটে।
অতি ঘোরতর জুৰ্দ্দি বানে বানে কাটে॥
স্বর্গ মৰ্ত্ত ভয়ে কাপে এ তিন ভুবন।
নারদে পাঠাইআ দিল্যা জতো দেবগণ॥
এইরূপে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
হেনকালে আইল্যা নারদ মনিবর॥

১ অতি রোসে ** নিবিত্তী হইআ ধ্রুব নিজ দেসে জান
২-২ চলিলেন সৈন্যগন লআ। ৩-৩ চরিত্র দেখি ৪ দেঢ়

তথাস্তু বলিয়া তেনি[১] গেলা নিজবাসে।
পরুসরামে বোলে ধ্রুব আইলা নিজ দেশে॥

সুই রাগ

হরি না ভজিলাম কি লাগীয়া।
বিফলে জনম জায়েরে[২] বহিয়া[২]॥ ধুয়া
রার্য ভোগ করি[৩] ধ্রব সুনতি নন্দন।
পুত্রের সমান[৪] ভাবে[৪] পালে প্রজাগন॥
এহিরূপে ধ্রব রাজা প্রথিবি ভিতরে।
রার্য ভোগ কৈলা[৫] সোল সহশ্র[৫] বৎসরে॥
তারপর পুত্রেক রার্য কৈল সমার্পন।*
তপস্যাতে গেলা রাজা কৃষ্ণ পদে মন॥*
কৃষ্ণ পদ ভাবি বৈশে বিনাসার কুলে।
রথ লইয়া বিষ্ণু দুত আইলা হেনকালে॥
নন্দ উপনন্দ নামে দুত দুইজন।
ধ্রুবের বোলেন রথে কর আরহন॥
হরি ধ্বনি করি ধ্রুব চড়ে[৬] দিব্য রথে[৬]।
ধ্রুবলোকে চলিলেন আকাসের পথে॥
কথোদুর জাইয়া ধ্রুব চান চারিপাষে[৭]।
সুনতি জননি বলি পড়ি গেল মনে॥
বিষ্ণুদুত বোলে ধ্রুব সুন হের[৮] কই।
আগু[৯] রথে তোমার জননি জায় ঐ[১০]॥

১ তেহো   ২-২ গেল বহ্যা   ৩ করেন   ৪-৪ অধিক করি
৫-৫ করে ছত্তিস হাজার।

* তারপর পুত্রে রাজা কৈল্যা নিজদেসে।
তপস্যাতে গৈলা ধ্রব কৃষ্ণ পদ আসে॥

৬-৬ চড়িলেন রথে   ৭ চারিপানে   ৮ তোমায়   ৯ অগ্র
১০ অই

তা দেখিয়া ধ্রুব বড় আনন্দিত মতি।
নিজ লোকে চলে ধ্রুব মাএর সংঙ্গতি॥
ধ্রুবলোকে[১] চলিলা[২] ধ্রুব মহাশয়ে।
সর্গমত্ত পাতালেত হরিদ্ধনি হয়॥
সর্গেত দুন্ধবি[৩] বাজে নাচে বিদ্যাধরি।
আনন্দীত দেবগন পুস্প বিষ্টী করি॥
দেখিয়া নারদ মুনি বিনয়[৪] অন্তরে।
কহিতে লাগীলা কিছু[৫] গদগদ স্বরে॥
ধন্য ধন্য সুনতি[৬] তার[৬] তপের প্রভাব।
জার পুত্র ধ্রবের য়েমন[৭] মতি[৭] লাভ॥+
ধ্রুবের চরিত্র জেবা করয়ে শ্রবন।
সে জন অবষ্য পান গোবিন্দ চরন॥
শ্রবনে ধ্রুবের কথা কৃষ্ণ ভক্তি হয়।
হরিপদ অভিলাসি পরুশরামে কয়॥
চতুর্থে ধ্রবের কথা হইল সমাধান।*
পঞ্চমের কথা আক্ষান॥**

১ স্থানে ২ বসিলেন ৩ দুন্দবি ৪ বিস্ময় ৫ কথা ৬-৬ সুনিতির
৭-৭ এতেক গতি। + অতিরিক্ত পাঠ—

আমাবস্যা পুস্তিমাতে জেবা ইহা সুনে।
সুখভোগ করি জায় কৃষ্ণ দরসনে॥
দাদসী সংক্রান্তি দিনে যে করে শ্রবন।
সেজনে অবস্য পায় গোবিন্দ চরন॥

* অতিরিক্ত পাঠ—
কিভাবে পামর মুল ছাড়িয়া হরিগুন কথা।
কাল পুরিলে নিবেজ (?) সে কি বল্যা ভাড়াবে তথা॥ ধুয়া॥
** পঞ্চমের কথা পৃয়ব্রতের (?) আক্ষান।

অজামিল উপাখ্যান

বড়ারি রাগ

য়েক চিত্তো দীয়া ভক্ত´ স্থুন বুদ্ধিমান।+
স্থুকদেব কহেন কৃষ্ণের আক্ষান॥
কহো কহো স্থুকদেব পরিক্ষিত বোলে।
না হয় নরক ভোগ কোন পুন্যো হইলে॥
কি কর্ম্ম করিলে হয় পাপের বিনাষ।
স্থুকদেব বোলে রাজা স্থুন ইতিহাস॥
জেদিন্দ্রীয়[১] হইয়া কেহ পাপ ক্ষয় করে।
কেহ হরি বলি কেহ ভক্তি করি তরে॥++
সদাচারি হয় জদি হরিভক্তি হিন।
সেজন পবিত্র ভাই নহে কোন দিন॥
সরির ধরিয়া জেবা না ভজিল হরি।
কি কর্ম্ম করিবে শেহি[২] প্রস্তাও[৩] করি॥
সেজন[৪] বৈষ্ণব হয় হরি গুন গায়।
তারে দেখি জমদুত দুরেত পলায়॥
সত অস্যমেধ[৫] নহে নামের সমান।
ইতিহাসে স্থুন অজামিল উপক্ষনা[৬]॥
কার্ম্মকুর্য[৭] দেশে য়েক আছিল ব্রার্ম্মন।
অজামিল তার নাম জানে সর্ব্বজনো॥
সেহিতো ব্রার্ম্মন বড় জিতান্দ্রিয় ছিল।
পীতৃ বাক্যে কুশ আনিবার বোনে গেল॥

+—এক চিত্ত হআ ভাই স্থন বুর্দ্দিমান।
অষ্টমে (?) কহিব অজামিল উপাক্ষন॥

১ জিতিন্দ্রিয় ++ কেহো বা কেবল হরি করি ভক্তি তরে
২ সে ৩ প্রায়শ্চিত্ত ৪ জেজন ৫ অশ্বমেদ ৬ উপাক্ষান
৭ কান্যকুব্জ

জজ্ঞ[১] কাষ্ট কুশ লইয়া বোনের ভিতরে।
পথ বহি অজামিল আইশে[২] নিজঘরে॥
সুন্দরি ব্যাস্যা[৩] য়েক দেখে মদ্ধো[৪]পথে।
রমন[৫] করয়ে শে[৬] মর্দ্দকের[৭] সাথে॥
তা দেখিয়া অজামিল আকুল মদন[৮]।
কাষ্ট কুস হাতের ফেলিল সেহিখানে॥
নিজ ভার্য্যা পাসরিলা[৯] মা ও বাপের শেবা[৯]।
সর্ব্বকার্য্য[১০] ছাড়ি হইলা কামে মোনলোভা॥
বেস্যা দেখিয়া বিপ্রসব পাসরিলা[১১]।
কামবশে মর্ত্ত হইয়া রমন[১২] করিলা[১২]॥
মাতিয়া[১৩] থাকীলা তথী হয়া অচেতন।
বেস্যারে লইয়া বিপ্র করেন রমন[১৪]॥
নগর বাহিরে বিপ্র গেলা বেস্যা ঘরে[১৫]।
দিবা নিশী বঞ্চে বিপ্র সুরা পান করে॥
ব্রার্হ্মনের ধর্ম্ম জতো সকলী পাসরি।
দিনে করে জিব হত্যো[১৬] রাত্রে করে চুরি॥
ব্রর্হ্মহত্যাদি পাপ করিলা বিস্তর[১৭]।
ব্যাসার[১৮] গর্ভেত হইল অনেক কুমার॥
সে শকল পুত্র লয়া করেন পালন।
কনেষ্ট পুত্রের নাম থুইলা নারায়ন॥
সব পুত্র হইতে বিপ্র তারে বাশে ভালো।
য়েহিরূপে আটাইষ[১৯] বৎসর তার গেলো॥

১ জোগ্য ২ জান ৩ বেস্যা ৪ মধ্য ৫ ক্রিড়া ৬ সেই ৭ মণ্ডপের ৮ মদনে ৯ পাসুরিল পিতা মাতার সেবা ১০ সর্ব্বকর্ম্ম ১১ পাসুরিল ১২ ক্রিড়া করিল ১৩ মণ্ডপ ১৪ গমন ১৫ মন্দিরে ১৬ হত্যা ১৭ অপার ১৮ বেস্যার ১৯ আঠাসি

মিক্তু্কাল উপস্থীত হইল জখন।
তিন জম ত্বুত আসি দিলা দরশন ॥+
পাশাঙ্কুষ হাতে করি লুহিত[১] লোচন।
অজামিল বেড়িয়া লইলা[২] তিনজন ॥
তা দেখিয়া অজামিল ভয় পাইয়া মোনে।
কাতোর হইয়া বোলে[৩] পুত্র নারায়নে ॥++
হেনকালে বিষ্ণু ত্বুত আইলা চারিজন।
চতুভূজ বিষ্ণু ত্বুত পরম সুন্দর।
প্রহার করেন জম ত্বুতের উপর ॥
জতেক জমের ত্বুত কাদে[৪] উর্দ্ধস্বরে।
বিপ্র পরুসরামে গান গোপালের বরে ॥

শ্রীরাগ*

জমত্বুত সবে[৫] বোলে[৫] বিষ্ণুর কিন্নর[৬]।
কেনে বা প্রহার করো আমা সভাকার[৭] ॥
অজামিল মহাপাপী ত্রিভূবনে জানে।
কোন পুন্য[৮] করে নাহি কহো দেখি সুনি ॥
হেন পাপী নিতে চাহিলা জোমরাজে[৯]।
তোমরা বিবাদ[১০] কেনে করো মিথা[১১] কাজে ॥

+ তিন জন জমদূত দিল দরসন

১ লোহিত ২ ডড়াল্যা ৩ ডাকে

++ পুত্রভাবে ডাকিয়া বলিল নারায়ন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইলা চারিজন ॥

৪ কান্দে

* হরি বিনে কার সরন লব।
অসেষ পাপের তনু কিসে জুড়াইব ॥ ধুআ

৫-৫ বলে সুন ৬ কিংকরে ৭ সভাকারে ৮ পাপ

৯ মহারাজে ১০ বিরধ ১১ কোন

সুনিয়া বিষ্ণুর দুত কহে[১] চারিজনে।
ধর্ম্মরাজা হয় জোম ধর্ম্ম নাহি জানে॥
য়েকবার জাহার জির্ভায় বোলে নারায়নে।
পাপে মুক্ত হইয়া জায় বৈকণ্ট ভূবনে॥
হেন নারায়ন নাম পুত্রের রাখিয়া।
কতোবার পুত্রেক ডাকিছে নাম লইয়া॥
তবে বোল নারায়ন পুত্রভাবে বোলে।
তথাপী নামের গুন[২] মক্তী[৩] হইয়া চলে॥
সাঙ্কেতে বান্ধবের নাম রাখে উপহাসে। +
হেলাতে ছের্দ্ধাতে লয়[৪] জায় সর্গবাশে॥
কহো দেখি তিনজন জমের কিঙ্কর।
কারে বা অধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম বলি কার॥
জমদুত কহে ধর্ম্মরাজা জাহা কয়। ++
অধর্ম্ম জাহারে বলি বেদ অধির্জ্জায়॥
বিষ্ণুদুত বোলে ভাই শেহি বেদে লিখে।
মিত্তুকালে নারায়ন সব্দ করে মুখে॥
মিথুকালে য়েহি বিপ্র বোলে নারায়ন।
ইহাকে লইয়া জাব বৈকণ্ট ভূবনে[৫]॥
এতো বলি খেদাইয়া[৬] দিলা জমদুতে।
পলাইয়া গেলা তারা জমের সাক্ষাতে॥
তবে[৭] জতো[৭] বিষ্ণু হইলা অন্তধান।
অজামিল বিপ্র তবে পাইল দিব্য[৮] করে জ্ঞান[৮]॥

১ হাসে ২ গুনে ৩ মুক্ত

+ সঙ্কেতে বুলুক নাম কিম্বা উপহাসে

৪ কয়

+ + জমদুত বোলে ধম্ম বেদে যাহা কয়।
অধম্ম তাহারে বলি বেদ বিভ্রজয়॥

৫ ভুবন ৬ খেদাড়িআ ৭-৭ তবেতো ৮-৮ দির্ব্বজ্ঞান

উঠিয়া বসিলা বিপ্র পাইলা[১] চেতন।
বোলে নিদ্রাগোত হইয়া দেখিলাও স্বপন॥ +
পাসাঙ্কুস হাতে করি জতো[২] জন[২] আইল।
কেবা তারে খেদাইল[৩] তারা কোথা গেলো॥
চতুভূজ ধারি আইলা বিষ্ণুদুত জারা।
আমারে করিয়া মুক্ত কোথা গেলো তারা॥
বুদ্ধি নাহি অজামিল বড় পাপীয়ান। ++
ত্রীভুবনে পাপী নাহী আমার শোমান॥
ব্রার্হ্মন হইয়া আমী থাকি ব্যাশার সাথে। *
এহি হেতু জমদুত আশীয়াছিল নিতে॥
ধিক ধিক মোর জর্ম্ম কামে মোন লোভা॥
কোন কর্ম্ম না করিলাম মা ও বাপের শেবা॥ * +
য়েহিরূপে অজামিল হইল বৈষ্ণব।
ব্যাশার মায়া তেজিলেন সভ॥ **
গঙ্গাতিরে জাইয়া ভজিলা নারায়নে।
অন্তকালে গেলা বিপ্র বৈকণ্ট ভূবনে॥
স্তুন স্তুন ভক্ত সব অজামিল উপাক্ষাণ।
শ্রবনে বৈকণ্ট লাভ পরূসরামে গান॥

তুড়ি রাগ ঁ

রাজা বোলে সাধু সাধু ব্যাশের নন্দন।
কহো কহো কৃষ্ণকথা জুড়াক শ্রবন॥

১ পাইয়া + নিদ্রাগতো হইআ কিবা দেখিনু স্বপন
১-২ জমদুত ৩ খেদাড়িল ++ বুঝিলাম আমি যেন বড় পাপিআন
* ব্রাহ্মন হইয়া ছিল বেস্যার সহিতে
*+ না করিলাম কোন ধর্ম্ম পিতামাতার সেবা
** সংসার বাসনা মাআ ত্যাগ কৈল সব
ঁবিস্ময় ছাড়িআ ভুমিতে পড়িয়া কান্দিছে জমদুত
কোথা হইতে হরি নাম আইল অবনিতে। ধুয়া।

তিনজন জমদুত আসিছিল নিতে।
তারা জায়[১] কি কহিল[১] জমের সাক্ষাতে ॥
কি বলিল জমরাজা কহ[২] সভাকারে।
সুনিব শেবার[৩] কথা আনন্দ অন্তরে ॥
সুকদেব বোলে রাজা সুন এক চিত্তে[৪]।
সাক্ষাতে জমের দুত কহে আচম্বিতে ॥+
অজামিল নামে পাপী পাইল নিস্তার।
আর কিশের পর তোমার অধিকার ॥
তোমার আজ্ঞায় গেলাম পাপী আনিবার[৫]।
আসিয়া জে বিষ্ণুদুতে করিল[৬] প্রহার[৬] ॥
জম বোলে সুন বাছা দুতগন সব।
দৈবজোগে অজামিল হইলা বৈষ্ণব ॥
শেহি চারিজন দুত আইসাছিল জার।
সেহি প্রভূ ভগবান কর্ত্তা সভাকার ॥
কি কহিতে পারি তার নামের মহিমা।
সিব সুক নারদ জার না পাইলা[৭] সিমা[৭] ॥
ভাগবত সাস্ত্র বাছা জে সকলে জানে।
সয়ম্ভূ নারদ আর জানে ত্রিভূবনে ॥
প্রলাদ কপীলমনি সনতকুমারে।
ব্যাস সুকদেব বলি আমি জানি জারে ॥
নামের মহিমা তার কে কোহিতে পারে।
মুক্ত হইলা অজামিল নামের[৮] কারনে[৮] ॥
অতপর দুতগন কহি বারে বার।
বৈষ্ণবের কাছে বাছা না জাইহ আর ॥

১-১ বলিল গিয়া ২ তাহা ৩ সেসব ৪ চিতে
+ জমের সাক্ষাতে দুত কহে জোড় হাতে ৫ আনিবারে
৬-৬ অপমান করে ৭-৭ পান জার সিমা ৮-৮ হরিনামের গুনে

ধৰ্ম্মরাজা জম আমি সিখাইলাম নিত।
বৈষ্ণবের নিকটে না জাও কদাচিত॥
জার জির্ভায় নারায়ন না বোলে কখোন
চির্ত্ত জার কৃষ্ণপদে না হয় আপনা॥
একদিন প্রনাম না কৈল্যা গদাধরে।
নিজহস্তে কৃষ্ণের কার্য্য কভূ নাহি করে।
য়েহি[1] সব পাপী পায়[1] জথা তথা পাও
বৈষ্ণবের কাছে বাছা কখন[2] না জাও[2]।
সুনিলা সকল দুত জমের আক্ষান।
অজামিলী উপাক্ষান পরূসরামে গান॥[+]
য়েক চিক্ত হইয়া জেবা করয়ে শ্রবন।*
পরিনামে মুক্ত হয় পায় নারায়ন॥*
সষ্টমে কহিলাম[3] অজামিল উপাক্ষান।
সপ্তমে প্রলাদ কথা সুন দিয়া মোন॥[++]

১-১ এ সকল পাপি আন ২-২ কভু নাহি জাউ

+ আজমিল উপক্ষান হইল সমাধান।

* এই দুই পংক্তির স্থলে—

হরি বড় দআ মঅ দেখিহে চারি বেদে কহেহে
হরি বড় দআ মঅ অজামিল সাখি।

৩ কহিল

+ + সপ্তমে কহিব কথা প্রহ্লাদ আক্ষান।

প্রহ্লাদ চরিত্র

সুই রাগ

স্ুনরে ভর্ক্তলোক কৃষ্ণের গুনান
কৃষ্ণ বিনে মোনে কভু না ভাবিয় আন ॥
বৈষ্ণব জনের সঙ্গে থাকিয়[১] অহে[১] ভাই।
ভবসিন্ধু[২] তরিবার[২] আর কেহো নাই ॥
জথা তথা জন্ম হয়[৩] ভজিহ নারায়ন।
অবিশ্য পাইব[৪] তবে গেবিন্দ চরন ॥
হিরন্যকৈসাব[৫] ছিল দৈত্ত[৫] মহাবল।
তার ভয় কম্পমান দেবতা সকল ॥
চারি পুত্র হইল তার গুনের সাগর ।*
প্রলাদি সভার ছোট পরম বৈষ্ণব।
প্রলাদ চরিত্র ভাই স্ুন ভর্ক্ত সব ॥
ষণ্ডামর্ক নামে বিপ্র ছিলা দুই (?) জন।
দর্ত্য পুরহিত স্ুক্রাচার্য্যের নন্দন ॥
তার ঘরে পড়ে জতো দর্ত্য সিস্ুগনে।
প্রলাদেরে পড়িবার দিলা তার স্থানে ॥
জর্ত্ন করি প্রলাদেরে পড়ায় দিজরাজে।
কৃষ্ণ বিনে প্রলাদ আর কিছু নাহি বুঝে ॥
সকল[৬] দর্ত্তের সিস্ু পড়ে একের্ত্তরে[৭]।
কারো[৮] সংঙ্গে প্রলাদ না বশে[৯] পড়িবার[৯] ॥
বিরলে[১০] একাকি বসি[১০] করয়ে রোদন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া[১১] ডাকেন ঘোনে ঘন[১১] ॥

১-১ থাক অরে ২-২ ভবনদি তরিতে ৩ হইলে ৪ পাইবে
৫-৫ হিরন্য দৈত্ত ছিল

* অতিরিক্ত পাঠ—দ্রাদ অনুদ্রাদ আর সংদ্রাদ সুন্দর।

৬ জতেক ৭ একত্তরে ৮ কারু ৯-৯ বৈসে পঢ়িবারে
১০-১০ বিনয় করিআ সিসু ১১-১১ বলি প্রদ্রাদ ডাকে ঘনে ঘন

ক্ষানে ক্ষানে রহি হাস্য উটে মনে।
ক্ষেনে ক্ষেনে আকুল কান্দীয়া কৃষ্ণগুনো ॥+
গুরু বোলে স্ুন য়হে[১] দর্ত্ত সিশুগন[১]।
পড়িবারে[২] বাপ[২] তোমার করিল জতোন ॥
নাহি পাট পড় তুমি নাহি জান আন।
নিরোবধি[৩] কৃষ্ণ নাম[৩] তোমার ধিয়ান ॥
কৃষ্ণ বিনে আর[৪] পাট নাহি জান তুমি।
বাপ তোমার জিজ্ঞাসিলে কি[৫] বলিব[৫] আমি ॥
প্রলাদ বোলেন গোশাই করি নিবেদন।
সাস্ত্র বিচারিয়া দেখ সত্য নারায়ন ॥
প্রলাদেরে কী পড়ালে[৬] জদি বাপ কয়ে[৬]।
জাইয়া বাপের[৭] কাছে দিব পরিচয় ॥
এহিরুপে[৮] প্রেলাদ আছেন গুরুঘরে।
নিরাস্তর[৯] কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপের অন্তরে ॥
য়েকদিন দর্ত্তরাজা প্রলাদ[১০] ডাকিল।
আইস[১১] বাছা বলি রাজা পুত্র কোলে নিল ॥
কতো সতো চুম্ব দিলা বদনারবিন্দে।
কি পাট পড়িলা বলি জিজ্ঞাসে আনন্দে ॥
কহো কহো ওরে পুত্র পাটের সমাচার।
এতোদিন পড় স্ুন কহো দেখি আর[১২] ॥
প্রলাদ বোলেন বাপু[১৩] কৃষ্ণ পদ সার।
কৃষ্ণপদ সেবা বিনে গতি নাহি আর ॥

+ খেনে কান্দিআ আকুল কৃষ্ণ বিনে

১-১ বাছা রাজার নন্দন ২-২ পঢ়াইতে পিতা ৩-৩ নিরন্তর কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৪ অন্য ৫-৫ বলি বল ৬-৬ পঢ়াইল্যা পিতা জদি কয় ৭ পিতার ৮ এইরূপে ৯ নিরন্তর ১০ প্রহ্রাদে ১১ আস্য ১২ সার ১৩ পিতা

সংশারের সার কৃষ্ণ প্রভূ ভগবান।
এ হি পাট বিনে আমি নাহি জানি য়ান॥
য়েতেক স্থনিয়া দর্ত্ত জলে কোপানলে।+
কোল হইতে প্রলাদেক আছাড়িয়া ফেলে॥
লোহিত লোচন রাজার[১] অতি ক্রোধমতি।
ব্রহ্মনিক[২] ডাক দিয়া[২] আনিলা সিগ্রগতি॥
কি পাট পড়াল্যা[৩] পুত্রে কহে দেরে[৩] ব্রার্ম্মন।
ত্রাসজুক্ত হয়া দিজ করে নিবেদন॥
কৃষ্ণ বিনে পুত্র[৪] তোমার নাহি জানে আর।
পড়াইলে না পড়ে[৫] কি দোস আমার॥
রাজা বোলে নিজ গ্রাহে নেহ পুনর্ব্বার।
পড়িলে না পড়ে পাট কি দোষ আমার॥ ++
কহেন প্রলাদে জদি না পড়ে জতন*
বিপ্র সহিতে তোমাক বধিব জিবনে।*
রাজার আদেশে বিপ্র ধরি তার কেস[৬]।
প্রলাদের পড়াবারে নিলা নিজ দেষ[৭]॥
গুরু বোলে স্থন বাছা রাজার নন্দন।
পরবুদ্ধে নষ্ট হয়া না বুঝ কারন॥
স্থনিয়া প্রলাদ কহে স্থধাময় বানি।
কিবা আপ্ত কিবা পর যে কহিলা জানি॥+++

\+ এতেক স্থনিআ রাজা কোপে কম্পমান।
কোলে হইতে প্রহ্রাদেরে আছাড়িয়া ফেল॥

১ রাজা ২-২ ব্রাহ্মণেরে ডাকিআ ৩-৩ পঢ়ালি পুত্রে হে দেরে ৪ সিসু ৫ পড়ে পাট

\+ + পঢ়াইলে না পঢ়ে জদি করিহ প্রহার॥

* এই চরণ দুইটী নাই

৬ কেসে ৭ বাসে

\+ + + কেবা আপ্ত কেবা পর একইলা জানি॥

পর জিবে সম দয়া প্রভূ ভগবান।
আত্ম পর নাহি তার সকলি সোমান॥
কোপে কর্ম্পমান তনু প্রলাদের বোলে।*
বেত আন আন সব সিস্থর তরে বোলে॥
জে হউক সে হউক আজি বধিব পরান।
কণ্টকের দ্রুম হইল চন্দনের বোন॥
এহি রূপে দিজবর মহাক্রোধ মোনে।
নানা সাস্ত্র প্রলাদেরে পড়াল জতোনে॥
কৃষ্ণ বিনে প্রলাদ আর কিছু নাহি বুঝে।
নিরান্তর চির্ত্তে শেহি কৃষ্ণ পদাম্বঝে[১]॥
আর[২] য়েকদিন প্রলাদেক ডাকিয়া[২]।
কি পাট পড়িলি[৩] বাছা তারে জিজ্ঞাসিলা[৩]॥
প্রলাদ বোলেন বাপ্[৪] করি নিবেদন।
কৃষ্ণ শ্রবন আর কৃষ্ণ কির্ত্তন॥+
শেবন অশচন পদ শে নন্দের নন্দন।
দাস্য সক্ষ পতি য়ার আত্ম নিবেদন॥
য়েহি পাট বিনে আমি নাহি জানি আন।
স্থনিয়া হইলা রাজা কোপে কর্ম্পমান॥

* এতেক স্থনিআ বিপ্র জলে কোপানলে।
বৈত্র আন বৈত্র আন সিস্থগনে বোলে॥
জে হোক সে হোক আজি বধিব পরানে।
কণ্টকের দ্রূম হইল চন্দনের বনে॥

১ নিরন্তর চিত্ত সেই কৃষ্ণ পদাম্বুজে।
২-২ একদিন রাজা প্রহ্লাদে ডাকিল।
৩-৩ পড়িলে বলি তারে জিজ্ঞাসিল॥
৪ পিতা
\+ কৃষ্ণগুন শ্রবন আর কৃষ্ণের কির্ত্তন।
স্মরন অর্চ্চন পদ সেবন বন্দন।
দাস্য সখ্য করি আর আত্ম নিবেদন।

মার মার ডাক ছাড়ে ব্রার্ম্মনের[১] তরে।
ত্রাস জুক্ত হইয়া দ্বিজ পাইল বড় ডরে ॥*
মহাক্রোধে বোলে রাজা প্রলাদের তরে*।
হেন বুদ্ধি[২] কে দিল তোক[২] কৃষ্ণ ভজিবারে ॥
প্রলাদ বোলেন বুদ্ধি কেবা দিবে মোরে।
য়েহিমতে[৩] তার[৩] বুদ্ধি তার ক্রীপা জারে ॥
দ্বিগুন কোপীল দর্ত্ত্য পুত্রের বচনে।
প্রলাদেরে বধিতে[৪] ডাকিল[৪] শেনাগনে ॥
মার মার ডাক ছাড়ে কোপে কম্প্র্মান।
প্রলাদ কাটীয়া করহ খান[৫] খান ॥
প্রলাদ বোলেন বাপু[৬] বলি নিবেদন।
মারেন রাখেন কৃষ্ণ প্রভূ ভগবান ॥*
সংসারের সার কৃষ্ণ কর্ত্তা সভাকার।
তাহা বহি মারিতে বাপু[৭] কেহো নাহি আর ॥
দর্ত্ত্য বোলে সেনাগন চাহ কার মুখ।
প্রলাদেরে কাটীয়া ঘুচায় সব দুঃখ ॥
তথাপী সিসুর ভয় নাহি কদাচন।
নিরান্তর[৮] জিভ্যায়[৮] জপীছে নারায়ন ॥
সিসু বধিবারে[৯] নিল[৯] জতো শেনাগনে।
প্রলাদের[১০] উপরে করে সস্ত্র[১১] বরিসনে ॥

১ প্রব্রাদের

* * এই চরণ দুইটী নাই

২-২ কুবুদ্ধি কেবা দিলে ৩-৩ এমতি তাহার ৪-৪ বধিবারে ডাকেন ৫ সপ্ত ৬ পিতা

* রাখেন মারেন কৃষ্ণ প্রভু নারায়ন ॥

৭ পিতা ৮-৮ নিরন্তর জুভাতে ৯-৯ সিসুরে বধিতে আইল ১০ প্রব্রাদ ১১ অস্ত্র

প্রলাদের অঙ্গে কারো[১] সস্ত্র[২] নাহি ফুটে।
ধাইয়া কহিল গীয়া দর্ত্তের নিকটে ॥+
সুন সুন দর্ত্তপতি[৩] করি নিবেদন।
না জানি কি মন্ত্র জানে তোমার নন্দন ॥
কোন অস্ত্র নাহি ফুটে প্রলাদের গাএ।++
অঙ্গেত[৪] টেকিয়া সব সুর্ণ[৫] হয়া জায়[৫] ॥
মার কাট দর্ত্ত্য রাজা নিবেদন কৈল্য।
আমার[৬] হাতে[৬] সিসুবধ নাহি হইল ॥
য়েতেক সুনিয়া দর্ত্ত্য শেনাগনের কথা।*
মাহুত ডাকিয়া আনে দর্ত্ত্য গজমাতা ॥*
হাতে গলে জর্ত্ত[৭] করি প্রলাদ বাধিল।
মর্ত্ত হস্তির তলে তাখে ফেলাইয়া দিল ॥
তথ ভয় নাহি সিসু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।**
প্রলাদ[৮] ধরিল[৮] সুণ্ডে মর্ত্ত করিবরে[৯]।
কতেক আছাড় মারে পাশান উপরে ॥

১ কারু ২ অস্ত্র
+ জাইআ কহিল সব রাজার নিকটে ॥
৩ দৈত্যপতি
++ জতো অস্ত্র হানি তোমার প্রহ্রাদের গাএ।
৪ অঙ্গেতে ৫-৫ চুর্ন হইআ জাএ ৬-৬ আমা সভা হইতে
* পাঠান্তর— এতেক সুনিআ দৈত্য জলে কোপানলে।
ফেলাইয়া দেহ মত্ত হস্তির তলে ॥
৭ জত্ন
** তথাপি সিসুভয় নাহি কদাচন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রহ্রাদ জপেন সর্ব্বক্ষন।
কৃষ্ণ বিনে প্রহ্রাদের চিন্তা নাহি আর।
বৈষ্ণব দেখিয়া হস্তি করে নমস্কার ॥
আর দুই মত্ত হস্তি মাহুতে আনিল।
ফেলাইআ দিল সেই মত্ত হস্তির তলে।
তব ভয় নাহি সিসু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
৮-৮ প্রহ্রাদে বেড়িল ৯ বর

প্রলাদের অঙ্গ হইল বজ্রের শোমান।
পাশান ভাঙ্গী শব হইল খান খান ॥
গজেন্দ্রের দুই দন্ত খসিয়া পড়িল।
অনেক প্রকারে সিসু বধ নাহি হইল॥
তাহা সুনি দর্ত্ত্য রাজা মহাক্রোধ মোনে[১]।
ডাকিয়া আনিল অনেক নাগগনে ॥+
জোমের[২] শোমান[২] সর্প বজ্রের[৩] প্রতাপ।
পর্ব্বত গীলিতে পারে য়েক[৪] য়েক[৪] সাপ ॥
তা সভারে আজ্ঞা দিলা দর্ত্ত্য অধিকারি[৫]।
সভে মেলি প্রলাদেরে বধিবা[৬] কামড়ি[৬] ॥
পাইয়া দর্ত্ত্যের আজ্ঞা নাগ গণ ধায়। *
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িয়া তারে কতো কামড়ায়[৭] ॥
তথাপী সিস্তর মোনে অন্য নাহি বোলে। * *
নিরান্তর কৃষ্ণ[৮] নাম জপীছে[৮] অন্তরে ॥
তাহা[৯] দেখি সর্পগণ হইয়াছে[৯] কাতোর।
ভাঙ্গীয়া পড়িল দন্ত গাত্র আইল জ্বর ॥
প্রলাদের অঙ্গে কারো দন্ত নাহি ফুটে।
জাইয়া কহিল গীয়া দর্ত্ত্যের[১০] নিকটে ॥

১ মন
+ ডাক দিআ আনিল্যা জতেক নাগগনে ॥
২-২ জমের সমান ৩ দুজয় ৪-৪ কোন কোন ৫ অধিপতি
৬-৬ বধ সিগ্রগতি
* দৈত্যের আজ্ঞা গেল ধায়া ধাই।
কোপিতে কামড় মাইল প্রহ্লাদের গাএ ॥
চতু, দিগে নাগগন প্রহ্লাদে বেড়িল।
৭ কামড় মারিল
* * কদাচিত সিসু তবু ভয় নাহি করে।
৮-৮ কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপেন ৯-৯ তবে সেই সর্প সব হইল ১০ রাজার

স্ুন স্ুন দর্ত্তরাজা করি নিবেদন।
না জানি কি মন্ত্র জানে তোমার নন্দন ॥
দন্তহিন হইল সভার গায়ে আইল জ্বর। +
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরামে কৃষ্ণ সখা জার ॥

ধানসি রাগ

তাহা স্ুনি দর্ত্ত্যরাজা মহাক্রোধে হইল।
তপ্ত তৈল প্রলাদেরে ফেলি আজ্ঞা দিল ॥
আজ্ঞা পাইয়া সেনাগন জায় সিগ্রগতি।
তৈল কুণ্ড জালি সভে জাল দেয় তথী ॥
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সবে দেয় বেড়াজাল।
মহাতপ্ত হইল তৈল অগ্নীর উথাল ॥
আকাশে পাতালে তৈল[১] মহা অগ্নী[১] হইল।
হাতে গলে বাধিয়া[২] প্রলাদেরে ফেলাইলা[২] ॥
ভক্তপ্রাণ[৩] ভগবান ভকত বৎসল।
প্রভুর আজ্ঞায় তৈল হইল সিতল[৪] ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রলাদের[৫] করে নিরক্ষন[৫]।
সিতল হইল তৈল সিস্থ আনন্দিত মোন ॥
দর্ত্ত্যের[৬] নিকটে জায়[৭] কহে সেনাগন।
তপ্ত তৈল হইতে না মরিল নন্দন ॥ ++

+ বনিতে নারিল মোরা তোমার কোওর।
দন্তহিন হইল সর্প গাএ আইল জর ॥

১-১ ধুম মহাতপ্ত   ২-২ বান্দিআ প্রহ্লাদে ফেলিল   ৩ ভক্তপ্রিয়
৪ সুসিতোল   ৫-৫ প্রহ্লাদ জপেন অনক্ষণ   ৬ রাজার   ৭ আসি

++ তপ্ত তৈলে না মরিল তোমার নন্দন।
তোমার প্রহ্লাদে জেই তৈলে ফেলাইল।
আনল সমান তৈল সিতোল হইল ॥

স্থনিয়া কুপীল দর্ত্ত্য শেনার বচনে[১]।
ঘৃত দিলে দাবানলে উথলে যেমন॥
ব্রর্থ ব্রর্থ[২] জতো শেনাগন।
বধিতে নারিলা[৩] কোহে[৩] সিস্থর জিবন॥
হেনকালে পুরুহিত কহে জোড় হাতে।
পুনর্ব্বার প্রলাদেরে দেহো[৪] পড়াইতে[৪]॥
তবে জদি প্রলাদের কুবুদ্ধি[৫] না ফিরে।
আপন সাক্ষাতে আনি বধিয় প্রকারে।
এতো বলি দ্বিজবর আনন্দিত মনে।
নিজ গ্রীহে প্রলাদের পড়াইলা[৬] জতনে॥
* ভাগবত ইত্যাদি

ধানসি রাগ

জতেক দর্ত্তের সিস্থ পড়ে য়েকর্ত্তরে।
কাহার[৭] সংঙ্গে প্রলাদ না বসে[৮] পড়িবারে[৮]॥
কাযান্তরে[৯] গুরু যদি জান[১০] কোনখানে[১০]।
তখন প্রলাদ কন জতো সিস্থগনে॥
এক কথা কহি স্থন আমি সিস্থগন।
পাট সাট ত্তুর করি ভজ নারায়ন॥
এসব অশোত[১১] পাট না বলিয়[১১] আর।
য়েক চিত্তে ভজ সভে[১২] শ্রীনন্দের কুমার[১২]॥
মুনিস্থ তুর্ল্লভ জন্ম আর নাহি হবে।

১ বচন ২ দৈত্য বোলে বধ বধ ৩-৩ না পারিলী কেহো
৪-৪ পড়াই ভাল মতে ৫ বুদ্ধি ৬ লইলা
* ভাগবত ইত্যাদি॥
অরে ভাই হরি গায় সময় জাএ বয়া॥ ধুয়া॥
৭ কারু ৮-৮ বৈসে পড়িবারে ৯ কাজ্যন্তরে ১০-১০ গেলা অন্যস্থানে
+ স্থন স্থন অরে ভাই দৈত্য সিস্থগন।
১১-১১ য়সত পাট নাহি পড় ১২-১২ কৃষ্ণ সংসারের সার

গোবিন্দ ভজিলে ভাই মুক্ষপদ পাবে ॥
গোবিন্দ[১] পদারবিন্দ ভজ য়েক চিৰ্ত্তে।
জ্ঞান পাইল সিসু সব সাধুসঙ্গ হইতে ॥
পাট সাট ত্যাগীয়া[২] গেলা[২] কৃষ্ণপদ আশে।
প্রলাদের সঙ্গে সিসু[৩] কৃষ্ণ রসে ভাশে ॥
সব সিসুগণ পাইল আনন্দীত মোন। +
হরির মন্দির তিলক কপালে শোভে ভালো ॥
করতালি দিয়া সভ কৃষ্ণ গুন গায়ে।
পাট সাট আর কেহো পড়িতে না জায়[৪] ॥
দেখিয়া বিরোৰ্ক্ত গুরু মহাক্রোধ মনে।
জাইয়া কহিল গীয়া রাজা বিৰ্দ্ধমান[৫] ॥
ভালো আমি প্রলাদেক[৬] পড়াইতে আনিলা[৬]।
প্রলাদের[৭] সংঙ্গে[৭] সিসু নষ্ট হইল ॥
আপনে না পড়ে পাট বুঝাইলে না বুঝে।
সব সিসু নষ্ট হইল প্রলাদের দোশে[৮] ॥
সুনিয়া কুপীল দৰ্ত্ত্য ডাকে[৯] সেনাগনে।
পুনৰ্ব্বার প্রলাদেরে বান্ধহ[১০] জতোনে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

ধানসি রাগ

প্রভূ মোরে ধরি লয়া জায় ॥ ধুয়া ॥
হাতে গলা[১১] বাধিয়া প্রলাদ লইয়া[১১] জায়।
তথ[১২] ভয় নাহি সিসু কৃষ্ণ গুণ গায়ে ॥

১ শ্রীকৃষ্ণ ২-২ তিআগিলা ৩ সভে
+ সব সিসু গলে দিল তুলসির মালা।
হরি মন্দির তিলক কপালে সভে ভালা ॥
৪ চাএ ৫ বিদ্দমানে ৬-৬ প্রদ্রাদেরে পঢ়াইতে নিল
৭-৭ প্রদ্রাদের সঙ্গে সব ৮ কাজ্জে ৯ বোলে ১০ বান্দিহ
১১ গলে বান্দিআ প্রদ্রাদে লআ ১২ তবু

প্রলাদ[১] বাধিয়া নিল পূর্ব্বত[২] সিখরে।
আছাড়িয়া ফেলাইল পর্ব্বত[৩] উপরে॥
তথাপী নির্ভয় সিস্থ কৃষ্ণ নাম লয়।
আইস বলি পাশান তুলিয়া কোলে লয়॥
দড় ভর্ক্তি প্রলাদের কৃষ্ণের চরনে।
প্রলাদারে বধিতে না পারে কোন জোনে॥
দর্ত্তের নিকটে আশী শেনাগন কয়ে[৪]।
আমা সভার হাতে সিস্থ বধ নাহি হয়॥
এতেক স্তনিয়া রাজা বিস্বয়ে[৫] হইল।
ডাকিয়া আপন কাছে প্রলাদ[৬] আনিল॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সিস্থ করিল গমন।**
বাপের সাক্ষাতে আসি দিল দরসন॥**
দর্ত্ত বোলে স্থন বাছা আমার বচন।
কৃষ্ণ কথা তুর করি পাটে দেহ মন॥
প্রলাদ বোলে স্থন দর্ত্ত অধিপতি।
সকল পাটের সার কৃষ্ণ পদে গতি॥
এতেক স্থনিয়া রাজা[৭] বলে মার মার।
সিস্থ বোলে কৃষ্ণ চন্দ্র রাখ এহি বার[৮]॥
দর্ত্ত বোলে আর[৯] বেটা কৃষ্ণ তোর কোথা
কে তোরে রাখিবে জদি কাটী তোর মাথা॥
সিস্থ বোলে কৃষ্ণচন্দ্র য়াছে সর্ব্বঘটে।
দর্ত্ত বোলে স্তম্ভে[১০] আছে সিস্থ বোলে বটে॥

১ প্রহ্লাদে ২ পর্ব্বত ৩ পাসান

+ তবু ভয় নাহি সিস্থ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে।
আস্থ বাছা বলিয়া পাসান নিল কোলে॥

৪ কয় ৫ বিস্বয় ৬ প্রহ্লাদে

** এই পুথিতে নাই

৭ দৈত্য ৮ এইবার ৯ অরে ১০ স্তম্ভে

সিসু বোলে কৃষ্ণ মোর[১] স্তম্বের ভিতরে।
আছেন সকল ঘটে প্রভু গদাধরে ॥
য়েতেক সুনিয়া দর্ত্ত কোপে কম্পমান।
শেহি স্তম্ব[২] কাটীয়া করিল দুই খান ॥
ভর্ক্তপ্রায়[৩] ভগবান ভক্তপ্রায়[৩] গতি।
স্তম্ভো হইতে বাহিরাইলা[৪] নৃসীংহ মুরুতি
ধরিয়া নৃসিংহ মুর্ত্তি প্রভু ভগবান।
নখে বিদারিয়া তারে কৈলা[৫] দুইখান[৫] ॥
হিরন্যকৈসপ বধ কৈলা নারায়ণ। +
বৈকণ্টে চলিলা[৬] দর্ত্ত্য আনন্দীত[৬] মোন ॥
প্রলাদেরে বাঞ্ছা সিদ্ধি কৈলা নারায়ন[৭]।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত[৮] পরুসরামে গান ॥

গজেন্দ্রের উপাখ্যান

সিন্ধুরা রাগ *

খিরদ সাগর মাঝে আছিল[৯] গীরিবাজে
ত্রকুট[১০] পর্ব্বত তারে কয়
অদ্ভুত জোজন গীরি তিন স্বৃঙ্গি ততুপরি[১১]
রজত কাঞ্চন তাম্বমময় ॥++

১ চন্দ্র ২ সেই স্তম্ভ ৩ ভক্ত পৃয় ভগবান ভকতের
৪ বাহির হৈলা ৫-৫ করিলা ছেদন।
+ হিরণ্যকসিপু দৈত্য করিলা নিধন।
৬-৬ চলিয়া গেল আনন্দিত ৭ ভগবান ৮ গোপাল ভাবিয়া বিপ্র
* সিন্দুড়ি রাগ
৯ আছিলেন ১০ ত্রিকুট ১১ তদুপরি
++ হয় তারি রজত কাঞ্চন তাম্রময়

নানা প্রিয়ো লতা তায় কুকিলে পঞ্চম গায়
সিংহ য়াদি করয়ে বিহার।
বরুন উথান[১] ভাল মন্দার তামাল তাল
বৃক্ষ সব দেখিতে সুন্দর[২] ॥
দির্ব্য সরবর তায় নিল উৎপল বহি জায়
হংসগন চরে পালে পাল।+
পক্ষি করে কলরব কাঞ্চনের পাখা সব ++
ঘাট বান্ধা রতন[৩] কাঞ্চনে[৩] ॥
য়েকদিন পয়[৪] সঙ্গে গজেন্দ্র আইলা রঙ্গে
উপনিত শেহি সরবরে।
ত্রাঞ্চায়[৫] কুল হইয়া[৫] হস্তীনি সকল লইয়া
ঝাপ দিল স্নান করিবারে ॥
জলক্রীড়া কৈল তার[৬] গজেন্দ্র উঠিয়া জায়
করিবর হইলা অস্থীর।*
দেখিয়া হস্তীনি সব সোকে করে উর্চ্চ রবো
তা সুনি আইল হস্তিগন।
অনেক প্রকার করি কুম্ভীর উটাইতে নারি
গজেন্দ্রের নহিল মক্ষন ॥

১ উদ্দান ২ সুসার
+ নানা রব করে সিংহগন
+ + পক্ষ করে নানারব সুনিতে সুন্দর সব
৩-৩ রজত কাঞ্চন ৪ প্রিয়া ৫-৫ নিদাগে তাপিত হয়া
৬ তাএ
* হেনকালে দারুন কুম্ভির।
আসিআ ধরিল পাএ জলে টানি লয়া জায়
করিবর হইল য়স্থির ॥

জলে কুম্ভিরের বল　　　　গজেন্দ্র না পাইল[১] স্থল
জদিবা টানিয়া উঠে[২] কুলে।
শ্রমে হয় বল হ্রাস　　　　কুম্ভীরি[৩] পাইল আস
পুনরপি টানিয়া[৪] নেয় জলে॥
এহি রূপে দেহে[৫] জুঝে　　　　বিপাকে কুম্ভীরি গজে
দেব মানে দ্বাদস বৎসর[৬]।
ব্রহ্মা আদি দেবগন　　　　দেখিয়া বিনয়[৭] মোন
সংঙ্কটে টেকিল[৮] করিবর॥
গজেন্দ্র ভাবেন মোনে　　　　চতুর্ভুজ নারায়নে
প্রভূ মোরে করহ উদ্ধার।
বুঝিয়া দেখিনু[৯] চির্ত্তে　　　　এ সংঙ্কটে উদ্ধারিতে
তোমা বহি[১০] কেহো নাহি আর॥
এই[১১] ভগবান বলি　　　　সুণ্ডেত[১২] কমল তুলি
পুজে গজ গোবিন্দ রচন[১৩]।
বৈকণ্টে আছিলা হরি　　　　দেবগন সঙ্গে করি
গরুড়ে চাপীয়া[১৪] নারায়ন॥
ভকতো বৎসল হরি　　　　দেখি গজ কুতুহলি*
সুণ্ডেত কমল তুলি পাদপর্দ্য পুজীল কৌতুকে।
করি[১৫] নারায়নে স্তুতি[১৫]　　　　তুষ্ট হইলা জদুপতি
কুম্ভিরানি[১৬] কাটিলা সুদরসনে[১৭]

১ পাএ　২ লআ　৩ কুম্ভির　৪ টানি　৫ দোহে
৬ সহস্র বৎসর　৭ বিস্ময়　৮ টেকিলা　৯ দেখিল　১০ বিনে
১১ ত্রাহি　১২ সুণ্ডেতে কমল　১৩ চরন　১৪ চাপিলা
* ভকত বৎসল হরি　　　　চতুর্ভূজ রূপধারি
উপনিত গজেন্দ্র সর্ম্মখে।
দেখি গজ কুতুহলি　　　　সুণ্ডেতে কমল তুলি
পাদপর্দ্দ পুজিলা কৌতুকে॥
১৫-১৫ করিল অনেক স্তুতি　১৬ কুম্ভীর　১৭ সুদর্ষনে

কৃষ্ণপদ পরসিয়া গন্ধর্ব্ব সরির হইয়া
গেলা শে জে[১] আপনার স্থানে ॥
পরসিতে ভগবান[২] গজেন্দ্র পাইলা ত্রাণ[৩]
চতুর্ভূজ ধরি[৪] সর্গে জায়[৪] ।
গজেন্দ্র মক্ষান[৫] করি গোলকে চলিলা হরি
বিপ্র পরূসরামে[৬] রস গান ॥

শ্রীরাগ

রাজা বোলে সাধু সাধু ব্যাশের নন্দন ।
কহো কহো কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন ॥
শেহি জে[৭] গন্ধর্ব্ব কেনে ছিল সরবরে ।
কুম্ভিরিনি[৮] হইয়া ছিল কোন[৯] পরকারে[৯] ॥
শেহি জে[১০] গজেন্দ্র ছিল কোন মহাজন ।
হস্থি হয়া কেমনে ভজিল[১১] নারায়ন ॥
সুকদেব বোলে রাজা স্থন[১২] দিয়া মোন[১২] ।
হুহু নামে আছি[১৩] গন্ধর্ব্ব[১৩] এক জন ॥
য়েকদিন অন্য অন্য[১৪] স্ত্রীগন লইয়া[১৪] ।
জলক্রীড়া করে শে মদনে মাতিয়া ॥
দেব[১৫] মুনি গেলা তথা স্নান করিবারে ।
মনি দেখি স্ত্রীসব[১৬] লর্য্যাত[১৬] অন্তরে ॥
দেখিয়া গন্ধর্ব্ব তাহে[১৭] জলে ডুব দিল ।
কুম্ভিরিনি[১৮] হয়া[১৮] আশী মনিরে ধরিল ॥

১ তেহু ২ ভগমান ৩ স্থান ৪-৪ হআ স্বগর্গ জাএ
৫ মোক্ষন ৬ পর্সুরাম ৭ সেইবা ৮ কুম্ভির ৯ কেমন প্রকারে
১০ সেই বা ১১ পাইল ১২-১২ কর অবধান ১৩-১৩ গন্দর্ব্ব আছিল
১৪-১৪ গন্দর্ব্ব স্ত্রীগণ সঙ্গে লআ ১৫ দেবল ১৬-১৬ স্ত্রীগণ সব লজীত
১৭ তাহা ১৮-১৮ কুম্ভিরের প্রাএ

চরনে ধরিয়া তারে টানিয়া লয়া জায়।
ত্রাসে কম্প্যমান মনি চারিদিগে[১] চায়॥
তাহা[২] দেখি[২] হাসিতে লাগীলা নারিগন।
বুঝিয়া দেবল মণী মহা ক্রোধ মন॥
হেদেরে অধম উপহাশ করো মরে।
কুম্ভীর হইয়া তুমি থাক সরবরে॥
এতো বলি স্বাপ জদি দিলা মুনিবর।
গন্ধর্ব্ব বোলেন তবে[৩] হইয়া কাতর॥
অপরাধ দেখি প্রভু স্বাপ দিলা মোরে।
কতদিনে[৪] মুক্ত হব[৪] কেমন প্রকারে॥
মুনি বোলে ভাই তুমি টেকিলা বিপাকে।[৫]
কৃষ্ণ পাইয়া মুক্ত হবে আমার আশীর্ব্বাদে॥
এহি হেতু গন্ধর্ব্ব কুম্ভীর হইয়াছিল।
কৃষ্ণ পদ পরদিয়া[৬] মুক্ত হইয়া গেলো॥
গজেন্দ্রের কথা স্থন হইয়া য়েক মন।
ইন্দ্রার্দ্দমন[৭] নামে রাজা ছিল য়েক জোন॥
কৃষ্ণ পুজা করে শে জে[৮] মলয়া পর্ব্বতে।
অগস্ত্ত গেলেন তথা সিস্যগণ সাথে[৯]॥
পুজাতে বসিছে[১০] রাজা গোবিন্দ ধিয়ান[১১]।
মুনি দেখিয়া জে না কৈলা অব্যস্থান॥
তাহা[১২] দেখিয়া আগস্ত মনি[১২] কুপীলা অন্তরে।
অর্ভ্যস্থান[১৩] না করে বেটা[১৪] আমা সভাকারে॥

১ চারিপানে ২-২ তা দেখিআ ৩ তথন ৪ সাপে মুক্তি হব তবে ৫ প্রমাদে ৬ পরসিআ ৭ ইন্দ্রদন্ন ৮
৯ সাতে ১০ বসিলা ১১ ধিয়ানে
++ মুনিগন দেখি রাজা না কৈলা আগুডান।
১২-১২ দেখিয়া অগস্ত গোসাঞী ১৩ সৰ্ম্মান ১৪ রাজা

বসিয়া থাকিল[১] বেটা মত্ত হুহুঙ্কারে[১]।
হস্তী হইয়া থাকো গীয়া[২] স্বাপ দিল তারে॥
দৈব যোগে স্বাপ জদি হইল য়েমন।[+]
কান্দিয়া ধরিল রাজা মনির চরন॥
বিনে অপরাধে প্রভু[৩] স্বাপ দিলা মোরে।
কতদিন[৪] মুক্ত হবো[৪] কেমন প্রকারে॥
মুনি বোলে ভাই তুমি টেকিলা প্রমাদ[৫]।
কৃষ্ণ পাইয়া মুক্ত হবা আমার[৬] য়াসির্ব্বাদ[৬]॥
এহি হেতু নৃপতি হইল করিবর।
মক্ষন[৭] করিলা তারে প্রভু গদাধর॥
সরবরে কৈল কৃষ্ণ গজেন্দ্র মক্ষন।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা[৮] করয়ে স্বরন[৯]॥
দির্ব্যজ্ঞান হইল তার মরন সমএ।
বিমানে পড়িয়া[১০] জায় কৃষ্ণের নিয়মে[১০]॥
গজেন্দ্র মক্ষন কৈল[১১] কৈলা দেব গদাধরে[১১]।
বিপ্র পরূসরামে গান গোপালের[১২] বরে[১২]॥

১-১ বসিয়া থাকিলি হেন মত্ত অহঙ্কারে ২ বনে
+ এত বলি সাপ দিলা মুনির নন্দন।
৩ গোসাই ৪-৪ স্বাপে মুক্ত হব তবে ৫ প্রমাদে ৬-৬ মোর আসিব্বাদে ৭ মোক্ষন ৮ জেবা ৯ শ্রবন ১০-১০ চড়িয়া জাএ বৈকণ্ট আলয় ১১-১১ কথা বিদিত ভুবনে ১২-১২ গোবিন্দ চরনে ।

রামায়ণ প্রসঙ্গ

বড়ারি রাগ+

অষ্টমে কহিলাও[১] কথা গজেন্দ্র মক্ষন পাতা[২]
রাজ বংস বিস্তারিব[৩] বোলে[৩]।
সুর্য বংশে কহি আর জাথে রাম অবতার
শ্রবনে পাইবে সর্গধাম।++
অজধ্যা নগরে চারি[৪] তাথে[৫] রাম কল্পতরু
রাজা দসরথের নন্দন।
কৌসল্যা উদরে জর্ন্ম লভিলা পরম ধর্ম্ম[৬]
প্রভু রাম কমল লোচন॥
পুন্নবার[৭]নারায়ন অংসরূপে তিন জন
ভরথ[৮] লক্ষন সতুর্ঘন[৯]।
এহি চারি সহোদরে অজোধ্যা[১০] পুরে
দসরথ আনন্দীত মন॥
সিসুকালে রঘুনাথে বিস্বামিত্র মনি সাথে
গেলা জজ্ঞা রাখিবার তরে।+++
তাড়কা মারিয়া[১১] রাম সাধিলো মনের[১২] কাম
অহল্যা পটাইলা সর্গপুরে॥
জাইয়া জনক ধাম ধনুক ভাঙ্গিলা রাম
বিভা কৈলা জানকি সুন্দরি।
অজধ্যা আসিতে পথে দেখা ভৃগুরাম সাথে
তাহার দর্প্প প্রভু চুর্ন্ন করি॥

+ সুই রাগ ১ কহিল ২ পোথা ৩-৩ বিস্তারন রমে
++ সুনিলে হইবে স্বর্গধামে ৪ চারু ৫ তাথে ৬ ব্রহ্ম
৭ পুর্ন্নব্রহ্ম ৮ ভরত ৯ সত্রগঘন ১০ নিবাস অজধ্যা
+++ গেলা রাম জজ্ঞ রাখিবার ১১ বাধিয়া ১২ মুনির

অজোধ্যা নগর বাশী সর্ব্ব লোক অভিলাসি
রাজা হবে কমল লোচন।
কেকৈ পাশগু তাথে পীতৃ বাক্য রঘুনাথে
সিতা সঙ্গে করি গেলা বোন ॥
পীতৃসত্য[১] পালিবারে রাম গেলা দেসান্তরে
সঙ্গে প্রেয়[২] অনুজ লক্ষন[৩]
দুর্ব্বাদল স্যাম হরি গাছের বাকল পরি
তিন[৪] জন ভ্রমেন[৪] কাননে ॥
আইল[৫] তথা সুপ্পনখা রাম সঙ্গে হইল দেখা
রামরূপ দেখিয়া রক্ষসি[৬]।
মদনে আকুল চিত সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত
রাম[৭] প্রতি হইলা[৭] অভিলাসি ॥
সিতাকে খাইতে জায় কোপেতে লক্ষ্মণ ধায়
ধরিয়া কাটীল নাক কান।
লজ্জিত হইয়া[৮] বোলে[৮] খর ধুসনের তরে[৯]
কহিল আপন অপমান ॥
সুনিয়া রাক্ষস সব কোপে করে উর্চ্চ রব
সাজি[১০] আইল চর্দ্দ[১০] হাজার।
ধনুর্ব্বান হাতে করি সব সংহারিলা হরি
প্রভূ রাম কৌসল্যা কুমার ॥
তবে সুপ্পনখা জাইয়া রাবনে কহিল গীয়া
সুনিয়া কুপীল দসানন।
মারিচ পটায়া[১১] দিল মায়া ম্রগ[১২] হয়া আইল
জথা সিতা শ্রীরাম লক্ষন ॥

১ বাক্য ২ পৃয় ৩ লক্ষনে ৪-৪ লক্ষি সঙ্গে ভ্রমএ
৫ অল্যা ৬ রাক্ষসি ৭-৭ কামে রাম ৮-৮ পাইয়া মনে
৯ স্থানে ১০-১০ সাজে রাক্ষস চদ্দ ১১ পঠাইয়া ১২ মৃগি

সোনার হরিন[১] দেখি কহে সিতা সসিমুখী
স্তুন স্তুন রঘুনাথে[২] ।
নিবেদন রাঙ্গা[৩] পায় হরিনী পালায়া জায়
ধরি আনো দেখিব সাক্ষাতে ॥
সিতার বচন স্তুনি সাজিলেন রঘুমনি
মায়া মৃগ[৪] ধরিবার তরে ।
বান খাইয়া মৃগ পড়ে মায়া করি ডাক ছাড়ে
আগু[৫] আয[৫] লক্ষন সহোদর ॥
তা স্তনি লক্ষন সিতা মনে বড়[৬] সচিন্তীতা
প্রভু রাম[৭] কি হইল কানোনে ।
সিতা কুবচন বোলে স্তুনিয়া লক্ষন চলে
য়েথা সিথা হরিলা রাবনে ॥ *
স্তগ্রিব মিতালী করি বধিলা বানর বালি
মিত্রের করিলা অধিকারি ।
তদপরে প্রভূ রাম পটাইলা হনুমান
জথা সিতা অশোকের বোনে ।

১ হরিনি ২ প্রান রঘুনাথে ৩ তুয়া ৪ মৃগি ৫-৫ অগ্যাও হৈল্যা ৭ রামের

* অতিরিক্ত পাঠ—

মৃগি মারি আইল্যা রাম সোন্ন দেখি নিজধাম
সিতা বলি মছিত ভূতলে ।
অচেতন রঘুবির স্তমিত্রা নন্দন ধির
সিঘ্রগতি রাম নিল্যা কোলে ॥
তখন দয়াল হরি লক্ষনেরে সঙ্গে করি
কাননে চাহিয়া ফিরেন সিতা ।
ভূমেতে ভূমেতে বোনে স্তগ্রিব রাজার সনে
প্রভু রাম করিলা মিত্রতা ॥

রামের অঙ্গুরি দিয়া সিতা দেবি সম্ভাসিয়া
আইলা হনু রাম বির্ত্তমানে।
জিজ্ঞাসিলা প্রভূ রাম কহো কহো হনুমান
কোথা সিতা আছেন কেমনে॥
হনুমান কহে কথা জেরূপে আছেন সিতা
সুনিয়া সীতার কথা হরিস দুইজন।
তবেতো বান্ধিয়া সেতু সিতার উদ্ধার হেতু
পার হইলা শ্রীরঘুনন্দন॥
সবংসে রাবন মারি বিভিসোনেক রাজা করি
সিতা উদ্ধারিলা নারায়ন। *
রামের নিষ্ঠুর কথা পরিক্ষা করিলা সিতা
পুর্স্প বিষ্টী কৈল দেবগন॥
তবে প্রভূ রঘুনাথে সিতারে তুলিয়া রথে
দেশে য়াইলা শ্রীরাম লক্ষন।
অজধ্যা আইলা রাম কহিলা জে হনুমান
উদ্ধবাহু নাচে সর্ব্বলোকে।+
জতেক অজধ্যা বাসি সর্ব্বলোক অভিলাসি++
পাসরিলা[১] সব দুঃর্খ[১] শোক॥
ভরথ আনন্দ মতি রাজা হইলা[২] রঘুপতি
বসিলেন রাজ সীংহাসনে।
বিপ্র পরূসরাম বোলে শ্রীরামের পদতলে
পাদুকা হইতে সাধ মোনে॥**

* এই কলিটি নাই।
+ সুনিআ হরিস সর্ব্বলোক ++ ধায় লোক লাগে লাগে
রাম আল্যা বলি ডাকে
১-১ পাসরে মনের দুস্খ ২ হবে
** আমার রঘুকুলের মুনি।
অরুন নিন্দিত রাঙ্গা চরন দুখানি॥ ধুয়া॥

পয়ার

সিংহাসনে রাজা হইলা[১] রাম নারায়ন।
আনন্দ সাগরে ভাশে অজধ্যা[২] ভুবন॥
সর্ব্ব সস্য[৩] ধান্য মহি সব জিব[৩] সুখি।
অজধ্যা[৪] ভূবনে লোক নাহি শোক[৪] দুখি॥
হাস্য পরিহাস্য[৫] রাম সিতার সংহতি।
অস্তসপুরে[৬] থাকেন ঠাকুর রঘুপতি॥
কথো[৭] দিনে[৭] গর্ভবতি হইল দেবি সিতা।
জিজ্ঞাসিলা[৮] রাম তারে সুমধুর কথা॥
গর্ভবতি সিতা তুমি কিবা সাধ মনে।
সিতা বোলে জাবো মুনি পত্নী দরসনে॥
হাসিয়া ত[৯] অনুমতি দিলা রঘুবির।
নগর হইতে রাম হইলা বাহির॥
সকর্ন্নে সুনিল রাম নিদারুন কথা।
ক্রোধ হইয়া[১০] প্রীয় গ্রীহে[১০] রজোক দুহিতা॥
তার পতি মুড়মতি গালি দিল[১১] তারে।
রাম হেন রাজা[১২] নাহি জে ঘরে নিব তোরে॥[১২]
এতেক সুনিয়া রাম রজকের[১৩] কথা।
লক্ষনেরে[১৪] কহিলা বর্জ্জীব আমি[১৪] সিতা॥
সুনিঞা[১৫] প্রভূর কথা বোলেন[১৫] লক্ষন।
হেনকথা কেনে কহো কমল লোচন॥

১ হৈলা ২ অযোধ্যা ৩-৩ সিস্য পুর্ন্ন মহি সর্ব্বলোক
৪-৪ অকাল মরন তথা নাহি লোক দুখী॥ ৫ পরিহাস ৬ অন্তপুরে
৭-৭ কথোক দিন ৮ জিজ্ঞাসেন ৯ হাসিআ জে
১০-১০ করি পিতৃবাক্যে ১১ দিছে ১২-১২ স্বামি নই তোরে লব ঘরে। ১৩ নিদারুন ১৪-১৪ লক্ষনে বোলেন আমি বর্জ্জিব জে
১৫-১৫ আকুল হইয়া কন ঠাকুর

রাম বোলেন মোর কথা করহ[১] পালন[১]।
সিগ্রগতি সিতারে থুইয়া আইস বোনে।+
য়েখন না কহো তারে য়েসব প্রমাদ[২]।
মুনিপত্নী দরসনে আছে তার সাদ॥
য়েহি ছলে লইয়া জায় জথা ঘোর বোন।*
এড়াইতে প্রভূর[৩] আজ্ঞা নারিল লক্ষন॥
কান্দীতে কান্দীতে গেলা[৪] শেহি বোনবাস[৪]।
লক্ষনেরে সিতা[৫] আরম্ভীলা[৫] পরিহাস॥**
এসব বিত্যান্ত[৬] সিতা কিছুই না জানে।
মুনিপত্নী দরসন[৭] আনন্দীত[৭] মোনে॥++
সেহি স্থানে[৮] জানোকিরে পটাইলা[৯] রথে।
চলিলা লক্ষনবির বোনবাস দিতে॥
জাত্রাকালে সিতা দেবি দেখে অমঙ্গল।
চির্ত্ত স্থির নহে সিতা কান্দীয়া ব্যাকুল॥
সিতা বোলে স্থন স্থন দেওর লক্ষন।+++
স্থনিয়া দিগুন সোক আকুল লক্ষন॥

১-১ পালিবে লক্ষন + অবিলম্বে সিতাকে রাখিয়া আইস বন। ২ সংবাদ

* সেই ছলে জানকিরে চাপাইয়া রথে।
অবস্থ জাইবে তুমি বনবাস দিতে॥

৩ রামের ৪-৪ তবে করিল্যা গমন ৫-৫ আরম্ভিলা সীতা

** ইহার পর অতিরিক্ত দুই চরণ—
লক্ষণ বোলেন নিবেদিয়া তুয়া পাস॥
তুমি কি জাইবা মুনিপত্নি দরসনে।

৬ বিপত্য ৭-৭ দরসনে সাধ আছে মনে ++ অতিরিক্ত—
তুমি কি জাইবে সঙ্গে দেবর লক্ষণে। ৮ ছলে ৯ চাপাইয়া

+++ অতিরিক্ত পদ—আজি কেনে চিত্ত মোর হয় উচাটন।
একক্ষন লক্ষণ তুমি করহ বিস্বাম।
বিদাই হইয়া আসি জথা স্বামী রাম॥

অবিলম্বে সিতা লইয়া গেলা দুর বোন।
ঘোর বনে লক্ষন চলিলা সিতা লয়া।+
ক্ষানে ক্ষানে মুর্চ্ছানিত হল সিতার মুখ চাইয়া॥
অতি ঘোর বনে জাইয়া করিলা প্রবেশ।
সিতা বোলে লক্ষন পাইলা[১] কোন দেসে[২]॥
ভালতো আনিলা[৩] মুনি পত্নী দরসনে।
এ ঘোর কাননে তুমি আইলা কি কারন[৪]॥
কহেন জানকি মোরে বিধি হইল বাম।++
হেন বুঝি আমাকে বর্জ্জিলা প্রভু রাম॥++
কান্দীয়া লক্ষন কহে[৫] ছাড়িয়া নিশ্বাস।
রামের আজ্ঞা[৬] হইল তোমাক দিতে বোনবাশ[৬]॥
এতেক স্তুনিয়া সিতা নিদারুন বানি।
অঙ্গ আছাড়িয়া সিতা[৭] লোটায়ে ধরনি॥
বিমুক হৈয়া দেশে চলিলা লক্ষন।
ডাকিয়া লক্ষনকে[৮] সিতা[৯] বোলেন[৯] বচন॥
রামকে কহিয় মোর এহি সমাচার।
তাহা[১০] বহি অনাথিনির গতি[১০] নাহি আর॥
মো হেন দুঃখিনি[১১] নারি কয়[১২] তার ঠাঞি[১২]।
রাম হেন স্বামি জেন[১৩] জর্ন্মে জর্ন্মে পাই[১৪]॥
জর্ম্মাবধি[১৫] রাম বিনে[১৫] অন্য নাহি জানি।
তবে কেনে নিদারুণ[১৬] হইলা চক্রপানি[১৭]॥

+ এস্থলে— বনে বনে জানকিরে চলিলেন লয়া।
ক্ষেনে ক্ষেনে লক্ষন কান্দেন মুখ চায়া॥

১ য়াইল্যা ২ দেস ৩ য়াইলা ৪ কারনে ++ এই দুই চরণ নাই ৫ কন ৬-৬ য়াজ্ঞাতে তোমায় দিব বনবাস ৭ কাদে ৮ রামের ৯-৯ কন ততক্ষন ১০-১০ তা বিনে ঠাকুর মোর কেহ ১১ দুর্ভাগা ১২-১২ কভু তার নয় ১৩ মোর ১৪ হয় ১৫-১৫ রাম বিনে জঙ্গে জঙ্গে ১৬ নিদয় ১৭ রঘুমুনি

করুনা সাগর রাম চতুর্ব্বেদে বোলে।
নিষ্টুর হইলা প্রভূ[১] মোর কর্ম্মফলে॥
কোন অপরাধ হইল প্রভূর[২] চরনে।
তে কারনে মোরে বিড়ম্বিয়া গেলা বোনে॥[+]
ভালো মন্দ হই[৩] আমি কিছুই[৪] না জানি।
মুনি পত্নি দরসন[৫] সাধ কৈনু[৬] আমি[৬]॥
কেমনে জানিব আমি য়েসব প্রমাদ।
হেন বুঝি য়েহি[৭] সব[৭] বিধাতার বাদ॥
রাম নাম জপী[৮] জদি ছাড়িব পরান।
স্ত্রবধ পাতকে পাছে[৯] টেকিবেন প্রভূ রাম॥[++]
কান্দিতে[১০]কান্দিতে[১০] দেশে চলিলা লক্ষন।
বাল্মিকে লইলা সিতা আপন ভূবন॥
লবকুস দুই পুত্র জন্মিল তথায়।
জুদ্ধে পরাভব পীতা কৈলা দুই ভাই॥
তারপরে পীতা পুত্রে হইল পরিচয়।
শে[১১] সব অপুর্ব্ব কথা সুধ সুধাময়॥
কথো[১২] দিন প্রথিবি পালিলা শ্রীনিবাস।
সর্ব্বারম্ভে রঘুনাথ গেলা সর্গবাস॥
বিস্তারিত[১৩] য়েসব কথা[১৩] আছে রামায়নে।
ভাগবত উত্তম কথা পরুসরামে ভূনে॥[+++]

১ রাম ২ রামের + সেই দোসে অভাগিরে বর্জ্জিলেন বনে। ৩ ইহা ৪ কিছু নাহি ৫ দরসনে ৬-৬ কর‍্যা ছিল ৭-৭ এ সকল ৮ জপ্যা ৯ তবে

++ অতিরিক্ত পাঠ—

এইরূপে সিতা দেবি করেন রোদন।
সিতার ক্রন্দনে কান্দে ঠাকুর লক্ষন॥

১০-১০ বিমুখ হইয়া ১১ এ ১২ কথোক ১৩-১৩ বিস্তার এসব

+++ ভাগবত মতে বিপ্র পর্ষরাম ভনে। ইতি নবম স্কন্দ সংগ্রহ।

দশম স্কন্ধ—শ্রীকৃষ্ণলীলা

ভাটীয়ালি রাগ

হরি বিনে কার স্বরন লব। ধুয়া।*
রাজা বোলে শাধু শাধু ব্যাশের নন্দন।
সুধাময় কৃষ্ণ কথা সুনিব অখন ॥+
জদু বংসে জন্মীলা[১] ঠাকুর নারায়ন।
কি কর্ম্ম করিলা কহো ব্যাশের নন্দন ॥
নারদ[২] বাজায় বিনা[২] গায় রাত্র দিনে।
সংসার তরিতে ভেলা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥
এমন কৃষ্ণের কথা কহো সিগ্র করি[৩]।
বিরক্ত হইবে ইথে কোন মুড়মতি ॥
পীতামহ কুল ছিল সমরে[৪] বিজই[৪]।
রাজা বোলে তিন লোক ছিল পরাজই ॥**
গোরংসের (?) পদ সম ধন্য ভবার্ন্নব।
কৃষ্ণ[৫] নামে ভেলা বান্ধি পার হইলা সভ ॥
এমন কৃষ্ণের কথা কহো মহাশএ।
পাপের বিনাশ করো হউক পুন্যচয়[৬] ॥
রূহির[৭] পুত্র সে বলে[৭] বলরাম।
দৈবকি[৮] গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র হইলা[৮] অনুপাম ॥

* রাজা পরিক্ষিত ধর্ম্মিষ্ট নিষ্ট সান্ত প্রকৃতি পরম দয়ালু সিশাস্ত। করন স্বর্দ্ধি বুর্দ্ধি প্রবর কুল কুলোদর। সাধন ভজন ভাবনাতিসয় হরি চরনো একান্তে সদা চিত্তাপন কুস মুষ্টি কুশ্যাঙ্গরি আবন মরনে (?) ব্যাস স্থত স্থকদেব গোর্সামিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন

+ কহ কহ কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন। ১ জন্মিলা
২-২ নারদ মুনি জার গুণ ৩ গতি ৪-৪ সমর বিজঅ

** জার রনে তিন জন লোক হয় পরাজয়। গোবিন্দের পদে সম করি ভবান্তর ॥ ৫ হরি ৬ পুন্নর্দয় ৭-৭ রুহিনির পুত্র সেই প্রভু ৮-৮ দৈবকির গর্ভে আইলা চান্দ

জর্ম্ম[১] লয়া কৃষ্ণ চন্দ্র দৈবকি[২] উদরে।
মথুরা ছাড়ীয়া কেনে আইলা[৩] ব্রজপুরে ॥
দস মাশ দষ দিন গর্ব্ভেত[৪] ধরিল।
এমন জননী কৃষ্ণ কী হেতু ছাড়িল ॥
জ্ঞাতি[৫] সহিতে কোথা করিলা নিবাস[৬]।
এ সকল কথা কহো পাপ হউক নাশ ॥
গকূলে থাকিয়া কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম কৈলা।
কি লাগী মথুরা পুরি পুনর্ব্বার গেলা[৭] ॥
কৃষ্ণ মুর্ক্ত্রী[৮] হইয়া কংস মথুরা নিবাশ।
কোন দোসে কৃষ্ণ চন্দ্র তারে কৈল নাস ॥
মনস্যের দেহ ধরি দেব গদাধর।
মর্ত্তপুরে[৯] ছিলা কৃষ্ণ কতেক বৎসর ॥
কতেক রমনি লয়া করিলা বিহার।
য়ে সকল কথা কহো করিয়া বিস্তার ॥
জার[১০] জতো খুধা তৃষ্ণা সব জায়[১১] দুরো[১১]।
কৃষ্ণ কথা সুধাইলে[১২] বড়ই মধুর ॥
নিদারুন খুধা মোরে না পারে বিন্ধিতে[১৩]।
অগ্রত[১৪] কৃষ্ণের কথা[১৫] স্তুনি তোমা হইতে ॥
এ বোল স্তুনিয়া মনি প্রেমে গদোগদো।
কৃষ্ণ বিনে কেহো[১৬] মোর নাহিক সম্পদ ॥
সাধু সাধু বলি তারে প্রেসংসিলা মনি।
কৃষ্ণের চরিত্র আমি কি বলিতে জানি ॥

১ জন্ম ২ দেবকী ৩ গেলা ৪ গর্ব্ভেতে ৫ জ্ঞাতির ৬ বিবাস ৭ আইল্যা ৮ মাতুল ৯ জম্বুপুরে ১০ আর ১১ জাউক দূর ১২ সুধা পান ১৩ বান্দিতে ১৪ অমৃত ১৫ গুন ১৬ কিছু

চারি বেদে ব্রহ্মা জার না পাইল সিমা।
অনন্ত গাইয়া জার না পাইল মহিমা॥
এমন কৃষ্ণের কথা সুধাইলা মোরে।
কহিব কৃষ্ণের কথা আনন্দ অন্তরে॥
মুনি বোলে সাধু সাধু রাজার নন্দন।+
এক চির্ত্তে কহি সুন কৃষ্ণের কথন॥+
ভাগবত কৃষ্ণের কথা সর্ব্ব দেব[1] সার।
এহি[2] প্রাপ্তি হইলে হয় ত্রিলোক[2] উদ্ধার॥
হেলায় ছের্দ্দায় জেবা কৃষ্ণ কথা কয়।
কহিতে না পারি কিছু তাহার[3]পুন্যচয়[3]॥
সুনে জে সুনায় জেবা য়ে পুন্য কথন।*
সে জন অবিশ্য[4]পাবে[4] গোবিন্দ চরন॥**
বিষ্ণু পদাম্বুজ[5] গঙ্গা সর্ব্বলোক তরা[6]।
উদ্ধারিলা তিন লোক হইয়া ত্রধারা[7]॥
ভোগবতি হইয়া পাতাল উদ্ধারিনি[8]।
ভাগীরতি নামে মাতা ভরত[9] তারিনি[9]॥
মন্দাকিনি রূপে গো[10] তারিলা সর্গপুরে।
তেমতি[11] কৃষ্ণের কথা[12] তিন লোকে তরে
এমতি[13] কৃষ্ণের কথা অতি[14] অনুপাম।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল দ্বিজ পরূসরামে গান॥++

+এই দুই চরন নাই
১-১ বেদ   ২-২ এই নামে হয় তিন লোকের
৩-৩ তার পুন্যোদয়।
* ভালো কহ বল্যা তারে কহায় জে জন   ৪-৪ অবস্য পায়
** অতিরিক্ত পাঠ—জেযা কয় জেবা কহায় জেবা জন সুনে।
তিন জন পবিত্র হয় হরি নামের গুনে॥
৫ বিষ্ণু পাদাম্ভুবা   ৬ তারা   ৭ ত্রিধারা   ৮ উর্দ্ধারিল
৯-৯ তার মা তারিল   ১০ রূপেত   ১১ তেন   ১২ কথায়
১৩ এমন   ১৪ সুন।
++ গোপাল ভাবিয়া বিপ্র পর্ধরাম গান।

বড়ারি রাগ

অবধানে সুনহ রাজন। ধুয়া।

ভারক্রান্ত হইয়া ধরা ধেনুরূপে য়েকে স্বর*
লইল গীয়া.........

ব্রর্ম্মার চরন ধরি অনেক রোদন করি
বোলে প্রর্থি গদ গদ ভাসে।

সুন অহে[১] দেবরায়ে নিবেদি তোমার পাদ[১]
দুরন্ত দানব কর নাশ॥

ধরার বুঝিয়া গতি আস্যাছিল[২] প্রজাপতি
ডাকেন জতেক দেবগন।

সুনরে[৩] সকল ভাই ধরা সঙ্গে[৪] সভে[৪] জাই
জেখানে আছেন নারায়ন॥

এতেক ভাবিয়া মনে ব্রহ্মা আদি দেবগনে
উপনিত খিরদের তিরে।

জতেক দেবতা সভ যথা বিধি কৈলা স্তব
কৃষ্ণ সভে আনিবার তরে॥+

বুঝিয়া কৃষ্ণের কথা সর্ব্বদেব[৫] কহে কথা[৫]
চল ভাই[৬] নিজ নিকেতনে[৭]।

জাইয়া মধুরা পুরে শ্রীবসুদেবের[৮] ঘরে
দানব[৯] নাসিবে নারায়ন[৯]॥

ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার গাথা
কহে স্থক ব্যাসের নন্দন।

ভারাক্রান্ত হইঞা ধরা ধেনু রূপা এক স্বরা
নিল জায়া ব্রহ্মার সরন॥

১-১ হে দেবের রায় নিবেদিএ তুয়া পায় ২ আস্বাশিয়া
৩ সুনহে ৪-৪ লয়া চল
+ কৃষ্ণ আস্বাসিলা বিধাতারে ৫-৫ সভাকারে কন ধাতা
৬ জাই ৭ নিকেতন ৮ বসু দৈবকির ঘরে ৯-৯ জনম লইবে নারায়ন

শ্রীকৃষ্ণের প্রীয়ো হইয়া ব্রহ্মা আদি দেব জাইয়া+
ব্রজপুরে হইব[১] গোপাল[১]।
তবে[২] তুর্ব্বাদল স্যাম আগে হব[৩] বলরাম
কেসব[৪] কৃষ্ণের য়েক কলা।
অনেক[৫] গুনের ধাম সঙ্গে[৬] ভাইয়া[৬] বলরাম
তুইজনে করিব বিহার।
ভূমি গীরি গোবদ্ধন জমুনা পুলিন বন
তথা[৭] করো[৭] দানব সংহার॥
কেবল কৃষ্ণের মায়া জগত তারিনি জাইয়া[৮]
জন্মীলেন[৯] নারায়নে অংসে।
সাধিয়া কৃষ্ণের কাজ আশীয়া দেবের মাজ[১০]
প্রকারে ভাণ্ডীব[১১] রাজ[১১] কংশে॥
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বানী প্রজাপতি মুখি[১২]সুনি
আনন্দীত হইল[১৩] দেবগন[১৩]।
কথা বোলি তুই চারি প্রথিবি সোন্তস করি
গেলা সভে নিজ[১৪] নিকেতন[১৪]॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা সুনিলে ঘুচয়ে ব্যাথা
তুর হয় পাপের সঞ্চয়।
গান বিপ্র পরূসরাম ক্রপা কর ঘনেশ্বাম
তুর করো সমনের ভয়॥

+ জন্মিবা গোকুলে জায়া

১-১ হবা গোপবালা ২ তনু ৩ হবে ৪ কেবল ৫ অসেস ৬-৬ হয়া কৃষ্ণ ভাই করিবে ৭-৭ তথি হবে ৮ জয়া ৯ জন্ম লবে ১০ মাঝ ১১-১১ ভাড়ায়া রাজা ১২ মুখে ১৩-১৩ জত দেবগনে ১৪-১৪ আপনার স্থানে

কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয় পুত্র বধ

সুই রাগ*

সুরশেন নামে রাজা জত্নুবংসপতি।
বিসএ করেন ভোগ মথুরার সতি॥
মথুরা হইল সব রাজ রাজধানী।
অবতির্ন্ন হইলা[1] জাহে[1] প্রভূ চক্রপানি॥
শেহি মথুরাতে বসুদেব মহাশয়ে[2]।
দৈবকি সুন্দরি বিভা করিলা নিশ্চয়॥
দৈবকির সহিতে চাপীয়া দির্ব্য জানে।
বিবাহ করিয়া জান আপন ভূবনে॥+
পাইলা অনেক দ্রর্ব্য সসুরের ঘরে।
চারিসত মর্ত্তহস্তি পাইলা মহাবরে[3]॥
অদ্ধেক অজুত অস্য পাইল মনহর।++
আটারো হাজার রথ দেখিতে সুন্দর॥++
অলঙ্কারে[4] ভূসিয়া দিলা[4] দুই সতো দাশী।
কৌতুক[5] দেখিয়া[5] বসুদেব হইলা[6] সুখি[6]॥
আপনার পুরে[7] জান আনন্দীত মোনে।
ভগিনির সহিতে কংস চলিলা আপনে॥
দৈবকির মোন তুষ্ট[8] করিবার তরে।
ঘোড়ার লাগাম ধরি জান ধিরে ধিরে॥

* বোন হরিনাম বড় বানি।
সুনিলে শ্রবন সুক জুড়ায় পরানি॥ ধুয়া — ১-১ হবে জথা
২ মহাসত্র — + বিভা করি ঘরে জান আনন্দিত মনে।
৩ মনোহরে — ++ পাঠান্তর—অস্টাদস সত রথ পাইল্যা সুন্দর।
তাহা দেখি বসুদেব আনন্দ অন্তর॥
৪-৪ অলঙ্কারে ভুসা পাইলা — ৫-৫ জৌতুক পাইয়া — ৬-৬ অভিলাসি
৭ ঘরে — ৮ প্রিত

এমন সময় হইল আকাশে ভারতি।
কংশেক ডাকিয়া বুলিলা[১] সিগ্রগতি॥
দৈবকির অষ্টম গর্ভে জাহার উৎপতি।
শে[২] তোরে করিবে নষ্ট[২] সুন মুড়মতি॥
আকাস ভারতি সুনি কংস দুরাচোর[৩]।
খড়্গ হাতে করি কংস বোলে মার মার॥
মার মার বলিয়া[৪] ধরে দৈবকির চুল।
তাহা দেখি বসুদেব হইলা অকুল[৫]॥
বসুদেব বোলে কংস করো অবধানে[৬]।
কোন অপরাধে বধ দৈবকির প্রান॥
ক্রোধ সোম্বর্ধি[৭] মোরে বোল অহে[৭] কংস।
তোমা হইতে জস স্ফীত হইল[৮] ভোজ বংস॥
স্ত্রী হত্যা করিবা তুমি কোন অপরাধে[৯]।
ভগ্নী[১০] না করিহ বধ বসুদেবে সাধে[১১]॥
লোকে কি বলিবে তোমা[১২] না বুঝিহে[১২] মোনে
কি দোশে বধিবা[১৩] ভগ্নী[১৩] বিবাহের দিনে॥
প্রকার[১৪] করিয়া[১৪] বসুদেব মহাশএ।
কংস সম্বর্ধিয়া কিছু তর্ত্তকথা কয়॥
জর্ম্মিলে মরন আছে না জায় খণ্ডন।
জন্মমিত্তু য়েকি কালে[১৫] বিধীর ঘটন[১৬]॥
কেহ আজি কেহ কালী কেহ দিন[১৭] দস।
সংসারেতে জতো দেখ সব কর্ম্ম বস॥

১ বোলে ২-২ সে তোমা করিবে বধ ৩ দুরাচার
৪ করিয়া ৫ আকুল ৬ অবধান ৭-৭ সম্বোধন করি মোরে বল ৮ হইবে ৯ অপবাদে ১০ ভগিনী ১১ বোলে
১২-১২ তুমি নাহি গন ১৩-১৩ ভগিনি বধ ১৪-১৪ এতেক কহিয়া
১৫ একত্তরে ১৬ লিখন ১৭ দিন

ভাই বোল বন্ধু বোল কেহ কারো নয়।
পথিতে চলিতে জেন পথের পরিচয়॥
মিঙীকার ভাণ্ড তনু বিধির ঘটন।
সংসারেত দেখ তুমি জতো লোকজন॥*
হেন বোলে কৃষ্ণের মায়া আর কিছু নয়।
জতো দেখ চলাচল সব মায়াময়॥
দারুন সংসারেত[১] জত লোক জোন।
হেন বাদিয়ার বাজি জেন নিসীর স্বপন॥+
য়ে ভব[২] সংসারে জদি কৃষ্ণ গুণ গাই।
গোবিন্দের পাদপর্দ্ম অনাআশে পাই॥
ভারতে জর্ম্মীয়া জেবা[৩] করে পর হীত।
তরিতে সংসার নদি শেহি তার বির্ত্ত[৪]॥
অতএব বুঝি[৫] কেনো না কর উপকার[৫]।
নিরান্তর কৃষ্ণচন্দ্র ঘটে সভাকার॥
ভগ্নী তোমার এহি দৈবকি সুন্দরি।
কিমতে[৬] বধিতে চাহো সিসুতো[৭] কুমারি[৭]॥
নানাবিধি মোত কথা বসুদেব কয়।
তথাপী অধম কংস ক্ষামা নাহী হয়॥
বুঝিলেন বসুদেব দৈবকির নাস।
কর্ম্পীত হইলা মোনে না[৮] পায় বিশাষ[৮]॥
বসুদেব বোলে কংস করো অবধান।
অকারনে না বধিয় দৈবকির প্রান॥

* সংসার য়সার সব নিবিষ্ট চেতন॥

১ সংসারে দেখ

+ বাদিয়ার বাজি জেন সকলি সপন॥

২ এমন ৩ জে ৪ নিত ৫-৫ বুঝিয়া করহ প্রিতিকার

৬ কেমনে ৭-৭ সিসু অকুমারি ৮-৮ পাইলেন ত্রাস

দৈবকির উদরে হবে জতেক কুমার।
তোমাকে আনিয়া দিব করিয় সংহার॥
ছাড়হ কুন্তল কংস কহিলাও নিশ্চয়।
দৈবকি হইতে তুমি না করিহ ভয়॥
য়েতেক স্তনিয়া বোলে কংস ত্বরাচার।
ভালো কহো বসুদেব এহি সে বিচার॥
দৈবকির কুন্তল ছাড়িলা ততক্ষনে।
ঘরে গেলা বসুদেব আনন্দীত মোনে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

মাদক জাত (?)

এহি রূপে কথো দিন দৈবকি সহিতে।
বসুদেব মহাসয়ে ছিলা আনন্দীতে॥
কথো[১] দিনে দৈবকি হইল গর্ভবতি[২]।
গুনের[৩] সাগোর[৩] পুত্র প্রসবিলা তথী॥
পুত্র কোলে করি বসুদেব মহাশয়ে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা কংশের আলএ॥
কংশে সোমাপ্পীলা[৪] পুত্র সোক করি ত্বর।
পরিক্ষীত বোলে গোশাঞিঃ কি[৫] কহো নিষ্ঠুর[৫]॥
কেমনে প্রথম পুত্র বসুদেবে[৬] দিল।
দৈবকি দারুন প্রাণ কেমনে ধরিল॥
স্তকদেব বোলে রাজা স্তন[৭] মহাশত্র[৭]।
স্তক[৮] ত্বঃখ নাহি তার সাধু জেবা হয়॥
পুত্র লয়া বসুদেব কংশে জদি দিল।
বসুদেব দেখি কংস বড় তুষ্ট[৯] হইল॥

১ কথোক ২ গব্ভবতী ৩-৩ কির্ত্তিমন্ত ৪ সমর্পিয়া
৫-৫ বড়ই মধুর ৬ বসুদেব ৭-৭ স্তনহ নিশ্চয় ৮ সোক ৯ সন্তুষ্ট

কংস বোলে স্নুন বশুদেব মহাশএ।
তুমি বড় ধর্ম্মসিল জানিলাও নিশ্চয় ॥
পুত্র লয়া জাও তুমি আপনার ঘরে।
ইহার ধিক কার্য নাই কহিনু তোমারে ॥*
অষ্টম গর্ভেত জারে ধরিবেন ভগনি।
শেহি শে আমার বৈরি য়েহি দৈববানী ॥
মোরে আনি দেহ শেহি অষ্টম কুমার।
করিব তাহার মত জে হয় বিচার ॥
য়েতেক স্নুনিয়া বস্নুদেব মহাশএ।
পুত্র লইয়া বস্নুদেব জান নিজালয় ॥
পথে জাইতে বস্নুদেব ভাবেন বিচার।
মুড়মতি কংস পাছে ডাকে পুনর্ব্বার ॥
এহি[১] ভয় মোনে করি পুত্র কোলে লইয়া।
সকল কহিলা কথা দৈবকিরে জাইয়া ॥
নারদ আশীয়া তথা[২] কংশের আলায়[৩]।
অস্নুর বধের[৪] হেতু সব কথা কয় ॥
নারোদ বোলেন রাজা স্নুন ওহে কংস।
হেন বুঝি তোমার সকলি[৫] হইল ধংস ॥
তোমার ব্রর্ম্মান[৬] আমী কহিনু বিশেষ।
তে কারনে[৭] কহি কথা হিত[৮] উপদেষ ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া জতেক দেবগন।
নিরান্তর চিন্তা করে তোমার মরন ॥
নন্দ য়াদি করিয়া জতেক[৯] গোপগন[৯]।
জশোদা করিয়া আদি জতো ব্রজাঙ্গনা ॥

* অষ্টম গৰ্ব্ভের পুত্র য়ানি দেহ মোরে

১ এই ২ এথা ৩ আলয় ৪ বিনাস ৫ সকল
৬ ব্রাহ্মন ৭ তেই ৮ হেতু ৯-৯ গোকুলে জতো জনা

দৈবকি করিয়া আদি জতো[১] বংস কান্তা।
বসুদেব আদি করি[২] সভাকার[২] কথা॥
কেবল বেদের তুল্য সকল কহিনু।+
অতয়েব বুঝি বড় প্রমাদ পড়িল॥
সভাকার মোন বাঞ্ছা তোমার মরন।
বুঝিয়া করয় কার্য্য কহিলাও সকল॥
তুমি বোল দৈবকির অষ্টম নন্দন।*
ইহা বহি সোত্র মোর নাহি কোন জন॥*
বুঝিলাম রাজা তুমি বড়ই পাগল।
গুনিয়া গাথীয়া দেখ সকলি অষ্টম॥
দেবতার চক্র তুমি কী বুঝিতে পারো।
য়েকে য়েকে দৈবকির সব পুত্র মার[৩]॥
য়েতেক কহিয়া নারদ[৪] গেলা তপবোনো[৪]।
বিনা বাজাইয়া গেলা বৈকণ্ট ভূবন॥
নারদের কথা সুনি কংস দুরাচার।
দৈবকির পুত্রটি আনিলা পুনর্ব্বার॥
আছাড়িয়া নষ্ট[৫] কৈলা[৫] দৈবকি নন্দন।
কারাগারে বন্ধী করি থুইলা দুইজনে॥
বসুদেব দৈবকি[৬] থুইয়া কারাগারে।
মাতা পীতা[৭] নৈরাস করিলা সভাকারে॥
বন্ধু বান্ধব জতো ছিল পুর্ব্বাপরে।
সভারে নৈরাস করি হইলা রার্য্যস্বরে॥
নানাবিধ ভোগ করে সুরশেন পুরে।

১ জত্নু ২-২ সভাকার স্থন
+ সভাকার এই মতি জতেক কহিল
* এই দুই চরণ নাই
৩ মারো ৪-৪ জে নারদ তপধন ৫-৫ মাইল সেই ৬ দৈবকিরে
পিতামাতা

প্রথম অধ্যায় কথা হইল এতোদুরে ॥ *
রাজা বলে সাধু সাধু ব্যাশের নন্দন ।
কহো কহো কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন ॥
কহে মনি সুকদেব মোনে কুতুহল ।
বিপ্রে পরূসরামে গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

দৈবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

জদুরাজা নাহাবে সুন্দর জদুমনি । +
য়েহিরূপে কংস রাজা মথুরা নগরে ।
জতেক অসুর লইয়া আনন্দে[১] বিহারে ॥
প্রলম্ব চানুর বক তৃনাবর্তো নাম ।
মষ্টীক অরিষ্ট তার বিরের প্রধান ॥
দিবিধ[২] পুতুনা রাকসি লয় সব সঙ্গ[২] ।
রাজ করি আদি করি লয় য়েক সঙ্গ ॥
জতেক অসুর লইয়া দুরাচার কংস ।
নিরন্তর হিংসা করে জতো জদুবংশ ॥

* অতিরিক্ত—দ্বিজ পরসুরাম গান ভাবি ভগবান ।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান ॥

ধানসি রাগ

হরি ভজরে সময় জাএ বহ্যা ॥ ধুয়া ।
রাজা বোলে সাধু সাধু ব্যাসের নন্দন ।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন ॥
সুকদেব বোলে রাজা কর অবধান ।
সাধু সাধু কৃষ্ণ কথা কর সুধা পান ॥
এইরূপে কংস রাজা মথুরা নগরে । ইত্যাদি

+ এই কলি নাই

১ কৌতুকে ২-২ দিবিধ পুতুনা কেসি ধনক তরঙ্গ ।

দেবতা ব্রার্ম্মন হিংশা করে রাত্রদিন।
পলাইয়া সভে মেলি গেলা স্থানে স্থানে॥
জতো জত্নবংস পাইলা দেশে দেশে।
শেবা করি কহো বা রহিলা তার পাশে॥*
দৈবকির ছয় পুত্র করিলা বিনাস।
সপ্তমে অনন্ত আশী নিল গর্ভবাশ॥
বুঝিয়া কংশের ভয় দেব চক্রপানি।
দুর্গাকে ডাকিয়া বোলে[১] গদ গদ বানি॥
শিগ্রগতি[২] জাও তুমি গকুল নগরে।
রূহিনি বসুদেব কান্তা আছে নন্দঘরে॥
দৈবকি জটরে জর্ম্ম[৩] মোর নিজ ধাম।
শেহি গর্ভ লইয়া জাও না কর বিশ্রাম॥
রূহিনির গর্ভে তাহাক[৪] করাহো[৪] প্রেবেস।
তমোতে[৫] সকল হবে কহিনু বিশেষ॥
পুনরূপী[৬] দৈবকি হইল[৭] গর্ভবতি।
শেহি তো[৮] অষ্টম গর্ভে য়ামার উৎপতি॥
জশোদা গর্ভে[৯] জর্ম্ম হইবে তোমারে[১০]।
অপার মহিমা তোমার ঘুসীবে[১১] সংসারে[১১]॥
পুজিবে সকল লোক করিয়া ভকতি।
নানা বলি[১২] উপহারে[১২] তুসিবে ভগবতি॥
তোমার শোন্তষ হব লোকের নিস্তার।
জপিবে তোমার নাম সকল সংসার॥
পুজিবে সকল লোক করিয়া ভকতি।+
অবিলম্বে পুজী তোমা পাইবে মুকতি॥+

* সেবা করিয়া কেহু রহিলা তরাসে।
১ কন ২ সিঘ্রগতি ৩ হবে ৪-৪ তাহা করাও ৫ মায়াতে
৬ পুনর্ব্বার ৭ হইবে ৮ সে ৯ উদরে ১০ তুমার
১১-১১ হইবে প্রচার ১২-১২ উপহারেতে
+ এই চরণগুলি নাই

জগতে তোমার নাম হইবে প্রচার।
অনন্ত নামের গুন মহিমা আপার॥
দুর্গতি নাসিনি দুর্গা ভদ্রকালি জয়া।
বিজয়া বৈষ্ণবি দেবি কুমদা পাপক্ষয়া॥
মাধবি অম্বীকা[১] দুর্গা[১] চামুণ্ডা চণ্ডীকা।
মায়া নারায়নী উমা সারদা অম্বিকা॥
এহি রূপে স্থানে[২] স্থানে নাম হবে[২] তোমার।
বিলম্ব না করো কার্য্য করহ আমার॥
সুনিয়া কৃষ্ণের কথা দেবি আনন্দীত।
করিতে কৃষ্ণের কার্য চলিলা তরিত॥
মায়াতে দৈবকি গর্ভে করিয়া নিস্বেস।+
রূহিনির গর্ভে তাহাক করাইলা প্রেবেস॥+
দৈবকির গভপাত হইলা নিশ্চয়।
সুনিয়া হরিস কংস পাইলা নির্ভয়॥
এহি রূপে কারাগারে দৈবকী সুন্দরি।
কথো দিন আছে দেবি মোন দুঃর্খ করি॥
তারপর দৈবকি হইলা গর্ভবতি।
গভেত ধরিলা কৃষ্ণ অখিলের পতি॥*
ব্রর্ম্মা আদি দেব জারে করয়ে ধিয়ান।
দৈবকির গর্ভে আইলা হেন ভগবান॥

১-১ অম্বিকা কৃষ্ণা ২-২ সহশ্র নাম হইবে

\+ মায়াতে দৈবকির গর্ভ হইল বিসেস।
জসদার গব্ভে দেবী হইল প্রবেস॥

* দিনে দিনে দৈবকির হইলা গব্ভবতি।
গর্ব্ভেতে ধরিয়া কৃষ্ণ অখিলের পতি॥

অনাথের নাথ কৃষ্ণ ধরিয়া উদরে।
বন্ধী হইয়া আছে দেবি কংস কারাগারে ॥
বিপ্র পরুসরামে গান সুন ভক্ত ভাই।
শ্রবনে গোবিন্দপদ অনাআশা পাই ॥

সুই রাগ*

দৈবকির[১] রূপ দেখি কংস দুরাচার।
মোনেত জানিল কংস হইব সংহার ॥
হেন রূপবতি[২] নাহি দৈবকি শোমান[৩]।
হেন বুঝি গর্ভেতে ধরিলা ভগবান ॥
য়েতো দিনে বিধি বাম হইল হায়[৪] হায়[৪]।
কি করিব কোথা জাবো কী হবে উপায় ॥
দৈবকি বধিয়া[৫] জদি করি প্রতিকার।
স্ত্রী হত্যার[৬] পাতকে তবে নাহিক[৭] নিস্তার ॥
অপজস কথা মোর ঘসিবে সংসার।
আপনার সরির রক্ষা করিবার তরে।
য়েতেক বধের ভার[৮] ভার কে করিতে[৮] পারে
একে স্ত্রীহত্যার পাপ দিতিয় ভগনি।+
কেমনে বধিব ইহা তাহাতে গুর্ব্বুনি ॥+
য়েহি সব পাপে মোর না হবে নিস্তার।+
জে থাকে কপালে মোর হইবে নিশ্চয়[১]।
নিরান্তর কংস রাজা দেখে কৃষ্ণময় ॥

* আরে আমার দৈবকি নন্দন হরি।
কবে আমি কবে দেখিব নআন ভরি। ধুয়া

১ ভগিনীর ২ রূপ ৩ সমান ৪-৪ আমার ৫ ধরিয়া
৬ বধ ৭ নাহবে ৮-৮ ভার কে স্বহিতে
+ এই চরণগুলি নাই

খাইতে সুইতে পথে করিতে গমন[১] ।
অলক্ষন চিন্তা করে দেব নারায়ন[২] ॥
নিরান্তর কৃষ্ণ বহি চিন্তা নাহী আর ।
কৃষ্ণময় দেখে কংস সকল সংসার ॥
ব্রর্হ্মা আদি করিয়া জতেক দেবগন ।
নারদ করিয়া আদি মোনির[৩] নন্দন[৩] ॥
প্রকার প্রবন্ধে[৪] আইলা বসুদেব[৫] ঘর[৫] ।
দৈবকির রূপ দেখি বিশ্বয়[৬] অন্তর[৬] ॥
দৈবকির গভে কৃষ্ণ অখীলের পতি ।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে নানা স্তুতি ॥
তুমি সত্য সত্য দেব নারায়ন ।
অসর্ত্য অভয় তুমি[৭] সভার জিবন[৭] ॥
তোমার মায়াতে প্রভূ মোহিত জগত[৮] ।
খল নাস করিয়া জিবের করো হিত ॥
দৈবকির গর্ব্ভে[৯] তোমার হইল[৯] গর্ব্ভবাশ ।
ক্রৃপাদৃষ্ট[১০] করিয়া অসুর করো নাস ॥
জর্ম্ম লইয়া কৃষ্ণ[১১] দৈবকির উদরে ।
গোধন রাখিতে জাবেন গকুল[১২] নগরে ॥
এবড় মোনের সাধ আমা সভাকার ।
গোপীর সহিতে ক্রীড়া দেখিব তোমার ॥
রাখাল হইয়া রাজা গোধন রাখিতে । +
রাঙ্গাপদ চিহ্ন তোমার দেখি প্রিথিবিতে ॥ +

১-২ এই চরণগুলি নাই ৩-৩ মনি তপধন ৪ প্রবন্দে ৫-৫ বসুর আলয় ৬-৬ পাইলা বিস্বয় ৭-৭ পদে লইল স্বরন ৮ সংসার মহিত ৯-৯ উদরেতে তোমার ১০ কৃপাবিষ্টি ১১ কৃষ্ণ তুমি ১২ গোকুল

+ + এই চরণ দুইটী নাই

এহিরূপে কৃষ্ণেরে করিলা বহু স্তুতি।
দৈবকিরে কহেন কিছু করিয়া মিনতি॥
সংসারের সার কৃষ্ণ ধৈরাছ উদরে।
ভয় না করিয় আর[১] কংস দুরাচারে॥
তোমার উদরে জর্ম্ম হইবে[২] জাহার।
শে জন করিবে জদু[৩] সবংশে[৩] উদ্ধার॥
কদাচিত ভয় তুমি না করিহ মনে।
প্রনাম করিয়ে মা[৪] তোমার চরনে॥
এতেক[৫] করিয়া স্তব[৫] জতো দেবগন।
আনন্দীতে[৬] গেলা সভে জথা[৬] নিকেতন॥
দিজ পরুসরামে বোলে সুনো ভর্ক্ত ভাই।
ভাবি[৭] গোবিন্দ পদ অনাআশে পাই॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

বড়ারি রাগ

জেরূপেত[৮] লোকাচার[৮] দৈবগর্ভ[৯] ভার
হইলা জবে প্রসব সময়।
অলি করে মধুপান কোকিলে পঞ্চম গান
লোক হইলা প্রমানন্দময়॥
লোকের[১০] পরম শোভা উত্তম নক্ষত্র আভা
সুভদা[১১] হইল গ্রিহ[১২] তারা।

১ তুমি ২ হইআছে ৩-৩ জদু বংসের ৪ মাতা
৫-৫ এইরূপে স্তব করি ৬-৬ বিদাই হইঞা গেলা নিজ ৭ ভাবিলে
৮-৮ জেন রূপ লোকাচার ৯ দৈবকির গর্ভ ১০ কালের
১১ সুভদ ১২ গ্রহ

প্রসন্য[১] হইল নিসি নির্ম্মল গগন সসি
আনন্দে পুলক হইল তারা[২] ॥
নদির প্রফুল্য নির পবনের গতি ধির
সান্তরূপে[৩] দ্বিজের আলয়।
প্রসন্ন হইয়া মোন কৃষ্ণগান[৪] সাধুজন[৪]
অমঙ্গল অসুভ সকল[৫] ॥
সর্গেতে[৬] দুন্দুবি[৬] বাজে আনন্দীত দেবরাজে
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গাএ গীত।
নাচে বিদ্বাধরি[৭] গোন[৭] হইয়া কুতুহলি[৮] মোন
মোনিগন হইলা[৯] আনন্দীত[৯] ॥
মন্দ মন্দ জলধর সর্গে[১০] জেন[১০] মোনহর
সিত জুতা[১১] হইলা জামিনি।
এমন সমএ জর্ম্ম লভিলা পরম ব্রর্ম্ম
আনন্দিত দৈবকি জননি ॥
আনন্দীত[১২] বসুমতি[১২] জর্ম্মীলা অখিলপতি
কোটী ইন্দ্র করিয়া প্রকাশ।
কিবা শে রূপের শোভা কোটী ইন্দ্র সুখ শোভা
বসুদেব পাইলা তরাশ ॥*
অদ্ভুত বালোক মোনহর সংখ চক্র গদাধর
ত্রিভুবন জিনিয়া সুন্দর ॥

১ প্রসন্ন ২ ধরা ৩ রূপ ৪-৪ গায় সর্ব্বক্ষন ৫ ভয় অভয় ৬-৬ সগ্‌গেতে দুন্ধরি ৭-৭ অপছরাগন ৮ আনন্দিত মন ৯-৯ হইআ আনন্দিত মন ১০-১০ সুগর্জ্জন ১১ সুত ১২-১২ আনন্দ বসুর মতি

* পাঠান্তর—কিবা অতি মনোহর সংখ চক্র গদাধর
বসুদেব হইলা তরাস।

পাতক[১] জন ত্রান[১] হরি চতুর্ভুজ রূপ ধারি
গলেতে অমুল্য[২] মনিমালা।
পরিধান পীতবাশ তিমির[৩] কৈরাছে নাস[৩]
উদিত জেমন[৪] সসিকলা॥
ভুসন[৫] প্রবাল[৫] দল তনুরূচি[৬] নির্ম্মল[৬]
ভূজ জুগে[৭] অঙ্গদ কঙ্কন।
শে রূপ[৮] লাবন্য দেখী প্রেমেতে পুলক আখি
দৈবকির আনন্দীত মোন॥
জর্ম্মিলেন[৯] চক্রপানি[৯] বসুদেব[১০] মোনে গণী[১০]
মোনের মানশ[১১] কৈলা[১১] সার।
কুসদল[১২] লইয়া করে বিদ্যা হেতু[১৩] দিজবরে
ধেনুদান করিলা আপার[১৪]॥
শ্রীকৃষ্ণ জর্ম্মের কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরামে করিল রচন॥

শ্রীরাগ+

জর্ম্মীলেন ভগবান রাম[১৫] নারায়ন।
বসুদেব আনন্দিত দেখিয়া নন্দন॥
স্তব করে বসুদেব করিয়া মিনতি।
সংসারের সার তুমি অখীলের পতি॥

১-১ পঙ্কজ নঞান ২ দুলিছে ৩-৩ বআনে ইসত হাস ৪ হয়াছে ৫-৫ সোভিত প্রবাল ৬-৬ তনুরুচি নিকমল ৭ সোভে ৮ সেরূপ ৯-৯ জন্মিলা অখিল পতি ১০-১০ আনন্দ বসুর মতি ১১-১১ মানুস কোন ১২ কুসোদক ১৩ জুক্ত ১৪ আপান
+ সুইরাগ ১৫ দেব

এতো দিনে মোনের মানশ[১] হইল সার।
দেখিনু[২] প্রভূর[২] কৃষ্ণ অবতার ॥
কেবল আনন্দ[৩] হেতু তোমার উৎপতি।
প্রক্রীতি পুরূস তুমী অনাথের পতী[৪] ॥
সরূপ[৫] তোমার নাম তুমী সনাতন।
সকল তোমার শ্রষ্টী তুমী শে কারন ॥
মোর গ্রীহে অবতার প্রভূ চক্রপানী। *
না জানি কি কংসে করে শুনিয়া অখনি ॥ *
কখনে বা শুনে কংস পাপ দুরাচার। *
বুঝিয়া না বুঝে কংস কৃষ্ণ অবতার ॥ *
জেই মাত্র শুনিবে জন্মিল ভগবান। *
কোপানলে অস্ত্র লইয়া করিলা পয়ান ॥ *
শুখ দুঃখ হইল দৈবকীর সাত। *
অখনি সুনিলে কংস করিবে প্রমাদ ॥*
অন্তরে জানিলা তেহো পুজ সলক্ষন। *
দৈবকী করেন স্তব সুনহ নারায়ন ॥ +
অব্যয়[৬] অব্যাক্ত[৬] তুমি আদি অন্তসার।
ব্রর্ম্ম জুতি ক্ষয় তুমি নাথ নৈরাকার ॥ **
ব্রর্ম্ম[৭] বিষ্ণু সিব[৭] তুমি জোগবতি সিবা।
তুমি সন্ধা তুমি কাল তুমি রাত্রী দিবা ॥
সত্ত রজ তম প্রভূ[৮] তুমিশে প্রীকৃতি[৮]।
তোমা বিনে অনাথের আর[৯] নাহি গতি[৯] ॥

১ মানস ২-২ নএগানে দেখিনু মই ৩ আনন্দময় ৪ গতি ৫ পুরূস
* এই চরণগুলি নাই
+ অতিরিক্ত—মোর গর্ভে জন্ম নিলা কমল লোচন ॥
৬-৬ অক্ষয় অজয়
** এই চরণ নাই
৭-৭ ব্রহ্ম হেতুময় ৮-৮ তুমি সংসারের সার ৯-৯ গতি নাহি আর

তোমার জর্ম্মের তর্ত্ত পাইয়া দেবগনে।
নিভয় হইল তারা আনন্দীত মোনে ॥
কতো কুটি ব্রর্ম্মাণ্ড তোমার লোম কুপে।
বড় মোনে ভয় লাগে কংশের প্রতাপে ॥
পুরানে স্থনিছা তুমি দয়ার ঠাকুর।
নিবেদন[১] করি কংশের[১] ভয় কর দুর ॥
হইয়া আমার পুত্র তোমার প্রকাশ।
স্থনিলে দারুন কংস তোমার[২] বিনাশ[২] ॥
দেখিয়া তোমার মুর্ত্তি হইয়াছি স্থধির[৩]।
প্রকৃতি ছাণ্ডাল তুমি হও[৪] জহুবির ॥
সঙ্ক চক্র গদা পর্দ্ধ ধারি[৫] মোনহর[৫]।
চতুর্ভুজ বেস[৬] ছাড়ি লোকাচার ধর ॥
অনাদি ইশ্বর জর্ম্ম নাহি[৭] তোমার।
আমার উদরে জর্ম্ম হইল[৮] প্রচার[৮] ॥
দিজ পরুসরাম বোলে স্থন ভর্ক্ত জনে।
পরিনামে ত্রান কর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

শ্রীরাগ +

দৈবকির কথা স্থনি দেব ভগবান।
ক্রপা তুষ্ট[৯] হইয়া তারে দিল দির্ব্যজ্ঞান ॥
হেদেরে[১০] জননী মোর স্থনগো[১১] বচন।
অনেক[১২] পুণ্যের ফলে[১২] পাইলা আমা ধন ॥

১—১ এই নিবেদন কংস ২-২ করিবেক নাস ৩ অস্থির
৪ হয় ৫-৫ সকল সম্বর ৬ বেশ ৭ নাহিক
৮-৮ কেবল সংহার
+ সিন্ধুড়া রাগ। কেনে আইলা অভাগি উদরে।
দারুন কংসের ভয় তোমা থোব নন্দ ঘরে ॥ ধুয়া।
৯ জুক্ত ১০ হেদেগো ১১ স্থন আমার ১২-১২ করিয়া অনেক পুণ্য

পুর্ব্ব জর্ম্মে ছিলা তুমি তপশ্বিনী[১] সতি।
বসুদেব ছিলা[২] তখন পৃশ্নিনামে[২] পতি॥
ব্রর্ম্মার আদেশে দোহে গেলা তপস্বায়।
করিলা অনেক তপ দুঃখ দিয়া গায়॥
বরসা বাতাশ[৩] হিমকাল[৩] ঘর্ম্ম[৪] জত।
দুজনে সকল সহে তপে হইয়া রতো॥
সুস্কপত্র বাতাস ভক্যন দোহে কর।
একভাবে আরাধন করিলা আমার॥
দৈব[৫] মানে দ্বাদস সহশ্র[৬] বৎসর।
দুজনা তপস্যা কৈলা[৭] পরম[৭] দুস্কর॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম[৮] দোহার ভকতি।
আশীয়া কহিনু বর মাঙ্গ[৯] সিগ্র গতি॥
জেহি মাত্র কহিলাম মাঙ্গীয়া লহো বর।
মোর তুল্য পুত্র তুমি মাঙ্গীলা[১০] সর্ত্তর॥
চাহিয়া চিন্তীয়া দেখিলাও[১১] সংসার।
আমার শোমান পুত্র কেবা[১২] আছে[১২] আর॥
দুজনার ভক্তি দেখি কৈলা অঙ্গিকার।
আপনী হইব জায়া তোমার কুমার॥
এহি[১৩] পুণ্যফলে মাতা পাইলা আমারে।
কহিলাও সকল কথা তোমার গোচরে॥ +
পুত্র ভাব কর কিবা করো ব্রহ্মভাব।
পাইবা আমারে গতি এই হবে লাভ॥

১ প্রছ ২-২ আছলেন সুতবান ৩-৩ হিম গ্রিস্ব ৪ মক্ষ
৫ দেব ৬ হাজার ৭-৭ কর বড়ই ৮ হৈলা ৯ মাগ
১০ চাহিলা ১১ আমি দেখিনু ১২-১২ কেহু নাহি
১৩ সেই

\+ সকল বিসেস কথা কহিনু তোমারে॥

পীতা বসুদেব সুন আমার বচন।
ঝাটে[1] লয়া চল[1] মোরে নন্দের ভুবন ॥
হইয়াছে দুর্গার জর্ম্ম জশোদার[2] ঘরে[2]।
আমারে রাখিয়া তথা আন গীয়া তারে।
কংস তারে লায়া জাবে করিতে বিনাস।
সকল ছাড়িয়া তিহো জাবেন কৈলাশে[3] ॥
নিদ্রাতে[4] সকল লোক হইয়াছে[4] অচেতন
কংস লাগী ভয় নাহি করিনু কারন ॥ +
এতেক কহিলা[5] কৃষ্ণ বসুদেবের তরে।
প্রকৃতি ছাওাল হইল[6] জেন[6] লোকাচারে।
বিপ্র পরুসরামে বোলে সুন দিনবন্ধু।
এহিবার পার করো ঘোর ভবসিন্ধু ॥

সিন্ধুড়া রাগ

বসুদেব চলিলা গোপাল লইয়া কোলে। ++
সুভক্ষনে জান হরি নন্দের মন্দিরে। ++
য়েতেক সুনিয়া বসুদেব মহাশএ।
কৃষ্ণ মোরে[7] রক্ষা কর বুলি[7] কোলে লয় ॥
বহুত[8] বন্ধন ছিল বসুদেবের পায়।
বন্ধন[9] হইল দুর কৃষ্ণের ক্রপায়ে ॥
দুয়ারে কপাট ছিল[10] লোহার সিকল[10]।
কৃষ্ণের ক্রপায় মুর্ক্ত হইল সকল ॥

১-১ সিগ্র লইঞা   ২-২ জসদা উদরে   ৩ কৈলাস
৪-৪ মাআতে প্রহরি সব আছে
+ কংসে না করিহ ভয় কহিল কারণ ॥
৫ বলিআ   ৬-৬ কৃষ্ণ হইলা
++ এই পদ নাই
৭-৭ কৃষ্ণ রক্ষা কর বলি কৃষ্ণ   ৮ অনেক   ৯ সকল
১০-১০ জত আছিল সিকুল

মায়াতে প্রহরী সব হইল[১] অচেতন।
চলিলেন বসুদেব লইয়া নারায়ন॥
কান্দীতে কান্দীতে+কৃষ্ণ লইয়া কোলে।
মন্দ মন্দ বরিসত্র জেন[২] জলধরে॥
পশ্চাতে বাসকি জান সিরে ধরে ফোনা।
হেনকালে বসুদেব দেখিলা[৩] জমুনা॥
জমুনা দেখিয়া মনে[৪] পাইলা[৪] চমৎকার।
গাভির[৫] দুরান্ত নদি[৫] কিশে হবো পার॥
কান্দিতে লাগীলা বসু জমুনার তিরে।
মহামায়া দেখে তাহা থাকিয়া অন্তরে[৬]॥
জমুনা[৭] দেখি বসুদেব হইলা[৭] ব্যাকুলি।
আসিত[৮] নারায়নি[৮] হইলা শ্রকালি॥
পার হইয়া জায়[৯] শেহি জমুনার জলে।
বসুদেব দেখি তাহা কৃষ্ণ লয়া কোলে॥
দেখিল[১০] জমুনার পার হইল শ্রকালি[১১]।
জলেক[১২] নাবিলা তখন[১২] কোলে বোনমালী॥
জমুনার পার[১৩] হইয়া বসুদেব চলে[১৩]।
জমুনা ত স্নান কৃষ্ণ করিবার ছলে॥++
মায়া করি ছিলা কৃষ্ণ বসুদেবের কোলে।
কোলে হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পড়িলেন জলে॥*

১ আছে + জান ২ নব ৩ দেখেন ৪-৪ বসুদেব ৫-৫ দুরন্ত বিসম ঢেউ ৬ অম্বরে ৭-৭ কৃষ্ণ কোলে করি বসু করেন ৮-৮ আদ্যাসক্তি সোনাতনি ৯ জান ১০ দেখে ১১ শ্রীগালি ১২-১২ জলেতে নামিলা বসু ১৩-১৩ জলে বসু পার লইয়া জান

++ জমুনাতে শ্রান কৃষ্ণ করিবারে চান॥

* অতিরিক্ত—কোলে হইতে কৃষ্ণ জদি হইলা বিগলিত।
কৃষ্ণ না দেখিয়া বসুদেব হৈল সুচিন্তিত॥

ক্রন্দন করে বসুদেব সিরে দিয়া ঘাত।
কোথা মোরে ছাড়ি গেলা অনাথের নাথ॥
দেখা দিয়া প্রান রাখ তুমি কৃপাময়।
তোমা না দেখিয়া মোর প্রান স্থির নয়॥
জতেক কহিলা প্রভু[১] সব মিথ্যা ভাশা।
পুনর্ব্বার কৃষ্ণচন্দ্র[২] না কৈলা[২] সোস্তাসা॥
কি করিব অভাগীয়া কোথাকারে জাবো।
কোথাকারে গেইলে[৩] আর তোমা ধোন পাবো॥
বসুদেবের ক্রন্দন স্থনিয়া গদাধর।
পুনর্ব্বার শেহিখানে উঠিলা সত্তর॥
দরিদ্রের ধোন জেন পাইল হারাইয়া।
আনন্দিত বসুদেব কৃষ্ণচন্দ্র[৪] পাইয়া॥
কৃষ্ণ লইয়া বসুদেব করিলা গমন।
উপনিত হইলা গীয়া নন্দের ভুবন॥+
দেখিলা সকল লোক নিদ্রায় বিভোলে।++
কৃষ্ণচন্দ্র থুইলা নিঞা জশোদার কোলে॥
জশোদার কন্যা বসু লইয়া জতোনে।
আনিয়া[৫] রাখিলা নিয়া দৈবকির স্থানে॥
কহিলা সকল কথা দৈবকির তরে।
আনন্দিত[৬] বিশাদ[৬] হইল দোহার অন্তরে॥
লোহার[৭] দাড়ুকা পায়[৭] হইল পুনর্ব্বার।
পুর্ব্বমত হইল সব দুয়ারে[৮] দুয়ার॥

১ কৃষ্ণ ২-২ তুমি না কর ৩ গেলে ৪ ধোন
+ নন্দের ভুবনে আসি দিলা দরসন॥
++ কৃষ্ণের মাআতে সব হইয়াছে বিকুল।
৫ আসিয়া ৬-৬ হরিস বিসাদ ৭-৭ সেই তড়ক পায়ে ৮ দ্বারিত

জশোদা নন্দের রানি স্থন তার কথা।
প্রসব হইয়া না জানে কিবা স্থত স্থতা ॥*
বিষ্ণুর মায়াতে লোক মহিত সকল।
দিজ পরুসরামে গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

মহামায়ার উক্তি

সিন্ধুড়া রাগ+

সিস্থর ক্রন্দন স্থনি সর্ব্বজন[1]
কংশেকে কহিল জাইয়া।
খট্টার উপর আছে নৃপবর
সম্ভমে আইল ধায়া ॥**
দড় কৈলা মোনে এতদিনে……
মরন হইল সারা
আউলায়া[2] বসন[2] তাহে নাহি মোন
না বাধে[3] কুন্তল ভার ॥
মিত্তু হেন বাশী প্রবেসিলা আসি
দৈবকি স্থতিকা ঘর[4]।
দুষ্ট কংস দেখি আকুল দৈবকি
মিনতি করিলা[5] তারে ॥

* অতিরিক্ত পাঠ—জোগবতি মহামায়া আসি কারাগারে।
বালকের বেস ধরি কান্দে উর্চ্চস্বরে ॥
জাগিয়া উঠিল সেনা স্থনিয়া ক্রন্দন।
কংসের নিকটে জায়া কহে সেনাগন ॥

+ ধানসি রাগ

১ সেনাগন

** এই পদটী নাই।

২-২ খসিছে ভুসন ৩ বান্দে ৪ ঘরে ৫ করেন

স্থন অহে ভাই　　　　য়েহি ভিক্ষা চাই
কথা[১] দান দেহ মোরে[১]।
সভে এহি সার　　　　কেহ নাহি আর
কেমনে ধরিব প্রাণ ॥
অনেক কুমার　　　　বধিলা আমার
তথাপী নহিল দয়া।
মোরে দিয়া তাপ　　　　স্ত্রীবধের পাপ
কেমনে বাচিবা ভাইয়া ॥
দৈবকি করুন[২]　　　　স্থনিয়া রাজন
কোপানল[৩] হইয়া[৩] আখি।
কন্যার চরনে　　　　ধরিয়া জতনে
দৈবকি কান্দিল[৪] দেখি ॥
ধরি দুটি পায়　　　　কন্যা লইয়া
প্রকারে করিতে নাস।
পাশান উপরে　　　　আছাড়ে[৫] তাহারে
দুর্গার হইল হাশ ॥
জগতের মাতা　　　　মুক্তিপদ দাতা
ত্রলক্য তারিনি জয়া।
ভণ্ডাইয়া[৬] কংশে　　　　উঠিলা আকাশে
অষ্টভূজা মহাসয়া[৭] ॥
গলে দির্ব্বমালা　　　　সসি শোলকলা
উদিত হইয়াছে পারা।
নানা রত্নে সাজে　　　　অস্ত্র অষ্ট ভূজে
সঙ্খ চক্র গদাধরা ॥

১-১ কন্যা দেহ মোরে দান　　২ বচন　　৩-৩ কোপানলে দুটি
৪ কান্দএ　　৫ য়াছাড়িল　　৬ ভাড়াইয়া　　৭ মহামায়া

থাকি[১] অভ্যান্তরে[১] কংস দুরাচারে
ডাকিয়া বুলিলা[২] তারে।
কেনে বধ আমা জে মারিবে[৩] তোমা
জর্ম্মিল গকুল পুরে॥
সুনি দৈবভাশ ছাড়ীলা নিশ্বাষ
অশার গনিলা[৪] কংশী।
কেনে মরি আর সকলি[৫] অসার
সকলী হইল ধস[৬]॥
আসি কারাগারে বসু দৈবকিরে
বন্দি হইতে মুক্ত কৈল।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল অদভূত[৭] কেবল
পরূসরামে[৮] বিরচিল॥

কংসের পাত্র মিত্রের সহিত মন্ত্রণা

শ্রীরাগ

রাধা কৃষ্ণ গোবিন্দ বোলরে বারে বার।
নারায়ন বিনে ভাই গতি নাহি আর॥ ধুয়া।*
সুন অহে[৯] বসুদেব ভগ্নীপতি[১০]।
করিলাও[১১] অনেক দোস আমি মুড়মতি॥
প্রানের ভগীনি মোর সুন দৈবকিনি[১২]।
অপরাধা না লইহ[১৩] পায়ে ধরি সাধি[১৩]॥

১-১ থাকিয়া অম্বরে ২ বোলেন ৩ বধিবে ৪ গনিছে কংস ৫ সংসার ৬ ধংস ৭ অমৃত ৮ দিজ পরসুরাম
* এই পদ নাই
৯ হে ১০ অভাগিনির গতি ১১ করিল ১২ হে দৈবকি· ১৩-১৩ হইব নাই হও তুস্থি

ভাই হয়া করিলাও অনেক অপরাদ।
বুঝির্নু এসব পাপে হইবে প্রমাদ॥
রাক্ষস হইয়া মঞ্রী জর্ম্মিনু ভোজকুলে।
অপরাদ ক্ষমা কর রাখ পদতলে॥
ভাই হইয়া বধিলাও ভগ্নীর তনয়। +
এ সকল পাপে মোর কিবা জানি হয়॥ +
ভাই বধু সভাকার[১] করিনু[১] নৈরাস।
যে সকল পাপ[২] মোর না হবে[২] বিনাস॥
হইল আকাশ বানি সুন্যাছ[৩] আপনে।
দৈববানি মিথ্যা হবে জানিব কেমনে॥
মর্ত্তলোকে মিথ্যা কয়ে ইহা সর্ব্বে[৪] জানি[৪]।
কে জানে হইবে মিথ্যা দেবতার বাণী॥
অনেক হইল[৫] বধ ভগ্নীর কুমার।
পরিণাম হইবেক[৬] কি গতি[৬] আমার॥
অন্তরে রহিল শেল জনম অবধি।
আর শোক না করিহ পায় ধরি সাধি॥
জে হইবার শেহি হইল কি করিব আর।
জতো কিছু অপরাধ ক্ষিমিহ[৯] আমার॥
য়েতেক করূনা করি সজল নঞানে।
লোটায়া[১০] পড়িলা কংস দোহার চরণে॥
ভাইর করূনা তাপ[১১] দেখিয়া দৈবকি।
সর্ব্বসোক দুর করি হইল তারে সুখি॥
বসুদেব বোলে রাজা সুন অহে কংস।
সভে মাত্র য়েহি দুঃখ না থাকিল বংস॥

+ এই পদ নাই

১-১ সভাকারে করিল ২-২ পাপে মোর হইবে ৩ সুন্যাছি
৪-৪ সভে জানে ৫ করিল বধ ৬-৬ কুন গতি হইবে ৯ ক্ষেমহ
১০ লোটাইঞা ১১ স্তব

জে হইবার সেহি রইল রাজা বৈস গীয়া[১] ঘরে।
তোমাকে কি দিব দোশ দৈবে এতো করে॥
স্থানে স্থানে গেলা সভে জার জথা বাস[২]।
কংস রাজা ঘরে গেলা ছাড়িয়া[৩] নিশ্বাস[৩]॥
ভাবিতে চিন্তিতে হইলা রজনী প্রভাত।
পাত্র মিত্র ডাকি[৪] বোলে[৪] দনুজের নাথ॥
স্নন স্নন মঞ্ত্রী[৫] ভাই[৫] কি কহিব আর।
তেন মোতে[৬] দৈববানী হইল পুনর্ব্বার॥
এক কন্যা হইয়াছিল দৈবকির উদরে।
আছাড়িতে লয়া গেলাও[৭] পর্ব্বত শিখর[৭]॥
স্নন্য হইতে শে কন্যা উঠিয়া[৮] আকাশে।
আকাশে থাকিয়া মোরে[৯] বোলে দৈবভাশা॥
তোমার সক্রুর জন্ম হইয়াছে[১০] নিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত পরুশরামে গায়ে॥

ধানসি রাগ

কংসের বচন স্নুনি মন্ত্রীগণ মনে গুনি
বোলে স্নন দুনুজের রাজ।
মোনেত[১১] কৈরাছি[১১] ভয় জদি ভাশা সত্য হয়
আমরা সাধিয়া দিব কাজ॥
চলো জাও ব্রজপুরে চাইয়া ফিরে ঘরে ঘরে
দশ দিনের জতেক কুমার।
তারপর[১২] দিবশে[১২] জন্ম জার কর্ম্মবশে
সব সিস্থ করিব সংহার॥

১ জায়া ২ স্থান ৩-৩ সজল নঞান ৪-৪ লইঞা বৈসে
৫-৫ মিত্রগণ ৬ মতি ৭-৭ গেলাম পাসান উপরে ৮ উঠিল
৯ ডাকি ১০ হইল ১১-১১ মনে না করিহ ১২-১২ অপর দিবস দশে

কহিনু তোমার স্থানে কি করিবে দেবগনে
জয়[১] যুক্ত সুনিলে সংহার[২]।
ধনুর টংকার সুনী মহাত্রাস মনে গুনি
সুর পুরে নাহি অবধান ॥
জখন প্রাতাপ করি গাণ্ডীবান হাতে ধরি
কোন দেব আশীবে নিকটে।
জিনি অখিলের পতী বিরলে তাহার স্থিতি
অতিসয়ে নাহি তার হট[৩] ॥
দেবের প্রধান হরি নিজ নিবাশ করি
দায় তার নাহি কার সনে।
জিনি ভোলা মহেস্বর কাননে[৪] তাহার ঘর
নিরান্তর নিবাশ কানোনে ॥
প্রজাপতি চতুর্ম্মুক তপস্যাতে জার সুক[৫]
সকল দেবের জানি বল।
তথাপী নির্ভয় ঘরে কেমন থাকিতে[৬] পারে[৬]
বিনাসিব দেবতা সকল ॥
জেমন ব্যাধির শেস তেমতি সৌত্রের লেস
কদাচিত না রাখিতে হয়।
জতো দেখ দেবগণ তার মুল নারায়ন
তার দুঃখ ব্রার্হ্মন হিংসায় ॥
চাহি বুলি বোনে বন জতো রিসি মনিগণ
সভাকারে বধিবে নিচ্চয়।*
তপ জপ দান ধর্ম্ম আর জতো জজ্ঞ কর্ম্ম
নষ্ট হইলে বৈরি হয় ক্ষয় ॥*

১ ভয় ২ সংগ্রাম ৩ হটে ৪ বিরলে ৫ সুখ
৬-৬ থাকিব ঘরে
* এই পদ নাই

জেহি জুর্ক্কী করি মোনে জতেক অসুর গনে
ধর্ম্ম হীংসা করে রাত্র দিনে।
দিনে দিনে আইশে জায় বিসতি (?) হইয়া তায়
সস্ত্র জুত হইল বিরগনে॥
সুন সুন ভক্ত সব কৃষ্ণ গুন মহংছব
কৃষ্ণ কথা অম্রত সার।
দিজ পুরুসরামে গাএ না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
কিশে হবা পার॥

নন্দ ও বসুদেবের সংবাদ

কল্যাণ রাগ +

সুভ দিনে গকুলে গোবিন্দ পরকাস।*
ভার্গ্যবতি নন্দরানির কোলে শ্রীনিবাশ॥*
এহি মতে[১] মন্ত্রী লয়া কংশের বিচার।
গকুলে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার॥
অদভূত বালক নন্দ দেখিয়া নঞানে।
ডাকিয়া আনিলা গীয়া দৈবর্গ্য ব্রার্ম্মন॥
সান্তি[২] করাইয়া সুচি[২] কৈলা আচমন।
বেদ[৩] বিহিত কৈলা[৩] সস্তীক বাচন॥
আগে[৪] জতো কর্ম্ম ছিল[৪] পাইয়া গুন নিধি।
দেবপূজা পিত্রীপূজা কৈলা জথা বিধি॥
অলঙকারে বিপ্রগনেক করিলা সন্মান।
বর্ছ[৫] সহিতে ধেনু দিজে দিলা দান।

+ আজ গোকুলে বড় আনন্দিতময়।
নন্দের মন্দিরে আজি চন্দ্রের উদয়॥ ধুয়া

* এই পদ নাই

১ এইরূপে ২-২ স্নান করি স্থচি হয়া ৩-৩ বৈদমতে করে দ্বিজ
৪-৪ আগে করে জতো কর্ম্ম ৫ সবছা

সপ্ত গীরি সোম তিল করিয়া প্রমান।
অনেক কাঞ্চন দিয়া দিজে দিলা দান॥
নানাধন পাইয়া দিজে পরম আল্যাদ[১]।
সাম রিজুক[২] মতে কৈলা[৩] আসির্ব্বাদ॥
সদয় হৃদয় বিপ্র আসির্ব্বাদ কৈল।
কদাচিত শে সকল নিস্ফল[৪] না হইল॥
গাএ[৫] নেত্য গায় গীত অতি[৫] মোনহর।
আনন্দে ডুন্ধরি বাজে নগর ভিতর॥
নত্তকে[৬] কোরেন নের্ত্ত[৬] কেহো ধরে তান।
নানা বাদ্য[৭] বাজে তথা[৮] ম্রদঙ্গ বিশান[৯]॥
বস্ত্র অলঙকার পরে আপন ভূবনে।*
চন্দনের ছড়া পড়ে গকুল নগরে।*
সুবর্ন পতাকা উড়ে প্রেতি ঘরে ঘরে॥*
গাভী বৎস আর জতো গোপ গুপীগোন।*
ভেট দৃব্য লইয়া আইলা নন্দের[১০] ভূবন[১০]॥+
সিমন্ত[১১] সিন্ধুর দিলা নঞান[১২] অঞ্জন।
বিচিত্র অলকা[১৩] দিলা মদন মোহন॥
কুলটী[১৪] প্রবেন (?) আর[১৪] কুমকুম কস্তুরি।
তথীর উপরে পরে বিচিত্র কাচুলি॥

১ আহ্লাদ ২ রিক জজু ৩ করিলা ৪ নিয়ফল
৫-৫ গায়কে করএ গান আতি ৬-৬ নর্ত্তকে করএ নির্ত্ত
৭ জঙ্গ ৮ বাজে ৯ বিসান
* এই পদগুলি নাই
১০-১০ জতো গোপগন
\+ অতিরিক্ত— নন্দের ভুবনে সভে দিলা দরসন॥
সুনিয়া সকল গোপি আনন্দিত মনে।
জসদার পুত্র কেমন দেখিব নয়ানে॥
আনন্দে পুলুক হয়া জতো গোপিগণ।
বস্ত্র অলঙকারে করে আপন ভুবন॥
১১ সিমন্তে ১২ নয়ানে ১৩ য়লংকার ১৪-১৪ স্তন তটে পরে নব

কন্ন্যেতে[১] কুণ্ডল পরে[২] নাসাতে বেসর।
মল্লীকার মালা শোভে[৩] নাভির[৩] উপর॥
গলে গজমতি হার করেতে কঙ্কন।
নানবন্নে[৪] শোভা[৪] হইলা জোত গোপীগন॥
সুবেস হইয়া জতো গোপের বনিতা।
নন্দের মন্দীরে সভে[৫] হইলা উপনিতা॥
জশোদার পুত্র কৃষ্ণ অখিলের পতি।
দেখিয়া হরিস জতো ব্রজের[৬] জুবতি[৬]॥
জতো[৭] গোপী সব হইয়া অল্বাদ[৭]।
চির জিবে[৮] হও বলি কৈলা[৯] আশীর্ব্বাদ।
শ্রীকৃষ্ণ গুনান বানি সর্ব্ব পাপ নাশা।
গান বিপ্র পরুসরাম গোবিন্দ ভরসা॥

শ্রীরাগ+

জশোদার[১০] নন্দন দেখি আনন্দে পুর্ন্নীত আখি
কৌতুকে নাচেন গোপনারি[১১]।
সতৈল হরিদ্রা গাএ সভে সভাকারে[১২] দেয়
হুলাহুলি দিয়া[১৩] জয়দ্ধনি॥
কেহো[১৪] নাচে কেহো গাএ কেহো হরি[১৫] জন্ত্র বাএ
নন্দের আনন্দে নাহি সিমা।
উৎসব[১৬] করিয়া[১৬] বোলে ঘন ঘন হরি বোলে
কি কহিব জশোদার মহিমা॥
অখিল ভূবন পতি অনাথ জনার[১৭] গতি
সকল দেবের সিরমনি।

১ কন্নেতে ২ দোলে ৩-৩ বেড়া কেসের ৪-৪ রত্নে ভুসা ৫ য়াসি ৬-৬ ব্রজ্জ কূলবতি ৭-৭ গোপগোপি দেখি সব পরম আহ্লাদ ৮ জিবি ৯ করে
+ বড়ারি রাগ
১০ জসদা ১১ রানি ১২ অঙ্গ ১৩ জয় ১৪ কেহু ১৫ বিনা ১৬-১৬ উর্চ্চ রব করি ১৭ জিবের

আজি সুভ দিন ওরে[১] আইল[২] প্রভূ নন্দ ঘরে
বড় ভাগ্যবতি নন্দরানি॥
আনন্দে নাহিক ওর গোপ[৩] সব[৩] প্রেমে ভোর
দধি দুগ্ধ অঙ্গে[৪] অঙ্গে[৪] ফেলে।
ঘ্রত ননি লয়া করে সভে দেয় সভাকারে
আনন্দ নাচিয়া সভো[৫] বোলে[৫]॥
রোহিনি আনন্দ মোন নানা বিধি রত্ন[৬] ধন
বসন ভূসনে সভ[৭] তোশে।
বিপ্র পরুসরামে বোলে নন্দের মন্দীরে ভালে
কেহ[৮] কেহ নাচেত হরিশে॥
বিনদিয়া জাদুচাদ আইলা নন্দঘরে।+
নন্দের পুন্যের সিমা কে কহিতে পারে॥
জননি বলিয়া জোখে[৯] ডাকিবেন হরি[৯]।
তাহার পুন্যের সিমা কহিতে না পারি॥++
জত গোপ আইসাছিলা পুত্র দেখিবারে।
জথা জুগ্য[১০] লকুতা[১০] করিলা সভাকারে॥
গকুল নগর হইল বৈকন্ট শোমান।
অবতির্ন্ন হইলা জথা প্রভূ[১১] ভগবান॥
তারপর নন্দঘোষ ডাকি গোপগনে[১২]।
সভাকারে শোমাপীলা[১৩] গবুল ভুসনে[১৩] (?)॥

১ য়রে ২ হেন ৩-৩ সভে হৈলা ৪-৪ প্রাঙ্গনেতে
৫-৫ নন্দ চলে ৬ রত্ন নিধি ৭ সভা ৮ কেহু
+ অখিলের নাথ কৃষ্ণ আইল্যা জার ঘরে।
৯-৯ জারে ডাকিব শ্রীহরি
++ জসদার ভাগ্যের কথা কি বলিতে পারি॥
১০-১০ বিধি লৌকিক ১১ রাম ১২ গোপগন
১৩-১৩ সমপিলা গোকুল ভুবন

মথুরাতে জাবো আমি করিতে দেওান[১]।
জাবত না আসি আমি থাকিহ সাবধান ॥
কংশের বারিসিক কর নিলা নন্দ ঘোশ।
দধি[২] দগ্ধ ঘৃত ননি কংশের[২] সোন্তুষ ॥
বিদায় হইলা হইলা নন্দ রাজ কর লইয়া[৩]।
আর য়েক ঠাঞী বাশা করিলেন জাইয়া ॥[+]
বসুদেব স্তনিলা নন্দের আগমোন।
প্রেমে গদ গদ হইয়া[৪] আনন্দীত মোন ॥
সিগ্রগতি বসুদেব করিলা[৫] আগমন[৫]।
নন্দের বাশাত[৬] জাইয়া দিলা দরশন[৬] ॥
বসুদেব দেখি নন্দ মোনে[৭] কুতুহলি[৭]।
ভাই ভাই বৈলা দোহে কৈলা কোলাকুলি[৮] ॥
নন্দ বোলে মোর ভাগ্য হইল অচম্বিত।
অনেক দিবশে দেখা তোমার সহিত ॥
আশনে চাপীয়া য়েথা[৯] বৈস মহাশয়ে।
কল্যান কুসল কথা কহোত নিশ্চয় ॥
বসুদেব বোলে[১০] ভাই আমার কুশল।
নিরান্তর বাঞ্চা[১১] করি তোমার মঙ্গল ॥
য়েতেক[১২] দুর্ল্লব বড় বন্ধ দরশন।
মোর ভাগ্য[১৩] মথুরাতে কৈরাছ গোমন[১৩] ॥

১ দিয়ান ২-২ চলিলা মথুরা পুরে পরম

+ অতিরিক্ত পাঠ— জাইয়া মথুরা পুরে দিলা রাজকর।
কর পায়া তুষ্ট বড় হৈলা নৃপবর ॥

৩ দিয়া ৪ তনু ৫-৫ আসি বসুদেব মহাসএ
৬-৬ সহিত দেখা করিলা নিশ্চয় ৭-৭ আনন্দিত মন
৮ আলিঙ্গন ৯ তুমি ১০ কন ১১ চিন্তা ১২ জগতে
১৩-১৩ ভাগ্যে আজি তুমি কর্য়াছ গমন

হইয়াছে কেমন বৃষ্টী তোমার গকুলে।
ধেনু বৎস আছে নাকি কল্যান কুশলে॥*
তাহা[১] বলি বসুদেবের[১] আনন্দিত মোন[২]।
রুহিনীর কথা কিছু[৩] পুছেন ততক্ষন[৩]॥
সুন সুন নন্দো ভাই[৪] মোর[৪] য়েক বানি।
তোমার মন্দীরে মোর আছেত[৫] রুহিনি॥
আমার ছাওাল তথা রুহিনি সহিতে।+
আছেন তোমার ঘরে কেমন পিরিতে[৬]॥
আমা[৭] বালোক তোরে[৭] পিতা বলি মানে।
তোমার পালিত পুত্র পুছি তেকারনে॥
নন্দ বোলে[৮] কেনে বা তোরে না বলিবে[৮] পীতা।
জশোদা রুহিনি তারা দোহে আনন্দীতা॥
আর য়েক কথা সুন[৯] অপুর্ব্বের[৯] সার।
তোমার আসিশে য়েক হইয়াছে কুমার॥
এতো[১০] সুনি বসুদেব[১০] মোনে কুতুহল।
দিজ পরুসরামে গাএ[১১] শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

সিন্ধোড়া রাগ

মোনে[১২] অসোন্তস[১২] বোলে নন্দ ঘোষ
সুন বসুদেব দাদা[১৩]।
দৈবকি নন্দন বধিলা রাজন
মোনেতে পাইয়াছি ব্যাথা॥++

* অতিরিক্ত— নন্দঘোষ বোলেন আমার পুন্ন্য ফলে।
সকল গোকুল আছে কল্যান কুসলে॥

১-১ তা সুনিয়া বসুদেব ২ মনে ৩-৩ তবে জিজ্ঞাসে তখনে
৪-৪ ভায়া আর ৫ আছেএ + এই পদ নাই ৬ জতনে
৭-৭ আমার বালক তোমায় ৮-৮ বোলেন তেহো মোরে না বলেন
৯-৯ কহি সকলের ১০-১০ এ বোল সুনিয়া বসু ১১ গান
১২-১২ মনের সন্তোস ১৩ ভায়া
++ কিছু না হইল দয়া

নাহি মায়া মো তার ভগ্নীর পো
কেমনে বধিল রাজা।
শেশে কন্যা হইল তাহা লইয়া গেলো
সর্গে হইলা অষ্টভুজা[১] ॥
য়ে সকল কথা স্নুনি মর্ম্মে ব্যাথা
পাইয়াছি মোনের মাঝে।
ভগীনির তাপ দিয়া হত্যা পাপ
নিলেক দনুজ রাজে ॥
বসুদেবে কয়ে স্নুনি[২] মহাশয়ে[২]
কিছু না কহিয়ো[৩] আর।
কপালে জে ছিল শেহি সব হইল
অনিত্য য়েহি সংসার ॥
জতো চলাচল কপালের ফল
কপালে[৪] সকলি করে।
পুত্র কন্যা বোল[৫] বিধী বিড়ম্মল[৬]
কিবা দোশ দিব তারে ॥
স্নুন আর কথা না থাকিয় য়েথা
ঝাটে[৭] চল নিজ[৭] ঘরে।
অনেক[৮] উৎপাত হবে অকস্মাৎ[৮]
তোমার গোকুল পুরে ॥
স্নুনি[৯] নন্দ ঘোষ মোনে অসোন্তস[৯]
চলিলা[১০] আপন[১০] ঘরে।
পথে পথে যায় মোনে চিন্তা[১১] পায়[১১]
রক্ষা করো গদাধরে ॥

১ দস ভুজা ২-২ স্নুন মহাসএ ৩ বলিহ আর ৪ নিমিত্তে ৫ ধন ৬ বিড়ম্বন ৭-৭ সিগ্র চলি জায় ৮-৮ স্নুনি এই সত্য অনেক উৎপাত ৯-৯ এ বোল স্নুনিয়া মনে ভয় পায়া ১০-১০ নন্দ চলি জান ১১-১১ করি ভয়

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল অদভূত কেবল
স্নে যে য়েকান্ত মনে ।+
তো স্নে শ্রবনে আপনে বিমানে
তারে নেন নারায়ণ ॥++

পূতনা বধ

বড়ারি রাগ

কংস ভয় পাইয়া মোনে পুতুনারে ডাকি য়ানে
স্নন বামা আমার বচন ।
পরম রূপসি হইয়া কর্ম্ম[১] করো[১] ব্রজে জাইয়া
স্তন পানে বধ সিস্নগনে[২] ॥
প্রধান রার্ক্যসি[৩] তুমি তোরে ভালে জানি আমি
নিশ্চয় কহিনু তোরে কথা ।
মোনে না করিহ আন নেহ বাটার পান
সিস্নু বধ পাও জথা তথা ॥
কংশের আরতি পায়[৪] পুতুনা রাক্যসি[৫] ধায়[৫]
সিস্নগন করিতে সংহার ।
রাক্যসির বেস ছাড়ি পরিলা পাটের[৬] সাড়ি
হইলা বামা জুবতি আকার ॥
ভূবন মোহন বেস মল্লীকা[৭] বেষ্টত কেস
বান্ধে[৮] বামা জতোন করিয়া ।

+ স্নধু স্নধামঅ বাসি
++ কৃষ্ণ তারে নেন আনি ।
১-১ পুর গ্রাম ২ সিস্নগন ৩ রাক্ষসি ৪ পায়া
৫-৫ নাচেন ধায়া ৬ মোহন ৭ মালতি ৮ বান্দে

নাশাতে বেশোর সাজে মুকুতা[১] তাহার[১] মাঝে
গরুড় লয্যীত নাশা চাইয়া ॥
রূপে সর্গ বিদ্যাধরি নঞানে অঞ্জন পরি
কটাক্ষে মুহিত[২] কতো কাম।
সিমন্তে সিন্দুর শোভা[৩] দসনে[৪] মুকুতা আভা[৪]
নখপাতি[৫] অতি অনুপম ॥
কর্ন্নেতে কুণ্ডল দোলে গজোমুতি তার[৬] কোলে[৬]
স্তন তটে কুমকুম চন্দন।
দুই[৭] হাতের স্তন শোভা[৭] মদন[৮] জিনিয়া আভা[৮]
পরে[৯] বামা সুবর্ন্ন[৯] কঙ্কন ॥
উর্ব্বসি জিনিয়া বেস সিংহ জিনি মধ্যদেশ
তথা বেড়া[১০] কিঙ্কিনি বিশাল[১০]।
বিপ্র পরূসরামে গান বধিতে সিস্যুর প্রান
মায়া পাতি চলিলা পুতুনা ॥

শ্রীরাগ

নন্দের গকুলে বামা দিলা দরসন।
ঘরে ঘরে চাহিয়া[১১] বোলে[১১] জতো সিসুগন ॥ *
নারায়ন হারাইয়া লক্ষি জেন বোলে[১২]।
য়েহি রূপে ফিরে বামা নন্দের গকুলে ॥

১-১ মুকুতার হার ২-২ দেখিআ মোহীত ৩ আভা
৪-৪ জেমন ভানুর সোভা ৫ দসদিগে ৬-৬ হার গলে
৭-৭ দেখি মনে সন্তোস ৮-৮ মদনের পরিতোস ৯-৯ ভুজ জুগ
সোভিত কঙ্কন ১০-১০ সোভে কিঙ্কিনি রচনা। ১১-১১ চায়া
ফিরে

* অতিরিক্ত পাঠ—মায়াতে ধরিয়া বেস সিস্যুর জন্ত্রনা।
বধিতে সিস্যুর প্রান চলিলা পুতুনা ॥

১২ চলে

পুতুনার রূপ দেখি গোপীকা চিন্তীত।
নন্দঘরে পুতুনা হইলা উপস্থিত ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা নন্দের আলয় ।*
পুতুনার রূপ দেখি গোপীকা বিশ্বয় ॥*
খট্টায় সুইয়া[১] আছে[১] গকুলের চাদ[২] ।
পুতুনা বধের হেতু পাতিয়াছে[৩] ফাদ[৩] ॥
তা[৪] দেখিয়া[৪] পুতুনা বামা আনন্দিত মোনে[৫] ।
জশোদা রূহিনি বলি ডাকে ঘোনে ঘোনে[৬] ॥
আগো হইয়াছে কেমন পুত্র তোমার উদরে ।+
দেখিব ছাওাল আজি আনন্দ অন্তরে ॥++
অখিলের পতি কৃষ্ণ কপট করিয়া ।
মুদিত নয়ানে কৃষ্ণ আছেন স্নুইয়া[৭] ॥
ভশ্ব আর্ছাদিত জেন থাকয়ে আনল ।
য়েমতি আছেন কৃষ্ণ ভকতো বর্ছল ॥
অবদ ছাওাল জেন সর্ম্প[৮] নাহি জানে ।
এমতি পুতুনা বামা কৃষ্ণ নাহি চিনে ॥
অখিল ভূবনপতি[৯] দেব[৯] গদাধর ।
আনন্দে স্নুইয়া আছে খাটের উপর ॥
অবোদ পুতুনা তারে ভাবিয়া ছাওাল ।
দেখি বুলী কোলে নিলা সুন্দর গোপাল ॥

* এই দুই চরণ নাই

১ স্তুতিআ আছেন ২ চান্দ ৩-৩ পাতি মায়া ফান্দ

৪-৪ দেখিয়া ৫ মন ৬ ঘন

\+ কোথা গো জসদা রানি য়াইস বাহিরে ।

++ আইলাম তোমার ঘর পুত্র দেখিবারে ॥
হয়াছে কেমন পুত্র তোমার উদরে ।
দেখিব বালক আমি নয়ান গোচরে ॥

৭ স্নুতিয়া ৮ সর্প্প ৯-৯ কলার গুরু প্রভু

দাড়ায়া দেখেন তাহা জশোদা রোহিনি।
চিত্রের পুতলা[১] দেখে নহে[১] স্বরে বাণী ॥
পুতুনা[২] করিল কোলে দেব[২] গদাধর।
বিস স্তন দিল চাদ মুখের উপর ॥
ক্রোধ করি কৃষ্ণ তার স্তন কৈলা[৩] পান।
চুমুকে নাসিলা[৪] হরি[৪] পুতুনার প্রান ॥
ছাড়া[৫] ছাড়া[৫] বলি ডাকে মর্ম্মো ব্যাথা পাইয়া।
পরিত্রাহি সব্দ করে উচ্চনাদ হইয়া ॥
ছটফট করে ঘনো আছাড়ে চরন।
পুতুনা[৬] পড়িল দেখে[৬] কোলে নারায়ন ॥
পড়িল পুতুনা দেখি বিক্রীতি আকার।
সর্গ মত্ত পাতাল হইল চমৎকার ॥
পর্ব্বত সহিতে প্রথি হইলা কম্পমান।
গ্রহগণ তারাগণ হইলা চমকিত ॥
ব্রজবাসি লোক বোলে য়েকি বিপরিত।
গকুল নগরে দেখি[৭] হইল বজ্রাঘাত[৭] ॥
শ্রীভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রতের[৮] সার[৮]।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ[৯] সখা জার[৯] ॥

সুহ্রি রাগ +

অরে মোর গকুলের প্রাণ জাদুয়ারে। ধুয়া ++
জশোদা রূহিনি কাদে হইয়া ব্যাকুল।
আকুল হইয়া কান্দে সকল গকুল ॥

১-১ পুথলি মুখে নাহি ২-২ কোলে করি নিল বামা প্রভু ৩ করি ৪-৪ বধেন কৃষ্ণ ৫-৫ ছাড় ৬-৬ পড়িল গোষ্টের মাঝে ৭-৭ কেনে এতেক উৎপাত ৮-৮ সর্ব্ব পাপ নাসা ৯-৯ গোপাল ভরসা

+ সুই রাগ ++ এই পদ নাই

গকুলের লোক[১] সব[১] রমনি পুরূশে।
ধাইয়া আইল সব পুতুনার পাশে॥
পড়ি[২] আছে পুতুনা জেন[২] ছয় ক্রোস জুড়ী
বিক্রীতি আকার দেখি ডর[৩] লাগে বড়ী[৪]॥
লাঙ্গলের ইস জেন পুতুনার দন্ত। *
পর্ব্বতের গুহা জেন নাসিকার অন্ত[৫]॥
সুর্যের কিরন জেন মস্তকের কেস।
রাক্যসির দারুন স্তন পর্ব্বত প্রমাণ।
অরন্যের কুপ জেন জুগল নঞান॥
কর চরন জেন সুমুদ্রের বন্ধ।
ব্রজবাসি লোক সভের দেখি লাগে ধন্ধ॥
বিক্রীতি আকার পঙ্ক[৬] পুতুনা রাক্যসি।
নির্ভয় আছেন কৃষ্ণ তার বুকে বসি॥
ধায়া গীয়া নন্দরানি কৃষ্ণ কোলে নিল।
জতো গোপে গোপী সব আনন্দিত হইল॥ +
রূহিনি আনন্দ মোন কৃষ্ণ কোলে পাইয়া।
দরিদ্রের হেম জেন পাইল হারাইয়া॥
রক্ষো[৭] মন্ত্র পড়ে সব প্রবিন গোপীনি।
আনন্দে নাহিক ওর[৮] পাইয়া যদুমনি[৮]॥
কৃষ্ণ য়ঙ্গে গোপুট[৯] বুলায় জর্ত্ত[৯] করি।
গো মুত্রে করাইলা[১০] স্নান ঠাকুর শ্রীহরি॥

১-১ জতো লোক ২-২ পড়্যাছে পুতুনা দেহ ৩ ভয় ৪ বড়

* অতিরিক্ত—সুগান পুঙ্গনি জেন পড়িয়াছে অস্ত।

৫ দেস ৬ দেখি

+ আনন্দে গোপিকা সব হরি হরি বোলে॥

৭ রক্ষা ৮-৮ সিমা কৃষ্ণচন্দ্র দেখি ৯-৯ গো পুর্ছ বুলাল জত্ন

১০ করান

পুনর্ব্বার[১] গোমুত্র সহিতে নিল নির।
তাহাতে করাইলা স্নান দেব জত্নবির॥
পড়িয়া দিল[২] দ্বাদস মন্ত্র জতো গোপীগোন।
কৃষ্ণের দ্বাদষ অঙ্গ করেন রক্ষন॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রত সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥
গকুল আন্ধার হইয়াছিল জাদুয়ারে। ধুয়া
জশোদা নন্দের রানি হইয়া হরসিত[৩]।
জতো ব্রজ বাসি সব করিল তুসিত॥ +
ব্রর্ম্মা করূন রক্ষা কোমল লোচন। + +
জাদুরে[৪] করূন রক্ষা সব[৪] মুনিগন॥
উরূ রক্ষা করূন তোমার জজ্ঞেস্বর।
কটিতটে রাখিবেন আপনে ঈশ্বর॥
উদর করেন রক্ষা প্রভূ মহেস্বর।
কণ্ট রক্ষা করূন তোমার দিবাকর॥ *
বিষ্ণু রক্ষা করূন তোমার পদ্মপানি। *
মুখ রক্ষা উদর রক্ষা করূন আপনী॥ *
মস্তক করূন রক্ষা পালে ঈশ্বর। *
অস্ত্র[৫] রক্ষা করূন[৬] দেব ধনুদ্ধর[৬]॥
পশ্চাতে রাখিবেন[৭] আপনে[৭] গদাধর।
দুই পাশে রাখেন[৮] তোমারে চক্রধর[৮]॥
দসদিগে রাখেন সংখ উরূ গায়।
উপর[৯] ইন্দ্র[৯] তোমা রাখে সর্ব্বদায়॥

১ পুনরপি ২ পড়িল ৩ য়ানন্দিত
+ যথা বিধি বিজ ন্যাস করেন তুরিত॥
+ + রক্ষা করূন রক্ষা করূন দেব নারায়ন।
৪-৪ জানু রক্ষা করুন সকল * এই পদগুলি নাই
৫ য়গ্র ৬-৬ তোমার করেন চক্রধর ৭-৭ রাখিবে হরি দেব
৮-৮ রাখে জেন তোমা ধনুদ্ধর ৯-৯ উপরি উপেন্দ্র

খিতি তলে তোমাকে[১] রাখিবে বিরগন[২]।
হৃসিকেশ রাখিবে তোমার ইন্দ্রয় সকল॥
প্রান রক্ষা করিবেন দেবতা[৩] নারায়ন।
জোগেস্বর রাখিবেন[৪] তোমার ছিগু[৫] মোন॥
গোবিন্দ করুন রক্ষা খেলাবার কালে।
মাধব করুন রক্ষা সয়েনের[৬] বেলে[৬]॥
রাখিবেন ভগবান করিতে গমন।
স্থির রূপে রাখিবেন লক্ষী নারায়ন॥
জজ্ঞস্বর রাখিবেন করিতে ভোজন।
জার নামে হরসিত দেবগণ॥
পুতুনা করিয়া আদি জতেক রাক্ষসি।
তোমারে রাখুন প্রভু[৭] কৃষ্ণ সভায় নাসি[৭]॥
য়েহি রূপে নন্দরানি গোপীকা[৮] সহিতে।
কৃষ্ণের করুন[৯] রক্ষা বিজ মন্ত্র মোতে॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ পাইয়া নন্দরানি।
স্তন পান করাইয়া শোওান নন্দরানি[১০]॥
বিপ্র পরুসরামে গান স্তুন দিনবন্ধু[১১]।
অধোমেরে করো পার এ ঘোর ভবসিন্ধু॥ +

সুই রাগ

হরি নাম বড়ই মধুর। ধুয়া
নন্দ ঘোষ[১২] আদি করি জতো গোপীগোন[১২]।
মথুরাতে গীয়াছিল কংশের দেওানে[১৩]॥

১ তোমারে ২ গদাধর ৩ দেব ৪ রাক্ষিব ৫ চিস্ত
৬-৬ সয়নের বেলা ৭-৭ কৃষ্ণ সভাকারে নাসি ৮ গোপির
৯ করিলা ১০ জদুমনি ১১ ভক্ত ভাই
+ ভাবিলে গোবিন্দ পদ অনায়াসে পাই।
১২-১২ নন্দ য়াদি করিয়া জতেক গোপগনে ১৩ ধিয়ানে

দেওান করিয়া সভে আসিতে গকুলে।
পুতুনারে দেখি সব হইলা আকুল ॥
পুতুনা রাক্ষসি পৈড়া বিকৃতি আকার।
দেখিয়া সকল লোক হইলা চমৎকার ॥
নন্দ ঘোষ বোলে ভাই রক্ষা নাহি আর।*
না জানি কি হইল আজি গকুলে আমার ॥*
একি দেখি বিপরিত কোথা হইতে আইল।*
গকুল নগরে আজি কি হেতু পড়িল ॥*
নন্দঘোস বোলে ভাই সুন গোপগন।*
বসুদেব কৈয়াছিল এহি শে কারন ॥*
জোগীন্দ্র পরূস বসুদেব মহাশএ।*
জে কথা কহিয়াছিল হইল নিশ্চয় ॥*
বিদায়ের কালেত বসিনু অকস্মাত।*
নঞানে দেখিনু আজি এ বড় উৎপাত ॥*
এইরূপে নন্দ আদি জতো গোপগোন।*
কুডারে[১] পুতুনার তনু করিল[১] ছেদন ॥+
কাটিয়া পুতুনা[২] অঙ্গ কৈল কুটী কুটী।
পর্ব্বত শোমান[৩] রশী[৩] করিল পরিপাটী ॥
সাল পীয়ালের জতো[৪] আছিলেক[৪] বোন।
সাঙ্গে ভারে কাষ্ঠ আনি জতো গোপগন ॥

* এই পদগুলি নাই
১-১ কুটারে কাটিয়া দেহ করহ
+ অতিরিক্ত পদ—স্থনিয়া নন্দে সভে হয়া য়ভিলাসি।
কুড়ারে কাটিয়া তবে পুতুনা রাক্ষসি
২ রাক্ষসি ৩-৩ প্রমান রসী ৪-৪ কাষ্ঠ জত ছিল

কাষ্ট দিয়া বেষ্টীত কৈল মাঙ্গন রাসি ।+
অগ্নীতে দাহোন কৈল পুতুনা রাক্ষসি ॥+
আনলের সিখা জাইয়া টেকিল গগন ।+
কুত্তার সৌরব জেন আল চন্দন ॥+
এইরূপে পুতুনার হইল মরন ।
বৈকণ্টেত পাইলা গীয়া কৃষ্ণের চরন ॥
চির কাল রাক্ষসি করিল কতো পাপ ।
সিসু বধ করি জতো লোকেক দিল তাপ ॥
সহজে রাক্ষসি করে রূধির ভক্যন ।
ধর্ম্ম হিংসা করিলেক জাবত জিবন ॥
মারিবার তরে কৃষ্ণেক স্তন পীয়াইল ।
এমত পুতুনা ভাই মক্ষপদ পাইল ॥
ছের্দ্দাতে কৃষ্ণেক জে করাইল স্তন পান ।
পুন্যবতি কেবা আছে পুতুনা শোমান ॥
ব্রহ্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন ।
কমলা তাহার পদ শেবে অনক্ষন ॥
আর কি পুতুনা ভার্গ্য করিব গনন ।*
স্তন পান কৈল জার দেব নারায়ন ॥*
ঘুচাইল রাক্ষসির নরক জন্ত্রনা ।
জননির স্বর্গগতি পাইলা পুতুনা ॥
জশোদার কিবা গতি হইবেক আর ।
শুধিতে নারিবা[১] কৃষ্ণ জশোদার ধার ॥

\+ স্তুপ স্তুপ করি মাংস পর্ব্বত প্রকারে ।
য়গ্নি ভেজাইয়া তার দিল চারিধারে ॥
উঠিল ধুমের ঘ্রান য়াগর সমানে ।
বিস্ময় হইলা সভে জতো গোপগনে ॥

* এই পদ নাই

১ নারিলা

কৃষ্ণের[১] সর্গ বিনে আর[২] গতি নাই।
রিনী হইলা কৃষ্ণচন্দ্র জশোদার ঠাঞি॥
ধেনু বংশের কথা কিছু ন জায় কহোন।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ জাথে[৩] করিলা[৩] দোহন॥
দোহন করিয়া প্রভূ[৪] কৈলা দুগ্ধপান।
তাহার শোমান কেবা আছে পুন্যবান॥+
তা সভার জর্ম্ম নাহি প্রথিবি[৫] মণ্ডলে।
সুনে রাজা পরিক্ষিত সুকদেব বোলে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রতের কোনা।
গান বিপ্র পরূসরাম গোপাল ভাবন॥

ধানসী রাগ

বদন ভরিয়া হরি বোল বারে বার।
কৃষ্ণ বিনে ভবসীন্ধু কিশে হব পার॥ ধুয়া।
নন্দঘোশ আদি করি জতো গোপগোন।
জত্নো করি পুতুনাকে করিলা দাহন॥
পাইয়া ধুমের গ্রান[৬] আগোর চন্দন।
বিশ্বয় হইয়া সভ করে অনুমান॥
য়েমন অদভূত ভাই আইল কোথা হইতে।
গকুলে আইল সভে ভাবিতে চিন্তীতে॥
ধাওা ধাই কহে[৭] গীয়া[৭] জতো ব্রজবাসি।
গকুলে আসিয়াছিল পুতুনা রাক্যসি॥
প্রমাদ পড়িয়াছিল সুন নন্দ ঘোশ।
কেবল[৮] তোমা পুর্ণ্যে পাইয়াছি সোন্তস[৮]॥

১ কৃষ্ণ ২ সর্গ গতি বিনে য়ন্য ৩-৩ জারে করিব ৪ কৃষ্ণ

+ ভার্গবতি কেবা য়াছে তাহার সমান॥
দৈবকি নন্দন কৃষ্ণ দেব ভগবান।
গাবি গোপি জসদার করিব স্তন পান॥

৫ অবনি ৬ ঘ্রান ৭-৭ কয় জাইয়া

৮-৮ কেবল পুন্যের ফলে পাইল সন্তোস॥

গীয়াছিল পুতুনা তোমার নিকেতন।
তোমার পুত্রের মুখে দিয়াছিল[১] স্তন॥
আপনি পড়িল গোটে[২] তেজিয়া[২] জিবন।
তা[৩] দেখি[৩] কম্পীত হইল ব্রজবাসি গোন॥
তোমার পুত্রেক রক্ষা কৈল নারায়ন।
পুতুনা গমন আদি জতো বিবরন।
সকল শুনিয়া নন্দ আনন্দিত মোন॥
কান্দিয়া জশোদা কহে নন্দ ঘোশের ঠাই।
হারাইয়া ছিলাও[৪] পুত্র দিলেন গোশাই॥
আনন্দীত হইয়া নন্দ পুত্র নিলা কোলে।
কতো সতো চুম্ব দিলা বদন কোমলে॥
পরম হরিশে নন্দ কোলে ভগবান।
আনন্দিত[৫] হইয়া[৫] নিলা মস্তকের ঘ্রান॥+
জে জন স্থনয় য়েহি পুতুনা মক্ষন।
শে জন অবশ্য পায়ে গোবিন্দ চরন॥
গোবিন্দ পদারবিন্ধ ধিয়ান করিয়া।
গান বিপ্র পরূসরাম গোপাল ভাবীয়া॥
গোবিন্দ পদারবিন্ধু ক্রমে মোর আশা।*
সম্পর্দ গোবিন্দনাম বিপদ বিনাশা॥*

১ দিতে বিস   ২-২ গোষ্টে হারাইয়া   ৩-৩ দেখিয়া   ৪ পাইল
৫-৫ মনের হরিসে
+ অতিরিক্ত পাঠ—নন্দঘোষ বোলে ভাই স্থন গোপগন।
সত্য করি মানি বসুদেবের বচন॥
* এই পদ নাই

শকট ভঞ্জন

ভাটিয়ারি রাগ

এহি রূপে কৃষ্ণ চন্দ্র নন্দের মন্দিরে।
দিনে দিনে বাড়ে জেন পুন্ন সশোধরে ॥+
ব্রজের বালক জতো জতেক গোপীনি।
সভে আনন্দিত[১] হইলা দেখি জদুমনি ॥
গকুলে[২] থাকিয়া প্রভু[২] দেব নারায়ন।
ভখন[৩] জাহা কৈল[৩] তাহা স্থন দিয়া মোন ॥
বালকের সংঙ্গে[৪] কৃষ্ণ বালক হইতে[৪]।
জতো ক্রিড়া[৫] কৈলা তাহা স্থন য়েক চির্ত্তে ॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ অখীলের পতি।
কতো[৬] ভাগ্য কৈলা[৬] কৃষ্ণ পাইল জশোমতি ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্রে স্তন পীয়াইয়া।
গ্রীহ কর্ম্মে বেস্ত[৭] রানি[৭] কৃষ্ণ শোয়াইয়া ॥
জর্ম্ম নক্ষ্যাত্র জোগ হইয়াছে শেহি দিন।
স্থভক্ষনে স্থভদিনে সভ দোশ হিন ॥
হেনকালে[৮] কৃষ্ণচন্দ্র ছিল[৯] ঘরে[৯] স্থইয়া।
গাও[১০] মোড়া দিলা কৃষ্ণ পায়টিয়া[১১] ॥
কৃষ্ণ উলটে[১২] পাশ দেখে নন্দরানি।
ডাকিয়া আনিল জতো ব্রজর রমনি ॥
দেখ দেখ জাদু[১৩] মোর পাশ মোড়া দিল।
এতোদিনে বিধি মরে সদয় হইল ॥

+ গোকুলের নাথ হরি জসদার ঘরে।

১ হরসিত ২-২ গোকুলের নাথ কৃষ্ণ ৩-৩ জন্মিয়া জে কৈলা ৪-৪ বেস কৃষ্ণ বালক সহিতে ৫ লিলা ৬-৬ বড় ভাগ্য ফলে ৭ ৭ তারান্বিতা ৮ এইকালে ৯-৯ গৃহে ছিলা ১০ গা ১১ পাস উলটিয়া ১২ উলটিয়া ১৩ জাদু

নন্দ ঘোষ দেখিল[১] পুত্রের পাশ মোড়া।
আনন্দে বিলান নন্দ তৈল ঘড়া ঘড়া ॥
জশোদা রোহিনি দোহে আনন্দ বিভোর।
হুলাহুলি দিয়া বোলে[২] গোপীকা সকল ॥
কোলে করি নন্দরানি নিলা নারায়ন।
অবিশেক[৩] করিলা[৩] ডাকিয়া বিপ্রগন[৪] ॥
অন্ন[৫] বস্ত্র ধেনুদান অনেক কোরিলা।
স্তন পীয়াইয়া কৃষ্ণ পুন শোওইলা ॥
কৃষ্ণানন্দে আইসাছিল জতেক গোপীনি।
সভাকারে লকুতা[৬] করিলা[৬] নন্দরানি ॥
সিরে তৈল দিয়া তার[৭] বাধিলা কবরি।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে[৮] দিলা সহচরি ॥
থেকে থেকে গোপীকার করিল সর্ম্মান[৯]।
গোটা গোটা গুয়া[১০] দিলা গোছে[১১] গোছে[১১] পান ॥ +
এহিরূপে নন্দরানি গোপীকা সহিতে।
স্তন না পাইয়া কৃষ্ণ লাগিলা কান্দিতে ॥
কৃষ্ণের নিকটে ছিল সকট দুর্য্যন।
মায়া করি কৃষ্ণ তাহে ঠেকাইলা[১২] চরন ॥
জশোদা রানিকে[১৩] মায়া দেখাবার তরে।
সকট ভাঙ্গীলা[১৪] কৃষ্ণ ভাবিয়া অন্তরে ॥
সকটে কোমল[১৫] পদ দেখাইলা[১৬] তুরিত।
ভাঙ্গিয়া পড়িল সকট হইয়া বিপরীত ॥

১ দেখেন ২ ফিরে ৩-৩ অভিসেক করাইলা ৪ ব্রাহ্মণ
৫ অন্ন ৬-৬ লোকিত করেন ৭ কারু ৮ সিতা ভরি
৯ সম্মান ১০ গুবাক ১১-১১ বেছ্যা বেছ্যা

+ অতিরিক্ত— ভক্ত রসিক মনে আনন্দে বিভর।
বিপ্র পরসুরাম গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

১২ টেকাল ১৩ নন্দের ১৪ ভাঙ্গেন ১৫ কমল ১৬ টেকাল

বেশানি দোহানি ভাণ্ড তোলা ছিল তায়।
মাঝিয়ায়[১] পড়িয়া সব গড়াগড়ি জায়॥
আছিল জশোদা রানি গোপীর সহিতে।
সকট ভঞ্জন[২] স্থনে আচমিতে॥
সকট ভঞ্জন সব্দ স্থনি য়কশ্বাত[৩]।
মস্তক উপরে জেন[৪] হইল বজ্রাঘাত॥
গ্রীহে প্রেবেসিলা রানি সিরে ঘাত[৫] হানি।
এহিবার জাতুকে[৬] রক্ষা কর চক্রপানি॥
দেখিলা সকট ভাঙ্গি[৭] পড়্যাছে[৭] বিপরিত।
দধি দুগ্ধ পড়িয়াছে কৃষ্ণেক[৮] বেষ্টীত॥
কৃষ্ণানন্দে আইসাছিল জতো গোপীগন।
অদভূত দেখিলা সভে সকট ভঞ্জন॥
এমন আশ্চার্য্য নাহি দেখি কদাচিত।
সকট পৈড়াছে ভাঙ্গি হয়া বিপরিত॥
গোপ গোপী বিশ্বয় হইলা সর্ব্বজন।
কেনেবা য়েমন হইল না জানি কারন॥
শ্রীকৃষ্ণ গুনান বানি অম্রতের কোনা।
গান বিপ্র পরূসরাম গোবিন্দ ভাবনা॥

স্থইরাগ

হেনকালে বোলে জতো ব্রজের নন্দোন[৯]।
আছিল তোমার পুত্র করিয়া সয়েন[১০]॥
কান্দিতে কান্দিতে জে[১১] চরণ আছাড়িল।
চরনে টেকিয়া সকট ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
য়েতেক স্থনিয়া গোপ গোপের বনিতা।
সভে বোলে এহি[১২] হয় ছাওালের কথা॥

১ মাঝ্যাতে ২ ভঞ্জন সব্দে ৩ য়চম্বীৎ ৪ জে
৫ হাত ৬ জাদুরে ৭-৭ ভাঙ্গা পড়া ৮ কৃষ্ণেরে
৯ নন্দন ১০ সয়ন ১১ জেই ১২ একি

আনন্দে বিসাদ মোন[১] হইয়া[১] জশোমতি।
কোলেতে[২] করিলা[২] কৃষ্ণ অখিলের পতি॥
রানি বোলে স্থন অহে ঘোশ মহাশয়ে।
গ্রিহ দোশে এতো করে জানিনু[৩] নিশ্চয়॥
নন্দ ঘোশ আদি করি জতো গোপ গোন।
পুর্ব্ব মোত করি রাখে[৪] সকট দুর্য্যন[৪]॥
সুবন্নের ভাণ্ড জতো দুগ্ধের বেসালি।+
সকট উপরে সব[৫] দেব্য[৫] তুলি॥
ডাকিয়া আনিল নন্দ জতো বিপ্রগন।
য়েকে য়েকে সভাকারে করিলা অশ্চন[৬]॥
কৃষ্ণের কল্যান হেতু জতেক ব্রার্ম্মন।
গ্রিহ জাগ করে কহে পুজে গ্রহগন॥++
কৃষ্ণের কল্যান বাঞ্চা করে নন্দ ঘোশ।
ধেনুদানে বিপ্রগনেক[৭] করেন সন্তস॥
নানা ধোন[৮] পাইয়া বিপ্র হইলা[৮] আল্যাদ।
স্যাম[৯] জুটক মতে করিলে[৯] আসির্ব্বাদ॥
তোমার পুত্রেক হিংসা করিবে জে জন।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ[১০] তার বধিবে জিবন॥
সদয় হ্রিদয় বিপ্র আসির্ব্বাদ কৈল।
কদাচীত শে শকল নিষ্ফল না হইল॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন ভর্ক্ত ভাই।
শ্রবনে গোবিন্দ পদ অনায়াশে পাই॥

১-১ হয়া রানি ২-২ করি নিলা ৩ জানিল ৪-৪ সকট রাখিলা তখন
+ দধি দুগুধু ভাণ্ড জত দোহানি বেসালি
৫-৫ সব দীব্য রাথে ৬ য়র্চ্চন
++ গৃহ জজ্ঞ করে কেহো পুজে গ্রহগন॥
৭ বিপ্রগনে ৮-৮ দান পায়া সব দ্বিজের আহ্লাদ
৯-৯ সাম ঋক জজু মতে কৈলা ১০ ইস্বর

তৃণাবর্ত্ত বধ

ধানসী রাগ

আর য়েক দিনে[১] রানি কোলে লইয়া[২] জাদুমনী
কৌতুকে করান স্তনপান।
ত্রনাবর্ত্ত[৩] মহাসুর আসিবে গকুলপুর
অন্তরে জানিলা ভগবান॥
কোলে ছিলা গদাধর হইলা মূর্ত্তী বিস্বাম্বর[৪]
সহিতে নারিলা[৫] নন্দরানি।
ক্রমেত[৬] আকুল হইয়া মোনেত[৭] বিশ্বয় পাইয়া[৮]
ভূমেত রাখিলা জাদুমনি॥
গ্রহ কর্ম্ম তেজি[৯] রানী গোপাল রাখিল ভূমে
মায়া নিদ্রা জান নারায়ন।
দর্ত্ত[১০] নামে ত্রনাবর্ত্ত কংশের প্রধান ভৃর্ত্ত
উপনিত ব্রজের[১১] ভূবনে॥
কংশের[১২] আদেস পাইয়া চক্রাবাত রূপ হয়া
গকুলে প্রেবেশ করি ফিরে।
প্রলয় কালের ঝড়ে বড় বড় ব্রক্ষ[১৩] পড়ে
প্রমাদ পড়িল[১৪] ব্রজপুরে॥
ধুলায় আন্ধার করি ছাড়াইল[১৫] গকুল পুরি
চক্ষু কেহ মেলিতে না পারে।
কংকর ঝিঙ্গুটে[১৬] ঘোলা[১৬] ঝড়ে উড়য়ে ধুলা[১৭] গুলা[১৭]
গুলি জেন ফুটয়[১৮] সরিরে॥
গোপ গোপী মেলি[১৯] ঘরে সভে মোনে[২০] মোনে[২০] করে
কেনে হইল য়েতেক প্রলয়।

১ দিন ২-২ লয়া জহুমুনি ৩ তৃনাবর্ত্ত ৪ বিশ্বম্ভর ৫ না পারে ৬ শ্রমেতে ৭ মনেতে ৮ পায়া ৯ রত ১০ দৈত্য ১১ গোকুল ১২ কংসের ১৩ বৃক্ষ ১৪ করিল ১৫ ছাইল ১৬-.৬ ঝিকিটে ৯ কোলা ১৭-১৭ গোলাগোলা ১৮ ফুটএ ১৯ গন ২০-২০ য়নুমান

অনেক তপস্যা করি জশোদা পাইয়াছে হরি
না জানি তাহার কীবা হয়॥
জশোদা নন্দের রানী গ্রহ কর্ম্মে ছিলা তিনি
ঝড়ে রানি হইলা বিকল।
সুইয়াছে[১] জহুবিরে[১] উড়াইয়া নিল তারে
জতো ঝড় ঘুচিল সকল॥
সুন সুন ভক্ত সব কৃষ্ণগুন মহোৎসব
কৃষ্ণ কথা অম্রতের সার।
বিপ্র পরূসরামে গায় না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
ভব সিন্ধু কিশে হবা পার॥

পটমঞ্জরী রাগ

ঝড় রূপে ত্রনাবর্ত্ত আশীয়া গকুলে।
কৃষ্ণেরে উড়ায়া নিল গগন মণ্ডলে॥
জশোদা রূহিনি দোহে কৃষ্ণ না দেখিয়া।
উচ্চ স্বরে কান্দে রানি জাদব বলিয়া॥
অনেক পুন্যের ফলে পাইয়াছি তোমা।
কোন দোশো দেখি বাছা ছাড়ি গেলা আমা॥
আইল তুরান্ত[২] ঝড় তোমার লাগীয়া।
উর্চ্চস্বরে কান্দে রানি বাছা না দেখিয়া॥+
ম্রতো[৩] বৎস গাভি জেন বৎস হারাইয়া।
তেমতি বিকল রানি কৃষ্ণ না দেখিয়া॥
জশোদার ক্রন্দন সুনিয়া গোপীগন।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা নন্দের ভূবন॥
ভূমেতে[৪] পড়িয়া আছে[৪] জশোদা রূহিনি।
তা দেখি বিসাদে কাদে[৫] জতেক গোপীনী॥

২১ পাইলা ১-১ সুয়া ছিল গদাধরে ২ দুরন্ত
+ উড়াইয়া নিল পুত্র কুন পথ দিয়া॥
৩ মৃত ৪-৪ ধুলাতে পড়িয়া কান্দে ৫ ভাবে

নন্দরানি বোলে সখি আর কি করিব।
কোথাকারে গেইলে আমি জাদু বেন পাব॥
ঝড় নহে বোলে কোন গোপের জুবতি।
গকুলে আশীয়াছিল কোন দর্ত্ত পতি॥
নন্দ আদি গোপ কাদে জতেক গোপীগন।
কে হরিয়া নিল আমার সাধের নন্দন॥
গকুলের চাদ জাদু কোথা গেইলে পাব।
তোমা না দেখিয়া প্রান কিমতে ধরিব॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত সুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রান কর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
হরি হরি বোল ভাই বদন ভরিয়া। ধুয়া।+
কৃষ্ণ লইয়া ত্রনাবর্ত্ত গগোন উপর।
বিশ্বাম্বর মুর্ত্তী হইলা প্রভূ গদাধর॥
ত্রনাবর্ত্ত মহাবির হইলা ফাফর।
তা দেখি অন্তরে হাশেন প্রভূ দামদর॥
গলা[১] ঠিফি দিয়া কৃষ্ণ[১] ধরিলা হেলায়।
ত্রনাবর্ত্ত বোলে জোম বাধিলাম[২] গলায়॥
ঘুচাইতে গলার হাত জতন করিলা।
তথাপী গলার হাত ঘুচান নাহী গেলো॥
নির্ভয় ধরিলা[৩] কৃষ্ণ ত্রনাবর্ত্তের[৩] গলে।
মার মার বলি বির পড়িল ভূমি তলে॥
পড়িলেক ত্রনাবর্ত্ত হারাইয়া প্রান।
সিলাতে পড়িয়া মাথা হইল খান খান॥

+ ও হরি ও রাম জয়। ধুয়া।
১-১ লিলা করি কৃষ্ণ চন্দ্র ২ বান্ধিল ৩-৩ য়াছেন কৃষ্ণ ধরি তার

ইন্দ্রের[1] বর্জ্জপাত[1] হইল জেমন।
তেনমত[2] ত্রনাবর্ত্ত[2] ছাড়িলা জিবন ॥+

শ্রীরাগ

পড়িলেন ত্রনাবর্ত্ত কৃষ্ণ কোলে লইয়া।
নন্দ আদি গোপগোন আইল ধাইয়া ॥
জশোদা রুহিনি তারা[3] কাদিয়া ব্যাকুল[4]।
জত্তুনাথেক ধরিলা গোপীকা সকল।
দেখিল[5] পড়িছে বির[5] বিকৃতি হইয়া।
তার বুকে কৃষ্ণ[6] চন্দ্র গলায় ধরিয়া[6] ॥
ধায়া গীয়া নন্দরানি কৃষ্ণ কোলে নিল।
দরিদ্রের হেম জেন্ জলে[7] হইতে পাইল[7] ॥
নন্দ আদি গোপ জতো গোপের রমনি।
আনন্দের নাহিক সিমা পাইয়া জাত্তুমনি ॥
সভে বোলে আরে ভাই বড়ই অদ্ভুত।
রাক্ষশের হাতে রক্ষা পাইলা নন্দ সুত ॥
ঝড়রূপে জাত্তুয়ারে উড়াইয়া নিল।
প্রান হারাইয়া দর্ত্ত সিলাতে পড়িল ॥
নন্দ বোলে গোপ সব সুন মোর কথা।
আজি মোর জাত্তুয়ারে রাখিল বিধাতা ॥*
করিতে পরের মন্দ জার মোনে লয়।
আপনার পাপে শে আপনী নষ্ট হয় ॥

১-১ রুদ্র সরে য়সুর বধ ২-২ তেমনি তৃনাবর্ত্ত

+ অতিরিক্ত—দ্বিজ পর্ষরাম গান ভাবি ভগবান।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান ॥

৩ দোহে ৪ বিকল ৫-৫ দেখেন পড়াছে দৈত্য

৬-৬ আছেন কৃষ্ণ নিভএ বসিয়া ৭-৭ হারাইয়া মিলে

* অতিরিক্ত— য়ামার জাত্তুর হিংসা করিবে জে জন।
সেই পাপে নষ্ট তারে করিবেন নারায়ন ॥

না জানি কতেক তপ কৈল পুর্ব্বকালে।
হারাইয়া গকুল চান্দ পাইলাঙ শেই ফলে॥
নন্দরানি বোলে সখি স্থন গো কারন[১]।
কর্য্যাছি অনেক কাল কৃষ্ণ[২] আরাধন[২]॥
শেহি পুন্যের ফলে জাদু পাইনু হারাইয়া।
রক্ষা কৈলা বিধি মোরে জাদু ধোন দিয়া॥
জশোদা রোহিনি দোহে কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া।
লইয়া জান ঘরে দোহে প্রেমানন্দ হইয়া॥+
নন্দ ঘোশ বোলে ভাই স্থন গোপগোন।
গকুলে উৎপাত হইল[৩] কিশের কারন॥
জে কহিল বস্থদেব শেহি সত্য হইল।
মহাজ্ঞানি বস্থদেব নিশ্চয় জানিল॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রতের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সিন্ধুড়া রাগ

একদিন রানি জশোদা জননী
কোলে নারায়ন নিল।
জশোদার কোলে মোন কুতুহলে
স্তন[৪] পান হরি[৪] কৈল॥
দেব ভগবান করে স্তন পান
জননির কোলে বসি।
হেন মনে লয় কৈরাছে উদয়
শোল কলা জেন সশি॥

১ বচন ২-২ দেবতা র্যর্চ্চন
+ প্রেমানন্দে ঘরে গেলা কৌতুকে ভাবিয়া॥
৩ হয় ৪-৪ কৃষ্ণ স্তন পান

জশোদা সুন্দরি পাইয়া শ্রীহরি
হরিস সাগরে[১] ভাশে।
পাইয়া নারায়ন করেন লালন
কৃষ্ণ মন অভিলাশে॥
মোনের কৌতুকে কৃষ্ণচন্দ্র মুখে
মায়া দেখেন নন্দরানি।
পর্ব্বত কানন সকল ভূবন
মুখে ভরে জাদুমনি॥
গকুল নগর ব্রক্ষ[২] তরুবর
গোধন গোপ গুপীনি।
তার এক ভিতে দেখে আচম্বিতে
কৃষ্ণ কোলে নন্দরানি॥
সসি দিবাকর দেখে সরবর
সুমুদ্র গগন তারা।
দেখিয়া বিশ্বয় নন্দরানি কয়
স্বপন দেখিনু পারা॥
দুয়াঙ্গলী মুখে কেবা হেন দেখে
চিন্তীত নন্দের রানি।
আমিখ[৩] নয়ান[৩] নিরখি বয়ান
স্বপন[৪] দেখিলাম জানি[৪]॥
কৃষ্ণ গুনান বানি ভক্ত মুখে সুনি
হেলায় তরিবে তারা।
পরূসরামে মোন ভ্রমে অনক্ষন
ভকতি হইয়াছি হারা॥

১ সায়রে ২ বৃক্ষ ৩-৩ যুমিখ নয়নে ৪-৪ মনেত্তে যদ্ভুত মানি

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ

নন্দের নন্দন হরি স্বরন তোর লব ॥   ধুয়া ।*
সুকদেব বোলে রাজ সুন এক চির্ত্তে ।+
কৃষ্ণ বলরাম নাম প্রকাস জিবেতে ॥
জদুবংশের পুরহিত গর্গ মহাশয় ।
মহাতপস্বি[১] তেনি[১] অতি পুন্যচয় ॥
তার তরে বসুদেব কহিলা সর্ত্তরে[২] ।
সিগ্র গতি জাহও তুমি গকুল নগরে ॥
নন্দঘরে আছে মোর পুত্র দুই জন ।
গোপ্ত[৩] ভাবে করো জাইয়া সুনাম করোন ॥
এতেক সুনিয়া ভাস গর্গ মুনিবর ।
প্রেবেস করিলা জায়া গকুল[৪] নগর[৪] ॥
নন্দের মন্দিরে আসি দিলা দরসন ।
গর্গ মুনি দেখি নন্দ আনন্দীত মোন ॥
বসিতে আসন দিয়া ধোয়াইলা চরন ।
জথাবিধি মনিরে করিলা অশ্চন[৫] ॥
মিনতি করিয়া নন্দ কৈলা জোড় হাত ।
পুটাঞ্জলি হইয়া করিলা প্রনিপাত ॥
নন্দ ঘোষ বোলে গোশাই করি নিবেদন ।
মোর গ্রহে তোমার কি হেতু আগমন ॥ ++
পবিত্র হইল আজি আমার আলয় ।
কি কর্ম্ম করিব আমি কহো মহাশএ ॥

* এই পদ নাই   + সুকদেব বোলে রাজা কর য়বধান ।
সাধু সাধু কৃষ্ণ কথা সুধা কর পান ॥
য়মৃত কৃষ্ণের কথা সন এক চিতে ।

১-১ তপ তেজে মুনি   ২ সত্বর   ৩ গুপ্ত   ৪-৪ নন্দের ভুবন   ৫ য়র্চ্চন

++ মোর ভাগ্যে য়াজি তুমি কর‍্যাছ গমন

কিবা সে আমার ভার্গ্য হইল এতোদিনে।
তোমার চরণ প্রভূ দেখিনু নয়ানে ॥
এক নিবেদন করি স্তুন মহাশয়।
ভাগ্য ফলে আইলা জদি আমার আলয় ॥
জৌতিস[১] সাস্ত্রেত তুমি বড়ই নিদান[২]।
দ্বিতিয় পণ্ডীত নাহি তোমার সমান ॥
সর্ব্ব বেদ জান তুমি সকল বিচার।
মোর দুই বালোকের করোহ সমস্কার[৩] ॥
জম্মিলে ব্রার্ম্মন গুরূ সর্ব্বথায় হয়।
নিজগুনে ক্রপা তুমি করো মহাশয় ॥
এতেক নন্দের বানি স্তুনি গর্গমুনি।
কহিতে লাগীলা কিছু গদগদ বানি ॥
গর্গ বোলে স্তুন নন্দ আমার বচন।
জদু পুরহিত আমি জানে সর্ব্বজন ॥
তোমার পুত্রের জদি করি সমস্কার।
দৈবকীতনয় বুলী হইবেক প্রচার ॥
জদি ইহা স্তুনে রাজা পাপমতি কংস।
বড়ই প্রেমাদ তবে[৪] সব হবে ধংস ॥
য়েতেক স্তুনিয়া নন্দ বোলেন বচন।+
মোর অন্তস্পুরে[৫] নাহি কাহারো[৫] গমন ॥
না জানিবে গোপ গোপী ব্রজবাশীগন।
তুমি আমি কেবল বালক দুইজন ॥
বড়ই নিভীত স্থান না হবে প্রচার।
শেহি স্থান আসি তুমি করো সমস্কার ॥

১ জোতিস ২ প্রধান ৩ কর সংস্কার ৪ হবে

+ নন্দঘোস বোলে গোসাই করি নিবেদন।

৫-৫ য়ন্তপুরে কারূ নাহিক

সুনিয়া নন্দের কথা গর্গ মুনিবরে।
প্রবেশ করিলা জায়া তার অন্তপুরে ॥*
সস্ত্রীক বাচন গুরু কৈল জথা বিধি।
আনন্দে পুর্ন্নিত গর্গ না পায় অবধি ॥
ব্রর্ম্মা আদি দেব ভাবে চরন জাহার।
হেন নারায়ণের আমি করি সমস্কার ॥
এতেক ভাবিয়া তবে গর্গ তপধোন।
সাস্ত্র বিচারিয়া করে সুনাম করন ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।*
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥*
নন্দের নন্দন দুটী পায়া মুনিবর।
আনন্দে মজিয়া নাম রাখেন সুন্দর ॥
রুহিনির পুত্র ইনি[১] গুনের[১] রমন।
রাম বলি থুইলা নাম এহিশে কারন ॥
বলিতে অধিক কিবা বলে অনুপাম।*
এহি হেতু নাম থুইলা মর্ত্ত বলরাম ॥*
বলরামের হইল তবে সুনাম করন। +
পুন নাম রাখে মনি লয়া নারায়ন ॥
তিন[২] বর্ন্নের[২] তনু ইহার হবে জুগে জুগে।
পুর্ব্ব জর্ম্ম হইয়া ছিল বসুদেবের (?) ঘরে ॥

* অতিরিক্ত—পাদ প্রক্ষালন করি গর্গ তপধন।
বসিলা করিতে প্রভুর সুনাম করন ॥

* এই পদ নাই

১-১ এহো গুনেতে

* এই পদ নাই।

\+ ঘুসিবে সকল লোক নাম সংকর্ষণ ॥
বলরাম থুল্য জেই সুনাম করন।
য়ানন্দে মজিয়া তবে মুনির নন্দন ॥

২-২ কৃষ্ণ কৃষ্ণ তিন বর্ন্ন

বাসুদেব বলি নাম থুইল[১] প্রচারে।
সুক্ল বর্ন[২] তিন বর্ন কৃষ্ণ[২] কলি জুগে॥
গর্গ বোলে আমার বাক্য স্তন গোপরাজে। +
গকুলে পাইবা[৩] তুমি[৩] জতেক তুর্গতি।
এহি পুত্র হইতে সব হবে[৪] অব্যাগতি[৪]॥
তোমার পুত্রের প্রীত করিবে জেজনে।
সৌত্র ভয় নাহি তার এ তিন ভূবনে॥
অতয়েব জানিনু ঘোষ তোমার নন্দন।
গুনেতে হইলা সম জেন নারায়ন॥
রূপ কির্ত্তি[৫] জেন কিছু না হয় প্রচার।
গোপ্ত ভাবে রাখিয় ঘোশ য়ে তুই কুমার॥
কদাচিত ভয় তুমি না করিহ মোনে।
মক্ষপদ দিবে তোমায় এহি তুই জনে॥
য়েতেক কহিয়া গর্গ গেলা নিজালয়।
সাবধানে রাইখ সিসু কহিনু নিশ্চয়॥
গর্গ মুখে এতেক স্তুনিয়া শোমাচার।
আনন্দে পুন্নিত নন্দ হইলা আপার॥
জশোদা রোহিনি আর জতো ব্রজবাসি।
কৃষ্ণ বলরাম নাম সভে[৬] অভিলাসি॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রতের সার।*
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

১ হইবে ২-২ রক্ত পিত কৃষ্ণ হবে

+ অতিরিক্ত :— বহু রূপ বহু গুন তোমার নন্দন।
তোমার পুত্রের গুন কহনে না জায়।
এই পুত্র হইতে ঘোস তোমার কল্যানে॥

৩-৩ হইবে তোমার ৪-৪ পাবে স্বব্যাহতি ৫ গুন ৬ মনে

* ভক্ত রসীক মনে আনন্দে বিভোল।
দ্বিজ পরস্থরাম গান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

মালশী রাগ +

স্ুনরে ভকতো লোক কথা অনুপাম।
আইজ হইতে নাম হইল কৃষ্ণ বলরাম॥
সস্তীক বাচনায় পুর্ব্ব বেদ[১] মতে।
গোওালার অন্ন ভুঞ্জীলা জদুনাথে॥
অন্নপ্রাসন হইল স্নুনাম করন।
গকুলে বিহরে রাম কেসব[২] দুইজন॥
গকুল নগরে রাম কেসব[৩] দুই ভাই।
করিলা অনেক লিলা কৌতুকে খেলায়॥
এহিরূপে দুই[৪] ভাই বালক[৪] সহিতে।
কথোদিনে জানিলেন হামকুড়ি[৫] দিতে॥
দুই জানু পাতি আর ভূমে দুই কর।
হামকুড়ি দিয়া ফিরে দুই সহোদর॥
তা দেখিয়া গোপ গোপী আনন্দে আপার।
কৃষ্ণ বলরাম নামে তরিতে সংসার॥
নন্দের মন্দীরে দোহে কৌতুকে বিলাশে।
ক্ষানে[৬] হামকুড়ি দেয় ক্ষানে বসি হাশে॥
কটিতে কীঙ্কিনী বাজে অতি মোনহর।
তা স্নুনিয়া আনন্দীত রাম দামদর॥
আপনার কটির কিঙ্কিনি রব স্নুনি।
আপন আনন্দে দোহে রাম জাদুমনি॥
কাদা ধুলা গায় লাগে আঙ্গিনাত ফিরে।
অধিক শোভিত দুটী ভাই সহোদরে॥

+ দুটি ভাই কানাই বলাই
গোকুলের গোয়ালার প্রানধন॥ ধুয়া

১ বেদবিধি ২ কৃষ্ণ ৩ কানাই ৪-৪ কৃষ্ণচন্দ্র বলাই
৫ হামাগুড়ি ৬ ক্ষনে

তা দেখিয়া চোমকিত জশোদা রোহিনি ।*
ধাইয়া করিলা কোলে রাম জাতুমনি ॥*
মরিবে জাতুয়া মোর কথা নাহী সুনে ।*
স্যাম অঙ্গে ধুলা মাখি নট কেলা কেনে ॥*
ছি ছি রে কেমন কাজ গাএ ধুলা মাখ ।
স্তন পান করি দোহে ঘরে[১] বসি[১] থাক ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন সর্ব্বজনে ।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

ধানসি রাগ +

আনন্দীত ডুটি ভাই রাম ভগবান[২] ।
জননীর কোলেতে করেন স্তনপান ॥
জশোদা রুহিনি তারা দুই পুত্র কোলে ।
নিরখএ চাদমুখ মনে কুতুহলে ॥
চাদমুখ নিরখিতে আনন্দে বিভোল ।
দসন দেখিলা[৩] মুখে অশোক[৪] কোমল[৪] ॥
দসন[৫] দেখিলা মুখে[৫] রাম জাতুমনী ।
তা দেখিয়া আনন্দীত জশোদা রুহিনি ॥
আনন্দিতে দুটী ভাই স্তন পান কৈরা ।
দিনে দিনে খেলে দোহে আঙ্গিনা ফির‍্যা ॥
নবিন বাছরি লইয়া খেলে দুই ভাই ।
বৎসপুচ্ছ ধরীয়া দোহে উঠিয়া দাড়ায় ॥
এক হাতে বৎস পুর্ছ ধরি হাম্ভা[৬] দেয় ।
নবিন বাছরি নিয়া খেলিয়া বেড়ায় ॥

* এই পদগুলি নাই ১-১ কলে বস্যা
\+ চান্দ বদন হেরি রূপের বালাই লয়া মরি । ধুয়া ।
২ নারায়ন ৩ দেখেন ৪-৪ রতি সুকমল
৫-৫ বয়ানে দসন সোভা ৬ হামা

এহিরূপে খেলা খেলে রাম দামদর[১] ।
দেখি য়ানন্দিত বড় গোপীনি[২] সকল[২] ॥
গ্রীহকর্ম্ম ছাড়ি সব গোপের বনিতা ।
দুটি ভাইয়ার খেলা দেখী হইলা আনন্দিতা ॥
শ্রীঙ্গ অগ্নী সাপ ভয় কিছুই না মানে ।
পরম হরিশে খেলে রাম নারায়নে ॥
তা দেখিয়া সঙ্কচিত[৩] জশোদা রুহিনি ।
নিশেদ করিতে নারে দুই জাদুমনি ॥+
অখিল জনার গুরু সিরোমনি শে ।
কেবা তারে সিখাইবে নিবারিবে কে ॥
অল্পকালে রামকৃষ্ণ গকুল নগরে ।
করিয়া চাপল্য খেলা কৌতুকে বিহরে ॥
গোয়ালার বালক সব বএস শোমান ।
বলরাম সঙ্গে হরি খেলে ভগবান ॥
খেলেন চাপল্য খেলা ব্রজ সিসু সঙ্গ ।
চঞ্চল কানাইয়া দেখি গোপীকার রঙ্গ ॥
কারো ঘরে প্রেবেশ করিয়া নারায়ন ।
ঘোল ননি লুট করে লইয়া সিসুগোন ॥
অশোময় দেয় কারো বাছরি ছাড়িয়া ।
এহিরূপে করে কৃষ্ণ গকুল বেড়িয়া ॥ ++
বিপ্র পরুসরামে বোলে সুন ভক্ত লোক ।*
অখিল জিবের গুরু বিহরে কৌতুকে ॥*

১ নারায়ন ২-২ গোপ গোপিগন ৩ য়ানন্দিত
+ নিসেধিতে না পারিলা রাম জদুমনি ॥
++ অতিরিক্ত পাঠ—কোন গোপিকার সঙ্গে হাস পরিহাস ।
চাপল্য কৌতুক লিলা করে শ্রীনিবাস ॥
খেলেন চাপল্য খেলা ব্রজ সিসু লয়া ।
চঞ্চল কানাই খেলে গোপি দেখে রয়্যা ।
* এই পদ নাই

তুড়ি রাগ

অগ নন্দরানি রাখো আপন কানাই।
কৃষ্ণের চঞ্চল[১] খেলা দেখিয়া গোপীনি।
সভে বোলে জাদুকে[২] নিশেদ[২] নন্দরানি॥
এমন বিটল ছাইলা কারো দেখি নাই।
আর[৩] দাশ করিলা সভে[৩] জশোদার ঠাই॥
তোমার জাদুর পাকে না রহিব দেশে।
এমন চরিত্র হইল এহি সিসু বেশে॥
বাছরি বাধিয়া রাখি জতোন করিয়া।
আউলায়া বাছরি ধেনু দেয় পীয়াইয়া॥
মারিবার তরে জদি ক্রধ করি তায়।
আপনে হাশীয়া পুন সভাকে হাশায়॥
চঞ্চল কানাই কাখো[৪] নাহি করে ভয়।
দধি দুগ্ধ ঘৃত কিছু ঘরে নাহি রএ॥
জতেক বালক আছে এহি তো গকুলে।
হাতে ননি করি সভাক ডাকি ডাকি আনে॥
সারি সারি করি সব বালোক বসায়।
ভাগ ভাগ করি ননি বাটী[৫] বাটী[৫] দেয়॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননি জার জতো ঘরে।
সকল আনিয়া দেয় সব বালোকেরে॥
বালক সকল জদি খাইতে নাহি পারে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি দধি দুগ্ধ সব নষ্ট করে॥
জার ঘরে দধি দুগ্ধ কিছু নাহি পায়।
চিকুটী[৬] মারিয়া[৬] তার ছাওাল কান্দায়॥
জতোন করিয়া ছাইলা শোওাইয়া রাখি।
চড় মারি দৌড় দেয় দাড়াইয়া দেখি॥

১ চাপল্য ২-২ জাদু না নিসেধে ৩-৩ গোহারি করিগা জায়।
৪ কারে ৫-৫ বেট্যা বেট্যা ৬-৬ চিমটি কাটিয়া

ধর বলি ডাক দেই ফিরা ফিরা চায়।
কতেক প্রকারে অপমান কৈরা জায়॥
আর গোপী বোলে রানি স্থন মোর দুঃখ।
মোর ঘরে জাইয়া করে বড়ই কৌতুক॥
উভ করি সিকা গাছি জতোন করিয়া।
দধি দুগ্ধ ঘৃতো রাখি তাহাতে তুলিয়া॥
হাত বাড়াইয়া জদি হাতে নাহি পায়।+
পাচনির গুতা দিয়া ভাণ্ড ভাঙ্গি খায়॥
য়েমন চরিত্র[১] কর্ম্ম করে কোন জনে।
জে ভাণ্ডে রাখিয়া থাকি জানে বা কেমনে॥
বিপ্র পরুসরামে গাএ স্থন ভক্ত ভাই।*
ভাবিলে গোবিন্দ পদো অনাআশে পাই॥*

ভাটিয়ালি রাগ

নন্দরানি বোলে কেহো গালি নাহি দিয়।
অন্ধকার ঘরে দেব্য লুকাইয়া থুইয়॥
গুপী বোলে ভালো কথা কহো নন্দরানি।
তোমার জাদুর গলে জলে কত মণী॥
তোমার জাদুয়া রশে প্রেবেসিয়া ঘরে।
কুটিরত্তু প্রদিপ জলএ অন্ধকারে॥
কেমন রাখিব দৃর্ব্য লুকাইয়া ঘরে।
কোন ছলে কখোন জাইয়া ঘর লুট করে॥ ++

+অতিরিক্ত পাঠ—তবে উদুখলের উপর উদুখল দেয়।
তাহার উপরে চড়ে জদি নাহি পায়॥

১ বিচিত্র

* এই পদ নাই

++ অন্ধকার ঘর আলা জাদু চান্দ করে।
আর গোপি বোলে হেদে স্থন রানি কোই।
তোমার বালক কৃষ্ণ তেই এত সোই॥
গৃহকম্মে থাকি জেই ব্যস্ত হয়া ঘরে।
কোন ছেকে জাইয়া সব ঘর নষ্ট করে॥

আর গোপী বোলে রানি স্ুন দুঃখ মোর।
কহিতে সঙ্কচ[১] করি[১] জাদু বড় চোর ॥
ঘরেত[২] আসিয়া সভ করএ[২] ভোজন।
হেনকালে ঘরে জায় তোমার নন্দন ॥
টুকি মারি কারো জদি ভাজ[৩] নাহি পায়।
উঠানে[৪] পর্ব্বের দুগ্ধ[৪] খাইয়া পলায় ॥
শেবানে (?) মরুক রানি স্ুন আর কথা।
ঘরখানি নিকায়া রাখি পুজিতে দেবতা ॥
নানা আওজন করি বাস্তু পুজিবারে।
শেখানে জাইয়া কতো অনাচার করে ॥
গকুল নগরে জতো বালোক চঞ্চল।
সভাকার গুরু এহি[৫] উহারি[৫] সকল ॥
জে দেখি উহার ভিত[৬] কহিব কেমনে।
কুলবতির কুল তা[৭] থাকিবে কেমনে[৭] ॥
অখন তোমার কাছে বড়ই[৮] সুস্থির[৮]।
কিছুই না জানে জেন বড়ই স্ুধির ॥
এতেক বুলীলা গোপী জশোদার তরে।
কিছু না বলিলা কৃষ্ণ রহিলা সর্ত্তরে ॥ +
ভয় জুক্ত[৯] কৃষ্ণেক[৯] দেখিয়া নন্দরানী।
কোলে চড়[১০] সিয়া ভয় নাহি জাদুমনি ॥
বাহু পশারিয়া রানী পুত্র কোলে নেয়।
ঘরে জাও গোপী সব পরুসরামে কয় ॥

১-১ বাসিএ সংকা   ২-২ ঘরে বসি সভে জেই করিএ   ৩ দেখা
৪-৪ উঠানে ঘরের দৃব্য   ৫-৫ তুল্য উহার   ৬ রিত   ৭-৭ সিল থাকে বা না থাকে   ৮-৮ বসিয়া স্থস্থির

\+ কিছু না বোলেন কৃষ্ণ জননির ভয়ে ॥

৯-৯ জুক্ত কৃষ্ণেরে   ১০ চঢ়

ভাটিয়ালি রাগ +

চাদ লাগী কান্দে জাতুরায়। + +
অঙ্গলি বাড়ায়া জাতু চাদ পানে চায়॥ ধুয়া
নানা গালি গোপীকার অভ্যাশ চাতুরি।
কৃষ্ণেরে বুঝান কিছু জশোদা সুন্দরি॥
চন্দ্রীকা জামিনি চন্দ্র উদিত গগনে।
কৃষ্ণ কোলে নন্দরানী বসিয়া[৩] অঙ্গনে[৩]॥
মরিরে শোনার জাতু বলিরে তোমারে।
না জাও[৪] পরের বাড়ি খেলাইয় ঘরে॥
কিবা ধোন নাহি জাতু কিশের অভাব।
গালি দেয় লোকে সভে কিবা তাহে লাভ॥
ভালো মন্দ কর্ম্ম জতো গোপী গ্রিহে হয়। + + +
তোমা বহি আর কারো দোষ নাহি দেয়॥
মিষ্টী ছানা দুগ্ধ জাতু ঘরে বসি খাও।
আর কভো পরের বাড়ি খেলাইতে না জাও॥
নানা বাক্য জাতুরে বুঝায় নন্দরানী।
না বুঝে গোবিন্দ চির্ত্ত[৫] ধির[৫] সিরমনি॥
ব্যাধের শোমান কৃষ্ণ সুনিয়া না সুনে।
চাদ চাদ বলি কান্দে চাহিয়া গগনে॥

+ কল্যান রাগ
+ + তিলে আধ দোস নাই মোর।
ব্রেজের বালক সব বেড়াইতে দেয় ধুলা।
মিছামিছি বোলে ননিচোরা॥
৩-৩ বসিলা প্রাঙ্গনে ৪ জাইয়
+ + + ঘরেতে বসিয়া বাছা খেলই নির্ভয়।
তোমার নাম বিহু লোক অন্য নাহি কয়॥
৫-৫ ঠাকুর

চাদ মুখে স্তন রানী দিলা জত্ন করি।
কপট চাতুরি কৃষ্ণ রহে মায়া করি ॥
অধোর উপরে জাদু পওধর লয়া।
আড় নঞানে রহে কৃষ্ণ চাদ পানে চাইয়া ॥+

শ্রীরাগ

জশোদা বোলেন জাদু কেনো এতো কান্দে।
মন্দলোকে জতো[১] বোলে কি হইল স্যামচাদে ॥[১]
হেদে গো[২] রূহিনি দিদী[৩] বাহির হইয়া দেখ।
জে গোপী চৈতন্য[৪] থাকে ঝাটে[৫] জাইয়া[৫] ডাক ॥
কেনে কোলে[৬] জাও মোর[৬] দুগ্ধ নাহি খাও।[৭]
চমকি চমকি উটে চাদ পানে চাও ॥[৮]
পাড়ার লোকে না জানে সাধের জাদু মোর।
জার ঘরে জায় শেহি বোলে ননি চোর ॥
নিরবধি গালি দেয় জতো গোপীগনে।
কার মোনে কিবা আছে জানিব কেমনে ॥
মন্দলোকে না দেখিলে হেন নাকি হয়।
ধায়া[৯] ধায়া বলি জাদু[৯] কান্দে অতিসয় ॥
রসিক ভকতো[১০] হইয়া বুঝ[১০] মনে মনে।
রাধা বলি গোবিন্দ কান্দেন জে কারনে ॥
বিপ্র পরূসরামে বোলে স্থন জশোমতি।[১১]
রাধিকারে ডাকিয়া পাতিয়[১২] জদুপতি ॥[১২]

+ দ্বিজ পরস্থরাম গান ভাবি ভগবান।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান ॥

১-১ বুঝিএ দেখ্যাছে জাদু চান্দে ২ কোথা গো ৩ তুমি
৪ চেতন ৫-৫ তারে ঝাট ৬-৬ কোল বাছে জাদু ৭ খায়
৮ চায় ৯-৯ রাধা বলি জাদু নাকি ১০-১০ ভাবক ইহা বুঝ
১১ নন্দরানি ১২-১২ পেত্যায় জদুমুনি

বিশ্বরূপ প্রদর্শন

বড়ারি রাগ +

একদিন নারায়ন সঙ্গে লইয়া সিসুগন
বলাইর সহিতে সব খেলে।
তোমার বালোক হরি মির্ত্তীকা ভক্যন করি
বিহার করেন কুতুহলে॥
বলরাম আদি করি সকল রাখাল মেলি
জশোদারে কহিল জাইয়া।
তোমার গোপাল চান্দ বসি ধুলা মাটি খায়
নিজ দৃষ্টে দেখ জাইয়া॥
হাসিয়া জশোদা রানী হাতে ধরি জাদুমনি
বোলে বাছা মাটী কেনে খাও।
সকল ছায়াল লয়া বলাই কহিলা জাইয়া
বুঝি কিছু খাইতে না পাও॥++
নাহি খাই মাটি আমি মিথ্যা কথা কহো তুমি
মিথ্যাবাদি সব সিসুগন।
জদি মিথ্যা হয় বানি মুখ মোর দেখ তুমি
ও[1] মিথ্যা দেখিবা অখন॥
এতেক বলিয়া হরি মুখ[2] বিস্তার করি
দেখাইলা জশোদার তরে।
নিরখিতে মুখখানি হরিশে দেখেন রানি
বিশ্বরূপ মুখের ভিতর॥

+ ধানসি রাগ

++ অতিরিক্ত—এতেক স্থনিয়া হরি অসেস চাতুরি করি
কন কিছু জননির তরে।

১ সত্য ২ শ্রীমুখ

দেখিয়া বিশ্বয় রানি তুয়াঙ্গলি মুখ খানি
য়েহি মুখে সকল[১] সংসার।
নন্দ ঘোশ আদি করি সকল গকুল পুরি
মুখের ভিতরে অবতার॥
আপনে[২] দেখেন[২] তায় দেখিয়া বিশ্বয় হয়
হেন বুঝি দেখিনু স্বপন।
দেখিয়া কম্পীর্তি[৩] হইয়া[৩] কিবা দেবতার মায়া
কিবা জোগ জানেন নন্দন॥
স্তন স্তন ভর্ক্ত সব কৃষ্ণ গুন মহর্ছব
কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।*
বিপ্র পরূসরামে গান না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
ভবসিন্ধু কিশে হবা পার॥*

ভাটিয়ালি রাগ

গোপাল মুখ মেল য়েকবার।+
তুয়াঙ্গলি মুখ গোপাল গীলিছ সংসার॥ ধুয়া+
মুখ বিস্তারিত[৪] হরি করিলা[৪] কৌতুকে।
বিশ্বরূপ নন্দরানি দেখে চাদমুখে॥
উদিত সহিতে ধরা গীরিস[৫] কানন।
তুয়াঙ্গলী মুখে রানী দেখে ত্রিভূবন॥
জোশদা কৃষ্ণের মুখে দেখিয়া সংসার।
তর্ত্তজ্ঞান হইল নন্দরানি জশোদার॥

১ জগত ২-২ য়াপনাকে দেখে ৩-৩ কোম্পিত হিয়া

* শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানের সার গাথা
স্তনরে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডএ পাপ দুরে জায় মনস্তাপ
পরস্থ করিলা রচন॥

+ এই পদ নাই

৪-৪ বিস্তারিয়া কৃষ্ণ রহিলা ৫ গিরিএ

রানি বোলে জার মায়ায় দেখিনু সংসার।
তাহার চরনে মোর কুটি[১] নমস্কার॥
স্বামি মোর নন্দঘোশ আমি নন্দরানি।
আমার ছাওাল মোর প্রভূ[২] জদুমনী॥
গকুলের লোক জত গোধন সহিতে।
সকল আপন করি বুঝিয়াছি[৩] চির্ত্তে॥
জাহার[৪] মায়াতে মোর এমন কুমতি।
শেহি[৫] প্রভূ ভগবান প্রান[৬] মোর পতি॥
তর্ত্তস্থান জশোদার দেখি[৭] ভগবান[৭]।
ভেলীয়া বৈষ্ণব মায়া পুনর্ব্বার দেন॥+
বৈষ্ণবি মায়াতে আর্চ্ছাদিত নন্দরানি।*
আইস বাছা বলি কোলে নিল জাদুমনি॥*
ব্রর্ম্মা আদি দেব ভাবে জে রাঙ্গা চরন।*
কমলা জাহার পদ শেবে অনক্ষন॥*
জশোদার কোলে চড়ি শেহি ভগবান।
সামান্য ছাওাল জেন করে স্তন পান॥
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করি নিবেদন।
কোন পুন্য করিল[৮] নন্দ পাইল নারায়ন॥
কোন ভাগ্য করিল জশোদা পুন্যবতি।
স্তন পান কৈলা জার প্রভূ জদুপতি॥
দৈবকি বসুর কান্তা কৃষ্ণের জননি।
তাহা হইতে বড় ভার্গ্যবতি নন্দরানি॥
দৈবকি নন্দন প্রভূ জশোদা নন্দন।
এহি নামে ধ্যায় পাএ এ তিন ভূবন॥++

১ কোটী ২ প্রাণ ৩ জানিয়াছি ৪ তাহার ৫ এই
৬ হন ৭-৭ দেখিলা নারায়ন
+ ফেলাইয়া বিষ্ণুমায়া দিল ততক্ষন।
* এই পদগুলি নাই ৮ ফলে
++ এইরূপে ধায় গায় এই ত্রৈভুবন॥

শুকদেব বোলে রাজা করো অবধান।
জেরূপে পাইলা নন্দ প্রভূ ভগবান॥
আছিল বসুর জেষ্ট দ্রন মহামতি।
ধরা নামে পত্নী তার অতি বড় সতি॥
ব্রর্ম্মা আদেসিলা তারে ছিষ্টী[১] করিল[১]।
ব্রর্ম্মার বচনে[২] দ্রন[২] করে নিবেদন॥
সংসারে জাইব প্রভূ মোরা দুইজন।
এহি বর দেহো জেন পাই নারায়ন॥
হইবে পরম ভর্ক্তি দেব গদাধরে।
বর পাইয়া আইলা তারা প্রথিবি ভিতরে॥
বর দিলা প্রজাপতি হইয়া সোন্তষ।
শেই দ্রন ব্রজে আসি হইলা নন্দঘোশ॥
দ্রন পত্নী ধরা আসি হইলা নন্দরানি।
য়েহি শে কারনে পুত্র পাইলা জাদুমনি[৩]॥
ব্রর্ম্মার আদেশে কৃষ্ণ সর্ত্য পালিবারে।
গকুলে আইলা নন্দ জশোদার ঘরে॥
বলরাম সংঙ্গে কৃষ্ণ কৌতুকে পাথার[৪]।
আনন্দের নাহিক সিমা নন্দ জশোদার॥*
বিপ্র পরুসবামে বোলে সুন ভর্ক্ত ভাই।*
ভজিলে গোবিন্দ পদ অনাআশে পাই॥*

১-১ সৃষ্টির কারন ২-২ চরনে দোহে
+ পার হইয়া জাই জেন সংসার সাগরে॥
৩ চক্রপানি ৪ বিহরে
* এহ চরণগুলির পরিবর্ত্তে—বিপ্র পরসুরাম গান গোপালের বরে

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

পটমঞ্জরি রাগ+

একদিন নন্দপ্রিয়া মনে আনন্দিত হইয়া
প্রভাতে উঠিয়া কৈলা বিধি।
গ্রহ[১] দাসিজন[১] জত নিজ ধর্ম্মে[২] অনুগত[২]
আপনে মন্থ্য়[৩] রানি দধি ॥
গান গীত কুতুহলে দধি মন্থনের কালে
বৈষ্ণব জনের মুখে সুনি ।*
পীত কটিতট দেশে পরিধান[৪] ক্ষৌম বাসে
কিঙ্কীনি খেচনী বেড়া তথি।
খঞ্জন নঞান ভালে কুচ জুগ ভালো দোলে
শ্রমজুত হইলা জশোমতি ॥
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জেন মুকুতার দাম
ভূজ জুগ[৫] সুভিত কাঞ্চনে।[৫]
কবরি মালতি মালে বিগলিত দেখি ভালে
কুণ্ডল দোলিছে[৬] শ্রবনে ॥
দধি মন্থয়ে রানি তাহা দেখি জাদুমনি
জননির নিকটে আসিয়া।
মন্থনের দণ্ড ধরি কান্দিয়া বোলেন হরি
স্তন মোরে দেহ গো বশীয়া ॥
মন্থন তেজিয়া রানি কোলে নিলা জাদুমনি
স্তন পান করান হরিশে।
চাদ মুখ নিরখীতে অধিক আনন্দে চিত্তে
আনন্দ সাগরে রানি ভাশে ॥

+ শ্রীরাগ
১-১ গৃহদাসিগণ ২-২ কর্ম্মে অনুরত ৩ মন্থেন
* এই পদ নাই
৪ তথি পরি ৫-৫ জুগে সোভিত কংঙ্কন ৬ হিল্লোল

দধি মর্ন্থনের কালে জাতুয়া লইয়া কোলে
গদ গদ ভাশে জশোমতি।
বিপ্র পরূসরামে গায় না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
কেমনে তরিবা ভবনদি ॥

কল্যাণ রাগ

জশোদার কোলে চড়ী প্রভূ ভগবান।
মনের আনন্দে প্রভূ করে স্তন পান ॥
নন্দরানি আনন্দীত কৃষ্ণ লয়া কোলে।
নিরখয়ে চাদ মুখ মনে কুতুহলে ॥
জাগ[১] দিয়া তুগ্ধ রাখে আখার[১] উপরে।
উথলিয়া[২] পড়ে তুগ্ধ[২] দেখিল সর্ত্তরে ॥
কোলে হইতে ভোমেত[৩] রাখিয়া জাতুমনি।
তুগ্ধ নাবাইতে ধায়া গেলা নন্দরানি ॥
স্তন পানে পুন্ন নৈল কৃষ্ণরে উদর।
কোপেতে[৪] কাপএ কৃষ্ণ অব্যয়[৪] অধর ॥
ক্রোধ করি কৃষ্ণচন্দ্র নোটা[৫] হাতে লইয়া।
দধি মর্ন্থনের ভাণ্ড ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
ভাণ্ড ভাঙ্গি দধি তুগ্ধ সব নট[৬] কৈল।
মিছা মায়া করি কৃষ্ণ কান্দিতে লাগীল ॥
কান্দিতে কান্দিতে ঘরে প্রেবেসিলা হরি।
ঘরে ছিল ঘৃত ননি তাহা কৈলা চুরি ॥
অতি উচ্চ সিকাতে আছিল নবনি[৭]।
হাত বাড়াইয়া না পাইলা জাতুমনি ॥
উতুখলের পর কৃষ্ণ পদখানি দিয়া।
তাহার উপর উঠি লাগ নাহী পাইলা ॥

১-১ এথা বেসালিতে তুগ্ধ দিয়াছিলা ২-২ উতলিয়া পড়ে তাহা
৩ ভুমিতে ৪-৪ কোপে কম্পমান হৈলা অরূন ৫ নোড়া
৬ নষ্ট ৭ ঘৃত ননি

প্রকার প্রবন্ধে[১] ভাণ্ড ভাঙ্গীয়া[২] জতনে।
নাবতে[৩] থাকিয়া মুখ পাতে নারায়নে ॥
নন্দরানি আসে তথা দুগ্ধ নাবাইয়া।
আশীয়া দেখিল[৪] সব ফেলিছে ভাঙ্গীয়া[৪] ॥
কে করিল হেন কর্ম্ম চায় চারি পানে।
আপন জাদুরে রানি না দেখে শেখানে ॥
হাশীতে লাগীলা রানি মোনেতে বুঝিয়া।
জাদু ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে স্তন না পাইয়া ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ঘরে এথা চুরি করে ননি।
টুকি মারি জাদুরে দেখিল নন্দরানি ॥
ভাগবত ইত্যাদি[+]

পূরবী রাগ

আরেরে নবনী চোরা বারেক নাগলি পাই। ধুয়া।
জতেক দিয়াছ তাপ হইয়াছে আমার বাপ
লাগ পাইলে রাখিবো বাধিয়া ॥ ধুয়া।
সাট হাতে নন্দরানি ধিরে ধিরে জান।
মাএরে দেখিয়া নড় দিলা ভগবান ॥
অখিল ব্রর্ম্মাণ্ডপতি দেব গদাধরে।
পালাইয়া জান কৃষ্ণ জশোদার ডরে ॥
জোগী সব ধ্যান করি না পাইল জারে।
পাছে পাছে জান রানি ধরিতে তাহারে ॥
আগে জান কৃষ্ণচন্দ্র পাছে জশোমতি।
প্রেমভরে[৫] নন্দরানি সুরঙ্গম[৬]গতি ॥

১ করিয়া ২ ভাঙ্গিলা ৩ নামতে ৪-৪ দেখেন ভাণ্ড রয়্যাছে পড়িয়া
\+ মাএর সব্দ পায়্যা ভকতবৎসল।
দ্বিজ পরসুরাম গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
৫ শ্রমভরে ৬ সুমধ্যম

না বান্ধে কেস রানি শ্রম জুক্ত হইয়া।
কৃষ্ণের হইল দয়া জননি দেখিয়া॥
জশোদার পরিশ্রম দেখিআ তখন।
আপনে দিলেন ধরা প্রভূ নারায়ন॥
দুই হস্তে কৃষ্ণোচন্দ্র চক্ষু কচলায়া।
কান্দিতে লাগীলা কৃষ্ণ মনে ভয় পাইয়া॥
ভয়যুক্ত কৃষ্ণেরে ধরিলা জসমতি।
না মারিলা জাদুয়ারে ক্রোধ কৈলা অতি॥
ফেলাইয়া হাতের নড়ী জাদুরে ধরিয়া।
জে দুঃর্খ দিয়াছ বাছা রাখিব বান্ধিয়া॥
প্রেনমিলা গোবিন্দের চরন সরজে।+
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান পরুসরাম দিজে॥+
না খাইল বলি মাগ না খাইল বলি।++
ভাণ্ডের ননি ভাণ্ডে আছে দেখ গীয়া জননি॥++
ধরিয়া কৃষ্ণের দুটী হাতে নন্দরানি।
ননীচোর বলিয়া বাধেন জাদুমনী॥
আদি[১] অন্ত[১] নাহি জার নাহি পারাপার[২]।
জগতের পর প্রভূ[৩] জগত ইশ্বর॥
স্বরূপ[৪] পুরুস জিয়ে[৫] এ মহি মণ্ডলে।
হেন কৃষ্ণ নন্দরানি বাধে উদুখলে॥
কতো কুটি[৬] ব্রর্হ্মার ঠাকুর সীরোমনী।
হাতে দড়ি দিয়া তারে বাধে নন্দরানী॥

\+ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরসুরাম কৃষ্ণসখা জার॥

++ এই পদ নাই

১-১ জন্ম মিত্তু ২ পুর্ব্বাপর পুর্ব্ব ৪ পরম তেহো ৬ কটি

দুই অঙ্গলি না কুলায় কৃষ্ণেরে বাধিতে।
আর দড়ি নন্দরানি আনে ঘরে হইতে॥
তথাপী না আটে দড়ি সবে দুই আঙ্গলী।*
বাধিতে না পারে রানি ক্রোধেত ব্যাকুলী॥*
তর্ত্ত করি নন্দরানি আনে আর দড়ি।*
বাধিতে না পারে রানি তোরে নাহি ছাড়ি॥*
কৃষ্ণেরে বাধেন[১] রানী করিয়া[২] জতোন।
তবু দুই অঙ্গলি নাহি আটে কদাচন॥
কৃষ্ণ বাধা দেখিয়া গোপীর প্রান ফাটে।
জতো দড়ি আনে রানি বাধিতে না য়াটে॥
জতো জতো দড়ি রানি আনিলা জতোনে।*
দুই আঙ্গুলি না কুলায় কৃষ্ণের বন্ধনে॥*
দেখিয়া গোপীনি সব করে হায় হায়।*
জশোদা বোলেন জাদু বাধা নাহি জায়॥*
জননির পরিশ্রম দেখি নারায়ন।
দয়া করি নীলা কৃষ্ণ আপন বন্ধন॥
আপন বন্ধন প্রভূ লইলা আপনী।
উদুখলে কৃষ্ণ বাধি রাখেন নন্দরানি॥
বিরিঞ্চি না পায় জারে হর ত্রিলোচন।
লক্ষি জাহা না পাইলা করিয়া জতোন॥
গোবিন্দ প্রসাদে গোপী আনন্দে রহিল।
ভক্তপ্রিয় ভগবান ভক্তে ক্রেপা কৈল॥
উদুখলে নন্দরানি কৃষ্ণ বাধি থুইয়া।
গ্রিহ কর্ম্মে গেলা রানি মোনে[৩] চিন্তা পাইয়া[৩]॥

১ বান্ধিতে ২ করেন
* এই পদগুলি নাই
৩-৩ অতি ব্যস্থ হইয়া

অন্তরে জানেন তাহা দেব নারায়নে।+
জমল অয্যুন[১] ব্রক্ষ দেখিলা নঞানে॥
জমল অয্যুন তারা কুবের নন্দন।
নারদের স্বাপে[২] ব্রক্ষ হইয়াছে দুইজন॥
নল কুবির[৩] ছিলা[৩] দুই ভাইয়ের নাম[৪]।
অহনিসি দুই ভাই ছিলা অনুক্রম॥++
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।+++
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥+++
ছিদাম ওরে ভাইরে সুবল ওরে ভাই।*
উদুখলে কৃষ্ণ বাধা চল দেখি জাই॥ ধুয়া।*
রাজা বোলে সাধু সাধু ব্যাশের নন্দন।
কহো কহো কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন॥
নলকুবের তারা[৫] কুবের নন্দন।
নারদের[৬] স্বাপ[৬] তারে কিশের কারন॥
কোন দোস কৈলা তারা কোন অপরাদ[৭]।
সুনিব শেসব কথা মনে বড় সাধ॥
সুকদেব বোলে রাজা সুন দিয়া মোন।
রুদ্র অনুচর তারা কুবের নন্দন॥
কৈলাশের উপবনে মন্দাকীনির তিরে।
মদে মর্ত্ত হইয়া তারা দুই ভাই ফিরে॥
বারুনি মদিরা পান করে দুই জন।
স্ত্রীগন সঙ্গে লইয়া কৌতুকে খেলান॥

\+ উদুখলে বান্ধ্যা কৃষ্ণ থাকিলা সেই খানে।
১ অর্জুন   ২ শাপে   ৩-৩ নলকুবের মুনিগৃব   ৪ নাম
++ শ্রীয়াম্বিত দুই ভাই ছিলা অনুপাম॥
+++ এই পদের পরিবর্ত্তে—দ্বিজ পরসুরাম গান কৃষ্ণ চরনে।
পরিনামে ত্রান কর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
* এই পদ নাই
৫ মুনিগৃব   ৬-৬ নারদ সাপিল   ৭ অপরাধ

নাবিয়া গঙ্গার জলে দুই সহোদরে।
জতেক জুবতি লইয়া কৌতুকে বিহরে॥
হস্তিনি শহিতে জেন মর্ত্ত[১] হস্তি ফিরে।+
হেনকালে নারদমনি আইলা শেহিখানে।
তা দেখিয়া লজ্জা পাইল জতো নারিগনে॥
সংঙ্কচিত হইয়া সভে পরিলা বশন।
স্বাপ দিয়া জান পাছে মনির নন্দন॥
নলকুবের দুই[২] কুবের নন্দন।
মদে মর্ত্ত হইয়া তারা না পরে বসন॥
দেখিয়া নারদমনি ভাবে মনে মনে।
স্বাপ দিয়া জাবো আজি য়েহি দুইজনে॥
মদে মর্ত্ত হইয়া[৩] দেখ য়েমত[৩] অহঙ্কার।
ধন মদে মর্ত্ত হইয়া য়েমন ব্যাবহার[৪]॥
আপনা পাশরে[৫] লোক[৫] মর্ত্ত হইয়া ধনে।
অজয় অমর করি আপনাকে মানে॥
সরির ধরিয়া জদি হয়েতো[৬] দেবতা।
তথাপী সরির তার পৈড়া[৭] থাকে কোথা॥
সরির ধরিলে হয় অবশ্য মরন।
শ্রগাল কুকুরে মাংস করয়ে ভক্ষন॥
বিষ্ঠা হইয়া জায় তনু শ্রগালে খাইলে।
নতুবা ক্রিমিত পুন সড়িতে (?) হইলে॥
সরির দাহন করিলে ভস্বরাসি হয়।
ক্রীমি বিষ্ঠা[৮] ভস্ব বিনে[৯] আর কীছু নয়॥
ধরিয়া য়েমত দেহ মর্ত্ত হইয়া ধনে।
অহঙ্কারে পুর্ন ধর্ম্মপথ নাহি চিনে॥

১ মত্ত

+ অতিরিক্ত—বিবসন হয়্যা তারা তেমতি বিহরে।

২ মুনিগৃব ৩-৩ ইহাদের হয়াছে ৪ বেভার ৫-৫ পাসুরে বেটা
৬ হএন ৭ পড়ে ৮ কিট ৯ তনু

অশোত[১] জনার ভাই দারিদ্র লক্ষন।
আপনার শোম[২] শে জে দেখে শেহি জোন[২] ॥
খুধায় ত্রীষ্টায়[৩] জদি[৩] খাইতে নাহি পায়।
সকল ইন্দ্রীয় তার সুখাইয়া জায় ॥
দুঃখিত দরিদ্র তারে দেখে সাধুজন।
ক্রপা জুক্ত হইয়া তারে দেয় আলিঙ্গন ॥
জতো খুধা ত্রীষ্ণা তার সব জায় দুর।
পান করে কৃষ্ণ চন্দ্র বড়ই মধুর ॥
সাধুজন জেবা হয় কৃষ্ণ পরায়ন।
সভাকে শোমান ভাব করে শেহি জন ॥
মদান্ত অশোত দেখি ত্যাগ নাহি করে।*
অবষ্য করিয়া ক্রপা করেন তাহারে ॥*
এতেক নারদমনি ভাবে মন মন।*
ক্রপা করি শোমাধিল কুবের নন্দন ॥*
নলকুবের মনিগৃব জলক্রড়া করে।*
ডাকিয়া নারদ মনি বলিল তাহারে ॥*
জমল অর্য্যুন ব্রক্ষ হও দুইজন।*
আমার আসিশে ভক্তি হবে নারায়ন ॥
এতো বলী মুনি গেলা বৈকণ্ট ভূবনে।
নলকুবের মনিগৃব দুই সহোদরে ॥+

১ অসত ২-২ সমান দেখেন ত্রিভুবন ৩-৩ তৃষ্টায় কিছু

* এই পদগুলির পরিবর্ত্তে—না কর সংভ্রম দোহে মদে মর্ত্ত হয়া।
গোকুলে থাকগা জমলার্জুন বৃক্ষ হয়া ॥
দেব মানে দ্বাদস হাজার বৎসরে।
কৃষ্ণ পায়া মুক্ত হবে দুই সহদরে ॥

+ অতিরিক্ত—জমল অর্জুন বৃক্ষ হইল সত্তরে।
জমল অর্জুন হয়া থাকিল গোকুলে।
সুনে রাজা পরিক্ষীত সুকদেব বোলে ॥

প্রিয়ো নারোদের কথা সর্ক্তি করিবারে।
ব্রক্ষের নিকটে প্রভু জান ধিরে ধিরে ॥+
এহি দুই ব্রক্ষ ছিল কুবের নন্দন।
অবশ্য করিবো মুর্ক্ত য়েহি দুইজন ॥
দুই দিগে দুই ব্রক্ষ পর্ব্বত শোমান।*
তার মদ্ধেদেস দিয়া জান ভগবান ॥
তেড়চ হইয়া তায় লাগে উদুখল।
হেলাত টানিলা প্রভু ভকতো বর্ছল ॥
কৃষ্ণের কোমল[১] অঙ্গ পরস পাইয়া।
দুই দিগে পড়ি গেলা[২] ব্রক্ষ উপড়ায়া ॥[২]
দুই দিগে দুই গাছ কৃষ্ণ মাঝে তার।
ব্রক্ষ হইতে বাহির হইল দুই সুকুমার ॥
বড়ই সুন্দর তারা কুবের নন্দন।
কৃষ্ণ পাইয়া দুই ভাই আনন্দীত মোন ॥
প্রনাম করিলা দোহে কৃষ্ণের চরনে।
অনেক স্তবন করে ভাই দুইজনে ॥
প্রনাম করিয়া তারা জোড় কৈলা হাত।
করিলা অনেক স্তব কৃষ্ণের সাক্ষাত ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাজোগী দেব গদাধর।
অনাদী পুরূস তুমি সভাকার[৩] পর ॥[৩]
ব্যক্ত অব্যক্ত তুমি[৪] সভাকার পর[৪]।
সর্ব্ব ভূত আত্মা তুমি সকল সংসার ॥

\+ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি।
উদুখলে বান্ধ্যা আছেন নারায়ণে।
জমল অর্জুন বৃক্ষ দেখিলা নয়ানে ॥

* এই পদগুলি নাই

১ কমল ২-২ বৃক্ষ মুল উপাড়িয়া ৩-৩ সকলের ইশ্বর
৪-৪ এই সকল সংসার

তুমি ব্রর্ম্মা তুমি বিষ্ণু অব্যয় ইশ্বর।
প্রক্রীতি পুরূস তুমি সভাকার পর॥
সত্য রজ তম তিন তুমি শে প্রক্রীতি।
তোমা বিনে অধমের আর নাহি গতি॥
পরম কল্যান প্রভূ ভূবন মঙ্গল।
ভক্তপ্রিয় ভগবান ভকতো বৎসল॥
নারোদের কথা হইতে মোরা দুইজন।
নঞানে দেখিল প্রভূ তোমার চরন॥
তুয়া গুন কথনে থাকুক মোর বানি।
অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবনেত স্বুনি॥
তুয়া কর্ম্মে দুই হস্ত থাকুক জতোনে।
নিরবধি মোন রহুক ও রাঙ্গা চরনে॥
দুই চক্ষু থাকুক প্রভূ তোমা দরসনে।
নিরবধি দেখি জেন বৈষ্ণব সাধুজনে॥
নলকুবের তারা[১] দুই সহোদর।
য়েহিরূপে স্তব দোহে করিলা বিস্তার[২]॥
য়েতেক স্বুনিয়া কৃষ্ণ দোহের আক্ষান।
হাশীয়া বোলেন তবে প্রভূ ভগবান॥
মোর[৩] প্রান বৈষ্ণব নারদ মহামনি[৩]।
জে কারনে স্বাপ দিলা তাহা আমি জানি॥
অতর্পর দুই ভাই পাইলা আমারে।
স্বুনিয়া হরিস হইলা দুই সহোদরে॥+
কৃষ্ণেকে প্রদক্ষিন করি প্রনাম করিলা।
কৃষ্ণের চরনে দোহে বিদায় হইলা॥
চলিলা উর্ত্তর দিকে ভাই দুইজনে।
উদখলে বাধা কৃষ্ণ থাকিলা শেখানে॥

১ মুনিগৃব ২ বিস্তর ৩-৩ পৃয় নারদ মোর বৈষ্ণব মহামুনি।
\+ নিজ স্থানে জায় দুই ভাই সহদরে॥

ভাগবত কৃষ্ণকথা সর্ব্বপাপ নাশা।+
গান বিপ্র পরূসরাম গোবিন্দ ভরসা ॥+

বড়ারি রাগ

কেনা হইরা নিল মোর নিলমনীরে কালা। ধুয়া
নন্দঘোষ আদি করি জতো গোপগনে।
গাছের মড়মড়ি সব্দ সুনিয়া শ্রবনে ॥
সুনিয়া নির্ঘাত সব্দ মোনে ভয় পাইয়া।
শেখানে আইলা সভে মহা বেস্ত হইয়া ॥*
দুই দিগে দুই ব্রক্ষ পড়িলা ফলফুলে।
তার মদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র বাধা উদখলে ॥
দেখিয়া সকোল লোক হইলা চমৎকার।
নন্দঘোষ বোলে ভাই রক্ষা নাহি আব ॥
নন্দঘোষ বোলে ভাই য়েকি অকস্মাত।
গকুল নগরে কেন এতো উতপাত ॥
শেখানে আছিলা জতো ব্রজের নন্দনে।**
তারা বোলে নন্দঘধ সুন সাবধানে ॥
উদখলে বাধা ছিল তোমার নন্দন।
ধিরে ধিরে য়েহি পথে করিলা গমন ॥
দুই দিগে দুই গাছ তার মধ্যে দিয়া।
চলিল তোমার পুত্র উদখল লয়া ॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরসুরাম কৃষ্ণসখা তার
++ ইহার পরিবর্ত্তে—গোকুল নগরে বড় প্রমাদ হইল।
জমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ পড়িল ॥
* বৃক্ষের নিকটে সভে য়াইলা ধাইয়া ॥
** সেইখানে ছিল জত ব্রজ সিসুগন।

ঠেকাইয়া উদুখলে হেলাতে টানিল।
মুল উপাড়িয়া ব্রক্ষ তখনে[১] পড়িল[১] ॥
ব্রক্ষ হইতে বাহির হইলা যে ছুই কুমার।
কোন দিগে গেলো তারা দেখি নাহী আর ॥
এতেক স্থনিয়া গোপ গোপের বনিতা।
সভে বোলে য়েকি হয় ছাওালের কথা ॥
কেহ বোলে হইতে পারে কি জানি কারন।
স্তনপানে পুতুনার বধিলা জিবন ॥
সকট ভাঙ্গিয়া জখন পৈড়াছিল গায়।
ছাওাল হইলে নাকি তাহে রক্ষা পায় ॥
জখন দারুন ঝড়ে উড়াইয়া নিল।
দর্ত্তেরে বধিয়া সিস্থ তাহে রক্ষা পাইল ॥
য়ে সকল কর্ম্ম হইল জে ছাওাল হইতে।
কতো বড় কর্ম্ম তার ব্রক্ষ উপাড়িতে ॥+

ধানসি রাগ

সকল স্থনিলা কৃষ্ণ বাধা উদুখলে।
বন্ধন আউলাইয়া নন্দ কৃষ্ণ লইয়া কোলে ॥
মরুক জশোদা রানি য়েহি[২] শোনার চান্দে[২]।
য়েমন শোনার জাদু উদখলে বাধে ॥
ভাগ্যফলে গাছ ভাঙ্গা গাএ নাহি পড়িল।
দারুন সঙ্কটে বিধি বাছারে রাখিল ॥
আসিয়া জশোদা রানি পুত্র নিলা কোলে।
কত সতো চুম্ব দিলা বদন কমলে ॥
মোরমে মরীয়া জাই কেনে মাটী খাও।
য়ে খির খিরিশা ননী সকলি ফেলাও ॥

১-১ দুই দিগে পড়িল
+ এই চরণের পর—ভাগবত ইত্যাদি
২-২ নন্দঘোস কান্দে

তোমার য়েমন হবে কিছু না জানিনু ।*
ননিচোরা বলি বাছা তোমাকে বাধিনু ॥*
জোমল অর্জুন ভাঙ্গি পৈড়াছিল গাএ ।
অপরাদ ক্ষেমা করো অভাগীনি মায়ে ॥
আর কভূ কিছু না বলিবরে কানাই ।
হারায়াছিলাম ধন দিলেন গোশাই ॥
আনন্দিত নন্দঘোষ পুত্রের কল্যানে ।
য়েক সতো ধেনুদান দিলেন ব্রার্ম্মনে ॥+
জশোদা রুহিনী নন্দ গোয়াল সকল ।
কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া সভে মনে কুতুহল ॥
এসব রহস্য গান পরুসরাম দিজে ।
শ্রবনেতে পাইবে ভক্তি কৃষ্ণ পদাম্বুজে ॥

শ্রীরাগ

হরি বড় দয়ার ঠাকুর ॥ ধুয়া ।*
য়েহিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের মন্দিরে ।
করিয়া বালোকখেলা কৌতুকে বিহারে ॥++
গ্রীহকর্ম্ম ত্যাগীয়া জতো গোপীগন ।
কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া তারা আনন্দীত মোন ॥
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী করতালি দেয় ।
তার মদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্র নাচিয়া বেড়ায় ॥
য়েক গোপী বোলে কৃষ্ণ গীত গাও সুনী ।
তা সুনিয়া গীত গান প্রভূ জাদুমনি ॥
খেনে গীত গান কৃষ্ণ খেনে চলি জায় ।
মর্ত্ত করিবর জেন খেলিআ বেড়াঅ ॥

* এই পদ নাই
\+ ধেনুদান করিলেন জত দ্বিজগনে ॥
++ দিনে দিনে বাঢ়ে জেন পুর্ন সসোধরে ॥

চলিতে নুপুর বাজে কটিতে কিংকীনি।*
সুনিতে বড়ই সাধ জতেক গুপীনি॥*
কোন গুপী বোলে জাদু জাও দেখি ধাইআ।*
রাঙ্গা পায় বাধা দিব তুই আনা দিআ॥*
তা সুনিয়া কৃষ্ণচন্দ্র জান সিগ্রগতি।*
দেখিআ হরিস জত গোপের জুবোতি॥*
কেহো বোলে আন গিয়া য়ই পীড়াখানি।*
মোর ঘরে গেলাই তোরে খাইতে দিব ননি॥*
পীড়া বাধা আনি দেও নন্দের নন্দন।*
সামান্য ছাওাল নিঞা কৌতুকে জেমন॥*
মালসাট মার কৃষ্ণ কোন গোপী বোলে।*
মালসাট মারি খেলায় কুতুহলে॥*
জে গোপী কহিল জাহা তাহার সন্তোষ।*
দারূজন্দ্র (?) থুইলা কৃষ্ণ গোপীকার বশ॥*
দ্বিজ পরসরামে গায়ে ভাবি ভগবান।
এ ঘোর সাগরে প্রভূ কর পরিত্রান॥

গোকুল হইতে বৃন্দাবনে বাসস্থাপন

শ্রীরাগ+

এমতি নন্দের ঘরে ভকত বৎসল।
য়েকদিন নগরে বিকাইতে আইলা ফল॥
ফল নিবে ফল নিবে ডাকে ঘোন[১] ঘনে।
ঘর হইতে কৃষ্ণ তাহা সুনিল শ্রুবনে॥

* এই পদগুলি এই পুথিতে নাই
\+ তুরি রাগ
১ ঘনে

অঞ্জলী করিয়া ধান্য নিল সিগ্রগতি।
দোকানির কাছে কৃষ্ণ হইলা উপস্থীত ॥
দোকানিরে বোলে কৃষ্ণ ধান্যগুলী নিয়া।
ফল মোরে দেহ কিছু অধিক করিয়া ॥
এতেক বুলিয়া ধান্য ফেলায় দোকানে।
দুই হস্তে পুর্ন্ন ফল পাইলা তখনে ॥
ফল পাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দীত মোন।
হরিশে ডাকিলা জতো ব্রজবাসি গোন ॥+
ব্রর্ম্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
কমলা জে পাদ পর্দ্য শেবে অনক্ষন ॥
ধরিয়া তাহার হাত ফলের পসারি।
মহানন্দে দুই হস্ত ফল পুর্ণ করি ॥
রত্নেতে পুর্ন্নীত হইল তাহার দোকান।
ফল পাইয়া খেলাবারে গেলা ভগবান ॥
বাটীয়া খাইল ফল জতেক ছাওালে।
জমুনার তিরে কৃষ্ণ খেলান কুতুহলে ॥
জশোদা বোলেন স্থন প্রানের রূহিনি।
কোথা খেলাবারে গেলো রাম জাদুমনি ॥
জশোদা রূহিনি তারা ফিরে তর্ত্ত করি।
রূহিনি যাইলা যথা খেলে রাম হরি ॥
ঘরে আইস ঘরে আইস ডাকেন রূহিনি।
উর্ত্তর না দেন স্থনি রাম জাদুমনী ॥
আশীয়া রূহিনি কহে জশোদার তরে।
দুই ভাই খেলে তারা জমুনার তিরে ॥
আমার কথায় কেহো নাহি আইল ঘরে।*
আপনী আনগা জাইয়া রাম দামদরে ॥*

+ ডাকিয়া আনিল জত ব্রজসিসুগন ॥
* এই পদ নাই

য়েতেক স্তুনিয়া রানী রুহিনীর কথা।*
আপনী চলিলা রানী জাদু খেলে জথা॥*
বিপ্র পরুসরাম বোলে স্তুন জশোমতি।
জাদুরে লইয়া আইস করিয়া পিরিতি॥

শ্রীরাগ

মা বলীয়া কোল আইস জাদুয়া আমার। ॥ ধুয়া।
রাম কৃষ্ণ দুটী ভাই জমুনার কুলে।
আনন্দীত হইয়া দোহে সীসু সঙ্গে খেলে॥
জশোদা ডাকেন কৃষ্ণ আইশ আইশ ঘরে।
এতো বেলায় খেলা খেলো তুই সহদরে॥
কৃষ্ণ রাম বলিয়া ডাকেন নন্দরানী।
স্তন পান করে গীয়া[1] রাম জাদুমনী॥
খীর ভরে স্তন ফাটে আইস বাছা কোলে।
আরবার আইস হলে খেলিতে বৈকালে॥
ভোজন কর সিয়া রাম দামদরে।
রাঙ্গা পায় দিব আজি শোনার নপুরে॥
না স্তুনে মাএর কথা খেলে জাদুমনি।
বলরাম বলিয়া ডাকেন নন্দরানী॥
আইস বাপু বলরাম কানুরে লইয়া।
কেমনে খেলাইছ খেলা খুধাতুর হইয়া॥
তোমার বিলম্ব দেখি ঘোশ মহাশয়।
ভোজন না করে[2] নন্দ কহিনু[2] নিশ্চয়॥
ঝাট আইস দুই ভাই করস্যা ভোজন।
খুধায় জাতনা নন্দ পায় কতক্ষন॥
হেদেরে ছাওালগুলী করিএ মিনতি।
খেলা ভাঙ্গি ঘরে সভে জাও সিগ্রগতি॥

* এই পদ নাই
১ সিয়া   ২-২ করেন তেহো কহিল

আইজ বানে বাছা সভে জাও নিজ ঘরে।
ভোজন করুক গীয়া রাম দামদরে॥
কি মোর কপালে জাতু কথা নাহি স্তনে।
সাম অঙ্গে ধুলা মাখি নট কৈলা কেনে॥
তথাপী ছাওালগুলী ঘরে নাহি জায়।
কতেক প্রকারে রানি জাতুকে বুঝায়॥
আইজ তোমার জর্ম্ম তিথি ঘরে আইস কানু।
বিপ্রগনেক নন্দ ঘোষ দান দিবেন ধেনু॥
দেখ দেখ তোমার সঙ্গের সিসুগন।
খেলাইতে আইসাছে তারা করিয়া ভোজন॥
অলঙ্কার পরিয়াছে বড়ই সুন্দর।
তোমরা তুটী ভাই কেনো ধুলায় ধোসর॥
তৈল হরিদ্রা দিয়া ধোয়াইব অঙ্গ।
আশীয়া খেলাও বাপু ব্রজবাসির সঙ্গে॥
বসিয়া বাপের কাছে করোসা ভোজন।
অলঙ্কারে ভূশীত করিব তুইজন॥
য়েতেক প্রকার করি বোলে নন্দরানি।
সুনীয়া না সুনে কিছু রাম জাতুমনী॥
তবে রানি জশোমতি রাম দামদরে।
হাতে ধরি তুইজনেক[১] আইলেন[১] ঘরে॥
তৈল হরিদ্রা দিয়া করাইলা স্নান।
ভোজনে বসিলা জায়া রাম ভগবান॥
তুই দিগে তুই পুত্র বশাইয়া নন্দঘোশ।
আনন্দে ভোজন কৈলা পরম শোন্তস॥
জশোদা রুহিনি তারা আনন্দে বিভোলে।
কিবা শে পরম শোভা ভোজনের কালে॥

১-১ তুজনারে লয়া আইলা

ভোজন করিয়া তবে কৈলা আচমন।
কর্পুর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥
আনন্দীত হইয়া তবে ঘোশ নন্দরায়।
আগোর চন্দন দিলা দুই ভাইয়ের গায়॥
ভোজন করিয়া তবে জশোদা রোহিনী।
অলঙ্কারে ভূসিত কৈলা রাম জাদুমনী॥
বিপ্র পরুশরামে গান হইয়া সাবহিত।
তবে ব্রন্দাবন জাত্রা গাইব বিদিত॥

বড়ারি রাগ

নন্দঘোষ আদি করি জতেক[১] গোয়াল মেলি[১]
বৈশা সভে মণ্ডলী করিয়া।
সভে বোলে আরে ভাই গকুলে কল্যান নাই
য়েতেক উৎপাত কি লাগীয়া॥
য়েতেক স্থনিয়া কয় উপনন্দ মহাশয়ে
স্থন ভাই জত গোপগনে।
মোনে জুক্তী কৈল দড় গকুলে উৎপাত বড়
বশত[১] করয়ে[২] ব্রন্দাবনে॥
পুতুনা রাক্ষসী আইল নন্দস্থত তারে মাইল
সকট ভাঙ্গিল অকস্মাত।
ভার্গ্যে না পড়িল গায় রক্ষা পাইল জাদু তায়
কি লাগীয়া য়েতেক উৎপাত॥
চক্রাবাত রূপ হইয়া কৃষ্ণ নিলা উড়াইয়া
তাহে রক্ষা কৈলা ভগবান।
জমল অর্জ্জ্ন ভাঙ্গে না পড়িল জাদু অঙ্গে
ইশ্বর করিলা পরিত্রান॥

১-১ সকল গোকুল পুরি ২-২ বসতি করগা

না জানি কি হবে আর কহিলাম কথা সার
রক্ষা কারো নাহীক গকুলে।
ছাড়িয়া গকুল পুরি ধেনু সব আগে করি
ব্রন্দাবন অতি[১] মনহর[১] ॥+
সব গোপ অভিলাস ধেনুসব খাবে ঘাশ
বড়ই সুন্দর ব্রন্দাবনে।
বিলর্ম্ব না করো ভাই আজি[২] চলো সভে জাই
সকট সাজাহ সর্ব্বজনে॥
আনন্দীতে গোপগন চালাইয়া গোধন
জার জতো দ্রব্য ছিল ঘরে।
সকটে তুলিয়া লয় আনন্দীত সভে হয়
ক্ষানেক না রহে ব্রজপুরে॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রুবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরূসরাম করিলা রচন॥

ধানশী রাগ

জাদু লইয়া চল জাই
য়েদেশের গতি নাই॥ ধুয়া॥*
খির সর ঘৃত ননি জতো ছিল ঘরে।
সকল তুলিয়া নিল সকট উপরে॥
বেসালি দোহানি ভাণ্ড আর ছাদ দড়ী।
জতোনে করিয়া নিলা মর্ম্থনের হাড়ী॥

১-১ চল কুতুহলে
+ অতিরিক্ত পাঠ—উপনন্দ জত কয় সভে বোলে হয় হয়
সাধু সাধু প্রসংসেন তারে।
সভে য়ানন্দিত মন চল ভাই বৃন্দাবন
নোতুন কানন মনহরে॥
২ সিত্র

অসঙ্খ গোপের দ্রব্য বড়[১] ভাগ্যবান[১]।
সকটে তুলিয়া লব হইয়া সাবধান॥
আগে চালাইয়া ধেনু জতো গোপগোন।
গকুল ছাড়ীয়া হরি[২] করিলা গমন॥
গোখুরের ধুলায় উঠিলা গগোনে।
নিলা সব গোপগোন হাতে সরাসন॥+
সীঙ্গা বেনু মুড়লী বাজায় গোপসব।
হই হই হাম্বারবে হইল কলরব॥
সুবেশা গোপীনি সব সকট উপরে।
আনন্দে কৃষ্ণের গুন গাএ উচ্চ্যস্বরে॥
জশোদা রুহিনি তারা রামকৃষ্ণ লয়া।
আনন্দে সকটে জান হরসিত হইয়া॥
নন্দ আদি গোপসব মহানন্দ হইল।
সুখদ শ্রীব্রন্দাবনে প্রবেশ করিল॥
অদ্ধচন্দ্র আকারেতে সকট রাখিল।
তার মদ্ধে গোপ গোপীনি বাশ করিল॥
ব্রন্দাবন জমুনা পুলিন মনহর।
দেখি য়ানন্দিত হইলা রাম দামদর॥
নন্দরানি আদি করি জতো গোপীগন।*
ব্রন্দাবনো দেখি সব আনন্দিত মোন॥*
রামকৃষ্ণ দুই ভাই আনন্দিত মনে।*
ব্রজ সিসু সঙ্গে নিয়া খেলে ব্রন্দাবনে॥*
খেলেন শ্রীব্রন্দাবনে ব্রজশীসু সাথে।
কথো দিনে জানিলেন বাছরি রাখিতে॥

১-১ কত নিব নাম ২ সভে

+ চালায় গোধন সব আনন্দিত মনে॥

* এই পদগুলি নাই

বৃন্দাবনে সিসুসঙ্গে খেলে ভগবান।
গোবিন্দ ক্রুপায় বিপ্র পরুসরামে গান ॥

করুণা রাগ

জাদু আমার নবিন রাখাল।+
বাছরি রাখিতে কৃষ্ণ আনন্দিত মতি।
বলরামের হাত ধরি বোলে জশোমতি ॥
আরে বাপু বলরাম এহি ধোন সভে।
নিকটে রাখিয়া ধেনু ডুরে নাহি জাবে ॥
ব্রজ সিসু সংঙ্গে লইয়া নবিন বাছর।
নিকটে চরায় দোহে নাহি জাইয় ডুর ॥
বাছরি রাখেন ডুটি ভাই রাম কানু।
খেনে খেনে থাকিয়া বাজান মনোহর[১] বেনু ॥
ক্ষেনেক নাচেন ক্ষেনে লোফেন পাচুনী।
চরনে নুপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিনি ॥
কোনখানে সিসু সঙ্গে খেলে ডুটি ভাই।
ব্রসরূপ ধরি সভে কৌতুকে খেলায় ॥
মির্ত্তিকার ধেনু বৎস কির্ত্তীম[২] করিয়া।
আনন্দীতে ডুই ভাই খেলে তাহা লইয়া ॥
ব্রসরূপ ধরি কেহু মহাশব্দ করি।
বালকে বালকে জুদ্ধ করিয়া চাতুরি ॥
বাছরি করিয়া আগে সিসুগন ধায়।
শোমান বালোকে সব খেলিয়া বেড়ায় ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুধাময় বাণী।*
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ অভিলাশী ॥*

+ নিসেধ না মানে গোপাল বনে জাইতে চায়।
ডুগ্ধের ছায়াল বনে পঠাইয়া কেমনে বাচিবে মায় ॥ ধুয়া

১ মন্দ ২ নির্ম্মাণ * এই পদ নাই

বৎসাসুর ও বকাসুর বধ

ভাটিয়ালী রাগ

মহান জমুনার মাটে খেলে রাম কানাই ॥ ধুয়া*
য়েকদিন রামকৃষ্ণ বৎস সিসু লইয়া।
খেলেন জমুনার ঘাটে[১] আনন্দীত হইয়া ॥
বৎসাসুর নামে দর্ত্ত কংশের অনুচর।
রাম কৃষ্ণ বধিবারে আইলা সর্ত্তর ॥
প্রেবেষ করিলা পালে বাছরি হইয়া।
শেহিখানে আইলা কৃষ্ণ তাহারে দেখিয়া ॥
বলরামেক ঠারিয়া দেখিল[২] দামদর।
বৎসরূপ ধরি আইল কংস অনুচর ॥+
পাছ কার দুই পদ লেঙ্গুড় সহিতে।
বাম হাতে কৃষ্ণচন্দ্র ধরিলা আচম্বিতে ॥
ধরিয়া গগনে পাক দিলেন নারায়ন।
ব্রন্দাবনে পড়ে দর্ত্ত্য তেজিয়া জিবন ॥
তাহা দেখি বিশ্ময় হইলা[৩] দেবগনে[৩]।
সাধু সাধু বলি প্রসংসিলা নারায়নে ॥
য়েমন আশ্চার্য্য ভাই নাহি দেখি আর।
অদভূত বালোক য়েহি নন্দের কুমার ॥
বৎসাসুর দর্ত্তেরে বধিলা নারায়নে।
পুর্ষ্প বিষ্টী করিল জতেক দেবগনে ॥

* এই পদ নাই

১ তিরে ২ দেখান

+ অতিরিক্ত পাঠ—কৃষ্ণ বোলেন দাদা বলাই দেখহ রহস্য।
এই বর্চ্চাসুরে আমি মারিব অবস্য ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ বলরামের তরে।
মালসাট মারি কৃষ্ণ য়াগ্যান ধিরে ধিরে ॥

৩-৩ পাইল সিসুগনে

বৎসাস্থর বধ কৃষ্ণ কৈলা কুতুহলে।
সিস্থ সঙ্গে বৎস লয়া আইলা গকুলে ॥
বৎসাস্থর বধ কৃষ্ণ করিলা লিলায়।+
গোবিন্দ ক্রুপায় বিপ্র পরূসরামে গাত্র ॥+

ধানসি রাগ

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া নারায়ন।
বলরাম সঙ্গে গোটে করিলা গমন ॥*
আপন আপন বৎষ্য লইয়া সিস্থগন।**
গোঠেতে চলীলা সভে করিয়া ভোজন ॥
জমুনাতে জলপান করিলা সিস্থগনে।
হেনকালে বকাশুর আইলা শেহিখানে ॥
দেখিয়া সকল সাঁশু হইলা চিন্তীত।
পর্ব্বতের শ্রঙ্গ জেন দেখি আচম্বীত ॥
মহাবলী বকাস্থর কংস পটাইল।
সীগ্রগতি আশী বক কৃষ্ণকে গীলিল।
মহাবকে গ্রস্ত হইলা প্রভূ নারায়ন।
কান্দিয়া ব্যাকুল হইলা জতো সিস্থগন ॥
মুর্চ্ছীত হইয়া সভে পড়ে ভূমিতলে।
প্রান কৃষ্ণ বলি কান্দে সকল রাখালে ॥++
আইজ বোলে কী বলীব জশোদারে জাইয়া।
কেমনে ধরিবে প্রান তোমা না দেখিয়া ॥+++

\+ এই পদের পরিবর্ত্তে—বিপ্রপরস্থরাম গান ভাবি ভগবান।
এঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান ॥

* এই চরণের পরিবর্ত্তে—গোট মাঝে দিলা সিঙ্গা বেনুর নিসান ॥

** এই চরণের পরিবর্ত্তে—বেনুর নিসান স্থনি জত সিস্থগন।

++ অতিরিক্ত পাঠ—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইত্যাদি
আত্তনাদ করে ভুমে গড়াগড়ি দিয়া ॥

+++ অতিরিক্ত পাঠ—তোমা বিনু অনাথ হইলাম সিস্থগন।
গোকুল চান্দ বারেক দেহ দরসন ॥

য়েহিরূপে সিসু সভে কান্দিয়া কাতোর।
বক লইয়া কৌতুক করেন গদাধর॥
বকের গলাতে কৃষ্ণ অগ্নী হেন জলে।
সহিতে না পারে বক উগারিয়া ফেলে॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণেক গীলিতে করে মন।
লিলাতে বকের ওষ্ট ধরিলা নারায়ন॥
জতেক রাখালগোনে দেখে দাড়াইয়া।
আনন্দীতে কৃষ্ণচন্দ্র বকাসুর লইয়া॥
দুই ওষ্ট দুই হাতে ধরিলা নারায়ন।
বিপিনের পত্র জেন করিল ছেদন॥
বকাসুর বধ কৈলা নন্দের নন্দন।
পুস্পবিষ্টী করিল জতেক দেবগন॥+
হারায়া পাইলা কৃষ্ণ সবার জিবন।
আনন্দীতে কৃষ্ণচন্দ্র বাছরি চরান॥*
ব্রজসিসু মেলি সভে একেত্র হইয়া।++
সন্ধাকালে ঘরে আইলা সিসু বৎস লইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ[১]মঙ্গল গীত[১] সুন ভক্ত ভাই।
ভাবিলে গোবিন্দ পদ অনাআশে পাই॥

ভাটিয়ালি রাগ

বকাসুর বধ কৈলা প্রভূ গদাধরে।
সঙ্গের রাখালগন বোলে সভাকারে॥

+ অতিরিক্ত পাঠ—দেখিয়া বিস্ময় হৈলা জত গোপগন।
* এই চরণ নাই
++ য়ানন্দিত রামকৃষ্ণ বাছরি লইয়া।
১-১ দ্বিজ পরসুরাম কহে

বাছুরি রাখিতে আজি গীয়াছিলাম বোন।
বকে গীলিছিল আজি নন্দের নন্দন ॥+
স্রুনিয়া বিশ্বয় জতো গোপের রমনী।
সভে বোলে চলো জাই দেখি জাতুমনি ॥
নন্দঘোশ মহাশএ জশোদা রুহিনী।
নঞান ভরিয়া সব দেখে জাতুমনি ॥
সভে বোলে এই সিস্থ বএশে কুমার।
না জানি কতেক শত্রু ছিল[১] পুর্ব্বাকার[১] ॥
সিস্থকে মারিতে সভে আইশে কুতুহলে।
পতঙ্গ হইয়া জেন পড়য়ে আনলে ॥
নন্দঘোশে বোলে সব স্রুন গোপগন।
গর্গমনি কহিয়াছিল এসব কারন ॥
এহিরূপে নন্দ আদি জতো গোপগন।
কৃষ্ণ বলরাম দেখি আনন্দীত মোন ॥
কৃষ্ণ বলরাম প্রভূ ভাই তুইজনে।
গোআলের আনন্দ বাড়াইলা দিনে দিনে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা অমৃত শোমান।
গোবিন্দ ভাবিয়া বিপ্র পরূশরামে গান ॥

অঘাসুর বধ

বড়ারি রাগ

আরদিন প্রভাতে উঠিয়া জনার্দ্দন।
মোনেতে করিলা গোটে করিব ভোজন ॥

\+ অতিরিক্ত পাঠ—গিলিতে নারিলা কৃষ্ণ লাগ্যাছিল গলে
উগারিয়া পুনর্ব্বার ফেলাইলা জলে ॥
ডাড়াইয়া দেখিলো মোরা জত সিস্থগণ
হেলাতে মারিল বক নন্দের নন্দন ॥

১-১ য়াছএ ইহার

বেনুর নিশান কৃষ্ণ সুনান জতোনে।
সুনিয়া সকল সিসু হরসিত মনে॥
সভাকার মাতা পীতা আনন্দীত হইয়া।
বাছর রাখিতে সিসু দিল সাজাইয়া॥
আনন্দীত সিসু সব কাধে সিঙ্গা ভার।
লক্ষে[1] লক্ষে সিসু ধায়[1] কিবা শোভা তার॥
এক এক সিসুর বংস সতেক[2] হাজার[2]।
সংখ্যা করা না জায় কৃষ্ণের বংস সব॥
জুতে জুতে বৎসপাল আগে চালাইয়া।
পয্চাতে চলিলা হরি সিসুগন লইয়া॥
ধাউত[3] প্রবাল দল নব গুঞ্জমালে।
ভূসনে ভূসিত সিসু মোনে কুতুহলে॥
বোনে প্রবেসিয়া সিসু খেলে নানা খেলা।
কারো সিঙ্গা চুরি করে কোন ব্রজবালা॥
কেহ সিঙ্গা চুরি করে কেহো চোর ধরে।
পরস্পর চোর বোলে সভে সভাকারে॥
দেখিতে বোনের শোভা প্রভু নারায়ন।
সিসু থুইয়া কথো তুর করিলা গমন॥
সভে বোলে তুর বনে গেলেন শ্রীহরি।
সভে চল ধাইয়া জাই এখানে কি করি॥
আর সিসু বোলে ভাই য়েই কথা বটে।
জানিব আগে জায়া কৃষ্ণের নিকটে॥
এতেক সুনিয়া[4] কৃষ্ণ জান[4] কুতুহলে।
আমি আগে আগে জাবো সব সিসু বলে॥
আর য়েক সিসু বোলে আমি আইনু আগে।
অন্য অন্য সিসু সব য়েই ধন্ধ লাগে॥

১-১ আইলা কৃষ্ণের কাছে ২-২ সহস্র উপরি ৩ ধাএ
৪-৪ বলিয়া সিসু ধায়।

এসব রহাশ্য গান পরূশরাম দিজে ।
শ্রুবনে পাইবে মুক্তী কৃষ্ণ পদাম্বুজে ॥

ভাটিয়ালী রাগ+

এহিরূপে সিসুসব খেলায় কৌতুকে ।
সিঙ্গা বেনু মুড়লী কেহো বাজাইছে মুখে ॥
ভৃঙ্গ সঙ্গে কোন সিসু ভ্রমর গুঞ্জরে ।
কুকিলের সব্দ সুনি শেই সব্দ করে ॥
নানা বর্ন্নে পক্ষি জায় গগনে উড়ীয়া ।
তার ছায়া ধরিবারে কেহো জায় ধায়া ॥
হংশের গমনে কেহো জায় ধিরে ধিরে ।
বক দেখি কোন সিসু·বক রূপ ধরে ॥
মউরের সঙ্গে কেহো নাচে কুতুহলে ।
সিসুগোন সংঙ্গে লয়া কোন সিসু খেলে ॥
জতেক বানর জায় বোনের তাড়নে ।*
শেহি রূপ ধরি সিসু শেহি সঙ্গে খেলে ॥*
ভেক সঙ্গে কোন সিসু জায় লর্ম্প দিয়া ।*
হাশীয়া কৌতুকে কেহো দেখে নিজ ছায়া ॥*
এহিরূপে পুর্ন্ন ব্রহ্ম রাখাল হইয়া ।
খেলেন শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজ সিসু লইয়া ॥
জর্ম্মে জর্ম্মে জোগী সব করিয়া ধিয়ান ।
জে পদের রেনু ভাই লক্ষি নাহি পান ॥
গোওালার সিসু সঙ্গে খেলে ভগবান ।
কি কহিব রাখালের ভাগ্যের কারণ ॥
খেলেন বিনদ খেলা আনন্দীত মোন ।
হেনকালে অগাসুর[১] আইল শেহিখানে ॥

+ কামদ রাগ
* এই পদগুলি নাই
১ অঘাসুর

বড়ই দুরান্ত শেহি কংস অনুচর।
তার ভয়ে কম্প´মান জতেক অমর ॥
পুতুনা ভগীনি তার আগে আইসাছিল।
বিশ স্তন পান করি কৃষ্ণ তাক মাইল ॥
তাহার মদ্ধম[১] ভাই বক নাম ধরে।
শে আশীয়াছিল কৃষ্ণ গীলিবার তরে ॥
হেলা করি কৃষ্ণ তার বধিলা জিবন।
সব ছোট অগাসুর আইসাছে অখন ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া দর্ত্ত মনে মনে গুনি।
এহি মারিয়াছে মর পুতুনা ভগনী ॥
বকাসুর ভাই মোর প্রাণের দোসর।
তাহারে মারিছে এহি নন্দের কুমার ॥
সে সকল তাপ কেমনে পাশরিব।
এহি নন্দ সুত আমি অবস্য মারীব ॥
সভাকে গীলিব আজি জতো সিসুগণ।
শোকে পুড়ি মরে জেন গকুল ভুবন ॥
এতেক ভাবিয়া দর্ত্ত অগাসুর নাম।
অজাগর সর্প জেন[২] পর্ব্বত শোমান ॥
জোজন প্রমাণ অজাগর সর্প্প´ হইয়া।
মদ্ধে পথে অজাগর রহিলা সুইয়া ॥
প্রথিবিতে আকাশেত[৩] মেলিল[৩] মুখখান।
মহা অন্ধকার গীরি পর্ব্বত প্রমান ॥
পর্ব্বতের শ্রঙ্গ জেন বিকট দশন।*
অতি দির্ঘ গলাখান জাঙ্গাল জেমন ॥*
অগ্নীর শোমান তেজ শ্বাশগুলা বয়।*
দাবানল দুই চক্ষে দেখিতে লাগে ভয় ॥*

১ মধ্যম ২ হৈলা ৩-৩ আকাসে মিলিয়া

* এই পদগুলি নাই

তা দেখিয়া সর্ব্ব জোন বোলে নারায়নে।
দেখ দেখ ওরে ভাই একী ব্রন্দাবনে॥
শ্রীকৃষ্ণ গুনান বাণী অন্রতের কোনা।
গান বিপ্র পরুসরাম গোবিন্দ ভাবনা॥

ধানসী রাগ

বক জেমন আইসাছিল কৃষ্ণেরে গীলিতে।
তেন মতি কোন দর্ত্ত আইল আচম্বিতে॥
কোন কোন সিসু বোলে সুন ওরে ভাই।
বৎস সিশু লয়া সভে[১] চল দেশে[১] জাই॥
তবে জদি বেস্ত হইয়া গেলা সিসুগন।+
রক্ষা তারে করিবেন প্রভূ নারায়ন॥+
য়েতেক বলিয়া সিসু করতালী দিয়া।+
অজাগরের মুখে সভে প্রেবেশীলা গীয়া॥+
তথাপী দারুন দর্ত্ত্য নাহি বুজে মুখ।
কৃষ্ণ বোলেন তোরে আজি ভূঞ্জাইব সুখ॥++
মহা দর্ত্ত্য গ্রাশ কৈল বৎস সিসুগন।
দাড়ায়া দেখেন কৃষ্ণ সভার জিবন॥
ভাবিতে লাগীলা কৃষ্ণ করুন নঞানে।
দর্ত্ত্য মারি সিসুগন জিয়াব কেমনে॥
য়েতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ জুক্তী দড়[২] কৈল।
অজাগরের মুখে কৃষ্ণ প্রবেশ করিল॥

১-১ চল অন্য পথে জাই

\+ এই পদ দুইটির পরিবর্ত্তে—

সিসুগনে এই কথা কহিল কানাই।
কৃষ্ণের কথা না সুনিয়া গেলেন নিকটে।
প্রবেস করিলা সিসু অজাগর পেটে॥

++ কৃষ্ণ আইলে ভুঞ্জীয়া বুঝীব মুখ।

২ দঢ়

অজাগরে গীলিলেক প্রভূ নারায়ন।
হাহাকার করয়ে জতেক দেবগন॥
কংস আদি করিয়া জতেক দৈত্যগন।
সুনিয়া য়েসব তারা আনন্দীত মোন॥
অব্যয় পুরুস কৃষ্ণ য়েতেক সুনিয়া।
বাড়িতে লাগীলা কৃষ্ণ[১] গলাতে থাকিয়া
ত্তর্য্যয় সরির দর্ত্ত্য প্রমাদে পড়িল।
নিশ্বাষ ছাড়াতে নারে স্বাষ বন্দ হইল॥
ছটফট করে[২] দর্ত্ত্য মরয়ে ফুলীয়া[২]।
বাহির হইল প্রান মস্তক ফাটীয়া॥
মস্তক ফাটিয়া তেজ থাকিল গগনে।
শেহি পথে বাহীর হইল বৎস সিসুগনে॥
তার পাছে বাহির হইলা প্রভূ নারায়ন।
অগাসুর নামে দর্ত্ত্য হারাইল জিবন॥
কটাক্ষে অম্রতো বিষ্টী কৈলা দেবগন।
প্রাণ দান পাইলা জতো সিসু বৎসগোন
কিবা শে দর্ত্তের তেজ না জায় কথনে।
দশ দিগ আলো করি রহিল গগনে॥
বাহির হইলা জেই কোমল লোচন।
আনন্দীত হইলা জতেক দেবগন॥+
অঘাসুর দর্ত্তেরে বধিলা নারায়ন।
পুষ্প বিষ্টী করিলা জতো দেবগন॥
নাচয়ে অপছরিগোন হয়া আনন্দীত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে তারা গায় কৃষ্ণ গীত॥
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বোলে সিসুগন।
নিজালয় থাকি ব্রর্ম্মা জানিলা কারন॥

১ তার ২-২ করি মরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
+ আসিয়া মিলিলা জত প্রভুর চরন॥

দেবের সভায় ব্রর্ম্মা আইলা সিগ্রগতি ।
দেখিয়া কৃষ্ণের কর্ম্ম বাড়ীল আরতি ॥
স্থন স্থন বুদ্ধিমান হয়া য়েক মোন ।
অঘাস্থর দর্ত্তেরে বধিলা নারায়ন ॥
ব্রন্দাবনে শেহি দর্ত্ত থাকীল স্থখায়া[১] ।*
ব্রজের বালক তাহে ফেরেন খেলিয়া ॥*
পর্ব্বত গভর জেন হইল শেহি স্থানে ।*
লুকলুকি খেলে তাহে রাখাল সকলে ॥*
য়েহিরূপে বালক সহ খেলান নারায়ন ।
য়েক বৎসর রহি ঘরে কহে সিস্থগন ॥
সকল রাখাল আজি সর্প্পে গীলাছিল ।
য়েতেক স্থনিয়া রাজা বিশ্বয় হইল ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অম্রতের কোনা ।
গান বিপ্র পরুসরাম গোবিন্দ ভাবনা ॥

শ্রীরাগ

পুরানে স্থনিয়াছি তুমি অনাথের বন্ধু । ধুয়া ॥**
পরিক্ষিত বোলে ভালো স্থন মহাসএ ।
স্থনিয়া তোমার কথা পাইনু বিশ্বয় ॥
জখনে মারিল কৃষ্ণ দর্ত্ত্য অগাস্থরে ।
এক বৎসর রহি সীস্থ কহে সভাকারে ॥
অঘাস্থর বধ জদি বৎসরেক হইল ।
আজি সর্প্পে গীলাছিল কিমতে কহিল ॥
বিস্তার করিয়া কহ এ সকল কথা ।
বুঝিব প্রভূর মায়া এ নহে অন্যথা ॥

১ স্থকাইয়া
* এই পদগুলি নাই
** এই চরণ নাই

ক্ষেত্রি বংশে জন্মী আমি বড় ভাগ্যবান।
তোমা হইতে কৃষ্ণ কথা করি মধুপান॥
এতো স্থনি স্থকদেব রাজার আক্ষান।
আনন্দে মজিয়া কহে কৃষ্ণের গুনান॥
শেই কৃষ্ণ ভগবান মারিয়া য়গাস্থরে।
বৎস সিস্থ লইয়া আইলা[1] জমুনার তিরে[1]॥
কৃষ্ণ বোলেন দেখ ভাই দিব্য রম্য স্থান।
এখানে ভোজন করি সকল রাখাল॥
সিস্থ বোলে ভালো কথা বোলেন শ্রীহরি।
ত্রৃনজল খায়া সভে[2] চরান[2] বাছরি॥
জল খাইয়া বৎসগণ চরে মহাস্থখে।
ভোজন করিতে কৃষ্ণ বশীলা কৌতুকে॥
সভার মদ্ধেত বসিলেন নারায়ন।
কৃষ্ণেরে বেড়িয়া বৈশে সব সিস্থগন॥
চৌদিগে বশীলা সিস্থ করিয়া মণ্ডলি।
তার মদ্ধে জশদার নন্দন বনমালী॥
জতেক বালক সব মণ্ডলি করিয়া।
সভে বোলে কৃষ্ণ য়াছে মোর পানে চাহিয়া॥
আউলাইয়া[3] সিকাভার[3] সব সিস্থগন।
আনন্দে কৃষ্ণের সঙ্গে করিলা ভোজন॥
পুষ্প বিছাইয়া কেহো করেন ভোজন।*
দুর্ব্বাদল পাতি ভূঞ্জে কোন সীস্থগোন॥
নতুন পর্ব্ব কেহো পাতিয়া কৌতুকে।
কেহোবা পত্রেত বসি ভূঞ্জে মোন স্থখে॥

১-১ গেলা দিব্য সরবরে ২-২ স্থখে চরুক ৩-৩ য়াউলায় সিকার ভার

* এই চরণ নাই

সিকা পাতিয়া¹ কেহো করেন¹ ভোজন।
কিবা শে পরম শোভা মাঝে নারায়ন॥
সভে সভাকারে বোলে স্থন ওরে ভাই।
বড়ই লাইগাছে মিঠা আমি জাহা খাই॥
কোন সিস্থ বোলে ভাই মোর দেখ খাইয়া
কেহো কারো মুখে দেয় কৌতুকে হাশীয়া।
জে শিস্থ না হাশে তারে হাশীয়া হাশায়।
সিস্থগোন সঙ্গে বোনে ভূঞ্জে জাতুরায়॥
জে পদে আশ্রয় ব্রর্ম্মা ভবতি দেবতা।*
জে পদে জর্ম্মিলা গঙ্গা মুক্তীপদদাতা॥*
করিলা উত্তম লিলা হেন নারায়ন।*
গোয়ালা বালক সঙ্গে করেন ভোজন॥+
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত পুরানের সার।
বিপ্র পরূসরাম গান ভোজন বিহার॥

ব্রহ্মার মোহনাশ

মঙ্গল রাগ

য়েহি রূপে হরি সঙ্গে সীস্থ করি
কৌতুকে ভূঞ্জয়ে বোনে।
জতেক বাছর গেলো বহু ডুর
খাইতে নতুন ত্রন॥**

১-১ পাড়্যা কেহু তায় করএ
* এই পদগুলি নাই
+ অতিরিক্ত পাঠ—স্থনিলে হইবে ভাই কৃষ্ণ পরায়ন॥
** এই পদ নাই

বৎস না দেখিয়া কাতোর হইয়া
সিসু বোলে সুন হরি ।*
জতেক বাছর গেলো বহু তুর
কি সুখে ভোজন করি ॥
হাতে অন্ন করি উঠিলা শ্রীহরি
বোলে সুন সব ভাইয়া ।
কোন চিন্তা নাই সুন সুন ভাই
বৎছ আমি আনি গীয়া ॥
সিঙ্গা বেত্র রাম হাথে অনুপাম
ধড়ার কাছনী (?) বেনু ।
অর্ন্ন লইয়া হাতে বাছরি আনিতে
কৌতুকে চলিলা কানু ॥
দেব প্রজাপতি আশী সীগ্রগতি
বাছরি করিলা চুরি ।
পর্ব্বত কানন ফিরে বোনে বোন
বাছরি না পাই হরি ॥
পুনরপি এথা আশীয়া বিধাতা
সব সিসু চুরি কৈল ।
না পায় বাছরি আশী দেখে হরি
সীসুগন কোথা গেল ॥
মনেত জানীলা ব্রম্মা য়েত কৈলা
সিসু বর্ছ কৈলা চুরি ।
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল অম্রতো কেবল
সুধুই সুধারাসি ।
জে শুনে শ্রুবনে আপনে…
কৃষ্ণ তারে নিবে আশী ॥

* এই পদ নাই

ভাগবত কৃষ্ণ কথা অম্রতের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন ।+
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরূসরাম করিলা রচন ॥+

সিন্ধুরা রাগ

য়েহি বোনে হারাইলাম বাছরি ॥ ধুয়া*
য়েতেক ভাবিয়া মোনে দেব চক্রপানি ।
জার জেহি সিসু বৎস হইলা আপনী ॥
জাহার জেমন সিসু জেমন বাছর ।
তেন মতি হইলা সব মায়ার ঠাকুর ॥
জাহার জেমন বর্ন্ন জেমন আকার ।
জেমন ভূসন জার জেমন আচার ॥
সিঙ্গা বেণু জে সীসুর জেমন মুরলী ।
তেনমতি হইলা সকলী বোনমালী ॥
শেহি সব মায়া সিসু হইয়া নারায়ন ।
কৌতুকে খেলান খেলা ব্রজের ভূবনে ॥
জতেক গোপীনী সব শেই সিসু লইয়া ।
দিনে দিনে স্নেহ বাড়ে আনন্দীত হইয়া ॥
কৃষ্ণের মায়াতে সব জতেক গোধন ।
আপন বাছরি বল্যা করেন লালন ॥

+ এই পদগুলির পরিবর্ত্তে—কৃষ্ণ গুন বানি ভক্ত লোকে স্থনি
লিলাএ তরিবে তারা ।
পরস্থরাম মন ভ্রমে অনুক্ষন
ভকতি হইয়া হারা ॥

* অতিরিক্ত পাঠ—মনেতে জানিলা প্রভু দেব নারায়ন ।
ব্রহ্মা হর্‌্যা নিল মোর বৎস সিস্থগন ॥
কৃষ্ণ বলেন তবে আমী কোন বুদ্ধি করি ।
হরিসে জানিব আমি ব্রহ্মার চাতুরি ॥

এহিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দে আপার।
মায়া সিসু বৎস লইয়া কৌতুকে বিহার॥
মায়া করি য়েক বৎসর মায়ার ঠাকুর।
কৌতুকে খেলান নিঞা বালক বাছরী॥
দিন চারি[১] আছে জেই বৎসর পুরিতে।
য়েকদিন কৃষ্ণ গেলা বাছরি রাখিতে॥
মায়ার বালক বৎস লইয়া কানাই।
বলরাম সঙ্গে করি কৌতুকে খেলাই॥
হেন সমএ ব্রর্ম্মা আইলা শেহি ঠাই।
বুঝিতে কৃষ্ণের মায়া হংশেত চড়িয়া॥
অন্তরক্ষে আইলা ব্রর্ম্মা আনন্দীত হইয়া॥
জেন মতে সিসু বৎস কৈরাছিল চুরি।
তেনমতে দেখে ব্রর্ম্মা বালক বাছরি॥
দেখিয়া চিন্তীত ব্রর্ম্মা ভাবে মোনে মন।
শেহি বৎস সিসু লইয়া খেলে নারায়ন॥
চুরি করি বৎস সিসু রাইখাছি জেখানে।
মায়াতে আছয় তারা কিছুই না জানে॥
তবে কোন বৎস সিসু লইয়া খেলে হরি।
শেহি সিসু বৎস কিবা আসিয়াছে ফিরি॥[+]
এতেক দেখিয়া ব্রর্ম্মা গেলা নিকেতন।
শেখানে সকল আছে সিসু বৎসগন॥
তা দেখিয়া প্রজাপতি বিশ্বয় আপার।
কৃষ্ণের নিকটে ব্রর্ম্মা আইলা পুনর্ব্বার॥
শেখানে খেলেন সিসু বৎসগন লইয়া।
বিমহিত হইলা ব্রর্ম্মা তা সব দেখিয়া॥

১ পাচ

+ অতিরিক্ত—বৎস সিশু জেখানেতে আছি রাখিয়া।
তারা সব য়াইল কিবা জাই দেখি গিয়া

য়েক দিষ্টে প্রজাপতি করে নিরক্ষন।
কৃষ্ণময় দেখে ব্রর্ম্মা বৎস সিসুগন॥
অপুর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া বড় য়দভূত।
নব ঘন স্যাম হইলা সকল ব্রজসুত॥
চতুভূজ সব সীসু পীতবাশ পরি।
অপরূপ সংর্খ চক্র গদা পর্দ্য ধারি॥
কিরিটি কুণ্ডল হার গলে বোনমালা।
শ্রীবৎস কস্তুব শোভা সকল গোপাল॥
অঙ্গদ কঙ্কণ রত্ন শোভিত সুন্দর।
চরনে নপুর বাজে অতি মনহর॥
কটিতে কিঙ্কীনি ধনি অতি অনুপাম।
আপাদ মস্তকে দেখি তুলসির দাম॥
য়েক কৃষ্ণে য়েক ব্রর্ম্মা করেন স্তবন।
তা দেখিয়া প্রজাপতি হইল অচেতন॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত স্বন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

সিন্ধুড়া রাগ +

ব্রর্ম্মা আদি[১] দেবগনে[১] করে[২] নানা স্তবনে[২]
মায়া দুর কৈলা ততক্ষনে।
অন্ন হাতে তেনমতি ভ্রময়ে অখিলপতি
সিস্থ বৎস চায় বোনে বোনে॥*
মায়া জদি দুর কৈল ব্রর্ম্মার চৈতন্য হইল
মিত্যু জেন পাইলা চেতন।
মোনে বড় আনন্দিত নিহালয়ে চতুভিত
সমুখে দেখিলা ব্রন্দাবন॥

+ বড়ারি রাগ
১-১ হৈলা অচেতন ২-২ তা দেখিয়া নারায়ন
* এই পদ নাই

কিবা শেহি ব্রন্দাবন ফল ফুলে সুশোভন
নানা জিব সেহি বোনে চরে।
সব জিব কুতুহলি মউরে তঙ্ককে কেলি
কেহো কারো হিংসা নাহি করে॥
অন্ন হাতে নারায়নে সিস্থ বৎস অন্যেসনে
ভ্রমে কৃষ্ণ করিয়া চাতুরি।
ব্রর্ম্মার বিশ্বয় হইল সিস্থ বৎস কোথা গেলো
য়েকেলা হইলা শেহি হরি॥
ব্রর্ম্ম[১] স্বরূপ হরি প্রজাপতি মোনে করি
হংস হইতে নাবিলা সাদরে[২]।
কনক দণ্ডের প্রায় অবনি লোটায়া কায়
প্রনাম করিলা গদাধরে॥
কৃষ্ণের চরন ধরি অনেক[৩] স্তবন করি[৩]
মস্তক ঠেকাইল রাঙ্গা পায়।
মোনে বড় কুতুহল নঞানে আনন্দ জল
আখি নিরে চরন ধোয়ায়॥
উঠি উঠি বারে বারে পুন পুন নমস্কারে
পড়িলা কৃষ্ণের রাঙ্গা পায়।
উঠিয়া মুছিলা আখি মঙ্গল নয়ান দেখি
হেট মুণ্ডে হইলা লজ্জিত॥
ক্রতাঞ্জলি হইয়া বিধি নঞানে আনন্দ নদি
নানা বিধি করএ গুনান।
গান বিপ্র পরূসরাম ক্রপা করো ঘনে স্বাম
রাঙ্গা পায় লইল স্বরন॥

১ ব্রহ্মার ২ সর্ত্তরে ৩-৩ মস্তকে মকুট চারি

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

মদক জাত+

কাতোর হইয়া তবে কৃষ্ণের সাক্ষাত।
স্তবন করএ ব্রর্ম্মা করি জোড় হাত॥
নবিন জলদ স্বাম অসিত অম্বরে।
নবগুঞ্জা অবতংশে সিখী চাদ সিরে॥
বোনমালা গলে প্রভূর কুমুদ নঞান।
আকাশের চাদ জিনি সুন্দর বয়ান॥
বেনু সিঙ্গ হাতে ধরো নন্দের কুমার।
তোমার চরনে প্রভূ কুটি নমস্কার॥
অনন্ত রূপ তুমি প্রভূ কে জানে তোমারে।
মায়া হইতে অনুগ্রহ করহ আমারে॥
কায় মন বাক্যে প্রভূ তোমারে ধিয়াই।
তোমার গুনান[১] বানী[১] অনক্ষন গাই॥
কে তোমারে জানে প্রভূ নিশ্চয় করিয়া।
নতুবা না পাই তোমা ভর্ক্তিহিন হইয়া॥
ভর্ক্তিহিন হইয়া জেবা জ্ঞান ইচ্ছা করে।
শে জন বড়ই মুর্ক্ষ মিছা ক্লেশে মরে॥
অভর্ক্তি হইয়া জ্ঞান ইছাএ জে জন।
কোন ফল তাহার[২] না হয়ে কখন[২]॥
জোগী সব ধ্যান করি না পাইল তোমারে।
তোমার মহিমা প্রভূ কে বলিতে পারে॥
দেখিনু তোমার মায়া দারুন চাতুরি।
মায়া করি সিসু বংস করিছিলা[৩] চুরি॥

+ ইহার উল্লেখ নাই

১-১ মহিমা প্রভু   ২-২ নাহি তার ব্রথাই জিবন   ৩ সব কৈলা

মায়ার নিধান তুমি অনন্ত অব্যয়।
তোমার মায়াতে প্রভু কেহ স্থীর নয়॥
অগ্নী হইতে বাহিরায়ে জেন অগ্নী কোনা।
তেনমতি তোমা হইতে আমি য়েকজনা॥
প্রজাপতি ব্রর্হ্মা আমি আপনাকে মানি।
অহংঙ্কারে মর্ত্ত হইয়া তোমা নাহি জানি॥
অতপ্র্র[১] ক্ষামা করো মোর অপরাদ।
শেবক বলিয়া প্রভূ করো আশীর্ব্বাদ॥
য়েক ব্রর্হ্মাণ্ডের মদ্ধে আমি য়েকজন।
হেন কতো কুটি[২] ব্রর্হ্মা[২] তোমার শ্রুজন॥
কতো কুটী ব্রর্হ্মাণ্ড তোমার লোমকুপে।
কেবা স্থির হইতে পারে তোমার প্রতাপে
জননির গর্ভে প্রভূ জে বালক হয়।
হস্তপদ নাড়িতে[৩] জননী[৩] কষ্ট পায়॥
শে দোস জননি নাকি মোনে করি রএ।
তোমার আমাকে ক্রোধ উচিত না হয়॥
তুয়া নাভি কোমলেত উৎপত্তি আমার।
তোমাকে জানিতে কৈনু অনেক প্রকার॥
তথাপী কে তুমি ইহা নিশ্চয় না জানি।
কি লাগী তোমার কাছে মিছা মায়া কৈলু॥
অপুর্ব্ব তোমার মায়া করিলা বিস্তার।
জননী তোমার মুখে দেখিল সংসার॥
চক্রবর্ত্তি পরূসরাম গাইল কৌতুকে।+
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলগীত গাইল সুন ভক্ত লোকে॥+

১ অতঃপর   ২-২ ব্রহ্মা য়াছে   ৩-৩ বাড়াইতে মাএ

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—বিপ্র পরস্থরাম গান স্থন ভাগ্যবান।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান॥

পূরবী রাগ

তোমার মায়াতে প্রভূ কেবা হয় স্থীর।
অপরাধ ক্ষেমা করো হইয়াছি অস্থীর ॥
সিস্থ বৎস জখনে আমি কৈরাছিলাম চুরি।
য়েকেলা ভ্রমিলা বোনে অন্ন হাতে করি ॥
তারপরে সিসু বৎস হইল সকল।
চতুভূজ সব হইলা ভকতো বৎসল ॥
য়েক কৃষ্ণ য়েক ব্রর্ম্মা স্তবন করিল।
য়েসব অপুর্ব্ব লিলা অখনি[১] দেখিনু[১] ॥
শে সব বালক বৎস সব গেলো কতি।
অর্ন হাতে য়েকেলা হইলা তেনমতি ॥
তুমি জারে ক্রুপা করো শেই তোমা জানে
ক্রুপা করি রাখ প্রভূ ও রাঙ্গা চরণে ॥
ধন্য ধন্য ব্রজবাশী গোপ গোপীগোন।
জার স্তন পান কৈলা প্রভূ নারায়ন ॥
নন্দ আদি করিয়া তোমার জতো গোপ।
তা সভার অহো[২] ভার্গ্য না জায় কথন ॥
জশোদার পুত্র কৃষ্ণ প্রভূ নারায়ন।
পরম আনন্দ পুর্ন ব্রর্ম্ম শোনাতন ॥
অনাদি অনন্ত প্রভূ অখিলের পতি।
পুত্র ভাবে পাইল তোমা রানি জশোমতি ॥
স্তন পান কৈলা প্রভূ জশদার কোলে।
রাখালে বাছর রাখি খেলায় গকুলে ॥
হেন ব্রজসীস্থ গোপেক দিবে কোন ফল।
দড় করি কহো মোকে ভকত বছল ॥
জদি বোল মোক্ষ পদ পাবে ব্রজবাশী।
শে পদ পাইল দেখ পুতুনা রাক্ষসি ॥

১-১ এখনি দেখিল ২ মহা

কৃষ্ণ সর্গ গতি বিনে আর গতি নাই।
রিনী হইলা কৃষ্ণচন্দ্র জশোদার ঠাঞী॥
জে জন তোমারে ভজে তোমার গুন গায়।
তার শোম হই মোর হেন ইছ্যা জায়॥
কায় মোন বাক্যে প্রভূ করি নিবেদন।
ও রাঙ্গা চরণে প্রভূ লইলাএ[১] স্বরন॥
য়েহি রূপে বহু স্তুতি কৈল প্রজাপতি।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা সুন ধিরমতি॥
কৃষ্ণ প্রদক্ষিন করি প্রনাম করিল।
কৃষ্ণের চরনে ব্রর্ম্মা বিদায় হইল॥
কৃষ্ণচন্দ্র বোলে ব্রর্ম্মা সুন মোর কথা।
সিসু বৎস না দিয়া পলায় জাও কথা॥
চুরি কৈলা সিসু বৎস জানিনু কারন।
জথা সিসু রাখিয়াছো আনগা অখন॥
য়েতেক কহিলা কৃষ্ণ প্রজাপতির তরে।
সিসু বৎস্য জথা ছিল আনিলা সর্ত্তরে॥
জেন মতে পুর্ব্বে সিসু আছিল ভোজনে।
তেন মতে সিসুগন বসাইলা শেখানে॥
অন্নহাতে সিসু সব রহিছে বসিয়া।
হেনকালে কৃষ্ণ আইলা বাছরি লইয়া॥
তা দেখিয়া সিসুগন বোলে নারায়নে।
বাছরি রাখিয়া ভাই বৈসগা ভোজনে॥
জতেক রাখাল বোলে মোরা তুয়া মুখ চাই।
হাতের অন্ন হাতে আছে কেহো নহে খাই।
তাহা সুনিয়া হাশীয়া বোলেন নারায়ন।
ব্রজ সিসু সঙ্গে লইয়া করেন ভোজন॥

১ লইলাম

কৃষ্ণের মায়াতে সিসু কিছু নাহি জানে।
ভোজন করিলা সভে আনন্দীত মোনে॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গীত পুরানের সার।+
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥+

প্রভু নারায়ন করিয়া ভোজন
কহিল সিসুর তরে।
দেখ ওরে ভাই অজাগর ঐ
গীলিছেন সভাকারে॥
য়েত বলি হরি লইয়া বাছুরি
গোওাল বালক সঙ্গে।
সিঙ্গা বেনু পুরি গকুল নগরি
প্রেবেসিলা আশী রঙ্গে॥
জতো সিসুগন ঘরে ঘরে কন
আজি সর্প্পে গীল্যাছিল।
দুষ্ট অজাগর দেখি লাগে ডড়
নন্দসুতে রক্ষা কৈল॥
সুনী নন্দঘোশ পরম শোন্তস
বিপ্রগনে দিল ধেনু।
জশোদা রূহিনি নিয়া খির ননি
কোলে নিল জাদুমনি[১]॥
ব্রর্ম্মার মোহন সুনে জেহি জন
জেজন করয়ে গান।
ধর্ম্ম য়র্থ কাম মক্ষ অনুপাম
শে জন অবস্য পান॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—বিপ্র পরসুরাম ভক্ত গাইল কৌতুকে।
শ্রবনে সংসার সিন্ধু পার হবে সুখে॥

১ রামকানু

কৃষ্ণ গুনবানি ভক্ত মুখে সুনি
লিলায় তরিবে তারা।
পরুসরাম মোনে ভ্রমে অনক্ষন
ভকতি হইয়াছি হারা॥

ধেনুক বধ

তুড়ি রাগ

নটবর বেশ কানাই সাজেরে॥ ধুয়া *
রাজা বোলে সাধু সাধু ব্যাশের নন্দন।
কহো কহো কৃষ্ণ কথা জুড়াক শ্রবন॥
সুকদেব বোলে রাজা করো অবধান।
য়েহিরূপে বাল্য খেলা খেলে ভগবান॥
তার পরে প্রগণ্ড[১] সরির[১] দুইজন।
ধেনু চরাইতে হইল আনন্দীত মোন॥
ধবলী সাত্তলী[২] আদি করি জতো ধেনু
চরাইতে জানিলা দুই ভাই রাম কানু॥
ছিদাম ছুদাম আদি জতো সিসুগন।
একদিন ধেনু লইয়া জান ব্রন্দাবন॥
বেনু বাজাইয়া ধেনু আগে চালাইল।
সুখদ শ্রীব্রন্দাবনে প্রেবেশ করিল॥
কিবা শে বনের শোভা কহোন না জায়
ভ্রমরি ভ্রমর তারা কৃষ্ণ গুন গাএ॥

* এই চরণ নাই
১-১ পোগণ্ড বএসে ২ সায়াল

ভ্রগগন চরে তাহে আনন্দীত মনে।
দেখিয়া হরিশ বড় রাম নারায়নে ॥
ব্রক্ষ সভ নত্রমান ফল ফুল ভরে।
তা দেখি বোলেন কৃষ্ণ বলরামের তরে ॥*
দেখ দেখ বড় শোভা দাদা বলরাম।
তুয়া পদে ব্রক্ষ সব করিছে প্রনাম ॥
হইয়া ভ্রমর রূপ জতো মনিগনে।
গাইয়া তোমার গুন ফিরে ব্রন্দাবনে ॥
সিস্থগন নাচে দাদা তুয়া মুখ চায়া।
ম্রগগন নাচে দাদা তোমারে দেখিয়া ॥
কোকিলে পঞ্চম গাএ দেখিয়া তোমারে।
পদরেনু পাইয়া প্রর্থী[১] আনন্দ অন্তরে ॥
তরূলতা আদি করি জতো ব্রন্দাবন।
অন্তরে আনন্দ তারা জতো ব্রক্ষগন ॥
এতেক স্থনিয়া বোলে ঠাকুর বলাই।
কথা তুর করো কৃষ্ণ আইস হে খেলাই ॥
ব্রন্দাবনে রাম কৃষ্ণ অতি বড় সুখে।
ব্রজ সিস্থ সঙ্গে লইয়া খেলেন কৌতুকে ॥
ধবলী সাওালী জদি জায় বহু তুরে।
কোন সিস্থ ডাকে তারে মেঘের গর্য্যনে ॥
সিঙ্গা বেনু মুরলিতে হয় কলরব।
তুরে গীয়া ডাকে ধেনু কাছে আশে সব ॥
ক্ষনে ক্ষনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলে সিস্থগনে।
পালাও পালাও ভাই ব্রভ্র[২] আইল[২] বোনে
তাহা স্থনি বোলে তবে জতো সিস্থগন।
সভে বোলে ভয় কিবা আছে নারায়ন ॥

* এই পদ নাই
১ পৃথি ২-২ ব্যাঘ্র আইছে

তাহা স্থনি কৌতুকে হাশীলা দুটী ভাই।
ব্রজ সীস্থ সঙ্গে লৈয়া কৌতুকে খেলায়॥
খেলায়া পরিশ্রম জুক্ত হইয়া বলরাম।
মধুর শ্রীব্রন্দাবনে করিলা বিশ্রাম॥
আপনে চাপেন কৃষ্ণ বলাইর চরন।
নাচিয়া গাহিয়া বোলে কোন সিস্থগন॥
কারো সঙ্গে কোন সিস্থ বাহু জুর্দ্ধ করে।
ভালো ভালো বোলে তারে রাম দামদরে
বিপ্র পরুসরাম গান শ্রীভাগবত কথা।
স্থনরে ভকত ভাই দুর হউক বেথা॥

স্থই রাগ +

বালোকের সঙ্গে ক্রীড়া করি বোনে।
শ্রান্ত জুক্ত হইলা কিছু প্রভু নারায়নে॥
প্রিয়ো ছিদামের অঙ্গে অঙ্গ হিলাইয়া।
তরুমুলে কৃষ্ণচন্দ্র রহিলা বসিয়া॥
সিতল তরুর মুলে বসি নারায়ন।
নব [১]কিংশ নওদল[১] আনে সিস্থগনে॥
নতুন পর্ব্ব আনি পাতি মোনহর।
তাহাতে সয়ন কৈলা প্রভু গদাধর॥
কারো তরে সিয়র দিলেন নারায়ন।
কেহো পদ শেবা করে আনন্দিত মোন॥
বশনে বাতাশ কেহো করেন হরিশে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভজে সিস্থ অশেষ বিশেষে॥
এহিরূপে পুর্ন ব্রর্ম্ম রাখাল হইয়া।
কৌতুকে খেলেন বোনে ব্রজ সিস্থ লইয়া॥

+ কামদ রাগ
১ নবিন কুস্থমদল

রাম কেশবের সখা ছিদাম গোপাল।
স্তেহে[১] কৃষ্ণ আদি করি জতেক[২] রাখাল[২] ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে সিস্থ করেন নিবেদন।
রাম রাম মহাবির্য্য স্থন নারায়ন ॥
য়েক নিবেদন করি স্থনহে কানাই।
দুষ্টেরে নাশীতে প্রভূ আর কেহো নাই ॥
এখানে নিকটে য়েক আছে তালবোন।
পাকিয়া অনেক তাল পড়ে অকারন ॥
য়েকটা অস্থর আছে বড়ই দুষ্ট মতি।
ধেনুক ধরে[৩] সেহি[৩] গাধার আক্রীতি ॥
জ্ঞাতিগন সঙ্গে করি আছয় এখানে।
মনষ্য ধরিয়া খায় থাকে তালবনে ॥
পাকা পাকা তাল সব রহিছে পড়িয়া।
হইছে খাইতে ইছ্যা স্থগন্ধ পাইয়া ॥
ধেনুকেক মারসিয়া আইস দুটী ভাই।
আনন্দীত হইয়া সভে তাল খাই ॥
এতেক স্থনিয়া তবে কানাই বলাই।
সিস্থ সঙ্গে হাসিয়া চলিলা দুটী ভাই ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

হরি বোল বদন ভরিয়া ॥ ধুয়া*
প্রভূ বলরাম আসি বোনে প্রবেসিল।
দুই হাতে তালগাছ[৪] ধরি আছাড়[৪] দিল ॥

১ স্থোক ২-২ দ্বাদস গোপাল ৩-৩ তাহার নাম
* এই চরণ নাই
৪-৪ তাল বৃক্ষ ধরি ঝড়া

তালগাছ ধরি আছাড় দিল মহাবল।
তুড় তুড় সব্দে তাল পড়িল সকল॥
স্থনিআ ধেনুক দত্য চলিল সিগ্রগতি।
পদখুর ভরে তার কাঁপে বসুমতি॥
অতি ক্রোধে কম্পমান মহাশব্দ করে।
পীচু[১] ঝাড়া দোছাটী[২] বলরামেক মারে॥
প্রভূ বলরাম তার ধরি ছুটি পায়।
এক হাতে করি[৩] তাক গগন[৩] ফিরায়॥
আকাশে ফিরায়া তার প্রান বধ কৈল।
গুরুতর তালব্রক্ষের উপরে পড়িল॥
শে গাছের আসে পাসে জত গাছ ছিল।
তাহার চাপনে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
য়েকে য়েকে ভাঙ্গিআ পড়িল তাল বোন
প্রলয় কালের ঝড়ে প্রমাদ জেমন॥
তবে ধেনুকের জতো ছিল জ্ঞাতিগনে।
মহাশব্দে ধায়া তারা আইল শেহি খানে॥
প্রভূ বলরাম তার ধরিয়া চরি পায়।
আছাড়িয়া সভাকারে মারিলা লিলায়॥
ধেনুক অসুর জদি হইল নিধন।
পুস্প বিষ্টী করিলেক জতো দেবগন॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥
ধেনুক দৰ্ত্তেক[৪] মারি প্রভূ মহাবল[৪]।
নির্ভয়ে সকল সিসু খায় তাল ফল॥

১ পাছ ২ জোড় চ্যাট ৩-৩ ধর‍্যা পাক আকাসে
-৪ দৈতেরে মাইল রাম ভগবান॥

ছিদাম সুদাম আদি জতেক রাখাল ।*
আনন্দীত হইয়া তারা খায় তালফল ॥*
ধবলি সাওলী বলি সঘনে ফুকরে ।*
আনন্দে সকল গাভি শেহি বোনে চরে ॥*
হতো ধেনুক কানন হইল শেহি বোনের নাম ।
ধেনু লইয়া ঘরে জান কৃষ্ণ বলরাম ॥
সঙ্গের রাখাল সব কৃষ্ণ গুন গায় ।
গোধূলি উঢ়িয়া লাগে ঘনস্যামের গাএ ॥
নব[১] গুঞ্জা অবতংশে সিখী চাদ সিরে ।
সঘনেত[২] সিসু সভে[২] সিঙ্গা বেনু পুরে ॥
হাম্বা হাম্বা রবে জাইয়া গকুল ভরিল ।+
ঘরে থাকি গোপি সভে স্তুনিবার পাইল ॥
জশোদা বোলেন স্থন প্রানের রুহিনি ।
ধেনু লইয়া ঘরে আইলা রাম জাদুমনি ॥
বাড়ির বাহির হইলা জতো গোপীগন ।
দুই ভাইয়ার চাদ মুখ করে নিরক্ষণ ॥
পথে পথে[৩] গোপীগন[৩] চাদ মুখ চাইয়া ।
ঘরে আইলা সিসুগণ আনন্দীত হইয়া ॥
জশোদা রুহিনি তারা কৃষ্ণ কোলে লইয়া ।
পরম আশীশ কৈলা হরসিত হইয়া ॥
দুই ভাইর অঙ্গ দোহে করিলা মার্য্যান ।
সর্ব্বাঙ্গ ভূসিত কৈলা আগোর চন্দন ॥
খির নবনি আনি দিলেন রুহিনি ।
আনন্দে ভোজন কৈলা রাম জাদুমনি ॥

* এই পদগুলি নাই
১ বন ২-২ সঘনে হৈ হৈ করে
+ মাহা মাহা রবে জায়া গোকুল পুরিল ।
৩-৩ জাইতে রহে গোপি

কপুর তাম্বুলে কৈলা মুখের শোধন।
পালঙ্কে সএন কৈলা রাম নারায়ন॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।+
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥+

কালিয় দমন

ধানসি রাগ

আজি হইতে বলাইর সঙ্গে না জাইব বোনে।
তনু মোর জর জর দাদার বচনে॥ ধুয়া॥
রজনি প্রভাত কালে উঠি দুটী ভাই।
কৃষ্ণ গেলা ধেনু লইয়া না গেলা বলাই॥
হটুয়া বলাই জদি নাহি গেলা বোনে।
সিসু সঙ্গে ধেনু লইয়া গেলা নারায়নে॥
জমুনার তিরে কৃষ্ণ ওতোরিলা গীয়া।
আনন্দে খেলান প্রভূ সিসু ধেনু লইয়া॥
জতেক রাখালগণ কালিন্দিতে জাইয়া।
বিস জল পান কৈলা ত্রষ্ণাজুক্ত হইয়া॥
বিস জল খাইয়া সিসু হইলা অচেতন।
ঢলিয়া পড়িল সভে হারায়া জিবন॥
জতেক গোধন সভ বিস জল খাইয়া।
পড়িলা সকল ধেনু প্রান হারাইয়া॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র প্রভূ[১] নারায়ন[১]।
করিলা অম্রতো বিষ্টী নঞানের কোনে॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—বিপ্র পরসুরাম গান সুন ভগবান।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ॥

১-১ কমল নয়ানে

রাখাল গোধন জতো সব জিয়াইল।
সকল রাখাল মেলি উঠিয়া বসিল॥
পরস্পর সিসু সব চায় সভা পানে।
মরিছীনু প্রান পাইলাম ভাইয়া কানাইর গুনে
প্রভূ নারায়ন তবে জলে[১] ঝাপ দিয়া।
শেখান হইতে নাগ দিলা উঠাইয়া॥
য়েতেক কহিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করি নিবেদন॥
প্রেবেশ করিলা জলে প্রভূ নারায়ন।
কিরূপে করিলা প্রভূ কালিকে দমন॥
গোপাল উদ্ধার কথা কহো মহাশয়।
সুনিয়া শে সুকদেব বিস্তারিয়া কয়॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সিন্ধুড়া রাগ

কালিন্দির হ্রদ দহে[২] কালিনাগ তথি রহে
বিস জালা অগ্নির শোমান।
তাহার উপর দিয়া পক্ষি জায়[৩] উড়িয়া[৩]
পড়ে তাহে হারায়া জিবন॥
বিস উথলে জলে প্রানী জদি জায় কুলে
জলের বাতাশ পাইয়া মরে।
স্থাবর জঙ্গম জতো দু কুলে হইয়াছে হতো
বিস জালা সহিত না পারে॥
তা দেখিয়া নারায়ন দুষ্ট খল নিবারন
উঠিলেন কদম্বের ডালে।

১ দহে ২ জলে ৩-৩ জদি উড়ি জায়

কদম্বে উঠিয়া হরি　　　ঘন মালসাট মারি
ঝাপ দিলা কালিদহের জলে ॥
কৃষ্ণ জদি ঝাপ দিল　　　কালি নাগ ধাইয়া আইল
দেখি সিসু অতি সুকুমার।
কটিতে পীত বাশ　　　বয়ানে ইশদ হাশ
ঘন শ্বেম কিবা শোভা তার ॥
মহাক্রোধ করি কালী　　　কামড়ায় বোনমালী
সর্ব্বাঙ্গেতে ধরিল বেড়িয়া।
সর্প্পে গ্রস্ত নারায়ন　　　তা দেখিয়া সিসুগণ
পড়ে সভে মুর্ছিত হইয়া ॥
তারা সব কৃষ্ণ বিনে　　　আর কিছু নাহি জানে
হেন কৃষ্ণ বিসে আর্ছাদিল।
উর্চ্চস্বরে সিসু কান্দে　　　কেহো স্থির নাহি বান্ধে
হা হা কৃষ্ণ কোথাকারে গেলো ॥
ফুকরি ছিদাম কান্দে　　　কোথা গেলো স্বাম চান্দে
ছিদামের প্রান প্রিয়ো হরি।
তোমা বিনে ওরে ভাই　　　তিলেক জিবার নাই
কোন বিধি তোমা কৈল চুরি ॥
মধুর[1] শ্রী[1]ব্রন্দাবনে　　　খেলাইব কার শোনে
কার সঙ্গে চরাইব পাল।
দিয়া নিদারুন তাপ　　　কালিদহে দিলা ঝাপ
সুন্য হইলাম সকল রাখাল ॥
রাখালের প্রিয়ো সখা　　　ঝাটে[2] আসি দেহো দেখা
ঝাটে[3] ভাই উটসিয়া[3] কুলে।
কি বলিয়া জাবো ঘরে　　　কি বলিব জশোদারে
ডাকি বোল থাকি বিশজলে ॥

১-১ এই না　　২ সিগ্র　　৩-৩ সিগ্র উঠসিয়া

জতো গাভির দল না দেখিয়া নারায়ন *
ত্রন মুখে সব ধেনু কান্দে ।*
অনাথ করিয়া ধেনু কোথা গেলা প্রান কানু *
সিসু বৎস স্তীর নাহি বাধে ॥*
কালিয় দমন কথা অম্রতের সার পোথা *
স্তনহে বৈষ্ণব পরায়ন ।*
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুরে জায় মনস্তাপ
পরুসরাম করিলা রচন ॥*

পটমঞ্জরি রাগ+

আরে ছিদাম ভাই
গোপাল হারা হইলাম ব্রন্দাবনে ॥ ধুয়া ++
কালসর্প্যে গ্রস্ত হৈলা প্রভূ গদাধরে ।
অশেষ উৎপাত হয় গকুল নগরে ॥
ভূমি[১] কর্ম্পমান হয়[১] জতো অমঙ্গল ।
দেখিয়া বিশ্বীত হইলা গোপীনী সকল ॥
প্রতি ঘরের চালে উড়ে কালবর্ন্ন পেচা ।
বিনা মেঘে বিষ্টী হয় সব রক্ত[২] নেচা[২] ॥
বাম অঙ্গ স্পর্ন্দন করে নাচে বাম আখি ।
দিবশে আঁধার হইল ব্রজপুরে দেখি ।
এত অমঙ্গল দেখি গোকুল নগরে ।
জতেক গোপীনি বোলে প্রতি ঘরে ঘরে ॥
নন্দঘোশ বোল ভাই স্তন গোপগন ।
য়েকেলা কানাই আজি নিয়াছে গোধন ॥

* এই পদগুলি নাই
+ কামদ রাগ
++ এই পদের পরিবর্তে—বোলে নন্দ গোবিন্দ কোন পথে গেল
বাছার লাগিয়া প্রাণ কান্দে ॥ ধুয়া
১-১ ভূমিকম্প আদি করি ২-২ রক্তনে নেচা

হটুয়া বলাই আজি রহিছেন ঘরে।
কি ভাবিয়া আজি শে না গেলো পাথারে[১]
সিসু ধেনু সঙ্গে কানু গেলা কোন বোনে।
না জানি প্রমাদ আইজ হইয়াছে কানোনে
ঝাটে চল ওরে ভাই কৃষ্ণ দেখি গীয়া।
না জানি কংশের দুত নিয়াছে ধরিয়া॥
প্রান হৈরা আজি মোর নিল কোন জনে।
আবাল বনিতা ব্রদ্ধ সকল গকুল।
জশোদা রুহিনী তারা কান্দিয়া ব্যাকুল॥
কৃষ্ণের প্রভাব জতো বলরাম জানে।
তিলেক ভয় কেহ না করিহ মোনে॥
নন্দ গোপ গোপী সব প্রেবেসিলা বোনে।
জে পথে গোধন লৈয়া গীয়াছে নারায়নে॥
দিজ পরুসরামে বোলে স্থন দিনবন্ধু।*
জননিরে করো পার ঘোর ভবসিন্ধু॥*

ধুলায় চরন চিহ্ন পথে পৈড়া জায়।*
লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে ধায়॥*
ধজ বর্জ্রাঙ্কুস চিহ্ন পথে পথে পাইয়া।
সভে বোলে কৃষ্ণ গেলান এহি পথ দিয়া॥
শেহি চিহ্ন ডেওাইয়া[২] জতো ব্রজবাসি।
কালিন্দীর তিরে সভে উতরিলা আশী॥
জতেক বালোক সভে কালিন্দীর তিরে।
হা হা কৃষ্ণ বৈলা কান্দে প্রান নাহি ধরে॥
ত্রনমুখে ধেনু কান্দে কৃষ্ণ মুখ চায়া।
মুর্চ্ছিত হইলা সভে তা সভ দেখিয়া॥

১ বাথানে * এই পদগুলি নাই ২ গোড়াইয়া

খেনেকে চেতন পাইয়া উঠে গোপগন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সভে ডাকে ঘনে ঘন॥
কালসর্প্পে গ্রস্ত হইলা অনাথের নাথ।
নন্দ আদি গোপ কান্দে সিরে দিয়া হাত॥
জশোদা রুহিনি তারা কান্দিয়া ব্যাকুল।
দিজ পরুসরামে গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

শোকাকুলি জশোমতি মুর্ছিত হইয়া অতি
কেবা তারে করাইবে চেতন।
ক্ষেনেক চৈতন্য পাইয়া রুহিনি বহিনী লইয়া
কৃষ্ণ বৈলা করোয়ে রোদন॥
তুমি জখন দুগ্ধের হরি • বিস স্তন পান করি
বিনাসিলা রাক্ষসি পুতুনা।
সকট পড়িলা গায় বিধি রক্ষা কৈল তায়
ত্রনাবর্ত্তে কৈল বিড়র্ম্মন॥
জমল অর্জ্জন পাতে[1] বিধী রক্ষা কৈলা তাথে
গকুল ছাড়িনু শেহি ভয়ে।
বর্চ্ছাসুর মারি সুখে য়েড়াইলা বকের মুখে
সঙ্কটে টেকিলা কালিদয়॥
জনমে জনমে কত করিনু কঠিন ব্রত
আরাধিনু সঙ্কর ভবানী।
তোমা হেন গুন নিধি তেঞি মোকে দিল বিধি
কোন দোশে ছাড়ীলা জননী॥
অভাগী জননি ডাকে উর্ত্তর না দেহো তাথে
থাকিলা কালীর কটু বিশে।
আমি[2] ব্রজবাশী[2] নারি কারো মন্দ নহে করি
তবে বিধি বঞ্চিত কি দোশে॥

১ পড়ে ২-২ আমিত ব্রজের

কেবা মোর সৌত্র ছিল কে হেন জুগতি দিল
কালীদহে ঝাপ দিতে তোরে।
তাহার কঠিন হিয়া ও[১] চাদ বদন চাইয়া
দয়া নাহি তাহার সরিরে॥
অপুত্রী ছিলাম ভালো নিষ্চীন্দ জনম গেলো
শোক দুঃখ কিছুই না জানি।
য়েবে তুমি পুত্র হইয়া মোর হৃদে শেল দিয়া
কোথা গেলা প্রান জাদুমনি॥
বিপ্র পরুসরামে কান্দে কোথা গেল স্যাম চান্দে
ডুবাইয়া এ শোক সাগরে।
শোকাকুলি নন্দরানি ঝাপ দিতে জায়।
বলরাম প্রবধীয়া রানিকে বশায়॥
নন্দ আদি গোপ কান্দে ছিদাম আদি সীসু।
জশোদা রুহিনী কান্দে ম্রগ আদি পসু॥
দুখিনি জশোদা প্রান ধরিবে কেমনে।
ঝাটে আশী দেহো দেখা কোমল নয়ানে॥
হর গোরি আরাধিয়া পাইয়াছিলাও তোমা।
কোন দোশো দেখি বাছা ছাড়ী গেলা আমা॥
অখনে[২] পুতুনা করাইল স্তন পান।
তাহাতে বাচিলা পুত্র কোমল নঞান॥
সকট ভাঙ্গী জখন পৈড়াছিল গায়।
পুনরপি তোমা ধোন বিধি দিল তায়॥
অখন অভাগীনি মাকে কি দোসে ছাড়ীলা।
কার বোলে ঝাপ দিলা কালিদহের জলে॥
য়েকবার উট পুত্র আইস মায়ের কোল।
বিসম কালির দহে হারাইলা জিবন॥

১ সে ২ জখন

দারুন কালির ভয় দেবগোন কাপে।
হেন কালিদহে বাছা কেনে দিলা ঝাপ॥
কোমল নঞান হরি উঠরে কানাই।
তোমা বিনে অভাগীনির আর লক্য[১] নাই॥
আর কে খাইবে বাছা ননী খির লইয়া।
কেমনে ধরিব প্রান তোমা না দেখিয়া॥
আরে বাপু বলরাম কৃষ্ণ কোথা গেলো।
য়েতোদিনে ব্রজপুরি আন্ধার হইল॥
কোমল অধিক তনু নবিন পুতলি।
সুনিয়া না সুনে বাছা মাএর ব্যাকুলি॥
আনন্দে মজিয়া চিন্ত ক্রুপা পদাম্বুজে।*
ধুলায় লোটায়া কান্দে পরুশরাম দিজে॥*

শ্রীরাগ

মা বলিয়া কোলে আয় প্রান জাদুয়ারে॥ ধুয়া॥*
জতো গোপ গোপী কান্দে আকুল হইয়া।
কোমল নঞান হরি কোলে উঠসিয়া॥
আর না দেখিব তোমার চাদ মুখের হাশী।
কদম্ব তলাতে আর না সুনিব বাশী॥
সিঙ্গা বেনু মুরলী লইয়া বাম করে।
আর না দেখিব কৃষ্ণ গকুল নগরে॥
কৃষ্ণ রূপ গুন জতো চিন্তীয়া অন্তরে।
কৃষ্ণ মুখ চায়া গোপী কান্দে উর্চ্যস্বরে॥
নন্দঘোশ বোলে ভাই সুন গোপগোন।
য়েহি হৃদে প্রেবেসিয়া তেজিব জিবন॥
কালিদহে ঝাপ দিতে নন্দঘোশ জায়।
প্রভূ বলরাম তাহে ধরিয়া বশায়॥

১ কেহ
* এই চরণগুলি নাই

বল্লরাম বোলে মোনে কোন ভয় নাই।
অখনি কালির মাথে উঠিব কানাই॥
জশোদা রুহিনি কান্দে ছিদাম আদি সখা।
নন্দ আদি গোপ কান্দে ঝাটে দেহ দেখা॥
এহি রূপে ব্রজবাসি কান্দিয়া ব্যাকুল।
গকুলের নাথ কৃষ্ণ জানিলা সকল॥
বিপ্র পরুসরামে গান সুন দিনবন্ধু।[১]
জননিরে করো পার য়েহি ভবসিন্ধু॥+

সুইরাগ

কোমল লোচন হরি উটরে কানাই।*
তোমা বিনে অভাগীনির আর কোহো নাই॥*
দয়ার ঠাকুর কৃষ্ণ দয়া উপজিল।
কালির জতেক[১] তেজ[১] সর্ব্ব চুন্ন কৈল॥
গরুড় আইল তথা আনন্দিত মোন।
উঠিয়া কালির মাথে নাচে নারায়ন॥
ফনা ধরি কালি নাগ লাগীল গর্য্যীতে।
নাচিতে লাগীলা কৃষ্ণ উঠি তার মাথে॥
নটবর রূপ কৃষ্ণ সুন্দর বয়ান।
দুই হাতে কালিরে ধরি সঘোনে ফিরান[২]॥
কৌতুকে করিলা কৃষ্ণ কালিকে[৩] দমন।
পুস্প বিষ্টী করিলেক জত দেবগন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তারা গাএ কৃষ্ণ গীত।
দেবকন্যা নিত্য করে হইয়া আনন্দীত॥

+ এই পদের পরিবর্তে—
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সুন সর্ব্বলোকে।
দ্বিজ পরসুরাম কান্দে শ্রীকৃষ্ণের সোকে॥

* এই পদ নাই

১-১ বিক্রম জত ২ ঘুরান ৩ কালিয়

শে পাদ পদ্মের চিহ্ন কালির মস্তকে।
নানা বর্ন্নে[1] দেবগোন পুজিলা কৌতুকে॥
কালি সিরে তাণ্ডব করেন বোনমালী।
চক্ষু দিয়া রক্ত পড়ে ঘন[2] মারে তালী[2]॥
কাতর হইয়া কালি জানিলা মরন।
অন্তরে ভাবিয়া নিল গোবিন্দ স্বরন॥
জত নাগ পত্নি সব স্যামিরে দেখিয়া।
কেস পাশ নাহি বান্ধে আকুল হইয়া॥
কন্যা পুত্র জতো গুলি সঙ্গে করি নিল।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে থুইয়া প্রনাম করিল॥
কন্যা পুত্র দিনু গোশাই তোমার চরনে।
অনাথের নাথ আর নাহি তোমা বিনে॥
আমা সভাকার স্যামি বড় ভার্গ্যবান।
জাহার মস্তকে তুমি প্রভূ ভগবান॥
ব্রর্ম্মা আদি দেব ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
কমলা জে পাদ পর্দ্য শেবে অনক্ষন॥
হেন পাদ পদ্ম প্রভূ দিলা স্বামি সিরে।
না জানি কি পুণ্য করি পাইলু তোমারে॥
ব্রর্ম্ম জোতির্ম্ময় তুমি নাথ নৈরাকার।
তোমার চরনে প্রভূ কোটী নমস্কার॥
প্রান পতি দান করো আমা সভাকার।*
য়েহিরূপে নানা স্তব করিল বিস্তর॥*
সংখেপে রচিল ইহা স্নন ভক্ত সব।*
নাগপত্নির স্তব স্তনি প্রভূ নারায়ন।
কালির মস্তক হইতে নাবিলা তখন॥

১ পুস্পে ২-২ ঘন ঘুরে কালি

* এই চরণগুলির পরিবর্ত্তে—এই রূপে নাগ পতনি কৈল বহু স্তুতি।
সংখেপে কহিল তাহা স্নন ধিরমতি।

এসব রহস্য কৈল পরূসরামে দ্বিজে ।+
শ্রবনে পাইবা মুক্তী কৃষ্ণ পদাম্বুজে ॥+

পূরবী রাগ

ফনা হইতে কালির নাবিলা নারায়ন ।
তবে দুষ্ট কালি নাগ পাইলা চেতন ॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আশী করিলা জোড়হাত ।
নিবেদন করি প্রভূ স্থন জগন্নাথ ॥
স্থন জাতি সপ্প আমি স্বভাব আমার ।
আপনী করিছ ছিষ্টী সকলি তোমার ॥
ও রাঙ্গা চরনে প্রভূ লইলাম স্বরন ।
জাহা ইংসা তাহা করো স্থন নারায়ন ॥
য়েতেক স্থনিয়া প্রভূ ভকত বৎসল ।
কালিরে বলিলা তুমি ছাড় নিজ[১] স্থান[১] ॥
আনন্দে করুক লোক মিষ্টী জলপান ।
রমনক দ্বিপে গীয়া[২] থাকো শেহিখানে ॥
নিভয়ে থাকোগা তথা নাহি ভয় মনে ।
আপনার বিশ লইয়া থাকগা শেখানে ॥
আমার পদের চিন্ন থাকিল মস্তকে ।
গরূড়ের ভয় নাহি থাকগা কৌতুকে ॥
জতো নাগপত্নি সব আনন্দিত মোন ।*
শেহি হ্রদ ছাড়ি কালি[৩] করিলা গমন ॥
পুত্র কন্যা লয়া তারা জতেক পরিবার ।
রমনক দিপে জায়া থাকিলা পুনর্ব্বার ॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—বিপ্র পরস্থরাম গান স্থন ভগবান ।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান ॥

১-১ এই স্থান ২ জাহ

* এই চরণের পরিবর্ত্তে—এতেক স্থনিয়া কালি কৃষ্ণের বচন ।

৩ তবে

কালিন্দির জল হইল অম্রতো শোমান।+
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করো অবধান॥
রমনক দিপেত থাকিল সর্প্পগোন।
পুর্ব্বে শেহি দ্বিপ কালি ছাড়িল কি কারন॥
সুকদেব বোলে রাজা সুন মহাশয়।
শেহি দিপে ছিল বহু গরূড়ের ভয়॥
তাহাতে আছিল তার জতো নাগগন।*
য়েকদিন য়েক সর্প্প দেন য়েকজন॥
শেহি সর্প্প থুইল নিয়া ব্রক্ষের উপরে।
য়েকদিন কালি তাহা খাইল অহংঙকারে॥
সুনিয়া গরূড় তবে মহা ক্রোধ হইল।
ক্রোধ করি পাকসাট কালিকে মারিল॥
গরূড়ের ভয়ে কালি পরিবার লইয়া।
অগম্য কালির দহে থাকিল পলাইয়া॥
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করি নিবেদন।
গরূড়ে না আইল য়েথা কিশের কারন॥
সুকদেব বোলে রাজা করো অবধান।
য়েকদিন গরূড় আইসাছিল শেহি স্থান॥
শেহি হ্রদে সকুল[১] য়েক[১] পোলাগুলি লয়া।
গরূড়ে খাইল শেহি সকুল ধরিয়া॥
তা দেখি শৌবর[২] মনির দয়া উপজিল।
কি কর্ম্ম করিলা গরূড় বলি জিজ্ঞাসিল॥
এহি হ্রদে প্রানী হিংশা করিবা জখন।
অবিলম্বে প্রান ছাড়ি মরিবা তখন॥

+ এই চরণ নাই

* অতিরিক্ত পাঠ— আসিয়া গরূড় তাহা করেন ভক্ষণ।
দিনে দিনে পালি কৈল জত নাগগন

১-১ সকুল্য চরে ২ সৌভরি

এহি কথা কহিয়াছিলা মনির নন্দন ।*
গরুড় না আইলা তথা এহি শে কারন ॥*
য়ে সকল সমাচার কেহো নাহি জানে ।
কালী তাহা জানিয়া আইলা শেহি স্থানে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা সুন সর্ব্বজনে ।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

দাবাগ্নি মোক্ষণ

ধানসি রাগ

কমল নঞান হরি কালিকে দমন করি
উঠিলেন মুরলি[১] বয়ান[১] ।
সভে আনন্দিত হইল মিত্তু জেন প্রান পাইল
হরিশ হইল সর্ব্বজন ॥
জশোদা নন্দের রানি কোলে নিলা জাদুমনি
চাদ মুখ করিলা চুম্বন ।
প্রভূ বলরাম আসি বদনে ইসদ হাসি
কৃষ্ণেরে করিলা আলিঙ্গন ॥
আনন্দিত নন্দরায় কোলে নিলা জাদু রায়
প্রেমেত পুরিল ব্রজবাসি ।
গাভি ব্রস বৎসগন সভে আনন্দিত মোন
রহিনী কৌতুক অভিলাশী ॥
ছিদাম সুদাম ভাইয়া প্রান প্রিয়ো কৃষ্ণ পাইয়া
মহানন্দে বোলে হরিবোল ।
ধবলী সাওলী গাই সভে হইয়া য়েক ঠাই
প্রেমানন্দে কৌতুকে বিভোল ॥

* এই পদ নাই ১-১ মুরুলি বয়ানে

জতো রিসী মুনিগন সভে আনন্দিত মোন
নন্দেরে বোলেন কুতুহলে।
তোমার বালক হরি কালিকে দমন করি
রক্ষা পাইলা বড় পুর্ন্যফলে॥
য়েহিরূপে দিন গেলো রাত্রী উপস্থীত হইল
শ্রান্ত যুক্ত ব্রজবাসিগন।
শেহি রাত্রী শেইখানে কালিন্দীর উপবনে
আনন্দিতে থাকিলা সকলে॥
দুই প্রহর রাত্রী হইল হেনকালে অগ্নী হইল
দাবানল গহোন কাননে।
মায়া কৈল নারায়ন নন্দ আদি গোপগোন
নিবেদন কৃষ্ণের চরনে॥
অহে কৃষ্ণ অহে রাম বিক্রমেতে অনুপাম
রক্ষা মোরে করো দাবানলে।
দয়ার ঠাকুর হরি দুই হাতে অগ্নি ধরি
পান কৈলা মোন কুতুহলে॥
কালির দমন গীত অতি বড় সুললিত
জেবা গাএ জেবা ইহা শুনে।
ই[১] তিন ভূবনে তার সর্প্প ভয় নাহি য়ার
পরকালে পায় নারায়ন॥
সুন সুন ভক্ত সব কৃষ্ণগুন মহর্ছব
কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
বিপ্র পরূশরামে গায় না ভজিয়া রাঙ্গা পায়
ভব সিন্ধু কিশে হবা পার॥+

১ এ

+ কালিয়দমন সমাপ্ত

প্রলম্ব বধ

শ্রীরাগ

সেই রাত্র ছিলা সভে কালিন্দির কুলে।
রজনি প্রভাত কালে আইলা গকুলে॥
ছিদাম আদি সিসু আর ঘোশ নন্দ রায়।
আনন্দিত হইয়া সভে কৃষ্ণ গুন গায়॥
সভে বোলে আরে ভাই নন্দের নন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়ে সব না বুঝি কারন॥
কালিয়ে দমন কৈলা বড়ই অদ্ভুত।
দাবানলে বিপাকে রাখিল নন্দ সুত॥
পুতুনা মক্ষন আদি জতো কর্ম্ম আর।
অপুর্ব্ব প্রভূর লিলা কি কহিব তার॥
এইরূপে গোপ সব গকুল নগরে।
রামকৃষ্ণ তুটী ভাই কৌতুকে বিহারে॥
গরূ রাখিবার ছলে ঠাকুর শ্রীহরি।
খেলেন বিনদ খেলা রাম সঙ্গে করি॥
য়েকদিন প্রভাতে উঠিয়া জনার্দ্দন।
সিঙ্গা বেনু নিসানে ডাকিল সিসুগন॥
বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণ গোধন লইয়া।
প্রেবিসিলা ব্রন্দাবনে আনন্দীত হইয়া॥
কিবা শেহি ব্রন্দাবন অতি পুন্যচয়।*
গ্রীস্বকালে বুঝি জেন বসন্তের বাও॥*
নির্ম্মল সলিল বহে কোমল সহিত।*
নদি সরোবর নিল উৎপল সোভিত॥*
নানা পুস্পে নানা ফল অতি সু সুন্দর॥*
চিত্র বিচিত্র তাহে চরে মৃগগন॥*

এই পদগুলি নাই

কুকিলে পঞ্চম গায়ে ভ্রমরা গুঞ্জরে ।*
আনন্দে মউর নাচে সারস কুহরে ॥*
নটবর[১] বেশ কৃষ্ণ[১] ব্রজ সিসু লইয়া ।
খেলেন শ্রীব্রন্দাবনে আনন্দীত হইয়া ॥
কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো তান ধরে ।
ভালো ভালো বলি কেহো কোল দেয় তারে ॥+
তাল পাতের সাঙ্গা কারো শোনার সাঁকলী ।**
কেহ বাজায় কারো দোলে কর্থস্থলি ॥**
ব্রর্ম্মা আদি দেব সব ব্রজ সিসু হইয়া ।
সভে মেলি ভজে কৃষ্ণ ব্রন্দাবনে পাইয়া ॥
খেলেন শ্রীব্রন্দাবনে রাম ভগবান ।
করতালী দিয়া ব্রজ সিসুরে নাচান ॥
ক্ষেনে বায়ে ক্ষানে গায়ে রাম দামদর ।
ভালো ভালো বোলে কেহ আইস বুঝি বন ॥
কার হাত ধরি কেহো পাক নাড়া দেয় ।
পাক দিয়া কেহো কারে টেলিয়া ফেলায় ॥
কোন সাঁসু ভেটা খেলে শ্রীফল লইয়া ।
লুকালুকি খেলে কেহো অন্ধকারে হইয়া ॥
ছোও ছোও বলি কেহো আগে ধাইয়া জায় ।++
আনন্দে সকল সিসু খেলিয়া বেড়ায় ॥
কখন কৃষ্ণেকে কেহো পাটে করে রাজা ।
পাত্র হইলা বলরাম ছিদাম হইলা প্রেজা ॥

* এই পদ নাই
১-১ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই
+ মধ্যে মধ্যে নিত্য করে নটুয়া গোপাল ॥
** এই পদ নাই
++ ছুই ছুই বল্যা কেহু তার পাছে জায় ।

সুবল ধরিলা ছত্র মস্তকে উপরে।
ভদ্রশেন নামে সিসু ঢুলায় চামরে॥
য়েহিরূপে ব্রন্দাবনে রাম দামদর।
ব্রজ সিসু সঙ্গে করি খেলান সুন্দর॥
ভাগবত ইত্যাদি

মোনে হইল বিশদ খেলা চল জাই ভাণ্ডীর তল।*
খেলাইব জতো আছে মোনে॥* ধুয়া

য়েহিরূপে রামকৃষ্ণ কৌতুক করিয়া।
আনন্দে খেলান খেলা সিসু পসু লইয়া॥
হেনকালে প্রলম্ব কংশের অনুচর।
গোপালের বেশ ধরি আইলা সর্ত্তর॥
কংস তারে পটাইয়াছে[১] করিয়া চাতুরি।
রাম কৃষ্ণ বধ গীয়া সিসুরূপ ধরি॥
বালকে প্রেবেসি[২] খেলে[২] বালক হইয়া।
হাসিতে লাগীলা কৃষ্ণ তাহারে দেখিয়া॥
তার সঙ্গে পিরিতি করিয়া জাদুরায়।
মারিবার তরে তারে করিলা উপায়॥
কৃষ্ণ বোলেন আরে ভাই সুন সিসুগনে।
ভালো আর বিনদ খেলা পড়ি গেলো মনে॥
ভাণ্ডীর তলায় জায়া খেলি কুতুহলে।
দুই ভাই দুই দিগে হইলা[৩] শোমানে[৩]॥
শোমান খেড়ুয়া নেহ বাটায়া বাটায়া।
খেলায়[৪] হারিলা শেহি কান্ধে বয়া লয়[৪]॥

* এই দুই চরণ নাই

১ পাঠাইল　　২-২ প্রবেস দৈত্য　　৩-৩ বেট্যা নীল বন

৪-৪ খেলাতে হারিলে ভাই কান্ধে নিবে বয়্যা॥

জে জন জিনিবে তারে[১] কান্ধে করি লয়া[১]।
পর্ব্বত নিকটে তারে রাখিবেক নিয়া ॥
এহি পোন নিম্নয় করিয়া সিস্থগন।
খেলান ভাণ্ডীর তলে আনন্দীত মোন ॥
ছিদাম স্থদাম খেলে বলরাম নিয়া।
ভদ্রশেন প্রলর্ম্ব কৃষ্ণের দিগে হয়া ॥+
কংস অনুচর শে প্রলম্ব নাম ধরে।
কান্ধে করি বলরামেক নিল বহু দূরে ॥
বহিতে না পারে দর্ত্ত শ্রমজুর্ক্ত হইল।
দুর্য্যায় সরির বির নিজ মুর্ত্তি হইল ॥
তা দেখিয়া বলরাম হইলা অধির।
তবে প্রভূ বলরাম ভাবিয়া অন্তরে।
বজ্র মুখটী[২] মারে প্রলম্বের সিরে ॥*
পড়িল প্রলর্ম্ব বির প্রান হারাইয়া।
দেবে করে পুর্স্প বিষ্টী আনন্দীত হইয়া ॥
ইন্দ্রের বজ্র জেন পর্ব্বতে পড়িল।
তেনিমত বলরাম প্রলর্ম্ব বধিল ॥

১-১ ভাই কান্দে নিবে বয়া

+ এই চরণের পর অতিরিক্ত পাঠ—

এইরূপে সিস্থ সব কৌতুকে খেলাই।
হারিলেন কৃষ্ণচন্দ্র জিনিলা বলাই ॥
পরাজয় হৈলা জদি দেব চূড়ামনি।
শ্রীদামেরে স্কন্ধে করি নিলেন আপনি ॥
স্থদাম সিস্থরে ভদ্রসেন নিল বয়া।
বলাই করিলা কান্দে প্রলম্ব আসিয়া ॥

২ মুটকি

* অতিরিক্ত পদ—মারিলা দারুন কিল মাথার উপরে।
মুণ্ড জায়া প্রবেসিল স্কন্ধের ভিতোরে ॥

পাপ দর্ত্ত্য প্রলর্ম্বের হইল মরন।
উর্দ্ধ বাহু করি নাচে এ তিন ভূবন ॥
হাসিয়া কৌতুকে তবে প্রভূ বোনমালি।
বলরাম সহিতে করিলা কোলাকুলি ॥
জতেক রাখালগোনে বিশ্বয় হইয়া।
বলরাম প্রশংসিলা সাধুবাদ দিয়া ॥
জে জন স্থনয়ে য়েহি প্রলর্ম্ব মক্ষন।
সেজন অবস্য পায়ে গোবিন্দ চরন ॥

পশু ও গোপালকদিগকে দাবাগ্নি হইতে মোচন

শ্রীরাগ

খেলা করো ত্তর ভাইয়া খেলা করো ত্তর।*
ধবলি পালায়া যান হারায়া বাছুর ॥ ধুয়া ॥*
ক্রীড়াতে আসক্ত হইয়া জতো ব্রজবালা।
আনন্দে ভাণ্ডীর তলে খেলে নানা খেলা ॥
জতেক[1] মহিস আর জতো গাভি[1]গোন।
ত্রৃনো লোভে তারা সভে গেলো ত্তর বোন ॥
য়েক বোন হইতে ধেন্থ আর বোনে গেলো।
মুঞ্জাটবি[2] বোনে জাইয়া প্রেবেস করিল ॥
শেহি মুঞ্জাটবি বোনে গীয়াছে আনল।
তাপীত হইলা অগ্নী জালাতে সকল ॥
অগ্নীর জালাতে সব[3] জতেক[3] গোধন।
পথ হারাইয়া তারা কৈরাছে রোদন ॥

* এই পদের উল্লেখ নাই

১-১ সেই বনে হৈতে তবে জত ধেন্থ ২ মঞ্জাটবি

৩-৩ অজা মহিস

জতেক রাখাল য়েথা ধেনু না দেখিয়া।
ঠাকুর কানাইর ঠাই বলিল কান্দিয়া ॥
কৃষ্ণ বোলে দাদা বলাই সুন মোর বোল।
খেলা দুর করো ভাই ধেনু কোথা গেলো ॥
কৃষ্ণ বলরাম আদি জতো সিসুগন।
ধেনু অন্যাসনে সভে প্রেবেসিলা বোন ॥
জে পথে গীয়াছে ধেনু নব ত্রন খাইয়া।
গোখুরের পথে জান চির্ন্ন শেহি[১] দিয়া[১] ॥
মঞ্জটবি নামে বোনে জতো ধেনু গন।
তাপীত হইয়া সভে করিয়াছে রোদন ॥
তা দেখি সকল সিসু আনন্দিত মোন।
নিজ নিজ নামে ধেনু ডাকে সর্ব্ব জন ॥
মহিশের গঞ্জনে দুই ভাই সহোদর।
ধবলি সাওলি বলি ডাকিছে সর্ত্তর ॥
হাম্বা রবে ধেনু[২] সভে লইয়াছে[২] উর্ত্তর।
গাভি মহিস অজা য়েকেত্র হইল।
দাবানল তাপে তারা কান্দিতে লাগীল ॥
পবনে দ্বিগুন বাড়ে বনের আনল।
দেখিয়া পাইলা ভয় রাখাল সকল ॥
কান্দীয়া কৃষ্ণের ঠাঞী বলে সিসুগন।
দারুন আনলে রক্ষা কর নারায়ন ॥
মহাপ্রেভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ আর বলরাম।+
অগ্নীতে দাহন হইলাঙ কর পরিত্রান ॥
সুনিয়া বোলেন কৃষ্ণ ভকত বৎসল।
দুই চক্ষু মুদ ভাই রাখাল সকল ॥

১-১ গোড়াইয়া ২-২ গাভি সব দিছেন

\+ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রেভু ভগবান।

য়েতেক সুনিঞা চক্ষু মুদে শীসুগন।
পান কৈলা দাবানল প্রভু নারায়ন॥
গাভি মহিস অজা জত সিসুগন।
মায়াতে রাখিলা[১] কৃষ্ণ[১] ভাণ্ডির বোন॥
সিসুরে বোলেন কৃষ্ণ চক্ষু মেল ভাই।
চক্ষু মেলি দেখেন সভে আইলা শেহি ঠাঞী॥
বড় অপরূপ ভাই বড় অপরূপ।*
কানাঞী মোনিশ্য নহে জানিলাম সরূপ॥*
সিসুগন বোলে ভাই বড়ই অদ্ভুত।
কতো জোগ মায়া জানে এহি নন্দসুত॥
মঞ্জটবি নামে বোনে মুদিনু নয়ান।
চক্ষুর নিমিশে পুনু আইলাম য়েহি ঠাই॥
য়েহিক্ষানে কেমনে ভাণ্ডীর তলে আইলাম।
কানাই মানুষ নহে নিশ্চয় জানিলাম॥
স্তনপানে পুতুনারে বধিলা জখন।
কি জোগ কানাই জানে জানিছি তখন॥+
দারুন সকট ভাঙ্গী পৈড়াছিল গায়ে।
ঝড়ে উড়াইল সিসু তাহে রক্ষা পাএ॥
জমল অর্জুন ভাঙ্গে বাধা উদুখলে।
বৎসাসুর বধিলা দেখিনু কুতুহলে॥
বক মারি খণ্ডাইলা দেবতার তাপ।
উদরে প্রেবেশী মারিলা অজাগর সাপ॥
বিশজল খাইয়া মরিছিল সিসুগনে।
তাহাতে রাখিলা কৃষ্ণ কিবা মন্ত্র জানে॥

১-১ আনিলা প্রভু
* এই পদ নাই
+ কত জোগ মায়া জানে না বুঝি কারন॥

কালীকে দমন কৈল বড়ই অদ্ভুত।
দাবানলে বিপাকে রাখিলা নন্দসুত॥
কোথা ছিলাম কোথা আইলাম এহি অপরূপ।
কানাই মানুষ নয় জানিলাম স্বরূপ॥
য়েহি রূপে সিসু সভে প্রসংসিলা কানু।
দিন অবশেশে কৃষ্ণ বাজাইলা বেনু॥+
ধবলি সাওলী আদি জতো সিসুগণ।
চালাইয়া ঘরে আইলা আনন্দিত মোন॥
সিঙ্গা বেনু বাজাইয়া আইলা গকুলে।
গোপী সব চাদ মুখ দেখে কুতুহলে॥
আনন্দিতে জশোদা লইলা জাদুমনি।
য়েক তিল না দেখিলে জুগ হেন মানী॥
সঙ্গের রাখালগণ গকুলে কহিল।
প্রভু বলরাম আজি প্রলম্ব মারিল॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম সুন দিয়া মোন।
মঞ্চটবি বোনে গীয়াছিল ধেনুগন॥
জতেক রাখাল গেলা ধেনু আনিবারে।
দাবানলে মরিছিল বোনের ভিতরে॥
কৃষ্ণের বচনে সভে মুদিলাঙ নঞান।
চক্ষের নিমিশে পুনু আইলাঙ শেহিস্থান॥
সুনিঞা বিশ্ময় হইলা জতো গোপীগন।
সাধুবাদে প্রসংসিলা রাম ভগবান॥
সুন সুন আরে ভাই সুন বুদ্ধিমান।
কদাচ মানুষ নয় কৃষ্ণ বলরাম॥
য়েহিরূপে রাম কৃষ্ণ গকুল নগরে।
বরশা সরত কালে কৌতুকে বিহরে॥

+ বেনু বাজাইয়া কৃষ্ণ আইল অবসানে॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত স্থন সর্ব্বজনে।
পরিণামে ত্রাণকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

গোপিকাগণের গীত

য়েকদিন কৃষ্ণ চন্দ্র সিস্থ পস্থ সঙ্গে।
নটবর বেশে বোনে প্রেবেসিলা রঙ্গে ॥
জমুনার মাটে কৃষ্ণ বাজাইলা বাশী।+
গোপীকার কন্নে তাহা প্রেবেসিলা আশী।
স্থনিয়া বংশীর রব জতো গোপীগণ।
অনঙ্গে মাতেন সভে আনন্দীত মন ॥
প্রেয়ো সখিগণে ডাকি কহে সখিগণ।
মধুর বংসির গান মন দিয়া শোন ॥
এক চির্ত্তে মধুর বংসির গান স্থনী।
আনন্দে মাতল জতো গোপের রমনি ॥
সভে বোলে য়েহি বংশী বড় পুন্ন্য বান।
কৃষ্ণের অধরামৃত করে স্থধা পান ॥
না জানী কি কঠিন ব্রত করিল মরুলি।
চাদ মুখে স্থধা পীয়ে হইয়া কুতুহলি ॥
স্থনিয়া বংসির গীত জতো ব্রজকুল।
লোমাঞ্চিত হইয়া প্রেমে হইছে আকুল ॥
ব্রজকুলে জর্ম্ম বংশীর কৃষ্ণের বয়ানে।
দেখিয়া সকল ব্রজ আনন্দীত মোনে ॥
মধুর বংশীর গীত স্থন গোপী গোন।
নাচিয়া গাইয়া বোলে আনন্দীত মোন ॥

+ কদম্ব তলাতে কৃষ্ণ বাজাইলা বাসি।

ধন্য ধন্য ভ্রগগণ সার্থক জিবন।
নন্দ নন্দনের গীত তারা সভে শোনে ॥
মধুর বংশীর ধ্বনি স্তনে কৃষ্ণসার।
রথে চরে দেব কন্যা দেখে শোভা তার
আকুল বংশীর সরে জত গোপনারি।
স্তকিত নয়ানে তারা নিরর্খে মুরুলি ॥
গাভি সভ আনন্দীত উভ দুই কান।
কৃষ্ণ মুখে বেনু গীত করে স্নধা পান ॥
জতেক বৎসগণ মুরলী স্তনিয়া।
বাটে মুখে ফেনা বয় দুই পাশ বইয়া ॥
পস্বরূপ[১] ধরিয়া জতেক মনিগণ।[২]
আনন্দে বংশীর গীত করেন শ্রবন ॥
জমুনা উজান বহে স্তনিয়া মরলী।
ব্রজবাশীগন জতো মোনে কুতুহলি ॥
মধুর মরলি কৃষ্ণের স্তনি ব্রন্দাবনে।
স্তনিয়া শে গুপী সব আনন্দিত মোনে ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরূসরামে ভূনে।

গোপিগণের বস্ত্র হরণ

সিন্ধুড়া রাগ

আইল হেমন্ত রিতু মাস অগ্রাহান।
কাত্তায়ানি পুজা করে জতো গোপীগণ ॥
নন্দের মন্দীরে জতো কুমারি অঙ্গনা।
কাত্তায়ানী পুজা করে হইয়া য়েকমোনা ॥

১ পস্করূপ ২ দেবগণ

মিত্তীকাতে সুনির্ম্মান করিয়া ভবানী।
কালিন্দির ঘাটে সভে পুজে কার্ত্তায়ানী॥
গন্ধ পুর্প ধুপ দিপ বলি উপহারে।
পুরান (?) তণ্ডুল ফলে পুজয়ে সাদরে॥
কার্ত্তায়ানি পুজী সভে মাঙ্গী লয়ে বর।
স্মামি করি দেহ মোরে নন্দের কুমার॥
য়েহি বর মাঙ্গে সব গোপের কুমারি।
আমা সভার স্মামি হউক নন্দ সুত হরি॥
য়েকদিন শেহি সব গোপের কুমারি।+
চলিল জমুনার ঘাটে হাতাহাতি ধরি॥
কুলে বস্ত্র রাখী সভে বিবশন হইয়া।
জল ক্রীড়া করে গুপী কৃষ্ণ গুন গাইয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র গীয়াছিলা গোধন রাখিতে।
শেখানে আইলা কৃষ্ণ ব্রজ সিসু সাথে॥
তা সভার বস্ত্র হরি নিলা কুতুহলে।
সত্বরে উঠিলা কৃষ্ণ কদম্বের ডালে॥
ছিদাম আদি সিসু সভে মোনে কুতুহলি।
তা দেখিয়া গোপী সব হইলা ব্যাকুলী॥
জল কৃড়া করে জতো গোপের কুমারি।
জলে বস্ত্র ছিল সভার কেবা নিল হরি॥
চঞ্চল নঞান গুপী চান চারি পাশে।
আচম্বিতে বস্ত্র হইরা নিল কোন জনে॥
ভাগবত ইত্যাদি*

+ এই রূপে বর লয়া গোপের কুমারি।

* দ্বিজ পরসুরাম গান সুন ভাগ্যবান।
এ ঘোর সাগরে কৃষ্ণ কর পরিত্রান॥

পটমঞ্জরি রাগ

আমরা জল খেলা খেলি প্রতি দিনে ।*
চোর বলি মোরা কভো নাহি জানি মোনে ॥*
সভে বোলে য়েকি সখি হইল পরমাদ ।*
অনুমানে বুঝি য়েহি বিধাতার বাদ ॥*
বিবসন হইয়া আছি জতো সহোচরি ।*
কেমনে জাইব মোরা সভে ব্রজপুরি ॥*
ভকতি করিয়া চণ্ডী পুজি বহু সাধে ।*
কি হেতু ঠেকিনু সখি হেন পরমাদে ॥*
চণ্ডীকা আপনে আসি হইলা সদয় ।*
তাথে হেন পরমাদ দেখি লাগে ভয় ॥*
নিজ পতি পাবো বলি ভাবি ব্রজাঙ্গনা ।*
তাহে কেনে হইল সখি য়েত বিড়ম্ব্র্না ॥*
জদি গুরুজন সভা আইশে য়েহি কালে ।*
তবে ঝাপ দিব সভে জমুনার জলে ॥*
সবে আছি স্যামরূপ করিয়া ধিয়ান ।*
জমুনাতে জাইয়া সভে ছাড়িব পরান ॥*
তিনে থাকি চক্রবর্ত্তি পরুসরাম বোলে ।*
তোমার স্যামে মএ দেখ কদম্ব তলে ॥*

+

জশোর নন্দন হরি করি নিবেদন ।
বস্ত্র দান দিয়া করো লর্জ্যা নিবারন ॥
কৃষ্ণ বোলেন উঠি আইস জতেক গোপীনি ।
জার জে বশন হয় নিয়া জাও চিনী ॥
কার্ত্তায়ানি পুজা সভে করো গোপীগনে ।
মির্থা কথা তোর্দ্দের স্থানে কহিব কেমনে ॥

* এই পদগুলি নাই
+ বসন্ত রাগ

শুধাইয়া দেখ মোর সংঙ্গের রাখালে।
মিথ্যা কথা কখন না কহি কোন কালে॥
য়েতেক স্থনিয়া সব গোপের কুমারি।
সভে বোলে বুঝি গো সদয় হইলা হরি॥
কৃষ্ণের চাপল্য খেলা সুনী ব্রজসুতা।
প্রেমেতে পুর্ন্নীতা গোপী হইলা লর্য্যাজুক্তা॥
পরস্পর গোপী সব সভাপানে চাইয়া।
আনন্দে বিভোল গোপী কৌতুকে আশীয়া॥
সিতে কর্ম্পমান তনু জলে ডুব দিয়া।
কৃষ্ণেরে বোলেন কিছু কাতোর হইয়া॥
সুজন কানাই তুমি প্রেয়ো সভাকার।
তোমার উচিত নহে হেন ব্যাবহার॥
সিতল সলিলে তনু সিতে কর্ম্পমান।
হইনু তোমার দাশী দেহো বস্ত্রদান॥
তবে জদি বস্ত্র মোখে না দিবা কানাই।
জাইব রাজার কাছে ইথে দোশ নাই॥
কৃষ্ণ বোলেন তোমা জদি হবা মোর দাশী।
আমি জাহা বলী তাহা হও অভিলাশী॥
য়েখানে উঠিয়া আইস জতেক গোপীনী।
জার জে বসন হয় লয়া জাও চীনি॥
নতুবা বশন লয়া বয়া দিবে কে।
রাজারে[১] দেখাও তোমা[১] কি করিবে শে॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

১-১ রাজাকে দেখাইলে গোপি

সিন্ধুড়া রাগ

রাঙ্গা পায় কি বলিব আর ।+
তোমার উচিত নহে হেন ব্যবহার ॥+
য়েতেক স্তুনিয়া জতো গোপের কুমারি ।
হস্ত আর্ছাদনে আইলা হেট মাথা করি ॥
তুই হস্ত[১] আর্ছাদিত হইয়া সিত জুতা[১] ।
কাপীয়া কৃষ্ণের কাছে আইলা গোপ স্তুতা ॥
নিকটে আছিলা কৃষ্ণ কদম্বের ডালে ।
অতি তুরে হাশীয়া উঠিলা কুতুহলে ॥
দেখিয়া সকল গুপী করে হায় হায় ।
কেনে য়েতো তুঃখ দেও স্তুন স্যামরায় ॥
কৃষ্ণ বোলে গোপী সবে স্তুন মোর কথা ।
তোমাদিগেক ক্রোধ বড় বরুন দেবতা ॥
বিবস্ত্র হইয়া সভে জল ক্রীড়া কৈলা ।
বরুনের ঠাই সভে অপরাদি হইলা ॥
পুটাঞ্জলী হইয়া সভে করো নমস্কার ।
বরুন খিমেবেন দোশ তোমা সভাকার ॥
য়েতেক স্তুনিয়া জতো গোপের কুমারি ।
জোড় হাত হইয়া সভে নমস্কার করি ॥++
কাতোর গোপীনি দেখি প্রভূ নারায়ন ।++
বস্ত্র দিয়া গোপীকার তুসীলেন মোন ॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—
নিজ নিজ বস্ত্র জদি না নিবে চিনিয়া ।
হের দেখ বস্ত্র সব ফেলিব চিরিয়া ॥

১-১ হাতে জোনি আচ্ছাদিয়া ব্রজসুতা

++ এই চরণের স্থলে—প্রণাম করেন গোপি হয়া জোড় হাত ।
আনন্দে গোপির অঙ্গ দেখেন জত্নাথ ॥
জতেক কুমারি দেখি শ্রীনন্দ নন্দন ।

আনন্দে সকল গোপী পরিলা বশন।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গোপী কৈল নিবেদন॥
তোমা বহি কৃষ্ণ মোরা কিছুই না জানি।
আমাদের অভিলাশ না জান চক্রপানী॥
জে সব কামনা মোরা করিয়াছি মোনে।
কহিতে না পারি তাহা লর্জ্যার কারনে॥
এতেক স্থনিয়া কৃষ্ণ গোপীকার বচন।
মধুর বচনে তোশে সভাকার মোন॥
জাহা লাগী পুজা করো দেবি কার্ত্তায়ানি।
জে বাঞ্চা কৈরাছ মোনে সব আমি জানি॥
বাঞ্চা সিদ্ধি হবে গোপী জাহ নিজ ঘরে।
নিশ্চয়[1] কহিনু সভে[1] পাইবা আমারে॥
য়েতেক স্থনিঞা জতো গোপের কুমারি।
মোনেতে জানীলা জে প্রসর্ন্ন হইলা হরি॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ ধিয়ান করিয়া।
ঘরে ঘরে গেলা সভে আনন্দিত হইয়া॥
ভাগবত ইত্যাদি+
দৈবকি নন্দন হরি ব্রজ সিস্থ সাথে।
ধেনু[2] লইয়া বোনে[2] গেলা ব্রন্দাবন হইতে॥
দোশারি কদর্ম্ব গাচ কালিন্দির ঘাটে।
আনন্দে সকল সিস্থ গেলা শেহি মাঠে॥
কদম্বের ছায় দেখি প্রভূ নারায়ন।
সিগ্রগতি কহে কিছু মধুর বচন॥
দেখ দেখ ব্রক্ষ শব সার্থক জিবন।
করিতে পরের হিত আনন্দিত মোন॥

১-১ নিসাকালে আইস গোপি
+ ইহার উল্লেখ নাই
২-২ ধেনুর উদ্দিসে

ভারতে জন্মিয়া জদি করে পর হিত।
ধর্ম্ম সাস্ত্রে লিখিয়াছে শেহি তার রিত॥
য়েতেক সিসুরে কৃষ্ণ নিত বুঝাইয়া।
চলিলা জমুনার ঘাটে আনন্দিত হইয়া॥
নম্রমান[১]তরু সব আছেন[১] দোশারি।
তার মদ্ধে সিসু সঙ্গে চলিলা মুরারি॥
জমুনাতে সিসু সব কৈলা জল পান।
আনন্দে খাইলা জল রাম ভগবান॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সর্ব্বপাপ নাশা।
গান বিপ্র পরুশরাম গোপাল ভরশা॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পূজা গ্রহণ

বড়ারি রাগ

জমুনার উপবোনে ছিদাম আদি সিসুগনে
ধেনু রাখে আনন্দিত মোনে।
খুধায় আকুল হইয়া রামকৃষ্ণ স্বরিয়া
বোলে সিসু কোমল বচনে॥
অহে রাম নারায়ন দুষ্ট দর্ত্ত্য বিনাশন
রাঙ্গা পায়ে করি নিবেদন।
ঠাকুরালি বুঝি[২] হবে[২] খুধার্ত্তি হইয়াছি সভে
বোন মদ্ধে করাহ ভোজন॥
এতেক স্বনিঞা হরি তরাইতে[৩] বিপ্রনারি[৩]
হাশীয়া বোলেন ভগবান।
বেদবান দিজগনে জজ্ঞো করে জেইখানে
সভে মেলি জাও শেহি স্থান॥

১-১ কদম্বের সাখা তরু দুদিগে ২-২ জানি এবে
৩-৩ সিসুগনে কৃপা করি

অতি[১] দুট[১] দিজবরে সর্গহেতু জুর্দ্দ করে
কহো জাইয়া সভার গোচরে।
রাম কৃষ্ণ দুই জনে গোধন রাখেন বোনে
পঠাইলা অন্ন মাঙ্গিবারে॥
এত সুনি সিসুগন বোলে সুন নারায়ন
য়েহো[২] নাকি হইয়াছে কি[৩] হবে।
জজ্ঞ করে দিজরাজে ব্রার্হ্মন ভোজন কাজে
আমা সভারে কেনে অন্ন দিবে॥
কৃষ্ণ বোলেন আরে ভাইয়া আমাদিগের নাম লইয়া
কহো জাইয়া বিপ্রের সমুখে।
দিবে বিপ্র অন্নদান ইথে না ভাবিয় আন
অবিলম্বে আসিবে কৌতুকে॥
এতো সুনি সিসুগণ হয়া আনন্দিত মোন
গেলা সভে বিপ্রের সাক্ষাতে।
অবনী লোটায়া কায় প্রনমিলা বিপ্র পাও
নিবেদন করে জোড় হাতে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরসরামে করিলা রচন॥

ভাটিয়ালি[৪] রাগ

ছিদাম আদি সিসু বোলে অর্ন্ন দেহো মুনি।
রাম কৃষ্ণ পঠাইলা জজ্ঞের কথা সুনি॥ ধুয়া॥*
জতেক রাখালগন হইয়া জোড়হাত।
নিবেদন করে সভে বিপ্রের সাক্ষাত॥

১-১ জত সিষ্ট ২ এই ৩ না ৪ ভাটিআরি
* এই পদ নাই

স্থন স্থন বিপ্রগন নিবেদন করি।
আমা সভাকারে পঠাইলেন শ্রীহরি ॥[১]
কৃষ্ণ বলরাম তারা ভাই দুইজন।
য়েহিখানে নিকটে তারা রাখেন গোধন ॥
খুধাতে আকুল বড় হইছে দুটি ভাই।
অর্ন্ন মাঙ্গি পটাইল তোমাদের ঠাঁই ॥
দেহ দেহ বিপ্রগন দেহো অন্নদান।
ভোজন করিবে বোনে রাম ভগবান ॥
য়েতেক স্থনিয়া বিপ্র মুর্খ দুরাচার।
না স্থনে সিস্থর কথা করি অহংঙকার ॥
সর্গ হেতু জজ্ঞ করে ভাবে মোনে মোন।
কেহ অর্ন্ন নাহি খায় দেবতা ব্রার্হ্মন ॥
তন্ত্র মন্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভূ নারায়ন।
জজ্ঞভূর্ক্তা জজ্ঞকর্ত্তা পতিত পাবন ॥
ব্রর্হ্ম স্বরূপ তেনি দেব ভগবান।
হেন প্রভূ দিজেরে মাঙ্গিছে অন্নদান ॥
মুর্খ বিপ্রগন তারা তর্ত্ত না জানিয়া।
নাহি দিল অর্ন্নদান রাখাল বলিয়া ॥
জতেক রাখালগন নৈরাশ হইয়া।
কৃষ্ণবলরামে সভে কহিলা আসিয়া ॥
তখনি বলিছি কৃষ্ণ কথা না শুনিবে।
রাখাল বলিয়া প্রভূ অর্ন্ন নাহি দিবে ॥
এতো শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাশীতে লাগীলা।
পুনর্ব্বার সিস্থগনেক জতনে কহিলা ॥
জজ্ঞ[২]সালায় জথা আছে বিপ্র পত্নীগন।
তথা জায়া অন্ন মাঙ্গ স্থন সিস্থগন ॥

১ রাম হরি ২ পত্নি

আমাদের নামে অর্ন্ন সর্ব্বথায় দিবে।
সত্য মিথা বলি তাহা তখনী জানিবা॥
সুনিঞা য়েতেক কথা জতো ব্রজবালা।
উপনিত হইল জাইয়া জথা অর্ন্নসালা॥
জতো বিপ্র পত্নী সব শোভে অলঙকার।
দেখিয়া সকল সিসু কৈলা নমস্কার॥
দণ্ডবং করি সিসু কৈলা জোড় হাত।
নিবেদন করে বিপ্রপত্নীর শাক্ষাত॥
সুন সুন বিপ্রনারি করি নিবেদন।
খুধায় আকুল বড় রাম নারায়ন॥
কৃষ্ণ বলরাম তারা ভাই দুইজনে।*
অন্ন লাগী পটায়াছেন তোমাদের স্থানে॥*
দেহ দেহ বিপ্রনারি দেহো অন্নদান।*
ভোজন করিবেন বোনে রাম ভগবান॥*
এতেক সুনিয়া জতো বিপ্রের রমনী।
আনন্দে মাতিল সভে মোনে ভার্গ্য মানী॥
নিরবধি মোনে করি জে রাঙ্গা চরন।
অর্ন্ন মাঙ্গি পটাইয়াছেন শেহি নারায়ন॥
চতুর্ব্বিধ অন্ন নিল সুবর্ণের থালে।
চলিলা ব্রার্ম্মনি সব মোনে কুতুহলে॥
গঙ্গা আদি নদি জেন উদিত[১] প্রেবেশ।
চলিলা ব্রার্ম্মনি সব গোবিন্দ উর্দ্দেশ॥
স্বামি পুত্র বন্ধুগন নিশেদে আপার।
কৃষ্ণ মোনা বিপ্র পত্নি কে রাখিবে আর॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ ধিয়ান করিয়া।
চলিলা ব্রার্ম্মনি সব হাতে অন্ন লইয়া॥

* এই পদগুলি নাই
১ সমুদ্রে

জমুনার উপবোনে দিলা দরশন।
জেখানে গোধন রাখে রাম নারায়ন॥
দিজ পরশুরামে গান স্তুন সর্ব্বজন।
জারে ক্রপা কৈলা কৃষ্ণ নন্দের নন্দন॥

শ্রীরাগ

খুধায় নন্দের বালা বসিয়া ভাণ্ডীর তলা
অন্ন লয়া আইলা ব্রার্হ্মনি। ধুয়া+
মোহন জমুনা তিরে অশোকের বোন।
নতুন পল্লব সব দেখিতে শোভন॥
তার মাঝে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
দেখিয়া ব্রার্হ্মনি সভে করিলা প্রণাম॥
নবিন জলদি স্যাম তনু মোনহর।
ধাত্তত[১] প্রবাল দোলে শোভিত সুন্দর॥
নব গুঞ্জা অবতংশে সিখি চাদ সিরে।
পরিধানে পীত বাশ বোনমালা গলে॥*
ছিদামের অঙ্গে অঙ্গ হেলি ভগবান।*
বামহাতে পর্দ্দ্য ধরি সঘনে ফিরান॥*
বয়ানে ইসদ হাশ্য কিবা মোনহর।
কোটী চন্দ্র জিনী মুখ দেখিতে সুন্দর॥
দেখিয়া ব্রার্হ্মনি সব আনন্দ অন্তরে।
সোক দুঃখ তাপ জতো সব গেলো দুরে॥
শে শকল বিপ্র নারি তেজি গ্রহ[২] বাশা[২]।
বোনে আইলা কৃষ্ণ পদ করিয়া ভরশা॥

+ এই পদ নাই।
১ ধাএ
* এই চরণগুলি নাই
২-২ গৃহ আসা

বুঝিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ব্রার্ম্মনির মোন।
ইসদ হাশীয়া কোহেন মধুর বচন॥
আইস আইস বিপ্রনারি কেনে আইলা বোনে
সিস্থ দিয়া অর্ম্ন না পটাইয়া দিলা কেনে॥
তবে জদি আইলা বোনে দেখিলা আমারে।
অন্ন দিয়া সিগ্রগতি জাহো নিজ ঘরে॥
আমাতে হইল ভর্ক্তী তোমা সভাকারে।*
দিনে দিনে প্রিত মোনে পাইবা আমারে॥*
এতেক স্তনিয়া বোলে জতেক ব্রার্হ্ম নি।
ঘরে জাইতে না বলিহ প্রভূ চক্রপানি॥
ও রাঙ্গা চরন মাত্র সবে এহি জানি।
উহা বহি আমাদের গতি নাহি আর।
আইনাছি তুলসি পত্র চরনে দিবার॥
আখি নিরে চরন ধোয়াই সর্ব্বজনে।
মস্তকে করিয়া লব য়েহি সাধ মোনে॥
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ পতি আর মাতা পীতা।
পুত্র আদি করিয়া কিছু নাহি মোর বেথা॥
ভাই বন্ধু জদি মোর ছাড়য়ে শকল।
তভূ না ছাড়িব প্রভূ চরন কোমল॥
কৃষ্ণ বোলেন বিপ্র পত্নী স্তুন মোর কথা।
না ছাড়িবে পতি পুত্র আর মাতা পীতা॥
জে জন আমার গুন করয়ে শ্রবন।
ধ্যান করে গান করে আমাতে ভজন॥
তাহাতে পিরিতি আমি পাই অতিশয়।
নিকটে থাকিলে মোর প্রীত বড় নয়॥
অতয়েব বিপ্র পত্নি জাহো নিজ ঘরে।
স্বরন করিলে মোনে পাইবা আমারে॥

এই চরণগুলি নাই

য়েতেক মুনিঞা জতো বিপ্রপত্নীগণে।
ঘরে গেলা সভে মেলি আনন্দিত মোনে॥
সস্ত্রীক হইয়া তবে জতো বিপ্রগণ।+
আনন্দিত হইয়া কৈল জজ্ঞ সমার্প্পন॥+
তার মদ্ধে য়েক কথা বুঝ বুদ্ধিমান।
জখন ব্রাহ্মনি সব অন্ন লইয়া জান॥
য়েক জনার স্বামি তায় ধরি নিজ নারি।
দ্বারেতে কপাট দিয়া থুইল জত্ন করি॥
শেহি ত বিপ্রের নারি য়াশীতে না পায়া।
শেইখানে ছাড়ীল প্রান গোবিন্দ ভাবিয়া॥
অবিলম্বে পাইল জায়া গোবিন্দ চরন।
দিজ পরুসরামে ইহা করিলা রচন॥

সিন্ধুড়া রাগ

প্রভূ নারায়ন লয়া সিসুগন
ভোজন করিলা বোনে।
জতেক ব্রার্ম্মন না জানি কারন
দুঃখ ভাবে মোনে মোনে॥
প্রভূ বিশ্বোম্ভর রাম দামদর
অন্ন মাঙ্গি পটাইল।
কি মনে বুঝিয়া রাখাল বোলিয়া
অন্ন তারে নাহি দিনু॥
মুঃর্খ মোরা জতো ধর্ম্ম জ্ঞান হতো
অন্ন কেনে নাহি দিল।
ধন্য নারিগন কৃষ্ণের চরন
পাইল কি ভার্গ্য করিল॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—সুস্থির হইয়া জত বিপ্র পত্নিগণ।
আনন্দিত হয়া কৈল অন্ন সমর্পন॥

ধিক বিপ্রগন জন্ম ব্রর্থা জান
বৈমুখ হইলা হরি।
জে রাঙ্গা চরন লক্ষির জতোন
জোগী ধ্যানে না পাইতে।
শে হরি কানোনে গোধন পালনে
অন্ন চাহিছিল খাইতে॥
আহা নারিগন পাইলা নারায়ন
তার শোম নাহি হইনু।
কৃষ্ণের মায়ায় জোগী মোহ জায়
অশেষ তাহার লিলা।*
মানব হইয়া কে তারে বুঝায়
জানিবে তাহার খেলা॥*
তাহার চরনে জতো বিপ্রগনে
প্রনমোহে বারে বার।
কেহো বোলে ভাই ব্রজে চল জাই
দেখিগা নন্দকুমার॥
কেহো বোলে তায় তুষ্ট কংস রায়
স্তুনিলে প্রমাদ হবে।
জায়া নাহি কাজ ভাবো জহুরাজ
মোনেতে ভাবিলে পাবে॥
শ্রী জহুনন্দন করিয়া ভাবন
গান বিপ্র পরূসরাম।
কিঙ্কর দেখিয়া নিজ প্রেম দিয়া
ক্রপা করো ঘনশ্যাম॥

এই পদের উল্লেখ নাই

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ

শ্রীরাগ

বিনদিয়া জাদু চাদ নন্দের মন্দিরে ॥ ধুয়া ।*

কৃষ্ণ বলরাম দোহে ভাই দুই জনে।
চাপল্য কৌতুকে লিলা বাড়ে দিনে দিনে ॥
য়েকদিন নন্দ আদি জতো গোপগোন।
সভে মেলি ইন্দ্র জাগ কৈলা আরর্ম্বন[1] ॥
শে সকল তন্ত্র কৃষ্ণ জানিলা সকল।
মায়া করি কন কৃষ্ণ ভকত বৎসল ॥
সুন সুন আগো বাপু[2] কহো গো নিশ্চয়।
কার জজ্ঞ করো ইহা করিলে কী হয় ॥
বড় ব্যস্থ দেখি বাপু গোয়ালা সকল।
য়েই জজ্ঞ হইতে বাপু পাবে কোন ফল ॥
পুর্ব্বাপর আছে বাপু কিবা লোকাচার।
কহো গো ইহার কথা করিয়া বিস্তার ॥
নন্দঘোশ বোলে বাছা সুনরে গোপাল।
ইন্দ্র জাগ করি আমোরা জতেক গোয়াল ॥
জত দেখ মেঘগন কৃষ্ণের[3] মুরতি।
শেহি মেঘে বৃটী হইলে রক্ষা পায় ক্ষিতি ॥
নানা সস্য জর্ম্মে তাথে প্রানি রক্ষা পায়।
আনন্দে গোধন সব ত্রন জল খায় ॥
য়েহি হেতু ইন্দ্র পুজা করি সর্ব্বজনে।
সর্ব্ব লোক সুখে থাকে ইন্দ্রের পুজনে ॥
য়েতেক সুনিঞা কৃষ্ণ দেব গদাধর।
ভাঙ্গিতে ইন্দ্রের পুজা ভাবেন অন্তর ॥

* এই চরণ নাই

১ আরম্ভন ২ পিতা ৩ ইন্দ্রের

কৃষ্ণ বোলেন স্ুন বাপু[১] আমার বচন।
মিছা কার্য্য করো কেনে ইন্দ্রের পুজন॥
জর্ম্ম মিত্তু জতো দেখ সব কর্ম্মফলে।
স্ুক দুঃখ জেবা[২] থাকে লিখিল[২] কপালে॥
কপালে জে লেখা থাকে না জায় খণ্ডন।
কর্ম্মফলে স্ুক-দুর্খ ভূঞ্জে সর্ব্বজন॥
তবে বোল ইস্বর আছয়ে য়েক জোন।
কর্ম্মের অধিন তেনি আর কিছু নন॥
তস্মাৎ কর্ম্মের পুজা করো সর্ব্বজনে।
কোন কার্য্য হবে বাপু ইন্দ্রের অষ্চনে॥
গ্রাম ভোম[৩] নাহি তোমার[৪] নির্ত্তি[৪] পরবাশী।
কি কারনে ইন্দ্রের পুজা য়েতো অভিলাশী॥
গোধনের পুজা করোহ সর্ব্বজনে।
জত্ন করি পুজহ পর্ব্বত গোবর্দ্ধনে॥
বেদজ্ঞ ব্রার্হ্মনে তুমি ধেনু করো দান।
বিপ্রের য়াশীষে হবে তোমার কল্যান॥
স্ুম[৫] পুস্ত পর্কন্ন পএস[৫] আদি করি।
কুকুর চণ্ডালেক দেহ খাউক উদর ভরি॥
ত্রন য়াদি দেহ সব গোধনের তরে।
পর্ব্বতের পুজা করো বলি উপহারে॥
দিব্য অলঙ্কার পর জতো গোপীগন।
প্রদক্ষীন হইয়া পুজ গিয়া গোবর্দ্ধন॥
য়েহি শে আমার মোতো[৬] স্ুন নন্দরায়।
য়েহি কর্ম্ম করো বাপু[৭] জদি ইছ্যা জায়॥
শ্রীকৃষ্ণগুনান বানি সর্ব্ব পাপ নাশা।
গান বিপ্র পরশুরাম গোপাল ভরশা॥

১ পিতা ২-২ জত দেখ লিখন ৩ ভুমি ৪-৪ মোর নিত্য
-৫ স্ুপ অন্নপাক কর পায়স ৬ মত ৭ পিতা

রাগশ্রী

কানাই বলাই গকুলের প্রানধোন কানাই ॥ ধুয়া ॥*

নাশীতে ইন্দ্রের দর্প প্রভূ নারায়ন।
য়েতেক কহিলা কৃষ্ণ স্থুন গোপগোন ॥
নন্দ য়াদি গোপ সব য়েতেক স্থুনিয়া।
করেন কৃষ্ণের মত আনন্দিত হইয়া ॥
স্বস্তীক বাচন কৈল্যা জতেক ব্রার্হ্মনে।+
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত পুজেন গোপগনে ॥ +
জতো গোপ গোপী সব আনন্দীত হইলা।
দিব্য অলঙ্কার পরি সকটে চাপীলা ॥
জতেক গোধন সব আগে করি নিল।
গোবর্দ্ধন পর্ব্বত[১] সভে প্রদক্ষিন কৈল[১] ॥
জতেক গোপীনি সব কৃষ্ণ গুন গায়।
মহা কলরব হইল পর্ব্বত পুজায় ॥++
হেন কালে শেহিখানে আইলা জদুনাথে।
আর য়েক রূপ ধরি চড়িলা পর্ব্বতে ॥
বহুত সরির হইলা পর্ব্বতে উঠিয়া।
য়েই আমি পর্ব্বত আইল বোলে ডাক দিয়া ॥
জতো দের্ব্য দিয়া গোপী পর্ব্বত পুজিল।
পর্ব্বতের বেশে[২] কৃষ্ণ সকলি খাইল ॥
সিসু বেশে কৃষ্ণ চন্দ্র গোয়ালার সাথে।
য়ার য়েক বেশে কৃষ্ণ উঠিছে পর্ব্বতে ॥

* এই চরণ নাই

\+ এই পদের পরিবর্ত্তে—পুজা বিধিমত নিল নানা আয়জন।
ডাকিয়া লইল সঙ্গে জতেক ব্রাহ্মন ॥

১-১ পর্ব্বতে সভে আনন্দে চলিল

++ অতিরিক্ত পাঠ—স্বস্তিক বাচন করে জত বিপ্রগন।
বেদ মন্ত্র মতে পুজে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

২ রূপে

জতেক গোয়ালা সভ প্রনাম করিল।
সভে বোলে গীরিরাজ মুর্ত্তীমান হইল॥
তবে প্রভূ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের কুমার।
আপনাকে আপনে করিলা নমস্কার॥
প্রণাম করিয়া বোলে প্রভূ নারায়ন।
দেখ দেখ কী ভার্গ্য জতেক[১] গোপগন॥
তোমা সভাকারে গীরি সদয় হইল।
মুর্ত্তীমান[২] হইয়া দেখ[৩] অনুগ্রহ কৈল॥
জতো গোপীগন সভে পরম আর্ব্বাদ।
পর্ব্বতের ঠাই সভে মাঙ্গিলা আশীর্ব্বাদ॥
জতেক গোধন সব সুখে ত্রন খাইল।
বিহীত[৪] দ্বিজগনেক বহু ধোন দিল[৪]॥
গোধন ব্রর্ম্মন আর গীরি গোবর্দ্ধন।
য়েহিরূপে পুজা কৈলা জতো গোপীগন॥
কৃষ্ণ সঙ্গে করি সভে আইলা গোকুলে।
ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ য়েহি সুন কুতুহলে॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূশরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

ধানশী[৫] রাগ

নন্দ য়াদি গোপগন পুজা কৈলা গোবর্দ্ধন
নাহি কৈলা ইন্দ্রের অষ্‌চন।
না হইলা ইন্দ্রের পুজা তাহা সুনি দেবরাজা
মহা ক্রোধ করিলা তখনে॥*
কোপানলে ইন্দ্র বোলে মানুস কানাইয়ার বোলে
নাহি কৈলা আমার অষ্‌চন।*

১ কর‍্যাছে ২ মর্ত্তিমন্ত ৩ গিরি ৪-৪ বেদবিত বিপ্রে বহু দিল ধেনু দান॥ ৫ বড়ারি

* এই পদগুলি নাই

আইজ মহা বিষ্টী করি ডুবাবো গকুল পুরি
কৃষ্ণ তাহা রাখুক অখনে ॥
মহাক্রুধে ইন্দ্ররাজে প্রলয়ে[১] ঝড়ের কালে[১]
সার্ম্বর্ত্তী[২] মেঘের ডাকীলা[২] ।
অতি কোপ মোন করি নন্দের গোকুল পুরি
ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥
আজ্ঞা করে সুরপতি জাহো মেঘ সিগ্রগতি
বিনাশ করগে ব্রজপুরি ।
মানুষ কানাইয়ার বোলে মোর পুজা নাহি করে
এতো দুঃর্খ সহিতে না পারি ॥
মুর্খ রাখাল কানু অহংস্কারে মর্ত্ত তনু
আমার সহিতে বাদ করে ।
গকুলের গোপ জথা সিলা বিষ্টী করো তথা
তাহার শোকেতে জেন মরে ॥
মেঘ নিবেদন করে আপনে থাকিলা ঘরে
আমা সভাকারে পঠাইয়া ।
ইন্দ্র বলে সুন ভাই আমিহ চলহ জাই
উনপঞ্চাশ পবন লইয়া ॥
য়েতো বলি সুরপতি আনি ঐরাবত হাতি
মহাক্রোধে কৈলা আরোহন ।
গকুল নাসিতে জায় বাহু বলে
উপনিত ব্রজের ভুবন ॥
মহা অন্ধকার করি ছাইল গকুল পুরি
দিবশে হইল অন্ধকার ।
গোপাল ভাবিয়া মোনে বিপ্র পরুসরাম ভনে
কৃষ্ণ কথা অম্রতের সার ॥

১-১ প্রলয় কালের কাজে ২-২ চারি মেঘ ডাকিয়া আনিল

গোবর্দ্ধন ধারণ

ভাটিয়ালি রাগ

কালিয়া মেঘে কৈল অন্ধকার।
কানুরে বেড়িয়া কান্দে গোওাল ছাওাল॥ ধুয়া
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা ধায় মেঘগনে।
প্রলয় জলের[১] মেঘ দুর্য্যায়[২] কাননে[২]॥
মহা অন্ধকার হইয়া আইলা গকুলে।
ব্রজবাশী জতো লোক হইলা আকুলে॥
করিবর স্থুণ্ডপ্রায় বরিষে জলধারা।
উচা নিচা জতো স্থান সব হইলা হারা॥
প্রলয় কালের ঝড়ে প্রমাদ জেমন।
ঝড় বৃষ্টে য়াকুল হইলা সর্ব্বজন॥
ঐরাবতে চাপী আজ্ঞা দিয়াছে পুরান্দর।
ঝনঝনা চিকুর পড়ে অতি ভয়ঙ্কর॥
বিপরিত সিলা বৃষ্টী আকুল[৩] সর্ব্বজন[৩]।
সিতে কর্ম্প মান কৈল জতেক গোধন॥*
সিতার্থি হইলা ধেনু হেট মুণ্ড করি।*
গায় আছাদিয়া রহে নবিন বাছরি॥*
সিতে কর্ম্প মান সব জতো গোপীগন।
আকুল হইয়া লয়ে কৃষ্ণের স্বরন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহা বাহো গোকুলের প্রান।
য়েবার গকুলোপুরি করো পরিত্রান॥
জতেক রাখালগোন কান্দে উয্চস্বরে।
য়েতেক প্রমাদ কেনে হইল ব্রজপুরে॥
ইন্দ্র জাগ পুজা কৃষ্ণ ভাঙ্গিল জখন।
গকুলে কল্যান নাহি জাইনাছি তখন॥

১ কালের   ২-২ দুরন্ত জেমন   ৩-৩ দুরন্ত গর্জন

* এই চরণগুলি নাই

জতো ধেনুগন সব কান্দিতে কান্দিতে।
দাড়ায়া থাকিল গীয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সিলাব্রষ্টী অচেতন জতেক গোধন।
নন্দ আদি গোপ গোপী তেজিল জিবন॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভকত বৎসল।
ইন্দ্ররাজা য়েতো করে জানিল সকল॥
ইন্দ্র মোরে হট[১] করে য়েহি তো রহাস্য[১]।
ইন্দ্রের অহংঙকার আজি[২] ভাঙ্গিব অবিষ্য॥
য়েতেক বোলিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
য়েক হাতে তুলিলেন পর্ব্বত গোবর্দ্ধন॥
পর্ব্বত ধরিয়া[৩] কৃষ্ণ কঁরি নানা[৪] লিলা[৪]।
পোয়াতি[৫] ছাওাল নিয়া জেমত[৫] করে খেলা॥
য়েক হাতে গীরি কৃষ্ণ ধরিলা কৌতুকে।
সভাকে ডাকিলা কৃষ্ণ জননি জনকে॥
আইগো[৬] তোমরা সভে সিস্থ বৎস লইয়া।
য়েহি গর্ত্তে থাক সভে নির্ভয় হইয়া॥
গোপগোনে বোলে কৃষ্ণ করি নিবেদন।
হাতে হইতে তোমার জদি পড়ে গোবদ্ধন॥
সকল গকুলপুরি জাবে রশাতল।
কিশের রক্ষা পাব তবে ভকত বছ্´ল॥
য়েতেক স্থনিয়া কৃষ্ণ লাগীলা হাশীতে।
ভয় নাহী পর্ব্বত কেনে পড়িবে হাতে হইতে॥
য়েতেক স্থনিয়া জতো ব্রজবাশীগোন।
শেহি গর্ত্তে প্রেবেসিলা লইয়া গোধন॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অম্রতের কোনা।
গান বিপ্র পরুসরাম গোবিন্দ ভাবনা॥

১-১ হত করে এবড় রহস্য ২ আমি ৩ ধরিলা
৪-৪ অবলিলা ৫-৫ কাষ্ট ছেণ্ডা তুলি জেন সিস্থ ৬ আইস

আমার কানাইকে চাপীয়া পাছে পর্ব্বত পড়ে ধুয়া*
কান্দিয়া জশোদা কন সুন[1] গোপগনে[1]।
য়েকালা পর্ব্বত জাদু রাখিবে কেমনে॥
কথারে কানাইর প্রিয়ো ছিদাম সুদাম।
সভে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলবান॥
সাত বৎসরের সীস্থ গীরি গুরুভার।
কেমনে ধরিবে জাদু কি হইবে আর॥
প্রলয় পবনে গীরি কম্পিত সঘনে।
সবংশে মরিব আজি পর্ব্বত চাপানে॥
নিষ্চয় মরিব আজি তাহে নাহি দুর্খ।
চাহিতে কানুর মুখ বিদড়িছে বুক॥
কোথা গেলা নন্দঘোশ কহো সভাকারে।
সভে মেলি গীরি ধরি রাখ জাদুয়ারে॥
শোকাকুলি জননিরে দেখিয়া কানাই।
ডাকিয়া কহেন মাতা ভয় কিছু নাই॥
কৃষ্ণের ভরসায়ে সভে আনন্দিত হইয়া।
নির্ভয় থাকিলা শভে গর্ত্তে প্রবেসিয়া॥
সপ্তদিন ঝড় বৃষ্টী হইল অহো নিসি।
কৌতুকে য়াছিলা গর্ত্তে জতো ব্রজবাশী॥
অন্ন জল ত্যাগ করি প্রভূ নারায়ন।
সপ্তদিন ধরিলা পর্ব্বত গোবর্দ্ধন॥
কৃষ্ণ জোগবল ইন্দ্র বুঝিয়া তখন।
বিশ্বয় হইয়া ডাকে জতো মেঘগন॥
ফিরো ফিরো মেঘগন কেনে মর আর।
জোগবলে কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের কুমার॥

* এই চরণ নাই
১-১ জত সিস্থগনে

নিরস্ত হইয়া ইন্দ্র গেলা নিজ ঘর।
নির্ম্মল আকাশ হইল দেখিতে সুন্দর ॥
গীরিধর কৃষ্ণ তবে গোপেরে কহিল।
গর্ত্তে হইতে বাহির হও বিষ্টী ফুরাইল ॥
তবে জতো গোপ সব য়েবোল স্নুনিয়া।
গর্ত্ত হইতে বাহির হইলা নির্ভয় হইয়া ॥
নিজ নিজ পরিবার লয়া নিজ ধন।
আনন্দে বাহির হইলা জতো গোপগন ॥
অখিলের নাথ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
শেহি খানে স্থাপিলা পুন গীরি গোবর্দ্ধন ॥
লিলায় পর্ব্বত কৃষ্ণ রাখীলা শেহি খানে।
নন্দ আদি গোপ গোপী প্রেমানন্দ মোনে
আলিঙ্গন কেহো আশী করে বারে বার।
কেহো আশীর্ব্বাদ কৈলা কেহো নমস্কার ॥
জশোদা রূহিনি নন্দ আর বলরাম।
আনন্দিতে আলিঙ্গন কৈলা ভগবান ॥
সর্গেতে দুন্দুবি বাজে নাচে বিদ্যাধরি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তারা বোলে হরি হরি ॥+
পুষ্প বৃষ্টি করিল জতেক অমর।
গন্ধর্ব্বে তম্বুরে গীত গাএ মোনহর ॥*
প্রেমেত রাখিল সব হয়া আনন্দিত।*
হরিশে গোপীনি সব গাএ কৃষ্ণ গীত ॥*
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত স্নুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

+ এই চরণের পরিবর্ত্তে—আনন্দিতে দেবগন পুষ্পবৃষ্টি করি
* এই চরণগুলি নাই

নন্দ ও গোপগণের কথোপকথন

ভাটিয়ালি রাগ

বড় অপরূপ ভাই কানাইর করুনা।
আনন্দে পড়িয়া জিব পাশরে আপনা ॥ধুয়া॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি গোপগনে।
কানাই মানুস নয় ভাবে মনে মনে ॥
বিশ স্তন পান করি পুতুনা মারিলা।
সকট ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহে রক্ষা পাইলা ॥
জখন দারুন ঝড়ে উড়াইয়া নিল।*
দর্ত্তেরে বধিয়া সিস্থ তাহে রক্ষা পাইল ॥*
জমল অর্জুন ভাঙ্গি পড়িছিল গাএ।
বৎসাস্থর বধি সিস্থ তাহে রক্ষা পায় ॥
বক মারি খণ্ডাইলা দেবতার তাপ।
উদরে প্রেবেসিয়া মারে অজাগর সাপ ॥
কালিকে দমন কৈল বড়ই অদ্ভুত।
দাবানলে বিপাকে রাখিলা নন্দস্থত ॥
আর জত কর্ম্ম কৈল সব অপরূপ।
কানাই মানুষ নয় জানিবা স্বরূপ ॥
সাত বৎসরের সিস্থ কে আছে য়েমন।
কেমনে ধৈরাছে ভাই গীরি গোবর্দ্ধন ॥
সাতদিন পর্ব্বত ধরিয়া নিরাহারে।
দেবতা না হইলে ইহা কে করিতে পারে ॥
য়ে সকল কর্ম্ম ভাই জেবা সিস্থ করে।
তাহাকে ছাওাল বোলে কেমন পামরে ॥
নন্দঘোশ বোলে স্থন জতো গোপগন।
গর্গমনি কহিয়াছিল স্থন সর্ব্বজন ॥

* এই চরণগুলি নাই

সমস্কার করি মনি জে নাম রাখিল।
সব কর্ম্ম কহি স্থন জে কথা কহিল॥
তিন বম্নের তন্নু ইহার হবে তিন জুগে[১]।
স্থক্ল রক্ত পীত বম্ন কৃষ্ণ কলিযুগে॥
পুর্ব্বে জন্ম হইয়াছিল বস্থদেবের ঘরে।
বাস্থদেব নাম[২] হইলা কৈলা প্রচার[২]॥
গর্গ কয় স্থন নন্দ য়ামার বচন।
বহু রূপ বহু গুন তোমার নন্দন॥
তোমার পুত্রের গুন কহোন না জায়।
য়েহি পুত্র হইতে ঘোশ তোমার কল্যান॥
গকুলে হইবে তোমার জতেক দুর্গতি।
এহি পুত্র হইতে সব পাবে অব্যাহতি॥
তোমার পুত্রের প্রিত করিবে জে জন।
সৌত্রুভয় নাহি তার য়ে তিন ভূবন॥
অতয়েব বুঝিলাম নন্দ তোমার নন্দন।
গুনেত হইল শোম নারায়ন জেন॥
রূপ কির্ত্তি কখোন জেন না হয় প্রচার।
গোপ্তভাবে রাখিবা ঘোশ য়ে দুটী কুমার।
কদাচীত ভয় কিছু না করিহ মোনে।
মুক্ষপদ দিবে তোমাক য়েহি দুইজনে॥
য়েতেক বলিয়া গর্গ গেলা নিজঘরে।
স্থনিয়া আনন্দিত হইনু কহি নাহি কারে
স্থনিয়া নন্দের কথা জতো গোপগনে।
কৃষ্ণ নারায়ন বটে জানি[৩] ম মোনে[৩]॥
শে নোহিলে হেন করে ছাওাল হইয়া।
দিজ পরুসরামে গায়ে গোপাল ভাবিয়া॥

১ জগভাগে ২-২ বল্যা নাম হইবে প্রচারে ৩-৩ জানিল এখন

সিন্ধুড়া রাগ

গোবৰ্দ্ধন ধরি হরি রাখিলা গোকুল পুরি
ইন্দ্রের গৈরব[১] কৈলা চুর[১]।
তবে ইন্দ্র দেবরাজ পাইলা অনেক লাজ
অহঙকার সব গেলো তুর॥
ছাড়িয়া গোকুলধাম জথা কৃষ্ণ বলরাম
সেইখানে যাইলা সুরপতি।
অবনি লোটায়া কায় প্রেনমিলা কৃষ্ণের পায়
জোড় হাতে করে নানা স্তুতি॥
তুমি প্রভূ তপময় সত্য রজ তম ময়
তোমারে কোন গুনে পায়।
দণ্ডকৰ্ত্তা নারায়ন দুষ্ট দর্প বিনাশন
অপরাদ ক্ষাম জদুরায়॥
আমি ইন্দ্র সুরপতি অতি বড় মুড়মতি
না জানিঞা মহিমা তোমার।
ঠেকিনু করম দোশে ক্ষেমা কর অভিলাশে[২]
রাঙ্গা পায় করি নমোস্কার॥
তুমি আৰ্য্য তুমি গুরু তুমি প্রভূ কল্পতরু
তুয়া পদে লইনু সরন।
ইন্দ্রের স্তবন সুনি হাশী প্রভূ চুড়ামনি
কন মেঘ গম্ভির বচন॥
সুন সুন ইন্দ্ররাজ ভাঙ্গিলাও তোমার পুজা
অনুগ্রহ করিলাম তোমারে।
অতয়েব জানিলা মোরে জাও নিজ অধিকারে
থাক গীয়া হরিশ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাব
পরুসরাম করিলা রচন॥

১-১ গরব হৈল চুর ২ অতিরোসে

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

শ্রীরাগ

সুভদিনে গোকুলে ইন্দ্র হৈলা হরি।
চল জায়া সভে দেখি য়ে নওান ভরি ॥+
ইন্দ্র সঙ্গে সুরভি য়াশীয়াছিলা তথা।
ব্রর্ম্মা তারে পটায়াছিলা সুন তার কথা ॥
সঙ্গে নিজ সন্তান নিঞা আনন্দিত মোনে।
কৃষ্ণেক প্রনাম কৈলা পরম জতনে ॥++
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাজুগী প্রভূ নারায়ন।
ও রাঙ্গা চরনে প্রভূ করি নিবেদন ॥
জর্ত্ন করিয়া ব্রর্ম্মা পঠাইলা মোরে।
তোমারে করিতে ইন্দ্র গোকুল নগরে ॥
অভিশেক করি ইন্দ্র করিব তোমারে।
জতো দেব রিশীগন আনন্দ অন্তরে ॥
বেদমতে কৃষ্ণচন্দ্র অভিশেক করে।*
সুরভির দুগ্ধ আর মন্দাকিনির জলে।
অভিশেক কৈলা কৃষ্ণ ভকতো বৎসলে ॥
গোকুলেতে ইন্দ্র হইলা নন্দের নন্দনে।
পুস্পবৃষ্টী করিলা জতেক দেবগনে ॥

+ এই পদের পরিবর্ত্তে—

সুনিয়া অমর ইন্দ্র কৃষ্ণের বচন।
কৃষ্ণেকে করেন ইন্দ্র গোকুল ভুবন ॥
দেবঋসি রাজঋসি আনন্দ অন্তরে।
গোকুলে আইলা কৃষ্ণ ইন্দ্র করিবারে ॥

++ প্রনাম করিলা আসি কৃষ্ণের চরনে ॥

* ইহার পর অতিরিক্ত চরণ—গোকুলে হইলা ইন্দ্র প্রভু দামোদরে

নারদে তম্বুরা বায়ে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরি।
সর্গ হইতে আইলা জতেক সুন্দরি ॥+
আনন্দে কৃষ্ণের গুন গায় সর্ব্বজনা।
পরম হরিশে নাচে জতো সুরাঙ্গনা ॥
ত্রিজগতে জতো লোক সভে আনন্দীত।
গাভি দুগ্ধে প্রিথিবি হইলা পূর্ন্নিত ॥
নানা সময় (?) সভেত রঙ্গ বাড়িল।*
ভৃঙ্গ সব মধুর সরে পুলকিত হইল ॥*
গকুলে হইলা ইন্দ্র প্রভু নারায়ন।
হিংসা বুদ্ধি কোন জন্তু নাহি কারো সনে ॥
পেচক বায়েশে হইল পরম পিরিতি।
মউরে তক্ষক সনে আনন্দীত মতি ॥
নন্দের নন্দন ইন্দ্র হইলা ব্রজপুরে।
বিদায় হইয়া ইন্দ্র গেলা নিজঘরে ॥
কৌতুকে সুরভি গেলা আপনার স্থানে।
গোবিন্দ ক্রুপায় বিপ্র পরূসরামে ভূনে ॥

বরুণালয় হইতে নন্দের মোচন

ধানশী** রাগ

য়েকদিন নন্দঘোশ করি য়েকাদশী।
নিরাহার করিয়া য়াছিলা উপবাশী ॥
পরেদিনে দ্বাদশী আছিল্ অল্পক্ষণ।
কেমনে দ্বাদসি রক্ষা হইবে পারন ॥

+ গোবিন্দ বলিয়া নাম রাখেন সুন্দর ॥
* এই পদ নাই
** পূরবি

য়েতেক বিচারি নন্দ ভাবিয়া অন্তরে।
উসাকালে উঠি গেলা স্নান করিবারে॥
স্নানেত নাবিলা নন্দ জমুনার জলে।
তা দেখি বরূন ভৃত্ত জলে কোপানলে॥
য়েমন অসুরি বেলা কেবা নাড়ে জল।
ধরিয়া আনহ তারে উচিত দিব ফল॥
বরূনের দুত শে য়েতেক কহিয়া।
জলে ডুবাইল নন্দঘোশেরে ধরিয়া॥
বরূন নিকটে নিল তাহারে ধরিয়া।
লোহার সিকলে নন্দেক থুইল বাধিয়া॥
জশোদা রূহিনি বোলে নন্দ কোথা গেলো।
স্নান করিবারে গেলা এখন না য়াইল॥
সকল গোকুল মেলি করে হায় হায়।
কৃষ্ণেকে কহিল কোথা গেলো নন্দরায়॥
এতো সুনি ভগবান জানিলেন মোনে।
মোর পীতা ধরি নিয়া রাখিছে বরূনে॥
কৃষ্ণ বোলেন ভয় কেহ না করিহ মোনে।
নন্দেকে আনিতে জাই বরূন ভূবনে॥
য়েতেক বুলিয়া কৃষ্ণ প্রেবেসিলা জলে।
বরূনের সাক্ষাতে গেলেন কুতুহলে॥
লোকপাল বরূন পাইয়া নারায়ন।
আনন্দে করিল পুজা কৃষ্ণের চরন॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বরূন করিলা জোড়হাত।
কি ভাগ্য কৈরাছি আমি প্রভূ জতুরায়।
পবিত্র হইল প্রভূ আমার আলএ॥
সরির হইল প্রভূ অতি পুন্যচয়।
জনম সাফল্য মোর হইল নিশ্চয়॥

চক্ষের সার্থক্য মোর হইল য়েতোদিনে।*
ও রাঙ্গা চরন প্রভূর দেখিনু নঞানে॥*
না জানিয়া মুড়মতি অকার্য্য করিনু।
তোমার পীতাকে প্রভূ ধরিয়া আনিনু॥
আপনার পীতা য়েহি নেহ নারায়ন।
অপরাদ ক্ষামা করো লইনু শ্বরন॥
ভকত বৎসল প্রভূ ভকতের পতি।
পিতারে লইয়া গৃহে আইলা সিগ্রগতি॥
জতো গোপীগন সভে আনন্দিত হইল।
সভে বোলে আরে ভাই নন্দঘোশ আইল
বরূন কৃষ্ণের পুজা করিল সাদরে।
তা দেখিয়া নন্দঘোশ বিশ্বয় অন্তরে॥
কৃষ্ণের আদর জতো করিল বরূনে।
বিশ্বয় হৈয়া নন্দ কহে সর্ব্বজনে॥
তারা বোলে কৃষ্ণচন্দ্র কেবল ইশ্বর।
আমা সভাকারে মুক্তী দিবে গদাধর॥
কৃষ্ণচন্দ্র জানিলেন তা সভার মোন।
মায়া করি দেখাইলা বৈকণ্ট ভূবন॥
সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রর্ম্মসরূপ জুতির্ম্ময়।
জোগী সভে ধ্যান জাহাকে করয়ে নিশ্চয়।
হেন ব্রর্ম্ম হ্নদে কৃষ্ণ গোপ সব নিয়া।
তুসিলেন পুনর্ব্বার স্নান করাইয়া॥
অক্রুর দেখিল কৃষ্ণ জেই মত জলে।
তেনমতি দেখিলেন গোওালা সকলে॥
কৃষ্ণময় দেখি নন্দ আদি গোপগন।
হরিশ সাগরে ভাশে আনন্দিত মোন॥

* এই পদ নাই

গোপগনে বোলে ভাই ভার্গ্যের নাহি সিমা ।*
এতোদিনে জানা গেলো কৃষ্ণের মহিমা ॥*
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার ।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

রাসবিহারারম্ভ

ধানশী রাগ

সরতে পুর্ন্নীমার নিসি শোলকলা পুর্ন্নসসি
প্রফুল্ল মল্বীকা সুশোভোনে ।
তা দেখিয়া শ্যাম চান্দ পাতে নানা জোগ ফান্দ
বিহার[১] করিতে কৈলা মোনে ॥
সুখদ শ্রীব্রন্দাবনে প্রেবেসিলা নারায়ন
মধুর বংসিতে দিল গান ।
নটবর বেশ ধরি মধুর মুরলি পুরি
হরি নিল গোপীকার প্রাণ ॥
সুনিয়া বংসির গীত মদনে মাতিল চিত
ঘরে আর রহন না জায় ।
গ্রহ কর্ম্ম পরিহরি জথা নন্দসুত হরি
সম্ভ্রমে গোপীর মোন জায় ॥
তিলেক না সহে ব্যাজ কি করিবে ভয় লাজ
জতো গোপী ধায় ব্রন্দাবনে ।
কেহো দুগ্ধ আবর্ত্তনে আছিলা কৌতুক মোনে
কেহো ছিলা রন্ধন ভোজনে ॥

* এই পদ নাই
১ কুড়া

কেহো সিস্থ লয়া কোলে স্তন দিতে কুতুহলে
কোলের বালক ভূমে থুইয়া।
কেহো বা পতির সঙ্গে আছিলা কৌতুক রঙ্গে
ধায় গোপী সকল ত্যাগীয়া॥
কেহো আধো সিথে ভরি সম্ভ্রমে সীন্দুর পরি
কেহো আধো নঞানে অঞ্জন।
চিরনি লইয়া কেশে কেহো ছিলা লাস বেশে
ধায়া সভে জায় ব্রন্দাবন॥*
ভাই বন্ধু আর পীতা না সুনিলা কারো কথা
ধায় গোপী গোবিন্দ উর্দ্দিশে।
কৃষ্ণ মোন কুলবতি নিশেদিতে নারে পতি
তাহা কিছু কহিব বিশেষে॥
কোন কুলবতি নিয়া দ্বারে কপাট দিয়া
সামীগনে জতনে রাখিল।
শে সব কুলের নারি কৃষ্ণের ভাবনা করি
বিরহে তাপীত বড় হইল॥
দেখিতে না পাইয়া হরি গোবিন্দ ভাবনা করি
জিবন ছাড়ীল শেহিখানে।
মোনে আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণরূপ ধিয়াইয়া
অবিলম্বে পাইল নারায়ন॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরুসরাম করিলা রচন॥

* এই চরণের পরে অতিরিক্ত পাঠ—
না বান্দে কুন্তলভার ভরমে চরনে হার
পাএর নপুর পরে করে।
করের কঙ্কন লয়া পাএ ত নপুর দিয়া
ধায় গোপি কৃষ্ণ অনুসারে॥

বড়ারি রাগ

সুখদ শ্রীব্রন্দাবনে জতো গোপনারি।
চিত্রে্র পুতলি জেন নিরখে মুরারি॥
তা সভারে দেখি কৃষ্ণ অখিলের পতি।
বিমহিত কথা কন তা সভার প্রতি॥
আইস আইস সুখপথে[1] আইস গোপনারি
তোমাদের সুখ জাথে বোল তাহা করি॥
কল্যান কুসলে আছে গকুল নগরি।
এতো রাত্রে কেনে আইলা কহো ব্রজনারি॥
রাত্রকালে কি বুঝিয়া আশীয়াছ বোনে।
বন জন্তুর হাতে পাছে হারাবে জিবনে॥
জাহ জাহ নিজ ঘরে না বৈস য়েখানে।
মাতাপীতা তোমাদের করিবেক মোনে॥
স্বামি পুত্র ভাই বন্ধুগন জতো আর।
তোদের চাহিয়া তারা বোলিছে আপার॥
নানা পুষ্পে রচিত দেখ ব্রন্দাবন।
জমুনার ঘাট দেখ অতি সুশোভন॥
আমারে দেখিতে কিবা আইলা গোপিগন।
দেখিলা আমারে জাওো নিজ নিকেতন॥
তোমাদের সিসু সব স্তন না পাইয়া।
কান্দিয়া ব্যাকুল তারা ঝাটে নেহ গীয়া॥
ঘরে গীয়া গুপী সব শেব নিজ পতি।
স্বামিশেবা বিনে নারির অন্য নাহি গতি॥
দুস্মিল দুর্ভাগা ব্রর্দ্ধ জদি পতি হয়।
জদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তবু তের্য্য নয়॥
জাহো জাহো গোপী সব জাহো নিজ ঘরে।
মোনেতে ভাবিলে গুপী পাইবা আমারে॥

১ সুখ পত্যে

শ্রবন ধাবন[১] ধ্যান আর সংকির্ত্তন।
তবে শে আমার প্রীত হয় সর্ব্বক্ষন॥
নিকটে থাকিলে মোর প্রীত নাহি হয়।
ঘরে জাহো গোপীগন কহিনু নিশ্চয়॥
য়েতেক কহিলা কৃষ্ণ নিশ্চয়[২] ভারোথি[২]
স্থনিয়া চিন্তীত সব ব্রজ কুলবতি॥
জতেক মানস গোপী মোনে করিছিল।
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর কথায় সকলি ভাঙ্গিল॥
ননির আধোর সব মলিন হইল।
নম্র মাথা হইয়া গুপী কান্দিতে লাগীল॥
চরোনে লেখেন মহি জতেক অঙ্গনা।
দুই চক্ষে ধারা বহে পরম করুনা॥
স্তনতটে পরিছিলা কুমকুম কস্তুরি।
নঞানের জলে সব তেতিল স্থন্দরি॥
জাহা লাগী ছাড়ী আইনু গ্রহ গুরুজনা।
য়েমন নিষ্ঠুর কথা কহে শেহি জনা॥
নঞানের জল গুপী মুছিলা বশনে।
কহে গদগদ বানি কৃষ্ণের চরনে॥
চক্রবর্ত্তি পরুসরাম গাইলা কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন ভক্ত লোকে॥

রাঙ্গা পায় কি বলিব আমি। ধুয়া
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর কথা স্থনি ব্রজাঙ্গনা।
কৃষ্ণেরে বোলেন কিছু করিয়া করুনা॥
স্থন স্থন প্রাননাথ করি নিবেদন।
না কহো না কহো কিছু[৩] নিষ্ঠুর বচন॥

১ দরসন ২-২ নিষ্ঠুর ভারতি ৩ হেন

ও রাঙ্গা চরনে প্রভূ কুটী নমস্কার।
তোমার উচিত নহে য়েমন বেবহার ॥
গ্রহ কর্ম্ম জতো সব সকলি তেজিয়া।
ও রাঙ্গা চরন প্রভূ সবে সার কৈলা ॥
কেবল তোমারে ভজি গোপীনি সকল।
ভক্তে ক্রপা করো প্রভূ ভকতো বৎসল ॥
আদি পুরুশের ক্রপা মুর্ক্তীপদ পাইয়া।
তেনিমত ক্রপা করো কাতোর দেখিয়া ॥
পতিপুত্র মাতাপীতা ভাই বন্ধু জন।
সকল ছাড়িয়া নিলু চরনে স্বরন ॥
জে ধর্ম্ম বুঝাইলা প্রভূ পতির শেবনে।
শে সকল থাকুক প্রভূ তোমার চরনে ॥
তুমি জদি ক্রপা করো প্রভূ নারায়ন।
কি করিবে স্বামি পুত্র ভাই বন্ধু জন ॥
বারেক প্রসন্ন হও নন্দসুত হরি।
কী জানি কেমনে গোপীর চির্ত্ত কৈলা চুরি ॥
সুনিয়া বংসির গীত জতো গোপনারি।
গ্রহ ধর্ম্ম কর্ম্ম কেহো করিতে না পারি ॥
চলিতে না চলে পাও জাইব কেমনে।
ক্রপা করি রাখ প্রভূ ও রাঙ্গা চরনে ॥
কি হইবে কি করিব কহরে নাগর সিরমনি।
কাতোর হইছি মোরা জতেক গোপীনি ॥
ইশোদ হাশীয়া প্রভূ করহ সম্বাস।
হাশ্য মুখ দেখি তোমার বির্দ্ধত প্রকাশ ॥
মদন আনলে সব দহে কলেবর।*
অধর অম্রত দানে রাখ গদাধর ॥*

* এই পদ নাই

জদি ক্রপা নাহি করো নিষ্ঠুর হইয়া ।*
বিরহ আনলে সভে মরিব পুড়িয়া ॥*
ছাড়ীলে ছাড়া নাহি স্তন নারায়ন ।*
তথাপী ধিয়ানে পাই ও রাঙ্গা চরন ॥*
জে পদের রেনু লক্ষি করেন কামনা ।*
হেন পাদপর্দ্য ভাবে আহিরি অঙ্গনা ॥*
রাঙ্গা পায় না টেলিহ করি নিবেদন ।*
হইনু তোমার দাশী জতো গোপীগন ॥*
মদন আনলে তাপীত হইল স্তন ।
পর্দ্য হস্ত দিয়া প্রভূ করো নিবারন ॥
চক্রবর্ত্তি পরূসরাম গান কুতুহলে ।
নবিন জলদ স্যাম রাধা করো কোলে ॥

মঙ্গল রাগ+

গোপির ব্যাকুলি স্তনি বোনমালি
হাশীয়া সদয় হইলা ।
লয়া গোপীগন তুসিলেন মন
করিয়া উদার লিলা ॥
প্রফুল্য বয়ানে জতো গোপিগনে
বেড়ল জলদ স্যাম ।
তারাগনে[১] জেন[১] চন্দ্রের শোভন
অতি শোভা অনুপাম ॥
কেহ গাএ গীত অতি সুললিত
কেহো নাচে ধরে তান ।
জুথে জুথে নারি তার মদ্ধে হরি
গলে সোভে বোনমাল ॥

* এই পদগুলি নাই
+ ত্রিপদ। মঙ্গল গান
১-১ দোসে তারাগন

কারো কাধে ভুজ দিয়া মুখাম্বুজ
চুর্ম্বন করিলা হরি।
নিবিড় নিতম্ব করি অবলম্ব
স্তন জুগ কারু ধরি॥
ব্রজের সুন্দরি পাইলা শ্রীহরি
হরিশ সাগরে ভাশে।
রঙ্গ হইলা মোনে মাতল মদনে
কৃষ্ণ মোন অভিলাশে॥
মদন বিভোল গোপী লয়া কোলে
রতি সুখে জত্নুপতি।
প্রভূ নারায়ন করিলা তোশন
গোপীকা কি ভাগ্যবতি॥
মোনে ভাগ্য মানী জতেক গোপীনি
সখিরে বোলেন সখি।
স্থন সখিগন আমাদের সম
ভাগ্যবতি নাহি দেখি॥
গোপীর গৌরব দেখিয়া মাধব
নাশীতে গোপীর মান।
শেহিখানে ছিলা অন্তধ্যান হইলা
পরুসরামেতে গান॥

শ্রীরাগ

তুলসি মালতি জাতি প্রাননাথ গেলো কতি
য়েহি ব্রন্দাবনে গেলো কানু॥ ধুয়া
নাশীতে গোপীর মান প্রভূ ভগবান।
শেহিখানে ছিলা হরি হইলা অন্তধ্যান॥
অন্বেসন করে গোপী ব্যাকুল হইয়া।*
অন্তধ্যান হইলা কৃষ্ণ য়েক গোপী লইয়া॥

* জুথে জুথে গোপিগনে অনাথ করিয়া।

আর জত গোপী সব কৃষ্ণ না দেখিয়া।
বিরহ কাতরে কান্দে আকুল হইয়া॥
হস্তি হারাইয়া জেন হস্তিনি সকল।
তেমতি গোপীকা সব কান্দীয়া ব্যাকুল॥
কৃষ্ণ রূপ গুন জতো ভাবিয়া অন্তরে।
গহন কাননে গোপী কান্দে উর্চ্চস্বরে॥
কৃষ্ণ অন্যেসনে গোপী ফিরে ব্রন্দাবনে।
আকুল হইয়া পুছে জতো ব্রক্ষগনে॥
স্বমুখে অশ্বত্ত ব্রক্ষ দেখিয়া সর্ত্তরে।
তারে জিজ্ঞাসিলা গোপী বিরহ কাতরে॥
য়েপথে দেখিয়াছ স্যাম কহো মহামতি।
আমা শভার প্রাণনাথ হরি গেলা কতি॥
অশোক চম্পক ব্রক্ষ তোমাকে শোধাই।
য়েপথে দেইখাছ জাইতে নাগর কানাই॥
কুরূবক নাগেস্বর কহতো নিশ্চয়।
তোমা দেইখাছ কেহো নন্দের তনয়॥
মল্লিকা মালতি জাতি করিয়ে মিনতি।
স্যামবন্ধু কোথা পাব কহো শীগ্রগতি॥
আম্র পিয়াল ব্রক্ষ পলাশ আশন[১]।
কহো কহো কোথা গেলো জশোদার নন্দন॥
চর্ম্পক শ্রীফল ব্রক্ষ বকুল কদম্ব।
বন্ধুকে মিলায়া দেও না করো বিলম্ব॥
দেহরে মাধবি লতা মাধবের প্রীয়া।
প্রাণনাথ কোথা গেলো দেহ দেখাইয়া॥
য়েখনী য়াছিলা কৃষ্ণ করি রঙ্গ লিলা।
গোপীরে অনাথ করি কোথাকারে গেলা॥

১ আসন

শে চাদ মুখের হাশী পাশরা না জায় ।
কে মোরে য়েমন য়াছে দেখাইয়া দেয় ॥
জে পারে মিলায়া দিতে শে চাদ বয়ান ।
তার তরে দিব সখি কাটিয়া পরান ॥
জমুনার নিকটে মধুর ব্রন্দাবন ।
য়েহিখানে ছিলা স্যাম নন্দের নন্দন ॥
প্রিয়ো সখির তরে কহে প্রিয়ো কলাবতি ।
দেখি গো প্রীথিবিতে (?) বড় ভাগ্যবতি ॥
শে রাঙ্গা পদের চির্ম্ন প্রথিবিতে পাইয়া ।
উলটি পালটী ভ্রমর খায় মধু পীয়া ॥
আগোর চন্দন গন্ধ পায় কুতুহলে ।
য়েপথে গীয়াছে কৃষ্ণ সব গোপী বোলে ॥
চুয়া কুমকুম গন্ধ এ নহে অন্যথা ।
কৃষ্ণ সঙ্গে গীয়াছেন কোন ব্রজসুতা ॥
স্বরূপ করিয়া কহো জন্তো ব্রক্ষগণ ।
তোমাদের পুর্স্প তুলিয়াছে নারায়ন ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন সর্ব্বজনে ।
পরিনামে ত্রাণকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥

শ্রীরাগ

কোথা গেলে পাব স্যাম জিবন আমার । ধুয়া
উনমত্ত হইয়া গোপী বিরহ কাতর ।
কৃষ্ণ অন্বেসন করি ব্রন্দাবনে ফিরে ॥
গকুলে করিলা কৃষ্ণ জে সকল লিলা ।
কৃষ্ণ রশে গোপী সব করে শেহি খেলা ॥
কোন গোপী হয় জেন পুতুনা সমান ।
কৃষ্ণ হইয়া কেহো তার করে স্তন পান ॥

সকট ভাঙ্গিলা জেন প্রভূ নারায়ন।
তেমতি কৃষ্ণ হই করে সকট ভঞ্জন॥
সিসুবেশে কোন গুপী ভূমে রহে সুইয়া।
কোন গোপী নেয় তারে ত্রনাবত্ত হইয়া॥
কোন গোপী কৃষ্ণ হইয়া ননি চুরি করে।
জশোদা হইয়া কেহ বান্ধে উত্নুখলে॥
কোন গোপী কৃষ্ণ হয় কেহো বলরাম।
কোন গোপী বৎসাসুর হয় অনুপাম॥
বকাসুর হয় কেহো কেহো তারে মারে।
বক হইয়া কেহো আইশে কৃষ্ণ গীলিবারে॥
কৃষ্ণ হইয়া কোন গুপী বক বধ করি।
ধবলি সাওলি বলি সঘনে ফুকরি॥
কোন গোপী কালি হয় কেহ পত্নিগন।
কৃষ্ণ হইয়া কেহ করে কালিকে দমন॥
য়েহিরূপে গুপী সভে করে নানা খেলা।
গকুলে কৈরাছে কৃষ্ণ জে সকল লিলা॥
করিয়া শে সব লিলা জতো গোপীগন।
কৃষ্ণ অন্বেসনে জায় শ্রীব্রন্দাবন॥
কান্দিতে কান্দিতে বোনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
কৃষ্ণপদ চিন্ন গোপী পাইলা দেখিতে॥
ধজ বজ্রাঙ্কুস চিন্ন দেখি গোপীগন।
সভে বোলে য়েহিপথে গীয়াছে নারায়ন॥
গোপীকার পদচিন্ন মাজে মাজে দেখি।
তাহা দেখি আকুল হইলা সব শখি॥
কোন ভার্গ্যবতি লইয়া গীয়াছে কানাই।
তার শোম ভার্গ্যবতি আর কেহো নাই॥
নিকুঞ্জ কাননে তারা সুখে ভুঞ্জে দোহে।
য়েহি বলি কান্দে গোপী কৃষ্ণ প্রেম মোহে॥

চিরং কাল কৃষ্ণেকে করিছে আরাধন।
তেই তারে লইয়া গেলো শ্রীনন্দের নন্দন॥
নিশ্চয় জানিনু সখি রাধা তার নাম।
আমা সভা ছাড়ী তারে লইয়া গেলা স্যাম॥
ব্রর্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
কমলা জাহার পদ শেবে য়নক্ষন॥
হেন প্রভূ লয়া গেলা রাধা চন্দ্রাবলি।
অনাথিনি গোপী কান্দে হইয়া ব্যাকুলী॥
সকল গোপীর ধোন কৃষ্ণের অধরে।
সভারে মুছিয়া[১] রাধা য়েকা ভোগ করে॥
বিসাদ ভাবিয়া গোপী করে হায় হায়।
রাধার পদের চিন্ন দেখিতে না পায়॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সুই রাগ

কি সাধনে কানু ধোন পাবো। ধুয়া*
রাধার পদের চিন্ন না পায় দরশন।
অনুমান করেন জতেক গোপীগন॥
কুশাঙ্কুর ফুটে বুঝি রাধার চরনে।
কোলে করি নিয়া গীছেন নারায়নে॥
কোলে করি রাধিকাকে নিয়া গেলা হরি।
জার পদ চিন্ন দেখে সব গোপ নারি॥
কোলে হইতে রাধীকাকে নাবায় য়েখানে।
য়েহি পুর্প্প তুলিয়াছেন প্রভূ নারায়নে॥

১ ঘুচাইয়া
* এই চরণ নাই

চম্পর্কের পুষ্প কৃষ্ণ না পাইয়া হাতে।
ডাল ভাঙ্গিয়া ফুল তুলিছে প্রাননাথে॥
সকল পদের চির্ন্ন দেখিতে না পাই।
অগ্রপদভরে পুষ্প তুইলাছে কানাই॥
য়েহিরূপ চিন্ন দেখি মাধবির তলে।
য়েহিখানে বৈসাছিল রাধা লইয়া কোলে॥
উরূদেশে রাধিকারে বশাইয়া বোনমালি।
নানা[1] বেশ করিয়াছে মোনে কুতুহলি॥
নানা ফুলে রাধিকার বেশ বানাইয়া।
য়েহিখানে বৈসাছিলা রাধিকা লইয়া॥
কোথাকারে গেলা কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে করি।
আর কোথা পাব দেখা প্রান প্রিয় হরি॥
য়েহিরূপে কৃষ্ণ চাইয়া ফিরে গোপীগন।
তার মদ্ধে স্থন কিছু অপুর্ব্ব কথোন॥*
রাধা বোলে কৃষ্ণচন্দ্র রসিক মুরারি।
বোনে বোনে আমি আর চলিতে না পারি॥
নব কুশাঙ্কুর মোর ফুটে দুই পায়।
কাধে করি লয়া জাও জথা ইর্ছ্যা জায়॥
য়েতেক স্থনিয়া কৃষ্ণ প্রভূ চুড়ামনি।
কাধ পাতি রাধিকারে দিলেন আপনি॥

১ লাস

* অতিরিক্ত পাঠ—

রাধা লয়া কাননে ফিরএ চক্রপানি।
স্যাম সোয়াগিনি রাধা হইলা মানিনি॥
মানিনি হইঞা রাধা ভাবে মনে মনে।
মোর সম ভাগ্যবতি নাহি কুনজনে॥
সভারে ছাড়িয়া কৃষ্ণ মোরে আইলা লয়া।
কৃষ্ণরে বোলেন রাধা মানিনী হইয়া॥

কৃষ্ণের কাধেত রাধা চাপীবারে[1] জান।
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র হইল অন্তধ্যান॥
অন্তধ্যান হইলা জদি প্রভু বোনমালি।
অহে কৃষ্ণ বলিয়া রাধা হইলা ব্যাকুলী॥
হা নাথ হা নাথ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
দাশীর অপরাদ ক্ষেমা করো নারায়ন॥
ছাড়ীয়া সকল গোপী মোরে আইলা লয়া।
হেন দুখিনিরে গেলা য়েকা বোনে ফেইলা॥*
য়েকাকিনী হইয়া রাধা বোনে বোনে ফিরে।
আর জতো গোপী সব দেখিল রাধারে॥
সভে বোলে য়েহি আইল রাধা রসবতি।
কহো কহো আগো রাধা প্রাননাথ কতি॥
রাধা বোলে আগো সখি মুই বড় দুখিনি।
সভাকে ছাড়িয়া মোখে নিল গুনমনি॥
চলিতে না পারি মুই হইনু কাতর।
বোনে বিবজ্জিয়া মোরে গেলা গদাধর॥
য়েতেক স্তনিয়া গোপী বিশ্বয় অন্তরে।
য়েমন নিষ্ঠুর আর না দেখি সংশারে॥
য়েকালা অবলা থুইয়া গোহন কাননে।
ফিরিয়া আইলা সভে ছিলা জেই স্থানে॥
কালিন্দি নিকটে যাইলা জথা ব্রন্দাবনে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে জত গোপীগনে॥
গোপীকার পদরেনু বন্দিয়া মস্তকে।
চক্রবর্ত্তি পরূসরাম গাইলা কৌতুকে॥

১ চড়িবারে

* এই চরণের পর—বারেক দাসির দোষ ক্ষেম নারায়ন।
বন জন্তু হাতে প্রভু হারাব জিবন॥

সিন্ধুড়া রাগ

কান্দে গোপী ব্রন্দাবনে হারাইয়া নারায়নে
কোথাকারে গেলো গুনমনি।
গ্রহ কর্ম্ম পরিহরি তুয়া পদ আশা করি
বোন মদ্ধে হইনু অনাথিনি॥
তুয়া পদে অভিলাশী বিনে মুল্যে হব দাশী
না বধিয় মদনের বানে।
স্ত্রীবধের পাপে আর কেমনে হইবে পার
দেখা দিয়া রাখ গোপীগনে॥
জতেক রাখালগনে সঙ্কটে রাখিলা বোনে
গীরি ধরি রাখিলা গকুল।
কাতর কিংঙ্করি দেখি বারেক ফিরাও আখি
না দেখিয়া হইয়াছি আকুল॥
জে পদে লক্ষির আশ ছলে[১] দর্প্প কৈলা নাশ
কোথা নাথ দেহ দরশন।
রাজীব লোচন হরি মধুর মুরারিধারি
ভুর করো দুরান্ত মদন॥
তোমার অম্রত বানী তাপীত অন্তরে স্তুনি
পাশরে সকল মনস্তাপ।
অধর অম্রত দানে রক্ষা করো গোপীগনে
না বারাও দারুন সন্তাপ॥
জখনে রাখিতে ধেনু বোনে জাও রাম কানু
নিরখিএ চরন ডুখানি।
কোমল চরন তায় ত্রন কুশ ফুটে পাএ
য়েহি ভয় মোনে সভে মানী॥

১ মুনি

তিলেক বিচ্ছেদ হরি জুগ সতো মনে করি
ঘরে আইশ দিন অবশেষে।
দেখি শেহি চাদ মুখ পাশরে সকল দুঃখ
মদন সাগরে গোপী ভাশে ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বিধি নিরমিয়া তোমা নিধি
হাতে দিয়া পুন কাইড়া নিল।
বিধাতা বঞ্চিল আমা দেখিতে না পাই তোমা
নিমিক করিয়া বৈরি[১] হইল ॥
স্বামি পুত্র বাপ ভাই ছাড়ীয়া তোমার ঠাই
আইনু সভে তুয়া গুন গায়া।
য়েমন কঠিন জন হেদেরে নিটুর মন
কোথা গেলা বোন মদ্ধে থুইয়া ॥
না বাধে কুন্তল ভার না শোভে অলঙ্কার
কান্দে গোপী ভূমেত লোটায়া।
গোপীর চরনতলে বিপ্র পরূসরামে বোলে
স্থাম পাবে উটগো বসিয়া ॥
+
য়েহিরূপে গোপীসব ভূমেত লোটায়া।
বিরহ কাতরে কান্দে কৃষ্ণগুন গায়া ॥
কাতর দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীকার প্রান।
অধিষ্টান হইলা প্রভূ দেব ভগবান ॥
পীতাম্বর বোনমালা পরিয়া রাধানাথ।
স্থামতনু কৃষ্ণচন্দ্র দাড়াইলা সাক্ষাত ॥++

১ উরি
+ নিদারূন নয় হরি নিদারূন নয়।
হারাইয়া পাইলে তুমি আর না ছাড়িয় ॥ ধুয়া।
++ এই চরণের পর অতিরিক্ত পদ—
দেখিয়া গোপীনি সব প্রফুল্ল বয়ানে।
উঠিলেন মির্ত্তু জেন পাইয়া জিবনে ॥
সদয় হইল জদি নন্দের নন্দন।

য়ানন্দ সাগরে ভাশে জতো গোপীগন ॥
কোন গোপী কৃষ্ণেরে ধরিয়া স্তুটিকরে।
বাহু তুলি নিলা কেহো কান্ধের উপরে ॥
কেহো হস্ত পাতি নিলা চন্দন তাম্বুল।
পদতলে পড়ে কেহ হইয়া আকুল ॥
কৃষ্ণপদ তুলী গোপী মস্তকে[১] আরোপীয়া।
আনন্দে বিভোল গোপী কৃষ্ণমুখ চাইয়া ॥
কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া গোপী মোনে কুতুহলি।
কেহো নাচে কেহ গাএ দেয় করতালী ॥
নঞানের কোনে কেহো কৃষ্ণ গান[২] করে।
জুগীসব জেমন কৃষ্ণ রাইখাছে অন্তরে ॥
য়েহিরূপে গোপীসব আনন্দে বিভোর।
বিরহ জাতনা গোপী পাশরে সকল ॥
জমুনার নিকটে[৩] মধুর ব্রন্দাবন।
মর্ল্লীকা মালতি জুতি অতি সুশোভন ॥
মন্দার কদম্ব কুন্দ পুষ্প পারিজাত।
জুথে জুথে রমনী লইয়া গোপীনাথ ॥
কুকিলে পঞ্চম গাএ ভ্রমরা গুঞ্জরে।
সুন্দর সরদ সসি কিবা মনহরে ॥
বিছাইয়া দিলা গোপী অঙ্গের বশন।
তাহাতে বসিলা স্যাম নন্দের নন্দন ॥
জুগী বসাইতে নারে হ্রিদয় আশনে।
শে প্রভূ বশীলা বোনে গোপীকার সনে ॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
কমলা জাহার পদ শেবে অনক্ষন ॥
হেন পাদপর্ণ্ম গোপী উরূপর লইয়া।
শেবেন কৃষ্ণের পদ আনন্দিত হইয়া ॥

১ স্তনে ২ পান ৩ কিনারে

চতুর্দ্দিগে গোপীসব করিয়া মণ্ডলী।
তার মদ্ধে জশোদার নন্দন বোনমালি॥
কৃষ্ণ পাইয়া গোপীসব আনন্দিত মন।
ক্রোধ করি কিছু জিজ্ঞাসিল নারায়ন॥
নটবর স্যাম প্রভূ করি নিবেদন।
জে জাহারে ভজে তারে ভজয়ে শে জন॥
দেখিয়া অভক্ত জন ভজিতে না পারে।
ভক্তেরে না ভজ প্রভূ কি বুঝি অন্তরে॥
য়েতেক সুনিয়া কৃষ্ণ অখিলের পতি।
হাশীয়া কহিলা সব গোপীকার প্রতি॥
তোমোরা জতেক গোপী মোর ভক্ত প্রীয়া।*
তোমাদের ধার আমি সুজিব কি দিয়া॥*
য়েতেক সুনিঞা গুপী কৃষ্ণের বচন।*
তেজিলা বিরহ তাপ আনন্দিত মোন॥*

শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইত্যাদি**

কেহো কারে য়েড়ি আধ পাও নাহি চলে।
স্যামেক বেড়িয়া সভে রহিলা কুতুহলে॥
জুথে জুথে গোপীনি লইয়া প্রভূ নারায়ন।
রাশ ক্রীড়া ব্রন্দাবনে কৈলা আরর্ম্ব ন॥
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলি।
মদ্ধে মদ্ধে জশোদার নন্দন বনমালী॥
জোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর।
দুই নাগরির মদ্ধে য়েক য়েক নাগর॥
গোপীকার কান্ধে বাহু মেলি কুতুহলে।
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বোলে॥

* এই পদগুলি নাই
** এই পদ নাই

জুথে জুথে রমনি বিহরে বোনমালি।
রাশরস মহর্ছ্ব গোপীর মণ্ডলি ॥
হেম মনি আভরন জতো রূপবতি।
মদ্ধে মদ্ধে মরকত স্যাম জতুপতি ॥
কিবা শে মণ্ডলি শোভা গুপীনি গোপাল।+
মদ্ধে মদ্ধে নির্ত্ত করে নাটুয়া গোপাল ॥
অন্তরিক্ষে দেবগন চাপীয়া বিমানে।
রাশক্রীড়া দেখে সভে সঙ্গে নারিগনে ॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে কৃষ্ণ রসীক মুরারি।
সর্গেত তুন্ধরি[১] বাজে নাচে বির্দ্যাধরি ॥
গন্ধর্ব্ব কিণ্বরে গীত গায়ে উর্চ্চ স্বরে।
পুর্স্প বিষ্টী দেবগন করেন সাদরে ॥
অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ হাশ্য বক্রী (?) কেলি করে।
নিত্ত গীত পুলকীত সঙ্গে গোপীগনে ॥
স্যাম নটবর সঙ্গে গোপীনির[২] ঘটা।
নব জলধরে জেন বিত্যুতের ছটা ॥
বলয়া নপুর আর বাজিছে কিঙ্কীনি।
রাশরষে রতি রোলে কি মধুর সুনি ॥
করিয়া নৃিত্যক রাশ হরিশে মুরারি।
গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের সুন্দরি ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গাএ উচ্চস্বরে।
সাধুবাদ দেন তারে কৃষ্ণ নটবরে ॥
কোন গুপী রাশরশে শ্রস্ত জুক্ত হইয়া।
শোহাগে শ্বেমের[৩] অঙ্গে পড়ে[৩] আউলায়া ॥

+ এই চরণের পর অতিরিক্ত পদ—

মরকতে গাথা জেন হেমমনি মাল ॥
কোন গোপি নাচে গায় কেহু ধরে তান।

১ তুন্ধরি ২ কলাবতির ৩-৩ স্যামের গাএ পড়েন

তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দিলা আলিঙ্গন।
মদনে বদন সসি করেন চুর্ম্বন ॥
রতি রশে পণ্ডীতা জে[১] জে[১] গোপনারি।
রঙ্গ রশে প্রেম ভণে ভুলাইলা শ্রীহরি ॥
চক্রবর্ত্তি পরুসরাম কৃষ্ণ রসে ভাশে।
গোবিন্দ সহিতে গোপী মর্ত্ত রাশ রশে ॥

ধানসি রাগ

রাশে ভুলিল কানু খসিল করের বেনু
আউলাইল[২] মস্তকের চুড়া[২]। ধুয়া
নাগর ভুলাইয়া গুপী আনন্দিত মন।
কাড়িয়া লইল কেহো গলের বশন ॥
তুসিল নাগর গুরু রসিক গোপাল।
কোন গুপী কাড়ি লইল গলের বোনমাল ॥*
গুপীকার মোন তোশে প্রভু গদাধর ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে গুপীকার দেখি রতি রশ।
অন্তরিক্ষে মুর্চ্ছ্যা গেলো দেবকণ্যা সব ॥
মদনে আকুল হইয়া দেব[৩] সশোধর।
মনে মনে অতিক্ষেপ করেন বিস্তর ॥
কেনে না জর্ম্মিলাম আমি হইয়া গোপনারি।
য়েহিরূপে ভজিতাম ব্রন্দাবনে হরি ॥
অন্তরিক্ষে দেবগন[৪] ভাবেন অন্তরে।
ভাগ্যবতি গোপী সব পাইল গদাধরে ॥

১-১ জতেক ২-২ ভুরে গেলো মউর শ্রীখণ্ড

* এই চরণের পর অতিরিক্ত পদ—
কোন গোপি কাড়্যা নিল হাতের মরুলি।
মন্দ মন্দ হাসেন ঠাকুর বনমালি ॥
জত গোপি তত মুর্ত্তি ধরে নটবর।

৩ পড়ে ৪ দেবকন্যা

অতি[১]শ্রান্ত গোপীগন দেখি ভগবান।
পীত বস্ত্র দিয়া সভার মুছিলা বয়ান ॥
তবে প্রভূ ভগবান গুপীগন লইয়া।
জমুনার জলে সভে পড়ে ঝাপ দিয়া ॥
রাস রশে শ্রান্ত হইয়া প্রভূ নারায়ন।
পুনর্ব্বার জলক্রীড়া কৈলা আরর্ম্ভন ॥
কুঞ্জলতা নিকটে কদম্ব সারি সারি।
কুকিলে পঞ্চম গাএ ভ্রমরা গুঞ্জরে ॥
প্রেম রশে বিভোল হইয়া য়েক মোন।+
কৃষ্ণ সঙ্গে বিহার করয়ে ব্রজাঙ্গনা ॥+
শ্রান্তজুক্ত স্যামচাদ নন্দের নন্দোন।
অভিশেক করেন জতেক গোপীগন ॥
পুর্স্প বিষ্টী দেবগন করিলা সাদরে।
গোপী সঙ্গে জল ক্রীড়া কৈলা গদাধরে।
য়েহিরূপে গুপী সঙ্গে করিলা বিহার।
সরত কালের কথা জাহাতে প্রচার ॥
ব্রহ্ম রাত্রি প্রভাতে জতেক গোপীগন।
নিজঘরে গেলা সভে আনন্দীত মোন ॥
তাহাদিগের স্বামিগন মায়াতে মহিত।
কিছু না জানিলা তারা স্থন পরিক্ষিত ॥
য়েতেক বলিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করি নিবেদন
অখিলের পতি হইয়া প্রভূ নারায়নে।
পরদার পাপ কর্ম্ম করিলা কেমনে ॥

১ রতি
\+ এই পদের পরিবর্ত্তে—দিবিধ সহিতে জেন করিনির মেলা।
তারাগন মধ্যে জেন বিধুর উজালা ॥

পরনারি লইয়া কেনে করিল বিহার।
য়ে সকল কথা কহো করিয়া বিস্তার॥
সুকদেব বোলে রাজা করো অবধান।
অখিল ব্রর্ম্মাণ্ড পতি প্রভূ ভগবান॥
অধর্ম্ম নাহিক কভূ তেজি য়ান[১] জনে[১]।
সর্ব্ব ভক্ষ্য বহ্নি জেন দোশ নাহি তার॥
মহাদেব জেমতে ত কৈলা বিস পান।
হেন কর্ম্ম কে করিতে পারে অন্য জন॥
ভকত বৎসল প্রভূ ভকতের তরে।
অশেস বিহার কৈলা প্রভূ গদাধরে॥
তেত্রিশ অধ্যায় রাশ·য়েই কৃষ্ণের বিহার
জেবা সুনে কৃষ্ণ পদে ভক্তি হয় তার॥
সুনিলে শ্রবন সুক পাপ বিমচন।
অন্তকালে পায় জাইয়া গোবিন্দ চরন॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ সভে মাত্র সার।
বিপ্র পরুসরামে গান কৃষ্ণ সখা জার॥

সুদর্শন মোচন

সিন্ধুড়া রাগ

দেবজাত্রা য়েকদিনে সিবদুর্গা পুজনে
আনন্দিত জতো গোপীগনে[২]।
চাপীয়া সকট জানে হরগৌরি দরসনে
গেলা সভে অম্বিকা কাননে॥

১-১ জনাকার ২ ব্রজবাসিগনে

স্বরেসতির তিরে জাইয়া স্নান দান সমাপীয়া
পুজা কৈলা পার্ব্বতি মহেশে।
সভে মন কুতুহলে নানা পুষ্প দেখি বোনে
দিজে দান করিল বিশেষ॥
তবে জত ব্রজবাসি সরেস্বতির তিরে আসি
ফলাহার কৈলা হাস্যমনে।
কৈল সভে জলপান দিন হইল অবশান
শেহি রাত্র থাকিলা শেহিখানে॥
দুই প্রহর রাত্রি গেলে য়েক সর্প হেন কালে
সেহিখানে হইল উপস্থিত।
লোভ সম্বরিতে নারি পুজ (?) প্রতাপ করি
নন্দ ঘোশেক গীলিল তুরিৎ॥
সর্প্পেগ্রস্ত নন্দরায় সভে করে হায় হায়
ত্রাসে কেহ না জায় নিকটে।
দূরে থাকি ইটা মারে পুন সর্প্প ক্রোধ করে
কে রাখিবে বিশম সঙ্কটে॥
পড়িয়া বিশম ফান্দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে
রাখ কৃষ্ণ য়েবার য়েইবার।
বুঝিয়া আপন চির্ত্তে সঙ্কটেতে উদ্ধারিতে
তোমা বহি কেহ নাহি আর॥
বাপের কাকুতি দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হইল দুঃখি
সর্প্পেরে করিলা পদাঘাত।
কৃষ্ণ পদ পরসিয়া বিদ্যাধর মুর্ত্তী পাইয়া
উটে সর্প্প জোড় করি হাত॥
দেখি মুর্ত্তী বিদ্যাধর জিজ্ঞাসিলা গদাধর
কে তুমি কহত নিশ্চয়।
বিদ্যাধর বোলে হরি স্তুন নিবেদন করি
রাঙ্গাপায় আত্ম পরিচয়॥

ভাগবত পুন্যকথা পুরানের সার পোথা
স্থন হে বৈষ্টব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয় পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূশরাম করিলা রচন॥

তুড়ি রাগ

রাঙ্গা চরনে স্বরন বিনে আর নাহি ঠাই। ধুয়া
স্থনরে ভকতো লোক স্থন য়েক চির্ত্তে।
নন্দ ঘোশ মুক্ত হইলা কাল সর্প্প হইতে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আইলা জোড় করি হাত।
নিবেদন করি কিছু স্থন জহুনাথ॥
বিদ্যাধর নাম মোর আছিল স্থন্দর।
রূপে গুনে ছিলাও আমি অতি মনহর॥
কুরূপ দেখিনু মুই অঙ্গিরা মনিবর।
তারে দেখি উপহাশ্য করিনু বিস্তর॥
ক্রোধ করি স্বাপ দিলা মনিবর মোরে।
সর্প্প হইয়া থাক গীয়া স্বরশতির তিরে॥
শেহি স্বাপ হইতে প্রভূ পাইনু তোমারে।+
ভালো হইল স্বাপ দিল মনির নন্দন।
নয়ানে দেখিনু প্রভূ তোমার চরন॥
ব্রর্ম্মা আদি দেব ভাবে যে রাঙ্গা চরন।*
কোমলা জে পাদ পর্দ্দ শেবে অনক্ষন॥*
হেন পাদপর্দ্দ প্রভূ পরসিলা গায়।*
মুক্ত হইয়া জাই প্রভূ তোমার ক্রপায়॥*

+ এই চরণের স্থলে—সাপ পায়া মুনিরে করিনু নিবেদন।
মুনি বোলে অবস্থ পাইবে নারায়ন॥

* এই পদগুলি নাই

প্রদক্ষিন করিয়া তেহো প্রনাম করিল।
কৃষ্ণের চরনে তেহ বিদায় হইল॥
য়েহিরূপে মুক্ত হইয়া গেলা বিদ্যাধর।
নন্দ আদি গোপ সভে আইলা নিজঘর॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

দোললীলা*

আর দিন ব্রন্দাবনে বৎস সিসু সঙ্গে।
হাশীতে খেলিতে জান কৌতুকেতে রঙ্গে॥
বসন্ত সময় সব তরু কুসমিত।
মলয় পবন বহে অতি সুললিত॥
পুস্প দেখি নারায়ন হুল্লসিত মোন।
সিসু সঙ্গে পুর্স্প তোলেন নারায়ন॥
কহি কিছ পুর্স্পের কথা সুন সাবধানে।
জে সব পুর্স্প ছের্দ্দায় তুলিলা নারায়নে॥
লবঙ্গ তুলাল কুন্দ সুগন্ধি মালতি।
চম্পক নাগেস্বর তোলে আর পুর্স্প জুতি॥
সপ্তদল মালতি তোলে কদর্ম্ব কেসর।
গজমল্লীকা পুর্স্প তোলে মনহর॥
পারিজাত পুর্স্প তোলে কাঞ্চন সুরঙ্গ।
নানাবর্ন্নের করবি তুলিলা দোলঙ্গ॥
পারলি কোনকচাপা রঙ্গিন ধাতকি।
কুটজের পুস্প তুলি তোলেন কেতকি॥
নবমল্লীকা পুর্স্প তোলে বলরাম!
আর জতো পুর্স্প তার কতো লবো নাম॥

* এই পুঁথিতে নাই

পুষ্প তুলি নারায়ন সিস্থগন লইয়া।
বসিলা গাথিতে মালা য়েতেক হইয়া॥
গাথিলা চুড়ার মালা বিচিত্র নির্ম্মানে।
পুষ্পের দোসুতি গাথী পরিলেন কানে॥
পুষ্পের গাথিলা তাড় পুষ্পের বলয়া।
পুষ্পের গাথিলা হার পুষ্পের গেড়ুয়া॥
কটিতে গাথিয়া পরে পুষ্পের কিঙ্কিনি।
সব সিস্থ য়েক বেশ কৌতুকি চক্রপানি॥
করিয়া পুষ্পের বেশ দেব নারায়ন।
সিস্থ সঙ্গে বসিলা কৃষ্ণ করিতে ভোজন॥
জশোদা জননি দিল পক্কান্ন পঠাইয়া।
সর্দ্য ননী দিব্য দধি সিকায় করিয়া॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ আর চিনিচাপা কলা।
অম্রত গোটীকা দিলা আর মনহরা॥
ভক্যনের জতো দেব্য জশোদা পটাইল।
সিস্থ সঙ্গে রামকৃষ্ণ ভোজন করিল॥
ভোজন করিয়া কৃষ্ণ বৎস সিস্থ সঙ্গে।
হাশীয়া খেলিতে জান কৌতুকেত রঙ্গে॥
কুসুমিত ব্রন্দাবন অতি শোভা করে।
পুষ্পের পরাগ তথী পীয়ে মধুকরে॥
সুনাদ করয়ে পীক ব্রেক্ষের উপরে।
জমুনার জলে রাজহংস কেলি করে॥
য়েহি সব দেখিলা কৃষ্ণ শেহি ফাগুন মাশে।
ফাগু ক্রিড়া করিব বলিয়া মোনে অভিলাশে
করিব আমি ফাগু দোল য়েহি ব্রন্দাবনে।
ফাগু দোলজাত্রা জেন করে সর্ব্বজনে॥
মনে অনুমান করি ইন্দ্রেক চিন্তীলা।
অকস্মাত আশী ইন্দ্র দণ্ডবৎ হইলা॥

প্রনাম করিয়া ইন্দ্র তখনি উঠিলা।
কৃষ্ণের চরনে ইন্দ্র কহিতে লাগীলা॥
কি হেতু স্বরন মোখে করিলা জনার্দ্দন।
আজ্ঞা করো কর্ম্ম করিব অখন॥
সুনিয়া ইন্দ্রের স্তুতি দেব গদাধর।
তুষ্ট হইয়া তাহাকে দিলেন প্রত্যুর্ত্তর॥
সুন সুন সুরপতি আমার বচন।
ফাগু দোল করিব আমি হেন লয় মোন॥
সিগ্র বিশ্বকর্ম্মা দেহ পাটাইয়া।
দোলের মণ্ডব য়েক দেউক সাজাইয়া॥
ফাগুনী পুন্নীমা বহি প্রতিপদ ক্ষানে।
দেবগোন সঙ্গে লইয়া আসিবা আপনে॥
আপনে করাইবা দোল সুন সুরপতি।
সুরপুরে বৈশে জতো য়াসিবে সঙ্গতি॥
চল চল দেবরাজ আপন ভূবনে।
তোমাকে আভ্যান কৈনু য়েহি শে কারনে॥
বিদায় হইয়া ইন্দ্র গেলা সুরপুরে।
য়েথা সিসু লইয়া ক্রীড়া করেন দামদরে॥
দিবা অবশেশ কালে চালায়া গোধন।
সিসু সঙ্গে ঘরে গেলা দেব নারায়ন॥
কৃষ্ণের চরিত্র সভ সুন মোন দিয়া।
রচিলেন পরূসরাম কৃষ্ণ প্রনমিয়া॥

দীর্ঘছন্দ

সর্গে গীয়া পুরান্দর ডাকিলেন বিত্তাধর
সুন পুত্র আমার বচন।
বিশ্বকর্ম্মা য়াছে জথা সিগ্রী তুমি জাহো তথা
ডাকিয়া আনহ অখন॥

ইন্দ্রের ইঙ্গীত পাইয়া গন্ধর্ব্ব চলিলা ধায়া
জানাইলা বিশ্বকর্ম্মার স্থানে।
ইন্দ্র পটাইলা মরে তোমা লয়া জাইবারে
শীঘ্রগতি করহ গমন॥
বিশ্বকর্ম্মা মহামতি গন্ধর্ব্বেরে করি স্তুতি
বসিবারে দিলেন য়াশন।
কি হেতু স্বরন মোরে করিলেন পুরান্দরে
সত্য করি কহোত কথন॥
স্নন বলি বিশ্বকর্ম্মা না জানিয়ে কিছু মর্ম্ম
অকস্মাত বলিলা আমারে।
প্রীথিবি হইতে আশী নিজ সিংহাসনে বশী
বোলে বিশ্বকর্ম্মা আনিবারে॥
বিশ্বকর্ম্মা মোনে গোনে গোকুলেত নারায়নে
না জানি কি বলিলা তাহারে।
তথীর কারনে মোরে আদেসিলা পুরান্দরে
চল জাই ইন্দ্র বরাবরে॥
হাতে লইলা নানা যন্ত্র পরিলা বিচিত্র বস্ত্র
বিস্বকর্ম্মা করিলা গমন।
গন্ধর্ব্বকুমার সঙ্গে চলি জায় নানা রঙ্গে
ইন্দ্রস্থানে দিলা দরসন॥
ইন্দ্রেক প্রনাম করি জোড় হাতে স্তুতি করি
বোলে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের স্থানে।
আজ্ঞা করো দেবরাজ করিবার কোন কাজ
নিবেদিনু তোমার চরনে॥
ইন্দ্র বোলে স্নন বানি বিশ্বকর্ম্মা মহাগুনি
গকুলেত কৃষ্ণ অবতার।
ত্রীজগতের নাথ হরি জনমিলা মধুপুরি
গকুলেত করেন বেহার॥

করিবেন ফাগু দোল বলিলেন য়েক বোল
বিশ্বকর্ম্মা দেহ পঠাইয়া।
গকুলেতে ঝাটে জাও দেউল মঞ্চ গঠি দেও
কুবিরের ধোন কিছু লইয়া॥
বিশ্বকর্ম্মা বোলে বানী সুন দেব চুড়ামনী
ডাকিয়া আনহ ধোনপতি।
আমাকে না দিবে ধোন কৈনু আমি নিবেদন
আপনে বোলহ সুরপতি॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা অম্রতের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরুসরাম করিলা রচন॥

ধানসি রাগ

পুনরপী গন্ধর্ব্বেক বুলিলা সুরপতি।
কুবিরেক আনিতে তুমি জাহ সিগ্রগতি
ইন্দ্রের বাক্যেত চলে গন্ধর্ব্ব নন্দন।
সর্ত্তরে পাইলা গীয়া কুবের ভূবন॥
কুবেরের দ্বারে গীয়া গন্ধর্ব্বকুমার।
দ্বারিকে বলিলা ঝাটে করহ গোচর॥
ধোনপতি স্থানে দ্বারি গোচর করিল।
ইন্দ্রের তথা হইতে গন্ধর্ব্ব য়াইল॥
দ্বারির বচন সুনি ধোনের ইশ্বর।
সিগ্রগতি আইলা জথা গন্ধর্ব্বকুমার॥
বসিতে আশন দিলা ধোনের রাজন।
সত্য করি কহো কথা গন্ধর্ব্ব নন্দন॥
কি হেতু পটাইলা ইন্দ্র কেমন কারন।

গন্ধর্ব্বে বলিল স্থন ধোনের ইশ্বর।
কার্জ্য কথা না কৈহিলা দেব পুরান্দর॥
প্রথমে কহিলা বিশ্যকর্ম্মা আনিবারে।
তবে পটাইয়া দিলা তোমার গোচরে॥
এতো স্থনি ধোনপতি ভাবে মোনে মোন।
হেন বুঝি ইন্দ্র কিছু মাঙ্গিয়াছে ধোন॥
চল গন্ধর্ব্ব জাই জথা স্থরপতি।
ইন্দ্রের সমিপে তবে জান ধোনপতি॥
কুবের আইলা জদি ইন্দ্রের সদন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র কৈলা সম্ভাষন॥
পার্দ্য অর্ঘ নিয়া দিলা বসিতে আশন।
অম্রতো আনিয়া দিলা করিতে ভোজন॥
স্থরপতি ধোনপতি য়েকেত্র হইয়া।
কৃষ্ণের আদেস ইন্দ্র কহে বিস্তারিয়া॥
বৈকণ্টের নাথ কৃষ্ণ গকুল নগরে।
করিবেন ফাগুদোল কহিলা আমারে॥
দোলের মণ্ডব য়েক দিবে সাজাইয়া।
তেকারনে বিশ্বকর্ম্মাক আনিল ডাকিয়া॥
বিশ্বকর্ম্মা জতো চায় রজত কাঞ্চন।
ঘরে গীয়া দেহ ধোন করহ গমন॥
ইন্দ্রের স্থানে ধোনপতি বিদায় হইয়া।
রত্নের ভাণ্ডার য়েক দিলা দেখাইয়া॥
জতো লাগে বিশ্বকর্ম্মা তত ধোন নেও।
কৃষ্ণের দোলের মঞ্চ সাজাইয়া দেও॥
নিয়া যাও বিশ্বকর্ম্মা অমুল্য রতন।
হিরা মনি মানির্ক য়ার রজত কাঞ্চন॥
নিলেন অনেক ধোন মুক্তা প্রবাল্ল।
ধোন লইয়া গকুলেতে করিলা পয়ান॥

গকুলেতে বিশ্বকর্ম্মা মোনে মোনে গোনে।
দোল মঞ্চ সাজাইব আজি কোন স্থানে॥
ইন্দ্র স্থানে কেনে আমি সুদ্ধি (?) না করিল।
ইহা বলি বিশ্বকর্ম্মা মোনেত চিন্তীল॥
গকুলে ভ্রমিয়া দেখি রম্য জেই স্থান।
শেহিস্থানে দোল মঞ্চ করিব নিমান॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা জমুনার কুল।
দেখে ব্রন্দাবনে বিকসিত নানা ফুল॥
মধু পীয়ে অলিকুল পীকে গাএ গীত।
সুগন্ধি পবন বহে অতি সুললিত॥
চারিদিগে পুষ্পত্থান তার মদ্ধে হুলি।
হেন বুঝি য়েহি স্থানে কৃষ্ণ করেন কেলি॥
ইহার অধিক স্থান রম্য না দেখিল।
শেহিস্থানে দোল মঞ্চ গঠিতে লাগীল॥
মঠ গঠে বিশ্বকর্ম্মা য়েক চিত্ত মোনে।
দোলমঞ্চ গঠিলেক রজতো কাঞ্চনে॥
মরকত দুই স্তম্ভ তথীর উপরে।
বিচিত্র নির্ম্মান করি আরোপন করে॥
উপরে গোমক তার করিল নের্ম্মান।
তুলুনা দিতে নাহি তাহার শোমান॥
নানারত্নে বিরচিত কলশ শোনার।
বিচিত্র পতাকা দিলা উপরে তাহার॥
মণ্ডব নির্ম্মান কৈলা অতি মোনহর।
বৈকণ্টপুরি নাহি তাহার শোম সর॥
দোলের মণ্ডব মদ্ধে কাঞ্চনে গাথিল।
গরুড়ের চারি মুর্ত্তি চারিদিগে দিল॥
হিরা মনি মানিকে গঠন কৈল সারা।
চৌদিগে ঝুলনি দিল মুকুতার ঝরা॥

কনোকের দুই গোটা মুখা গঠিল।
মরকত দুই স্তম্ভ তাহাতে আরপিল॥
শোনার জির্জির তাথে গঠিয়া মিলিল।
আশনের চারিদিগে জতনে বাধিল॥
সম্পুন্ন হইল যদি দোলমঞ্চের গঠন।
প্রাচির গঠিতে বিশ্বকর্ম্মা দিলান মোন॥
সুবর্ন্নের প্রাচীর গটে বিশ্বকর্ম্মা গুণী।
আঙ্গিনাতে কাচ ঢাল করিলা সুন্দর।
আপনে দেখিতে আইলা দেব পুরান্দর॥
য়েক রাত্রে বিশ্বকর্ম্মা গঠিলা সকল।
দেখিয়া সন্তষ হইলা দেব পুরান্দর॥
বিশ্বকর্ম্মা সাথে করি দেব অধিকারি।
আপনে লইয়া গেলা আপন নগরি॥
প্রথিবি হইতে ইন্দ্র আপন পুরি গীয়া।
সর্গের দেবতা সভাক আনিলা ডাকিয়া॥
সুন সুন দেব সব আমার বচন।
দোল জাত্রা দেখিবারে করহো সাজন॥
প্রথিবির মুক্ষস্থান গকুল নগরি।
তাহাতে বেহার করেন দেবতা শ্রীহরি॥
য়ামাকে কহিলা সব দেব সঙ্গে লয়া।
করাইবে দোল জাত্রা আপনে আসিয়া॥
সকল দেবতাক কৈলা য়ে সব বচন।
চলিলেন দেবরাজ কৈলাশ ভূবন॥
মহেশ্বরের দ্বারে গীয়া দেব পুরান্দর।
নন্দিকে কহিলা সুন আমার উর্ত্তর॥
রূদ্রের স্থানে কহো গীয়া আমার নিবেদন
কৃষ্ণর সংবাদ কিছু কহিব কথন॥

দণ্ডবত হইয়া নন্দি কহিলা গোচর।
কৃষ্ণের দুত দ্বারে আইলা দেব পুরান্দর॥
সিব কহেন য়ানহ নন্দী ইন্দ্রেক ডাকিয়া।
কি হেতু কৃষ্ণ তাকে দিলা পঠাইয়া॥
ডাক দিয়া আনিলা নন্দি পসুপতির স্থানে।
দণ্ডবৎ হইয়া ইন্দ্র পড়িলা চরনে॥
মহেষ কহিল ইন্দ্র আইস আশনে।
অকস্মাত আইলা য়েথা তুমি কি কারণে॥
ইন্দ্র বোলে মহাপ্রভূ কি বলিব আমি।
আইলাম জে কার্য্য সব জানেন আপনি॥
ইন্দ্রের বচনে তুষ্ট হইলা ত্রলোচন।
পীজুস আনিয়া দিলা করিতে ভোজন॥
চল চল দেবরাজ আপনার ঘরে।
সর্ব্বথা জাইব য়ামি গকুল নগরে॥
চিরদিন হয় নাহি কৃষ্ণ দরসন।
আশনেত দোলাইব ধরি সিঙ্গাসন॥
বিদায় হৈলা ইন্দ্র মির্ত্তুঞ্জয় স্থানে।
সত্তরে চলিয়া গেলা ব্রর্হ্মার সদনে॥
ব্রর্হ্মাক কহিয়া গেলা আপনার স্থানে।
গকুলে জাইতে সর্য্য হও দেবগনে॥
য়েথা গকুলের কথা কহো সর্ব্বজনে।
গকুলেত লিলা করে দেব নারায়নে॥
দধি মথে ব্রজনারি কৃষ্ণ গুন গায়।
কৃষ্ণ কথা স্তুন সভে তরিবা ভব ভয়॥
কৃষ্ণ কথা স্তুন সভে য়েক চিত্ত মতি।
খণ্ডীবে সকল পাপ বিষ্ণুপুরে গতি॥
নিস্তারের কথা কহি স্তুন সর্ব্ব নর।
কহে দ্বিজ পরূসরাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥

দীর্ঘছন্দ

জশোদা নন্দের নারি হাতে লয়া জলঝারি
প্রেবেসিলা সয়ন মন্দিরে।
প্রকাসিত দিনমনি নিদ্রা জান চক্রপানি
জল দিলা বদন ওপরে ॥
উঠ পুত্র জহুরায় গাভি নহে দোহা জায়
ধেনুবৎস ডাকে উর্চ্চস্বর।
সঙ্গের রাখাল জতো আঙ্গীনাতে উপস্থিত
নিদ্রা তেজি উঠ দামদর ॥
মায়ের বচন স্থনি হাশীয়াত চক্রপানি
নিদ্রা তেজি উঠিলা সর্ত্তর।
সকল বালক মেলি মাতি দোহে গাইগুলি
দুগ্ধ দিল মায়ের গোচর ॥
দোহিয়া সকল গাই রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
আইলেন মাও বরাবর।
মায়ে দিল কলা চিনি মিঠা দধি সাজো ননি
সিস্থ সঙ্গে করিলা ভোজন ॥
মিষ্টী অন্ন সব খাইয়া বিষ্টুতৈল অঙ্গে দিয়া
উভ ছাদে বাধিলা কুন্তল।
অভরন অঙ্গে পরি হাতেত শোনার নড়ি
হৃদে মনি করিছে উর্য্যল ॥
নপুর পরিয়া পায় নন্দন ভূসিত গায়
পিত ধড়া কটিতটে সাজে।
সাজনি কাছনি করি করেত মুরলি ধরি
কটিত কিঙ্কিনি ভালো সাজে ॥

ভূজজুগে তাড়বালা পরিলেন নন্দবালা
বিশ্বকর্ম্মা গঠিছে কাঞ্চনে।
বাজুবন্ধ তাহে সাজে নানা রত্নো তার মাঝে
হার শোভে বিবিধ বিধানে॥
শ্রবনে কুণ্ডল দোলে রচিলা তিলক ভালে
চূড়া বেড়ি দিল গুঞ্জামাল।
সিখি পুচ্ছ্য চন্দ্র তায় মন্দ মন্দ উড়ে বায়
চুড়ার উপরে শোভে ভাল॥
নাসাগ্রেত গজমতি তাহে শোভা করে অতি
কণ্টে শোভে নানা রত্নদাম।
সুবেস করিয়া রঙ্গে ধেনু বর্চ্ছ সিসু সঙ্গে
চলি জায় কৃষ্ণ বলরাম॥
আগে চালাইয়া ধেনু পাছে জায় রাম কানু
সিসু সঙ্গে হাসিতে খেলিতে।
রঙ্গে ভঙ্গে চলি জায় গোপী সব রহি চায়
জায় কৃষ্ণ গোধন রাখিতে॥
সব সখি জুক্তী করে আর না জাইব ঘরে
চল জাই কৃষ্ণ সম্ভাশীতে।
দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ মরমে বিদরে বুক
না দেখিলে না জিব পরানে॥
রাধা বোলে সখিগন সুন আমার বচন
অখনি না জাইব ব্রন্দাবনে।
সঙ্গে আছে বলরাম জায়া কিছু নাহি কাম
লর্য্যা পাবেন কমললোচনে॥
রাধিকার বাক্য সুনি জত ব্রজ রমনি
ভালো ভালো বুলিলা বচন।
জবে থাকেন একেস্বর ব্রন্দাবনে দামদর
সব সখি জাইব তখন॥

য়েতো সব জুক্তী করি জতো গোয়ালের নারি
গেলা সভে আপন ভূবনে।
বৎস সিস্থ সঙ্গে করি ব্রন্দাবনে জায় হরি
তার কিছু স্থনহ বচন॥
ভজিয়া কৃষ্ণের পায় বিপ্র পরুসরামে গাএ
স্থন লোক অপুর্ব্ব কাহিনি।
পার হবে ভবসিন্ধু ভজ কৃষ্ণ দিনবন্ধু
নিরবধি স্থন কৃষ্ণ বানি॥

সিস্থ সব সঙ্গে করি দেব নারায়ন।
জমুনার তটে গেলা রাখিতে গোধন॥
অকস্মাত ব্রন্দাবনে দেখে সিস্থগন।
কনক প্রাচির নিরমিল কোন জন॥
তার মদ্ধে য়েক মঞ্চ দেখিতে স্থন্দর।
নানা রত্নে বিরাজিত অতি মোনহর॥
কালি য়েহি স্থানে আমরা গোধন রাখিনু।
রজনীতে এতো সব কোথা হইতে আইল॥
সিস্থ সব কহে গীয়া কৃষ্ণের নিকটে।
অকস্মাত দেখিলাও আজি জমুনার মাটে॥
তুমিতো সভার নাথ শ্রীমধুস্থদন।
কে নের্ম্মান কৈল পুরি কহতো কথন॥
কৃষ্ণ বোলেন ভাই সব স্থন মোন দিয়া।
দোল মঞ্চ বিশ্বকর্ম্মা গঠিল আশীয়া॥
ফাগু দোল করিবারে করিয়াছি মোন।
দোল মঞ্চ গড়াইল তথীর কারন॥
আজি য়েহি ব্রন্দাবনে রজনি বঞ্চিব।
দোল আরোহন আমি রাত্রেতে করিব॥

সিসুগন বোলে সুন গকুলের পতি।
দেখি গীয়া দোলমঞ্চ চল সিগ্রগতি ॥
আমরা সংস্কচ করি বুলি দেবালয়।
তুমি জদি করিয়াছ তবে কিবা ভয় ॥
সীসুগন সঙ্গে করি দেব গদাধর।
প্রেবেস করিলা গীয়া প্রাচির ভীতর ॥
দেখিয়া শোস্তস হইলা সব সিসুগন।
দোলমঞ্চ উপরে সভে করিলা আবহোন ॥
মোনে মোনে জুক্তি করে সব সীসু মেলি।
ইহাতে দোলিবে কৃষ্ণ জানিলা সকলি ॥
তাহা দেখি সব সিসু মোনে মোনে গনে।
জত্তো লিলা করে কৃষ্ণ না জায় কথন ॥
মনষ্য সরির ধরে নন্দের তনয়।
এ জগতের নাথ হরি হেন মোনে লয় ॥
ফাগু দোল নাহি সুনি বাপের জনমে।
দেখিব কৃষ্ণের দোল জানিল মরমে ॥
দেখিয়া দোলের মঞ্চ সব সিসুগন।
রাম কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে রাখেন গোধন ॥
সিসুকে বোলেন কৃষ্ণ সুন মোন দিয়া।
দুরে গেলো গোধন সব আনহ ডাকিয়া ॥
আর দিন ধেনু লইয়া জাই সন্ধাকালে।
আইজ সব ধেনু লইয়া জাইব সকালে ॥
কৃষ্ণের আদেশ পাইয়া সব সিসুগন।
ঘরেত চলিলা সভে চালায়া গোধন ॥
ঘরেতে আসিয়া কৃষ্ণ বলিলা মায়েরে।
প্রভাতে খেলিব ফাগু বুলিলাও তোমারে ॥
আইজ আমী ব্রন্দাবনে সিসু সব সঙ্গে।
রজনি বঞ্চিব আমি ব্রন্দাবনে রঙ্গে ॥

গকুলের লোক সঙ্গে ব্রন্দাবনে গীয়া।
প্রভাতে করাবে দোল আপনে জাইয়া ॥
দেহ অনুমতি মাতা জাইব ব্রন্দাবনে।
মিষ্টী অন্যপান আনি দিলা ততক্ষনে ॥
মায়ে দিল জতো দের্ব্য ভর্ক্যন করিয়া।
সিসু সঙ্গে জায় কৃষ্ণ বিদায় হইয়া ॥
ব্রন্দাবনে জায় কৃষ্ণ হাশীতে খেলিতে।
দেখিলেন মেশ য়েক পথেত জাইতে ॥
ধরিতে করিলা আজ্ঞা দেব নারায়ন।
সব সিসু মেলি মেশ ধরিল তখন ॥
মেশ ধরিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে লয়া জায়।
ব্রন্দাবনের কাছে গীয়া সভাকে বহায় ॥
সিসুকে বোলেন কৃষ্ণ সুনহ উর্ত্তর।
মেশ রাখিবারে চাহি য়েকখানি ঘর ॥
কাষ্ট তৃণ বাতা দড়ি আনহ হরিয়া।
মেশের তরে য়েক ঘর দেহ সাজাইয়া ॥
মেশের ঘর সর্য্য করেন জনার্দ্দন।
কাষ্ট ত্রন আহরিয়া নিল সিসুগন ॥
সিসু সঙ্গে ঘর বাধে বোনমালি।
উর্চ্চ করি বাধিলেন মেশের গোহালি ॥
পুনরপী কৃষ্ণ কৈলা সিসুকে আদেশ।
অখনে করিতে চাহি গ্রীহেত প্রেবেশ ॥
কাষ্ট গ্রতো অগ্নী আনো জজ্ঞ করিবারে।
জজ্ঞপুর্ন দিয়া মেশ লয়া জাব ঘরে ॥
কৃষ্ণের বচন সুনি সব সিসুগন।
কাষ্ট গ্রত অগ্নী আনি দিল ততক্ষন ॥
আপনে করিলা জজ্ঞ দেব গদাধর।
সুভক্ষনে জজ্ঞ করি মেশ নিলা ঘর ॥

ঘরের স্তম্বেত মেশ বাধে নারায়ন।
দ্বারে আগুনি জালি দিলা ততক্ষন॥
বড় প্রেজলিত অগ্নী তখনে হৈল।
প্রদক্ষিন হইয়া সিসু নমস্কার কৈল॥
ভেড়াকে পুড়িয়া কৃষ্ণ গেলা ব্রন্দাবন
সর্গের বেত্তান্ত কিছু কহিব কথন॥
সিসু সঙ্গে নারায়ন ব্রন্দাবনে রহে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরুসরাম কহে॥

ইন্দ্রের দ্বারের বার্দ্য দুন্দ্ধবি বাজল।
ইন্দ্রের নিকটে সব দেবতা আইল॥
সকল দেবতা জদি একোত্র হইল।
গন্ধর্ব্বেক ইন্দ্র তবে আদেশ করিল॥
সুরভির দুগ্ধ আন মন্দাকিনির জল।
দির্ব্য বস্ত্র অলঙ্কার লহতো সকল॥
কৃষ্ণেরে করাইব স্নান মন্দাকিনির জলে।
য়ভিশেক করাইব সুরভির খিরে॥
কিরিটী কুণ্ডল আদি জতো আভরন।
স্যাম অঙ্গে পরাইব বিচিত্র বশন॥
য়ে বোল বুলিয়া ইন্দ্র চলিলা তখন।
চল চল গকুলেত সব দেবগন॥
আগে সব বার্দ্য জায় বাজাইতে বাজাইতে
তার পাছে বির্দ্যাধরি নাচিতে নাচিতে॥
তার পাছে গীত গাএ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নানাবিধ জন্ত্র বাজে অতি মোনহর॥
ব্রেশেতে চড়িয়া জান দেব সুলপানি।
নির্ত্তগীতে আনন্দিত চলিলা ভবানি॥

মূশিক বাহনে চলে দেব লম্বদর।
কার্ত্তীক চড়িয়া জান মউর উপর॥
রাজহংস প্রেষ্টে ব্রর্ম্মা গমন করিল।
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র তখনি চলিল॥
বিমানে চড়িয়া জায় চন্দ্র দিবাকর।
ধর্ম্মরাজা চড়ি জায় মহিস উপর॥
অজাপুত্র আরোহনে চলে প্রজাপতি
মার্জ্জ্যার বাহনে চলে সষ্টী ভগবতি॥
জলের ইশ্বর জায় মকর বাহনে।
পবন চলিয়া জায় বাহন হরিনে॥
সুরপুর মদ্ধে বৈশে জতো দেবগন।
আপন বাহনে সবে করিলা গমন॥
ব্রন্দাবন মদ্ধে জথা আছে নারায়ন।
শেহিখানে উপস্থিত সব দেবগন॥
হরি হর দুইজনে কোলাকুলি হইল।
আব সব দেবগোন দণ্ডবত হইল॥
কৃষ্ণের সমুখে নাচে সর্গ বির্দ্যাধরি।
জতেক অপ্সরা তিলর্ত্তমা আদি করি॥
নারদে বাজায় বিনা তুম্বরে গায়ান।
তার সঙ্গে গীত গাএ গন্ধর্ব্ব নন্দন॥
বাজায় মোহন বার্দ্য সব বিদ্যাধর।
নানা জন্ত্র য়েক মিলী সুনিতে সুন্দর॥
কহিব বার্দ্যের নাম সংক্ষেপ করিয়া।
সুনহ সকল লোক সাবধান হইয়া॥
রবাজ পাখাজ বাজে ডম্বরু মন্দীরা।
পঞ্চস্বরে য়েক সব্দ বাজে সপ্তসরা॥
সরভ মণ্ডলি বার্দ্য অতি মনোহর।
করিলাস জন্ত্র বাজে সুনিতে সুন্দর॥

সঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে আর করতাল।
দোশারি মহরি বাজে স্থনিতে রশাল ॥
বাহিরে তুন্ধবি বাজে ব্যাল্লীশ বাজন।
কৃষ্ণেরে করান স্নান সুনহ বচন ॥
ব্রর্ম্মা আদি করিয়া জতেক দেবগন।
অভিশেক করিবারে করিলা সুভক্ষন ॥
সুরভির তুগ্ধ খির হাতে করি লইল।
আপনে কৃষ্ণেক সির অভিশেক কৈল ॥
সর্গ গঙ্গাজল ব্রর্ম্মা হাতে করি লয়া।
কৃষ্ণেক করান স্নান আনন্দিত হয়া ॥
স্নান দান করাইলা সব দেবগন।
কৃষ্ণের করেন সুর্য্য অঙ্গ মার্য্যন ॥
পরায় কৃষ্ণেক ইন্দ্র বিচিত্র বশন।
সর্ব্বাঙ্গ লেপন কৈল আগর চন্দন ॥
চরনে নপুর দিল দেখিতে সুন্দর।
নানা রত্নে নির্ম্মায়া দিল বলয়া তুই কর ॥
ভূজ জুগে তাড় দিল অতি মোনহর।
রত্নের কুণ্ডল দিল দেখিতে সুন্দর ॥
নানা রত্নে নিরমিল গজমতি হার।
আজানুলম্বিত দিল গলে বোনমালা ॥
ভালে গোরচনা দিল দির্ঘ করি ফোটা।
নীল মেঘে পড়ে জেন বিজুরির ঘটা ॥
মস্তকে মকুট দিল বিচিত্র নির্ম্মান।
তুলুনা দিবার নাহি তাহার শোমান ॥
কৃষ্ণেক সাজায়া দিল দেব পুরান্দর।
মহেস থুইলা নাম দেব দেবেশ্বর ॥
কহিল ব্রর্ম্মাকে সিব সুনহ বচন।
দোলে চড়াইব কৃষ্ণ করো সুভক্ষন ॥

পঞ্চাননের বাক্য বিরিঞ্চী স্থনিয়া।
কৈল সুভক্ষন ব্রর্ম্মা সাস্ত্র বিচারিয়া॥
সুভক্ষনে দোলে চড়ে দেব দেবেশ্বর।
পুর্স্প বিষ্টী করে তারে দেব পুরান্দর॥
দেব দেবেশ্বর কৈলা দোলে আরোহন।
সকল দেবতা কৈল চরন বন্দন॥
রূদ্র পীতামহ আর চন্দ্র দিবাকর।
দোল পীড়িতে তারা উঠিলা সর্ত্তর॥
চারি কোনে চারি দেব আশন ধরিয়া।
কৃষ্ণেক দোলায় সভে আনন্দিত হইয়া॥
লক্ষি স্বরেশ্বতি দোহে চামর ঢুলায়।
গন্ধর্ব্বেক স্থররাজা ডাকিয়া বাহায়॥
স্থন স্থন চিত্ররথ আমার বচন।
পুস্পের পরাগ কিছু আনহ অখন॥
পুস্পরেনু করি ফাগু দিব স্যাম অঙ্গে।
ফাগুর্ছব করিব সব দেবগন সঙ্গে॥
ইন্দ্রের বাক্যেত নড়ে গন্ধর্ব্ব নন্দন।
পুস্পরেনু আনিবারে করিলা গমন॥
জে ফুলের পরাগ আছে জানে বিদ্যাধর
কোনক কোটরা ভরি লইল সত্তর॥
পুস্পরেনু আনি দিল ইন্দ্রের বরাবরে।
শেহি পুস্পরেনু ফাগু লইল য়েকেত্তরে॥
প্রথমে মহেস ফাগু হাতে করি লইল।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ ফাগু দিয়া দোলাইল॥
ব্রর্ম্মা আদি করিয়া জতেক দেবগন।
ফাগু দিয়া দোলাইল শ্রীমধুসুদন॥
লক্ষি স্বরেস্বতি ফাগু হাতে করি লয়া।
কৃষ্ণের চরনে দিল প্রনাম করিয়া॥

মহামায়া দিল ফাগু কৃষ্ণের সরিরে।
ফাগু দিয়া দেবগন মহৎসব করে॥
আনন্দে বিভোর হইলা জতো দেবগন।
বাজায় ডমরু সিঙ্গা দেব ত্রিলোচন॥
কৃষ্ণেরে দোলায়া নির্ত্ত করে সুলপানি।
তাহা দেখি নির্ত্ত করে ত্রিপুরা ভবানি॥
তাহা দেখি নাচে পিতামহ পুরান্দর।
তাহা দেখি নের্ত্ত করে চন্দ্র দিবাকর॥
সর্ব্বদেব নির্ত্ত করে পরম আনন্দে।
নারদাদি রিসি নাচে অনেক প্রবন্ধে॥
সিদ্ধ বিদ্যাধরি নাচে আনন্দিত মোনে।
মহা মহর্ছ্ব হইল শেহি ব্রন্দাবনে॥
জতো মহৎসব আশী কৈলা দেবগন।
ভালো তাহা কৈতে জানেন দেব ত্রিলোচন॥
সুকদেব বোলে সুন রাজা পরিক্ষিত।
কি কভো কৃষ্ণের লিলা ত্রৈলক্য ব্যাপীত॥
য়েক মুখে কি কহিব অনন্ত লিলা তার।
ধন্য ধন্য রাজা তুমি তরিলা সংসার॥
সুন সুন পরিক্ষিত জে হইল অপরে।
য়েহিরূপে দেবগন আনন্দে বিভোরে॥
নিসি য়বশেশ কালে সব দেবগোন।
নিজপুরে জাইবারে শভে কৈল মোন॥
কৈলাশে জাবেন তবে দেব ত্রিলোচন।
দোলে হইতে নাবিতে কৃষ্ণ করিলেন মন॥
কৃষ্ণের মনের কথা মহেষ জানিল।
দোলের উপরে কৃষ্ণ ধরিয়া বশাইল॥
তুমি দোলে থাকহ আমি জাইব কৈলাশ।
জেবা সুনে প্রসঙ্গ তার কৃষ্ণপদে আশ॥

ত্রিজগত নাথ হরি দোলের উপর।
সকল দেবতা জান অমরা নগর॥
কৃষ্ণের উপরে ইন্দ্র পুষ্প বিষ্টী করি।
দুন্দুবি বাজায়া চলিলা নিজপুরি॥
সংক্ষেপে কহিনু য়েহি দোলের বাখান।
জেবা সুনে তাহাকে তুষ্টু প্রভূ ভগবান॥
দেব দোল কথা য়েহি জেবা সুনে নর।
দেবগনে তুষ্টু হৈয়া তাখে দেন বর॥
লক্ষিদেবি স্ত্রীর হইয়া থাকে তার ঘরে।
রাজরাজেস্বর হয় দেবতার বরে॥
ধোনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়িবে কুসলে।
তাহার আর সৌত্র নাহি য়ে মহি মণ্ডলে॥
নাহি তার দুঃখ শোক বিপদ বন্ধন।
অন্তে বিষ্ণুপুরে জায় রথে আরোহন॥
দেব দোল কথা য়েহি সুন মোন দিয়া।
কহে বিপ্র পরুসরাম গোপাল ভাবিয়া॥
দেবতা আসিয়া জতো মহর্ছব কৈল।
সংঙ্গের রাখাল সব সকলি দেখিল॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সিসু মোনেত চিন্তীল।
কানাই মানুস নহে আজি শে জানিলু॥
মায়া পাতি থাকে কৃষ্ণ নন্দের আলয়।
বৈকণ্টের নাথ কৃষ্ণ জানিনু নিশ্চয়॥
সর্গের দেবতা জাখে করয়ে বন্দন।
আমরা তাহার সঙ্গে রাখি যে গোধন॥
দেবতা হইয়া কেনে ধেনু রাখিয়া ফিরে।
চল জায়া কহি গীয়া কৃষ্ণ বরাবরে॥
সঙ্গের সকল সিসু অদ্ভুত দেখিয়া।
কহিতে লাগীলা সভে কৃষ্ণ স্থানে গীয়া॥

কি দেখিলাও কহ কৃষ্ণ অপুর্ব্ব কাহিনি।
তখনি করিলা মায়া দেব চক্রপানি॥
স্তন স্তন ভাই সব আমার বচন।
আমি জে দেখিলাম আজি বিস্তর স্বপন॥
ব্রর্ম্মা আদি করিয়া জতেক সর্গবাসি।
নির্ত্তগীত করে তারা ব্রন্দাবনে আশী॥
আপনে মহেস আশী মহৎছব কৈল।
নিদ্রা হইতে উঠি পুন কাখ না দেখিল॥
দেবতার জুর্গ্য স্থান য়েহি ব্রন্দাবন।
স্থানের সম্ভ্রমে সভে দেখিলাম স্বপন॥
রজত কাঞ্চন সব ব্রন্দাবনে বসে।
লক্ষি অধিষ্টান হইলে দেবতাও আইশে॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল পুরি মনহর।
বিশেষ দোলের টুঙ্গি দেখিতে সুন্দর॥
তাহা দেখি সর্গ ছাড়ি জতো দেবগন।
আশীয়া করিলা ক্রীড়া জতো দেবগন॥
ক্রিড়া করি সব দেব গেলা স্বরপুরে।
আমিহ দেখিল জতো কহিমু তোমারে॥
দেব মহৎছব জতো বালকে দেখিল।
কৃষ্ণের মায়ায় সব স্বপন জানিল॥
ছিদাম সুদাম আদি জতো সিশু ভাই।
সভে মেলি জুক্তী করি কৃষ্ণেক দোলাই॥
কৃষ্ণেক দোলায় তবে জতো সিস্তগন।
নন্দ যশোদার কিছু কহিব কথন॥
রাত্রেতে আইলা ঘরে নন্দ মহাশয়।
ঘরেত আসিয়া নন্দ না দেখে তনয়॥
জশোদারে ডাকিয়া পুছিলা তখন।
কোথা গীছে মোর জাদু কৃষ্ণ প্রানধোন॥

তখনে নন্দের রানি কহিতে লাগীল।
সিসু সঙ্গে রাম কৃষ্ণ ব্রন্দাবনে গেলো॥
করিবেন ফাগু দোল শেহি ব্রন্দাবনে।
কালি চড়িবেন দোলে প্রতুস বিহানে॥
আমারে কহিয়া গেলা সব লোক লয়া।
করাইব দোল জাত্রা প্রভাতে জাইয়া॥
য়েহি বলি কৃষ্ণচন্দ্র গেলা ব্রন্দাবন।
কৃষ্ণেক করাও দোল করো সুভক্ষন॥
সুনিয়াত নন্দঘোশ হরসিত হইয়া।
গকুলের সব লোক আনিলা ডাকিয়া॥
সুন সুন গোপ ভাই আমার বচন।
ফাগু খেলিবারে কৃষ্ণ গেলা ব্রন্দাবন॥
দধি দুগ্ধ কলা চিনি মিষ্ট নারিকেল।
নানাবিধ উপহার আনহ সকল॥
কপ্পূর তাম্বুল ফাগু সুগন্ধী আতর।
সকট ভরিয়া সভে চালাহ সত্তর॥
জতেক গোওাল সভ য়েকেত্র হইয়া।
গায়েন বার্দ্য সকল আনিল ডাকিয়া॥
নন্দের দ্বারেত বার্দ্য বাজাতে লাগীল।
জতেক গকুলবাশী নন্দস্থানে গেলো॥
দোলা ঘোড়া পদাতিক সকল সাজিল।
সকল গোপেক নন্দ আদেশ করিল॥
চল চল ভাই সভে জাই ব্রন্দাবন।
প্রাতর্কালে নন্দঘোশ করিলা গমন॥
নাটুয়া গাএন বার্দ্য আগে চালাইয়া।
তার পাছে জান নন্দ দোলায় চড়িয়া॥
জতেক গোওাল সভে আনন্দিত মনে।
দোল জাত্রা দেখিবারে জায় ব্রন্দাবনে॥

তখন জশোদা রানী মনেত চিন্তীল।
আমাকে জাইতে কৃষ্ণ আপনে বলিল॥
গ্রহ কর্ম্মে কাজ নাহি সর্ব্বথায় জাব।
ব্রন্দাবনে জায়া আমি কৃষ্ণেকে দোলাব॥
য়েহি যুক্তি মনে করি নন্দের ঘরনি।
ততক্ষন দাশীগন ডাক দিয়া আনি॥
স্থন স্থন দাশীগন আমার উর্ত্তর।
ভক্যনের দের্ব্য লয়া চলহ সর্ত্তর॥
কালি সন্ধাকালে গেল কৃষ্ণ হৈল প্রাতর্কাল।
ক্ষুধায় পাইছে কষ্ট আমার ছাওাল॥
ঘ্রতে ভাজিয়া লহো চিনি পক্ক করি।
চন্দ্রকান্তি লইল য়ার খির নবনি॥
গঙ্গাজল নাড়ু লইল আর মোনহরা।
অম্রতো গুটীকা আর মর্ত্তমান কলা॥
নানা উপহার লইলা সর্ন্ন থালে করি।
স্থভাষিত জল লইলা ভ্রঙ্গারেত ভরি॥
কর্প্পুর বাশীত গুয়া আর পাকা পান।
আশীর্ব্বাদ করিতে দিলা তুর্ব্বা ধান॥
স্থগন্ধি আতোর ফাগু লইলা বিস্তর।
ব্রন্দাবনে নন্দরানি চলিলা সর্ত্তর॥
য়েক সত দাশী চলে জশোদার সঙ্গে।
চৌদোলাত চড়িয়া জায় কৌতুকেতে রঙ্গে॥
আনন্দিত নন্দরানি জায় ব্রন্দাবন।
এথা বেশ করে রাধা লয়া সখিগন॥
নাপীত আনিয়া তবে ক্রীয়া সিদ্ধি কৈল।
পায়ের অঙ্গুলী সব অলর্ত্য পরিল॥
করপদনখে রেখ অলর্ত্তক সাজে।
সসোধরের তেজ জেন অরুনের মাঝে॥

আগোর চন্দনে অঙ্গ উর্য্যল করিল।
গন্ধ আমলকি দিয়া কুন্তল ঘশীল॥
স্নান করি রাধা অঙ্গে বিষ্ণুতৈল দিয়া।
কেশের করিলা বেশ বিচিত্র করিয়া॥
আগোর চন্দন চোয়া কুমকুম কস্তুরি।
অঙ্গের লেপনে কৈলা পরিচ্ছর্ন্ন করি॥
পায়ের অঙ্গলি মদ্ধে পাস্থলি পরিল।
কোনক নপুর দুই চরনেত দিল॥
দির্ব্যবস্ত্র পরিলেন সকল গোপীনি।
তথির উপরে দিল কোনক কিঙকীনি॥
গজদন্ত সংর্খ করে আছিল সুন্দর।
সুরঙ্গ কঙ্কন শোভে তাহার উপর॥
নানামোতে নিরমান বাজুবন্ধ সাজে।
বিচিত্র নির্ম্মান তাড় ভুজজুগ মাঝে॥
করের অঙ্গলী মদ্ধে রত্ন অঙ্গরি।
হ্রিদয়ে পরিলা তাথে বিচিত্র কাচলি॥
কণ্ঠে কোনকপাটা দেখিতে সুন্দর।
মুকুতার হার পরে অতি মনোহর॥
রজত কাঞ্চন আর মুকুতা প্রবাল।
গাথিয়া পরিলা গলে দির্ব্য রত্নমাল॥
নাসিকাতে বেশর দিলা বিচিত্র গটন।
বিচিত্র বসন পরে কর্ন্ন ভুসন॥
নঞান খঞ্জন জুগে পরিল কর্জল।
ললাটে সিন্দুরবিন্দু করিছে উর্য্যল॥
সিন্দুরের চারিদিগে চন্দন শোভয়।
সুধাকর মদ্ধে জেন অরুন উদয়॥
কাঞ্চন নির্ম্মীত মটুক সিরে পরিল।
নানাবর্ন্নের জাদ দিয়া কুন্তল বাধিল॥

নিতম্বে দোলায় বেনি দেখিতে স্নুন্দর।
বিচিত্র উড়ুনি দিল মস্তক উপর॥
করিল অঙ্গের বেশ সব ব্রজ বামা।
এ জগতে দিতে নাহি তাহার উপমা॥
কৃষ্ণ ভজিবারে জায় রাধা ঠাকুরানি।
নন্দ জশোদার কিছু স্নুনহ কাহিনী॥
রহিলেন গুপী সব সাজন করিয়া।
কহে বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ প্রনমিয়া॥

ব্রন্দাবনের মদ্ধে জথা দোল করেন হরি।
তথা উপস্থিত হইলা নন্দ অধিকারি॥
দোলের উপরে নন্দ কৃষ্ণেক দেখিয়া।
পুত্রভাবে নন্দ ঘোশ আনন্দিত হইলা॥
উঠিলেন নন্দ ঘোশ মঞ্চের উপরে।
কৃষ্ণেক দোলায়া নন্দ মহর্ছব করে॥
স্নুগন্ধি আতোর ফাগু দিল স্যাম গাএ।
আনন্দে বিভোর তথা হইলা নন্দরায়॥
নাটুয়া করয়ে নের্ত্ত কৃষ্ণের সর্মুখে।
আনন্দে সকল লোক নাচে মহাস্নুখে॥
স্নুগন্ধি আতোর ফাগু য়েকেত্র করিয়া।
অঞ্জলি করিয়া নন্দ স্যাম অঙ্গে দিলা॥
বাতাশে উড়িয়া ফাগু উড়িল গগনে।
অন্ধকার করিল ফাগু সব ব্রন্দাবনে॥
জতেক ব্রর্ক্ষের গোড়া আওল হইল।
য়েক হাটু হইয়া ফাগু ভূমেত পড়িল॥
নন্দ য়াদি জতো গোপ মহর্ছব করে।
আনন্দে বিভোর হইয়া আপনা পাশরে॥

য়েক লক্য তঙ্কা নন্দ কৃষ্ণেক নিছায়া।
করিলা বিপ্রেক দান আনন্দিত হইয়া॥
ভর্ক্যনের জতো দের্ব্য জশোদা আনিল।
পুত্রভাবে কৃষ্ণেকে সকল খাওাইল॥
খাইলা সকল দের্ব্য কোমল লোচন।
কপ্পূর তাম্বুল মুখে দিলেন তখন॥
ধান্য দুর্ব্বা নন্দরানি হাতে করি লইল।
কৃষ্ণেক মস্তকে দিয়া আসির্ব্বাদ কৈল॥
পুত্রের বাৎছল্যে রানি কৃষ্ণের বদনে।
চম্বুন করিলা রানি হরসিত মনে॥
জশোদার পুন্যের কথা না যায় কথন।
বৈকণ্টের নাথের মুখ করিলা চুম্বর্ন॥
কোনক অঞ্জলি রানি হস্তে করি লইল।
কৃষ্ণেক নিছায়া তার সকলি লুটাইল॥
সুগন্ধি আতোর ফাগু হাতে করি লইয়া।
কৃষ্ণেক অঙ্গেত দিলা হরসিত হইয়া॥
নন্দ আদি জতো গোপ জশোদা সুন্দরী।
আনন্দে নাচয়ে সভে বোলে হরি হরি॥
দোল মহর্ছ্ব করি নন্দ মহাশয়।
জমুনার তটে জাইয়া করিলা বিজয়॥
জমুনার জলে গীয়া মার্য্যন করিল।
গন্ধ আমলকি দিয়া কুন্তল ঘশীল॥
আইল যতেক লোক দোল দেখিবারে।
বিষ্ণু তৈল দিলা নন্দ সভাকার তরে॥
স্নান করাইয়া সভাক জমুনার জলে।
নানা উপহার দিল ভক্যন করিবারে॥
কপ্পূরে তাম্বুল দিলা আগর চন্দন।
ঘরেত চলিলা নন্দ হরসিত মোন॥

নের্ত্ত গীত বার্দ্যে নন্দ জায়েত চলিয়া।
রচিলেন পরূসরামো কৃষ্ণ প্রেনমিয়া॥

নন্দ আদি জত গোপ গেলা নিজপুরি।
কৃষ্ণ ভেটিবারে চলে রাধিকা সুন্দরি॥
চলিলা সুন্দরি রাধা সাজন করিয়া।
ব্রন্দাবনে চলি জায় আনন্দিত হইয়া॥
সব সখি সঙ্গে জায় কৃষ্ণ ভেটিবারে।
আপনে বিভোর হইয়া আপনা পাসরে॥
য়াগর চন্দন চোয়া কুমকুম কস্তুরি।
সুবন্নের ঘটে লইলা গঙ্গাজল ভরি॥
আচলে করিয়া ফাগু লইলা গোপনারি।
করে ফুলধনু চলে রাধিকা সুন্দরি॥
আগে চলে চন্দ্রাবলি কৃষ্ণেক স্মরীয়া।
প্রিয়োম্বদা সহচরির করেত ধরিয়া॥
তার পাছে চন্দ্রমুখি হরসিত মোন।
তার পাছে চিত্ররেখা করিলা গমন॥
তার পাছে চলি জায় কালিন্দী তারিনি।
তার পাছে চলিয়া জায়েন কাদম্বিনী॥
তার পাছে রাশকেলি আর সখীগন।
সর্ত্তরে চলিলা সভে জায় ব্রন্দাবন॥
রাধিকা আইলা কৃষ্ণ মোনেত জানিল।
সঙ্গের সিসুকে কৃষ্ণ আদেশ করিল॥
সুন সুন ভাই সভ আমার উর্ত্তর।
ঘরেত থাকিয়া ধেনু আনহ সত্তর॥
আমার মায়ের স্থানে তোমরা জাইয়।
ভক্যনের দের্ব্য কিছু আমাকে আনিয়॥

কৃষ্ণের আদেশে সিসু ঘরেত চলিলা।
রাধা আদি গোপী সব কৃষ্ণ স্থানে গেলা॥
গোপী সব দেখি কৃষ্ণ পুরিলা সন্ধান।
সভার হৃদয়ে কৃষ্ণ হানিলা কামবান॥
কৃষ্ণেকে দেখিলা গোপী দোলের উপরে।
কামে অচেতন গুপী আপনা পাশরে॥
সুবর্ন্ন কলস সভে ভোমত থুইয়া।
দণ্ডবত হইলা সভ আনন্দিত হৈয়া॥
দোলমঞ্চ উপরে সভে আরোহন কৈল।
কৃষ্ণের সমুখে রাধা পুষ্পধনু দিল॥
কপ্পুর তাম্বুল দিলা কৃষ্ণের বদনে।
ফাগু দিয়া দোলাইল শ্রীমধুসুদনে॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য করেত লইয়া।
কৃষ্ণের গলাত মাল্য দিল দোলাইয়া॥
চন্দ্রমুখি করে লইল আগর চন্দন।
কৃষ্ণের সরিরে দিয়া করিল তোশন॥
সুগন্ধি আবির পর্দ্মমুখি করে লইলো।
আনন্দে কৃষ্ণের অঙ্গে দিয়া দোলাইল॥
কুমকুম কস্তুরী চোয়া করেত লইয়া।
কালিন্দি কৃষ্ণেক দিল হরসিত হইয়া॥
কাদম্বিনি পুষ্পাঞ্জলি হাতে করি লৈল।
আনন্দিত হইয়া তারা স্যাম অঙ্গে দিল॥
বাশক সর্জ্যা আদি করি জতো গোপনারি।
কৃষ্ণেক দোলায় সভে মহৎর্ছব করি॥
অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু গোপী লয়া করে।
হাসিয়া খেলিয়া দিল কৃষ্ণের সরিরে॥
চারিদিগে গোপী কৃষ্ণ দোলের উপর।
নক্ষত্র মোণ্ডলে শোভে জেন সসোধর॥

গোপী সব দেখি কৃষ্ণ ইসদ হাসিয়া।
তোলিলা রাধিকাক কৃষ্ণ হাতে তুলিয়া॥
রাধাকৃষ্ণ দোল করে গোপিসভার মাঝে।
তাহা দেখি গোপী সব বড় পাইল লাজে॥
দোলমঞ্চ হইতে নাবে সভে লর্জা পাইয়া।
যুক্তী করে গোপী সব য়েকেত্র হইয়া॥
রাধা সঙ্গে আইলাম সভো গোপীগন।
রাধাক তুলিলা দোলে শ্রীমধুসুদন॥
আপনার দুঃর্খ আজি আমরা জানিল।
রাধার সাক্ষাতে কৃষ্ণ অপমান কৈল॥
কেনেবা য়েথাতে আইলাম আপনাক খাইয়া।
রাধা দিবেক খোটা আমার দিগেক দেখিয়া॥
জাহা লাগী তেজিলাম আপনার পতি।
শে জদি নিষ্ঠুর হয় তবে জাব কতি॥
কোন ছার মুখ লয়া ঘরেত জাইব।
রাধিকার কুবচন সহিতে নারিব॥
কৃষ্ণের উপরে মোরা স্ত্রীবধ দিয়া।
চল ভাই জলে সভে প্রেবেশ করি গীয়া॥
জমুনার জলে জায়া কাম্য করি মরি।
জর্মান্তরে পাই জেন দেব শ্রীহরি॥
দির্ব্য সত্য করিলেন সব সখিগন।
জলে প্রেবেসিতে সভে করিলা গমন॥
কুমকুম কস্তুরি চোয়া পরিতে জতো ছিল।
সকল ফেলিয়া সভে শূন্যঘট লইল॥
গলাতে বাধিয়া ঘট সব ব্রজাঙ্গনা।
মরিতে চলিলা সভে করিয়া কামনা॥
কৃষ্ণ দেখে গোপী সব মরিবারে জায়।
দোলে হইতে নাবিয়া কৃষ্ণ সভাকে বশায়॥

জতো গোপী ততো কৃষ্ণ তখনে হইয়া।
সভাকারে রাখিলা কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া॥
ভূমেত লোটায়া কান্দে সব গোপীগন।
কোলে করি তুলিলেন শ্রীমধুসুদন॥
কান্দে শব ব্রজনারি সিরে হাত দিয়া।
কৃষ্ণের কোলে হইতে পড়েন ঢলিয়া॥
কান্দিয়া কহিছে গোপী পাইয়া মনর্দুখ।
রাধা শঙ্গে ব্রন্দাবনে ভুঞ্জ নানা সুক॥
ছাড়হ কপট মায়া দেব চক্রপানি।
গোড়ে কাটীয়া গাছ ডালে ঢালো পানি॥
ভালো হইল আমা সভে ছাড়িলা নারায়ন।
তোমার উর্দ্দেশে সভে ছাড়িব জিবন॥
সুনিয়া গোপীর বাক্য কোমল লোচন।
কহিতে লাগীলা কিছু প্রবোদ বচন॥
সুন সুন গোপী সভে আমার কাহিনি।
না বুঝিয়া ক্রোধ কর কি বলিব আমি॥
দোলাসন বড় নহে য়েকেত্র না ধরে।
মোনে কৈনু সভাকে তুলিব বারে বারে॥
রাধাকে তুলিনু য়াগে তোমরা দেখিলা।
তোমরা আমার মোন কেহ না বুঝিলা॥
আমার দোশ তোমরা খেম য়েকবার।
সুন সব গোপীগন বচন আমার॥
হেনকালে দোলে হইতে রাধিকা নাবিলা।
সখি সম্বধিয়া কিছু কহিতে লাগীলা॥
সুন সুন সখি সব করো অবধান।
প্রাননাথ শোকে মরে কতো করো মান॥
খেমহ সকল দোশ আমাকে পাইয়া।
চল জাই করি ক্রিড়া কৃষ্ণেক লইয়া॥

স্থুনিয়া রাধার বাক্য সকল গোপীনি।
ক্রোধে জলে তারা জেন তপ্ত তৈলে পানি
ক্রোধ করি বোলে সভে রাধিকার তরে।
সভার প্রধান করি জানিয়ে তোমারে॥
অখন তোমার কার্য্য মোনে মোনে গুনি।
আপ্তকার্য্যে ব্রহস্পতি পর কার্য্যে শনি॥
য়েকেত্র আইলাম মোরা সকল জুবতি।
কৃষ্ণের চরনে কহি করিয়া ভকতি॥
তুমি প্রভূ দয়ানিধি তুমি প্রানধন।
জর্ম্মে জর্ম্মে প্রাণপতি তুমি নারায়ন॥
তোমা বিনে ভগবান কহিব কাহারে।
দয়া না ছাড়ীহ প্রভূ কহিনু তোমারে॥
স্থনিয়া গোপীর বাক্য কোমল লোচন।
সভাকে তুশিলা প্রভূ মধুর বচন॥
তুষ্ট হইলা গোপী সভে কৃষ্ণ সম্ভাশনে।
উর্দ্ধ করয়ে গোপী হরসিত মোনে॥
চারিদিগে গোপী সব কৃষ্ণেক দেখিয়া।
রাধা আদি গোপী নাচে আনন্দিত হইয়া॥
অঙ্গে ভঙ্গে নাচে গোপী সভে গীত গাএ।
কামিনিমোহন কৃষ্ণ মদ্ধে বাশী বায়॥
নিত্ত করে ব্রজবালা দিয়া করতালি।
তার মদ্ধে নাচে কৃষ্ণ পুরিয়া মুরলি॥
করতালি দিতে স্থনি কঙ্কনের ধনি।
চলিতে নপুরো বাজে কনক কিঙ্কীনি॥
করেন কৌতুক কৃষ্ণ গোপী সব লইয়া।
অন্তরিক্ষে দেবগন দেখেন রহিয়া॥
গকুল নগর ধন্য নন্দ অধিকারি।
তাহার অধিক ধন্য জশোদা স্থন্দরি॥

ধন্য সব সিসু আর ধন্য ব্রন্দাবন।
রাধা আদি গোপী ধন্য ধন্য নারায়ন॥
গকুলের লোক ধন্য দেখে চাদ মুখ।
কৃষ্ণ দরসনে কারো নাহি শোক ছুক॥
শেহি লোক ধন্য জেই লয় কৃষ্ণনাম।
তাহার চরনে মোর কুটী প্রনাম॥
শেবকবর্ছল কৃষ্ণ পতিত পাবন।
প্রথিবিতে নানাকর্ম্ম কৈলা জনার্দ্দন॥
জর্ম্মমাত্রে স্তনপানে পুতুনা বধিলা।
ত্রনাবর্ত্ত আদি জতো অসুর মারিলা॥
জতেক অসুর বধিলা নারায়ন।
মোর সর্ক্তিতে তাহা না জায় কহন॥
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গকুল রাখিলা।
কালিদহে ঝাপ দিয়া নাগ ছুর কৈলা॥
স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা প্রভূ ভগবান।
কে কহিতে পারে তার গুনের বাখান॥
হেন প্রভূ চক্রপানি রাজিবলোচন।
ব্রন্দাবনে করে ক্রীড়া লয়া গোপীগন॥
শ্রান্তজুক্ত গোপী য়ার কোমললোচন।
মোনে কৈলা স্নিগ্ধ দের্ব্য করিতে সন্তাপন।
বাঞ্চাকর্ল্পতরূ কৃষ্ণ মোনেক ভাবিলো।
আচম্বিতে নানা দের্ব্য উপস্থিত হইল॥
গোপীকে খাইতে দিলা নারিকেলের জল।
আগর চন্দনে অঙ্গ করিলা সিতল॥
চিনিতে জল দিয়া দিলা করিতে ভোজন।
কপ্পুর তাম্বুল দিলা আনিয়া তখন॥
গোপীকে স্নিগ্ধ করি কহিলা শ্রীহরি।
চল সভে মেলি জাইয়া জল ক্রীড়া করি॥

জলক্রিড়া সোমাধিলা প্রভূ নারায়ন।
গ্রহেত চলিলা তবে সব গোপীগন॥
সুবর্ন্ন কলশে সভে জল ভরি নিল।
কৃষ্ণেক প্রনাম করি ঘরেত চলিল॥
কৃষ্ণেক দেখিয়া গুপী সভে গেলা ঘর।
কদর্ম্বতলেত বেনু পুরিলা গদাধর॥
সুনিয়া কৃষ্ণের বেনু জতেক ছাওাল।
ধেনু লইয়া কৃষ্ণ স্থানে আইলা তৎকাল॥
পুর্ব্বে জেমন কৃষ্ণ রাখিলা গোধন।
তেমতি সিসুর সঙ্গে খেলান জনার্দ্দন॥
সুন সুন কৃষ্ণের লিলা সকল সংসার।
অনন্ত ব্রর্ম্মাণ্ডের নাথ করেন বিহার॥
ধরিয়া রাখালের বেশ ব্রজ সিসু সঙ্গে।
নানা কর্ম্ম করিলেন কৌতুকেত রঙ্গে॥
য়েহিরূপে দোল যাত্রা সমাধা করিয়া।
গ্রাহেত আইলা কৃষ্ণ ধেনুবৎস লইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

দোল সমাপ্ত

দানখণ্ড

সুনরে ভর্ক্তলোক সুন য়েক মনে।
রাধা কানুর জত লিলা উপজিল দানে॥
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড অম্রতের সার।
ভাগবতে ব্যাশদেব রচীলা[1] বিস্তার॥

[1] না কৈলা

য়েকদিন প্রভাতে উঠিয়া জনার্দ্দন।
আপনী ডাকিলা জতো ব্রেজের নন্দন ॥
ছিদাম সুদাম আদি জতেক রাখাল।
গোটেতে সাজিলা সভে চালাইয়া পাল ॥
সিঙ্গা বেনু মুরলি লইয়া বাম করে।
চলিলা অখিলপতি গোষ্টের বিহারে ॥
সভার সোমান বেশ গলে বোনমাল।*
কৃষ্ণ আগে করি জায় দ্বাদশ গোপাল ॥*
সভার হাতে রাঙ্গা নড়ি[১] সভার কানে শোনা।
চিনিতে না পারি তায় কৃষ্ণ কোন জনা ॥
হুই হুই রবে সভে চালায় গোধন।
দোশারি[২] মুকুতা বেড়া চুড়ার বন্ধন ॥
বাধিয়া বিনদ চুড়া নবগুঞ্জা তায়।
মউরের পুর্ছ শোভে উড়ে মন্দবায় ॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।*
কোমলা জাহার পদ শেবে অনক্ষন ॥*
গোওালা বালক সঙ্গে হেন নারায়ন।
গোটেত চলিলা প্রভু চালায়া গোধন ॥
হার্ম্বা রব করি ধেনু আগে আগে ধায়।
নটবর বেশ দেখি ফিরা ফিরা চায় ॥
পথে জাইতে গোপী সব চাদমুখ চায়।
সঙ্গের রাখাল সব কৃষ্ণ গুন গায় ॥
গকুলের চাদ কৃষ্ণ নটবর বেশে।
সিসু সব সঙ্গে করি বোনেত প্রেবেশে ॥
সঙ্গের রাখালগনে[৩] ধেনু নিজ দিয়া[৩]।
চলিলা অখিলপতি রাজপত দিয়া ॥

* এই পদ নাই

১ লাঠি ২ দোসুতি ৩-৩ রাখাল কৃষ্ণ নিজ ধেনু দিয়া

উত্তরিলা কৃষ্ণচন্দ্র জমুনার কুলে।
পথ বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে॥
জে পথে মথুরার বিকে জায় ব্রজবালা।
শেহি পথে বসিলা কৃষ্ণ করি দান ছলা॥
কদম্বের তলা চাপী বসিলা নাগর।
য়েথাতে গোপীনি লইয়া স্নুনহ উর্ত্তর॥
চৈতন্য চরিতাম্রতো করিয়া ধিয়ান।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরুসরামে গান॥

গান্ধার রাগ

সখি মোনে বড় সাদ লাগে কান্নুরে দেখিতে। ধুয়া
কদম্বতলায় কৃষ্ণ বাজাইলা বাঁশী।
গোপীকার কর্ন্নে তাহা প্রেবেসিলা য়াসী॥
স্নুনিয়া বংসির গীত জত গোপীগন।
কৃষ্ণময় দেখে গোপী সকল ভূবন॥
বাড়ির বাহির হইলা রাধা চন্দ্রমুখি।
ডাকিয়া আনিল রাধা জতো প্রেয়ো সখি॥+
মথুরার পথে দানি হইয়াছে কানাই।
রসিক বড়াই সঙ্গে চল দেখি জাই॥
য়েতেক বলিলা যদি রাধা চন্দ্রাবলি।
স্নুনিয়া গোপীনী সব মোনে কুতুহলি॥
কেহো বলে অগ সখি কভূ নাই কই।
জাইয়া বিকের ছলে ভেটিব কানাই॥

+ এই চরণের পর অতিরিক্ত পদ—
রাধা বোলে স্নুন সখি আমার বচন।
আইস গোপি বল্যা বাশি ডাকে ঘনে ঘন॥

কেহো বোলে সাধ আছে চিরদিন হইতে।
নাগর ভেটিব সখি মথুরা যাইতে॥

+

আসিয়া বড়াই বুড়ি সভার সাক্ষাতে।
আইমা[১] করিয়া বুড়ি নাকে দেয়[১] হাত॥
কুলের বৈহারী[২] তোরা কে[৩] দিল কুমতি[৩]
কার কাছে দাঁড়াইবা হইয়া জুবতি॥[++]
রাধা বোলে স্থন হেরো রসিক বড়াই।
দেখিব গোবিন্দ দানি চল্ বিকে জাই॥
জতেক গুপীনি মাঝে তুমি শে প্রবিনা।
তোমার ভরসা করি দেখিব সে জনা॥
স্থনিয়া বড়াই[৪] বুড়ি আনন্দে আপার।
জাবে জদি বিলম্ব না করো তবে আর॥
বড়াইর অভিপ্রায় বুঝি চন্দ্রাবলি।
পশরা সাজান সভে মোনে কুতুহলি॥
দধি দুগ্ধ ঘ্রতো ঘোল সাজাইয়া পসার।
দাশীরে ডাকিয়া আনে আনন্দে আপার॥

+ অতিরিক্ত পদ—এইরূপে গোপিগন করে অনুমান।
হেনকালে বড়াই আইলা সেইখানে
১-১ ওমা একি কথা বলি নাসিকায় দিলা ২ বোহরি
৩-৩ বএসে জুবতি
++ এই চরণের পরিবর্ত্তে—
পথে জাইয়া মেল কিসের জুকতি॥
বুঝিলাম অলো রাই তোর চাতুরালি।
মাথায় তুলিয়া লবে কলঙ্কের ডালি॥
৪-৪ বড়াইর মনে

পশার সাজাইয়া সভে দিল দাশীর মাথে।
চলিলা মথুরার বিকে বড়াইর সাথে ॥+
ভাগবত ইত্যাদি

অথা রাগ

চলে বৃকভানুর নন্দীনি।
আনন্দে আকুল চিত অঙ্গ ভেল পুলকিত
স্থনিয়া গোবিন্দ পথে দানি ॥ ধুয়া
গোপীর প্রধান রাধা সসি শোলকলা।
চাচর চিকুরে বেড়া মল্লীকার মালা ॥
নাশাতে বেশোর সাজে তথী গজমতি।
দাড়িম্বে´র বিজ জিনি দশনের পাতি ॥
খঞ্জন অঞ্জন আখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
কটাক্ষে মুহিতে[১] পারে মদনের চিত ॥
চন্দনে ললাট বেড়া সিমন্তে[২] সিন্দুর।
তার তেজে রবির কিরণ করে দুর ॥
চন্দনের বিগলিত বিন্দূ[৩] বিন্দূ[৩] ঘাম।
অধিক[৪] শোভিত[৪] জেন মুকুতার দাম ॥
সিন্দুর সোভিত ভালে গলে সতেস্বরি।
স্তনতটে পরে রাই কুমকুম কস্তুরি ॥
তথির উপরে শোভে বিচিত্র কাচলি।
নীল বশন পরি রাই মনে কুতুহলি ॥
রামরম্ভা জিনি উরু কটিতে কিঙকীনী।
চরনে নপুর বাজে রুনু ঝুনু সুনি ॥

+ গোবিন্দ ভেটিতে জান মথুরার পথে ॥

১ হরিতে ২ তথিতে ৩-৩ মন্দ মন্দ ৪-৪ সোভিত করয়াছে

পসার দাশীর মাথে মোনের হরিশে।
চলিলা মথুরার বিকে গোবিন্দ উর্দ্দিশে॥
চলিলা বড়াই বুড়ি আগে সভাকারো।
গোবিন্দ মিলিবে পথে আনন্দ আপার॥
প্রেমেতে আকুল গোপী মোনে কুতুহলি।
নাগর ভেটীব আজি রাধা দিয়া ডালী॥
শ্যামের প্রসংসা বড়াই কহেন পথে জাইতে।
আনন্দের নাহিক সিমা রাধিকার চির্ত্তে॥
সঘনে হানয়ে রাধা খঞ্জন নয়ানী।
ত্রেষ্ণায় আকুল জেন হয়াছে হরিণী॥
আকুল হইয়া রাধা দিগুনে হানিতে।
তরূমুলে স্যামচাদ দেখে আচম্বীতে॥
রাধা বোলে স্তন আলো রসিক বড়াই।
কদম্বতলাতে বসি কালিয়া কানাই॥
য়েত দিনে বিধি মোরে হইল সফল।
বিপ্র পরূসরামে গায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

কল্যাণ[১] রাগ

আর না[২] জাইব[২] বড়াই মধুরার বিকে[৩]।
সদয় হইল বিধি নিধি পাইলাম মাটে॥
আর মধুরার বিকে আছে কিবা কাজ।
অখিল ভূবনপতি মিলীল সহজ॥
জাহা লাগি য়েতদিন করিনু কামনা।
অনায়াশে বিধি মরে মিলাইলা সে জনা॥
জাহাকে দেখিতে বড়াই নানা ছলে বুলি।
কদম্বতলাতে দেখ সেহি বোনমালি॥

১ করূনা ২-২ কেনে জাবো ৩ হাটে

কোন ছার রত্ন পাব এ ছার পশারে।
অখিল ভুবনপতি পাইলাম অনায়াশে॥
য়েতদিনে বিধি মোরে সদয় হৈল।
বিকে জাইতে পথে মানিক পড়িআ পাইলু॥
কোমলা শেবিত পদ ব্রর্হ্মার দুল্বব।
বিধি অনুকুল মোরে সে পদ সুলভ॥
জে হউক শে হউক বড়াই নাহি কুলভয়।
স্যাম পদে বিকাইনু কহিনু নিশ্চয়॥
জে জাউক সে জাউক বিকে জাব নহে আর।
স্যাম পদে বিকাইব আমার পশার॥
য়েতেক সুনিয়া বোলে রসিক বড়াই।
তো মেনে করিশ মনে আমার কানাই॥
কেমন চরিত্র তোর কুলবতি হইয়া।
ঘরে গেইলে দিব আইজ আঞানেক কহিয়া॥
দিজ পরুসরাম বোলে সুন চন্দ্রাবলি।
রসিক বড়াইর বোলে না হইঅ ব্যেকুলি॥

বড়ারি রাগ

সুনিয়া বড়াইর কথা রাধিকা চঞ্চল।
কি করিব রূপ দেখি হইয়াছি বিকল॥
নবিন জলদ স্যাম কদর্ম্বের তলে।
না জানি কাহার তরে বইসাছে দানছলে॥
য়েপথে আইলাম কেনে আপনা খাইয়া।
জুবতি বধিতে কানাঞী রহিআছে বসিয়া॥
মথুরার বিকে জাইতে আর পথ নাঞি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বৈসাছে কানাঞী॥
কেমনে মথুরা জাব কি করিব হায়।
ধৈরজ ধরিতে নারি দেখি স্যামরায়॥

চলিতে না চলে পদ জাইব কেমনে।
কুলের গৌরব মোর গেল য়েতদিনে ॥
রসিক বড়াই বোলে করিয়া চাতুরি।
আইস[১] বেন আগে[১] জাই কি করিবে হরি ॥
নীল য়াচলে[২] মুক[২] ঝাপী আধা আধা।
রাজপথে কাকে[৩] ভয় আগে চল রাধা ॥
রাধা বোলে আগো বড়াই মোর দিব্য লাগে।
আমার মাথা খাও তুমি চল আগে আগে ॥
কি ক্ষেনে আইনু মুঞী ঘরের বাহির।
দানিকে দেখিয়া মোর কাপএ[৪] সরির ॥
হাতে নড়ি বড়াই বুড়ি আগে আগে ধায়।
আনন্দে বিভোল তারা দেখিয়া স্যামরায় ॥
আখি ঠার দিয়া কৃষ্ণ বড়াইকে কয়।
কে আইসে তোমার পাছে দেও পরিচয় ॥
বড়াই বুড়ি বোলে স্থন নন্দের কুমার।
রাজপথে কত আইশে কি চাই তোমার ॥
গোধন চরায়া কৃষ্ণ থাক বোনে বোনে।
কিশের পরিচয় আমি দিব তোমার স্থানে ॥+
স্থনিয়া বড়াইর কথা কানাঞী চঞ্চল।
মোর দিব্য লাগে বড়াই সত্য করি বোল ॥
রসিক বড়াই বোলে স্থন স্যামচাদ।
জার লাগী পাতিয়াছ নাগরালি ফাদ ॥
জার লাগী ধেনু বৎস রাখিবার ছলে।
দানী হইয়া বসিয়াছ কদম্বের তলে ॥
সেই রসবতি রাধা মথুরাতে জান।
হৃিদয়ে গোবিন্দ পদ করিয়া ধিয়ান ॥

১-১ আয় মেন বিকে ২-২ বসনে মুখ ৩ কার ৪ কাপিছে

+ কি কাজ তোমার সঙ্গে এত বোল্যা চলে ॥

সুনিয়া আনন্দ কৃষ্ণ বড়াইর কথা ।*
এতোদিনে সাধ বেন পুরাইল বিধাতা ॥*
চৈতন্য চরনাম্রত করিয়া ধিয়ান ।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পরুসরামে গান ॥

বড়ারি[১] রাগ

আইস রাধে বিনদিনি বৈস মোর কাছে ।
উছট লাগী পদে রক্ত পড়ে পাছে ॥
পশার ওলায়া[২] গোপী বৈস তরুতলে ।
চলিতে বেদনা পাবা চরন কমলে ॥
মুখচন্দ্রে[৩] বিগলিত বিন্দু বিন্দু[৩] ঘাম ।
অধিক[৪] সুভিত তায়[৪] মুকুতার দাম ॥
ঘামে নষ্ট হইল মুখ সিন্দূর কাজলে ।
সিতল তরুর ছায়ায় বৈশ মোর বোলে ॥
অতি খিনা কোমলিনি সোনার বরন ।
রবি তাপে মিলাইবে য়ে নব জৌবন ॥
খঞ্জনে গঞ্জন আখি অঞ্জনে রঞ্জীত ।
সর্ব্ব মৃগ[৫] বলি রাধে বিধিবে[৫] তুরিত ॥
দেখিয়া অধর মুখ নলীনি মলিন ।
কমলের ভাবে অলি দংসিবে পুলিন[৬] ॥
চাচর চিকুরে ভালো বাধিয়াছ বেনি ।
দেখিয়া ধাইবে সিখি ভ্রম করি ফণি ॥
সিতল কদর্ম্মতলে বৈস য়েকবার ।
সকল কিনিয়া নিব তোমার পশার ॥

* এই পদ নাই
১ ভাটিয়ারি রাগ ২ আউলায়া ৩-৩ চন্দনের বিন্দু তাহে মন্দ মন্দ ৪-৪ সোভিত কর্যাছে কত ৫-৫ ময় মৃগি বল্যা বিন্ধিবে ৬ প্রবিন

তোমার পশার গুরি[১] কতেক রতনে।
দেখিতে হইয়াছে সাধ না দেখাও কেনে॥
য়েতেক বলিলা কৃষ্ণ করিয়া চাতুরি।
ইঙ্গিত বুঝিয়া হাশে রাধিকা সুন্দরি॥
বদনে বশন দিয়া হাশে চন্দ্রমুখি।
বড়াইর আড়ে রাধা মুখ কৈলা লুকি॥[+]
ভাল বেন[২] বট হেরো[২] রসিক বড়াই।
দানিরে বুঝাই বেন[৩] চল বিকে জাই॥
চলিলা বড়াই বুড়ি পাছে চলে রাধা।
নীল বশনে মুখ ঝাপী আধা আধা॥
প্রেমানন্দে জান রাধা রাজপথ দিয়া।
আগে আগুলিলা স্যাম বাহু পশারিয়া॥
দ্বিজ পরুসরামে গায়ে কৃষ্ণপদে আশ।
নব জলধর জেন বির্দ্যুত প্রকাশ॥

দেশ বড়ারি

ভালো বেন নটগো বড়াই দানিরে করগো মানা॥ ধুয়া

ঘরে বৈরি ননদিনি পথে বৈরি হেন দানি
অধিক বড়াই বৈরি হইলা তুমি।
আনিয়া য়েমন পথে ঠেকাইলা দানির হাতে
কেমনে জানিব ইহা আমি॥
য়েমন তোমার মোনে জানিলে আসিব কেনে
রাখাল সহিতে তোমার কথা।
বুঝি তোমার চাতুরালি কুলে জেন দিলা কালী
জানিয়া খাইলা মোর মাথা॥

১ গুলি
\+ তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরম কৌতুকি॥
২-২ মেন বিকে যাইলা ৩ মেন

নিজ পতি হইতে অতি কথার চাতুরি গতি
কে বোল সহিতে পারে য়েতো।
য়েহিত[১] গোকুলপুরে[১] কে কারে এমন করে
রাজপথে আইশে জায় কতো॥
য়ে আর কেমন দানি অঙ্গে দিয়া অঙ্গখানি
আউলাইয়া মাথার পশার।
বল[২] করে কার সনে বুঝিয়া না কয় কেনে
কার বলে য়েতো অহঙ্কার॥
রাখাল য়েমন কয় ক্ষানেক নাহিক ভয়
আমি শে শভার সব[৩] জানি[৩]।
জদি সুনে রাজা কংস সকলি হইবে ধংস
নিকটে মথুরা রাজধানি॥
জানিয়া য়েমন পথে ঠেকাইলা দানির হাতে
ভালো রঙ্গ দেখ দাড়াইয়া।
জতেক উঠাছে তাপ জমুনাতে দিব ঝাপ
য়ে সকল জঞ্জাল য়েড়াইয়া॥
আমি শে কুলের ঝি তোমারে বলিব কি
কপালে আমার য়েতো করে।
সকল তোমার হট তুমি করো য়েতো নট
ঘোশেরে[৪] কহিব জাইয়া[৪] ঘরে॥
দিজ পরুশরামে গায়ে ধরিয়া বড়াইর পায়
বোলে কিছু রসবতি রাই।
বিকি কিনি হইল বাদ মিটীল মথুরার শাধ
চল বড়াই ফিরা ঘরে জাই॥

১-১ গোকুলে মথুরাপুরে ২ হট ৩-৩ সিরমান
৪-৪ আআনেরে কি বলিব

বড়ারি রাগ

রাধার সক্রধ কথা স্তুনি স্যামরায়।
পাতিল দানের কথা রশসিন্ধুময় ॥
চিরদিন হইতে আমি য়েহি পথে দানি।
কড়ি হেরো গুনি দেও স্তুন বিনদিনি ॥
সঙ্গে করি আনিয়াছ জতো সখিগন।
একে একে সভাকার বুঝি দেহ পোন ॥
হাসিয়া কহেন রাধে স্তুন অহে কানু।
কে তোরে করিল দানি কিশের চাহো দান ॥
আমি শে সভারে জানি দান চাহো কি।
য়েতো দিন আসি জাই দান নহে দিই ॥
য়েতো দিন আইস জাও নাহি দেও দান।
আজি কড়ী গণ্যা দেহ জদি চাহ মান ॥
পশার কাড়িয়া লব বুকের কাচুলি।
ঝগড়া না কর হেদে[১] স্তুন চন্দ্রাবলি ॥
গরিমা করিয়া কথা না কহ নাগর।
সাবধানে কথা কহো মনে নাহি ডর ॥
কাচুলি কাড়িয়া লবা কহো য়েমন কথা।
কবে বেন[২] হইল তোমা য়েমন জোর্গতা ॥
স্তুন হেরো রসবতি বুঝি দেখ চিতে।
বিনে দানে মথুরাতে নারিবা জাইতে ॥
সঙ্গে করি আনিয়াছ জতেক জুবতি।
সভাকারে দান বুঝি দেহ রূপবতি ॥
রসবতি রাই বোলে স্তুনহ নাগর।
না জাব মথুরার বিকে ফিরি জাবো ঘর ॥
য়েমনি তোমারে জদি বাড়াইয়াছে রাজা।
তবে আর তোমার সনে কি করি মওজা[৩] ॥

১ হের ২ মেন ৩ মহজা

এই মনে কর‍্যাছ ঘরে জাইব ফিরিয়া।
ফিরি গেলে নিব দান দিগুন করিয়া॥
রাজারে দেখাও তুমি তারে নাহি ভয়।
নতুবা বুঝিয়া দেহ জার জত হয়॥
কে তোরে বুঝিয়া দিবে কহো দেখি সুনি।
কে তোমাক ঘাটের কুলে কৈল মহাদানি॥
য়েতো দিন বিকি কিনি করি য়েহি পথে।
কভো না টেকিছি য়েমন গোওারের হাতে॥
লুকাইয়া আইস জাও নাহি পাই দেখা।
জতো দিন বেচ কেন সব হবে লেখা॥
য়ে কথা বড়াই তুমি থাকিয় প্রমান।
লেখা করি নিব কুড়ি[১] বৎসরের দান॥
রাধা বোলে তোমার বয়েশ কতো হবে।
বিংশতি বৎসরের দান লেখা করি নিবে॥
য়ে কথা কহিব কারে কেবা ইহা জানে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দিজ পরূসরামে ভূনে॥

করুণা[২] রাগ

য়েহিরূপে রাধা কৃষ্ণ কদম্বের তলে।
কৌতুকে বিহারে দুহে মিছা দানছলে॥
হিসাবে ঝগড়া কেন করো বিনদিনি।
চিরতকালের[৩] আমার খাসের ঘাটখানি॥
হরগৌরি আরাধিয়া অনেক প্রকারে।
হইছি সাধের দানি জমুনার তিরে॥
ইথে তুমি বোল রাধা কিশের চাহো দান।
ফিরিয়া দেখাও তুমি ও চাদ বয়ান॥

১ বিস ২ শ্রী ৩ চিরকাল

সুনিয়া কানুর কথা রাধিকা সুন্দরি।
আচলে বদন ঝাপী করয়ে চাতুরি॥
নীল বশন দিয়া মুখ কৈলা লুকি।
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র পরম কৌতুকি॥
কারে লর্জ্যা করো রাধে কে আছে গর্ব্বিত
এক বলিতে আর বুঝ ভাবো বিপরিত॥
রশের পশারি তুমি নাহি বুঝ রশ।
জে জন পশারি হয় রশে করে বস॥
না কহো রশের কথা রসবতি হইয়া।
কিরূপে জাইতে চাহো ঝগড়া করিয়া॥
শোজা কথা নাহি কহো আমি ভাল জানি।
বিধাতা করিল মোরে রসময় দানি॥
রশে রশে কথা জদি না কহিবা রাই।
মরূক রশের কথা দান আমি চাই॥
সঙ্গে করি আনিয়াছ জতো সঙ্গি সখা।
হাতে খড়ি করি সভার দান করো লেখা॥
য়েক য়েক জনের লবো দ্বাদশ কাহন।
ইথে য়েক বট[১] নাহি নিব[১] কদাচন॥
লক্ষেক কাহোন রাধা লাগীবে তোমায়।
পরসি বুলিয়া কিছু ছাড়ী দিব তায়॥*
এত বোল বুড়ির কড়ি না লব নিশ্চয়।*
আর সভার করো লেখা জার জেবা হয়॥*
য়েতেক সুনিয়া বোলে রাধা রূপবতি।
দৈবে বড়াইর সনে তোমার পীরিতি॥
বড়াইর য়েতেক চক্র ইহা জদি জানি।
তবে নাকি তোমার এতেক সহি দানি॥

১-১ বটও না ছাড়িব

* এই চরণগুলি নাই

হঠ[১] চল পত[১] ছাড় মথুরাতে জাই।
ফিরা জাইতে দিব কড়ি[২] রাজার দোহাই॥
ছাড়হে গোওারপানা নন্দের কানাই।
কি কাজে ঝগড়া করো কড়ি সাথে নাই॥
কড়ি সাথে নাহি জদি রাধা জাও থুইয়া।
জাবার কালে লইয়া জাও দান বুইঝা দিয়া॥
নতুবা জা বলি আমি স্নুনহ[৩] উর্ত্তর[৩]।
আলিঙ্গন দেহ মোখে[৪] হয়াছি কাতোর॥
য়েতেক স্নুনিয়া রাধা কহে কটু ভাশা।
বটে হে ঘটীয়াল কানু উচিত সম্বাসা॥
ভাগবত ইত্যাদি

বড়ারি রাগ

রাখাল বর্ব্বর জাতি অতি বড় ঢঙ্গ।
কভূ নাহি বৈস তুমি স্নুজনের সঙ্গ॥
গোয়ালা গোওার জাতি কৌতুকে বিভোর।
কমলে খঞ্জন পাখি[৫] দেখিয়াছ পারা[৫]॥
রাখাল হইয়া পরসিতে চাহ গাও।
হেন বুঝি দেখিয়াছ তক্ষকের পাও॥
নাগরালি ভাঙ্গি জাবে স্নুনহে কানাই।
তুমি জে কৈরাছ সাধ তাহা হইবে নাই॥
কালিয়া নহিলে গাও ধরনে না জাইতো।
গোওালা নহিলে পাও ভূমে না পড়িতো॥
জাত্যা[৬] বাশের বাশী লইলে[৬] কতো হইতো আর।
পড়িয়া কুচের মালা গুমাল তোমার॥

১-১ এক কর পথ ২ দান ৩-৩ করহ সর্ত্তর ৪ মোরে
-৫ আখি দেখিয়াছ পরা ৬-৬ তবু না বাসের বাসি লইলে

কালি পরসু তোমার বাপ কান্ধে ভার লইয়া।
ঘোল বেচি বেড়াইতো ঘরে ঘরে জাইয়া॥
তার বেটা কৃষ্ণ তুমি হইয়াছ জগাতি।
জাইব কংশের কাছে রাখিব খীয়াতি॥
আপনী খাইলা জখন চুরি করি ননি।
উত্থলে তোমা বাধিছিল নন্দরানি॥
সে সকল সমাচার পাশরিলা পারা।
আইজ না গকুলের লোক বোলে ননিচোরা॥
গোপ বধুর ঘর লোট নন্দের নন্দন।
গোধন চরাইয়া আইসা হইল মহাজন॥
গোটে থাক ধেনু রাখ নাম বোনমালি।
বোনফুলের মালা গাইথা য়েতো ঠাকুরালি॥
ইতরের সঙ্গে থাকি চরিত্র জেমন।
পোনচারিকের[১] শোস্তাপোনা (?) গাএ অভরন
ইহার গৌরবে গাও ধরনে না জায়।
জাইব দোহাই দিয়া কে দেখি রহায়॥
সকল করিলা নট দধি দুগ্ধ ঘোল।
রাজার জোগান ভাঙ্গ করি গণ্ডগোল॥
রাজার জোগান ভেট নট কৈলা দধি।
য়েতো দিনে তোমাক বিড়ম্বিল বিধি॥
ঘামে নট কৈলা মর লক্যের[২] কাচলি।
ইহার লাগী বিকাইব সাধের মুরলি॥
জাইয়া কংশের কাছে ভাঙ্গিয়া দিব ভূর।
গরু বাছুর বিকাইবে গৈরব হইবে চুর॥
তুমি জে কৈরাছ মনে মিছা দান ছলে।
মজাবা গোপীর কুল কদম্বের তলে॥

১ পন চারির ২ লক্ষের

দ্বিজ পরুসরামে গাএ গোবিন্দ ধিয়ায়া।
কেমনে ধরিবা চাদ বামন হইয়া॥

ভাটীয়ালি রাগ

সুন সুন সুন্দরি প্রেমেত আগরি
তুয়া অনুরাগে মরি।
তোমার লাগীয়া গোলক ছাড়িয়া
আইনু গকুল পুরী॥ ধুয়া *

কাঁ লাগিয়া কলাবতী কহো কটু ভাস।
তোমার লাগীয়া মোর গকুল নিবাশ॥
গকুলে[১] আইনু আমি[১] তোমার কারন।
তুয়া লাগী ধেনু রাখি ফিরি বোনে বোন॥
তোমা লাগী ধেনু বৎস রাখিবার ছলে।
দানী হইয়া বসিয়াছি কদম্বের তলে॥
হরগৌরি আরাধিয়া বহু বিধিমতে।
সাধ করি দানি হইনু মথুরার পথে॥
তুয়া অনুরাগে মোর স্থির নহে মন।
অনক্ষন প্রান কান্দে তোমার কারন॥
নিসি দিসি ভাবি আমি তোমার মুরুতি।
হিয়ার মাঝারে মোর তোমার পীরিতি॥
ইশদ হাশীয়া কহো আধো[২] আধো[২] ভাশা।
হাশ্য মুখ দেখি তোমার বিদ্যুত প্রকাশ॥
এতেক স্থনিয়া রাধা বস্ত্র দিলা মুখে।
ইশদ হাশীয়া কিছু বোলেন কৌতুকে॥
পর নারি দেখিয়া ধরিতে নারো হিয়া।
গলায় কলসি বাধি মরগা ডুবিয়া॥

* এই ধুয়া নাই

১-১ গোলক ছাড়িয়া আইল ২-২ গদ গদ

তোর কুচজুগ[১] রাধে ঐ মোর কলসি।
গলায় বাধিয়া তাহা মরিব রূপসি॥
রসে মর্ত্ত হইয়া রাধা ছল করি বোলে।
ঝাপ দিয়া মর গীয়া জমুনার জলে॥
তোমার জৌবন রাধা ঐ মোর জমুনা।
অহি অঙ্গে দিব ঝাপ কৈরাছি কামনা॥
অবলা দেখিয়া কানাই কতো পাতো ছন্দ।
তুমি না য়াসিয় ঘাটে পঠাইয় নন্দ॥
আমি আইলে হয় রাধে দান বুইঝা দিতে।
নন্দ আইলে চাহো তুমি জৌবনে ভূলাতে॥
ঘুচাহ চাতুরি বানি দগ্ধ[২] করো কার সনে।
এত দুঃখ আমার চিত্তে না জায় সহনে॥
দেখিয়া কৃষ্ণের দগ্ধ রাধিকা সহিতে।
চলিলা বড়াই বুড়ি মথুরার পথে॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
বড়াই বুলিয়া রাধা কান্দে উর্চ্চসরে॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

পটমঞ্জরী রাগ

য়েড়িয়া না জায়গো বুড়ি ধরি গো চরনে।
কী লাগী রহায় মোরে নন্দের নন্দন॥+
আকুল হইয়া বোলে মোর মাথা খাও।
দানিরে বুঝায়া মোরে সংঙ্গে লয়া জাও॥

১ কুচগিরি ২ ছল

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

আকুল হইয়া রাধা পড়্যা প্রেমফান্দে।
বড়াই বলিয়া রাধা ফুকরিয়া কান্দে॥

আশীয়া য়েমন পথে খাইলা মোর মাথা।
ঠেকায়া দানীর হাতে তুমি জাও কোথা॥
বুঝা গেল ওগো বড়াই তোমার চাতুরি।
নিরমল কুল সিলে তুমি দিলা কালি॥
ঘরে গুরুজন মোর দারুন চরিত।
সুনিলে প্রমাদ হবে তোমার য়ে রীত॥
য়েপথে য়েমন ইহা ঘরে নাহি কৈলা।
ভূগীন[১] বাঘের হাতে ম্রগ ধরি দিলা॥
সকল দানিরে দিনু জতো অভরন।
তথাপী না ছাড়ে দানি কিসের কারন॥
আমাকে দেখিল দানী[২] সুবর্ন্নের গাছ।
উপাড়িয়া নিতে চাহে নাহি ছাড়ে পাছ[৩]॥
য়েতেক প্রমাদ কেনে হইল য়ামা দিয়া।
হাতে ধরি তুই কথা কহো বুঝাইয়া॥
লক্ষ্যের[৪] কাচলী[৪] দিয়া ঘুচাও গণ্ডগোল।
দিজ পরুসরামে গাএ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

শ্রীরাগ

রাধা কানু তরুমুলে।
কেলি করে দান ছলে॥ ধুয়া*
য়েহিরূপে রাধা কৃষ্ণ করেন কৌতুক।
দেখিয়া বড়াই বুড়ি হইলা বিমুখ॥
রশে মত্ত হইয়া গোপী পরম সাদরে।
গুপীর সহিতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥
রাধা য়াদি করিয়া জতেক রশোবতি।
কদর্ম্বতলাতে গোপী ভুঞ্জে কৃষ্ণ রতি॥

১ ভুখিন ২ কিবা ৩ পাস ৪-৪ লক্ষের কাচুলি

* এই পদের উল্লেখ নাই

জতো গোপী ততো মুর্ত্তী ধরি নটবর।
গোপীকার মোন তোশে প্রভূ গদাধর॥
অন্তরে আনন্দ গোপী ভালো সুভ দসা।
য়েতো দিনে সভাকার পুর্ন্ন হইল য়াশা॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
কমলা জে পাদ পর্দ্ম শেবে অনক্ষন॥
গোপ বধু সঙ্গে লইয়া শোয় হেন ভগবান।
আনন্দে বিভোর কৃষ্ণ চুম্বয়ে বয়ান॥
দাড়াইয়া দেখেন তাহা রসিক বড়াই।
কি করো কি করো বলি জান ধায়া ধাই॥
চলিলা বড়াই বুড়ি হাতে করি নড়ি।
তা দেখে পালান কৃষ্ণ করি লোড়ালোড়ি[১]॥
দিগুন বড়াইর দাপ ঠেঙ্গা হাতে কৈরা।
পলান ভূবনপতি নাহি চান ফিরা॥
কটিতটে পীত বশন[২] কাড়ি নীল[২] বেণু।
খসিয়া পড়িল তাহা নাহি[৩] পায়[৩] কানু॥
বড়াই পাইল তাহা পাছে জাইতে ধাইয়া।
অন্তরে আনন্দ বড়াই বাশী পড়ি পাইয়া॥
য়েতো দিনে ভাঙ্গা গেলো নাগরালি কানু।
আর কি তোমারে আমি দিব সিঙ্গা বেনু॥
আকুল হইয়া তখন স্যাম নটবর।
বাশী দিয়া ওগো বড়াই প্রান রক্ষা কর॥
বড়াই বুলিয়া কৃষ্ণ কান্দিয়া ব্যাকুলি।
সিগ্র করি দেহো মরে সাধের মুরলি॥
রাধা বোলে ওগো বড়াই মোর মাথা খাও।
পার করিয়া না দিলে জদি বাশি উহাক দেও॥

১ দোড়াদড়ি   ২-২ বাস তাহে ছিল   ৩-৩ পলাইতে

তা স্থনি বড়াই বোলে ভালো দিলা কয়া।
জমুনা হইলে পার বাশী জাবো দিয়া ॥
কৃষ্ণ বোলেন বাশী দিলে কৈরা দিব পার।
দিজ পরুশরামে বোলে এহি শে বিচার ॥+

নৌকাখণ্ড

ধানশী রাগ

বড়াই বোলেন কানু লহো[১] আপনার[১] বেনু
জমুনাতে করো[২] শীয়া[২] পার।
য়েমন করিবা জদি তবে নাকি কুলবতি
মথুরাতে না জাইবে আর ॥
জতেক গোপীনি সঙ্গে মথুরা আশীব রঙ্গে
তোমার ভরসা করি মোনে।
তুমি করো হেন কাজ ছি ছি য়ে বড় লাজ
ঝাটে পার করো গোপীগনে ॥
স্থনিয়া বড়াইর কথা লাজে কৃষ্ণ হেট মাথা
মায়াতে শ্রুজিলা ভগ্ন তরি।
জমুনার ঘাটে জাইয়া বসিলা কাণ্ডারি হৈয়া
ভাঙ্গা নাও রসিক মুরারি ॥

\+ ইহার পর অতিরিক্ত— এত দুরে সমাপ্ত হইল দানখণ্ড।
নৌকাখণ্ড কৃষ্ণ কথা অমৃতের ভাণ্ড ॥
এক চির্ত্ত হয়া ভাই স্থন ভক্ত লোকে।
শ্রবনে সংসার সিন্ধু পার হবে স্থখে ॥
ভক্ত রসিক মনে আনন্দ অপার।
গান বিপ্র পরস্থরাম করিয়া বিস্তার ॥

১-১ নেহ হে হাতের ২-২ কর‍্যা দেহ

জতেক গোপীনি মেলি মাথায় পশার তুলি
চলিলেন কৌতুকে হাশীয়া।
অশেষ লিলার ধাম নবিন জলদ স্যাম
ভাঙ্গা নায় রহিছে বসিয়া॥
বোনমালা শোভে গলে চুড়ার টাননি ভালে
অলকা তিলকা মুখ শোভা।+
পরিধান পীতবাশ নঞানে ইশদ হাশ
কাঞ্চন কুশুম জিনি য়াভা॥+
পদনখে শোলকলা দশ চাদ করে আলো
কর নখে দশ চাদ খেলে।+
চরনে চরন দিয়া হাতে কেরোয়াল লয়া
বায় নৌকা জমুনার কুলে॥+
হাশীয়া বোলেন রাই আইস হে কাণ্ডারি ভাই
পার করো আভিরি[1] অঙ্গনা।
ঘোল দিব শের চারি ঝাটে দেহ পার করি
দুর করো নাগোরালি পানা॥
কৌতুকে বোলেন হরি তবে আমি পার করি
কি দিব ফুরাও য়েহি বেলা।
ঘোল শের আট কড়া ইহাতে ভূলাবে পারা
কে পারিবে পার হইয়া গেলে॥
কোথা গো বড়াই বুড়ি এই কি দানের কড়ি
ইথে কেনে করো গণ্ডগোল।
য়েহি সভে করো পোন দেহ মোরে আলিঙ্গন
কাজ কিছু নাহি মোর ঘোলে॥

+ এই পদগুলি নাই
১ আহিরি

স্তুনিয়া রাধিকা কয় য়েহ না উচিত হয়
স্তুনহ নাগর বোনমালী।
পার করো সিয়া আইস জাহা নিলে ভালোবাশো
তাহা দিব ঘুচাও ধামালি ॥
রাধার সরল ভাশা স্তুনি কৃষ্ণ পাইলা আশা
নৌকা কাছাইলা[১] কুতুহলে।
বিকি কিনি হইল বাদ পুরিল মোনের সাদ
রাঙ্গা পায় পরুসরামে বোলে ॥

পটমঞ্জরি[২] রাগ

পার করো অনাথের বন্ধু ॥ ধুয়া[+]
নৌকা খুলিলা কৃষ্ণ দেখে গোপীগোন।
নৌকাতে উঠিতে[৩] সভে করিলেন[৩] মন ॥
তুমিতো স্তুন্দর কানাই নৌকা কেনে ভাঙ্গা।
উচিত কহিলে কেনে চক্ষু করো রাঙ্গা ॥
এ[৪] পাপ[৪] জমুনা নদি গহিন গম্ভির।
হিল্বোল তরঙ্গ[৫] দেখি প্রান নহে স্থির ॥
তরঙ্গেত এলো হইলে হয় তুইখান।
ভাঙ্গা নায় স্থির হবে কাহার পরান ॥
একে শে তুরান্ত নদি তাহে ভাঙ্গা তরি।[++]
সভে মাত্র ভরশা কেবল তুমি শে কাণ্ডারি ॥[++]
লইতে তোমার নাম ভব নদি তরি।[++]
নিজগুনে করো পার আভির কিঙ্করি ॥[++]

১ ঘনাইলা ২ ভাটিয়ালি
+ এই চরণ নাই
৩-৩ চড়িতে করে সাতপাচ ৪-৪ এইত ৫ কল্লোল
++ এই পদগুলি নাই

অনাথিনি[১] গোপীগনে[১] তুমি করো পার।
জতো দিন জিব জশ ঘুসীব তোমার॥
সুনিয়া রাধার য়েতো বচন চাতুরি।
হাশীয়া বোলেন কিছু রসিক মুরারি॥
তোমার বচন রাধা সুনিতে মধুর।
প্রত্তুর্ত্তর না দিলে বুলিবা অচতুর॥
চিরৎকালের ঘাটখানি খাশের আমার।
য়েহি নায় কতো সতো লোক করি পার॥
গকুল মথুরা হইতে জতো[২] আইশে জায়।
য়েকে য়েকে করি পার য়েহি ভাঙ্গা নায়॥
পশার লইয়া গুপি নাএ আইসা বৈস।
য়েকে য়েকে করি পার সব গোপী আইস॥
ভাঙ্গা শে আমার নৌকা ভার নাহি সএ।
দুই জনা বহি তিন জনা নাহি বয়॥
তাহাতে তুমি শে ভারি জোবনের ভরে।
কাহার সাহশ জে সভাক পার করে॥
জে তোমার সরির দেখি পর্ব্বত প্রমানে।
য়েমন নায় ইহার ভর সহিবে কেমনে॥
য়েক কথা বলি সুন রাধিকা সুন্দরি।
আইস কোলে কৈরা দেখি বটে কতো ভারি
য়েতেক সুনিয়া রাধা বোলে কটু ভাশা।
বটেহে ঘাইটাল কানু উচিত সম্বাশা॥
আমাকে করিবা কোলে কহো য়েমোত কথা
কবে বেনো[৩] হইল তোমার য়েমন জোর্গতা॥

১-১ অনাথ দেখিয়া কৃষ্ণ
২ গোপি ৩ মেন

কৃষ্ণ বোলেন রাই তুমি না বুঝ কারন।
য়ে জোর্গতা হইয়াছে ধরিয়া গোবৰ্দ্ধন॥
ঝড় বিষ্টী ব্রজপুরে হইলা আকুল।
মন্দার ধরিয়া আমি রাইখাছি গোকুল॥
শে শকল সমাচার পাশরিলা পারা।
য়েহি কথা লাগী কেন য়েতো কর তারা॥
জে হাতে ধরিনু আমি গীরি গোবৰ্দ্ধন।
শেহি হস্তে তোমাকে কোলে করিব অখন।
এ বোল স্থনিয়া রাধা কহে কটু বানি।
এ বোল বুলিয়া কি সুখ পাইলা চক্রপানি।
কর অগ্রে জে জন মন্দার গীরি ধরে।
তার ভার এ নাএ কি সহিবার পারে॥
সে নৌকাতে গোপীকার ভার নাহি সয়।
কহো দেখি য়েহি কথা কার মনে লয়॥
কৃষ্ণ বোলে রাই তোরে কে কহিতে জানে
অনুভাব বুঝি কাৰ্য্য করহ আপনে॥
মোর দায়[১] নাহি সভ গোপী হবে পার।
নহে সব গোপী পার করি বারেবার॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান কৃষ্ণ পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সিন্ধুড়া[২] রাগ

ওহে নন্দের পো য়েকি বেবহার।
অনাথি[৩] গোপীরে য়েবার[৩] করো পার॥

১ দোস
২ পটমঞ্জরি
৩-৩ অনাথিনি গোপীগনে তুমি

হেদে মুঞী গলার দেই সরস্বতি হার ।*
আর দেই গাএর জতেক অলঙ্কার ॥*
ধরম দেখিয়া কৃষ্ণ সভারে করো পার ।*
জতো কাল জিব জশ ঘুসিব তোমার ॥*
কৃষ্ণ বোলে রাই তুমি বড়ই পাগল ।
য়েকে য়েকে করি পার আইস সকল ॥
তবে জদি য়েকে য়েকে না হইবা পার ।
নৌকা হৈতে নামি দোশ নাহিক আমার ॥+
জমুনার তটে কৃষ্ণ রহিলা সুইয়া ॥
মুখে বস্ত্র দিয়া কৃষ্ণ মায়া নিদ্রা জায় ।
তা দেখিয়া পোপী সভো করে হায় হায় ॥
বড়াই বলেন অখন কি করিবি কর ।
বিকিকিনি হইল বাদ ফিরা ঘরে চল ॥
য়েকে য়েকে কোন গোপী না হইলা পার ।
কেমনে ধিয়াব অখন নন্দের কুমার ॥
রশবতি রাই বোলে কহো বুড়ী ভালো ।
তোমা হইতে সভাকার জাইত কুল গেলো ॥
য়ে পথে য়েমন ভয় না কহিলা ঘরে ।
এতোদিন আইশ জাও না কহ কাহারে ॥
মুখে কৃষ্ণ বস্ত্র দিয়া মায়া নিদ্রা জায় ।
তাহা দেখিয়া গোপীগোন করে হায় হায় ॥
বড়াই বোলেন কিবা করিবা অখন ।
মিছা নিদ্রা জায় কৃষ্ণ কোমল লোচন ॥

* এই চরণগুলি নাই
+ এই চরণের পর অতিরিক্ত চরণ—

জমুনার তটে কৃষ্ণ পুতি কেরোয়াল ।
তথি নৌকা বান্ধা থুয়া রহিলা গোপাল ॥
অঙ্গের বসন কৃষ্ণ ভুমে বিছাইয়া ।

কোন গোপী ফেলে কৃষ্ণের মুখের বশন।
কর্ন্নের নিকটে কেহ বাজায় কঙ্কন ॥+
কোন গোপী কৃষ্ণের নাসিকা চাপী ধরে।
স্বাস বন্দ হয়া কৃষ্ণ হাশেন অন্তরে ॥
বড়াই বোলেন কৃষ্ণ কতো দেহ দুক।
উঠি বৈশ কহো কথা দেখি চাদ মুখ ॥
উঠিয়া বসিলা কৃষ্ণ প্রভূ সিরমনি।
কি দোশ বড়াই মোর কহো গো আপনী ॥
পুনপুন কহি য়ামি আইস সখিগন।++
সভে সভাকারে[১] বোলে নাহি পাতে[১] মোন ॥
সহিতে না পারিয়া রাধা ভষচীলা[২] সভায়।
আপনী শ্রীহরি বলি চড়িলা নৌকায় ॥
চক্রবর্ত্তি পরুসরাম গাএন কৌতুকে।
নৌকাখণ্ড কৃষ্ণ কথা সুন ভক্তলোকে ॥

বড়ারি[৩] রাগ

নৌকাখণ্ড কৃষ্ণকথা সুন ভক্তসভ।
নৌকাতে চড়িলা দোহে রাধিকা মাধব ॥

\+ এই চরণের পর অতিরিক্ত চরণ—

কোন গোপি কেস টানে আনন্দিত মন

++ ইহার পর অতিরিক্ত পদ —

একে একে পার করি দেখিবে এখন ॥
এবোল স্থনিয়া বুড়ি উঠিল আনন্দে।
মন্দ কি বচন বোলে নন্দের গোবিন্দে ॥
য়াপনে কাণ্ডারি জথা কৃষ্ণ মহাসয়।
একে একে পার হৈতে তাহে কি সংস্বয় ॥
বুড়ির বচন স্থনি হাসে গোপিগন।

১-১ সভাপানে চাহে আনন্দিত   ২ ভচ্চিয়া
৩ পুরুবি

পশার লইয়া রাধা চড়িলেন নায় ।
তা দেখিয়া আনন্দে আকুল স্যামরায় ॥
নাএর য়েকদিগে রাধা ওদিগে মাধব ।
তিরে দাড়াইয়া দেখে জতো সখি সব ॥
চরনে চরন দিয়া প্রভু বোনমালী ।
জমুনাতে বাহে নৌকা মোনে কুতুহলি ॥*
বাহো বাহো বলি রাধা আনন্দো অন্তরে ।*
তা দেখি মুচুকি হাশেন দেব গদাধরে ॥*
আধো জমুনায় নৌকা লয়া বোনমালি ।*
রাধার সহিতে কিছু পাতিলা ধামালি ॥
কৃষ্ণ বোলেন স্থন হেদে রাধিকা সুন্দরি ।
হাত নাহি চলে নৌকা বাহিতে না পারি ॥
জাতি বির্ত্তি নহে নৌকা বহিলাম কৌতুকে ।
দুই হাত নাড়িতে জেন শেল বাঝে বুকে ॥
কহোত সুন্দরি রাই কি হবে উপায় ।
মোর সর্ক্তি আর নৌকা বহা নাহি জায় ॥
রঙ্গ ভঙ্গ করে কৃষ্ণ করি নানা ছল ।
জে দিকে রাধিকা নৌকা করে টলমল ॥
কৃষ্ণ বোলেন রাই তুমি বৈস মোর কাছে ।
টলমল করে নৌকা ডুবি মর পাছে ॥
কুলভয়ে কুলবতি বৈশে আর ঠাঞী ।
শেদিগে চাপেন নৌকা চাতুর কানাই ॥
রাই বোলে কি আমার হইল পরমাদ ।
ভাঙ্গিল আমার জতো[১] মথুরার সাধ ॥+

* এই চরণগুলি নাই
১ মেন
+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
এদিগেত জাতি নষ্ট এদিগে মরন ।
না জানি কপালে মোর কি য়াছে লিখন ॥

হায় হায় কিবা বিধি লিখিল কপালে।
প্রান হারাইলাম জমুনার জলে॥
বিশাদ ভাবিয়া কান্দে রাই কলাবতি।
দিগুন রচিলা মায়া প্রভূ জহ্নপতি॥
টলমল করে নৌকা হিল্বোলের ঘায়।
ঝলকে ঝলকে পানি উঠিল নৌকায়॥
তা দেখিয়া রাধিকা কাপে থরথরে।
কান্দিয়া কাতোর বানি কহে ধিরে ধিরে॥
ডুবিয়া মরিব আমি তোমার সম্মুখ।
ইহাতে তিলেক মোর নাহি মোন তুঃর্খ॥
সভে মাত্র য়েহি তুখ মোনে ভাবি য়ামি।
স্ত্রীবধপাতকে পাছে পাপী হবা তুমি॥
তোমার নিছনি লইয়া প্রান মোর জাউক।
তোমার সহিতে মোর প্রান রক্ষা পাউক॥
রাধার কাতর বানি স্তনি স্যামরায়।
পাতিলা রশের কথা রশসিন্ধুময়॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অম্রতের কোনা।
গান বিপ্র পরূসরাম গোবিন্দ ভাবনা॥
নানান কৌতুক করে রাধিকাক লইয়া। *
পার ঘাটে উতরিলা রাধিকাক লয়া॥ *

ইহার স্থলে এই পদগুলি—

স্থইরাগ

এত জদি মোরে ভালবাস কলাবতি।
আমি জাহা বলি তাহে দেহ অনুমতি॥
তোর তুই কুচ রাধে সোনার কলস।
হ্রিদএ তুলিয়া ভাল বান্দ ভুজপাসে॥
তোমার জৌবন জেন জলধ পাথার।
মনেতে করয়াছি সাধ এড়িব সাতার।

বাহু ভিড়ি একবার দেহ আলিঙ্গন।
এতেক সুনিয়া রাধা বোলেন তখন॥
মরুক তোমার কথা নির্লাজ কানাই।
এ বিপাকে আপন সভাব তবো ছাড়ো নাই
প্রানের সহিতে খেয়া হাসো কোন লাজে।
কেমনে ভাড়াবে জায়া গোকুল সমাঝে॥
এতেক বলিলা জদি রাধা চন্দ্রাবলি।
তথাই পাতিলা কৃষ্ণ অসেস ধামালি॥
অঙ্গভঙ্গি করি নৌকা করেন আকাসি।
ঝলকে ঝলকে জল নাএ ভরে আসি॥
তা দেখিয়া সংভ্রমে রাধা করেন ব্যাকুলি।
হরি হরি করিয়া ধরিলা বনমালি॥
সেইক্ষণে পড়ে কৃষ্ণ জমুনার নিরে।
রাধিকা সুন্দরি কর‍্যা বুকের উপরে॥
কৃষ্ণের বিসাল বক্ষে সোভে ভাল রামা।
মরকত পাটে জেন সুবর্ন প্রতিমা॥
রাধা বুকে করি ভাসে নন্দের নন্দন।
তিরে থাকি ডাড়াইয়া দেখে গোপিগন॥
সব গোপি বোলে বড়াই বুঝ্যা দেখ মনে।
রাধা বই পুণ্যবতি নাহি ত্রিভুবনে॥
কলে করি ভাসে জারে প্রভু গোবিন্দাই।
রাধা লাগি প্রান পাছে হারান কানাই॥
মরে ত মরুক রাধা তাহে নাহি দুখ।
আর পাছে না দেখিব সাম চান্দমুখ॥
এইরূপে গোপি সব করে অনুমান।
রাধা বুকে করিয়া ভাসেন ভগবান॥
রাধা লয়া জান কৃষ্ণ ভাসিতে ভাসিতে।
দুরে হৈতে গোপি সব না পায় দেখিতে॥
নিভীত নিকুঞ্জতট দেখিল সম্মুখে।
রাধা লয়া রাধানাথ উঠিলা কৌতুকে॥
অচম্বিতে সেই নৌকা নিকুঞ্জের তটে।
তা দেখিয়া সেইখানে বান্দিলেন ঘাটে॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইত্যাদি

রাধিকা রাখিয়া কৃষ্ণ জমুনার তিরে।
বাই[১] বেগে নৌকা লয়া আইলা য়েপারে॥
তা দেখি বিশ্বয় হইলা জতো গোপীগন।
অনাবিষ্টী কালে জেন মেঘের গর্য্যন॥
বঞ্চীয়া কপট কৃড়া নন্দের কুমার।
কুলে উঠি বড়াইরে কৈলা নমস্কার॥
বড়াই বুঝিলা সভ কৃষ্ণের চাতুরি।
কৃষ্ণ বোলেন গোপী সব আইস পার করি॥
ওপারে রহিলা রাধা য়েকেলা বশীয়া।
তোমা সভাকারে আইস ঝাটে জাই লয়া॥
অভরশা করিয়া পাছে ফিরা জাবা ঘর।
সুখে পার হবা ইথে নাহি কিছু ডর॥
নিবাতাসি হইল অখন ভয় নাহি আর।
য়েকেত্র আইস সভে ঝাটে করি পার॥
বিপ্র পরূসরামে গাএ কৃষ্ণের চাতুরি।
জাহা সুনিয়া ভবভয় অনায়াশে তরি॥

সিন্ধুড়া রাগ

সুনহে নাগর হরি য়েক নিবেদন করি
য়েকেলা রাধারে গেলা লয়া।
রাধারে লইয়া কোলে ভাসিলা জমুনার জলে
সভ সখি দেখিনু দাড়াইয়া॥
সভে দুজনার ভরে ডুবে নৌকা মদ্ধ নিরে
নিবে সভাকে তুলিয়া শেহি নায়।
কেমনে য়েমন কাজে জানিয়া সুনিয়া মজে
তার যুক্তি বোল স্যামরায়॥

১ বায়ু

তা সুনি বোলেন হরি সুনহ ব্রজের নারি
কখন ডুবিল মোর তরি।
সঙ্গিনী হইয়া হারা দেখিতে না পাও তোরা
মিছা ভয় করো গোপনারি॥
রাধারে লইয়া কোলে কখন ভাসিলাম জলে
তবে নৌকা পাওা গেলো কোথা।
পার হইয়া জাবে জদি আইস সব কুলবতি
তুর করো মিছামিছি কথা॥
তবে জদি ডুবে তরি সুনহে অভির নারি
আমি দিব সভাকার দায়।
নহে সভে কর পণ দেহ মোরে আলিঙ্গন
য়েহি পণে চড়সিয়া নায়॥
য়েতেক বোলিলা হরি হাসিয়া ব্রজের নারি
চড়ে নৌকায়ে শ্রীহরি বলিয়া।
বাহে নৌকা নারায়ন হরসিত গোপীগন
জান সভে কৃষ্ণগুন গায়া॥
কান্দে গোপী জমুনার মাঝে।*
জদি কানু বল করে য়েকথা কহিব কারে*
গকুলে দাড়াব কোন লাজে॥*
য়ারো[১] জমুনাতে জায়া ব্রজ কুলবতি লয়া
ধামালি পাতিলা নারায়ন।
সুন ভাই ভক্তসব পার হবা ভবার্ন্নব
পরুসরাম করিলা রচন॥

বড়ারি রাগ

পার করো অনাথের বন্ধু॥ ধুয়া
আধো জমুনাতে নৌকা লয়া বোনমালি।
গোপীর সহিতে কৃষ্ণ পাতিলা ধামালী॥

* এই চরণগুলি নাই ১ য়াধ

রঙ্গভঙ্গ করি নৌকা বহে মন্দ্ধভাগে।
ঝলকে নৌকার জল উটে চারিদিকে॥
তা দেখি গোপীনি সব করেন ব্যাকুলি।
স্থির হও স্থির হও ডাকে বোনমালি॥
বিপরিত জল উটে নৌকার উপরে।
দেখিয়া গোপীনি সব কান্দে উর্চ্চস্বরে।
কৃষ্ণ বোলেন গোপীসব না হয় বিকল।
অঞ্জলি করিয়া সভে শেচি ফেল জল॥
গোপী বোলে আগো বড়াই কি হৈল পরমাদ।
ভাঙ্গিল সভার বেলা[১] মথুরার সাধ॥
লাজ খাইয়া কেমনে শেচিতে বোলে পানী।
মদ্ধ জমুনাতে বিধি কি করে না জানি॥
কেনে বা বাড়াইলাম পাও আপনাক খাইয়া।*
চড়িনু কানাইর নায় জানিয়া স্থনিঞা॥*
হাতে চাদ দেখাইয়া চড়াইল নায়।*
জমুনার মদ্ধে নৌকা আনিয়া ডুবায়॥*
মোর মাথা খাও বড়াই বুঝাও নাগরে।
ভাঙ্গা নৌকা সজি হবে কেমন প্রকারে॥
ঝলকে ঝলকে জল ঘন উঠি নায়ে।
কি বুদ্ধি করিব বড়াই কি হবে উপাএ॥
গোপীর ব্যাকুলি দেখি রশীক বড়াই।
সাম দণ্ড ভেদ মতে বুঝায় কানাই॥
কৃষ্ণ বোলেন স্থন বড়াই আমার বচন।
লাজ ঘুচাইয়া[২] জল শেচুক গোপীগন॥

১ মেল
* এই পদগুলি নাই
২ খাণ্ডাইয়া

নতুবা ডুবিয়া মরে মোর দোশ নাই।
তিন তালি দিয়া দোশ ঘুচাইলা কানাই॥
সুনিয়া কৃষ্ণের কথা জতেক গোপীনি।
অঞ্জলি করিয়া সভে নৌকার শেচে পানি॥
ফেলিতে নৌকার জল বসন উদাশ।
ব্রজবধু[১] দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাশ॥
কারো কারো কাচলী আব্রতো পয়োধরে।
আকার দেখিয়া প্রাণ কেমন জানী করে॥
জতো জল শেচে গোপী ততো জল ভরে।
শ্রমে ভূজজুগ কেহো নাড়িতে না পারে॥
তা দেখি বোলেন কৃষ্ণ রসিক নাগর।
বশন চিরিয়া দেহো নৌকার বিদারে॥
কৃষ্ণের বচন কেহো এড়াইতে নারে।
বসন চিরীয়া গোপী নৌকা সজি করে॥
গোপীর অদ্ধেক অঙ্গ বিবশন দেখি।
মদনে আকুল কৃষ্ণ নাহি[২] মোন[২] য়াখি॥
চক্রবর্ত্তি পরুসরাম গাইলা কৌতুকে।
শ্রবনে সংসার নদি পার হবে সুখে॥

বড়ারি রাগ

তথাপী চাপল্য মায়া পাতে গদাধরে।
কুমারের চাক জেন[৩] ঘন পাকে ফীরে॥
তা দেখি সকল গোপী হাহাকার করে।
হরি হরি করি ধরে রসিক মুরুরি॥
জে গোপী কৃষ্ণের কভূ নাহি সুনে বোল।
শে গোপী কৃষ্ণের অখন নাহি ছাড়ে কোল॥

১ ভূজমুল ২-২ নাড়িলেন ৩ নৌকা

জে গোপির বচন স্থনিতে সাধ ছিল।
শে গোপী কৃষ্ণেরে ধরি কান্দিতে লাগীল ॥
তথাপী চতুর হরি চাতুরি অশেষে।
গোপীসব পার কৈলা আখির নিমিশে ॥
রাধিকা স্থন্দরি বৈসা শেহি পার ঘাটে।
শোনার প্রতিমা যেন রজতের পাটে ॥
রাধা দেখি সব সখি আনন্দে আপার।
তা দেখি মুচকি হাশে নন্দের কুমার ॥
আনন্দে গোপীনি সব হৈয়া য়েকেত্তর।
কৃষ্ণকে মিনতি সভে করিলা বিস্তর ॥
জাবত না আশী কৃষ্ণ থাকিহ য়েহিখানে।
দণ্ড চারি লাগী ক্রধ না করহ মনে ॥
হাশীয়া প্রসন্ন মোরে দেহতো মেলানি।
মথুরা প্রবেশে জেন হয় বিকীকীনি ॥
কড়ি পাতি বলি বেন[১] না করিহ ক্রোধ।
আশীবার কালে সব দিয়া জাবো শোধ ॥
এতো বলি গোপী সব মথুরাতে জায়।
উলটী পালটী গোপী কৃষ্ণ মুখ চায় ॥
চলিলা সকল গোপী কৃষ্ণ গুন গায়া।
মথুরা প্রবেশ কৈলা কৌতুকে হাশীয়া ॥
কৃষ্ণ রূপ গুন জতো অবলম্ব করি।
মথুরার হাটেতে চলিলা গোপনারি ॥
কৃষ্ণমোনা গুপী সব আর নাহি জানে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘনে ঘনে ॥
ঘৃত তুগ্ধ দধির পশার সারি সারি।
কৃষ্ণ নিবে বলিয়া ডাকেন গোপনারি ॥

১ কিছু

কেহো চাছি ভাড়ে মাপে তুগ্ধ জোখে তুলে।
ঘৃত মাপী কেহো দেয় ঘোলের বদলে॥
মথুরার হাটে গোপী দেখে কৃষ্ণময়।
কান্থ নেহ কান্থ নেহ য়েহি কথা কয়॥
জারে দেখে তারে বোলে কি কিনিবা হরি।
তা দেখিয়া হাশে সভে মথুরা নাগরি॥
হেন মোতে বিকিকিনি করি গোপীগন।
জমুনার ঘাটে গীয়া দিলা দরশন॥
নানা ভার রতনে পুরিয়া সব ডালি।
সব গোপী ভেটিলা নাগর বোনমালী॥
গোপী দেখি গোপীনাথ আনন্দ অন্তরে।
কোমলের বোন জেন শোভীত ভোমরে॥+

ধানসি রাগ

বড়াই বোলেন কৃষ্ণ ঝাটে পার করো।
রাইত হইলে জাইত নাশ হবে সভাকার॥
বড়াই জতেক বোলে কৃষ্ণ অর্ন্যমনা।
রাধিকার কথা তার স্থনিতে বাশনা॥
রাধা বোলে পার করো রশীক মুরারি।
হইনু তোমার দাশী জতো গোপনারি॥
বড়াই করিয়া সাক্ষি প্রভু নারায়ন।
তুরিতে করিলা পার জতো গোপীগন॥
পার হইয়া গোপী সব উঠিলেন কুলে।
আনন্দে সকল গোপী হরি হরি বোলে॥
কৃষ্ণের চরনে গোপী হইলা বিদায়।
রাধিকার হাতে ধরি কহে শ্যামরায়॥

+ ইহার পর—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি

মোনে কিছু না কহিয় জতো গোপনারি।
আপন করিয়া জানিয় রসিক মুরারি ॥
জেদিন জখন জাও মথুরা নগরে।
অবিলম্বে পার করি দিব সভাকারে ॥
তুসিয়া গোপীর মোন মধুর বচনে।
ধেনুর উর্দ্দিশে কৃষ্ণ জান ব্রন্দাবনে ॥
আনন্দ সাগরে গোপী কৌতুকে হাশীয়া।
চলিলা গকুল পথে কৃষ্ণগুন গায়া ॥
বড়াই করিয়া সাক্ষী গোপী চলি জায়।
উলটী পালটী গোপী কৃষ্ণগুন গায় ॥
কৃষ্ণ রূপ গুন জতো অবলম্ব করি।
সন্ধাকালে প্রেবেসিলা গকুল নগরি ॥
ঘরে ঘরে গেলা গোপী আনন্দিত মোনে।
প্রকারে ভাণ্ডীলা গোপী শ্যাম বন্ধুগনে ॥
নৌকাখণ্ড কৃষ্ণকথা অম্রতের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

শঙ্খচূড় বধ

সুই রাগ

য়েকদিন আকাশে সখি উদয় অধিক।*
নিশীদিসি নাহি জানি উঠিত দশদিগ ॥*
তা দেখিয়া দুই ভাই কানাই বলরাম।
ব্রন্দাবোনে গোপ সঙ্গে খেলিয়া বেড়ায় ॥
কিবা শে বোনের শোভা কহোন না জায়
ভ্রমর ভ্রমরি তারা কৃষ্ণগুন গায় ॥

* এই পদ নাই

কুকিলে পঞ্চম গাএ স্থনিতে মধুর।
ব্রজরাজ সঙ্গে খেলে রাম দামদর ॥*
আনন্দিত গোপ সভ রামকৃষ্ণ পাইয়া।
বিহরেন ব্রন্দাবনে আনন্দিত হইয়া ॥
হেনকালে সংস্কাসুর[১] কংসাসুরের চর।
অবিলম্বে শেহিখানে আইলা সর্ত্তর ॥
গোপ সিসু সঙ্গে দেখি রাম দামদর।
অতি ক্রোধে আইলা জক্ষ সঙ্খাসুর নাম ॥
ধরি লয়া জায় জক্ষ জতো গোপগন।+
কৃষ্ণেকে ছাড়িয়া সভ পলায় গোধন ॥
সভে বোলে কৃষ্ণচন্দ্র রাখ য়েহিবার।
দুষ্ট দর্ত্ত বিনাশীতে কেহ নাহি য়ার ॥
তা দেখি বোলেন কৃষ্ণ ক্রপাসিন্ধুময়।
স্থির হও স্থির হও না করিহ ভয় ॥
ছিদামের কান্ধে কৃষ্ণ ভূজ আরোপীয়া
সর্ষ্বাসুরের[২] তরে কিছু বোলেন ডাকীয়া ॥
হেরো আইস জুর্দ্ধ কর আমার সহিত।
মিছা মিছা ডাক কেনে ছাড় বিপরিত ॥
সুনিয়াত সঙ্খাসুর কৃষ্ণের বচন।
বিপরিত সব্দ করে অতি ক্রোধ মোন ॥
মালসাট মারি আগু আইলা জদ্বুরায়
দুই শ্রঙ্গ পশারিয়া সর্ষ্বাসুর ধায় ॥

* এই চরণের পরিবর্ত্তে—আনন্দে মউর নাচে দেখিতে সুন্দর ॥

১ সংখচুড়

\+ এই স্থানে নিম্নলিখিত চরণগুলি আছে। লিপিকর ভুলক্রমে এইগুলি বাদ দিয়া শঙ্খচুড় ও অরিষ্টের বধ একসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

পাছে ধায়া চলিলেন রাম নারায়ন ॥
সংখচুড় দুই ভাএর প্রতাপ দেখিয়া।
পালাইয়া জায় দৈত্য গোপগন থুয়া ॥

দুই হাতে দুই[১] শ্রঙ্গ[১] ধরিলা নারায়ন।
অষ্টাদস পদ চেলি ফেলিলা জতনে॥
হস্তিতে হস্তিতে জেন লাগে মহাবল।
তেনমত অরিষ্ট সঙ্গে জুঝে নারায়ন॥
পুনরূপী সঙ্খাসুর উঠিয়া সর্ত্তরে।
মহাক্রোধ করি সে আইশে উপরে॥
তবে তার ধরি শ্রঙ্গ তোলে জত্নরায়।
বুকে পদ দিয়া তাকে ভূমিতে পাড়ায়॥ +
দুই চক্ষু উলটীয়া পড়ে ভূমিতলে।
কৃষ্ণগুন জয় জয় গোপ সভে বোলে॥
ঘামে তোলপাড় দত্য হইল সর্ব্ব গাও।
ছটফট করিয়া আছাড়ে দুই পাও॥
পাপ দর্ত্য অরিষ্টের হইল মরন।
উদ্ধবাহু করি নাচে জতো গোপগোন॥

কৃষ্ণ বোলেন দাদা বলাই কোন বুদ্দি করি।
আগুলিয়া থাক তুমি জতো নরনারি॥
ডাড়াইয়া বলরাম গোপগন লয়া।
সংখচুড়ের পাছে কৃষ্ণ চলেন ধাইয়া॥
মৃগের উপরে জেন সিংহের গর্জন।
তেনমতি জক্ষেরে ধরিলা নারায়ন॥
সংখচুড়ের কেসে কৃষ্ণ ধরিলা জতনে।
বলাইর সাক্ষাতে আনি বধিলা পরানে॥
মস্তকের মনি তার কাড়িয়া লইল।
দেখিয়া গোপিকা সব আনন্দিত হৈল॥

১-১ বৃসাসুর

+ এই চরণের স্থলে—চরনে ঠেলিয়া তবে ফেলাইলা ভুমে।
তিতা বস্ত্র কেহ জেন নিঙ্গাড়ে জতনে॥
তেনমতি অরিষ্ট বধিলা নারায়নে।

অরিষ্ট পড়িল কংস পাইল চমৎকার।
ভাবিয়া চিন্তীয়া কংস গনিল্ল অশার॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা স্থন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

সংখচুড় বধ করি ভাই দুইজন।
গোপি সঙ্গে ঘরে গেলা আনন্দিত মন॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি

ভাটিয়ারি রাগ

যোহরিত রাম জয়॥ ধুয়া।
আরদিন দুই ভাই রাম নারায়ন।
সিস্থসঙ্গে বনে গেলা আনন্দিত মন॥
করিয়া অসেস খেলা জমুনার কুলে।
সন্দাকালে ধেনু লয়া আইলা গোকুলে॥
জতো গোপিগন রহে চান্দমুখ চায়া।
সকল ফুটিল জেন দিবাকর পায়া।
হেনকালে অরিষ্ট বিসভাস্থর নাম।
পাইয়া কংসের আজ্ঞা আইল সেইস্থান॥
মহাক্রোধ সব্দ করে জেন মেঘসার।
পদখুর ঘাএ পৃথি করে তোলপাড়॥
উভ পুর্চ্ছ করিয়া তুলিল দুই কান।
সর্গ মর্ত্ত পাতাল হইল কম্পমান॥
মহাসব্দ স্থনি লোক ফিরে উর্দ্দস্বাসে।
গর্ত্তবতির গর্ত্তপাত হইল তরাসে॥
সংকাতে আকুল হইল গোপ গোপিগন।

কেশীবধ

ধানসি রাগ

জন্তুরাজা নাবেরে সুন্দর জন্তুমনি। ধুয়া *

কেসি নামে মহাসুর অতি বলবান।
তাহারে ডাকিয়া কংস বলিছে আক্ষান॥
সিগ্রগতি জাও তুমি গকুল নগরে।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ বধ গিয়া তারে॥
য়েতেক[১] সুনিয়া বির[১] কংশের আরতি[২]।
মহাক্রোধে[২] বির যায় কাপে বসুমতি॥
পর্ব্বত শোমান[৩] বির অশ্বের আকার।
পদখুর ভরে[৪] প্রিথি করে তোলপাড়॥
মহাসব্দ করে বির কাপে ত্রিভূবন।
বিশাল নয়ান অতি বিকট দসন॥
অতি দির্ঘ গলাখান[৫] জাঙ্গাল জেমন[৫]।
গকুল প্রবেশ করি চাহে[৬] বলবান[৬]॥
গকুলের জতো লোক হইল কর্ম্পমান।
তা সুনিয়া শেহিখানে আইলা ভগবান॥
মোনেত বুঝিলা কৃষ্ণ মোরে ফিরে[৭] চায়।
হেরো আইস জুদ্ধ করি বোলেন ডাকিয়া॥
ম্রগের উপরে যেন সীংহের গর্জন।
য়েহিমতে[৮] কেসি কাছে প্রভূ[৮] নারায়ন॥
য়েতেক সুনিয়া কেশী কৃষ্ণের বচন।
আকাশ[৯] গীলিতে জায়[৯] অতি ক্রোধ মোন॥

* এই ধুয়ার স্থলে—

ভজরে ভাই স্যাম গুননিধি

১-১ এত সুনি কেসি দৈত্য ২ ভারথি ২ মহাবেগে ৩ প্রমান
৪ ঘায়ে ৫-৫ নাসাখান মেঘের বরন ৬-৬ চায়া বনে বন
৭ বোলে ৮-৮ তেনমতি কেসিরে বোলেন ৯-৯ আকাস গিলিতে চাহে

পাছে[১] পায় দোছাটী কৃষ্ণেক[১] মারিল।
ক্রোধ[২] করি কৃষ্ণ তার তুই পায় ধরিল ॥
ছিছি[৩]বলি তৎকাল ধরিলা[৩] কৃষ্ণ তারে।
টানিয়া ফেলিলা সতো ধনুর[৪] উপরে[৪] ॥
গড়ুরে ধরিয়া সর্প্প খেলায় জেমন।
য়েহিমতে কেশী টানী ফেলে নারায়ন ॥
পুনুর্ব্বার মহাবির পাইলা চেতন।
কৃষ্ণেকে মারিতে আইশে গীলিবার মনে ॥
বামহাত কৃষ্ণচন্দ্র দিলা তার মুখে।
সর্প্প জেন গর্ত্তে জাইয়া প্রবেশে কৌতুকে ॥
কৃষ্ণের কোমল[৫] অঙ্গ পরশ পাইয়া।
কেসির জতেক দন্ত পড়িল খশীয়া ॥
তপ্ত লোহায় জেন বাইড়াতে লাগীল।
নিসাষ ছাড়িতে নারে স্বাস বন্ধ হইল ॥+
ছটফট করিয়া আছাড়ে চারি পাও।
ঘামে তোলপাড় বিরের হইল সর্ব্ব গাও ॥
সারি[৬] সারি[৬] নাদে বির কটি দেশ দিয়া।
খিতিতলে পড়ে বির চক্ষু উলটীয়া ॥
মুখে হইতে হস্ত কাড়ি[৭] নিলা নারায়ন।
পুর্ম্প বিষ্টী কোরিলেন জতো দেবগন ॥

১-১ পাছ ঝাড়্যা জোড়া চাটই কৃষ্ণেরে
২ লিলা
৩-৩ ছিছ বল্যা নেকার করিয়া
৪-৪ ধনুক অন্তরে
৫ কমল
+ এই চরণের স্থলে—ছটফট করে দৈত্য প্রমাদে পড়িল ॥
৬-৬ রাসি রাসি
৭ টেন্যা

কেশীবধ হইল পাইল[১] চমৎকার।
ভাবিয়া চিন্তীয়া কংস গনিলা অসার ॥
জেজন স্থনহে য়েহি কেশীর মক্ষন।
সেজন অবিশ্য পায় গোবিন্দ চরন ॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ সভে মাত্র সার।
দিজ পরূসরামে বোলে কী গতি আমার ॥+

সিন্ধুড়া[২] রাগ

কেশীবধ কৈলা প্রভূ দেব ভগবান।
হেনকালে আইলা নারদ তপধোন ॥
ভকতবৎসল প্রভূ দেখিয়া নারদ।
আইস আইশ[৩] বলি প্রভূ হইলা[৩] গদোগদ ॥
নারদ করেন স্তব স্থন গদাধর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাপ্রভূ[৪] জোগ ইন্দ্রের[৪] ইশ্বর।
আত্ম আত্মাশ্রয় প্রভূ সাক্ষি শোনাতন।
স্থাবর জঙ্গম প্রভূ তুমি নিরঞ্জন ॥
দৈত্যদানবগনে করিতে বিনাশ।
নন্দের মন্দিরে প্রভূ তোমার প্রকাশ ॥
অস্বের আকার কেশী সর্প্পের প্রক্রীতি।
সব্দ বিপরিত তার কম্পে বসুমতি ॥*

১ কংস পাইল
+ এই চরণের স্থলে—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ পরস্থরাম কয় ॥
২ শ্রী
৩-৩ বলি হৈলা প্রেমে
৪-৪ মহাজোগি জোগেন্দ্র
* এই চরণের স্থলে—জার সব্দে সপুর্গরে দেবতা কম্পিত

য়েমত[১] কেশীকে প্রভূ[১] বধিলা হেলায়।
আর কতো মল্ল প্রভূ মারিবা লিলায়॥
চান্নুর মষ্টীক বধ কংস বির্দ্ধমান।
কালি পরূস প্রভূ দেব ভগবান॥+
তারপরে মহাপ্রভূ বধিবা সর্ব্বাসুর।
নরকের গর্ব প্রভূ[২] করিবেন[২] চুর॥
পারিজাত হরন করিবা[৩] মোন[৩]সুখে।
ইন্দ্র পরাভব[৪] কৃষ্ণ করিবা কৌতুকে॥
বির কন্যা উদ্ধার করিবা নিজ[৫] বলে।
নৃগ রাজার মক্ষন করিবা কুতুহলে॥
সত্রাজিৎ[৬] রাজাকে প্রভূ[৬] গ্রহন করিবে
মনি হরনের কথা জগতে ঘুশীবে[৭]॥
মৃত পুত্র আনিয়া গুরূকে দিবে দান।
তারপরে পৌণ্ড্রকের বধিবে পরান॥
য়েকে য়েকে য়ে সকল করিতে সংহার।
মনুজ সরিরে প্রভূ করিবে বিহার॥
প্রনমহ নারায়ন তোমার চরনে।
ক্রতার্ত্ত[৮] হইনু তুয়া পদ দরসনে॥

১-১ এমন কেসিরে তুমি
+ এই চরণস্থলে—পরস্থ দেখিব তোমার সে সকল রন
২-২ করিবে সব
৩-৩ প্রভূ করিবেন
৪ পরাজয়
৫ বাহু
৬-৬ জাম্বুবতি সত্যভামা
৭ সুনিবে
৮ কৃতার্থ

য়েতেক বলিয়া কৃষ্ণে প্রনাম হইয়া।
বিদায় হইলা মনি বিনা বাজাইয়া॥
কৃষ্ণগুন মহর্ব্ব আনন্দিত মোনে।
কৃষ্ণের গুনান মুনি গান রাত্রদিনে॥
গকুল নগরে প্রভু দেব ভগবান।
গোওালা বালক সঙ্গে কৌতুকে খেলান॥
শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইত্যাদি

ব্যোমবধ

বড়ারি রাগ

য়েকদিন নায়ায়ন সঙ্গে লয়া সিস্থগন
গোধন রাখিতে বোনে গেলা।
পর্ব্বত নিকটে জাইয়া আনন্দে সকল ভাইয়া
কৌতুকে করেন নানা খেলা॥
কৌতুকে বোলেন হরি আইস ভায়া খেলা করি
চোর চোর খেলাবো গহনে।
কেহ সাধু কেহো চোর আনন্দে নাহিক ওর
মেশরূপ জতো সিস্থগনে॥
কেহ মেশ চুরি করে কেহ জাইয়া চোর ধরে
নিভয়ে খেলায় কুতুহলে।
ব্যোম নামে কংশচরে গোপালের বেশ ধরে+
চোর হইয়া মেশ চুরি করে।

+ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—খেলাতে প্রবেস হয়া খেলে।
গোপালের বেস ধরি খেলাতে প্রবেস করি

একে একে মেশ লইয়া গুহার ভিতরে থুইয়া
পাথর চাপীয়া দিল দ্বারে ॥
গোটা চারি পাচ মেশ সভেমাত্র অবশেষ
দেখিয়া বুঝিলা চুড়ামনি।
মেশরূপে সিসুগনে চুরি করে কোন জনে
য়েবার আইলে চিনিব অখনি ॥
হেনকালে চোর ভাইয়া আর মেশ জান লইয়া
কৃষ্ণ তাহা দেখিলা কুতুহলে।
মোনে বুঝি গদাধর ধরে ব্যোম মহাসুর
ম্রগ জেন ধরিল সার্দ্দূলে ॥
তবে ব্যোম মহাসুর মায়ারূপ কৈলা দুর
নিজ মুর্ত্তী ধরিলা তখনে।
পর্ব্বত শোমান হইয়া জাইতে চাহে পালাইয়া
ছাড়ীয়া না দিলা নারায়নে ॥
জানিয়া কংশের চর ধরি তারে গদাধর
আছাড়িলা পর্ব্বত উপরে।
ব্যোম মারে নারায়ন সর্গে দেখে দেবগোন
পুষ্পবিষ্টী করিলা সর্ত্তরে ॥
গুহা হইতে সিসুগন মুক্ত করে নারায়ন
আনন্দিত সকল রাখাল।
সিঙ্গা বেনু বাজাইয়া সিসু পসু সঙ্গে লয়া
গকুলেতে আইলা গোপাল ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা অম্রতের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রুবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরামে করিলা রচন ॥

কংসের মন্ত্রণা

একদিন নারদমনি কৃষ্ণগুন গাইয়া।
মথুরাতে গেলা মনি বিনা বাজাইয়া॥
কংশেকে জাইয়া মনি কৈল আশীর্ব্বাদ।
নারদ দেখিয়া কংস পরম আহ্বাদ॥
নারোদ বোলেন কংস তোরে বিধি বাম।
তোর সৌত্র নন্দঘরে কৃষ্ণ বলরাম॥
জানিয়া না জান ইহা স্থন অভাগীয়া।
নিশ্চিন্তে বশীয়া য়াছ মরিবার লাগীয়া॥
আর কিশে রাজা তুমি জিতে করো সাধ।
তোমা দিয়া হইল রাজা বড়ই প্রমাদ॥
তখনি বলিনু রাজা থাকিহ সাবধানে।
দৈবকির অষ্টম গর্ভ বধিয় জতনে॥
দৈবকি অষ্টম গর্ভে জর্ম্মে হইল জার।
শে জন নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণ বলরাম তারা ভাই দুইজন।
নন্দঘরে আছে বসুদেবের নন্দন॥
আপনার পুত্র বসু থুইয়া নন্দঘরে।
জশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডাইল তোরে॥
য়েতেক শুনিয়া কংশ নারোদের কথা।
মহাক্রোধে বোলে বসুদেব গেলো কোথা॥
কোপে কম্পমান তনু খড়্গ লইয়া হাতে।
মহাক্রোধে জায় বসুদেবেক কাটীতে॥
তা দেখি নারদমনি হইলা চিন্তীত।
বসুদেব কাটা জায় য়ে নহে উচিত॥
য়েতেক নারদমনি মনে করি চিন্তা।
কংশেক বলিলা মনি স্থন মোর কথা॥

তোমা[১] বেন[১] বুঝিলু কংস বড়ই পাগল।
বসুদেব কাটী রাজা পাবে কোন ফল॥
কৃষ্ণ বলরাম তোর সত্রু নন্দঘরে।
প্রকার করিয়া আগে লইয়া আইস তারে॥
নতুবা স্তুনিবে জেই বাপের মরন।
মোনে ভয় পাইয়া তারা পলাবে তুইজন॥
তখনে কেমন হবে কোথা পাবা জায়া[১]।
মোর জুর্ক্তি স্তুন আগে তারে আইশ লইয়া॥
কৃষ্ণ বলরাম আইলে বধিয় জতোনে।
তারপরে নন্দ ঘোশ বধিয় পরানে॥
য়েতেক স্তুনিয়া বোলে কংস তুরাচার।
ভালো জুর্ক্তি দিলা গোশাই জে য়াজ্ঞা তোমার
জথাবিধি নারদেক বিদায় করিল।
বসুদেব দৈবকিক বন্দি করি থুইল॥
ডাকিয়া আনিল কংস জতো বিরগন।
য়েকে য়েকে সভাকারে কহিলা কারন॥
স্তুনরে চানুর মুষ্টীক থাকিহ সাবধানে।
কৃষ্ণ বলরাম আইলে বধিয় পরানে॥
ধনুর্ম্মখ জজ্ঞ করিব আরম্বন।
দেশে দেশে সভাকারে পঠাও নিমন্ত্রন॥
কৃষ্ণ বলরাম মোর সৌত্র তুইজনে।
য়েহি ছলে আনি তারে বধিব পরানে॥
বিরগনেক কংস রাজা করি সাবধান।
অক্রুরেক আনি রাজা করিলা সর্ম্মান॥
অক্রুরের হাতে ধরি কহে নৃপবর।
কাকুতি প্রনতি স্তুতি করিলা বিস্তর॥

১-১ তু মেন

আইজ হইতে অক্রুর হইলা মোর মিতা।
তোমা বহি আপ্ত আমী আর পাবো কোথা
কৃষ্ণ বলরাম মোর সৌত্র নন্দঘরে।
ছল করি আন গীয়া শেহি দুজনারে ॥
ধনুর্ম্মখ জজ্ঞ আমি কৈল আরর্ম্ব ন।
সকল গকুলেক তুমি করো নিমন্ত্রন ॥
কৃষ্ণ বলরাম আনি প্রকারে বধিব।
মর্ত্ত হস্তির তলে তারে ফেলাইয়া দিব ॥
তাথে যদি নাহি মরে ভাই দুইজন।
চানুর মুষ্টীক ঘাতে হৈবে নিধন ॥
য়েহিরূপে দুই ভাই মারিতে জদি পারি।
নিস্কণ্টক হইয়া তবে সুখে রার্য্য করি ॥
তবে বোল জরাসন্ধ আছয় দুর্য্যয়।
তেহো মোর গুরুজোন নাহি তারে ভয় ॥
সম্বুর নরক আর বান নরোপতি।
তা সভার সনে মোর বড়ই পীরিতি ॥
প্রথিবিতে আর কেহো না থাকে ঐরি।
কৃষ্ণ বলরামেরে জদি বধিতে আমি পারি ॥
সুনহে অক্রুর মিতা সব জুক্তি সার।
সুনিয়াছি দুই ভাই বড় পরদার[১] ॥
তুমি কহিয় তাহাদিগেক করিয়া চাতুরি।
মথুরা নগরে আছে অনেক সুন্দরী ॥
স্ত্রিলোভে দুই ভাই আশীবে অবিষ্য।
প্রকারে বধির তারে দেখিবা রহস্য ॥
সুনিয়া অক্রু র এত কংশের ভারতি।
জোড়হাত করিয়া কহেন মহামতি ॥

১ দুরাচার

পালিব তোমার আজ্ঞা ইথে নাহি য়ান।
জাইয়া আনিব আমি কৃষ্ণ বলরাম॥
তবে জদি কোন কিছু ভালমন্দ হয়।
তাহে মোর দোশ কিছু নাহি মহাশয়॥
বিদায় হইলা অক্রুর য়েহি কথা কয়া।
কংস রাজ ঘরে গেলা আনন্দিত হয়া॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

অক্রূরের গোষ্ঠাগমন

দৈবকিনন্দন হরি দেখিব নঞান ভরি॥ ধুয়া
মহামতি অক্রুর সুনিয়া কংস ভাশ।
শেহিরাত্রে মধুবনে করিলা নিবাশ॥
কৃষ্ণ বলি অক্রুর উঠিলা প্রাতকালে।
রথে আরোহন করি চলিলা গকুলে॥
পথে জাইতে অক্রুর ভাবেন মহামতি।
গোবিন্দ চরনে হউক পরম ভকতি॥
মনেত ভাবিয়া প্রভূ কোমল নঞান।
পরম ভর্ক্তি পায় কৃষ্ণের চরন॥
কৃষ্ণের ভকতি তেহো পাইলা প্রচুর।
কি ভার্গ্য করিয়াছি মোনে ভাবেন অক্রুর
অনেক তপস্যা বুঝি করিয়া দুস্কর।
চিরৎকাল আরাধন কৈরাছি ইশ্বর॥
কত রত্নদান বা করিয়াছি ব্রার্ম্মনে।
প্রভূ নারায়ন আজি দেখিব নঞানে॥
বড়ই দুল্বভ মোর প্রভূ দরোসন।
কদাচিত দেখিতে পাই শে রাঙ্গা চরন॥

বিশয় সরির মোর মোন নহে দর।
তবে জদি পাই কৃষ্ণ ভার্গ্য মোর বড়॥
সুদ্র হইয়া বেদপাট করিবে কেমনে।
তেনমতি অভক্তে না পায় নারায়নে॥
পুনর্ব্বার মোন দড় করিল নিশ্চয়।
অধোমতারন কৃষ্ণ সর্ব্বদেব কয়॥
ম বড় অধম কৃষ্ণ ভাবিছি অন্তরে।
অবষ্য দেখিব প্রভূ নারায়ন গোচরে॥
আজি মোর নষ্ট হবে জত অমঙ্গল।
নঞানে দেখিব প্রভূ ভকতো বৎসল॥
সার্থক হইবে আজি জিবন আমার।
শে পাদ পদ্মেত আজি করিমু নমস্কার॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে ভাবে জে রাঙ্গা চরন।
শে রাঙ্গা চরনে মুঞী লইল স্বরন॥
জেই পদ লক্ষি শেবে মোনে অভিলাশে।*
শেই পাদপর্দ্য আজি দেখিব বিশেশে॥*
জে পদ আশ্রয়ে ব্রর্ম্মা ভবাদি দেবতা।*
জে পদে জর্ম্মীলা গঙ্গা মুর্ক্তীপদদাতা॥*
মনি সব ধ্যান করে জে পদপঙ্কজে।
হেন পাদপর্দ্য আজি মিলিবে সহজে॥
ভালো হইল কংস রাজা পঠাইল মোরে।
অবস্য দেখিব প্রভূ নঞান গোচরে॥
শে চাদ মুখের হাস্য দেখিব কৌতুকে।
অধিক শোভিত দুটী কুটীল অলকে॥
খঞ্জন গঞ্জন আখি অতি মোনহর।
সুকপাখি[১] নাশা[১] কৃষ্ণ দেখিব সুন্দর॥

* এই পদগুলি নাই
১-১ দুষ্ট বিনাসন

কৃষ্ণ রূপ গুন জতো ভাবিতে চিন্তীতে ।
সুমঙ্গল সুজাত্রা দেখিব পথে পথে ॥
বামদিগে জায় সিবা দক্ষিনে ব্রার্ম্মন ।
বৎস সহিতে ধেনু আর ম্রগগন ॥
সুজাত্রা দেখিয়া অক্রুর হরশীত মনে ।
অবস্য দেখিব আজি প্রভু নারায়নে ॥
ম[১] বড় অধম আজি[২] দেখিয়া কাতর ।
অবশ্য দিবেন দেখা রাম দামদর ॥
অসতের সত তার নাহি অহংঙ্কার ।
এ ভবতারন হেতু ব্রজে অবতার ॥
তার রূপ গুন জত জে করে কির্ত্তন ।
সার্থক সরির তার পবিত্র জীবন ॥
শে গুনে বিরক্ত হয় বাক্য মোন জার ।
শে জন জিবনে মিত্তু জর্ম্ম ব্রথা তার ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি

সিন্ধুড়া[৩] রাগ

বড়োরে আনন্দ মোর মোনে ।
গকুলের গকুল চাদ দেখিব নয়ানে ॥ ধুয়া
গকুলে অসুর নাশে প্রভু নারায়নে ।
গোওালার[৪] আনন্দ বাড়ান দিনে দিনে ॥
কৌতুকে দানবগন নাসিলা সকল ।
সুরগন গান প্রভুর অসেস মঙ্গল ॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ ত্রৈলক্যসুন্দর ।
জাইয়া দেখিব আজি গকুল নগর ॥
রথে হৈতে নাবিয়া ধরিব রাঙ্গাপায় ।
বড় মনে সাধ কৃষ্ণ জদি দেখা দেয় ॥

১ মু ২ কৃষ্ণ ৩ বড়ারি ৪ দেবতার

প্রভূর নিকটে জাইয়া করিব প্রনাম।
হাতে ধরি কোল দিবেন কৃষ্ণ বলরাম॥
কৃষ্ণের জতেক সখা গোকুল নগরে।
সভাকার পদধুলি লইব সাদরে॥
পড়িব কাতোর হইয়া কৃষ্ণপদ মুলে।
পর্দ্ম হস্ত সিরে মোর দিবেন কুতুহলে॥
কালভয়ে সঙ্কচিত হয় জতো জন।*
আকুল হইয়া লব কৃষ্ণের সরন॥*
জে হস্তে অভয় দান করিলা সভারে।
হেন পর্দ্ম হস্ত প্রভূ দিবে মোর সিরে॥
না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা
জদি কংসদুত বলি প্রভূ না দেয়ে দেখা॥
সৌত্র বুদ্ধি করি মোরে ভাবেন যদি মনে।
সর্ব্বজ্ঞ তাহার নাম সুনিছি পুরানে॥
জেমন জাহার মতি জার জেহি মোনে।
সকল জানেন তাহা প্রভূ নারায়নে॥
লোকাচারে জ্ঞাতি বন্ধু বটি আমি তার।
তাহা বহি ঠাকুর মোর কেহো নাহি আর॥
আপনার ভক্ত বলি জানিবেন অন্তরে।
দুই হস্ত ধরি প্রভূ কোল দিবে মরে॥
ক্রপা করি কোলেতে করিবে ভগবান।
সরির হইবে মোর তির্থের শোমান॥
জতেক কলুষ মোর হবে সব নাশ।
সুকর্ম্ম বর্দ্ধন মোর হইবে উন্নাষ॥
প্রভূর সহিতে মোর হবে কোলাকুলি।
দাড়াইব প্রভূর আগে হইয়া পুটাঞ্জলী॥

* এই চরণগুলি নাই

মোরে শোধাইবেন প্রভূ ভকতবৎসল।
কহোগো অক্রুর খুড়া কল্যাণ কুশল॥
খুড়া বলি আমারে ডাকিবে নারায়ন।
জনম সাফল মোর হইবে তখন॥
আত্ম পর নাহি তার সকলি শোমান।*
কেবল ভক্তের ধোন প্রভূ ভগবান॥*
প্রভূ বলরাম মোর ধরি হুটী করে।*
আদোর করিয়া মোখে বশাবেন সাদরে॥+
মথুরার শোমাচার সকল সোধাবে।
কংশের জতেক কথা সকলি কহিব॥
য়েহিরূপে অক্রুরে চড়িয়া দিব্য রথে।
কৃষ্ণেক ভাবনা করি জান পথে পথে॥
দিবাস্ত হইল অস্ত হইল দিবাকর।
হেনকালে পাইলা জাইয়া গকুল নগর॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সর্ব্বপাপনাশা।
গান বিপ্র পরূশরাম গোবিন্দ ভরশা॥

গোধন চরান বনে কৃষ্ণ বলরাম।
সিসুসঙ্গে ধেনু লয়া আইলা নিজধাম॥
রাঙ্গা পদচিন্ন পথে দেখিয়া অক্রুর।
আনন্দে পুর্ন্নীত হইলা প্রেমেত আকুল॥
শে পদের চিন্ন পৃর্থি জানিয়া মহিমা।
আনন্দে বিভোর পৃর্থি সুখের নাহি সিমা॥

* এই চরণগুলি নাই

+ এই পদের স্থলে—তবে প্রভু বলরামে করিব প্রণাম।
নিজগৃহে আমারে লইবে বলরাম॥
বসিবারে কৃষ্ণ মোরে দিবেন য়াস্বন।
খুড়া বলি মোরে জিজ্ঞাসিবে বচন॥

ধজবজ্রাঙ্কুস চিহ্ন প্রথিবিতে পাইয়া।
উলটি পালটী ভ্রমর খায়ে মধু পীয়া॥
দেখিয়া অক্রূর তাহা আনন্দিত মোনে।
রাঙ্গা পদচিহ্ন প্রভূর দেখিলাম নয়ানে॥
রথে হইতে অক্রুর নাবিলা শেহিখানে।
গড়াগড়ি দিয়া জায় কৃষ্ণপদ চিহ্নে॥
পদচিহ্ন পাইয়া আনন্দে নাহি ওর।
উলটী পালটী তেহো ধুলায় ধুসর॥
কৃষ্ণ বলরাম তারা ছাদভাণ্ড[1] লয়া।
দোহন করেন ধেনু আনন্দীত হইয়া॥
নন্দের নন্দন দুটি কীবা শে মধুর।
নঞান ভরিয়া তাহা দেখিলা অক্রূর॥
পীত ধড়া পরিধান প্রভূ নারায়ন।
নীল ধড়া পরিধান রূহিনি নন্দোন॥
জিনিয়া সরদ সোশী সিসুর বয়ান।
সেত স্যামল দেহে রাম ভগবান॥
কিশোর বয়েস দোহে বড়ই সুন্দর।
কুঞ্জর বিক্রম দুটী ভাই সহোদর॥
ধজবজ্রাঙ্কুস চিহ্ন দুটী রাঙ্গা পায়ে।
আগোর চন্দন লেপা দুটী ভাইয়ের গায়ে॥
নটবর বেশ দোহার গলে বোনমাল।
সুকপাখি নাশা দোহার নঞান বিসাল॥*
মরকত সৈল জেন কৃষ্ণ অঙ্গ জুতি।
রজতের শৈল জেন বলাইর মুরতি॥

১ ছাদ ভাড়
* এই চরণ নাই

দেখিয়া অক্রুর বড় আনন্দিত মোনে।
দণ্ডবত হইলা রামকৃষ্ণের চরণে ॥
আনন্দে আকুল মুখে নাহি স্বরে বাণী।
তা দেখিয়া কৃষ্ণ হইলা শঙ্খ চক্রপানি ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরাণের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

সুইরাগ

বড়রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধুয়া
চতুভূজ রূপ ধ্যান করেন অক্রুর।
চতুভূজ মুর্ত্তি হৈলা দয়ার ঠাকুর ॥
অপরূপ সর্ঙ্খ চক্র গদা পর্দ্ম ধারি।
অক্রুরের মোনবাঞ্চা পুর্ণ কৈলা হরি ॥+
হাতে ধরি অক্রুরেক তুলিলা নারায়ন।
ভর্ক্ত প্রান ভগবান দিলা আলিঙ্গন ॥
তবে প্রভূ নারায়ন অক্রুরেক কোল দিল।
মহানন্দে অক্রুরেক হাত ধরিল ॥
হাতে ধরি অক্রুরেক লইয়া নিজঘরে।
বসিতে আশন কৃষ্ণ দিলেন সাদরে ॥
দুই ভাই অক্রুরের ধোয়াইলা চরণ।
মধুপর্ক্ক দিয়া তারে করিলা অশ্চন ॥
মহানন্দ দুই ভাই অতিথ পাইয়া।
ধেন্নুরে দোহন কৈলা আনন্দিত হইয়া ॥
মহাহর্সে দুই ভাই করিলা অশ্চন।
নানা উপহারে তারে করাইলা ভোজন ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ— দেখিয়া অক্রুর বড় য়ানন্দিত মনে।
লোটাইয়া পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥

কপ্পূর তাম্বুলে কৈলা মুখের শোধন ।*
সুগন্ধি চন্দন দিলা পরম কৌতুকে ।*
আনন্দিতে অক্রুর মজিলা কৃষ্ণ সুখে ॥*
তবে নন্দ আইলা বড় মোনে কুতুহলি ।
অক্রুরের সহিতে করিলা কোলাকুলী ॥
নন্দঘোশ জিজ্ঞাসিলা অক্রুরের তরে ।
কেমন বশত্ত করো কংস অধিকারে ॥
বড়ই দুর্ম্মতি কংস পাপ চির্ত্ত খল ।
ভগ্নীর পুত্রগুলী বধিলা শকল ॥
মরূক তাহার কথা কি জিজ্ঞাশো আর ।
তার অধিকারে কারো নাহিক নিস্তার ॥
শ্রীকৃষ্ণগুনান বানি সর্ব্ব পাপ নাশা ।
গান বিপ্র পরূসরাম গোবিন্দ ভরশা ॥

সিন্ধুড়া[১] রাগ

কৃষ্ণবলরাম পাইয়া মোনে আনন্দিত হইয়া
বসিলেন পালঙ্গ উপর ।
পালঙ্গ উপর বসি কৃষ্ণ মোন অভিলাশী
নিরখয়ে শে রূপ মধুর ॥
পথে জত মোন কৈল মোনবাঞ্ছা সিদ্ধি হইল
প্রসন্ন হইলা গদাধর ।
রাঙ্গা পায় ভর্ক্তি চাই আর কিছু বাঞ্ছা নাই
জনম সাফল হইল মোর ॥
দৈবকি নন্দন হরি আনন্দে ভোজন করি
বসিলেন অক্রুরের কাছে ।
হইয়া কুতুহলি মোন জিজ্ঞাসীলা নারায়ন
মথুরা কেমন রিতে আছে ॥

* এই চরণগুলি নাই ১ সুই

কহোগো অক্রুর খুড়া কল্যাণ কুশল।
জ্ঞাতি বন্ধু জতো ইতি আছে গো কেমন রিতি
কহো দেখি সভার মঙ্গল॥
কংস মামা বির্দ্যমানে জ্ঞাতি য়ার জতো জনে
কারো আর নাহিক নিস্তার।
বড়ই দুস্মতি কংস হিংসা করে জদু বংস
মুড়মতি পাপ দুরাচার॥
আহা মোর দৈবকিমাতা আহা বসুদেব পীতা
আমা লাগী বড় কষ্ট পাইল।
আমার লাগীয়া তার জতেক কুমার
য়েকে য়েকে কংস বিনাসিল॥
দৈবকি অষ্টম গর্ভে আমার জনম হবে
য়েহি হেতু দুরাচার কংস।
বসুদেব দৈবকিরে বন্দী কৈলা কারাগারে
হিংসা করিল জদু বংস॥
ভার্গ্যের নাহিক লেখা তোমা সংঙ্গে হইল দেখা
হইল খুড়া বড়ই মঙ্গল।
কহো দেখি কী কারন তোমার য়েথা আগোমন
আগে কহো আপন কুশল॥
জিজ্ঞাসিলা নারায়ন অক্রুর আনন্দ মন
কহেন সকল সমাচার।
তোমার মাতুল কংস হিংসা করে জদু বংস
জানিয়া তোমার অবতার॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কথা পুরানেরো সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরাম করিলা রচন॥

জয়জয়ন্তী রাগ

আনন্দে অক্রুর কহে কংশের আক্ষান ।*
কৌতুকে স্থনিল তাহা কৃষ্ণ বলরাম ॥*
স্থন প্রভূ ভগবান করি নিবেদন ।
মথুরাতে আইলা নারদ তপোধন ॥
কংশেকে জাইয়া মনি কৈলা আশীর্ব্বাদ ।
নারোদ দেখিয়া রাজা পরম আহ্লাদ ॥
নারোদ বোলেন রাজা তোরে বিধী বাম ।
তোর সৌত্র নন্দঘরে কৃষ্ণ বলরাম ॥
জানিয়া না জান ইহা স্থন অভাগীয়া ।
নিশ্চীন্তে বসিয়া আছ মরিবার লাগীয়া ॥
আর নাকি রাজা তুমি জিতে করো সাধ ।
তোমা দিয়া হইল রাজা বড়ই প্রমাদ ॥
তখনী কহিনু আমি থাকিহ সাবধানে ।
দৈবকি অষ্টম গর্ভ বধিয় জতোনে ॥
দৈবকি অষ্টম গর্ভে জন্ম হইল জার ।
সে জন নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবোতার ॥
কৃষ্ণ বলরাম তারা ভাই দুইজন ।
নন্দঘরে আছে বস্থদেবের নন্দন ॥
আপনার পুত্র বস্থ থুইয়া নন্দঘরে ।
জশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডীলা তোমারে ॥
য়েতেক স্থনিয়া কংস নারোদের কথা ।
মহাক্রোধে বোলে বস্থদেব গেলো কোথা ॥
কোপে কম্প্মান তনু খড়্গ লইয়া হাতে ।+
মহাক্রোধে জান বস্থদেবেক কাটীতে ॥

* এই চরণগুলি নাই

\+ এই চরণের স্থলে—কোপে কম্পমান তনু কংস নৃপবর ।
তিখ্ধার খড়্গ হাতে লইল সত্তর ॥
চলিলেন কংসরাজা খড়্র্গ লয়া হাতে ।

তা দেখি নারোদ মনি হইলা চিন্তীত।
বসুদেব কাটা জায় য়ে নহে উচিত ॥
য়েতেক নারোদ মনি মোনে করি চিন্তা।
কংশেক বোলেন মনি সুন মোর কথা ॥
তুমি না দেখিলু কংস বড়ই পাগল।
বসুদেব কাটা গেলে পাবে কোন ফল ॥
কৃষ্ণ বলরাম তোর সৌত্র নন্দঘরে।
প্রকার[১] করিয়া আগে নিয়া[১] আইস তারে ॥
নতুবা সুনিবে জেই বাপের মরন।
মোনে ভয় পাইয়া পলাবে দুইজন ॥
তখন কি হবে তারে কোথা পাবি জাইয়া।
মোর জুক্তি সুন আগে তারে আইস লইয়া ॥
কৃষ্ণ বলরাম আইলে বধিয় জতনে।
তারপর নন্দঘোশ বধিহ পরানে ॥
য়েতেক সুনিয়া বোলে কংস দুরাচার।
ভাল জুক্তি দিলা গোশাঞী জে আজ্ঞা তোমার ॥
যথা বিধি নারদেরে বিদায় করিল।
বসুদেব দৈবকিরে বন্দী করি থুইল ॥
বসুদেব দৈবকি থুইয়া কারাগারে।
তোমা দুই ভাই নিতে পঠাইল মোরে ॥+

১-১ ছল করি মথুরায় আন গিয়া

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদগুলি—

তোমা নিতে আইল আমি বড় ভার্গ্যবান।
নয়ানে দেখিল প্রভু তোমার চরন ॥
ধনু জজ্ঞ নামে জজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
সকল গোকুলেতে কর‍্যাছে নিমন্ত্রন ॥
অক্রুরের কথা সুনি আনন্দিত মন।
মহাহর্ষ দুই ভাই রাম নারায়ন ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি

ধনুর্ম্মখ নামে জজ্ঞ কংস রাজা করে।
নিমন্ত্রন আসিয়াছে গকুল নগরে॥
জাইব অক্রুর সঙ্গে মোরা দুই ভাই।
গকুলে জানাহ বাপু কংশের দোহাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননি জার জত ঘরে।
সকল সাজায়া[১] রাখ সকট উপরে॥
য়েতেক স্তুনিয়া নন্দ ঘোষ মহাশয়।
চিন্তীত হইলা মোনে পাইলা বিশ্বয়॥
জোনে[২] জোনে[২] নিমন্ত্রন করে কংস দুরাচার।
রামকৃষ্ণ নিতে কেনে জত্ন য়েত তার॥
কৃষ্ণ বোলেন স্তুন বাপু আমার বচন।
ধনু মহাজজ্ঞ কংস কৈল আরম্বন॥
মহাপর্ব্ব করে রাজা আনন্দীত মন।
দেশে দেশে সভাকে[৩] করিছে[৩] নিমন্ত্রন॥
আমরা দুই ভাই বাপু মল্ল জুর্দ্ধ জানি।
আনন্দিত কংস রাজা য়েহী কথা স্তুনী॥
আমাদের বিক্রম স্তুনিয়াছে লোকমুখে।
মল্লজুর্দ্ধ আমাদের দেখিবে কৌতুকে॥
আমাদের দেখি রাজা বড় তুষ্ট হবে।
আর কিছু অধিকার বাড়াইয়া দিবে॥

সিন্ধুড়া রাগ

কৃষ্ণ বলরাম প্রভু ভাই দুই জন।
অক্রুরের কথা স্তুনি আনন্দিত মন॥
মথুরা জাইব বলি মনে কুতুহলি।
নন্দ জসোদারে জায়া কহেন সকলি॥
স্তুন বাপু নন্দ ঘোস স্তুন এক চিতে।
অক্রুর আসিয়াছে য়ামা সভা নিতে॥

১ তুলিয়া ২-২ কেনে ৩-৩ রাজাগনে কৈল

প্রভূর মায়াতে সব সংসার মোহিত।
কৃষ্ণের কথায় নন্দ হইলা প্রতীত॥
ঢেরি[১] ফিরাইলা[১] নন্দ গকুল নগরে।
মথুরাতে জাব কালি কংস বরাবরে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননি আছে জার ঘরে।
সকল জাইয়া রাখ সকট উপরে॥
ধনুর্ম্মখ নামে জজ্ঞ বড়ই সুন্দর।
সে পর্ব্ব দেখিব আর দিব রাজ কর॥
ধনুর্ম্মখ জর্গ্য কংস কৈল আরম্বন।
সকল গকুলে রাজা কৈল নিমন্ত্রন॥
অক্রুর আশীয়াছেন এথা আমা সভা নিতে।
কৃষ্ণ বলরাম কালি লয়া যাবে রথে॥
কৃষ্ণ জাবে মথুরাতে সুনিয়া আচম্বিত।
জতেক গোপীকা সব হইলা মুশ্চীত॥
আহা কৃষ্ণ বলি গোপী হইলা বিকল।
দিজ পরূষরাম গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

গোপিগণের খেদ

করূনা রাগেন গীয়তে। *
কান্দে গোপী গকুলে কি হইল।
প্রান জদুনাথ নিতে কংসদুত আইল॥
হরি নাকি জাবে মথুপুরি।*
হাতে নিধি দিয়া বিধি প্রান কৈলা চুরি॥*
কোন সুখে আছে এনা গৃহ কাজে।*
কৃষ্ণ নিতে অক্রুর আইসাছে নাকি সাঝে॥*

১-১ ঘোসনা দিছেন
* এই চরণগুলি নাই

হরি লয়া অক্রুর জাবে মধুপুর ।*
এমন খলের নাম কে থুইল অক্রুর ॥*
কি সুনি গোকুলে পরমাদ ।*
হেন জানি বিধাতার বাদ ॥ ধুয়া ॥
সুনরে ভকত সব সুন বুদ্ধিমান ।
অক্রুর আসিয়াছে নিতে কৃষ্ণ বলরাম ॥
জতেক গোপীকা সব সুনি অকস্মাৎ ।
মস্তক উপরে সভার হৈল বজ্রাঘাত ॥
একি সুনি রাম কৃষ্ণ জাবে মধুপুরে ।
ফুটীল দারুন সেল গোপীর অন্তরে ॥
সন্তাপে গোপীকা সব হইল উদ্ধসাষ ।
মদন আনলে কেহ[1] ছাড়য়ে নিশাষ ॥
আকুল কুন্তল ভার কেহ নাহি বান্ধে ।
আহা হরি প্রান প্রিয় বলি কেহ কান্দে ॥
কোন গোপী সম্ভ্রমে না পরে বসন ।
চিত্রের পুতলি কেহ হারায়া চেতন ॥
এইরূপে গোপী সব হইয়া আকুল ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সভে ভ্রময়ে গকুল ॥
কান্দিয়া ব্যাকুল গোপী গকুল নগরে ।
একথা সোধাল গোপী সবে সভাকারে ॥
একি সুনি আগো সখি গকুলে কি হইল ।
প্রানকৃষ্ণ নিতে নাকি কংসতুত আইল ॥
সন্ধ্যাকালে আগো সখি আশীয়াছে অক্রুর ।
আমা সভার প্রান লয়া জাবে মধুপুর ॥
জতেক গোপীনি সব হইয়া একের্ত্তর ।
কি হইল কি হইল বলি কান্দিয়া কাতর ॥

* এই চরণগুলি নাই
১ পুড়ে

আকুল হইয়া গোপী বিরহ কাতরে।
অশ্রুমুখি গোপী সব প্রান নাহি ধরে॥
গকুল ছাড়ীয়া মোরা জাইব মথুরা।
কেমনে দারুন প্রান ধরিব আমরা॥
সে রূপ লাবণ্য লিলা না দেখিব আর।
কে হরিয়া লবে মোন আমা সভাকার॥
আর না দেখিব সখি চন্দ্রমুখের হাশী।
কদম্বতলাত আর না স্থনিব বাশী॥
রাসক্রিড়া ব্রন্দাবনে করিব নাহি আর।
কৃষ্ণ বিনে ব্রজপুরি দিবশে আধার॥
আর না জাইব জল আনিবার ছলে।
আর না দেখিব সখি কদম্বের তলে॥
গকুল ছাড়িয়া জাবে শ্রীজদুনন্দন।*
স্থন্য হইল ব্রজপুরি য়েই ব্রন্দাবন॥*
সিঙ্গা বেনু মুরলি লইয়া বাম করে।
আর না দেখিব কৃষ্ণ গোষ্টের বিহারে॥
জমুনার তিরে কৃষ্ণ না দেখিব আর।
য়েত দিনে বিধি বাম আমা সভাকার॥
কোন গোপী বোলে স্থন প্রাণ প্রিয়ো সই।
য়েহি বাঞ্চা কর সভে আমি জাহা কই॥
সপ্তরাত্রী[১] হবেক জেন আইজ য়েহি রাত্রী[১]।
য়েহি আশীর্ব্বাদ কর জত কুলবতি॥
কেহো বোলে ভূমিকম্প জত অমঙ্গল।
আজিকার রাত্রী মধ্যে হউক সকল॥
জাত্রাকালে জদি সব অমঙ্গল হয়।
অজাত্রা দেখিয়া কৃষ্ণ না জাবে নিশ্চয়॥

* এই পদ নাই
১-১ সপ্তরাত্রিতে আজি হউক এক রাতি।

য়েহিরূপে গোপী সব কান্দিয়া ব্যাকুল।
বিপ্র পরূসরামে গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

সুইরাগ

আজী মোর বিধি ভেল বাম। *
মধুপুর জাবেন য়াজি কৃষ্ণ বলরাম॥ ধুয়া *
হেদেরে নিষ্টুর বিধি কি বলিব তোরে।
তো বড় নিষ্টুর বিধি দয়া নাহি কারে॥
প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ পাইয়া বাড়াইলাম পীরিতি।
হেন প্রানপ্রিয় কৃষ্ণ লয়া জাও কতি॥
আমা সভার মোন বাঞ্ছা পুর্ণ নাহি হইল। *
হেন মনে কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া নাহি পাইল॥ *
তোমারো চরিত্র বিধি ছাওালের খেলা।
হাতে নিধি দিয়া বিধি ভাড়াইলা অবলা॥
সেই স্যাম গুনের নিধি পীরিতি পশার।
আপনি দিয়া কেনে নিলা পুনর্ব্বার॥
তো বড় দারুন বিধি বড়ই নিষ্টুর।
গকুলে আসিয়াছ তুমি হইয়া অক্রুর॥
অক্রুর ধরিয়া নাম আইসাছ ব্রজপুরি।
দিয়াছিলা প্রাননাথ লয়া জাবে হরি॥
তোমাকে কি বলি বিধি মিছা করি মায়া।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ তার নাহি দয়া॥
কংস দুত আশীছেন লইতে তাহারে।
মথুরা জাইতে তার আনন্দো অন্তরে॥
আমা সভা বলিয়া তিলেক নাহি মোন।
বড়ই কটীন হিয়া নন্দের নন্দন॥ +

* এই চরণগুলি নাই
+ ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—জাহা লাগি গৃহকর্ম্ম সব তিয়াগিল।
জার লাগি নিজ পতি সেবা না করিল॥

জাহা লাগী সহিলাম গুরুর গঞ্জন।
য়েমন নিষ্টুর কেনে হইল শে জন॥
জখন বাড়াইলা প্রেম গোপীকার সাথে।
আকাসের চাদ আনি দিয়াছিলা হাতে॥
অখন মথুরাপুর যাবেন ছাড়িয়া।
আমা[১] শভা বলিয়া তিলেক নাহি দয়া[১]॥
মথুরার কুলবতি বড় ভাগ্যবান।
নঞানে দেখিবে আজি প্রভূ ভগবান॥
তাহাদের রজনি প্রভাত হইল সুখে।
কৃষ্ণ বলরাম তারা দেখিবে কৌতুকে॥
মথুরাতে প্রবেশ করিবে নারায়ন।
দেখিবে কৃষ্ণের রূপ জতো নারিগন॥
আকারে ইঙ্গীতে তারা কৃষ্ণেক ভূলাবে।
আমা সভা বলি কৃষ্ণ আর না আসিবে॥
মথুরা নাগরি সব ভূলাইবে তারে।*
আর না আসিবে কৃষ্ণ গকুল নগরে॥*
পরবশ হইবে কৃষ্ণ মথুরাতে গীয়া।
প্রমাদ পড়িল গোপী আমা সভা দিয়া॥
অতি বড় পুন্যবান মথুরার লোক।
আজি তারা পাসরিবে সব দুঃখ শোক॥
দৈবকি নন্দন তারা দেখিবে নঞানে।
জিবন সাফল তাদের হবে এতোদিনে॥
আজি হইতে মহা আনন্দ হবে মধুপুরে।
গকুলে প্রমাদ আসি করিল অক্রুরে॥
প্রানহরি হরিয়া লয়া জাবে মধুপুর।*
য়েমন খলের নাম কে থুইল অক্রুর॥*

১-১ প্রমাদ পড়িল সখি আমা সভা দিয়া॥
* এই পদ নাই

আমাসভার প্রান নিতে গকুলে আইল।
অক্রুর ইহার নাম কোন ছারে থুইল ॥
চৈতন্য চরিতামৃত করিয়া ধিয়ান।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দিজ পরূসরাম গান ॥

শ্রীকৃষ্ণাদির মধুপুর যাত্রা

সিন্ধুড়া রাগ

গোকুল ছাড়ীয়া হরি জাইব মথুরা পুরি
কান্দে গোপী গকুলে কী হইল।
হেদেরে নিষ্ঠুর বিধি কানু হেন গুননিধী
পাইয়া তভো নাহি পাইল ॥
জাইয়া জমুনার জলে তরূয়া কদর্ম্ব তলে
আর না দেখিব স্যামচান্দে।
সুখদ শ্রীব্রন্দাবনে আর নাহী কৃষ্ণ সনে
রাশক্রীড়া করিব আনন্দে ॥
য়েহি বলী কুলবতি কান্দিয়া পোহাইলা রাতি
উষাকালে উঠিলা অক্রুর।
জেন মনি মহাতেজা সমাধিয়া সন্ধা পুজা
কৌতুকে চলিলা মধুপুর ॥
নন্দঘোশ আদি করি শকল গোয়াল মেলি
সকট সাজান কুতুহলে।
নানা দির্ব্য উপহার লয়া জত গোপগন
মথুরা নগরে সভে চলে ॥
কৃষ্ণ বলরাম লয়া পুস্প রথে চড়িয়া
প্রেমানন্দে মজিলে অক্রুর।
তুই ভাই রাম হরি গকুল আকুল করি
কৌতুকে চলিলা মধুপুর ॥

জশোদা নন্দের রানি কিছু না জানেন তেনি
বিষ্ণুর মায়া মহিত মতি।
তাহা দেখি পরুসরাম হাহা কৃষ্ণ বলরাম
বলিয়া মুছিত পরে ক্ষিতি ॥

সুহই রাগ

আমার প্রাণকৃষ্ণ কেবা লয়া যায়। ধুয়া

চাপীয়া পুষ্পক রথে কৃষ্ণ বলরাম।
গকুল ছাড়ীয়া হরি মথুরাতে জান ॥
ছিদাম আদি সঙ্গীগন সকটে চাপীয়া।
মথুরায় চলিলা সবে আনন্দিত হইয়া ॥
নন্দ আদি গোপগন চলিলা সর্ত্তরে।
বিরহ কাতরে গোপী প্রান[১] নাহি ধরে[১] ॥
আচম্বিতে গকুলে কি হৈল পরমাদ।
এতদিনে ঘুচিল মনের জত সাধ ॥
কোন গোপী বোলে হেদে স্তন সখী সব।+
ধরিয়া রাখহ গীয়া প্রানের মাধব ॥
কি করিবে স্বামী পুত্র গুরু বন্ধুজন।
আর নাকি পাব সখি নন্দের নন্দন ॥
অনাথিনি গোপীগনেক অনাথ করিয়া।
আহা হরি প্রানপ্রিয় কে নিল হরিয়া ॥
অক্রুরের রথে চাপী রাম নারায়ন।
সকটে চাপীয়া নন্দ আদি গোপগন ॥
গকুলের জত গোপ চাপীয়া সকটে।
তা দেখিয়া গোপীর অধিক প্রান ফাটে ॥

১-১ কান্দে উর্চ্চস্বরে

+ এই পদের স্থলে—কেহু বোলে আগো সখি স্থনগো বচন।

দেখ দেখ আগ সখি এমন কপাল।
ক্ষেনেক নাহিক দয়া নিদয় গোপাল ॥
চল চল বলি সভে চালায় সকট।
অতয়েব বুঝিলা সখি বিধাতার ঘট ॥
বিরহ কাতরে গোপী কৃষ্ণ বলি কান্দে।
চলিলা কৃষ্ণের পাছে স্থির নাহি বান্ধে ॥
আহা হরি প্রানকৃষ্ণ কোথাকারে যাও।
অনাথিনি গোপীপানে ফীরিয়া নাহি চাও
জখন পাতিলা প্রেম গোপীকার সাথে।
আকাশের চাদ আনি দিয়াছিলা হাতে ॥
সে সকল রঙ্গ লিলা পাসরিলা শব।
কি লাগী নিষ্ঠুর হৈলা প্রানের মাধব ॥
য়েহিরূপে কান্দে গোপী বিরহে কাতরা।
ফিরিয়া না চান কৃষ্ণো চলিলা মথুরা ॥
এক গোপী বোলে সখি স্থন মোর কথা।
আমা সভাকারে বাম হৈল বিধাতা ॥
কি বলি বিদায় দেন রাম দামদরে।
স্থনিয়া সকল সখি ফিরা যাব ঘরে ॥
মোনস্তাপ গোপী দেখি রাম দামদরে।
দুতেরে কহিলা কহ গোপীকার তরে ॥
জাহ জাহ গোপী সব জাহ নিজ ঘরে।
তোমা নিতে অবষ্ট[১] দুত আশীবে ব্রজপুরে ॥
য়েতেক স্থনিয়া গোপী কৃষ্ণের ভারতি।
চিত্রের পুতুলি জেন দাড়াইলা তথি ॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপরে।
তাহা পানে চাহি গোপী কান্দে উর্চ্চস্বরে ॥

১ অবস্য

রথের পতাকা গোপী দেখিতে না পায়।
মুশ্চিত হইয়া গোপী করে হায় হায়॥
উঠিয়া রথের ধুলি টেকিল গগনে।
একদিষ্টে গোপীগন চায় তাহা পানে॥
তারপরে রথের রেনু না পায় দেখিতে।
নৈরাশ হইয়া গোপী লাগীলা কান্দিতে॥
আহা হরি গোবিন্দ মাধব দামদর।
য়েহি নাম লয়া গোপী ফীরা আইলা ঘর॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা স্থন ভক্ত সব।
গকুল ছাড়ীয়া জান অনন্ত মাধব॥

সিন্ধুড়া[১] রাগ

জয় জয় নারায়ন স্থখ মুর্ক্ষদাতা। ধুয়া[+]
য়েহিরূপে গোপ সবে বিশাদ ভাবিয়া।
দিবারাত্র বঞ্চে গোপী কৃষ্ণগুণ গায়া॥
রামকৃষ্ণ ছুই ভাই অক্রুরের রথে।
কৌতুকে চলিয়া জান মথুরার পথে॥
ছিদাম আদি সঙ্গে নন্দ আদি গোপগন।
কালিন্দির তিরে সভে দিলা দরশন॥
দোশারি কদর্ম্ব তরু জমুনার তিরে।
সেখানে সকল গোপ হইলা একেত্ররে॥
জমুনার জলে সভে কৈলা শ্রান দান।
কেহ ফল আহার কৈলা কেহ জলপান॥
রথে হইতে নাবিলেন রাম ভগবান।
কালিন্দির জলে তুহে কৈলা শ্রান দান॥
নানা দের্ব্ব উপহারে জলপান করি।
পুনরূপী রথেত চলিলা রামহরি॥

১ সুহই
\+ এই চরণ নাই

রামকৃষ্ণ তুই ভাই রথে বশাইয়া।
অক্রুর করিলা শ্রান আনন্দিত হয়া॥
জমুনার জলে মগ্ন হইয়া অক্রুর।
জপীতে লাগীলা মনে আপন ঠাকুর॥
ব্রর্ম্ম শোনাতন নাম জপেন অন্তরে।+
কৃষ্ণ বলরাম দেখেন জলের ভিতরে॥+
পীতাম্বরধারি কৃষ্ণ গলে বনমাল।+
নিলাম্বর বলরাম নঞান বিশাল॥+
দেখিয়া অক্রুর বড় বিশ্বয় অন্তরে।
হেন বুঝি জলে আইল তুই সহদরে॥
উঠিয়া দেখিল পুন রথ পানে চায়া।
রথে বসি তুই ভাই আনন্দিত হয়া॥
তা দেখি অক্রুর বড় হইলা বিশ্বয়।
জলে যা দেখিল কীবা শেহি মির্থ্যা হয়॥
পুনর্ব্বার অক্রুর হইলা মগ্ন নিরে।
দেখিলা অনন্ত রূপ জলের ভিতরে॥
সহশ্র বএান প্রেভূ রূপ মনোহরে।
সহশ্রেক ফনা দেখে সহশ্রেক সীরে॥
রজত কাঞ্চন জেন দেখি গীরি আভা।
শেত অঙ্গ নিলাম্বর কীবা তার শোভা॥
আজানুলম্বিত বাহু বিশাল লোচন।
তার কোলে ঘনেস্বাম নন্দের নন্দন॥
শুধাংশু বএান চারু চতুর্ভূজ হরি।
অপরূপ সঙ্খচক্রগদাপর্দ্ধারি॥

\+ এই তুই পদের স্থলে—হেনকালে জলে দেখেন নন্দের তুলাল।
নিলাম্বর বনমালা নয়ান বিসাল॥

কন্টদেশে[১] শোভিত কস্তব[২] বোন মালা[২]
পীতাম্ব্বর ধারি হরি নঞান বিসাল ॥
চরনে নপুর বাজে কটীতে কিঙ্কীনী।
অঙ্গদ বলয়া শোভে প্রভূ জত্নমনি ॥
ব্রর্হ্মা আদি করিয়া জতেক দেবগন।
জোড় হস্তে চতুদ্দিগে করএ স্তবন ॥
নন্দ আদি করিয়া জতেক ব্রজবাসী।
প্রহ্লাদ নারদ আদি জত দেব রিশী ॥
বসুদেব প্রভিতি কৃষ্ণের প্রেয় সব।
জোড় হস্তে শেহিখানে করে নানা স্তব ॥
দেখিয়া অক্রুর ইহা জলের ভিতরে।
বিশ্বয় হইয়া মোনে বুঝিলা অন্তরে ॥
পুটাঞ্জলী হইয়া গোবিন্দ ধিয়াইয়া।
বিপ্র পরূসরামে গান গোপাল ভাবিয়া ॥

অক্রুর কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

শ্রীরাগ

নন্দের নন্দন হরি বসন তোমার।
বিসয় ভূলিয়া রহিলাম কি হবে আমার ॥ ধুয়া
পুটাঞ্জলি হৈয়া অক্রুর মহামতি।
পুন পুন প্রনাম করেন নানা স্তুতি ॥
আদি পুরূষ তুমি অখিলের পতি।
তুয়া নাভিপর্দ্মেতে জর্ম্মিলা প্রজাপতি ॥
ব্রর্হ্মা আদি দেব আর জত চলাচল।
তুমি শে সকল প্রভূ তোমাতে সকল ॥

১ কম্বুকণ্ঠে ২-২ কৌস্তুব মনিমাল

তুমি ব্রর্ম্মা তুমি বিষ্ণু তুমি হরিহর।
সর্ব্বদেব ময় তুমি সর্ব্বদেবের পর॥
কোন দেবে কোন বুদ্ধি ভজে যেই জন।
পরিনামে পায় তোমার ও রাঙ্গা চরন॥
সিব পুজা সর্ক্তি পুজা জত উপাসনা।
অবস্য তোমারে পায় শেহি ভর্ক্ত জনা॥
গঙ্গা আদি নদি জেন সমূদ্রে প্রবেশ।
কোন দেবে ভজি তোমা পায় অবশেষে॥
বিরাট সরির তুমি সংশারের সার।
তোমার চরনে মোর কুটী নমস্কার॥
অশেষ তোমার লিলা প্রভূ গদাধর।
মৎসরূপে হইলা প্রলয়[১] সিন্ধুচর[১]॥
লিলায় করিলা প্রভু গ্রাহ অবতার।
মধুকৈটব মারি কৈলা দেবের উর্দ্ধার॥
মন্দার স্তাপীলা প্রভূ কুর্ম্ম অবতারে।
খিতির উর্দ্ধার কৈলা হইয়া সুকরে॥
নরসিংহ অবতার বড়ই অদভূত।
সংঙ্কটে রাখিলা প্রভূ প্রলাদ দত্যসুত॥
হইলা বামনরূপ প্রভূ নারায়ন।
বলিকে ছলিয়া নিলা পাতাল ভূবন॥
প্রচণ্ড প্রতাপ ভৃগুরাম অবতার।
প্রিথিবি নিখেত্রী কৈলা তিন সপ্তবার॥
রঘুবংসে[২] কৈলা শ্রীরাম[২] অবতার।
সবংশে রাবন রাজা করিলা সংহার॥
বুধ্যরূপে বোধিলা দারুন দৈত্যগন।
কল্কীরূপে কৈলা[৩] প্রভূ মেলর্শ্চ নিধন[৩]॥

১-১ প্রভু আপনে সুন্দর ২-২ সুর্জবংসে হৈলা প্রভু রাম
৩-৩ ম্লেছের করিবে নিধন

মন্দবুদ্ধি মুর্খ আমি তোমারে কি জানি।
নিজগুনে ক্রুপা মোরে কর চক্রপানী॥
য়েহিরূপে অক্রুর দেখে অনন্ত মাধব।
নন্দ আদি গোপ জত আগুলিলা সব॥
মথুরার নিকটে সুন্দর উপবোন।
উতরিয়া তথাতে থাকিলা গোপগন॥
ভাগবত ইত্যাদি

শ্রীরাগ

হরি মোরে তরায়া নেওহে। ধুয়া
য়েহিরূপে অক্রুর করিলা নানা স্তব।
জলে পুন দেখিলেন অনন্ত মাধব॥
তারপর অক্রুর উঠিলেন জলে হৈতে।
সমাধিয়া নিত্য ক্রিয়া চাপীলেন রথে॥
রামকৃষ্ণ ত্বই ভাই ত্বই দিগে বিরাজে।
আনন্দে অক্রুর বৈশে ত্বই ভাইর মাঝে॥
কৃষ্ণের মায়াতে অক্রুর বিশ্বয় অন্তর।
অক্রুরের তরে জিজ্ঞাসিলা গদাধর॥
স্থনগো অক্রুর খুড়া কহো গো নিশ্চয়।
হেন বুঝি জলে কিবা দেখিয়াছ বিশ্বয়॥
কহগো অক্রুর খুড়া কহগো স্বরূপ।
বুঝিলাম জলে কিছু দেখিলা অদ্ভুত॥
অক্রুর বোলেন প্রভু কি দেখিব আমি।
জলে স্থলে আকাশে সকল ঠাঞী তুমি॥
নঞানে দেখিয়াছি আমি তোমার চরন।
প্রথিবীতে কি আছে তোমার অদরিশন[১]

১ অদর্শন

এত বলি অক্রুর চাপীয়া দির্ব্য রথে।
রামকৃষ্ণ লয়া জান মথুরার পথে॥
জেই মাত্র আছে বেলা দণ্ড চারি ছয়।
মথুরার নিকটে আইলা য়েমন সময়॥
মথুরার জত লোক আইসে ধাওা ধাই।
নঞান ভরিয়া দেখে কানাই বলাই॥
নন্দ আদি গোপ মধুরার উপবোনে।
কৃষ্ণ চাইয়া তারা আছে সেহিখানে॥
সেহিখানে উপনিত কৃষ্ণ বলরাম।
রথে হইতে নাবি দোহে করিলা বিশ্রাম॥
অক্রুরের হাত ধরি প্রেভূ নারায়ন।
ইসদ হাশীয়া কিছু অক্রুরেক কহেন॥
রথ লইয়া আগে খুড়া জাহ নিজঘরে।
সমাচার কহ গীয়া কংস বরাবরে॥
ততক্ষনে দেখ্যা ফিরি মথুরা নগরি।
জর্ম্মভূমি দেখিতে বড়ই সাধ করি॥
স্থনিয়া অক্রুর এত কৃষ্ণের ভারতি।
গোবিন্দ চরন ধরি করেন মিনতি॥
না কহো না কহো হেন নিদারুন কথা।
ও রাঙ্গা চরন ছাড়ী জাব আমি কোথা॥
ভকত বৎসল দুই ভাই সহদরে।
ম[১] বড় অধম প্রেভূ না ছাড়িয় মোরে॥
মোর ঘরে সর্ব্বারম্ভে আইস নারায়ন।
কালি বেন[২] মথুরাতে করিব গমন[২]॥
ব্রর্ম্মা আদি দেব ভাবে জে রাঙ্গা চরন।*
কমলা জে পাদপর্দ্দ্য ভাবে অনক্ষন॥*

১ মো ২-২ মেন দেখ স্থন মথুরা ভুবন
* এই চরণগুলি নাই

জেপদ আশ্রয় ব্রহ্মা ভবাদি দেবতা ।*
জেপদে জর্ম্মিলা গঙ্গা মুক্তীপদদাতা ॥*
জেপদে ক্রতার্থ কৈলা বলি মহারাজা ।*
সবান্ধবে শে পদ করিব আমি পুজা ॥*
এতেক স্থনিয়া বোলে প্রভূ ভগবান ।
জাইব তোমার ঘরে ইথে নাহি আন ॥
আগে সব দর্ম্ভগোন করিব নিধন ।
অবশেশে জাইব তোমার নিকেতন ॥
এতেক বলিলা কৃষ্ণ অক্রুরের তরে ।
মহা হরিশে অক্রুর গেলা নিজঘরে ॥
কংশেক জাইয়া কৈলং সব সমাচার ।
স্থনিয়া কংশের মোনে আনন্দ আপার ॥
ভাগবত ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ

গান্ধার রাগ

দেখি সখি স্থন্দর গোপাল ।
দৈবকী নন্দন হরি আইলা মথুরাপুরি
সঙ্গে নব রঙ্গিয়া রাখাল ॥ ধুয়া+

কৃষ্ণ বলরাম প্রভূ ভাই দুইজন ।
সঙ্গে করি নিলা ছিদাম আদি সিস্থগন[১] ॥
জর্ম্মভোম[২] মধুপুরি দেখিবার আশে ।
মথুরা প্রবেশ কৈলা মোনের হুল্লাশে[৩] ॥

+ ইহার পরিবর্ত্তে—রাম কানাই আইলা মল্ল বেসো ধরি । ধুয়া

১ সঙ্গিগণ ২ জর্ম্মভুমি ৩ হরিসে

কিবা[১]শে[১] মথুরাপুরি কিবা তার শোভা।
ফাটীকের[২] স্তম্ভ সব জলদের আভা॥
প্রতি দ্বারে দ্বারে আছে[৩] সুবর্ন্নের কপাট।
কোন ঠাই গীত বার্দ্য কোন ঠাই নাট॥
দোশারি কদলি ব্রক্ষ্য করিয়া রোপোন।
আনন্দ সাগরে ভাশে মথুরা ভূবন॥
সুবর্ন্ন পতাকা উড়ে ঘরের উপর।
পূর্ন্নকুম্ভ আম্রসাখা দেখিতে সুন্দর॥+
হেন মথুরাতে কৃষ্ণ প্রেবেশীলা রঙ্গে।
প্রেভূ বলরাম আদি গোপগণ সঙ্গে॥
পুরবাশী জতো লোক রমনী পুরুশে।
রাম কৃষ্ণ দেখিবারে আইলা হরিশে॥
কোন নারি না সম্বরে অঙ্গের বশন।
কেহো কেহো লয় আধো নঞানে অঞ্জন॥
কেহো কেহো[৪] আধো সিথীতে সিন্দুর।
ভরমে চরনে হার করেতে নপুর॥
কোন কুলবতি ছিলা রন্ধোন ভোজনে।
সকল ত্যাগীয়া জান কৃষ্ণ দরশনে॥
কোলের বালক কেহো ফেলিয়া ভূমিতে।
সম্ভ্রমে দেখেন জায়া কৃষ্ণ বলরামে॥
জতো কুলবতি আইলা কৃষ্ণেকে দেখিতে।
কৃষ্ণরূপ সভাকার লাগী গেল চির্ত্তে॥

১-১ অপুর্ব্ব ২ ফটিকের ৩ সোভে

\+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

চন্দনের ছড়া পড়ে নগর চাতারে।
আনন্দে তুন্দুবি বাজে নগর ভিতরে॥

৪ কেহু লয়

অঙ্গভঙ্গে মন্দ হাশ্য রঙ্গ বিলোকনে।
তা সভার চিত্ত হরি নিলা নারায়নে ॥
গজেন্দ্র বিক্রমে দুটী ভাই সহোদর।
আনন্দে দেখিয়া ফিরেন মধুরা নগর ॥
আড়ে উড়ে কোন নারি মদন তরঙ্গে।
নানা পুষ্ফ ফেলী মারে দুই ভাইয়ের অঙ্গে ॥
দুর্ব্বা ধান্য দধি কলা লয়া বিপ্রগন।
মাল্যগন্ধ দিয়া পুজে কৃষ্ণের চরন ॥
ব্রজ সীষু সঙ্গে কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
করিয়া অশেস লিলা কৌতুকে বিহরে ॥
ভাগবত ইত্যাদি+

সিন্ধুড়া রাগ

য়েহিরূপে হরি ভ্রমে মধুপুরি
সঙ্গে ছিদাম আদি ভাইয়া।
রজক য়েকজন কংশের বসন
শেহি পথে জায় লয়া ॥
দেখি নারায়ন রজকেক কন
বস্ত্র দেহ মোরে পোরি[১]।
না ভাবিয় আন হইবে কল্যান
কুশলে রাখিবেন হরি ॥
এতেক স্তুনিয়া কোপানল হইয়া
রজক দুমুখ[২] কয়।
রাখাল বর্ব্বর দোশ নাহি তোর
মোনেত[৩] নাহিক[৩] ভয় ॥

+ ভাগবত কৃষ্ণকথা সর্ব্বপাপনাসা।
চক্রবর্ত্তি পরস্থরামের গোপাল ভরসা ॥

১ পরি ২ দুর্ম্মতি ৩-৩ মনেতে না বাস

রাখাল হইয়া গোধন[১] লইয়া[১]
ফিরিস গোয়ালা সাথে।
রাজার বশন লইয়া অখন
পরিবা অবোধ মতি ॥
মুঃখ[২] দুই ভাই আর কারো ঠাই
না কইয় য়েসব কথা।
জদি রাজা স্থনে বধিবে পরানে
কাটীয়া ফেলিবে মাথা ॥
রজক বচন স্থনি নারায়ন
কুপীত হইলা জদুবির।
মহাক্রোধে হরি করাঘাত[৩] করি
কাটিলা তাহার সির ॥
তার সঙ্গিগোন ফেলায়া বশোন
পলাইলা পায়া ত্রাশ।
ভাই দুইজন আনন্দিত মোন
কৌতুকে পরেন বাশ ॥
ছিদাম আদি ভাইয়া দিব্যবস্ত্র পাইয়া
পরিলেন আনন্দিতে।
বাকিগুলা তার হইল বিস্তার
পড়িয়া রহিল পথে॥
শ্রীকৃষ্ণ গুনান বানী ভক্তজনে স্থনি
লিলায় তরিবে তারা।
পরসরামে মোনে ভ্রমে অনক্ষনে
ভকতি হইয়াছি হারা ॥

১-১ ফির ধেনু লয়া ২ মুর্খ ৩ কর অগ্রে

সুহই রাগ

হরি বড় দয়াময় দেখি ॥ ধুয়া ·
রজক মারিয়া হরি পরিলা বশন।
মথুরা দেখিয়া ফিরে সঙ্গি সীসুগন ॥
হেনকালে আইল তন্তুবায়[১] য়েকজন।
প্রনাম করিলা আশী কৃষ্ণের চরন ॥
দণ্ডবত করিয়া করিলা জোড় হাত।
নিবেদন করি প্রভূ সুন জহুনাথ ॥
দির্ব্য অলঙ্কার প্রভূ শোভে স্যাম গায়।
ভালোমতে মোর মোনে পরাইতে ইর্ছ্যা জায় ॥
জদি আজ্ঞা করো প্রভূ কমল লোচন।
বিচিত্র করিয়া প্রভূ পরাই বশন ॥
ভালো বলি আজ্ঞা কৈলা ভাই দুইজন।
কৌতুকেত বায়[২] তবে পরায় বশন ॥
বস্ত্র অলংঙ্কারেত ভূষিত দুই ভাই।
বায়েকে করিলা ক্রিপা কানাই বলাই ॥
তারপরে দুই ভাই রাম নারায়ন।
সুদামা মালির ঘরে দিলা দরশন ॥
সুদামার দারিদ্র ভঞ্জিতে গদাধর।
সিসু সঙ্গে করি গেলা সুদামের ঘর ॥
তা দেখি সুদামা মালি আনন্দে বিভোলে।
প্রনমিলো দুই ভায়ের চরন কোমলে ॥
বসিতে আশন দিয়া ধোয়াইলা চরন।
আনন্দে করিলা পুজা প্রভূ নারায়ন ॥
প্রভূ বলরাম য়ার জতো সিসুগন।
কৌতুকে সভার পদ করিলা অশচন ॥

১ বাএক ২ বাএক

সুভিত করিলা সভেক আগোর চন্দনে।
জোড় হাত করি সভে দাড়াইলা শেহিখানে॥
না জানি কতেক তপ কৈলু পুর্ব্বকালে।
ও রাঙ্গা চরন প্রভূ পাইলাম শেহি ফলে॥
সবান্ধবে পাইলাম প্রভূ তোমার চরন।
কী কর্ম্ম করিব আজ্ঞা করো নারায়ন॥
হাশীয়া বোলেন কৃষ্ণ সুদামের তরে।
দির্ব্যমালা আনি দেহো আমা সভার গলে॥
সুনিয়া সুদাম মালী আনন্দে বিভোলে।
সহস্তে দিলেন মালা দুই ভাইর গলে॥
নানা পুষ্পে বিরাজিত মালা মোনহর।
ছিদাম আদি সঙ্গিগন দিলা সভাকারে॥
পরিয়া বিনদমালা রাম দামদর।
সুদামারে বলিলা মাঙ্গিয়া লহ বর॥
সুদামা বোলেন প্রভূ য়েহি বর চাই।
ও রাঙ্গা চরন জেন জর্ম্মে জর্ম্মে পাই॥
সুদামারে বর দিলা প্রভূ নারায়নে।
হইবে পরম ভর্ক্তি আমার চরনে॥
বল জশ হউক আর কির্ক্তি ধোনবান।
সুদামার দারিদ্র ভঞ্জিলা নারায়ন॥
আনন্দে দেখিয়া ফেরেন মথুরা নগর।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অতি মোনহর॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

মল্লরঙ্গ বর্ণন

কল্যাণ রাগ

সুগন্ধি চন্দন লইয়া কুবুজা জুবতি।
শেহি পথে জায় তাহা দেখে জদুপতি ॥
বশন পরিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলা তারে।
এ গন্ধ চন্দন নিয়া জাও কোথাকারে ॥
আমাদিগেক দেহো পরি সুগন্ধ চন্দন।
পরম কল্যানে রাখিবেন নারায়ন ॥
কুবজি বোলেন দুটি ভাই জে সুন্দর।
চন্দন লইয়া জাই কংস বরাবর ॥
তবে জদি ইৎসা আছে পরিতে চন্দন।
জে করে শে করূক কংস পর দুইজন ॥
এতো বলি কুবজি চন্দন গন্ধ লয়া।
দুই ভাইয়ার অঙ্গে দিলা আনন্দিত হইয়া ॥
দিব্য মালা অলঙ্কারে সুগন্ধী চন্দন।
কিবা শে পরম শোভা রাম নারায়ন ॥
কুব্জার ত্রিবক্র অঙ্গ দেখি ভগবান।
নিজ প্রেমে কুবুজিরে করিলা শোমান ॥
হইলা কুবজা রামা পরম সুন্দরি।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া মোন ধরাইতে নারি ॥
মদনে আকুল রামা চাহে চারিপানে।
লর্জ্যা তেজিয়া ধরে কৃষ্ণের চরনে ॥
কৃষ্ণের চরণ ধরি করেন মিনতি।
মোর গ্রিহে আশী কৃপা করো জদুপতি ॥
ছিদাম য়াদি সঙ্গিগন দেখে দাড়াইয়া।
কুবজির তরে কৃষ্ণ বোলেন হাশীয়া ॥
জাহো গো সুন্দরি রামা জাহো নিজ ঘরে।
অবস্য আশীবো আমি তোমার মন্দিরে ॥

কুবজিকে তুষ্টু কৈলা মধুর বচনে।
চলিলেন দুই ভাই সঙ্গে সিস্নুগনে॥
নানা দের্ব্য উপহার তাম্বুল মাল্যগন্ধ।
পথে জাইতে দেয় লোক পরম আনন্দ॥
কুলভয় ত্যাগীয়া সব কুলবধুগনে।
বাহির হইয়া দেখে রাম নারায়নে॥
ভাগবত ইত্যাদি

শ্রীরাগ

জহুরাজা নাবেরে সুন্দর জহুমনি॥ ধুয়া
পুরবাশীজনেক জিজ্ঞাসীলা নারায়নে।
ধনুর্ম্মখ জজ্ঞ রাজা করে কোনখানে॥
ধনুর্ম্মখ জজ্ঞ লোকে দিল দেখাইয়া।
সিস্নু শঙ্গে দুই ভাই উত্তরিলা গীয়া॥
জজ্ঞসালা প্রবেসিলা রাম ভগবান।
দেখিলা ধনুকখান পর্ব্বত[১] শোমান॥
গন্ধপুষ্পে শেহি ধনুক করিয়া অশচন।
আগুলিয়া রহিয়াছে কংশের শেনাগন॥
দেখি দেখি বোলী তাহা প্রভূ ভগবান।
বাম হস্তে তুলিয়া লইলা ধনুখান॥
আটু[২] দিয়া ধনুখান ভাঙ্গিলা কুতুহলে।
ইক্ষুদণ্ড কেহো জেন ভাঙ্গে অবোহেলে॥+
ত্রন তুল্য নারায়ন ধনুক ভাঙ্গিল।+
সর্গ মত্ত পাতাল সব কম্প্মান হইল॥+
লিলায় ধনুক খান ভাঙ্গিল ভগবান।+
সুনিয়া কংশের অথা উড়িল পরান॥

১ ইন্দ্রের ২ হাটু
\+ এই চরণগুলি নাই

ধনুক রক্ষক ছিল জতো শেনাগন।
কৃষ্ণেরে মারিতে আইশে অতি ক্রোধ মোন॥
কেহো বোলে ধর ধর কেহো বোলে বাধ।
সুনিয়া কুপীলা প্রভূ গকুলের চাদ॥
দুই ভাই নিলা শেহি ভগ্ন ধনুখান।
তার ঘায় সভাকার বধিলা পরান॥
ভগ্ন চরে কহিলা কংশের বরাবর।
সব শেনা বধ কৈলা দুই সহদর॥
য়েতেক সুনিয়া কংস ভয় পাইলা মনে।
ডাক দিয়া আনিলা জতেক শেনাগনে॥
জাহো জাহো বির সবঁ না করো বিশ্রাম।
মারিয়া দুর করি দেহ কৃষ্ণ বলরাম॥
আইলা জতেক শেনা কংশের আজ্ঞায়।
দুই ভাই ধনু ধরি বাড়ীয়া মারয়॥
শেনাগন বধে জজ্ঞসালার ভিতরে।
জজ্ঞসালা হইতে বাহির হইলা দুই সহদরে॥
মথুরার জতো লোক হইলা চমৎকার।
সভে বোলে কংস রাজার রক্ষা নাহি আর॥
পাদ প্রক্ষালন করি করিল জলপান।
গোপাল ভাবিয়া বিপ্র পরূসরামে গান॥

নারায়ন বিনে ভাই গতি নাহি আর। ধুয়া*
পাদ প্রক্ষালন করি ভাই দুই জন। *
নানা দিব্য উপহারে করিলা ভোজন॥*
নন্দ আদি গোপ মথুরার উপবোনে।
শেহি রাত্রী শেহিখানে থাকিলা সয়ানে

* এই চরণগুলি নাই

ধনুভঙ্গ হইল জতো মৈল অনুচর।
দেখ্যা সুন্যা কংস রাজা হইলা ফাফর॥
কৃষ্ণের বিক্রমে কংস মোনে করি ভয়।
নানা সপ্ন দেখে রাত্রে নিদ্রার সময়॥
চক্ষু মুদিলে কংস দেখে কুসপন।
জাগীয়া পোহাইল নিসী গনিল মরন॥
প্রাতকালে কংস রাজা উটে সর্জ্যা হইতে
জতো মর্ল্ল বিরগন ডাকিলা তুরিতে॥
জজ্ঞস্থানে[১] সভে মেলি[১] দিলা দরশন।
মল্ল রঙ্গ মহর্ছ্ব করে বিরগন॥
চতুর্দিগে মঞ্চ বাধা দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ন্ন পতাকা উড়ে মঞ্চের উপর॥
জতো জতো নৃপতি আসিছে নিমন্ত্রনে।
ভির্ন্ন ভির্ন্ন মঞ্চেত বৈসাছে[২] রাজাগনে[২]।
শেনাগনে বেষ্টীত হইয়া মহারাজা।
রাজমঞ্চে আপনে বসিলা কংসরাজা॥
চানুর মুষ্টীক আর কূট মহাবল।
মল্লগনে খেলা করে হৈয়া একেক্কর॥[+]

১-১ রঙ্গস্থানে মল্লগণ ২-২ বসিলা জনে জনে

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

মন্ত্রিগন সঙ্গে রাজা করিছে মন্ত্রনা।
কতেক করিব তার বাদ্দের রচনা॥
দুর দুর সব্দেতে বাজিছে জয় ঢাক।
জয় সিঙ্গা রনকাড়া বাজে লাখে লাখ॥
দগোইড় মন্দিরা বাজে কাসি করতাল।
ভেউর ডুরঙ্গ বাজে মৃদঙ্গ মাদল॥
পিনাক কপিনাস বেনু বাজে সতে সতে।
রবাব সারিন্দা য়াদি জন্ত্র জতো আছে॥

নন্দ আদি গোপ সব ছিলা উপবনে।
ভেট দের্ব্য লয়া আইলা কংস বির্দ্যমানে ॥
কৃষ্ণ বলরাম যার যত সঙ্গিগোন।
পশ্চাতে থাকীলা তারা হইয়া সাবধান ॥
আশী সব গোপগন কংশের সাক্ষাতে।
ভেট দের্ব্য দিয়া সভে কৈল প্রেনিপাতে ॥
প্রেনাম করিলা তবে জত গোপগন।
ভিন্ন য়েক মঞ্চে তারা বৈশে সর্ব্বজন ॥
ভাগবত ইত্যাদি

মল্লক্রীড়ার উদ্যোগ

ধানসি রাগ

গকুলের জিবন ধোন রাম কানাইরে। ধুয়া
কৃষ্ণ বলরাম ভাই ছিদাম আদি সঙ্গে।
মল্লক্রীড়া দেখিবারে চলিলেন রঙ্গে ॥
দশ শহস্র মত্ত হস্তির তেজ ধরে।
হেন কুবলয় হস্তি বান্ধা রঙ্গ দ্বারে ॥
দ্বারের নিকটে আইলা কানাই বলাই।
কান্দিতে লাগীলা হস্তী দেখি দুটী ভাই ॥
নটোবর সহোদর গলে বোনমাল। *
ত্রিভুবন জিনি রূপ নয়ান বিশাল ॥ *

খটক ডম্বর বাজে আর বাজে ঢোল।
বাদ্যের সবদে হইল মহা কোলাহল ॥
এইরূপে কংসরাজা করএ দেয়াল।
উপবনে গোপসঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম ॥

* এই পদ নাই

কেমনে বধিব ছুটী ভাই সহদরে ।
য়েতেক ভাবিয়া হস্তী কান্দিল অন্তরে ॥
কৃষ্ণ বোলেন দাদা বলাই কি হবে উপায় ।
য়েহী হস্তী দ্বারে রাখিয়াছে কংসরায় ॥
দুর্য্যয় প্রতাপ য়েহি হস্তী কুবলয় ।
দাড়াইয়া দেখ ইহা মারিব নিশ্চয় ॥
য়েতেক বলিয়া কৃষ্ণ জতো সঙ্গিগনে ।
মন্দ মন্দ হাশীয়া আগুয়ান নারায়নে ॥
মাহুতের তরে কৃষ্ণ বোলেন ডাকিয়া ।
হস্তী লয়া কিবা করিস দ্বারেতে বশীয়া ॥
দ্বার ছাড়ী দেরে মল্ল রঙ্গ দেখী গীয়া ।
এক পাশে দাড়াও কুবলয় হস্তী লয়া ॥
যদি দ্বার ছাড়ি নাহি দিবি দুরাচার ।
হস্তি সঙ্গে তোক[১] আজু পঠাইম জম ঘর[১] ॥
মাহুত এতেক শুনি কৃষ্ণের ভারতি ।
ক্রোধ করি হস্তি ছাড়ি দিলা সিঘ্রগতি ॥
মহাক্রোধে জায়[২] হস্তি কৃষ্ণের উপর ।
কালান্তক জম জেন অতি ভয়ঙ্কর ॥
শুণ্ডেত বেড়িয়া কৃষ্ণ ধরিলা তুরিত ।
শুণ্ড হইতে কৃষ্ণচন্দ্র হইলা বিগলিত ॥
বজ্র মুকটি[৩] মারে তার গার্ত্ত[৪] স্থানে[৪] ।
সেইখানে হইলা লুকী তার পদতলে ॥
কৃষ্ণ না দেখীয়া হস্তী হইল ফাফর ।
পাছ হইয়া[৫] বাহির আইলা[৬] প্রভূ গদাধর ॥
হস্তীর লেঙ্গুড় কৃষ্ণ ধরিয়া কৌতুকে ।
টানিয়া ফেলিল পঞ্চবিংসতি ধনুকে ॥

১-১ সুদ্ধা তোমাকে পাঠাবো জমঘরে ২ ধায় ৩ মুটকি
৪-৪ কম্ব স্থলে ৫ বাটী ৬ হৈলা

গড়ুরে ধরিয়া সর্প খেলায় জেমন।
তেনমতে হস্তি লয়া খেলেন নারায়ন ॥
পুনরপি করিবর কোপে আইল ধায়া।
এদিকে ওদিগে কৃষ্ণ ফিরে পাক দিয়া ॥
হস্তি লয়া কৃষ্ণচন্দ্র করে নানা লিলা।
বাছরি লইয়া জেন সিসু করে খেলা ॥
তবে কৃষ্ণ কুবলয়ের সম্মুক হইয়া।
বজ্র মকটি মারি জান পলাইয়া ॥
বাউ বেগে জায় হস্তি কৃষ্ণেক মারিতে।
লাফ দিয়া শুণ্ডে কৃষ্ণ ধরিলা তুরিতে ॥
শুণ্ডেত ধরিয়া তবে পাড়ে ভূমীতলে।
দুই দন্ত উপাড়ীয়া নিল কুতুহলে ॥
গজ বধিলা কৃষ্ণ শেহী দন্তের ঘায়।
কুবলয় হস্তী বধ করিলা জদুরায় ॥
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে সিশুগন।
দিজ পরূসরাম ইহা কৈলা রচন ॥

চিকন কালিয়া রূপ লাগিছে মোর মনে ॥ ধুয়া॥
লিলা করি ভগবান হস্তিকে মারিলা।*
দুই ভাই দুই দন্ত কাঁধে করি নিলা ॥*
নটবর[১] বেস দোহার[১] গলে বনমাল।
বেষ্টিত হইয়া চলে সঙ্গের রাখাল ॥ +

* এই চরণগুলি নাই
১-১ দৈবকি নন্দন হরি
\+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

সেত স্যাম দোহে দোহা সোভা করে ভাল।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই আইলা তুরিত।
গায় বিন্দু বিন্দু ঘাম হস্তির সোনিত ॥

রঙ্গস্থানে উপনিত হইলা দুই ভাই।
এক দৃষ্টে দেখে লোক কানাই বলাই ॥
মল্ল সব দেখে জেন বজ্রের সমান।
নর সব দেখে জেন নরের প্রধান ॥
স্ত্রী সব দেখে জেন মূর্ত্তিমান কাম।
গোপ সব দেখে জেন কৃষ্ণ বলরাম ॥
ছিষ্টীকর্ত্তা দেখে জেন সব রাজাগন।
মাতা পীতা দেখে জেন সিসু দুই জন ॥
কংসরাজা দেখে জেন মিত্তু আপনার।
পণ্ডীত সকলে দেখে বিরাট আকার ॥
যোগী[১] সব মোনে তপ করিবার[১] কথা।
বৃস্নীগণ দেখে জেন পরম দেবতা ॥
য়েহিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বলরাম।
রঙ্গস্থানে দেখা দিল অতি অনুপাম ॥
কুবলয় বধিলেন প্রভূ ভগবান।
তা দেখিয়া কংসরাজার উড়িল পরাণ ॥
নটবর বেস দোহার নন্দের নন্দন।
নঞান ভরিয়া তাহা দেখে লোকজন ॥
দুই ভাই[২] য়েইরূপে সকলে বিশ্বয়[২]।
পরস্পর সিসু[৩] সভে সভাকারে কয়[৩] ॥
এতো রূপ গুন কভূ দেখি নাহি আর।
বসুদেব ঘরে বুঝি কৃষ্ণ অবতার ॥
জর্ম্ম লয়া নারায়ন দৈবকি উদরে।
গকুলে করিল ক্রিড়া নন্দের মন্দীরে ॥
কে কোথা মানুষ আছে য়েত রূপগুনে।
কুবলয় মারিলা কি সিসুর পরানে ॥

১-১ জোগি সব তৎপর কিবা তার ২-২ ভায়ের রূপে লোক বিস্ময় অন্তরে ৩-৩ লোক কহে সভে সভাকারে

পুর্ব্বে আর কথা সুইনাছ সর্ব্বজনা।
য়েহি সিস্থ মারিয়াছে রাক্ষসি পুতুনা॥
জখন দারুন ঝড়ে উড়াইয়া নিল।
দর্ত্তেক বধিয়া সিস্থ তাহে রক্ষা পাইল॥
জমল অর্জুন ভাঙ্গি পৈড়া ছিল গায়।
ছাওাল হইলে নাকি তাহে রক্ষা পায়॥
বক মারি খণ্ডাইলা দেবতার তাপ।
উদরে প্রেবেসিয়া মারে অজাগর সাপ॥
কালিয় দমন কৈল বড়ই অদ্ভুত।
দাবানল বিপাকে রাখিলা নন্দস্থত॥
সাত বৎসরের সিস্থ কে আছে য়েমন।
কেবা কোথা ধরিয়াছে গীরি গোবদ্ধন॥
বঝি য়েহি দুই ভাই সাক্ষাত নারায়ন।
ইহা হইতে জদু বংশ হবে পরিত্রান॥
য়েহিরূপে পরস্পর কহে লোকজন।
দিজ পরুসরামে ইহা করিলা রচন॥

চাণূর ও মুষ্টিক বধ

ধানশী[১] রাগ

রামকৃষ্ণ সম্বধিয়া চানুর বোলেন ভাইয়া
স্থন অহে কৃষ্ণ বলরাম।
মল্ল ক্রীড়া দেখিবারে আশীয়াছে নৃপবরে
স্থনিয়াছি তোমাদের নাম॥

১ কামদ

দুই ভাই রাম কানু বোনে বোনে রাখ ধেনু
মল্ল ক্রিড়া কৈরাছ বিস্তর।
সুনিছি লোকের মুখে দেখুক সকল লোকে
আইস দেখি দুই সহোদর॥
এতো সুনি নারায়ন হাশীয়া চানুরেক কন
সুন ভাই মোর য়েক কথা।
শোমান বয়েশ সাথে জুর্দ্ধ করি ধর্ম্মপথে
রাজ আজ্ঞা না হবে অন্নথা॥
সুনিয়া চানুরে কয়ে জে বোল শে বটে হয়
নহো তুমি বালোক কীশোর।
সহস্র হস্থির তেজ ধরে হেন গজরাজ
লিলা করি বধিলা তাহারে॥
কে তোমারে সিসু বোলে হস্থি বধ অবহেলে
মহাতেজ দুই সহদর।
মুষ্টীক বলাই সঙ্গে তোমায় আমায় রঙ্গে
জুদ্ধ করি সভার ভিতর॥
শ্রীভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্টব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরূসরামে করিলা রচন॥

সুইরাগ

চতুদিগে দাড়াইয়া দেখে লোক জোন।
চানুরের শহিতে জুঝেন নারায়ন॥
মুষ্টীক সহিতে জুঝে মর্ত্ত বলরাম।
হস্তে হস্তে পদে পদে জুর্দ্ধ অনুপাম॥
দুই ভাইয়ার মল্লক্রীড়া দুই ভাইয়ার সাথে।
পরস্পর কেহ কারে নাহি পায় হাতে॥

মল্লের বিহার রঙ্গে সভাই পণ্ডীত।
সিরে সিরে ঢুসাঢুসি সব্দ বিপরিত॥
ঘনোপাকে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি জায়।
পরস্পর কেহ কারো হাতে নাহি পায়॥
জতো নারিগন দেখি করে হায় হায়।
য়েমন ছাওাল সনে মল্লেরে জুঝায়॥
এ দেশে বসতি নাই অধার্ম্মিক রাজা।
সিস্থ সঙ্গে জুর্দ্ধ করে মল্ল মহাতেজা॥
শ্রমে তুই ভাইয়ের মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
অধিক স্থভিত জেন মুকুর্তার দাম॥
নন্দ আদি গোপগোন দেখিল সাক্ষাতে।
বস্থদেব দৈবকি দেখেন তুর হইতে॥
বালোকের জুর্দ্দ দেখে মল্লের সহিত।
সোকাকুলে তারা সভে হইলা চিন্তীত॥
মনস্তাপে মাতা পীতা দেখে জতুবিরে।
ঠেলা মারি চানুরেকে ফেলিলা কুতুহলে॥
উঠিয়া চানুর বির কোপে কম্পমান।
কৃষ্ণেকে মুকটি মারে বর্জ্রের শোমান॥
চানুরের বর্জ্র কিল কৃষ্ণেক নাহি বাঝে।
পুর্স্প মাল্য ফেলি জেন মারে গজরাজে॥
চানুরের তুই ভূজ ধরিলা নারায়ন।
পাক দিয়া ভূমে পাড়ি বধিলা জিবন॥
পড়িল চানুর বির হারায়া পরান।
বিরের সরির জেন পর্ব্বত শোমান॥
জেনমতে কৃষ্ণচন্দ্র চানুরে বধিলা।
তেনমতে বলরাম মুষ্টীক মারিলা॥
প্রান হারাইয়া দর্স্ত ভূমিতলে পড়ে।
ব্রক্ষ উপাড়িল জেন প্রলয়ের ঝড়ে॥

তা দেখিয়া কংসরাজার উড়িল পরান।
হেনকালে কূট মর্ল্ল হইলা য়াগুয়ান॥
বলাই বধিলা তাহা বাম মুষ্টীর ঘাএ।
শল ও তোশল মল্ল মারিলা জত্থরায়॥
আর জতো মল্লগন ছিল আশে পাশে।
দেখিয়া স্থনিয়া তারা পলাইল ত্রাশে॥
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বোলে গোপগন।
সভে সভাকারে দেয় প্রেম আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণের গুনান বানী সাধুলোকে গায়।
রতন নপুর বাজে দুই ভাইয়ার পায়॥

কংস বধ

ধানসি রাগ

দুই ভাইয়ার বিক্রম দেখিয়া লোকজন।
সাধুবাদ দেয় সভে আনন্দিত মোন॥
দেখি স্থনি কংসরাজা হইলা ফাফর।
বার্দ্যভাণ্ড ডাক দিয়া বোলেন সর্ত্তর॥
না বাজাও বার্দ্য সভে স্থনহ উর্ত্তর।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই মারিয়া করো দুর॥
বস্থদেবের দুই বেটা কানাই বলাই।
গকুলে আছিল ভালো য়েথা কাজ নাই॥
গোপগনেক দণ্ড করো অশেস বিশেষে।
হইয়া আমার প্রজা ঘরে সৌত্র পোশে॥
বন্দি করি নন্দ ঘোশেক থোও কারাগারে।
বস্থদেব দৈবকিরে পঠাও জম ঘরে॥
য়েতেক স্থনিয়া কৃষ্ণ কংশের ভারতি।
কোপে কর্ম্পমান তনু হইলা জত্থপতি॥

লাফ দিয়া মঞ্চেত চড়িলা জত্নরায় ।
ত্রাশে কম্প´মান কংস চারি পানে চায় ॥
জানিলেন কংসরাজা মরন নিকটে ।
কি করিব কোথা জাবো পড়িলাম সঙ্কটে ॥
সম্ভ্রমে উঠিলা কংস খড়্গ হাতে লয়া ।
খড়্গ কাড়ী লইলা কৃষ্ণ পাক নাড়া দিয়া ॥
গরূড়ে ধরিয়া সর্প´ খেলায় জেমন ।
কৌতুকে কংশের কাছে গেলা নারায়ন ॥
মঞ্চ হইতে কংশেক পাড়িল ভূমিতলে ।
ভোমে পাড়ি কংশেরে ধরিলা গদাধর ।
সিংহে জেন বধ করে মর্ত্ত করিবর ॥
চতুর্দ্দিগে লোকজন করে হাহাকার ।
সর্গ মর্ত্ত পাতালে হইলা চমৎকার ॥
কৃষ্ণের সহস্তে কংস হইলা নিধন ।
বিমানে চড়িয়া গেলো বৈকণ্ঠ ভূবন ॥
কংশের কনেষ্ট ভাই ছিলা শেহিখানে ।
কঙ্কণ আদি করি জুঝে অষ্টজনে ॥
হলাগ্র মারিল তাহে রূহিনী নন্দন ।
পশুর উপরে জেন সিংহের গর্জ্যন ॥
সর্গেত তুন্দুবি বাজে নাছে বিদ্যা´ধরি ।
পুস্প´ বিষ্টী দেবগনে পুজীলা শ্রীহরি ॥
পাপরাজা কংসাসুরের হইল মরন ।
উর্দ্ধ´বাহু করি নাচে এ তিন ভূবন ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার ।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

কংসাসুর বধ কৈলা প্রভূ চক্রপানি ।
সভামদ্ধে আইলা কংশের জতো রানী ॥

না পরে বশন কেহো কেস নাহি বাধে।
হাহা প্রাননাথ বলি ফুকরিয়া কান্দে॥
বিবসন হয়া কংস রয়্যাছে পড়িয়া।
শোকাকুলি কান্দে নারি লর্জ্যা তেয়াগীয়া॥
কি হইল কি হইল বলি সিরে মারে ঘাত।
কোথা মরে ছাড়ী গেলা আহা প্রাননাথ॥
ম্রত পতি লয়া সভে করে আলিঙ্গন।
প্রেম বিভোলে মুখ করয়ে চম্বুন॥
আহা প্রীয়ো প্রাননাথ তোমা না দেখিয়া।
কেমনে রহিব মোরা কার মুখ চাইয়া॥
আমা সভাকারে প্রভু করি অনাথিনি।
নিদারুন হইয়া কোথা গেলা গুনমনি॥
খাটপাট সিঙ্গাসন আর রাজ ছাতা।
সকল পড়িয়া রৈল প্রভূ গেলা কোথা॥
এতোদিনে সুন্য হইল মথুরা নগর।
সঙ্গে করি লয়া জাও মোরে প্রানেস্বর॥
করিলা পরের মন্দ জাবত জিবন।
অনাথিনী হইনু মোরা তথীর কারন॥
ভাগবত ইত্যাদি

সুইরাগ

করুনা সুনিয়া কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর।
আশ্বাসিলা নারিগনেক শোক করো দুর॥
বিরহ আকুল হইয়া জতো নারিগন।
শোকাকুলে মুখানল করিলা তখন॥
বলরাম সঙ্গে করি প্রভূ নারায়ন।
বন্দি হইতে মাতা পীতার করিলা মোক্ষন॥

পুটাঞ্জলি হইয়া তবে কৃষ্ণ বলরাম।
বাপ মায়ের পদে দোহে করিলা প্রনাম ॥
বসুদেব দৈবকি দোহে জানেন শকল।
য়েহি তুই পুত্র নহে ইশ্বর কেবল ॥
সঙ্কচিত হইয়া না কৈলা আলিঙ্গন।
কৃষ্ণচন্দ্র বুঝিলেন মা ও বাপের মন ॥
দির্ব্যজ্ঞান মাতাপীতার দেখি চক্রপানি।
ফেলিয়া দিলেন মায়া সংসার মোহিনী ॥
স্থন স্থন মাতা পীতা করি নিবেদন।
জর্ম্মীলু তোমার ঘরে ভাই[১] তুইজন ॥
কংস ভয়ে ছিলাম মোরা গকুল নগরে।
বাল্য কিশোর কাল গেলো নন্দঘরে ॥+
আমাদেরো লাগীয়া তোমরা তুইজন।+
পাইলা অনেক তুংর্খ দৈবের কারন ॥
পুত্র কোলে করো মাও শোক করো তুর।
অতপ্প্র নষ্ট হইলা পাপ কংসাস্থর ॥
বসুদেব দৈবকি স্থনিয়া য়েহি কথা।
রামকৃষ্ণ কোলে লয়া পাশরিলা বেথা ॥
মায়াতে আছর্ন্ন তারা হইয়া তুইজন।
হরিশে পুত্রের মুখ করেন চুম্বন ॥
প্রেমে গদগদ দোহে না পায় অবধি।
নঞানে প্রেমের ধারা জেন স্থর নদী ॥
মাতা পীতার শোস্তষ করিয়া নারায়ন।
মাতামহ উগ্রশেনেক ডাকিলা তখন ॥
কংশের জনক শে জে উগ্রশেন নাম।
পাটে রাজা কৈলা তারে কৃষ্ণ বলরাম ॥

১ মোরা

+ এই তুই চরণ নাই

উগ্রসেন রাজা হইল মথুরা নগরে।
আপনে ধরিলা ছত্র প্রভূ গদাধরে॥
মথুরা নগর হৈল বৈকণ্ট শোমান।
অবতির্ন্ন হইলা জথা রাম ভগবান॥
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় গাএ লোক সবো।
বিপ্র পরূশরামে গান চিন্তীয়া মাধব॥

ভাটিয়ালি রাগ

অতপ্পর দুই ভাই রাম ভগবান।
নন্দ আদি গোপ সঙ্গে কৈলা আলীঙ্গন॥
প্রনাম করিলা কৃষ্ণ নন্দের সাক্ষাত।
মধুর বচনে কীছু কৈল জগন্নাথ॥
জাহো জাহো অহে[১] বাপু[১] জাহো নিজ ঘরে।
প্রনাম কহিয় বাপু জননির তরে॥
থাকিয়া তোমার ঘরে মোরা দুটী ভাই।
করিনু অনেক দোশ তোমাদের ঠাই॥
খেমিতে[২] বুলিবে[২] বাপু শে শকল দোশ।
পুত্রতুল্য পালন কৈরাছ নন্দঘোশ॥
মাতাপীতার অধিক তোমরা দুইজন।
আমাদের দুটী ভাই করিছ লালন॥
বিদায় হইলু[৩] বাপু তোমাদের ঠাই।
জ্ঞাতি বন্ধু সম্ভাশা করিয়া দুই ভাই॥
য়েতেক কহিলা কৃষ্ণ অখিলের পতি।
মুর্ছিত হইয়া নন্দ পড়ে বসুমতি॥
ধরিয়া তুলিলা তারে রাম নারায়ন।
কতোক্ষনে নন্দ ঘোশ পাইলা চেতন॥

১-১ বাপু নন্দ ২-২ ক্ষিমিবে আমারে ৩ হইএ

চেতন পাইয়া নন্দ কান্দে উর্চ্চস্বরে।
কী লয়া জাইব আজি গকুল নগরে॥
কী লয়া বঞ্চিব আজি তোমা পুত্র বিনে।
দুঃখীনি জশোদা প্রান ধরিবে কেমনে॥
ছিদাম আদি সঙ্গিগন ধুলায় লোটায়।
উর্চ্চস্বরে কান্দে সভে কৃষ্ণমুখ চায়॥
কার সঙ্গে ব্রন্দাবনে চরাইব ধেনু।
এতোদিনে নিষ্ঠুর হইলা রাম কানু॥
ধেনু বৎস রাখিয়া খেলিল জে জে বোনে।
সে সকল রঙ্গস্থান দেখিব কেমনে॥
কৃষ্ণের পরম প্রীয় শ্রীদাম সুদাম।
আশ্বাশ করিলা তারে কৃষ্ণ বলরাম॥
জাহো জাহো গোপ সব জাহো নিজঘরে।
য়েতো বলি বিদায় হইলা রাম হরি॥
কান্দিতে কান্দিতে নন্দ আদি গোপগন।
শোকাকুলি হইয়া আইলা গকুল ভূবন॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা সুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

সুই রাগ

অহে নন্দ আমার গোবিন্দ রাখিয়া আইলা কোথা॥ ধুয়া
নন্দ আদি গোপ জেহি আইলা ব্রজপুরি।
বাড়ির[১] বাহির হইলা জশোদা সুন্দরি॥
কহো কহো নন্দ ঘোশ কৃষ্ণ কত দুরে।
না দেখি কৃষ্ণের মুখ এ বুক বিদড়ে॥
নন্দ বোলে জশোদা হইলা অনাথিনি।
মথুরাতে রহিলেন রাম জাদুমনী॥

১ পুরির

য়েতেক স্থনিয়া বানি নন্দ ঘোশের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জশোদার মুণ্ডে॥
খিতিতলে পড়ে রানী মুর্ছীত হইয়া।
রামকৃষ্ণ বলি কান্দে আকুল হইয়া॥
কোথা থুইয়া আইলা নন্দো রাম দামদর।
স্থন্য হৈল ব্রন্দাবন স্থন্য গকুল নগর॥
তখনী বলিলাও নন্দ না স্থনিলা কথা।
হিয়ার পুতুলী মোর রাখিয়া আইলা কোথা॥
বুঝিলাম তোমার হিয়া কুলিস[১] সমান।
জাহু বিনে কেমোনে ধরিয়াছ প্রান॥
জখন কহিলা নন্দ জাহো নিজ ঘরে।
জশোদারে কি বলিব না শোধাইলা তারে॥
দারুন কংশের চর নানাস্থানে আছে।
কি বুঝিয়া জাহুরে রাখিয়া আইলা পাছে॥
ফিরিয়া দেখহ নন্দ কৃষ্ণ কতো দুরে।
জাহুরে ধরিয়া বুঝি নিল কংসাস্থরে॥
কহোরে রাখাল সভে কোথা কৃষ্ণরাম।
জশোদার মুখ হেরি কান্দিছে ছিদাম॥
কি বলি জাহুর ঠাই হইলা বিদায়।
আশীবার কালে কি বলিল জহুরায়॥
আরে বাপু ছিদাম স্থদাম দুই ভাই।
কোথা রাইখা আইলা আমার কানাই বলাই॥
আর না আশীবে কৃষ্ণ য়েহি ব্রজপুরি।
আইজ হইতে শূন্য হইল গকুল নগরি॥
জারে তারে ডাকে রানি জাহুরে[২] বোলিয়া।
বিপ্র পরুসরামে গাএ গোপাল ভাবিয়া॥

১ কুসিল ২ জাদব

রাম-কৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা

মঙ্গল রাগ

কি জানি কী হইল নন্দ কি জানী হইল।
রাম দামদর মোর মথুরাতে গেলো॥ ধুয়া॥
সুর সুত দুই পুত্র বসুদেবে লয়া।
দিজ শোমস্কার[১] কৈলা ব্রার্ম্মন ডাকিয়া॥
জত্নু বংশের পুরহিত গর্গ মনিবর।
গাইত্রী করান সিক্ষা দুই সহদর॥
কারাগারে জখনে জর্ম্মীলা নারায়নে।
ধেনুদান বসুদেবে কৈরাছিলা মনে॥
শে শকল দান কৈলা আনিয়া ব্রার্ম্মনে।
দুই পুত্র লয়া বসু আনন্দীত মনে॥
ডাকিয়া আনিল কুলের দিজবর।
রথ লয়া জাও বিপ্র গকুল নগর॥
রোহিনি আছেন মোর নন্দের মন্দীরে।
দাশদাশী লইয়া জাও আন গীয়া তারে॥
দাশদাশী সঙ্গে করি চাপী পুস্প রথে।
গকুলে আইলা বিপ্র রূহিনিকে নিতে॥+
নন্দ বোলেন স্থন কুলের ব্রার্ম্মন।
কিরূপে আছেন মোর রাম নারায়ন॥
শোকাকুলি নন্দরানি কেস নাহি বাধে।
কৃষ্ণ কোথা বলি রানি ফুকরিয়া কান্দে॥
বিপ্র বোলে নন্দঘোশ স্থন মোর কথা।
রূহিনিকে নিতে বসু পঠাইলা য়েথা॥

১ সংস্কার

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—নন্দের মন্দিরে দ্বিজ দিলা দরস্থন।
ব্রাহ্মন দেখিয়া নন্দ আনন্দিত মন

সুনিয়া কহিলা নন্দ জশোদার তরে।
রূহিনি পটাইয়া দেও জান নিজ ঘরে ॥
রূহিনি করিলা জাত্রা জথা লোকাচার।
নন্দঘোশের চরনে করিলা নমস্কার ॥
জশোদার ঠাই রানি বিদায় হইয়া।
মথুরা চলিলা পুস্পরথেত চড়িয়া ॥
জশোদা নন্দের রানী কেস নাহি বাধে।
রোহিনি বলিয়া রানি ফূকরিয়া কান্দে ॥
একে পুত্র না দেখিয়া তাপীত নন্দরানি।
তাহাতে ছাড়ীয়া জায় প্রানের রোহিনি ॥
জশোদা বোলেন আমি বড় অভাগীনি।
কোথাকারে জাও মোরে থুয়া য়েকাকীনি ॥
য়েহিরূপে নন্দরানী কান্দে উর্চ্চস্বরে।
সন্ধাতে রোহিনি আইলা মথুরা নগরে ॥
বসুদেব দৈবকি হইলা আনন্দিত।
রোহিনি সোম্ভাশা কৈলা দৈবকি সহিত ॥
বসুদেবের পদতলে করিলা প্রনাম।
আনন্দে করিলা কোলে কৃষ্ণ বলরাম ॥
দৈবকি রূহিনি তারা[১] তুই পুত্র পাইয়া।
আনন্দ সাগরে ভাশে রামকৃষ্ণ লয়া ॥ +
অতপ্প'র তুই ভাই রাম দামদর।
পড়িবার গেলা দোহে অবন্তী নগর ॥
সান্দীপনি মনিবর বড়ই পণ্ডীত।
তার ঘরে তুই ভাই হইলা উপস্থিত ॥

১ বসু

+ ইহার পর—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি

পূরবী রাগ

দয়াময় হরি রূপের বালাই লয়া মরি ॥ ধুয়া

অতি[১] সুকুমার দুই ভাই মোনহর[১] ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় হইলা মনিবর ॥ +
গুরুর চরনে দোহে করিয়া প্রনাম ।
পড়িতে আরম্ব কৈলা কৃষ্ণ বলরাম ॥
থাকিয়া গুরুর ঘরে রাম[২] রিসিকেস[২] ।
পড়িলা চৌসষ্টি বিদ্যা অশেষ বিশেষ ॥
দুই ভাইয়ার বুদ্ধি দেখি ভাবেন ব্রার্ম্মন ।
মোনে বুঝি য়েহিরা[৩] দেবতা দুইজন ॥
কৃষ্ণ বলরাম প্রভূ ভাই দুই জনে ।
বিদায় হইলা দোহে গুরুর চরনে ॥
গুরুমায়ের পদধুলি লইয়া সাদরে ।
পুটাঞ্জলি হইয়া বোলেন গদাধরে ॥
য়েতোদিন আমরা পড়িলু দুই ভাই ।
কি দক্ষিনা দিব আজ্ঞা করোহ গোশাই ॥
গুরু বোলে কি দক্ষিনা দিবে রামহরি ।
কৃষ্ণ বোলেন জাহা চাহো তাহি দিতে পারি ॥
সুনিয়া হাশীলা গুরু দুই সিস্যের কথা ।
হেন বুঝি দুই ভাই সাক্ষাত দেবতা ॥
জাহা চাই তাহা জদি দিতে পারো দান ।
মৃত পুত্র আনি দেহ আমা বির্দ্যমান ॥

১-১ রামকৃষ্ণ দুই ভাই অতি সুকুমার ।
+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

মনি বোলে স্তন বাপু তোমরা দুইজন ।
কি নাম কোথায় ঘর কি হেতু গমন ॥
কৃষ্ণ বোলেন গোসাঞী নিবেদন করি ।
অগ্রজ বলরাম মোর নাম হরি ॥
মথুরা নিবাস বসুদেবের নন্দন ।
পড়িবারে আইল মোরা তোমার ভুবন ॥

২-২ চৌসষ্টি দিবস ৩ ইহারা

ডুবিয়া মরিল পুত্র সুমুদ্রের[১] জলে।
শেহি পুত্র আনি দেহ দেখি কুতুহলে॥
য়েতেক সুনিয়া কৃষ্ণ দৈবকি কুমার।
দিব দিব বলিয়া করিল অঙ্গিকার॥
রথে আরোহন করি ভাই দুই জন।
সুমুদ্রের কুলে আশী দিলা দরশন॥
সিন্ধু সিন্ধু বলিয়া ডাকেন কৃষ্ণরাম।
আশীয়া সুমুদ্র দোহাক করিলা প্রনাম॥
কৃষ্ণ বোলেন অহে সিন্ধু সুন মোর কথা।
গুরূ পুত্র আনি দেহ রাখিয়াছ কোথা॥
সুমুদ্র বোলেন সুন কৃষ্ণ বলরাম।
আছেন আমার পুত্র সংখাসুর নাম॥
তেহো নষ্ট করিয়াছেন বালক[২] ব্রার্ম্মন[২]
কি দোশো আমার প্রভূ সুন নারায়ন॥
য়েতেক সুনিয়া কৃষ্ণ ভকত বৎসলে।
ঝাপ দিয়া পড়িলেন সুমুদ্রের জলে॥
জেই মাত্র কৃষ্ণচন্দ্র জলে ঝাপ দিল।
আশীয়া সংখাসুর কৃষ্ণেক গীলিল॥
দেখিল তাহার পেট প্রভূ গদাধরে।
না পাইল গুরূর পুত্র সঙ্খের উদরে॥
উদর চিরিয়া বাহির হইলা নারায়ন।
মুক্ত হয়া গেল সঙ্খ বৈকণ্ট ভূবন॥
ভাগবত ইত্যাদি

শ্রীরাগ

শেহি হাতে সঙ্খ লয়া প্রভূ নারায়ন।
চলিলা জোমের পুরি ভাই দুই জন॥

১ সমুদ্রের ২-২ ব্রাহ্মন নন্দন

সংযমনী জমপুরি আশীয়া গদাধরে।
দ্বারে হইতে সঙ্খর্দ্ধনি করিলা সত্তরে॥
সুবর্ন্ন কুড়ারি[১] জম বাধি নিজ গলে।
প্রনাম করিল আসি কৃষ্ণের চরনে॥
কৃষ্ণ বোলেন সুন জম আমার ভারতি।
গুরূ পুত্র আনি মোখে দেহ সীগ্রগতি॥
য়েতেক সুনিয়া জম কৃষ্ণের আক্ষান।
গুরূ পুত্র আনি দিলা কৃষ্ণ সন্নিধান॥
গুরূপুত্র লয়া প্রভূ ভাই দুই জন।
আশীয়া গুরূর কাছে দিলা দরশন॥
গুরূপুত্র দিলা কৃষ্ণ গুরূর চরনে।
পুত্র পাইয়া মনিবর আনন্দিত মনে॥
কৃষ্ণ বোলেন সুন গোশাই নিবেদন করি।
আর জদি চাহ কিছু তাহা দিতে পারি॥
গুরূ বোলেন কোন দের্ব্ব নাহি মোর লোভ
তোমা হেন সিস্য জার কি তার অভাব॥
মরিয়াছিল হেন পুত্র আনি দিলা মোরে।
এহি কির্ত্তি তোমাদের রহিল সংসারে॥
অতঃর্পর দুই ভাই রাম ভগবান।
গুরূর চরনে দুহে কৈলা প্রনাম॥
রথে আরোহন করি দুই সহদর।
হরিশে আইলা দুহে মথুরা নগর॥
পড়িয়া অনেক দিন আইলা দোহে ঘরে।
মাতা পীতার পদধুলি লইলা সাদরে॥
দৈবকি রূহিনি বসুদেব মহাশএ।
দুই পুত্র লয়া আনন্দিত অতিশয়॥

১ কুড়াড়ি

সুনরে ভকতলোক একচির্ত্ত মোনে।
হরিশে উছ´ব গান গাইব দিবশে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ জার সখা

উদ্ধবের ব্রজে আগমন

সুই রাগ

করুনা সাগর হরি উদ্ধবের হাত ধরি
কন কিছু গদগদ ভাস।
জাইয়া গকুলপুরি মোর কথা দুই চারি
কহো নন্দ জশোদার পাশ॥
আহা মর জশোদামাতা আর নন্দঘোশ পীতা
শোকাকুলে আছেন কি রীতে।
আর জত ব্রজাঙ্গনা তারা সব কৃষ্ণমনা
দেখা করিহ তা সভার সাথে॥
আমা লাগী গোপীগন হইয়া নৈরাস মন
কিরূপে আছেন ব্রজপুরে।
আমার সন্দেস লইয়া গকুল নগরে জাইয়া
দেহ নিঞা গোপীকার তরে॥
কৃষ্ণপদ বন্দি মাথে চাপীয়া পুস্পক রথে
উদ্ধব চলিলা ব্রজপুরে॥
অস্ত হৈল দিবাকর উদ্ধব কৃষ্ণের চর
সন্ধাতে গকুলে প্রেবেসিল।
উদ্ধব দেখিয়া নন্দ মোনেতে পরমানন্দ
পার্দ্য অর্ঘ্য দিয়া পুজা কৈল॥

নানা দির্ব্ব উপহারে ভোজন করাইলা তারে
মুখ সুদ্ধি কপ্পুর তাম্বুলে ।
সয়ন পালঙ্গ পরে পদ শেবা নন্দ করে
কিছু জিজ্ঞাসিলা কুতুহলে ॥
কহ হে উদ্ধবো মোরে বসুদৈবকির ঘরে
কৃষ্ণ মোর আছেন কল্যানে ।
মাতাপীতা বলি তার মোনে কিছু পড়ে আর
সিসু পসু আর গোপীগনে ॥
আর নাখি[১] রামহরি আসিবে গকুল পুরি
আর নাকি চরাইবে গাই ।
ভ্রমি গীরি গোবদ্ধন জমুনা পুলিন বোন
আর না দেখিব দুই ভাই ॥
ছিদাম আদি সঙ্গি তার মোনে কিছু পড়ে আর
কেমনে থাকিলা পাশরিয়া ।
শে চাদ বঞান হরি না দেখীব আখি ভরি
দৈবে মরিব বিশ খাইয়া ॥
জখন দুগ্ধের হরি পুতুনা রাক্ষসি মারি
ত্রনাবর্ত্ত মারিলা কৌতুকে ।
আর জত কর্ম্ম তার কিশে সোক হবে পার
স্বরিতে সেলের ঘাত বুকে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের শার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন ।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরাম করিলা রচন ॥

জয় জয়ন্তী রাগ

এহিরূপে নন্দ ঘোশ মজি শোকাকুলে ।
দুই চক্ষু ধারা বহে প্রেমের বিভোলে ॥

১ নাকি

জশোদা স্ুনিল তাহা থাকি অন্তসপুরে।
বাহির হইয়া নন্দরানি কান্দে উশ্চস্বরে॥
খিরভারে স্তন ফাটে আকুল হইয়া।
শোকাকুলে কান্দে রানি জাদব বলিয়া॥
উদ্ধবেক দেখিয়া রানি জিজ্ঞাসিলা তবে।
কুশলে আছেন আর রাম গদাধরে॥
কহ কহ উদ্ধব কৃষ্ণের কথা স্থনি।
আর না আসিবে কৃষ্ণ স্বরিয়া জননি॥
কোলে বসি আর না করিবে স্তন পান।
রাম কৃষ্ণ না দেখিয়া ছাড়ীব পরান॥
উদ্ধব বলেন স্থন রানি জশোমতি।
ভাল পুত্র পাইয়াছিলা অখিলের পতি॥
স্থনহে নন্দঘোস আমার আক্ষান।
বুঝিলাও তোরা[১] বড় ভাগ্যবান॥
শোক করো দুর নন্দ সোক কর দুর।
নিকটে পাইবা কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর॥
আছেন সভার ঘরে প্রভূ নারায়ন।
কেবা তার মাতা পীতা ভাই বন্ধুজন॥
তেনি সম্ভাকার তাহা বহি কেহো নাহি আর।
আত্মপর উত্তম অধম তার সকল শোমান॥
জর্ম্ম মিত্ত্যু নাহি তাহার মায়া অবতার।
মনিষ্য সরিরে প্রভূ করিতে বিহার॥
এইরূপে উদ্ধব আর নন্দরানি।
রাত্র সেস হইল জাগীল গোপীনি॥
ঘরে ঘরে ধুপ দিপ জালিল ব্রজাঙ্গনা।
আনন্দে করেন বাসুদেব অশ্চনা॥

১ তোমরা মেন

দধি মর্থ্ন গোপী করে ঘরে ঘরে।
আনন্দে কৃষ্ণের গুন গান উশ্চস্বরে ॥
দধি মর্থ্ন সব্দ হইল মিশ্রিত।
আকাশে পসিল গীয়া গোপীকার গীত ॥
জত দুর জায় শে ধনি সুনিল।
দিগে দিগে নষ্ট হয় জত অমঙ্গল ॥
সুনিয়া উদ্ধব তাহা আনন্দিত মোন।
ধন্য ধন্য গোপী সব সার্থক জিবন ॥ +
রজনি প্রভাতে হইল সুর্য্যের উদয়।
উদ্ধবের রথ গোপী দেখিল নিশ্চয় ॥
রথ দেখি গোপীসব বিরহে কাতর।
হেন বুঝি পুনর্ব্বার আইলা অক্রূর ॥
কোমল লোচন হরি য়েহি লয়া গেল।
পুনর্ব্বার খল কেনে গকুলে আইল ॥
য়েহিরূপে গোপীসব করে অনুমান।
গোপাল ভাবিয়া বিপ্র পরসুরামে গান ॥

কামোদ রাগ

বন্ধুরে কেমনে পাসরিব ॥ ধুয়া
হেনকালে গোপীসব আনন্দিত হইয়া।
উদ্ধবের কাছে তারা উতরিল গীয়া ॥
পিতোবাস পরিধান বোনমালা গলে।
বান্ধিয়া বিনোদ চুড়া নবগুঞ্জা মালে ॥
নটবর বেশ জেন কৃষ্ণের শোমান।
দেখিয়া গোপীনি সব করে অনুমান ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—এইরূপে প্রসঙ্গ করিলা গোপিগনে।
উসাকালে উঠি গেলা জমুনাতে শ্রানে ॥

কেহো বোলে আগো সখি কৃষ্ণ আইল পারা।
বিধি মিলাইল হইয়াছিনু হারা॥
কেহো বোলে আর কি য়েমন দিন হবে।
গকুলে কৃষ্ণের লাগ আর নাকি পাব॥
চর পটাইয়াছেন ভকত বৎছল।
বিরলে বসিয়া আইস সোধাই সকল॥
বিরলে উদ্ধব লইয়া জত গোপীগন।
বসিবারে উদ্ধবেরে দিলেন আসন॥
জানিলাও তোমারে তুমি মাধবের চর।
গকুলে আসিয়াছ নন্দ জশোদার ঘর॥
মাতা পীতা দেখিবারে পটাইল নারায়ন।
আমা সভার নিয়া আছে নাকি তার মোন॥
এমন নিষ্ঠুর নাখি আর কেহ আছে।
খলের সহিত কেহো প্রিত করে পাছে॥
ছাড়ীয়া রহিল গীয়া প্রভূ গদাধর।
মধু খায়া পুর্স্প জেন তেজিএ ভ্রমর॥+

\+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

বাসা ত্যাগ করে জেন পরুস নির্ধন।
অধার্ম্মিক রাজা ত্যাগ করে প্রজাগন॥
বিদ্যা পায়া গুরু ত্যাগ করে সিস্যগন।
দক্ষিনা পাইলে জাজক ছাড়এ ব্রাহ্মন॥
ফলহিন বিক্ষ ত্যাগ করে পক্ষগন।
অতিথি বিদায় হয় করিয়া ভোজন॥
মৃগগন ছাড়ি জায় দগ্ধ হৈল্যে বন।
পুরুস ছাড়এ নারি ভঙ্গীয়া জৌবন॥
তেন মতি কানাই তেহো কপট চাতুরি।
গোকুল ছাড়িয়া জে রহিলা মধুপুরি॥

উদ্ধবে বেড়িয়া বেশ জত ব্রজাঙ্গনা।
লোকধর্ম্ম তেগীয়া হইলা কৃষ্ণ মোনা॥
জে জে ক্রিড়া রামকৃষ্ণ কৈল ব্রজপুরে।
স্বরিয়া স্বরিয়া গোপী কান্দে উচ্চস্বরে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা অম্রতের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

স্থুই রাগ

আনন্দীত গোপীসব পাইয়া উদ্ধব।
বশাইলা আদর করিয়া।
কান্দে গোপী গোবিন্দ বলিয়ারে॥ ধুয়া
হেনকালে শেইখানে মত্ত মধুকরে।
গোপীকারে বেড়ায়া আলি[১] স্বঘনে গুঞ্জরে॥
এক গোপী বোলে হেদে স্থনহে ভ্রমর।
বুঝিলু আসিয়াছ তুমি হইয়া কৃষ্ণচর॥
খলের প্রধান কৃষ্ণ পটাইল তোরে।
কি কাজ তোমার এথা জাও মধুপুরে॥
এহিরূপে গোপীসব অলি সম্ভধিয়া।
বিলাপ করেন সভে সোকাকুলি হইয়া॥
স্থনিয়া উদ্ধব এত গোপীর করূনা।
কহিয়া মধুর কথা করেন সান্তনা॥
স্থন স্থন গোপী সব বড় ভাগ্যবতি।
কায় মন বাক্যে কৃষ্ণে পরম ভকতি॥
না কর বিলাপ কেহো স্থন গোপীগন।
পত্র পঠাইয়াছেন নন্দের নন্দন॥
দিয়াছেন সন্দেস পত্র প্রভূ নারায়ন।
ভক্তের অধিন তেনি আর কার নয়॥

১ অলি

প্রভূ বোলেন আছি আমি সভার অন্তরে
য়েহি পত্র দিয়াছেন প্রভূ গদাধরে ॥
আছেন সভার ঘটে প্রভূ দামদর ।
মোনেও ভাবিলে পাবে সে নন্দের কুমার ।
জে জে ক্রিড়া গকুলে করিলেন ব্রন্দাবনে ।
সে সব বিহার তার সব আছে মোনে ॥
স্থনিয়া উদ্ধবের মুখে কৃষ্ণের ভারতি ।
কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে জত কুলবতি ॥ +

সিন্ধুড়া রাগ

কহ কহ উদ্ধব কুসলে আছেন রিসিকেস ।
সে চান্দ্র বঞান হরি নিসি দিশী মোনে করি
এত হইল অশেষ বিশেষ ॥ ধুয়া ॥
আমা সভা পাসরিয়া মথুরা নাগরি লয়া
কিরূপে আছেন পৃয় হরি ।
আমা সভা বলি তার মনে কিছু পড়ে আর
কি দোশে ছাড়িলা ব্রজপুরি ॥
স্থকে তুক্ষে শ্রীব্রন্দাবনে ক্রিড়া কইলু কৃষ্ণ সনে
তাহা নাখি[১] পারি পাশরিতে ।
অবোধ পরানে আর নিশেদ না মানে কার
বুঝাইতে না পারি পাপ চির্ত্তে ॥
আর নাখি পৃয়ো হরি আসিবে গকুলপুরি
আর নাখি চরাইবে ধেম্নু ।
জাইয়া জমুনার জলে তরুয়া কদম্বতলে
আর নাখি দেখিব পৃয়ো কাম্নু ॥

+ ইহার পর—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইত্যাদি

১ নাকি

কদম্বের ফুল দেখি আনিমেষে[1] ঝুরে আখি
নিরবধি স্যাম পড়ে মোনে।
কালিন্দির জলে জাইয়া স্যাম রূপ ধিয়াইয়া
পাপ হিয়া ধৈরজ না মানে॥
সে চান্দ মুখের হাসি বচন সুধার বাশী
পাশরিলে পাশর না জায়।
আমা সভা ছাড়ি হরি রহিলা মথুরাপুরি
সুখ দুঃখ নিবেদিব কায়॥
শেহি ত কোকিল রব শেহি ত ভ্রমর শব
শেহি জত ব্রজকুল সখি।
শেহি ত কালিন্দি জল শেহি তরুয়া মুল
স্যাম বিনে সব বিস দেখি॥
জত ধেনু বৎস সিসু হরি বিনে নহে কিছু
বিস প্রায় জমুনার জল।
ব্রজ গীরি গোবর্দ্ধন জমুনা পুলিন বোন
হরি বিনে আন্ধার সকল॥
দিজ পরুসরামে গায় ধরিয়া উদ্ধবের পায়
প্রভূরে আনিয় ব্রজপুরি॥

উদ্ধবের মথুরা প্রস্থান

আমি কোথা গেলে পাব স্যাম জিবন আমার। ধুয়া
ভাগবত কৃষ্ণ কথা সুন ভক্ত সব।
উশ্চস্বরে কান্দে গোপী বলিয়া উদ্ধব॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথ হরি।
বুঝিলু অন্ধে মগ্ন হইল মুরারি॥
বারেক প্রসন্ন হইয়া করহে উদ্ধার।
তোমা বহি মোরা সব নাহি জানি আর॥

১ অনিমিখে

দেখিয়া গোপীর ভর্ক্তি প্রভূ গদাধরে।
কতদিন উদ্ধব ছিলেন ব্রজপুরে॥
জে জে বোনে খেলিছিলেন রাম ভগবানে।
উদ্ধব দেখিয়া ফিরে শেহি শেহি স্থানে॥
কৃষ্ণগুন আলাপোনে উদ্ধব হরিদাশ।
সপ্ত মাশ ব্রজপুরে করিলা নিবাশ॥
উদ্ধব সহিতে কৃষ্ণকথা আলাপোনে।
সপ্ত মাশ গোপী সব ক্ষন হেন মানে॥
দেখিয়া গোপীর ভক্তি গোবিন্দ চরনে।
হরিদাশ উদ্ধব ভাবেন মোনে মোনে॥
গোপ বধু হইয়া আমি না জর্ম্মিলাম কেনে।
য়েহিরূপে ভর্ক্তিতাম[১] ঠাকুর নারায়নে॥
নন্দঘোশের কুলে জতো আছে গোপীগনে।
সভাকার পদরিনু বন্দিয়ে জতোনে॥
জা সভার হরিকথা গীত আলাপোন।
পবিত্র হইয়া জায় ই তিন ভূবন॥
গোপী সভার স্থানে উদ্ধব হইয়া বিদায়।
প্রণাম হইয়া নন্দঘোশ আর নন্দরানি।
বিরহ কাতোরে জতো বলিলা গুপীনি॥
শে সকল কৃষ্ণের স্থানে কহিলা উদ্ধব।
বিপ্র পরূসরামে গান স্থন ভর্ক্ত সব॥

শ্রীরাগ +

অতপ্প‍র কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধব সহিত।
কুবজির ঘরে জাইয়া হইলা উপস্থিত॥

১ ভজিতাম

+ শ্রীরাগ কি কহিব রে সখি আনন্দে নাহি ওর
বহুদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধুয়া

কৃষ্ণ পাইয়া কুবজির আনন্দিত মোন।
বসিতে আশন দিয়া ধোয়াইলা চরন॥
নানা উপহারে কৃষ্ণ করিলা ভোজন।
মোন বাঞ্চা পুর্ন্ন কৈলা প্রভূ নারায়ন॥
তারপরে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে প্রভূ বলরাম।
উদ্ধব সহিতে গেলা অক্রূরের স্থান॥
কৃষ্ণ পাইয়া অক্রূরের আনন্দিত মন।
আনন্দে বন্দিলা রাম কৃষ্ণের চরন॥
পুজিয়া কৃষ্ণের পদ জোড় কৈলা হাত।
করিলা অনেক স্তুতি কৃষ্ণের সাক্ষাত॥
অক্রুরের স্তব সুনি প্রভূ নারায়ন।
ইসদ হাশীয়া কিছু অক্রুরেক কন॥
সুনহ অক্রূর খুড়া তুমি সাধু জন।
বড়ই দুল্বব খুড়া তোমা দরসন॥
য়েক কথা কহি খুড়া সুন মহামতি।
হস্তিনা নগরে তুমি জাহো সিগ্রগতি॥
পঞ্চ ভাই জুধীষ্টীর আছেন কি রিতে।
সমাচার জানি তার আইস ভালমতে॥
সুনিয়াছি ধ্রতরাষ্ট বড় দুরাচার।
খেদাড়িয়া দিয়াছিল পঞ্চটি কুমার॥
তারপর তাহারদিগেক আনিয়াছে দেসে
কিরূপে আছেন তারা জানগা বিশেষে॥
এতেক কহিলা কৃষ্ণ প্রভূ বলরাম।
উদ্ধব করিয়া সঙ্গে আইলা নিজধাম॥
বিস্তারিত য়েসব কথা আছয়ে ভারতে।
বিপ্র পরূসরামে গান শ্রীভাগবতে॥

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ

মালশী রাগ

হরি ভজিবার আশে।
আইলু সংসার বাশে॥ ধুয়া
চলিলা অক্রুর পাইয়া কৃষ্ণের ভারতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিলা মহামতি॥
পঞ্চভাই জুধিষ্টীর কুন্তীর নন্দনে।
তা শভার সহিতে করিলা সম্ভাসন॥
অক্রুরের আগমন স্থনিয়া বিত্বর।
অবিলম্বে আইলা জথা বসিয়া অক্রুর॥
বিত্বর দেখিয়া অক্রুর হইলা কুতুহলি।
প্রেমানন্দে ত্বজনা করিলা কোলাকুলি॥
অক্রুরেক কহেন বিত্বর মহাশএ।
কি হেতু আইলা তুমি কহতো নিশ্চয়॥
স্থনিয়া অক্রুর কহেন বিত্বরের তরে।
পাটায়া দিলেন মোরে প্রভূ গদাধরে॥
পঞ্চভাই জুধিষ্টীর কুন্তীর নন্দনে।
কিরূপে আছেন তারা আইলু জানিতে॥
বিত্বর বোলেন তাহা কি জিজ্ঞাশো য়ার।
ধ্রতোরাষ্ট নৃপতি শে বড় ত্বরাচার॥
য়েক সতো পুত্র তার জেষ্ট ত্বর্যোধন।
পুত্র বহি কারো প্রেতি নাহি তার মোন॥
পঞ্চ ভাই জুধিষ্টীর বড় কষ্ট পায়।
কৃষ্ণ বিনা হেন কিছু না দেখি উপায়॥
জতুগ্রিহে পোড়াবারে কৈল প্রতিকার।
নিজ কর্ম্মফলে তারা পাইল নিস্তার॥
বিস খাওাইল ভিমেক তাহে রক্ষা পাইল
পঞ্চভাইয়েক ধ্রতরাষ্ট বড় কষ্ট দিল॥

য়েহিরূপে বিত্বর স্থানে পাইলা সমাচার।
অক্রুরেক তরে সব কহিলা বিস্তার॥
কান্দিতে কান্দিতে কহেন কুন্তী ঠাকুরানি।
স্থনহে অক্রুর ভাইয়া মে বড় ত্বঃখীনি॥
ব্রম্মস্বাপে স্যামি মোর গেলো পরলোকে।
পঞ্চপুত্র লইয়া ডুবিলু ত্বঃখ শোকে॥
কহিয় অক্রুর ভাইয়া জননির তরে।
পঞ্চপুত্র লয়া আমি ত্বঃর্খের সাগরে॥
পিতাকে কহিয়া মোর য়ে সকল কথা।
বস্থদেব ভাইয়াকে কহিয় সব বেথা॥
ভাইপো ত্বইজনা মোর কৃষ্ণ বলরাম।
ভকতো বৎসল তারা স্থনিয়াছি নাম॥
তার পীসাই কুন্তী আমি পঞ্চপুত্র লয়া।
ব্যাঘ্রের শমাজে আছি হরিনি হইয়া॥
দয়ার ঠাকুর তারা রাম ভগবান।
কহিয়ো আশীয়া করেন পরিত্রান॥
পিত্রিহিন হইল এই পঞ্চটি তনয়।
তর্ত্ত নাহি লইলে তার ঠাকুরালি হয়॥
য়েহিরূপে কুন্তী দেবি সকরূন মতি।
ভাবিয়া কৃষ্ণোপদে কৈলা বহু স্তুতি॥
কুন্তীর করূনা শুনি বোলেন অক্রুর।
কৃষ্ণ করিবেন ভালো শোক করো ত্বর॥
তবেতো অক্রুর জাইয়া রাজার সাক্ষাতে।
নিত বুঝাইয়া তবে চাপীলেন রথে॥
রথে চড়ি অক্রুর আইলা মথুরা ভূবনে।
সকল কহিলা সিয়া রাম নারায়নে॥
সাবধানে সকল কথা স্থনিলা মাধব।
বিপ্র পরূসরামে গান স্থন ভর্ক্ত সব॥

জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ

ধানসি রাগ

জদুরাজা নাবে রে সুন্দর জদু বির। ধুয়া
হস্তীনার সমাচার স্থনি নারায়ন।
সর্ব্ব আত্মা ভগবান জানিলা কারন॥
তবে সুকদেব কহেন অপুর্ব্ব কথন।
একচিত্তে পরিক্ষিত করেন শ্রবন॥
অস্তী প্রাপ্তী দুই নারি কংসের রমনী।
স্বামীর মরনে হৈলা পরম দুঃখিনী॥
কান্দিতে কান্দিতে গেলা মা বাপের ঘর।
জরাসিন্ধু বাপে জাইয়া কহিলা সকল॥
কৃষ্ণ বলরাম বসুদেবের নন্দন।
তাহার হাতে স্বামি মোর হইল নিধন॥
এতেক সুনিয়া রাজা জরাসিন্ধু নাম।
বিপরিং সব্দ করে কোপে কম্পমান।
বিধবা করিল মোর দুহিতা আমার।
আজি গীয়া জদুবংস করিব সংহার॥
সাজ সাজ ঘোষণা হইল এহি বানী।
সাজিআ চলিল সেনা তেইষ অক্ষহিনি॥
সাজিল জে জরাসিন্ধু দুর্য্যয় প্রতাপ।
ডাহিনে শ্রগালি জায় বামে কাল সাপ॥
পথে জাইতে জরাসিন্ধু অমঙ্গল দেখে।
কিছু নাহি মানে বির জে করে গোশাই॥
হস্তি ঘোড়া পদাতিক রথো রথিগন।
চতুর্দিগে বেড়িলেক মথুরা ভুবন॥
মথুরার জত লোক ভয়ে কর্ম্পমান।
অন্তরে সকল তাহা জানিলা ভগবান॥

হেনকালে ইন্দ্ররাজ হইয়া আনন্দিত।
পাটাইল দুই রথ সারথি সহিত ॥
আচম্বিতে আইল রথ সারথি সহিতে।
দুই রথে দুই ভাই চাপীলা তুরিতে ॥
নানা অস্ত্র শেহি রথে দিয়াছে পুরান্দর।
রথে চাপী বাহির হইলা রাম দামদর ॥
সংঙ্খ বাজাইয়া কৃষ্ণ আইলা রনস্থলি।
কৃষ্ণ দেখি জরাসিন্ধু দেয় গালাগালি ॥
হেদেরে রাখাল বেটা সুনরে কানাই।
তোর সঙ্গে জুর্দ্ধ করি মোর ইৎসা নাহি।
জনমিলি বেটা তুঞি দৈবকির উদরে।
কংস ভয়ে লুকাইলি গিয়া নন্দ ঘরে ॥
গোয়ালার বেটা তুঞী না জানিষ কুল।
ভাগীনা হইয়া বেটা বধিলি মাতুল ॥
তোর ছার মুর্খের জুদ্ধে নাহি কাজ।+
বড় ভাই বটে তোর মর্ত্ত বলরাম।
আসুক তাহার সঙ্গে করিব সংগ্রাম ॥
একথা সুনিয়া হাশেন প্রভূ ভগবান।
মিত্তু উপস্থিত তোর নাহিক গীঞান ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

সুই রাগ

এহিরূপে গালাগালী হইল বিস্তর।
তাহার পর জুদ্ধ লাগে মহা ঘোরতর ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত চরণ—বালকের সঙ্গে জুদ্ধ এই বড় লাজ ॥

তেইস অক্ষহিনি সেনা লয়া জরাসিন্ধু।
জত্থ বংস সংহারিতে করে অনুবন্ধু[১] ॥
মথুরা বেড়িয়া সব ফেলে সব জাল।
বানে বানে হইল মহা অগ্নীর উথান ॥
জত্থ বংশের উপরে জতেক বান মারে।
কৃষ্ণের ক্রপায় বান ভেদিতে না পারে ॥
লিলায় এড়েন বান প্রভূ ভগবান।
রথ রথি কাটীয়া করিল খান খান ॥
সে তেইষ অক্ষহিণী সেনা কাটীলা তুরিতে।
কত সত নদি বহ্যা চলিলা সোনিতে ॥
হস্তিগুলা ভাসে জেন কচ্ছপ সোমান।
সুণ্ডগুলা ভাসে জেন সর্প্পের সোমান ॥
রথ রথি হস্তি ভাসি চলিল আপার।
অশ্বগুলা ভাসে জেন কুম্ভির সোমান ॥
একা রাজা জরাসিন্ধু পলাইয়া জান।
দাবড়াইয়া তাহারে ধরিলা বলরাম ॥
নাগফাশে[২] বান্ধিয়া তাহারে রাখিলা জতনে
নিসেদ করেন তাহে প্রভূ নারায়নে ॥
এখনে ইহারে জদি বধিবা পরানে।
পৃথিবির ভারক্ষয় হইবে কেমনে ॥
ছাড়ি দেহ প্রান লয়া জাউক নিজ ঘরে।
আর বারে আসিবেক জুদ্ধ করিবারে ॥
জত সেনা লইয়া আসিবেক বারে বার।
কাটীয়া করিব ক্ষয় পৃথিবির ভার ॥
য়েড়িয়া দিলেন তারে ঠাকুর বলাই।
জরাসিন্ধু বোলে আমি জোগী হইয়া জাই

১ করে ২ লাঙ্গলে

পরাজয় হইলাম আমি বালকের সনে।
কোন মুখে জাব আমি মগদ ভূবনে॥
জোগী হইয়া জরাসিন্ধু তপস্যাতে জায়।
পথে জাইতে রাজা সব ধরিয়া রহায়॥
জরাসিন্ধু রাজা তুমি বড়ই পাগল।
রাখালের[1] জুদ্ধে হারি ছাড়িবে সকল॥
রাজ চক্রবর্ত্তি তুমি মগদের নাথ।
চোরে অভিমান করি ভূমে বাড় ভাত॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কত বল ধরে।
আর বার জুদ্ধ করি মার গীয়া তারে॥
তবে রাজা জরাসিন্ধু গেলা নিজ ধাম।
রন জয় করিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
তারপর জরাসিন্ধু সপ্তদস বার।
কৃষ্ণের সহিত জুদ্ধ করিল আপার॥
অষ্টাদশ বার জেই আসিবে জুঝিতে।
নারদের দেখা কালজবনের সাথে॥
দেখিয়া নারদ মনি ভাবে মোনে মোনে
এই দুই দুরন্ত বধ হইবে কেমনে॥
এতেক ভাবিয়া মুনি বোলেন তাহারে।
তোমার সমান বির নাহিক সংসারে॥
মধুরানগরে আছে কৃষ্ণ মহাসয়।
জরাসিন্ধু জার ঠাঞী হইল পরাজয়॥
হারিয়াছে জরাসিন্ধু সপ্তদশ বার।
কালি পরুস সেও আসিবে পুনর্ব্বার॥
য়েহি বেলা জাও তুমি মথুরা নগরে।
মহাদুষ্ট রামকৃষ্ণ বধ গীয়া তারে॥

১ বালকের

কালজবন বোলে স্থন নারদ গোশাঞী।
কেমন আকার কৃষ্ণ কভূ দেখি নাহি ॥
নারদ বোলেন তেনি পীতবাস পরি।
অপরূপ সঙ্কচক্র গদাপর্দ্দ্যধারি ॥
নটবর বেস তার বোনমালা গলে।
বন্ধন বিনদ চূড়া নব গুঞ্জা মালে ॥
ধজ বজ্রাঙ্কুস চিহ্ন আছে রাঙ্গা পায়।
সিগ্রগতি জাহ জুদ্ধে জদি ইৎসা জায় ॥
দুরন্ত জবন সেই নারদের বোলে।
তিন কোটী ম্লেশ্চ লইয়া জুঝিবার চলে ॥
তিন কুটী ম্লেশ্চ লয়া মধুরা বেড়িল।
কৃষ্ণচন্দ্র জানিলেন কালজবন আইল ॥
চিন্তীত হইয়া কৃষ্ণ ভাবে মোনে মোনে।
কালজবন বধ হইবে কেমনে ॥
আজি কালি আসিবেক জরাসিন্ধু রাজা।
সেই আসিবেক বলে হয়া মহাতেজা ॥
কালজবনের সাথে জদি জূর্দ্ধ করি।
জরাসিন্ধু অসিয়া মথুরা নিবে হরি ॥
য়েতেক বিচার কৃষ্ণ করি মোনে মোনে।
অন্তরিক্ষে গেলা কৃষ্ণ স্থমুদ্রের স্থানে ॥
সমুদ্রে মাঙ্গিলা স্থান দ্বাদস জোজন।
তাহাতে দ্বারকা পুরি করিলা শ্রজন ॥
দ্বাদস জোজন হইল দ্বারকা ভূবন।
স্থমুদ্রের মাঝে পুরি দেখিতে স্থন্দর ॥
কিবা শে পুরির শোভা কিবা তার বাখান।
আপনে শ্রীবিশ্বকর্ম্মা করিলা নির্ম্মান ॥
জোগবলে[১] কৃষ্ণ মথুরার লোক জনে[১]।
দ্বারোকাতে থুইলা নিঞা কেহ নাহি জানে

১-১ জতেক আছিলা মথুরার উপবনে।

মথুরাতে কেবল থাকিলা তুই ভাই।
অখিল ভুবন হরি কানাই বলাই ॥
তিন কোটী ম্লেশ্চ লইয়া কালজবন।
আগুলিয়া রহিয়াছন মথুরা ভুবন ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা সর্ব্ব পাপ নাশা।
গান বিপ্র পরূসরাম গোপাল ভরসা

মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কালযবন ভস্মে পরিণত

বদন ভরিয়া হরি বোল সময় জায় বহিয়া। *
একা বলরাম কৃষ্ণ মথুরাতে থুইয়া। *
মথুরা হইতে কৃষ্ণ জান বাহির হয়া ॥ *
নটবর বেস কৃষ্ণ বোনমালা গলে।
বান্দিয়া বিনদ চুড়া নবগুঞ্জা মালে ॥
জতুর বংসের অবধ্য সেই কালজবন।
জবনের ভয়েতে পলান নারায়ন ॥
পলাইয়া জান কৃষ্ণ পূর্ব্ব মুখ হইয়া।
কালজবন মহাবির পাছে জায় ধাইয়া ॥
ধর ধর বলিতে পালান জতুরায়।
পাছে পাছে মহাবির গালি দিয়া জায় ॥
কুলাঙ্গার হইয়া জর্ম্মিলা জতু কুলে।
পলাইয়া জাইস বেটা আসি রনস্থলে ॥
জত তুর জাবি বেটা ততো তুর জাব।
নাগী পাইলে তোরে পরানে বধিব ॥
সুনিঞা না সুনে তাহা প্রভু রিসিকেশ।
পর্ব্বতের গভরে[১] কৃষ্ণ করিলা প্রবেস ॥

* এই চরণগুলি নাই
১ গম্ভরে

জেখানে মুচুকুন্দ রাজা আছেন সয়নে।
লুকাইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রহিলা শেহিখানে॥
পশ্চাতে ধাইয়া আইলা দুরন্ত জবন।
দির্ব্ব পুরুষ দেখে রহিয়াছে সয়ন॥
কৃষ্ণ বলি কালজবন ভাবেন অন্তরে।
গুড়ি[১] মারিলা[১] জবন মুচুকুন্দের উপরে॥
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া রাজা চাহে চারিপানে।
ভস্ম হইয়া কালজবন গেলা সেহি ক্ষনে॥
এতেক কহিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাঞী করি নিবেদন॥
সেই ত মুচিকন্দ রাজা ছিল কোন জন।
তার দৃষ্টে ভস্ম কেনে হইল জবন॥
সুকদেব বোলেন রাজা সুন তার কথা।
ইক্ষাকু কুলেতে ছিল রাজা মানধাতা॥
তার পুত্র মুচুকুন্দ বড় ধর্ম্মুর্দ্ধর।
তাহার সোম বির নাহি প্রথিবী ভিতর॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবগন অসুরের তরে।
মুচুকুন্দ রাজাকে লয়া গেলা সর্গপুরে॥
এবে তো মুচুকুন্দ রাজা জিনিয়া অসুর।
দেবতার ভয় জতো সব কৈলা দুর॥
তুষ্ট হইয়া রাজারে বলিলা দেবগনে।
জুদ্ধ করি শ্রান্ত হইলা থাক গা সয়নে॥
সুখে নিদ্রা জাও তুমি পর্ব্বত গভরে।
পলাইয়া জাবেন কৃষ্ণ জবনের ডরে॥
ভাঙ্গীয়া তোমার নিদ্রা মরিবে জবন।
অবিলম্বে শেহিখানে পাবা নারায়ন॥

১-১ পদাঘাত মাইল

ভশ্ম হয়া কালজবন গেলা হেনকালে।
মুচুকুন্দেক দেখা দিলা ভকতো বৎসলে॥
কৃষ্ণ পাইয়া মুচুকুন্দ আনন্দিত মোনে।
প্রনাম করিলা রাজা কৃষ্ণের চরনে॥
কৃষ্ণো বোলেন রাজা তুমি মাঙ্গি লহো বর।
রাজা বোলে কি বর মাঙ্গিবো গদাধর॥
আর কিছু বরে প্রভূ মোর কাজ নাই।
ও রাঙ্গা চরন পাবো য়েহি বাঞ্চা চাই॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

জরাসন্ধের সহিত পুনরায় যুদ্ধ

কৃষ্ণ বোলেন স্তুন রাজা বচন আমার।
জুদ্ধ করি জিব হত্যা কৈরাছ বিস্তর॥
তপশ্যা করহ তুমি জম্মুদিপ পাইয়া।
মুক্ষপদ পাবে তুমি বিপ্র জর্ম্ম পাইয়া।
বিদায় হইলা রাজা কৃষ্ণের চরনে।
চলিলা উত্তরদিগে তির্থ্য দরশনে॥
বদরিকা আশ্রমে প্রেবেসিলা তপস্যায়।
মথুরা আইলা য়েথা প্রভূ জদুরায়॥
তিন কুটী ম্লেশ্ছ বেড়া মথুরা নগর।
চক্ষুর নিমিখে তাহা মারে গদাধর॥
হেনকালে জরাসিন্ধু মহাক্রোধ করি।
শেনাগন লয়া বেড়ে মথুরা নগরি॥
মহা ক্রোধ রাজার দেখিয়া ভগবান।*
বলরাম সঙ্গে করি পলাইয়া জান॥*

* এই পদ নাই

মাঁর মার ডাক ছাড়ে সেনাগণ লইয়া।
প্রবর্ষণ পর্ব্বতে উঠিলা দুই ভাইয়া॥
চতুদ্দিগে পর্ব্বত বেড়িল শেনাগন।
আনল জালায়া গীরি করিল দাহোন॥
ভালো হইল পোড়াইলাম ভাই দুইজন।
য়েহি কথা কহে সভে আনন্দীত মোন॥
এতেক বলিয়া রাজা শেনাগন লয়া।
ঘরে গেলা জরাসিন্ধু আনন্দিত হইয়া॥
স্থন স্থন ভক্ত সব আনন্দিত চিত।
রেবতি রূক্কিনি বিভা গাইব বিদিত॥*
ককুদ্বান দুহিতা রেবতি তার নাম।
তাহাকে করিলা বিভা প্রভু বলরাম॥ **
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

* ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ—

ভক্ত রসিক মনে আনন্দ বিভোল।
দ্বিজ পর্সুরাম গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

** এই পুঁথিতে রেবতীর বিবাহ সবিস্তারে বর্ণিত আছে—

স্থনরে ভকত লোক কথা অনুপাম।
রেবতি করিবে বিভা প্রভু বলরাম॥
রেবতির বিভা য়ামি দিব কোন জনে।
রূপে গুনে শিলে কন্যা অতি মনহর।
রেবতির জোগ্য য়ামি কোথা পাব বর॥
এতেক বিচার রাজা ভাবে মনে মনে।
নিজ কন্যা সঙ্গে গেলা ব্রহ্মার সদনে॥
ব্রহ্মার চরনে রাজা প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কৃতাঞ্জলি হয়া॥
স্থন স্থন প্রজাপতি আমার উত্তর।
আমার কন্যার জোগ্য কোথা পাব বর॥

ভাবিতে লাগিলা ব্রহ্মা একথা স্থনিয়া।
নৃপে কন বৈস য়াসি সন্ধ্যা সমাধিয়া॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা তপস্যায়।
ব্রহ্মার তপেতে তিন জুগ বয়্যা জায়॥
সন্ধ্যা সমাধিয়া ব্রহ্মা আইলা নিজ ঘর।
রাজা বোলে কহ গোসাই কোথা য়াছে বর॥
এত স্থনি প্রজাপতি কহিতে লাগিলা।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন জুগ গেল॥
চন্দ্র স্থর্জ্য বংসে জত আছিল রাজাগন।
জে কিছু দেখ্যাছ তারা নাহি একজন॥
এই ধন্য কলিজুগেত রামকৃষ্ণ অবতার।
গোলোকের রামকৃষ্ণ করেন বিহার॥
কৃষ্ণ বলরাম প্রভু ভাই দুইজনে।
তুমি কন্যা দেহ জায়া প্রভু বলরামে॥
এতেক স্থনিয়া রাজা বিদাই হইয়া।
আইলা দ্বারকা পুরি নিজ কন্যা লয়া॥
বস্থদেব আলয়ে দিলেন দরসন।
নয়ান ভরিয়া দেখে রাম নারায়ন॥
মরকত সৈল জেন কৃষ্ণ য়ঙ্গ জোতি।
রজতের সৈল জেন বলাই মুরতি॥
চন্দ্র জোতি জিনি য়ঙ্গ ঠাকুর বলরাম।
দেখিয়া রেবত রাজার জুড়ায় পরান॥
বস্থদেবে কন রাজা করিয়া বিনয়।
মোর কন্যা বিভা দিব তোমার তনয়॥
একথা স্থনিয়া বস্থ আনন্দিত মন।
নিমন্ত্রিয়া আনে দেব রাজ ঋসিগন॥
দেবঋসি রাজঋসি আনন্দ অন্তরে।
কৌতুকে আইলা সভে দ্বারকা নগরে॥
স্থভদিনে স্থভক্ষনে বেদ বিধি মতে।
রেবতির বিভা দিল বলরাম সাথে॥

রুক্মিণী হরণ ও বিবাহ

সিন্ধুড়া[1] রাগ

বিদর্ভ রাজ্যের রাজা ভিস্মক নৃপতি।
পঞ্চ পুত্র রাজার বড়ই জোদ্ধাপতি॥
রূক্কী রূক্কবথ আর রূক্কবাহু নাম।
রূক্ককেস রূক্কমালী জুদ্ধে অনুপাম॥
রূক্কিনি দুহিতা তার পরম সুন্দরি।
নিরান্তর চিন্তে মোনে সুন্দর মুরারী॥
কৃষ্ণ পরায়নি শেহি ভিস্মক দুহিতা।
লোক মুখে সুনিয়াছে কৃষ্ণের বারতা॥
কৃষ্ণ রূপ গুন জতো সুনিল কোন ঠাঞী
কৃষ্ণ বিনে রুক্কিনির মনে কিছু নাই॥

রেবতি করিলা বিভা রূহিনি নন্দন।
রাম জেষ্ট বলিয়া কহেন নারিগন॥
নারিগনের কথা সুনি প্রভু গদাধর।
লাঙ্গল দিলেন তার মস্তক উপরে॥
হইলা রেবতি রামা পরম সুন্দরি।
হুলাহুলি জয় দেয় জতেক নাগরি॥
দৈবকি রূহিনি তারা আনন্দিত হয়া।
পুত্রবধু নিজ গৃহে নিল উরথিয়া॥
বসুদেব মহাসএ আনন্দ অন্তরে।
বস্ত্র অলঙ্কারেতে তোসেন সভাকারে॥
বিদায় হইয়া সভে গেলা নিকেতন।
আনন্দে নাহিক সিমা দ্বারকা ভুবন॥
দ্বিজ পরসুরাম গান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিত।
রূক্মিনি হরন কথা গাইব বিদিত॥

১ জয় জয়ন্তী

কৃষ্ণচন্দ্র জানিলা সে সব সংবাদ।
রূক্কিনি করিতে বিভা মোনে আছে সাধ॥
রূক্কিনির পিতা সে ভিস্মক নরপতি।
কৃষ্ণ পরায়ন রাজা কৃষ্ণ পদ মতি॥
নিরন্তর জপে রাজা কৃষ্ণ গুন গাথা।
কৃষ্ণচন্দ্রে বিভা দিব রূক্কিনি দুহিতা॥
অখিল ব্রর্ম্মাণ্ড পতি প্রভূ নারায়ন।
জামাতা হইবে মোর সাধ আছে মোনে॥
এই সব ভিস্মক রাজা ভাবে মোনে মোনে।
রূর্কিনি কন্যাকে বিভা দিব নারায়নে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

ধানসি রাগ

মোর কন্যা রূক্কিনিরে বিবাহ দিব গদাধরে
সভাকে ভিস্মক রাজা বোলে।
জেষ্ঠ পুত্র রূক্ক তার অতি বড় দুরাচার
সুনিঞা জলিল কোপানলে॥
কম্পমান কোপানলে বাপেকে[১] ডাকিয়া বোলে
কি বলিব তোর্চ্ছার পামরে।
এত অভিপ্রায় তোর রূর্কিনি ভগীনি মোর
বিভা দিব রাখাল বর্ব্বরে॥
গোয়ালার এটো খায়া পরের জুবতি লয়া
কিবা সে করিল ব্রজপুরে।
বোনে বোনে রাখে ধেনু ঘাট্যাল জগাতি কানু
রূর্কিনিরে বিভা দিব তারে॥

১ পিতারে

অশেষ ডুবাইলা পারা বলবুদ্ধি[1] হইলা হারা
রূপবতি রুক্কিনি সুন্দরি।
মহানন্দে কুতুহলে বিভা দিব সিসুপালে
রাজা সব নিমন্ত্রন করি॥
ভ্রাতার এসব কথা সুনিয়া ভিস্মক সুতা
পরম আপ্ত ব্রাম্মনেরে ডাকিল।
ব্রম্ম ব্রাম্মন তুমি নিবেদন করি আমি
বিধি কেনে মোরে বাম হৈল॥
জাইয়া দ্বারকা পুরে কহো গীয়া কৃষ্ণের তরে
রুক্কিনির কি হবে উপায়।
ভাই মোর দুরাচার বুদ্ধি সুদ্ধি নাহি তার
সিসুপালে বিভা দিতে চায়॥
প্রান কৃষ্ণ গুন নিধি মোনে ভাবি নিরবধি
নিরন্তর জপীলু অন্তরে।
কৃষ্ণের বনিতা আমি প্রভুকে কহিয় তুমি
রাজা সিসুপাল বিভা করে॥
জর্ম্মে জর্ম্মে জদি মোর পুন্যের নাহিক ওর
করিয়া থাকি জদি যগ্য দান।
তবে আসি জদুনাথে ধরিয়া রুক্কিনির হাতে
লয়া যাবে সভা বিদ্যমান॥
কান্দিয়া ভিস্মক সুতা কহিয়া সকল কথা
পটাইল কুলের ব্রাম্মন।
রুক্কিনির কথা নিঞা মোনে আনন্দিত হইয়া
গেলা বিপ্র বৈকণ্ট[2] ভূবনে॥
বিপ্র দেখি নারায়ন হইয়া আনন্দিত মন
ধোয়াইলা বিপ্রের চরন।

১ বুদ্ধিসুদ্ধি ২ দ্বারকা

বসাইয়া সিংহাসনে জিজ্ঞাসিলা নারায়নে
কহ গোশাঞী কেন য়াগমন ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার গাথা
স্থনরে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুরে জায় মনস্তাপ
দ্বিজ পরস্থরাম বিরচিল ॥

সুই রাগ

বিপ্র বোলে স্থনো কৃষ্ণ দৈবকি কুমার।
তোমা বহি রুক্কিনির মোন নাহি আর ॥
জেষ্ট ভাই রুক্কিনির বড় দুরাচার।
সিস্থপালে বিভা দিতে কৈল অঙ্গিকার ॥
এহি হেতু রুক্কিনি পাটায়া দিল মোরে।
রুক্কিনিরে বিভা জাইয়া কর গদাধর ॥
আসিবার কালে যাহা কহিলা রুক্কিনি।
সে সকল কথা কহি স্থন চক্রপানি ॥
নিরাস্তর কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপীলু অন্তরে।
কৃষ্ণের বনিতা আমি সিস্থপাল বিভা করে ॥
জর্ম্মে জর্ম্মে পুন্ন যদি করিয়া থাকি আমি।
সেই পুণ্যফলে কৃষ্ণ হবে মোর স্থামি ॥
বিবাহের পুর্ব্বদিনে বাড়ির বাহিরে।
রুক্কিনি জাবেন সিবদুর্গা পুজিবারে ॥
এইকালে কৃষ্ণ তুমি রথেত চাপীয়া।
হাতে ধরি রুক্কিনিকে আনগা হরিয়া ॥
বিপ্রমুখে রুক্কিনির স্থনিয়া ভারথি।
হাসিয়া বোলেন কৃষ্ণ অখিলের পতি ॥
আমি সব জানি বিপ্র এসব রহস্য।
রুক্কীনির বাঞ্ছা সিদ্ধি করিব অবস্য ॥

নিসি দিশি সে রূক্কীনিরে পড়ে মোর মনে।
নিদ্রা নাহি হয় মোর রূক্কীনির কারনে॥
য়েতেক বলিয়া কৃষ্ণ ডাকেন সারথি।
বিপ্রসঙ্গে রথেতে চাপীলা জত্নপতি॥
একা রথে চাপীয়া চলিলা গদাধর।
রূক্কীনি দেবিরে বিভা করিবার তরে॥
কৃষ্ণ জদি একা গেলা জানীলা বলাই।
শেনাগোন সঙ্গে রথে চলিলা তথায়॥
কথ তুরে তুই ভাই হইলা একত্তর।
রূর্কিনি হরিতে জান প্রভূ গদাধর॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূষরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সুই রাগ

হরি মোরে তরাইয়া নেহ। ধুয়া
ওথাতে ভিস্মক রাজা পুত্রের বচনে।
সিসুপালে কন্যা দিতে কৈল আরম্বন॥
নানা ধ্বজ পতাকা উড়ে পৃতি ঘরে ঘরে।
নানা মঞ্চ নানা সুবর্ণ কলশ তুয়ারে॥
উশ্চরব মহৎসব নানা বাদ্য সুনি।
চতুর্দ্দিগে বিপ্রগন করে বেদ ধ্বনি॥
রূর্কীনি দেবিরে পরাইলা সুক্ল[১]বাস।
হাতে সুতা বাধিলা করিয়া অধিবাশ॥
সোড়ষ মাতৃকা পুজা বসুধারা দিল।
নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ রাজা আনন্দে করিল॥
তেনমতি দমঘোশ সিসুপালের পিতা।
সিসুপাল পুত্রের হাতে বান্ধিলেন সুতা॥

১ পিত

অধিবাস করিলেন আনন্দিত হইয়া।
নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন আর জত ক্রীয়া ॥
জরাসিন্ধু দন্তবক্র বিদূরথ নাম।
কায় বাঙ্কিত (?) রাজা আইলা বলে অনুপাম
এই সব রাজাগন বরজাত্রীক হইয়া।
সিসুপাল আইলা পুষ্পরথেত চড়িয়া ॥
রূক্ষীনি দেবিরে বিভা করিবার তরে।
উপস্থিত সিসুপাল ভিস্মকের ঘরে ॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুশরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

আমি কোথা গেলে পাব স্যাম জিবন আমার। ধুয়া
রূক্ষীনিরে বিভা করিতে সিসুপাল আইল।
অন্তসপুরে রূক্ষীনি দেবি কান্দিতে লাগীল ॥
প্রভূরে আনিতে পটাইলু ব্রাম্মনে।
কি লাগীয়া ব্রাম্মন না আইল এতক্ষনে ॥
আমা বলি কৃষ্ণ কিবা দয়া না করিল।
প্রভূর চরণে কিবা অপরাধ হইল ॥
নিরন্তর জপীলু কৃষ্ণের জত রূপ গুন।
হেন কৃষ্ণ কি লাগীয়া হইল নিদারূন ॥
কৃষ্ণ বিনে কদাচিত অন্য নাহি জানি।
তবে কেনে নির্দ্দয় হইলা চক্রপানি ॥
ক্রপা করি জদি না আইলা জদুবির।
আনলে পোড়াইয়া আমি তেজিব সরির ॥
কামনা করিয়া আমি তেজিব পরানি।
জর্ম্মান্তরে হই জেন কৃষ্ণের রমনি ॥

১ কায়া বক্ষীত

য়েহিরূপে রূর্ক্কিনি দেবি কান্দেন অন্তষপুরে।
রথে থাকি কৃষ্ণ তাহা জানিলা অন্তরে॥
ব্রার্ম্মনেক বোলেন ঠাকুর চক্রপানি।
কান্দিয়া আকুল বড় হইলা রূর্ক্কিনি॥
আগে জাইয়া রূর্ক্কীনিকে কহোগা গোশাই।
এহি আমি আইলাম আর চিন্তা নাই॥
আনন্দিত হইয়া বিপ্র করিলা গমন।
রূর্ক্কীনির অন্তষপুরে দিলা দরশন॥
হাস্যমুখ ব্রাম্মনের দেখিয়া রূর্ক্কীনি।
আনন্দের নাহিক সিমা মোনে ভার্গ্য মানি॥
কহো কহো গোসাঞী কৃষ্ণের সমাচার।
বিপ্র বোলে আইলা কৃষ্ণ দৈবকিকুমার॥
স্থনিয়া রূর্ক্কীনি দেবি আনন্দ আপার।
ব্রার্ম্মনের চরনে করিলা নমস্কার॥
নানাধনে ব্রার্ম্মনের তুসিলেন মোন।
কৃষ্ণ আইলা স্থনিল জতেক লোকজন॥
স্থনিঞা ভিস্মক রাজা আনন্দিত মনে।+
দিব্যস্থানে বশাইলা রাম নারায়নে॥
পুরবাশী জত লোক আইলা ধাওা ধাই।
নঞান ভরিয়া দেখে কানাই বলাই॥
পরস্পর লোক সভাকারে কয়।
রূর্ক্কীনির জোগ্য স্বামি কৃষ্ণ মহাশয়॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
আর সব রাজাগন ভাবেন জুগতি॥
কেহু বোলে আসিয়াছে কৌতুক দেখিতে
কেহু বোলে কৌতুক দেখাবে ভালোমতে।
তবেত ভিস্মক রাজা মনে কুতুহলে।

জেমত রুর্কীনি দেবি পরম সুন্দরি।
তেনমতি রুর্কীনি কান্ত ঠাকুর শ্রীহরি॥
য়েহিরূপে লোক সব করে অনুমান।+
গোবিন্দ ভাবিয়া বিপ্র পরুসরামে গান।

শ্রীগান্ধার[১] রাগ

বিনোদিনি কনক মুকুর কান্তি। ধুয়া
হেনকালে রুর্কীনি দেবি সখিগন সংঙ্গে।
সিবত্বুর্গা পুজিবারে চলিলেন রঙ্গে॥
অম্বিকা মন্দিরে চলিলা রুক্কীনি।
নানা রত্নে পুজা করেন শঙ্কর ভবানি॥
সিবত্বুর্গা পুজিয়া মাঙ্গিয়া নিল বর।
হইবে আমার স্বামি প্রভূ গদাধর॥
এইরূপে রুক্কিনি দেবি পুজিল ত্রিলোচন
নিজঘরে চলিলেন সঙ্গে সখিগোন॥
রাজাসব বসিয়াছেন মণ্ডলি করিয়া।
চলিলা রুক্কীনিদেবি তার মদ্ধে দিয়া॥
লয্যা ত্যেগিয়া দেবি চায় চারি পানে।
রুক্কীনির রূপে মোহিত রাজাগনে॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র য়াশীয়া তুরিতে।
হাতে ধরি রুর্কীনিকে তুলিলেন রথে॥
বামদিগে বসাইলেন রুক্কীনি সুন্দরি।
রুর্কিনি হরিয়া নিঞা চলিলা শ্রীহরি॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
স্থনিয়া ভিস্বক রাজার জুড়ায় পরান॥
ভক্ত রসিক মন আনন্দে বিভোল।
দ্বিজ পরস্থরাম গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

১ শ্রী

জরাসিন্ধু আদি করি জত রাজাগন।
ধর ধর বলি সভে করিলা সাজন॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী কত লক্ষ সেনা।
মার মার এহি শব্দ করে সর্ব্বজনা॥
বলরাম বোলেন কৃষ্ণরে ডাকিয়া।
আগে জাও কৃষ্ণ তুমি রুক্মিনিরে লয়া॥
জত্থ সেনা সঙ্গে করি মত্ত বলরাম।
ফিরিয়া করিলা প্রভূ দারুন সংগ্রাম॥
মদ্ধে পথে মহাজুদ্ধ হইল মহারন।*
বানে বানে হইল জেন ঘোর দরসন।*
অশ্বে অশ্বে গজে গজে মাহুতে মাহুতে। *
পদাতিকে পদাতিকে বাহুতে বাহুতে॥ *
চক্ষের নিমিখে তবে প্রভূ বলরাম। *
সেনাগন কাটী তবে করিলা সংগ্রাম॥ *
কত সত নদ নদি বহি চলিল শোনিতে।
শৃগালি গৃধিনি মাংস খায় আচম্বিতে[১]॥
জরাসিন্ধু আদি করি জত রাজাগনে।
পালাইয়া গেলা সভে ভঙ্গ[২] দিয়া রনে[২]॥
সিসুপাল বর বসিয়াছে জেহিখানে।
বরেকে প্রবোধ করে জত রাজাগনে॥
কপালে সকল[৩] করে[৩] কি করিবা আর।
জরাসিন্ধু হইয়া হারিলা কতবার॥
তারপর রুক্মী বির ভিস্মক কুমার।
মহাক্রোধে সাজে বির করিয়া[৪] অঙ্গিকার[৪]॥

* এই চরণগুলি নাই

১ আনন্দিতে   ২-২ আপনার স্থানে   ৩-৩ জে লেখা ছিল

৪-৪ কর‍্যা মার মার

কৃষ্ণ বধি রুক্মীনিকে আনিবার[১] পারি।
তবে সে আসিব আর[২] কুণ্ডন্য[২] নগরি ॥
নতুবা এ মুখ লইয়া আসিব না ঘরে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া জায় কৃষ্ণ মারিবারে ॥
চলিলা জে রুক্মি বির কৃষ্ণেরে মারিতে।
জুদ্ধ নাহি করে বির বলরামের সাথে ॥
আগে জান কৃষ্ণচন্দ্র রুক্মিনিরে লয়া।
তার তরে রুক্মি বির বোলে ডাক দিয়া ॥
আরেরে[৩] রাখাল বেটা পরনারি চোর।
আমার সাক্ষাতে তুই পলাইয়া হবি পার ॥
এমন করিয়াছ সাধ জাবি পলাইয়া।
সিংহ ঘাটাইলি বেটা শৃগাল হইয়া ॥
জত দুর জাবি বেটা তত দুর জাব।
লাগ পাইলে আজি তোক পরানে বধিব ॥
সুনিয়া এমন কথা প্রভূ ভগবান।
য়েহিখানে দাড়াইয়া করিলা সন্ধান ॥
এক বানে রুক্মি বিরের কাটিলা ধনুখান।
চারি অশ্ব রথের কাটীলা আষ্টবানে ॥
দুই বানে সারথির বধিলা পরান।
তিন বানে রুক্মির কাটীলা রথ খান ॥
পদব্রজে রুক্মী বির পলাইয়া জান।
দাবড়াইয়া তাহারে ধরিলা নারায়ন ॥
রুক্মি বির[৪] কাটীতে নিলা চক্র সুদরশন।
ভাই জদি কাটা জায় দেখিল[৫] রুক্মিনি।
কৃষ্ণেরে বোলেন কিছু গদ গদ বানি ॥

১ আনিতে জদি ২-২ য়ামি কোণ্ডিন্য ৩ হেদেরে
৪ রুকখিরে ৫ দেখিয়া

এহি নিবেদন করি প্রভূ[১] গদাধর।
বধ না করহ মোর ভাই সহদর॥
রুক্কিনির ব্যাকুলি দেখিয়া নারায়নে।
পরানে না বধিলা তারে বাধিলা জতনে॥
গলাতে কাপড় দিয়া নিজ[২] পাসে[২] আনি।
বানেতে তাহার মাথা মুড়িল চক্রপানী॥
পচটাই[৩] খোপা তার রাখিল[৩] বনমালি।
এক গালে চুন দিলা আর গালে কালি॥
নিসেধিলা বলরাম রুহিনি কুমার।
না কর এমন কার্য স্যালক তোমার॥
বলাইর বচনে কৃষ্ণ দিলেন ছাড়িয়া।
পলাইয়া জায় রুক্কী বড় লজ্যা পাইয়া॥
ক্ষেত্রীর প্রতিজ্ঞা কভূ না জায় লংঘন[৪]।
ঘরে নাহি জায় বির প্রতিজ্ঞা কারন॥
ভোজকটক নামে এক বৈস্যাল[৫] নগর।
তাহাতে রহিলা বির ভিস্বক কুমার॥
রুক্কিনিকে লয়া কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে।
দ্বারকা নগরে আসি প্রবেসিলা রঙ্গে॥
উশ্চরব মহর্চ্ছব নানা বাদ্য স্নুনি।
চতুঃদিগে বিপ্রগন করে বেদধ্বনি॥
সুভদিনে বসুদেব কৃষ্ণের সহিতে।
রুক্কীনিরে বিভা দিলা বেদ বিধিমতে॥
তবে বসুদেব পুত্র বধুর কল্যানে।
নানা রত্ন দান দিলা জতেক ব্রাম্মনে॥

১ স্নুন ২-২ বান্ধ্যা তারে ৩-৩ পাটচেলা রুকিথরে করিলা খণ্ডন ৫ বসাইলা

এহিরূপে দৈবকির আনন্দের নাহি ওর।
পুত্রবধু লইয়া আনন্দে হইলা বিভোর ॥+
জে জন স্থনয়ে এহি রূর্কিনি হরন।
সেজন অবষ্য পায় গোবিন্দ চরন ॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ সবে মাত্র সার।
বিপ্র পরূসরামে গায়ে কৃষ্ণ সখা জার ॥

সম্বর বধ

হরি নাম বড়ই মধুর। ধুয়া।
এইরূপে দ্বারকাতে অখিলের পতি।
কথদিনে রূক্কিনি হইলা গর্ভবতি ॥
প্রত্যুম্ন জর্ম্মিলা তবে রূক্কীনি উদরে।
পুত্র প্রসবিয়া দেবি আনন্দ অন্তরে ॥
দস দিবসের জদি হইল কোঙর।
লোকমুখে এহি কথা স্থনিল সম্বর ॥
প্রকার বিশেসে আসি সুতিকা মন্দিরে।
শেহি সিস্থ চুরি করি লইল সম্বরে ॥
এতেক কহিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাই করি নিবেদন ॥
কিবা পুত্র প্রসবিলা রূর্কীনি সুন্দরি।
কি কারনে সম্বর করিল তাহা চুরি ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—দৈবকি রূহিনি আর নারি লয়া।
নিজগৃহে পুত্রবধু নিল উরথিয়া ॥
লক্ষি নারায়ন দোহে হৈলা একত্তর
আনন্দে নহিক সিমা দারকা নগর

স্নুকদেব বোলে স্নুন সে সব কারন।
সিবের জোগভঙ্গ জদি করিল মদন॥
মরিলেন কামদেব সিবের আনলে।
কান্দিতে লাগীলা রতি স্বামি লইয়া কোলে॥
হেনকালে রতিতে[১] হৈল দৈববানি।
সম্বরের ঘরে রতি থাকগা আপনি॥
বিলাপ করিয়া রতি না কান্দিয় আর।
তথাতে পাইবা স্বামি কহিল[২] সর্ব্বর[২]॥
আকাস ভারথী স্নুনি অতি আনন্দিত।
সম্বরের ঘরে রতি হৈলা উপস্থিত॥
দেখিয়া রতির রূপ বোলেন সম্বর।
জদি ইৎসা জায় মোরে[৩] ভজহ সর্ব্বর[৩]॥
স্নুনিয়া বোলেন রতি সম্বরের তরে।
ব্রত সাঙ্গ হবে মোর দ্বাদস বৎসরে॥
দ্বাদস বৎসর রহি মোরে করিহ বিভা।
থাকিলা তাহার ঘরে এহি কথা কয়া॥
রতিপতি কামদেব কৃষ্ণের নন্দন।
রূক্কীনি উদরে আসি লভিলা জনম॥
নারদের মুখে কথা স্নুনিলা সম্বরে।
জর্ম্মীবে[৪] তোমার শত্রু রূক্কীনি উদরে॥
য়েরূপে সম্বর তার জানিয়া কারন।
চুরি করি নিল সিস্নু কৃষ্ণের নন্দন॥
সমুদ্রের জলে সিস্নু ফেলাইয়া গেল।
বিসম বোদলী[৫] তাহা গ্রাস করিল॥
কৃষ্ণের নন্দন জির্ন্ন করিতে নারিল।
শেহি মৎষ্য ধরা পড়ে ধিবরের জালে॥

১ রতিরে ২-২ কৃষ্ণের কুমার ৩-৩ বামা মোরে বিভা কর
৪ জন্মিল ৫ বোদালে

দিব্য মৎষ্য পাইয়া তবে ধীবর কুমার[১]
মৎষ্য ভেট দিলা নিঞা সর্ম্বরের তরে ॥
রন্ধনসালায় মৎষ্য দিল কুটীবারে ।+
পাইলা সুন্দর সিসু মৎসের উদরে ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা সুন সর্ব্বজন ।
নারদ কহিলা আসি রতি বিদ্যমান ॥
নিজ পতি পাইলা রতি করহ পালন ।
কথোদিনে হইল শিশুর নবিন জৌবন ॥
দেখিয়া স্বামির রূপ রতি আনন্দীত ।
পরিহাস আরম্ভিলা মদনের সহিত ॥
দেখিয়া মদন কহে রতি বিদ্যমান ।
মাতৃভাবে এতদিন করিলা পালন ॥
আজি কেনে মোরে সাথে কর পরিহাষ ।
সম্বরে সুনিলে মোর হবে সর্ব্বনাস ॥
এতেক সুনিয়া রতি পুর্ব্ব সমাচার ।
স্যামিরে কহিলা সব করিয়া বিস্তার ॥
সুনিয়া মদন সব জানিলা কারন ।
জুর্দ্ধ করি সম্বরের বধিলা পরান ॥
সর্ম্বর বধি কামদেব রতিরে লইয়া ।
অন্তরিক্ষে আইলা দেব রথেত চাপীয়া ॥
অবিলম্বে আইলা কাম দ্বারিকা ভূবন ।
রূর্ক্মীনির অন্তষপুরে দিলা দরশনো ॥
কৃষ্ণের নন্দন কাম কৃষ্ণের শোমান ।
কৃষ্ণ আইলা বলি সভে করে অনুমান ॥
সম্ভ্রমে রূক্কিনি দেবি প্রবেসিলা ঘরে ।
ঘরেতে থাকিয়া দেবি অনুমান করে ॥

১ কোউর

+ ইহার পর হইতে এই পুঁথির কয়েক পাতা নাই

ধজ বজ্রাঙ্কুশ চির্ন্য কৃষ্ণের চরনে।
সে সকল চিন্ন কিছু না দেখি নঞানে॥
কুশলে থাকিত জদি আমার নন্দন।
এমতি হইত পুত্র ভূবন মোহন॥
হরি হরি আর কি য়েমন দিন পাব।
এতো ভার্গ করিয়াছি কি পুত্র কোলে লব॥
ত্রিভূবনে কেবা আছে পুত্রের শোমান।
আপনে বিশ্বয় হইলা প্রভূ ভগবান॥
হেনকালে আইলা নারদ তপধোনে।
মদনের পরিচয় দিলেন নারায়নে॥
তোমার নন্দন কাম কামপত্নি রতি।
পুত্রবধু ঘরে নেহ প্রভূ জত্নপতি॥
কোথাগো রুক্কিনি দেবি আইস গো বাহিরে।
পুত্রবধু আগুরিয়া নেহ নিজ ঘরে॥
জেরূপে সম্বর বধ করিলা মদন।
কহিলা নারদ মুনি সব বিবরন॥
স্যুনিয়া হরিস কৃষ্ণ রুক্কীনি সহিতে।
পুত্রবধু আগুরিয়া নিলা আনন্দিতে॥
আনন্দের নাহিক সিমা দ্বারকা ভূবনে।
বিপ্র পরূশরামে গান স্যুন ভক্ত্যর্জনে॥

স্যমন্তকোপাখ্যান

স্যুন ভকত ভাই হইয়া একচির্ত্তে।
মনিহরনের কথা গাইব বিদিতে॥
স্যুদ্ধভক্ত সত্রাজিত স্যুর্য্যের উপাসক।
করিল স্যুর্য্যের সেবা দ্বাদস বৎসর॥

সত্রাজিতে তুষ্ট হয়া বর দিলা দিবাকর।
স্যমন্তক নামে মনি দিলা তার তরে॥
মনি পাইয়া সত্রাজিত আনন্দ অন্তরে।
গলে মনি বান্ধা আইলা দ্বারকা নগরে॥
কিবা শে মনির তেজ সুর্য্যের সমান।
দ্বারিকার জত লোক হইলা কম্প্রমান॥
অন্তষপুরে কৃষ্ণচন্দ্র রূক্কিনি সহিতে।
কৌতুকে বসিয়াছিল পাসা খেলাইতে॥
ধাঞা জাইয়া কহিল লোক সুন চক্রপানি।
তোমারে দেখিতে সুর্য্য আসিয়াছে আপনী॥
অন্তরে জানিলেন তাঁহা কৃষ্ণ মহাশয়।
সুর্য্য নয় সত্রাজিত না করিহ ভয়॥
তবে সত্রাজিত বড় আনন্দিত অন্তরে।
কৃষ্ণ দরশন করি চলি গেলা ঘরে॥
নিজঘরে করিলা শেহি মনির স্থাপন।
আর তার এক গুন সুন ভক্ত জনে।
অষ্টভার সুবর্ন্ন প্রসবে দিনে দিনে॥
এহিরূপে মনি আছে সত্রাজিতের ঘরে।
কৃষ্ণ তাহা মাঙ্গিলেন উগ্রসেনের তরে॥
সত্রাজিত বোলে আমি মনি কেনে দিব।
এমন অপুর্ব্ব মনি আর কোথা পাব॥
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্রেক মনি নাহি দিল।
ছোট ভাই প্রসেনেরে মনি সমর্পীল॥
একদিন প্রসেন বান্দিয়া মনি গলে।
সেনা সঙ্গে মৃগআতে গেলা কুতুহলে॥
জত সন্য সেনাগন পশ্চাতে রাখিয়া।
একা য়স্বে চাপী গেলা মৃগ পাছে ধায়া॥

মৃগ সঙ্গে প্রসেন গেলেন দুর বোনে।
গলে মনি বান্ধা জেন সুর্জ্যের কিরনে॥
হেনকালে এক সিংহ সেহি বোনে ছিল।
প্রসেনেরে মারি সিংহ মনি কাড়ি নিল॥
হেনকালে জম্বুবান ভাল্লুকের রাজা।
উঠিল পাতাল হৈতে হইয়া মহাতেজা॥
বাহিরাহিয়া রাজা সুরঙ্গের পথে।
চারিপানে চাহে রাজা উঠিয়া পর্ব্বতে॥
দেখিল দুর্য্যয় সিংহ বনের ভিতরে।
তাহার সহিত জুর্দ্ধ করিলা বিস্তরে॥
সিংহকে বধিয়া রাজা মনি কাড়্যা নিল।
সুরঙ্গের পথে তবে পাতালে প্রবেসিল॥
জথাতে সকল সেনা প্রসেনের সনে।
মৃগয়াতে রাজা সব আছিলেন বোনে॥
প্রসেন না দেখি তারা গেলা নিজ ঘরে।
কহিল সকল কথা রাজার গোচরে॥
সত্রাজিতেক কহিল সকল সমাচার।
প্রসেন গেলেন কোথা দেখা নাহি তার॥
তবেত ভাইর সোকে কান্দেন সত্রাজিত।
কোথাকারে গেলা ভাই মনির সহিত॥
কান্দিয়া জে সত্রাজিত কহে লোক জনে।
প্রসেন ভাইরে মোর মারিলা নারায়নে॥
মোর ঠাঞী মনি চাহিয়াছিলা নারায়ন।
না বুঝিআ মনি আমি না দিলাম তখন॥
এই হেতু কৃষ্ণ মোর ভাইরে মারিয়া।
গহন কাননো মাঝে মনি লইল কাড়িয়া॥
এহিরূপে পরষপর কহে লোকজন।
একদিন একথা সুনিলা নারায়ন॥

য়েতেক স্থনিঞা কৃষ্ণ অখিলের পতি।
বিশ্বয় পাইয়া মোনে ভাবেন জুগতি॥
মিথ্যা অপবাদ কেনে আমি দিয়া হয়।
হেন বুঝি অধর্ম্ম আজি করিয়াছি নিশ্চয়॥
ভাদ্র মাশে নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছি নঞানে।
এমন কলঙ্ক মোর হইল তে কারনে॥
এতেক বিচার কর্ম্ম ভাবি মোনে মোনে।
প্রসেনের উর্দ্দিশে কৃষ্ণ সাজিলেন বোনে॥
কথোগুলী জন্তু সেনা সংঙ্গেতে করিয়া।
বোনে বোনে ভ্রমেন প্রভূ প্রসেনে চাহিয়া॥
দেখেন প্রসেন পড়্যা গহন কাননে।
মৃত অশ্ব পড়িয়াছে প্রসেন সন্নিধানে॥
তাহা দেখি অনুমান করেন নারায়ন।
কার হস্তে প্রসেনের হইল মরন॥
সিংহ পদচিন্ন কৃষ্ণ দেখিল শেহিখানে।
এহি সিংহ মারিয়াছে জানিলা তখনে॥
সিংহ পদ দেখি কৃষ্ণ জান গড়াইয়া।
কথোদুরে দেখেন সিংহ রয়াছে পড়িয়া॥
তা দেখীয়া কৃষ্ণ করে অনুমান।
কেমনে বধিল এহি সিংহের পরান॥
ভালুকের পদচির্ন্ন দেখি সন্নিধান।
শেহি চির্ন্ন গড়াইয়া জান ভগবান॥
সুরঙ্গ দুয়ারে কৃষ্ণ দিল দরসন।
সে পথে ভালুক গীয়াছে পাতাল ভূবন॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণ কহেন সভাকারে।
সভে মেলি থাক ভাই সুরঙ্গ দুয়ারে॥
ভালুক গীয়াছে মনি নিঞা এহি পথে।
তার ঠাঞী মনি আমি চলিলু আনিতে॥

দ্বাদস দিবষ ভাই মোর মুখ চাইয়া।
এখানে থাকিবা সভে দ্বার আগুলিয়া॥
জদি আমি না আসি দ্বাদস দিবসে।
তবে ভাই ঘরে জাইয়া কহিয় বিশেষে॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ কহেন সভাকারে।
প্রেবেস করিলা জাইয়া পাতাল ভূবনে॥
মনি নিঞা জাম্বুবান আনন্দ অন্তরে।
খেলাইতে দিয়াছেন ছাওালের তরে॥
মনি হাতে করি দাসি ছাওাল পাইত্যায়া।
হাতে হইতে মনি কাড়্যা নিলা জত্নরায়॥
তা দেখিয়া জাম্বুবান ভালুকের ইস্বর।
কৃষ্ণের সহিতে জুর্দ্ধ করে ঘোরতর॥
এহিরূপে জুর্দ্ধ অষ্টবিংসতি দিবস।
তবে জাম্বুবান কিছু হইলা অবস॥
অবস হইয়া বির ভাবে মোনে মোনে।
মোরে পরাজয় করে কে আছে এমন॥
ত্রিভূবনে কেবা আছে আমার সোমান।
নিশ্চয় জানিলু য়েহি প্রভূ ভগবান॥
করিল অসেস স্তব প্রভূ গদাধরে।
জাম্বুবতি নামে কন্যা বিভা দিলা তারে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন ও জাম্ববতীর বিবাহ

ধানশী রাগ

দ্বাদস দিবস হরি গেলেন নির্ম্ময় করি
না আইলা দ্বাদস দিবসে।
জত সন্য সেনাগন হইয়া নৈরাস মোন
ঘরে আসি কহিলা বিশেষে॥
সুনিয়া বাড়িল দারুন সোক
কৃষ্ণ বলি বসুদেব কান্দে।
দৈবকি জননী তার ....
শ্বঘনে ডাকিয়ে স্যামচান্দে॥
ডাকি আনি কহে সব বিধি মহৎসব
চণ্ডীকা স্থাপন কৈলা ঘটে।
পুজি গৌরি ত্রিলোচন বর মাঙ্গে সর্ব্বজন
রাখ কৃষ্ণ বিসম সংঙ্কটে॥
ই তিন ভূবন দাতা তুমিগো অভয়া মাতা
ক্রপা করি হও বরদায়।
কৃষ্ণ আসিবেন ঘরে নানা বলি উপহারে
পুজিব তোমার রাঙ্গা পায়॥
এহিরূপে লোকজোন পুজে গৌরি ত্রিলোচন
কান্দে বসু ধরিয়া ধরনি।
ফুকরি দৈবকি কান্দে কেসপাশ নাহি বান্ধে
তার তরে বোলেন রুক্কীনি॥
না কান্দ না কান্দ আর অমঙ্গল নাহি তার
কুশলে আছেন ভগবান।
নাচে মোর বাম আখি সব সুমঙ্গল দেখি
ভূজে সঙ্খ দেখি দিপ্তমান॥
ললাটে সিন্দুর মোর অধিক করেছে ওর
কদাচ নাহিক অলক্ষন।

স্থনরে ভকত লোক ত্বর কর ত্বঃখ সোক
এখনি আসিবে ভগবান ॥
ওথা প্রভূ ভগবান সম্ভাসিয়া জাম্বুবান
সঙ্গে করি নিলা জাম্বুবতি।
সমন্তক মনি লয়া মনে আনন্দিত হইয়া
দ্বারকা আইলা শিগ্র গতি ॥
দ্বারকা আসিয়া হরি পঞ্চজন্য সঙ্খ পুরি
স্থনিল সকল লোকজন।
ধায় লোক লাখে লাখে কৃষ্ণ আইল বলি ডাকে
মৃত জেন পাইলা জিবন ॥
দৈবকি রূহিনি তবে আনন্দিত হইয়া সভে
পুত্রবধু গ্রীহেত আনিলা।
আনন্দে নাহিক ওর সভে মেলি প্রেমে ভোর
বিপ্র পরুসরামেত রচিলা ॥

সত্যভামার বিবাহ ও সত্রাজিত বধ

স্থই রাগ

সত্রাজিতেক আনাইলা দৈবকিকুমার।
মোন দিয়া স্থন কহি সকল সমাচার ॥
এত অপবাদ হইয়াছিল আমা দিয়া।
জাহা ইৎসা তাহা কর মনি জাও লইয়া ॥
তবে সত্রাজিত বড় লজ্যিত অন্তরে।
সর্ত্তভামা কন্যা বিভা দিলা গদাধরে ॥
নানা বাদ্য মহর্ছ্ব জয় জয় ধ্বনি।
সর্ত্তভামাক বিভা কৈলা দেব চক্রপানি ॥
সেই সমন্তক মনি লইয়া সত্রাজিত।
কৃষ্ণেক দিলেন তাহা কন্যার সহিত ॥

মনি পাইয়া কহেন কৃষ্ণ সত্রাজিতের তরে।
য়েহি সমন্তক মনি থাকুক তোমার ঘরে॥
সর্ত্তভামার গর্ভে তবে জে হয় তনয়।
য়েহি সমন্তক মনি তার জেন হয়॥
য়েতেক বলিয়া মনি থূইলা তার ঘরে।
বলরাম সঙ্গে গেলা হস্তিনানগরে॥
পঞ্চভাই জুধিষ্টীর আছেন জে রিতে।
কৌতুকে আছেন কৃষ্ণ তা শভার সাথে॥
এথা ক্রুতব্রর্ম্মা অক্রুর তুই জন।
শতধনুকে ডাকিয়া আনি কহিলা কারন॥
স্থন স্থন শতধনু বলি যা তোমারে।
সর্ত্তভামাক সত্রাজিত দিল গদাধরে॥
আমা সভাকারে দেখ নাহি করে মান।
সত্রাজিতেক কাটী আইজ মনি কাড়ি আন॥
এতো স্থনি শতধনু কুপীল অন্তরে।
রাত্র সেসে প্রবেশিলা সত্রাজিতের ঘরে॥
পালঙ্গে স্থইয়া নিদ্রা জায় সত্রাজিত।
খড়্গেত তাহার সির কাটীল তুরিত॥
সমস্তক মনি লইয়া আইলা বাহিরে।
জাগীল বাড়ির লোক কান্দে উর্চ্চস্বরে॥
হাহা পীতা বলি সর্ত্তভামা দেবি কান্দে।
সোকাকুলি অচেতন কেস নাহি বাধে॥
কার সৌত্র ছিলা পীতা কে ইহা করিল।
কে মোর পীতারে কাটি মনি কাড়ি নিল॥
তবে দেবী সর্ত্তভামা পীতারে লইয়া।
তৈল দ্রতো করিয়া তনু রাখিলা বাধিয়া॥
কাদিয়া আকুল দেবী চাপী পুস্পরথে।
হস্থিনানগরে গেলা কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥

জাইয়া কৃষ্ণের কাছে করেন রোদন।
বাপেক কাটীয়া মনি নিল কোনজন॥
করুনাসাগর হরি য়েতেক স্থনিয়া।
কান্দিতে লাগীল সর্ত্তভামা মুখ চাইয়া॥
অন্তরে জানিলা সভ প্রভূ ভগবান।
শতধনুর এহি কর্ম্ম ইথে নাহি আন॥
বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ বিদায় হইয়া।
দ্বারকা আইলা সর্ত্যভামা সঙ্গে লইয়া॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা সর্ব্বপাপ নাশা।
গান বিপ্র পরুসরাম গোপাল ভরশা॥

শতধন্বা বধ ও বলরামের সন্দেহ

ধানশী রাগ

জন্থরাজা নাবেরে স্থন্দর জন্থমনি। ধুয়া
আসিয়া দ্বারকাপুরি প্রভূ ভগবান।
শতধনু কাটীবারে কোপে কম্পমান॥
তা স্থন্যা শতধনু প্রমাদ গুনিয়া।
ক্রতব্রম্মা অক্রূরেক কহিল আসিয়া॥
তোমাদের জুক্তিতে আমি করিলু এমন।
কৃষ্ণ সঙ্গে জুর্দ্ধ আইস করি তিনজন॥
অক্রুর বোলেন তুমি বড়ই গোয়ার।
কৃষ্ণ সঙ্গে জুদ্ধ করে এতো সক্তি কার॥
জর্ম্মীয়া দুগ্ধের হরি বিসস্তন পানে।
পুতুনাকে বধিয়াছিল স্থনিয়াছি কানে॥
প্রথিবির ভার জতো সভ কৈল ক্ষয়।
কৃষ্ণের সহিতে জুদ্ধ এহ নাহি হয়॥

এতো সুনি শতধনু প্রমাদ গুনিয়া।
অক্রুরের গায়ে মনী দিল ফেলাইয়া॥
অস্মে আরোহন করি পালাইয়া জায়।
রথে করি পাছে পাছে রামকৃষ্ণ ধায়॥
এক দৌড়ে গেলো অস্ম সতেক জোজন।
তারপর পড়ে অস্ম তেজিয়া জিবন॥
পরিয়া রহিল সেহি মিথিলা নিকটে।
অতপ্পর শতধনু পড়িল সংঙ্কটে॥
পদব্রজে শতধনু পালাইয়া জায়।
দাবড়াইয়া তাহারে ধরিলা জদুরায়॥
সুদরসন চক্রে তাহাক কাটীলা শেহিখানে।
তার ঠাঞী মনী না পাইলা নারায়নে॥
আসিয়া কহিল কৃষ্ণ বলরামের ঠাঞী।
শতধনু কাটীলাম মনি নাহি পাই॥
সন্দেহ হইল কিছু বলরামের মনে।
মনি পাইয়া কৃষ্ণ মোখে না দেখাইল কেনে॥
লুকাইয়া রাখিল মনি সর্ত্তভামার তরে।
ধন লোভে মনী কৃষ্ণ না দেখাইলা মোরে॥
এহি বলি বলরাম বুঝি নিজ মনে।
কৃষ্ণেকে বলিলা জাও দ্বারকা ভূবনে॥
করগা মনির তর্ত্ত প্রতি ঘরে ঘরে।
আমি বেন জাই বেলা মিথিলা নগরে॥
মিথিলার রাজা শেহি জনক নৃপতি।
তিনি য়ামার সিস্ত হয় জাব অমি তথি॥
এতো বলি দুই দেশে চলিলা দুই ভাই।
জনকের ঘরে গেলা ঠাকুর বলাই॥
গদা শীক্ষা সুযোধন করিলা তথাই।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত সুন সর্ব্ব ভাই॥

স্তমস্তক মণি লইয়া অক্রূরের পলায়ন

সুহই রাগ

শতধনু মারিয়া ঘরে আইলা ভগবান।
তাহা স্তনি অক্রূরের উড়িল পরান॥
পলাইল অক্রুর লইয়া শেহি মনি।
না পাইলা মনির তর্ত্ত প্রভূ চক্রপানি॥
তবে প্রভূ ভগবান বিসাদ হইয়া।
সত্রাজিত সস্তুরের কৈল উর্ধক্রীয়া॥
এহিরূপে কথোদিন দ্বারকা নগরে।
অনেক উৎপাত হয় নগরো ভিতরে॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে জাইয়া কহে লোকজন।
স্তন স্তন কৃষ্ণচন্দ্র ভকতো বৎসল॥
অক্রুর অভাবে হয় এতো অমঙ্গল।
শ্বফল্কের তনয় অক্রুর মহাজন॥
মন দিয়া স্তন কিছু তার বিবরন।
অনাবিষ্টী কাসিপুরে দ্বাদস বৎসর॥
য়েহি হেতু কাশী রাজা দুঃখীত অন্তরে।
নিজ কন্যা বিভা দিলা শ্বফল্কের তরে॥
হেন শ্বফল্কের পুত্র অক্রুর মহামতি।
সমস্তক মনি লয়া থাকিল গৈ কতি॥
এহি হেতু দ্বারকাতে এতেক উৎপাত।
অক্রূরেক দেশে আনো প্রভূ জগন্নাথ॥
এতেক স্তনিয়া কৃষ্ণ জানিলা বিশেষ।
তর্ত্ত করি অক্রুরেক আনিলেন দেশ॥
অক্রুর আনিয়া কৃষ্ণ ডাকিলা সভাকারে।
করিয়া উত্তম সভা কহে গদাধরে॥
স্তনরে সকল লোক মোর এক কথা।
মনি পাইয়া অক্রুর রাখিয়াছেন কোথা॥

মনি হেতু অপবাদ হইল আমা দিয়া।
প্রত্তয় না জান মোর বলরাম ভাইয়া॥
তিনি কন মনি কৃষ্ণ না দেখাইল মোরে।
লুকায়া রাখিল মনি সর্ত্তভামার তরে॥
সর্ত্তভামা কহে কৃষ্ণ মোরে ভাড়াইল।
আমারে বঞ্চিয়া মনি বলরামেক দিল॥
উভয় সংঙ্কটে আমি বিপাকে টেকিলু।
অক্রুরের ঠাঞী মনি এবে শে জানিলু॥
বাহির করহ মনি সভা বির্দ্যমানে।
দেখাইয়া রাখ মনি আপনার স্থানে॥
স্থনিয়া অক্রুর এতো কৃষ্ণের আক্ষান।
বাহির করিলা মনি সভা বিদ্যমান॥
দেখাইয়া পুনর্ব্বার রাখিলা জতনে।
অপবাদ মুক্ত হইলা প্রভূ নারায়ন॥
মনি হরনের কথা স্থন সর্ব্বজনে।
কলঙ্ক না হয়ে তার ভারত ভূবনে॥
মিথ্যা অপবাদ কভূ না হয় তাহা দিয়া।
দিজ পরুসরামে গান গোপাল ভাবিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ

বড়ারি রাগ

একদিন সেনাগন লয়া গদাধরে।
সাত্যকি সমেতে গেলা হস্তিনানগরে॥
ধর্ম্মপুত্র জুধিষ্টীর দেখি নারায়নে।
আনন্দের নাহি সিমা ভাই পঞ্চজনে॥
রথে হইতে নাবি কৃষ্ণ দৈবকিকুমার।
জুধিষ্টীরের চরনে করিলা নমস্কার॥

তবে প্রনমিলা কৃষ্ণ ভীমের চরনে।
অর্জ্জুনের সহিতে করিলা আলিঙ্গনে ॥+
তবে ত নকুল সহদেব দুইজনে।*
তারা আশী প্রনমিলা কৃষ্ণের চরনে ॥*
তবে ত দ্রৌপদি আইলা লর্জ্জিত অন্তরে।
ইসদ হাসিয়া প্রনমিলা গদাধরে ॥
তবে তো কৃষ্ণের পীসাই[১] কুন্তী ঠাকুরানি।
তাহারে প্রনাম কৈলা প্রভু চক্রপানি ॥
জুধিষ্টীর বোলেন আমি বড় ভাগ্যবান।
মোর ঘরে উপস্থিত প্রভু ভগবান ॥++
এহিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র হস্তিনানগরে।
চারি মাসো বরিসা আছিলা গদাধরে ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের সঙ্গে।
মৃগয়া করিতে বোনে প্রবেসিলা রঙ্গে ॥
গহন কাননে জায়া করিলা প্রবেস।
ব্যাঘ্র হরিন আদি বধিলা বিশেষ ॥
ধরিলা অনেক পসু বোনের ভিতরে।
কান্ধে ভারে মাংস বহে জতেক কিঙ্করে ॥
শ্রান্তজুক্ত হইলা কৃষ্ণ ত্রষ্টাতে বিকল।
জমুনার তিরে জাইয়া পান কৈল জল ॥
জলপান করিয়া অর্জ্জুন ভগবান।
আচম্বিতে দিব্যকন্যা দেখে বির্দ্যমান ॥
পরম সুন্দরি কন্যা সুর্য্যের নন্দিনি।
কৃষ্ণপদ ভাবিয়া থাকেন একাকিনি ॥

+ এই চরণের পরিবর্ত্তে—পরম কৌতুকেতে মিলীলা দুইজনে ॥
* এই পদ নাই
১ পিসি
++ এই চরণের স্থলে—নয়ানে দেখিল প্রভু কমল বয়ান ॥

তা দেখি বোলেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের তরে।
কে বটে সুন্দরি কন্যা জিজ্ঞাস সর্ত্তরে॥
জাইয়া অর্জুন কহেন কন্যার সাক্ষাতে।
কে তুমি কাহার কন্যা আইলা কোথা হইতে॥
কিবা ইৎসা করো মোনে কহো দেখি সুনি।
হেন বুঝি স্যামি চাইয়া ফিরো য়েকাকিনি॥
তা সুনি বোলেন কন্যা অর্জ্জুনের তরে।
সুর্য্যের নন্দিনি আমি থাকি একেস্যরে॥
কালিন্দী আমার নাম আমি সে জমুনা।
কৃষ্ণ মোর স্মামি হবে এহি শে ভাবনা॥
কৃষ্ণপদ বিনে আমি অন্য নাহি জানি।
অবষ্য আমার স্যামি হবে চক্রপানি॥
পীতা মোরে রাখিয়া গীয়াছে এহি বোনে।
এহিখানে পাবে দেখা প্রভূ নারায়নে॥
সুনিঞা অর্জুন আসি কৃষ্ণেক কহিল।
ক্রেপা করি কৃষ্ণ তারে রথে তুলি নিল॥
হস্থিনানগরে আসি দিলা দরসন।
তারপর কালিন্দীরে তুলি নিজ রথে।
দ্বারকাতে আইলেন প্রভূ জগন্নাথে॥
কালিন্দিকে বিভা কৈলা প্রভূ নারায়ন।
পরুস দিজে ইহা করিলা রচন॥
দ্বারকা আসিয়া বিভা কৈলা নারায়ন।
তারপর কহি কিছু বিভার কথন॥
বিন্দ অনুবিন্দ নামে দুই সহোদরে।
রাজা বিদুরের পুত্র অবন্তি নগরে॥
বিদিরি নামেত তার আছিলা ভগিনী।
তাহার কন্যা মিত্রবিন্দা শেহি পরম সুন্দরী॥

সয়ম্বরে কৃষ্ণ তারে আনিল হরিয়া।+
নগ্নজিৎ নামে রাজা কোসলের পতি।
পরম ধার্ম্মীক রাজা কৃষ্ণপদে মতি॥
সত্যা নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
তাহাকে করিলা বিভা দেব চক্রপানি॥
নগ্নজিৎ রাজা বড় আনন্দিত মোনে।
সত্যা কন্যা বিভা দিল প্রভূ নারায়নে॥++
সোল সহশ্র হস্তি দিল নৃপ মহাবল।
হস্তির সতেক গুন রথ কৈল দান॥
রথের সতেকগুন অশ্ব মোনহর।
অশ্বের সতেক গুন দিলেন নফর॥
এতো দির্ব্ব পাইলা কৃষ্ণ সস্বুরের ঘরে।
বিবাহ করিয়া আইলা দ্বারকা নগরে॥
শ্রুতকীর্ত্তি নামে বসুদেবের ভগীনি।
ভদ্রা নামে কন্যা তার পরম কামিনি॥
কেকৈ দুহিতা ভদ্রা পরম সুন্দরি।
তাহাকে কহিলা বিভা ঠাকুর শ্রীহরি॥*
অষ্ট মহিসি বিভা য়েহিরূপে হৈল।
অমৃত হরিয়া জেন গরুড়ে আনিল॥
তারপর কৃষ্ণচন্দ্র নরক বধিল।
সোল সহশ্র য়েকসতো বিভা প্রভূ কৈল॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত চরণ—
মিত্রবিন্দা বিভা কৈলা আনন্দিত হয়া॥
++ ইহার অতিরিক্ত পদ—
সোলো সহশ্র ধেনু কৃষ্ণে দিলা মহামতী।
দাসি কর‍্যা দিলা তিন হাজার জুবতী॥
* ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
মদ্রাধিরাজার কন্যা লক্ষনা সুন্দরি।
সয়ম্বরে বিভা তারে করিলা শ্রীহরি॥

এতেক বলিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাঞী করি নিবেদন।
কিরূপে নরকে রাজা বধিল শ্রীহরি।
কিরূপে করিলা বিভা এতেক সুন্দরি॥
করিল নরক রাজা কোন অপরাদ।
সুনিব য়েসব কথা মনে আছে সাধ॥
সুকদেব বোলে রাজা করো অবধান।
ভূমিপুত্র নরক রাজা বড় বলবান॥
অতি দুষ্টসিল সেই না মানে দেবতা।
বল করি কাড়ি নিল বরূনের ছাতা॥
সকল দেবের মাতা অদিতি সুন্দরি।
কর্ন্নের কুণ্ডল তার নিল ছল করি॥
নরকের ভয়ে ইন্দ্র হৈয়া কম্পমান।
আসিয়া কহিলা ইন্দ্র জথা ভগবান॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা সুন সর্ব্বজনে।
বিপ্র পরূসরামে গান গোবিন্দ চরনে॥

আরে আমার হরি বড় দয়ার সাগর। ধুয়া
গরূড়ে চাপীয়া কৃষ্ণ সঙ্গে সর্ত্তভামা।
চলিলেন ভগোবান কে দিবে উপমা॥
কৌতুকে চলিলা কৃষ্ণ নরক বধিতে।
প্রবেশ করিলা হরি অতি সিগ্রপথে॥
নরক নগরে প্রবেসিলা চক্রপানি।
কৌতুকে করিলা হরি পঞ্চজন্যর্দ্ধনি॥
মুরাসুর আদি দর্ত্ত পুরি আগুলিয়া।
গড়খাইএর জলে বির রহিছে পড়িয়া[১]॥

১ সুতিয়া

পঞ্চজন্যর্দ্ধনি সুনি কোপে কম্পমান।
জলে হইতে মহাবির করিল উত্থান॥
পঞ্চ সিরে পঞ্চঝুটী বাধিয়া জতোনে।
ত্রিসুল লইয়া হাতে ধায় ক্রোধ মনে॥
পঞ্চমুখে জায় বির কৃষ্ণ গীলিবারে।
তক্ষক সাজিল জেন গরূড় উপরে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র লাগীলা হাশীতে।
সুদরশন চক্রে তারে কাটিলা তুরিতে॥
মুরাসুর বধ কৈলা মুকুন্দ মুরারি।
সপ্তপুত্র আইল তার মহাক্রোধ করি॥
চক্ষুর নিমিশে তাহা বধিলা শ্রীহরি।
সুনিয়া নরক রাজা গর্জিলা আপনে॥
আসিয়া দেখেন কৃষ্ণ গরূড় উপরে।
সর্ত্তভামা সঙ্গে কৃষ্ণ সুভিত সুন্দরে॥
সুর্য্যের নিকটে জেন জলদের ঘটা।
তার মদ্ধে দেখে জেন বিদ্যুতের ছটা॥
দেখিয়া নরক রাজা করে অনুমান।
জে হউক সে হউক আজি করিব সংগ্রাম॥
এতো বলি নরক রাজা কহে মার মার।
কৃষ্ণের সহিতে জুদ্ধ করিল আপার॥
গরূড়ের পাক সাটে হস্তি ঘোড়া জতো।
রথ রথি পদাতিক সব হইল হতো॥
সর্ত্তভামা সঙ্গে কৃষ্ণ গরূড়ে চাপীয়া।
কৌতুকে ফিরেন প্রভূ সংগ্রাম করিয়া॥
তবেতো নরক রাজা ত্রিসুল লইয়া।
কৃষ্ণেক মারিতে আইসে অতি ক্রোধ হইয়া॥
কৃষ্ণ বোলেন সর্ত্তভামা আজ্ঞা করো তুমি।
সুদরসনে নরকের মাথা কাটি আমি॥

সর্ত্তভামা বোলে প্রভূ কি জিজ্ঞাসো মোরে।
সিগ্রগতি নরকেরে কাট গদাধরে॥
ততক্ষনে নিলা কৃষ্ণ চক্র সুদরসন।
নরকের মাথা যে কাটিলা নারায়ণ॥
পাপদর্ত্ত নরকের হইল মরন।
উদ্ধবাহু করি নাচে এ তিন ভূবন॥
অদিতির কুণ্ডল আর বরূনের ছাতা।
লইয়া আইলা ভূমি নরকের মাতা॥
নরকরাজার পুত্র সঙ্গেতে করিয়া।
কৃষ্ণের চরনে ভূমি পড়ে লোটাইয়া॥
ছত্র কুণ্ডল লও প্রভূ গদাধর।
অনাদি অনন্ত তুমি সভাকার পর॥
পীতিরিহিন[১] বালোকের খেম অপরাধ।
নরকের পুত্রেক প্রভূ করো আসির্ব্বাদ॥
সুনিয়া ভূমির স্তব প্রভূ ভগবান।
নরকের পুত্রেক অভয় দিলা দান॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

সিন্ধুড়া রাগ

নরকের গ্রীহে হরি কৌতুকে প্রেবেষ করি
চতুর্দ্দিগে চান গদাধরে।
সোল সহশ্র সতো কন্যা রূপে গুনে অতি ধন্যা
আনিয়া রাখিয়াছে নিজঘরে॥
তারা সব কৃষ্ণ দেখি অনিমিখ হইয়া আখি
নিরখএ দৈবকিকুমার।
সভে করে অনুমান য়েহি প্রভূ ভগবান
স্যামি হন আমা সভাকার॥

১ পিতৃহিন

তা সভার চিত্ত মোন বুঝি প্রভূ নারায়ন
ক্রেপা কৈলা তাহা সভাকারে।
সোল সহশ্র সতো নারি রথে আরহন করি
পঠাইলা দ্বারকা নগরে ॥
তবে সর্ত্তভামা সঙ্গে গরূড়ে চাপীয়া রঙ্গে
চলিলেন ভকতো বর্ছল।
জাইয়া অমরাবতি বরূনেরে দিলা ছাতি
অদিতিরে দিলেন কুণ্ডল ॥
তবে প্রভূ দেবরায় ধরিয়া কৃষ্ণের পায়
আনন্দিত জতো দেবগনে।
সর্ত্তভামা কন হরি এক নিবেদন করি
পারিজাত ব্রক্ষ আন সন্নিধানে ॥+
উপাড়িয়া পারিজাত নিঞা জান জগন্নাথ
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরা গুঞ্জরে।*
সর্ত্তভামাক সঙ্গে করি পারিজাত লইয়া হরি
আইলা প্রভূ দ্বারকা ভূবনে ॥*
জতেক দেবতা সব নানা বিধী করে স্তব
তবে পারিজাত দিলা হরি।

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
পুর্ব্বে নারদের বোলে ছিলা প্রভু কোপানলে
বন্ধ সত্যভামার পিরিতে।
দেবে পরাজয় করি পারিজাত হর‍্যা হরি
আনে প্রভু দারকা নগরে ॥
পুরি য়ামদিত হইল পারিজাত য়ারোপিল
সত্যভামার পুষ্প উত্থানে।
তবে প্রভু স্বররায় ধরিয়া কৃষ্ণের পায়
আনন্দিত জতো দেবগনে ॥

* এই পদগুলি নাই

পারিজাত ব্রক্ষ পাইয়া মোনে আনন্দিত হইয়া
সর্ব্বদেব গেলা সর্গপুরি ॥
শ্রীভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার পোথা
স্নুনহে বৈষ্ণব পরায়ন ।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরাম করিলা রচন ॥

পারিজাত হরণ কথা

স্নুই রাগ

বড়রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধুয়া*
পারিজাত হরন কথা স্নুন য়েকচিত্তে ।
সংখেপে কহি যে কিছু ভাগবত মোতে ॥
তারপর কহি কিছু হরিবংস মোত ।
একচিত্তে স্নুন ভাই ভক্তগন জতো ॥
অমৃতো সন্দেষ[১] কথা পারিজাত হরন ।
স্নুনিলে হইবে লোক কৃষ্ণপরায়ন ॥
একদিন নারোদ কৃষ্ণের গুণ গাইয়া ।
চলিলা অমরাপুরি বিনা বাজাইয়া ॥
কিবা সে বিনার গান পাসান মিলায় ।
ভাবে গদোগদো মনি ধিরে[২] ধিরে[২] জায় ॥
আপনার গানে মনি আপনী বিভোল ।
সঘনে গোবিন্দ গায় বোলে হরিবোল ॥
টলমল করি চলে পুলকিত অঙ্গ ।
লোমাঞ্চ হইয়া চলে প্রেমের তরঙ্গ ॥
হেনমতে গেলা মুনি ইন্দ্রের সভায় ।
নারোদ দেখিয়া দাড়াইলা স্নুররায় ॥

১ সদৃষ ২-২ ঢুলি চলি

আইস আইস বলিয়া করিল বহু মান।
ইন্দ্রের সভায় মনি বিনা জন্ত্র গান॥
অমৃতো বিনার গান প্রবেসিল চিত্তে।
ভাবে গদগদ ইন্দ্র সচির সহিতে॥
তুষ্ট হইলা ইন্দ্ররাজা নারদের গানে।
নারদেক কি দিব বলি ভাবে মোনে মোনে॥
অনুগ্রাহি নহে মনি মহাতপময়।
নারদের জুগ্য য়েহি পারিজাত হয়॥
য়েতেক বিচার ইন্দ্র ভাবিয়া অন্তরে।
পারিজাত মালা দিলা নারদের গলে॥
তুই হস্ত পাতি মালা নিলা মনিবরে।
মালা হাতে করি মনি ভাবেন অন্তরে॥
আপনে পরিব মালা ইহা উচিত নয়।
এহি সে মাল্যের জুগ্য কৃষ্ণমহাশয়ে॥
এতেক বলিয়া মনি পারিজাত লইয়া।
বৈকন্ট ভূবনে গেলা বিনা বাজাইয়া॥
সিংঙ্গাসনে কৃষ্ণচন্দ্র রূক্কীনি সুন্দরি।
কৌতুকে তুইজনেতে খেলেন পাশা সারি॥
হেনকালে নারদ হইলা উপস্থিত।
দেখিয়া হরিস কৃষ্ণ রূর্ক্কীনি সহিত॥
হাতে ধরি নারোদেক বসান নারায়ন।
কহো কহো নারোদ মনি কোথা আগমন॥
নারোদ বোলেন কৃষ্ণ নিবেদন পাই।
করিলু অনেক গান ইন্দ্রের সভায়॥
তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র মোরে দিলা পারিজাত।
বুঝিলাম মাল্যের জুগ্য প্রভু জগন্নাথ॥
এহি হেতু আইলাম বৈকন্টভূবন।
পারিজাত মালা নেহ প্রভু নারায়ন॥

এতো বলি নারোদ কৃষ্ণেরে মালা দিলা।
দুই হস্ত পাতি প্রভূ পারিজাত নিলা॥
রূর্ক্কিনির কেশে তাহা বাধিলা জতোনে।
এক দিষ্টে চান কৃষ্ণ রূর্ক্কীনির পানে॥
কাঞ্চন মুরতি জিনি রূর্ক্কীনি সুন্দরি।
ঝাপীয়া[১] কোনকলতা সুভিত[২] কবরি॥
দিবাকর চাপীয়াছে[৩] নবঘন আভা।
তথী পারিজাত মালা অপরূপ সোভা॥
রূক্কীনির রূপেত মুহিত গদাধরে।
বিপ্র পরূসরামে গান গোপালের বরে॥

বসন্ত[৪] রাগ

রূক্কানিরে পারিজাত দিলা নারায়নে।
দেখিয়া নারোদ মনি ভাবে মোনে মোনে॥
কৃষ্ণ অঙ্গে মালা দিব এহি মোনে ছিল।
হেন মালা কৃষ্ণচন্দ্র রূর্ক্কীনেক দিল॥
ভালো হইল ইথে মোর বাড়িল আনন্দ।
সর্ত্তভামাক দিয়া আইজ লাগাইব দন্দ॥
এতো ভাবি বিদায় হইলা মনিবর।
বিনা বাজাইয়া গেলা দ্বারকা নগর॥
সর্ত্তভামা জেখানেত আছেন বসিয়া।
ডাকেন নারোদ মনি দ্বারেত জাইয়া॥
কি করোহ সর্ত্তভামা বসি নিজ ঘরে।
এতদিনে কৃষ্ণচন্দ্র বর্জীলা তোমারে॥
কৃষ্ণের প্রীয়োশী তুমি জানিছিলাম মনে।
বিধাতা তোমারে বাম হইল এতোদিনে॥

১ পরিয়া ২ সোভিত ৩ ঝাপিয়াছে ৪ তুরি

সর্ত্তভামা বোলে মনি কহো সমাচার।
কি দোশে ছাড়িলা মোরে দৈবকিকুমার॥
মনি বোলে শে কথা কহিবো আর কতো।
কী কহিতে কিবা[১] হয় না জানি বিত্তান্ত[১]॥
স্থনিলে বাড়িবে দুঃখ সে সকল কথা।
সবিশেষ কার্য্য আছে জাবো আমি তথা॥
সর্ত্তভামা বোলে মনি বড়ই চঞ্চল।
কি[২] হেতু ছাড়িলা প্রভূ[২] সত্য করি বোল॥
মনি বোলে কহি তবে স্থন য়েকমনে।
গীয়াছিলু আজি আমি ইন্দ্রের ভূবনে॥
করিলু অনেক গান ইন্দ্রের সাক্ষাত।
তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র মোখে দিলা পারিজাত॥
হস্ত পাতি নিলু মালা পারিজাত পাইয়া। +
কৃষ্ণেকে দিলাম তাহা বৈকণ্ঠেত জায়া॥
দুই হস্ত পাতিয়া মালা নিলা নারায়নে।
রূক্কিনির কেসে তাহা বাধিলা জতনে॥
কাঞ্চন মুরূতি জিনি রূর্কীনি স্থন্দরি।
ঝাপীয়া কোনক লতা কস্তব[৩] কবরি॥
দিবাকর ঝাপী জেন নব ঘনো আভা।
তথী পারিজাত মালা করিয়াছে সোভা॥

১-১ কি বলিব হবে একসত   ২-২ পায়ে পড়ি কি কহিলে
+ এই চরণের পরিবর্ত্তে—পারিজাত পায়া য়ামি ভাবিলাম মনে।
সত্যভামায় ভালোবাসেন প্রভূ নারায়নে॥
এই মালা দিব লয়া প্রভূ গদাধরে।
কৃষ্ণ পায়া দিবেন মালা সত্যভামার তরে॥
এত বলি গেলাম সেই পারিজাত লয়া।
৩ সোভিত

রুক্কিনির রূপেতে মুহিত গদাধরে।
তেকারনে মালা দিলা রুক্কিনির তরে॥ *
এতো স্থনি সর্ত্তভামা দিলেন উত্তর। *
কোন বস্তু[1] পারিজাত কিবা দুঃখ তার॥
মনি বোলে সর্ত্তভামা না জানো কারণ।
পারিজাতের গুণ কিছু মোন দিয়া স্থন॥
বৃদ্ধলোকে পরে জদি জৌবন তার হয়।
জুবকে পরিলে থাকে তেমতি সদায়॥
কতো কতো ইন্দ্রপাত হয় বারে বারে।
পারিজাতের গুণে দেখ সচী নাহি মরে॥
সর্ত্তভামা বোলে শে কেমন পারিজাত।+
এহি হেতু জিয়ে সচি ইন্দ্রের হয় পাত॥
এতো স্থনি সর্ত্তভোমা হইলা অতি মাণী।
হেন পারিজাত মালা পাইল রুক্কীনি॥
রুক্কিনির বশ হইলা প্রভূ ভগবান।
পারিজাত বিনে আমি না রাখিব প্রাণ॥
বিপ্র পরুসরামে বোলে স্থন ভক্ত সব।
এতোক্ষনে নারোদের বাড়িল আনন্দ॥

* এই দুই চরণের স্থলে—অন্তরে জানিলাম কৃষ্ণ বৈমুখ তোমারে॥
সত্যভামা কন মুনি বড়ই কৌতুক।
ইহাতে জানিলা কৃষ্ণ হইলা বৈমুখ॥
পরম তপস্বি মুনি বড়ই উদার।

১ রত্ন

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—
সচি নাহি মরে ইন্দ্র মরে কি কারন॥
মনি বোলে ইন্দ্ররাজা বিস্বয় বিভোলে।
কৃষ্ণেরে না দিয়া মালা পরে নিজ গলে॥
কৃষ্ণে নিবেদিয়া সচি পরে পারিজাত।

কোথা গেইলে পাবো স্যামি জিবন আমার। 　ধুয়া
কান্দে দেবি সর্ত্তভামা ছাড়িয়া নিস্মাষ।
কি লাগী ছাড়িলা মোরে প্রভু শ্রীনিবাস ॥
সোল সহশ্র অষ্ট[১] সতো প্রভূর রমনি[১]।
সভা হইতে মোরে ভালোবাশে চক্রপানি ॥
আইজ কেনে মোরে প্রভূ হইলা বৈমুখ।
যুবতি[২] রুক্কীনি মোরে দিল এতো দুঃখ ॥
রুক্কিনির জোগে প্রভূ হইলা বিবস।
দেসে দেসে তোমার হইবে অপজষ ॥
ব্যাধের শরেতে জেন কাতোর হরিনি।
ধুলায় লোটায়া কান্দে সর্ত্তভামা রানি ॥
আকুল কুন্তলভার না পরে বশন।
ক্ষনে কৃষ্ণ বৈলা কান্দে ক্ষনে অচৈতন ॥
মরগো রুক্কীনি তোর হউক বজ্রাঘাত।
ঔশধে ভূলাইলা তুমি মোর প্রাননাথ ॥
পারিজাত পাইয়া তোর বাড়িল গরিমা।
পারিজাত বঞ্চিত হইল সর্ত্তভামা ॥
সর্ত্তভামা মহাদেবি হইলা অভিমানি।
হেন পারিজাত মালা পাইল রুক্কিনি ॥
তা দেখি নারোদ মনি আনন্দীত মোনে।
কৃষ্ণকে কহিতে গেলা বৈকুণ্ট ভূবনে ॥
নারোদেকে দেখিয়া জিজ্ঞাসে নারায়নে।
কহো মনি মহাশএ পুনর্ব্বার কেনে ॥
নারোদ বোলেন কৃষ্ণ কী করো বসিয়া।
সর্ত্তভামা প্রান ছাড়ে ঝাটে দেখ সিয়া ॥

১-১ এক সতো য়ষ্ট রমনি　　২ জোগবতি

কৃষ্ণ বোলেন মনি কহো কিবা সমাচার।
কি দোসে ছাড়িল প্রান কিবা হইল তার ॥+
এতো সুনি কৃষ্ণ আইলা রুর্কীনিরে লইয়া।
দ্বারকা আইলা কৃষ্ণ গরুড়ে চাপীয়া ॥
পাছে পাছে আইলা নারোদ মনিবরে।
সর্ত্তভামার রঙ্গ[১] মনি[১] দেখিবার তরে ॥
রুর্ক্কিনির ঘরে কৃষ্ণ থুইয়া রুর্ক্কিনি।
সর্ত্তভামার কাছে আইলা প্রভূ চক্রপানি ॥
অভিমানি সর্ত্তভামা পড়ি কোপানলে।*
দুই হস্তে কৃষ্ণ তার বাধেন কবরি।
বসিলেন কৃষ্ণ সর্ত্তভামা লইয়া কোলে।
চাঁদমুখের ঘাম প্রভূ মুছান আচোলে ॥
অচৈতন সর্ত্তভামার নাই বহে স্বাস।
আপন বসনে কৃষ্ণ করেন বাতাস ॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

মনি বোলেন পারিজাত পাইলা রুক্কিনি।
এ কথা স্থনিয়া দেবি হইলা মানিনি ॥
হাসিতে লাগিলা কৃষ্ণ একথা স্থনিয়া।
সেখানে কেনে গিয়াছিলা মোর মাথা খায়া ॥
মুনি বোলে জাই য়ামি তির্থ দরসনে।
সত্যভামা দেখা পাবে জানিব কেমনে ॥
মোরে দেখি সত্যভামা ডাকিলা সত্তরে।
কোথা গিয়াছিলা বলি জিজ্ঞাসিলা মোরে।
য়ামি তারে কহিলাম সকল সমাচার।
কেমনে জানিব এত য়নুরাগ তার

১-১ মানভঙ্গ

* ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

দুই হস্ত ধরি প্রভু তারে নিলা কোলে ॥
চতুর্ভুজ রূপ হইলা ঠাকুর শ্রীহরি।

কতক্ষনে সর্ত্তভামা চেতন পাইয়া।
ক্রোধ করি ফেলিলেন কৃষ্ণেকে ঠেলিয়া॥
ছাড়হে লম্পট গুরু ছাড় মোর ঘর।
রূর্ক্কিনি করোগো কোলে আমি হৈলাম পর॥
আসিছ আমার ঘরে প্রভূ তুমি জানো কি।
স্নুনিলে গঞ্জিবে তোমা ভিস্মকের ঝি॥
কৃষ্ণ বোলেন সর্ত্তমামা এতো ক্রোধ কেনে।
কহ দেখি সোমাচার কিবা আছে মোনে॥
আজি হইতে হইলু তোমার আজ্ঞাকারি।
কি আছে তোমার মোনে বোল তাহা করি॥
সর্ত্তভামা বোলে তবে আজ্ঞাকারি বটো।
পারিজাত মালা মোরে আনি দেহ ঝট॥
এত স্নুনি হাশীতে লাগীলা ভগবান।
ইহার লাগীয়া করো এতো অভিমান॥
সবে য়েক মালা দিয়াছি রূর্ক্কিনির তরে।
বৃক্ষ সমেত আনি দিব তোমার মন্দীরে॥
সর্ত্তভামা বোলে[১] আমার বৃক্ষে নাহি কাজ[১]।
আমি য়েক কথা বলি স্নুন জতুরাজ॥*
আর মালা আনি দিবা তাহা নাহি চাই।*
তবে আমি তুষ্ট হই জদি অই মালা পাই॥
এতো স্নুনি কৃষ্ণচন্দ্র নারোদেক ডাকিল।
ইন্দ্রের ভূবনে তারে পাটাইয়া দিল॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা স্নুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥

১-১ কন মোর বৃক্ষে কাজ নাই
* এই পদ নাই

বড়ারি রাগ

প্রভূর বচন সুনি চলিলা নারোদ মনি
উপনিত ইন্দ্রের ভূবনে।
দেখিয়া জে মনিবর জিজ্ঞাসিলা পুরান্দর
কহো গোশাঞী পুনর্ব্বার কেনে ॥
নারোদ বোলেন তারে পারিজাত দিলা মোরে
আমি তা দিলাম নারায়নে।
প্রভূ সেই মালা পাইয়া রুক্কিনির কেসে দিয়া
বাধিলেন পরম জতোনে ॥
এ সকল সমাচার সর্ত্তভামা রাণী তার
সুনিঞা হৈলা তুক্ষিত অন্তরে।
এহি হেতু কৃষ্ণ মোরে পাঠাইল তোমার তরে
পারিজাত মালা দেহো তারে ॥
ইন্দ্র বোলেন ভাগ্য মোর পূন্যের নাহিক ওর
মালা চাহিছেন নারায়নে।
এক মালা বস্তু[১] কি বৃক্ষসুদ্ধা আনি দি
লইয়া জাও দ্বারকা ভূবনে ॥
সুনিয়া নারদ কয় জে বোল সে বটে হয়
তুমি ইন্দ্র বড়ই পাগল।
দৈব কৈল বুদ্ধিহত আমি বা বুঝাব কতো
রাজধর্ম্ম ঘুচিল সকল ॥
না বুঝ দেবের চক্র করিয়া অশেষ তন্ত্র
সর্গে ইন্দ্র হবে জদুরায়।
সঙ্কোচ না কর কারে বসিয়া থাকহ ঘরে
কদাচ না দিয় পারিজাত ॥
তবে জুদ্ধ জদি করে সাজি আইসে সুরপুরে
তুমি তারে না করিহ ভয়।

১ বল্যা

নন্দের রাখাল কানু সবে সিঙ্গা সিঙ্গা বেণু
তার জুদ্ধে কিবা কার হয় ॥
এতেক নারোদ বোলে স্তুনি ইন্দ্র কোপে জলে
নারোদেরে বিদায় করিল।
আইলা নারোদ মনি কান্ধে[1] নিলা জন্ত্রখানি[1]
আইস বলি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল ॥
পারিজাত হরন কথা পুরানের সার পোথা
স্তুনহে বৈষ্টব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ ত্তুরে জায় মনস্তাপ
পরুসরামে করিলা রচন ॥

সুই রাগ

নারোদের জিজ্ঞাসিলা প্রভূ জগন্নাথ।
হেন বুঝি না পাইলা মালা পারিজাত ॥
মনি বোলে স্তুন কৃষ্ণ দৈবকিকুমার।
কখন তোমার কার্য্য না করিব আর ॥
বিষয় বিভোলে ইন্দ্র কিছুই না মানে।
জতো গালাগালি দিল নাহি স্তুনি কানে ॥
ইন্দ্র বোলে জানি কৃষ্ণ নন্দের রাখাল।
পরিতে হইয়াছে সাধ পারিজাত মাল ॥
কখন আইশে জদি আমার ভূবনে।
বোনমালা কাড়ি নিব বধিব পরানে ॥
এতেক স্তুনিয়া তবে[2] প্রভূ নারায়নে[2]।
মহাক্রোধে চলিলেন ইন্দ্রের ভূবনে ॥+

১-১ জথা প্রভূ চক্রপানি
২-২ কৃষ্ণ প্রভূ গদাধরে
+ এই চরণগুলির স্থলে—মহাক্রোধে সাজিলেন ইন্দ্রের উপরে ॥
জদুবংস সেনাগন সঙ্গেতে করিয়া।
গেলেন অমরাবতি গরুড়ে চাপিয়া ॥
পঞ্চজন্য ধ্বনি জে করিলা জদুনাথে।

জদুবংস সেনাগন করিয়া সঙ্গেতে ।+
কোপে কম্পমান ইন্দ্র চাপে ঐরাবতে ॥
দেবসৈন্য সঙ্গে করি আইলা রনস্থলি ।
প্রথমে কৃষ্ণের সঙ্গে লাগে গালাগালি ॥
দ্বিতিয়ে লাগীল জুদ্ধ জথা জোগ্য যার ।
ত্রিতিয়ে হইল জুদ্ধ মহা ঘোরাকার ॥
কৃষ্ণের সহিতে ইন্দ্র জুদ্ধে নাহি পারে ।
পরাজই হইয়া ইন্দ্র গেলা নিজ ঘরে ॥
ইন্দ্রেক বুঝাল্যা তবে সচি ঠাকুরানি ।
জানিয়া না জানো তুমি প্রভূ চক্রপানি ॥
জখন ব্রজেত ঝড়ে কৈল অন্ধকার ।+
তাহে পর্ব্বত ধরিল কৃষ্ণ নন্দের কুমার ॥+
সে শকল সমাচার পাসোরিলা পারা ।
নারোদের জুক্তীতে সব হইল বুর্দ্ধিহারা ॥
সুবর্ন্ন কুড়ারি তুমি বাধি নিজ গলে ।
লোটায়া পড়োগা কৃষ্ণের চরন কমলে ॥
উপাড়িয়া নিয়া জাও ব্রক্ষ পারিজাত ।
অপরাধ ক্ষেমিবেন প্রভূ জগন্নাথ ॥
তবে ইন্দ্র সুররায় সচির বচনে ।
সুবর্ন্ন কুড়ারি গলে বাধিলা জতনে ॥
উপাড়িয়া নিলা তবে সেহি পারিজাত ।
সম্ভাসিতে জায় ইন্দ্র প্রভূ জগন্নাথ ॥
কৃষ্ণের চরনে ইন্দ্র পড়িলা লোটায়া ।
হাশীতে লাগীলা কৃষ্ণ তাহারে দেখিয়া ॥

+ এই পদের স্থলে—

ঝড়বৃষ্টি ব্রজপুরি করিলে ম্যাকুল ।
মন্দার ধরিয়া কৃষ্ণ রাখিলা গোকুল ॥

করুনাসাগর কৃষ্ণ ভকতোবৎসল।
দুই হস্তে ধরিয়া তুলিয়া দিলা কোল॥
তবে ইন্দ্র সুররায় হইলা বিদায়।
পারিজাত মালা লইয়া আইলা জদুরায়॥
আইলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকা নগরে।
পারিজাত মালা দিলা সর্ত্তভামার তরে॥
মালা পাইয়া সর্ত্তভামার হইল মানভঙ্গ।
করিলা নারদমনি য়েতেক রঙ্গ॥
পারিজাত হরন কথা সুনে জেবা জন।
শে জন অবশ্য পায় গোবিন্দ চরন॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ সভে মাত্র সার।
বিপ্র পরুসরামে বোলে য়েই গতি আমার॥

আনন্দিত সর্ত্তভামা পারিজাত পাইয়া।
নারোদেক বোলেন কিছু ইসদ হাশীয়া॥
সুন সুন মনিবর করি নিবেদন।
কোন পুণ্যফলে স্মামি পাইলু নারায়ন॥
এক নিবেদন তোমার চরন কোমলে।*
কৃষ্ণ হেন স্মামি পাইলাম কোন পুণ্যফলে॥
মনি বোলে ইহা কিছু[১] বলিতে না পারি।
করিয়া অনেক পুণ্য পাইলাম শ্রীহরি॥
জনমে জনমে কতো কৈলু জজ্ঞ দান।
সেই পুণ্যফলে স্যামি পাইলু ভগবান॥

* এই চরণগুলি নাই
১ য়ামি

জর্ম্মে জর্ম্মে কতো দান কৈরাছিলাম।
সেহি পুণ্যে কৃষ্ণ স্মামি এই জর্ম্মে পাইলাম।
মনি বোলে এহি জর্ম্মে কৃষ্ণ করো দান।
জর্ম্মান্তরে জেন স্মামি পাও ভগবান॥
সর্ত্তভামা বোলে তবে জে আজ্ঞা তোমার।
এ জর্ম্মে করিলে দান পাবো পুর্ব্বাপর॥
স্তুনিয়া নারোদ মনির আনন্দ বাড়িল।
ভালো ভালো বৈলা তারে অনুমতি দিল॥
এতো বলি বিদায় হৈলা মনিবর।
এথা সর্ত্তভামা লয়া কিছু স্তুনহ উত্তর॥
এহিরূপে সর্ত্তভামা আনন্দিত মোন।
তবেতো পুণ্যক ব্রত কৈলা আরম্বন॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন জতো মনিগনে।
ব্রর্ম্মা আদি দেব আইলা দ্বারকা ভুবনে॥
সর্ত্তভামা রূপবতি মহা আনন্দিত।
করিলা পুণ্যক ব্রতো বেদ বিধি মত॥
ব্রতো সমাপিয়া দেবি দক্ষিনা করিল।
অশেষ প্রকার মতে দ্বিজগনেক দিল॥
তুষ্ট হইলা বিপ্রগন পাইয়া নানা দান।
আশীর্ব্বাদ করি গেলা জার জেই স্থান॥
হেনকালে আইলা নারোদ মনিবর।
স্তুন স্তুন সর্ত্তভামা য়ামার উত্তর॥
করিলা অনেক দান পুণ্যবতি বটে।
আমারে কি দিবা তাহা আনি দেহো ঝাট॥
সর্ত্তভামা বোলে মনি কি দিব তোমারে।
জে কিছু আছিল মোর দিলু সভাকারে॥
নারোদ বোলেন তুমি স্যামি করো দান।
আপনী করহ দান হইয়া সাবধান॥

আনন্দিত সর্ত্তভামা য়েতেক সুনিয়া।+
নারোদ বোলেন কৃষ্ণ আইস চলিয়া॥
কৃষ্ণ বোলেন চল জাই জে আজ্ঞা তোমার
এতো বলি উঠা আইলা দৈবকিকুমার॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

শ্রীরাগ

কি কহিব পুন্যবতির দানের মহিমা।
কৃষ্ণদান করিতে বসিলা সর্ত্তভামা॥
তুলসি সতিলোদকে চরন ধরিয়া।
নারোদের তরে কৃষ্ণ দিলা উৎসর্গীয়া॥
নারদের তরে কৃষ্ণ জদি দিলা দান।
সস্তী বলীয়া মনি নিলা ভগবান॥
আনন্দিত মনিবর কৃষ্ণ দান পাইয়া।
কৃষ্ণেকে বোলেন কিছু ইসদ হাশীয়া॥
সুন সুন কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর ভগবান।
হৈলা আমার তুমি ইথে নাহি আন॥
হাশীয়া বোলেন তারে দৈবকিকুমার। *
সন্দেহ নাহিক ইথে হইলু তোমার॥ *
মুনি বোলে জদি মোর হইলা চক্রপানি।
কান্ধে করি নেহো মোর বিনা জন্ত্রখানি॥

+ ইহার পর অতিরিক্ত পদ—

কৃষ্ণের নিকটে গেলা ইসত হাসিয়া।
সুন সুন কৃষ্ণচন্দ্র রসিক মুরারি।
পারিজাত হেতু তুমি বট য়াজ্ঞাকারি॥
য়াজি মোর য়াজ্ঞা তুমি পাল ভগবান।
নারদের তরে কৃষ্ণ তোমা দিব দান॥

* এই চরণগুলি নাই

বিনাজন্ত্র লয়া আমি ভ্রমি দেশে দেশে।
ক্ষানেক[১] উসাষ[১] মোরে করো হৃিসিকেসে ॥
এতেক সুনিঞা কৃষ্ণ প্রভু চক্রপানি।
কান্ধে পাতি বিনা জন্ত্র লইলা আপনি ॥
আগে আগে চলিলা নারোদ তপধোন।
পাছে পাছে বিনা লয়া জান নারায়ন ॥
নটবর রূপ কৃষ্ণ বনমালা গলে।
বন্ধন বিনোদ চুড়া নব গুঞ্জামালে ॥
নবঘন স্যাম তনু কিবা শে মধুর।
রূনুর ঝনুর বাজে প্রভূর চরনে নপুর ॥
জে পদ অশ্চয়ে ব্রর্ম্মা ভবাদি দেবতা।
জে পদে জর্ম্মীল গঙ্গা মুর্ক্তীপদ দাতা ॥
কতো কুটী ব্রর্ম্মার ঠাকুর সিরমনি।
নারোদের বিনা বয়া চলিলা আপনি ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা অমৃতের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

সুই রাগ

আমার প্রানকৃষ্ণ কেবা লয়া জায়। ধুয়া *
নারোদের বিনা বয়া জান চক্রপানি। *
ধুলায় লোটায়া কান্দে সর্ত্তভামা রাণী ॥ *
করিলু পুণ্যক ব্রতো আপনা খাইয়া। *
কৃষ্ণ হেন স্মামি জায় বিনাজন্ত্র বয়া ॥ *
সোল শহশ্র য়েক সতো অষ্টম রমনি। *
বিরহ কাতোরে কান্দে পড়িয়া ধরনি ॥ *

১-১ ক্ষেনেক উস্বাস
* এই পদগুলি নাই

কৃষ্ণের প্রভাব জতো জানেন রূর্কীনি। *
দাড়ায়া দেখেন সভে না কান্দেন তেনি॥ *
আর জতো রমণী কান্দে য়াকুল হইয়া। *
সর্ত্তভামা রানি কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ *
রূর্কীনি বোলেন হেদে স্থন সর্ত্তভামা। *
কে কহিতে পারে তোমার ব্রতের মহিমা॥ *
করিলা অনেক ব্রতো তুমি ভাগ্যবতি। *
ব্রতো কৈরা দান কৈলা কৃষ্ণ হেন পতি॥ *
সর্ত্তভামা বোলে দিদি পুড়িছি আপনী। *
দগ্ধ অঙ্গে দেহ তুমি নরকের পানি॥ *
তবে সর্ত্তভামা কহে নারদেক ডাকিয়া। *
গোলক সম্পদ কৃষ্ণ কোথা জাও লয়া॥ *
মনি বোলে জথা ইৎসা তথা লয়া জাবো। *
সস্তি বলি নিলু কৃষ্ণ ছাড়ি কেনে দিব॥ *
আগে আগে চলিলেন নারদ তপধোন। *
পাছে পাছে বিনা লয়া জান নারায়ন॥ *
তা দেখিয়া সর্ত্তভামা কান্দেন তখন।
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে হারায়া জিবন॥
কথক্ষনে সর্ত্তভামা চেতন পাইয়া।
ফিরো ফিরো কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন ডাকিয়া॥
কৃষ্ণ বোলেন আমি আর কেমন কৈরা ফিরি।
নারদ বোলেন তুমি চলিয়া আইশ হরি॥
এতো স্থনি সর্ত্তভামা সিগ্রগতি জায়।
লোটায়া পড়িল গীয়া নারোদের পায়॥
মনি বোলে সর্ত্তভামা কিবা তোমার ধর্ম্ম।
করিয়া পুণ্যক ব্রত করিবা অধর্ম্ম॥+

* এই পদগুলি নাই
+ এই চরণের পরিবর্ত্তে—দান করি নিতে চাহ এই নহে ধর্ম্ম॥

দান কৈলা পুনর্ব্বার লইবা জতনে।
সস্তী বলি লইলাম ছাড়ি দিব কেনে॥
সর্ত্তভামা বোলে মনি রক্ষা করো প্রান।
সস্তী বলি নিব কৃষ্ণ মোরে করো দান॥
মনি বোলে বিপ্র নহো ক্ষত্রিয়ো তুহিতা।
সস্তী বোলি দান নিতে কি তোর জোগ্যতা॥
সর্ত্তভামা বোলে জদি নাহি দিবে দান।
মুল্য দিয়া লবো আমি প্রভূ ভগবান॥
নারোদ বোলেন তুমি কতো মুল্য দিবা।
কৃষ্ণ জুখি ধোন দিলে তবে কৃষ্ণ পাবা॥
সর্ত্তভামা বোলে আমি সর্ব্বথাই নিব।
জত ধন লাগে ইথে ততো ধোন দিব॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

ধানসি রাগ

সুনরে ভকত ভাই সুন য়েক চিত্তে।
বসিলেন সর্ত্তভামা কৃষ্ণেক জুখিতে॥
তারাজু[১] ধরিলা আসি ভিম মহাবল[২]।
আপনে পৈড়ান হইলা ভকতো বৎসল॥
য়েকদিগে কৃষ্ণচন্দ্র হইলা পৈড়ান।
আর দিগে সর্ত্তভামা জত ধোন দেন॥
জার জত ধোন ছিল দ্বারকা নগরে।
সব ধোন আনিয়া চাপাইলা বারে বারে॥
তথাপী না হয় কিছু কৃষ্ণের সোমান।
বিশ্বম্ভর মুর্ত্তিতে বসিলা ভগবান॥

১ তরাজু ২ বলবান

তবে সর্ত্তভামা কহে জদুবংসগনে।
কুবেরের স্থানে জাও ধোনের কারনে॥
কুবেরের ঠাঞী সভে মাঙ্গ গীয়া ধোন।
তবে সে উদ্ধার হবে নন্দের নন্দন॥
স্তুনিয়া ধাইলা সব জদুবংসগন।
কুবেরের ঠাঞী গেলা কৈলাস ভূবন॥
কি করো কি করো বলে কুবের ধোনপতি।
তোমার স্থানে পঠাইল সর্ত্তভামা রূপবতি॥
করিলা পুন্যক ব্রতো কৃষ্ণ কৈলা দান।
ধোন দিয়া পুনর্ব্বার উদ্ধারিতে চান॥
এহি হেতু সর্ত্তভামা দিলা পাঠাইয়া।
তুমি ধোন দিলে কৃষ্ণ লই উদ্ধারিয়া॥
কুবের বোলেন ভাই জাও নিজ ঘরে।
কিমতে শিবের ধোন আমী দিব তোরে॥
শুনিয়া কুপীলা সব জদুবংসগন।
কুবের সহিতে তারা করিলা মহা রন॥
মহাবল জদুবংস রনে চমৎকার।
পলাইলা কুবের তবে ছাড়িয়া ভাণ্ডার॥
কুবের ভাণ্ডার লুটিয়া সভে ধন আনে।
আনিয়া ফেলায় সত্যভামার বিদ্দমানে॥
চাপাইলা ধন সব নানা রত্নময়।
তথাপি কৃষ্ণের সম কিছু নহি হয়॥
দেখিয়া সকল লোক হইলা চমৎকার।*
সকটে করিয়া ধন আনে পূনর্ব্বার॥*
অশ্ব রথে চাপি আনে নানারত্নময়।*
তথাপী কৃষ্ণের সম কিছু নাহি হয়॥*

* এই চরণগুলি নাই

বিশ্বম্ভর মুর্ত্তি হইলা প্রভু ভগবান।
প্রথিবীতে কে হইবে কৃষ্ণের সমান ॥
কোন ধনে না হইল কৃষ্ণের উপমা।
ধূলায় লোটায়া কাঁদে রানি সত্যভামা ॥
কৃষ্ণের মহীমা জতো জানেন রুক্মিনি।
তেনি বোলে আমি উদ্ধারিব চক্রপানি ॥
না কান্দিয় সত্যভামা মোন স্থির হও।
জদি কৃষ্ণ উদ্ধারি তবে কি দিবা তাহা কও ॥
সত্যভামা বোলে দিদি কি দিবো তোমারে।
কৃষ্ণ উদ্ধারিয়া দিদি দাশী কর মোরে ॥
হাসিলেন রুক্মিনি দেবী এতেক শুনিয়া।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গেলা ইশদ হাসিয়া ॥
তারাজুর[১] ডালিতে[১] জতেক ধন ছিল।
সব ধন রুক্মিনি দেবী ঢালিয়া ফেলিল ॥
তুলসির পত্র দিল কৃষ্ণের চরনে।
একটি তুলশীদল লইলা জতনে ॥
ব্রার্ম্মনের পদরেণু লইলা কিঞ্চিৎ।
তারাজুতে দিলা তাহা তুলশী সহিত ॥
অতপ্পর দুইদিগে হইল সমান।
ইতে ভারি হইতে নারিলা ভগবান ॥
কৃষ্ণেক উদ্ধার জদি করিলা রুক্মিনি।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় করে হরিদ্ধনি ॥
আনন্দিত সত্যভামা কৃষ্ণচন্দ্র পাইয়া।
দরিদ্রে হেম জেন পাইল হারাইয়া ॥
বিপ্র পরুসরামে গায়ে পুরানের সার।
কিশের অভাব তার কৃষ্ণ সখা জার ॥

১-১ তরাজুর উপরে

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী পরীক্ষা

বড়ারি রাগ

নরক বধিয়া হরি দেব চক্রপানি।
উদ্ধারিলা সোল সহশ্র সতেক রমনি ॥
সে সকল কামিনিকন্যা পরম সুন্দরি।
তা সভাকে বিভা কৈলা ঠাকুর শ্রীহরি ॥
সুভক্ষনে সুভদিনে বাদ্য মহৎর্ছব।
প্রথক[১] বিবাহ কৃষ্ণ করিলেন[১] সব।
সোল সহশ্র য়েক সত অষ্ট রমনি।
সোল সহশ্র য়েক সত অষ্ট চক্রপানি ॥
জতো নারি ততো মুর্ত্তি ধরিলা নারায়ন।
সভাকার মন্দিরে থাকেন অনক্ষন ॥
লক্ষির সহিতে প্রভু করেন বিহার।
মনুষ্য সরিরে পুর্ন্ন ব্রম্ম অবতার ॥
গ্রীহস্ত হইয়া জথা গ্রীহীলোকগন।
তেনমত গ্রিহে বাস করেন নারায়ন ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রুক্কীনির ঘরে।
সয়ানে আছেন দিব্য পালঙ্গ উপরে ॥
চতুদিগে শোভা করে মুকুতার দাম।
রত্নের প্রদিপ জলে অতি অনুপাম ॥
মল্লিকা মালতি জুতি শোভে চারিভিত।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে রমনি সহিত ॥
দাশীগণ সঙ্গে লয় রুক্কীনি সুন্দরি।
কর্প্পুর তাম্বুল দিয়া তুসিলা শ্রীহরি ॥
চামরে বাতাশ দেবি করেন কুতুহলে।
সর্ব্ব অঙ্গ পুলকীত আনন্দ বিভোলে ॥

১-১ কৌতুকে করিলা বিভা জত নারি

পালঙ্গে স্থুতিয়া প্রভূ দেব নারায়নে।
পরিহাশ আরম্বিলা রূক্কীনির সনে ॥+
স্থন স্থন রূক্কিনি দেবি জিজ্ঞাসি তোমারে।
রাজকন্যা হইয়া কেনে ভজিলা আমারে ॥
মহারাজ সিস্থপাল সর্ব্বলোক জানে।
তাহাকে তেজিয়া আমা ভজিলা কি গুনে ॥
কিবা হেতু আমা লাগী করিলা কামনা।
স্থনিতে সে সব কথা হইয়াছে বাশনা ॥
য়েতেক কহিলা জদি প্রভূ চক্রপানি।
দুই চক্ষে ধারা পড়ে কান্দেন রূক্কীনি ॥
হাতের চামর ভূমে পড়িল খশীয়া।
খিতিতলে পড়ে দেবি মুর্চ্ছিত হইয়া ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাবেস্ত হইয়া।
রূক্কীনিরে কোলে নিলা বাহু পশারিয়া ॥
চতুভূজ মুর্ত্তি হইলা প্রভূ নারায়ন।
আর দুই হাতে কেস করিল বন্ধন ॥
চেতন পাইলা তবে রূক্কীনি স্থন্দরি।
বসনে মুছায় মুখ বোলেন শ্রীহরি ॥
কৌতুক করিলাম আমি তোমার সহিত।
হায় হায় এহি হেতু হইলা মুর্চ্ছিত ॥
কতোক্ষনে রূক্কীনিদেবি স্থির হইয়া মোনে।
জথোচিত উত্তর দিলেন নারায়নে ॥
সোল সহশ্র য়েক সতো অষ্ট রমনী।
সোল সহশ্র য়েক সত অষ্ট চক্রপানী ॥
সভাকার ঘরে ঘরে দৈবকি কুমার।
দস পুত্র য়েক কন্যা য়েক য়েক জনার ॥

+ ইহার পর হইতে এই পুঁথির বাকী পাতা নাই

সে সকল পুত্র সব মহা বলবান।
রূপে গুনে মোনহর কৃষ্ণের সোমান॥
য়েহিরূপে তা শভার দশ পুত্র হইল।
লক্ষ লক্ষ তা সভার সন্তুতি বাড়িল॥
রুর্ক্নীনির জেষ্ট ভাই রুর্ক্নী তার নাম।
রুক্কবতি কন্যা তার রূপে অনুপাম॥
শেহি রূক্কবতি বিভা প্রদ্যুম্নেরে দিল।
রূক্কবতির গর্ভে অনিরূদ্ধ জর্ম্মিল॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

রুক্মীবধ

য়েতেক কহিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাঞী করি নিবেদন॥
ভগ্নীপুত্রেক রূর্ক্নীবির দিল নিজ সুতা।
বিস্তার করিয়া কহ সে শকল কথা॥
সুকদেব বোলে রাজা সুন তার কথা।
বটে শে কৃষ্ণের চক্র শে নহে অন্যথা॥
রূক্মী বীর ভগিনির প্রিয়ো বচনে।
নিজ কন্যা বিভা দিল কৃষ্ণের নন্দনে॥
কৃষ্ণের নন্দন কামদেব মনোহর।
তার পুত্র অনিরূদ্ধ জর্ম্মিলা সত্তর॥
সেহি বিভাতে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে করি।
স্যালকের বাড়ী গেলা ভোজকটক পুরি॥
জথা বিধিমতে তথা বিবাহ হইল।
কালিঙ্গী আদি রাজগন রূর্ক্নীকে কহিল॥

তোর সৌত্র রামকৃষ্ণ য়ে তুই তুম্মতি।
পাসা খেলাইতে বৈস বলাইর সংঙ্গতি ॥
খেলাতে হারিলে সব অস্ত্র কাড়ি নিব।
প্রকার করিয়া তুই ভাইকে বধিব ॥
এতো স্তুনি রূক্কী বির আনন্দিত মোনে।
পাশা খেলা আরম্ভিল বলরামের সনে ॥
সহশ্র অজুত পোন করিয়া খেলাই।
প্রথম খেলাতে হারে ঠাকুর বলাই ॥
জতো রাজাগন সব টিঠিকারি দেয়।
হেটমাথা বলরাম হইলা লয্যায় ॥
পুনর্ব্বার খেলা আরম্বিলা তুইজন।
সেবার জিনিলা প্রভূ রূহিনি নন্দন ॥
মিথ্যা করি রূক্কী বোলে জিনিলাম আমি।
পাশা খেলার তত্ত নাহি জানো তুমি ॥
তা স্তুনিয়া বলরাম জলে কোপানলে।
পুনর্ব্বার পোন করি দোহে পাশা খেলে ॥
শেবার জিনিলা বলরাম মহাশএ।
হারীয়া না হারে রূক্কী মিথ্যা কথা কয় ॥
প্রভূ বলরাম বোলে জিনিয়াছি আমি।
রূক্কী বোলে হার জিত নাহি বুঝ তুমি ॥
প্রভূ বলরাম কহেন জতো রাজাগনে।
কে হারিল কে জিনিল কহো বিদ্দমানে ॥
হইয়া রূক্কীর দিগে জতো রাজা সব।
মিথ্যা করি বোলে তুমি হইলা পরাভব ॥
হেনকালে দৈববানী হইল তথায়।
হারিলেক রূক্কী বির জিনিল বলাই ॥
তবে প্রভূ বলরাম কুপীত অন্তরে।
মারিলা গদার বাড়ি রূক্কীর উপরে ॥

পড়িলেক রুক্মীবির প্রান হারাইয়া।
আর জতো রাজাগন গেলা পলাইয়া॥
রুক্মী বধ করি প্রভু রুহিনিনন্দন।
হরিশে আইলা সভে দ্বারকা ভূবন॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

উষা হরণ

সিন্ধুড়া রাগ

প্রথিবিতে বলি রাজা ধর্ম্মসিল মহাতেজা
তাহারে ছলিলা নারায়ন।
য়েক সতো পুত্র থুইয়া গোবিন্দ চরন পাইয়া
গেলা বলি পাতাল ভূবন॥
জেষ্ট পুত্র বানরাজ সহশ্রেক বাহু তার
বৈশে বান সোনিতনগরে।
গুরুর উর্দ্দিশ পাইয়া নানা উপহার লইয়া
বানরাজা সিবের ব্রতো করে॥
একদিন বানরাজা করিয়া সিবের পুজা
সিবেরে বোলয়ে অহংঙ্কারে।
সুন প্রভু ত্রিলোচন. দেখিলাও ত্রিভূবন
আমা সোম বীর নাহি সংশারে॥
সুন প্রভু ত্রিলোচন মোর সঙ্গে করো রন
তবে মোর বাড়িবে কৌতুক।
সহশ্রেক বাহু ধরি মিছা ভার বয়া মরি
জুদ্ধ করি না পাইলাম সুখ॥

তা স্থনিয়া সিব কন তোমায় আমায় রন
অসম্ভব নহে ত উচিত।
দিন দুই চার রহি পাবে তোমা সোম জেহি
জুদ্ধ করিয় তাহার সহিত॥
সিবের বচন স্থনি স্থখী বান নৃপমনি
আনন্দিতে আছেন নিজঘরে।
উষা নামে তার কন্যা রূপে গুনে অতি ধন্যা
সঙ্কর ভবানী পুজা করে॥
য়েকদিন সিব সঙ্গে পার্ব্বতী আইলা রঙ্গে
উপনিত উসা বিদ্দমানে।
কহো উসা কি লাগীয়া নানা উপহার দিয়া
পুজা করো গৌরি ত্রিলোচনে॥
স্থনিয়া দুর্গার ভাশা কান্দীয়া বোলেন উসা
স্থন মাতা করি নিবেদন।
য়েহি হেতু পুজি আমি হইবে কেমন স্বামি
দিনে দিনে বাড়য়ে জৌবন॥
উসার বচন স্থনি বোলে দেবি কাত্যাআনি
স্থন উসা আমার ভারতি।
স্থইয়া পালঙ্গ পরে সপনে দেখিবা জারে
শেহি জন হবে তোমার স্বামি॥
স্থনিয়া দেবির ভাশা কান্দিয়া চলিলা উসা
প্রবেশিলা আপন মন্দীরে।
ভাবিতে দিবশ গেলো রাত্রী উপস্থিত হইল
স্থইলা উসা পালঙ্গ উপরে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার পোথা
স্থনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মনস্তাপ
পরূসরামে করিলা রচন॥

সুই রাগ

কিবা শে বানের পুরি সোনিতনগর।
চতুর্দিগে বেড়া সব আনলের গড়॥
পুরির রক্ষক তাহে সিব ত্রিপুরারি।
আপনে কার্ত্তিক তার হয়াছেন দ্বারি॥
বানসুতা উসা বামা থাকে অন্তস্পুরে।
দিবা নিসি বঞ্চে বামা নির্ভীত মন্দিরে॥
চিত্রলেখা সখি আর জতো সহোচরি।
নির্ভিত মন্দিরে থাকে উসা জে সুন্দরি॥
প্রথম বৈশাখ মাশে পুর্ন্নীমার নিসা।
পালঙ্গ উপরে সুইয়া রয়াছেন উসা॥
রতিপুত্র কামদেব কৃষ্ণের কুমার।
তার পুত্র অনিরুদ্ধ পরম সুন্দর॥
নবঘন স্যাম তনু পীতবাশ পরি।
সপনে দেখিলা তাহা পরম সুন্দরি॥
পালঙ্গে সুইয়া উসা আকুল মদনে।
অনিরুদ্ধ সঙ্গে ক্রিড়া করিলা সপনে॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া উসা চারি পানে চায়।
হা কান্ত করিয়া ডাকে দেখা নাহী পায়॥
আপনে পাইলু কান্ত কিবা মনোহর।
আমাকে ছাড়িয়া কোথা গেলা প্রানেশ্বর॥
পালঙ্গ হইতে উসা ধরনি লোটায়।
আকুল কুন্তলভার করে হায় হায়॥
অখনে আছিলা কান্ত সদয় হইয়া।
কে তুমি তোমাকে আর কোথা পাবো জায়া॥
অন্তরের আনলে মোর দহে কলেবর।
বারেক সদয় হও হয়াছি কাতোর॥

য়েহিরূপে কান্দে উসা বিরহ আনলে।
ফুকরিয়া নাহি কান্দে লয্যার কারনে॥
রজনি প্রভাত হইল কুকিলে ফুকরে।
চিত্ররেখা সখি আইলা উসার মন্দিরে॥
কুম্ভাণ্ড দুহিতা চিত্ররেখা রূপবতি।
উসার সহিতে তার পরম পীরিতি॥
অচেতনে কান্দে উসা ধরনী ধরিয়া।
চিত্ররেখা বোলে তুমি কান্দ কি লাগীয়া॥
বসাইয়া উসারে বাধিলা কেসভার।
স্থির হও উসা তুমি না কান্দিয় আর॥
কে করিল অপমান কেবা গালি দিল।
জননি রূহিনি কিবা কুবচন বলিল॥
সপন দেখিলা কিবা হেন মনে লয়।
কহো গো স্নুন্দরি উসা নাহি লয্যা ভয়॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

মোনের পরম কথা স্নুন চিত্ররেখা।
পালঙ্গ উপরে আমি স্নুইয়াছিলাম একা॥
ত্রিতিয় প্রহর রাত্রে দেখিলু সপন।
য়েক পুরূশ বড় কোমল লোচন॥
স্যাম তনু মোনহর পীত বাশ পরি।
রতিরঙ্গে মোর সঙ্গে প্রান কৈল চুরি॥
অধরের স্নুধাপান করাইল মোরে।
ছাড়ি গেলা প্রাননাথ কোথা পাবো তারে॥
জদি মোরে আনি দেহ সে চাদ বয়ান।
তবে চিত্ররেখা মোর স্থির হয় প্রান॥

উসার বচন স্থনি বোলে চিত্ররেখা।
সপনে তোমার সঙ্গে কার হইল দেখা॥
নাহি জানিলাম আমি বটে কোন জন।
পটমদ্ধে লিখি আমি সকল ভূবন॥
সর্গ মর্ত্ত পাতাল লিখিয়া দিব পটে।
দেখাইয়া দেও তিনি কোন জন বটে॥
দেখাইয়া দেও মোরে জেমন আকায়।
জথা থাকে তথা গীয়া আনি দিব তোমায়॥
এতো বলি চিত্ররেখা হাতে খড়ি লয়া।
লেখিতে লাগীলা পট আনন্দিত হইয়া॥
সর্গে আগে লিখিল জতেক সর্গবাসি।
ব্রর্ম্মা আদি দেব লিখে জত দেব রিসি॥
তবে তো লিখিল রামা পাতাল ভূবন।
য়েকে য়েকে লিখিল জতেক নাগগন॥
দেবতা সিদ্ধ চারণ প্রেত পীচাশ।
ভূত জক্ষ দানব লিখিল চারি পাস॥
লিখিল ধরনী নদী পর্ব্বত কানন।
তার মদ্ধে জন্তু বংস করিল লিখন॥
বস্থদেব দৈবকি লিখিল য়েক ঠাই।
তবেত লিখিল রাম কৃষ্ণ তুই ভাই॥
কিবা শে কৃষ্ণের রূপ সুধা সিন্ধু মাখা।
লিখিতে লিখিতে অচৈতন হইল চিত্ররেখা॥
চেতন করাইল তারে উসা কলাবতি।
দোহে দেখে কৃষ্ণরূপ মধুর মুরতি॥
নটবর রূপ কৃষ্ণ বোনমালা গলে।
বন্ধন বিনদ চুড়া নবগুঞ্জা মালে॥
পদনখ শোলকলা জিনি পরকাস।
কিঞ্চিত অধোরপুটে মধুর মধুর হাশ॥

বিকসিত সতদল শ্রীমুখ মুরারি।
সৌরব জিবনে গান করে চিত্রাওলি (?)॥
দেখিয়া শে রূপ দোহে হৈল অচেতন।
পুনরপী চেতন পাইলা ছুই জন॥
উসা বোলে সুন সুন সখি চিত্ররেখা।
এহিরূপে প্রভূ মোখে দিয়াছেন দেখা॥
কিছুমাত্র আলো সখি ভেদ আছে তার।
ধজবজ্রাংকুস চিন্ন নাহিক তাহার॥
তবে লেখে কামদেব কৃষ্ণের কুওর।
তা দেখিয়া উসা কিছু লর্জ্যিত অন্তর॥
তবে লিখে অনিরূদ্ধ ভূবন মোহন।
দেখিয়া আনন্দ অঙ্গ উসার জিবন॥
যেই মাত্র অনিরুদ্ধ লিখিল সুমতি।
উসা বোলে য়েই বটে মোর প্রানপতি॥
য়েতেক বলিয়া উসা বানের ছুহিতা।
মদনে আকুল তনু হইলা লয্যীতা॥
যোগিনী চিত্ররেখা নানা জোগ জানে।
উসারে কহিল তুমি স্থির করো মনে॥
কৃষ্ণের নন্দন কামদেব মহাশয়।
তার পুত্র অনিরূদ্ধ জানিলু নিশ্চয়॥
সুখে বসি থাক উসা আপন মন্দিরে।
জথা থাকে তথা গীয়া আনি দিব তোরে॥
এতো বলি চিত্ররেখা চাপে পুষ্পরথে।
চলিলা দ্বারোকাপুরি আকাসের পথে॥
অন্তরীক্ষে রথ লয়া চলিল শত্তরে।
প্রবেশ করিল গীয়া অনিরূদ্ধের ঘরে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

শ্রীরাগ

সপনে উসার সঙ্গে করিয়া মিলন।
কান্দে হেথা অনিরূদ্ধ কামের নন্দন॥
হেনকালে চিত্ররেখা আইল শেহিখানে।
দেখি বালা অনিরূদ্ধ পড়ে অচেতনে॥
জোগবলে অনিরূদ্ধ উঠে য়াশী রথে।
উসার মন্দিরে রামা আইলা সর্গপথে॥
উসা দেখে অনিরূদ্ধ কামের নন্দন।
দোহে দোহ পানে চাইয়া হয় অচেতন॥
চেতন করিয়া দিল সখি চিত্ররেখা।
তুই জনার সহিতে দোহার হইল দেখা॥
আনন্দ শাগরে ভাষে বানরাজ সুতা।
প্রেমেত আকুল তনু হইলা লয্যাজুতা॥
তেনমতে অনিরূদ্ধ আনন্দ সাগরে।
করেন বিহার দোহে নির্ভীত মন্দিরে॥
চতুর্দ্দিগে সোভা করে মুকুতার দাম।
রত্নের প্রদিপ তথি জলে অনুপাম॥
মর্ল্লিকা মালতি জুতি সোভে চারিভিত।
ভ্রমর গুঞ্জরে তথী রমনি সহিত॥
নানা দ্রব্য উপহার ভূঞ্জে তুইজন।
কপুর তাম্বুল গন্ধ আগোর চন্দন॥
য়েহিরূপে উসা সঙ্গে মদন নন্দন।
রাত্রদিবা বঞ্চে দোহে উথলে মদন॥
কৌতুকে থাকেন উসা নির্ভিত মন্দীরে।
একদিন আইল উসা মন্দীর বাহিরে॥
জতো দাশীগনে তারা উসা পানে চায়।
বনিতার লক্ষন দেখে উসার সর্ব্ব গায়॥

বদনে দসন দাগ কুচে নখরেখা।
প্রীতিকুলে প্রকারে পাইল তার লেখা॥
বনিতার লক্ষণ ভালো বনিতা শে জানে।
জাইয়া কহিল গীয়া রাজা বিদ্যমানে॥
স্থন স্থন বান রাজা করি নিবেদন।
উসার সরিরে দেখি বনিতা লক্ষণ॥
জেবা কিছু জানি আমি উসার চরিত্র।
কহিতে শে সব কথা না হয় উচিত॥
কহিতে সে শব কথা মনে করি সঙ্কা।
নির্ম্মল কুলেত তুমি হইলা কলঙ্কা॥
একথা স্থনিয়া রাজা রিশ্বয় অন্তরে।
কুমারি কন্যা মোর থাকে অন্তসপুরে॥
কে মোর লঙ্গিয়া পুরি হেন কর্ম্ম করে।
দেখা জদি পাই য়াজি প্রানে নিব তারে॥
এতো স্থনি বানরাজা অতি ক্রোধ মনে।
প্রবেশ করিলা আসি উসার ভবনে॥
কুতুহলে অনিরুদ্ধ উসার সহিতে।
কৌতুকে বসিয়াছিলা পাশা খেলাইতে॥
তা দেখিয়া বানরাজা কুপীত অন্তর।
ভয়জুক্ত অনিরুদ্ধ উঠিলা সত্তর॥
লোহার ঝগড়া ছিল উসার মন্দীরে।
শেহি অস্ত্র অনিরুদ্ধ নিল নিজ করে॥
আইল রাজার সঙ্গে সেনাগন জত।
অস্ত্রাঘাতে অনিরুদ্ধ সব কৈলা হত॥
বাহির হইলা বির কামের কুমার।
বানের সহিতে জুর্দ্ধ করিলা বিস্তর॥
অবসেশে বানরাজা প্রমাদ গুনিয়া।
উসা এথা রোদন করে মুর্ছিত হইয়া॥

বন্দি করি অনিরূদ্ধেক থুইল কারাগারে।
বিপ্র পরূসরামে গান গোপালের বরে॥

সিন্ধুড়া রাগ

বন্দি হইয়া নাগপাসে বানরাজার দেশে
অনিরূদ্ধ থাকিলা বন্ধনে।
য়েথা সোকাকুলি হইয়া অনিরূদ্ধ না দেখিয়া
কান্দে সব দ্বারোকা ভূবনে॥
জতো জদুবংসগনে অনিরূদ্ধ অন্যাসনে
ভ্রমিলা অনেক রায্য দেস।
কেহই তো না পাইল অনিরূদ্ধ কোথা গেলো
চিন্তীয়া আকুল রিসিকেশ॥
অনিরূদ্ধ হইল চুরি বিসাদ ভাবিয়া হরি
বৈসা আছেন হেট মাথাতে।
জানিয়া সকল কথা নারোদ আইলা তথা
উপনিত কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র কি য়ার ভাবোহ অকারন।
বান নৃপতির ঘরে বন্দি হইয়া কারাগারে
রহিআছেন মদন নন্দন॥
বানকন্যা উসাবতি পুজে গৌরি পস্নপতি
বর মাঙ্গি লইল জতোনে।
দুর্গা তারে দিলা বর জাহো কন্যা নিজ ঘর
স্বামি তুমি পাইবা স্বপনে॥
সয়ানে আছিল উসা ত্রিতিয় প্রহর নিসা
অনিরূদ্ধেক স্বপনে দেখিয়া।
পটাইয়া চিত্ররেখা কেহ নাহি পায় দেখা
জোগে অনিরূদ্ধ গেলো লয়া॥

কৌতুকে উসার সঙ্গে আছিলা কৌতুক রঙ্গে
বান তাহা স্নুনিল বিশেষে।
ক্রোধে অনিরূদ্ধ ধৈরা কারাগারে বন্ধ কৈরা
বাধিয়া থুইয়াছে নাগপাষে॥
এতো স্নুনি নারায়ন অতি ক্রোধ হইয়া মন
গরূড়ে চাপীয়া চক্রপানি।
জত্নবংস সঙ্গে লয়া বানের ভূবন জাইয়া
করিলেন পাঞ্চজন্য ধ্বনি॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার পোথা
স্নুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দূরে জায় মনস্তাপ
পরূসরামে করিলা রচন॥

ধানসি রাগ

বারো অক্ষহিনী সেনা সঙ্গে নারায়ন।
জুদ্ধ করিবারে গেলা বানের ভূবন॥
কিবা শে বানের পুরি সোনিতনগর।
চতুদিগে বেড়া তার আনলের গড়॥
তাহা দেখি চিন্তীত হইলা নারায়নে।
জুড়িল বরূন বান ধনুকের গুনে॥
প্রকারে করিলা প্রভূ অগ্নি নিবারন।
প্রবেশ করিলা প্রভূ তাহার ভূবন॥
রথে চাপী বান রাজা আইলা রনস্থান
সিবের সেবক বান মহা ধনুর্দ্ধর।
সিব সিব বলি য়াইলা রনের ভিতর॥
সেবক বৎসল সিব সেবক লাগীয়া।
আপনে আইলা সিব বৃষেত চাপীয়া॥

প্রেত ভূত জক্ষ দানব বিসাল।
ডাকিনি জুগীনি আদি বেতাল পীচাশ॥
সিবসুত কার্ত্তিক সাজিল কুতুহলে।
মার মার বলিয়া আইল রনের ভিতরে॥
কিবা শে অদ্ভুত রন গোবিন্দ শঙ্করে।
ব্রর্ম্মা আদি দেব দেখে থাকিয়া সর্গপুরে॥
কৃষ্ণ সঙ্গে মহাদেব লাগীলা জুঝিতে।
কাত্তিক করেন জুর্দ্ধ কামদেবের সাথে॥
কুস্মাণ্ড বিরের সঙ্গে মর্ত্ত বলরাম।
সাম্ব আর বানপুত্রে জুঝে অনুপাম॥
আপনী সাত্যকি সঙ্গে জুঝে বানরাজ।
সভার সোমান রন বলে মহাতেজা॥
অস্মে অস্মে গজে গজে মাহুতে মাহুতে।
পদাতিকে পদাতিকে বাহুতে বাহুতে॥
প্রথম লাগীল জুর্দ্ধ জথা জুগ্য তার।
দ্বিতীয়ে লাগীল জুর্দ্ধ মহা ঘোরতর॥
পর্ব্বত অস্ত্র মহাদেব এড়িলেন রনে।
পরম অস্ত্রে নিবারিলা দেব নারায়নে॥
অগ্নীবান য়েড়িলেন দেব ত্রিলোচন।
বরুন অস্ত্রেত প্রভু কৈলা নিবারন॥
এহিমত জুর্দ্ধ হইল বিবিধ বিধানে।
মোহ হইলা মহাদেব গোবিন্দের বানে॥
জিনিল কৃষ্ণের সেনা পরম কৌতুকে।
সঙ্করের সেনাগন হইল পরাভব॥
তা দেখিয়া বানরাজা কম্পমান তনু।
ধরিল সহশ্র হস্তে পঞ্চসতো ধনু॥
জুড়িলেক দুই বান য়েক য়েক ধনুকে।
লিলা করি কৃষ্ণ তাহা কাটীলা কৌতুকে॥

সারথি সহিতে রথ কাটীল হেলায় ।
পদব্রজে বানরাজা পলাইয়া জায় ॥
কৃষ্ণ বোলেন বান ভাইয়া পলাইবা কোথা ।
সুদরসন চক্রতে কাটীব তোর মাথা ॥
বানের বিপাক দেখি সর্ব্বমঙ্গলা ।
সেবক রাখিতে দুর্গা আইলা বিভোলা ॥
আউলাইয়া কেসভার দিগম্বরি হইয়া ।
রন মদ্ধে দাড়াইলা কৃষ্ণপানে চাইয়া ॥
তা দেখিয়া ভগবান লর্জ্জিত অন্তরে ।
বিমুখ হইলা কৃষ্ণ গরূড় উপরে ॥
এই অবসরে বান গেলা পলাইয়া ।
আরবার আসিবেক জুর্দ্ধেত সাজিয়া ॥
জুর্দ্ধ করি পরাভব হইলা ত্রিলোচন ।
পলাইয়া গেল জতো প্রেত ভূতগন ॥
দুর্গাকে দেখিয়া ভূমে পড়িলা মহেস্বর ।
জুর্দ্ধ করি শ্রজিলা ত্রিসিরা নামে জর ।
দুই জরে জুর্দ্ধ লাগে অতি ঘোরতর ॥
তবে তো সিবের জর হইলা পরাভব ।
জোড় হস্তে কৃষ্ণেকে করিলা বহু স্তব ॥
জরের স্তবন সুনি কহেন ভগবান ॥
সুন সুন জর অহে আমার আক্ষান ॥
জে কিছু সর্ম্বাদ নৃপে আমিয় তোমায় (?) ।
জে জন সুনিবে তার নাহি জর দায় ॥
তার অঙ্গ জর তুমি না জাও কখন ।
জর বোলে জে আজ্ঞা প্রভূ সুন নারায়ন ॥
এতেক বলিয়া জর হইলা বিদায় ।
পুনর্ব্বার সাজীয়া আইলা বানরায় ॥

রথে চাপী বানরাজা আইলা রনস্থলি।
ক্রোধ করি কৃষ্ণচন্দ্রে দেয় গালাগালী॥
আরেরে রাখাল বেটা পরনারি চোরা।
ভাবি ভূবি করিয়া পলায়া জাবি পারা॥
য়েই মোনে কৈরাছ সাধ জাবা পলাইয়া।
সিংহ ঘাটাইলি বেটা শ্রগাল হইয়া॥
জত দুর জাবি বেটা ততো দুর জাব।
লাগ পাইলে আজি তোক পরানে বধিব
তাহা স্নুনি কৃষ্ণচন্দ্র মহাক্রোধ হইয়া।
সহশ্রেক বাহু তার ফেলিলা কাটীয়া॥
সভে মাত্র দুই বাহু থাকিল অবশেষ।
দেখিয়া চিন্তীত বড় ঠাকুর মহেশ॥
সেবক বৎসল সিব সেবক রাখিতে।
জোড় হস্তে দাড়াইলা কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
সেবকের অপরাধ ক্ষম য়েহিবার।
অশেষ মহিমা প্রভূ কে জানে তোমার॥
এহিরূপে মহাদেব কৈল নানা স্তব।
সংখেপে কহিয়ে তাহা স্নন ভক্ত সব॥
স্নুনিয়া সিবের স্তব প্রভূ ভগবান।
ক্রপা করি বানেকে অভয় দিলা দান॥
তবে আসি বানরাজা সজল নয়ানে।
লোটায়া পড়িল বান কৃষ্ণের চরনে॥
এ মোর বড়ই ভাগ্য জনম সাফল।
নঞানে দেখিল প্রভূর চরন কোমল॥
কামপুত্র অনিরূদ্ধ পৌত্র সে তোমার।
বড় ভাগ্যে কন্যা বিভা করিবে আমার॥
মোর ঘরে সর্ব্বারম্বে আইস জত্নুনাথ।
উসা কন্যা দান করি অনিরূদ্ধ সাথ॥

স্থুনিয়া বানের কথা প্রভূ নারায়ন।
অনিরূদ্ধ কাছে জায়া দিলা দরশন॥
নাগপাশে বাধা আছে কামের নন্দন।
গরূড়ের প্রতাপে পালাইল নাগগন॥
মুক্ত হইলা অনিরূদ্ধ নাগপাশ হইতে।
উসারে দিলেন বিভা বেদ বিধিমতে॥
উসারে লইয়া সঙ্গে কামের নন্দন।
কৌতুকে আইলা সভে দ্বারকা ভূবন॥
এসব রহশ্য কথা স্থনয়ে জে জন।
সেজন অবশ্য পায় গোবিন্দ চরন॥
উসা হরনের কথা স্থন ভক্ত সব।
বিপ্র পরূসরামে গান চিন্তীয়া মাধব॥

নৃগরাজার উপাখ্যান

বড়ারি রাগ

য়েকদিন অভিমোত কৃষ্ণের বালক জতো
খেলা খেলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
জল লাগ সব পাইয়া য়েক কুপেতে জায়া
পৈড়া আছে য়েক কাকলাশ।
কাকলাশ উদ্ধারিতে অশেস প্রকার মতে
কৈলা সিস্থ অনেক সন্ধান।
উঠাইতে না পারিয়া কৃষ্ণেরে কহিলা জায়া
স্থনিয়া আইলা ভগবান॥
দেখিয়া ইসদ হাশ উদ্ধারিলা কাকলাশ
নিজগুনে প্রেম জতুরায়।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরসিয়া চতুভূজ মুর্ত্তী হইয়া
বৈকণ্ট ভূবনে চলি জায়॥

দেখি দিব্য কলেবর জিজ্ঞাসিলা গদাধর
কেবা তুমি কহোত নিশ্চয়।
কৃষ্ণের বচন স্থনি কহে গদগদ বাণি
রাঙ্গা পায় নিজ পরিচয়॥
স্থন স্থন ভগবান করো প্রভূ অবধান
সুর্য্যবংশে কুলেত প্রচার।
নাম মোর নৃগরাজা দানধর্ম্মে মহাতেজা
করিছিলাম অনেক বস্তু দান॥
কৈরাছিলু ধেনুদান তার কতো লব নাম
দাতা নাহি আমার সোমান।
ইক্ষুক নন্দন আমি স্থনিয়া থাকিবা তুমি
দৈবদোশে য়ে গতি আমার॥
দেউল জাঙ্গাল জতো পুস্কর্ন্নী সতো সতো
দিয়াছিলু দেবতা ব্রার্ম্মনে।
কৈরাছি অনেক পুণ্য লোকে করে ধন্য ধন্য
স্থনিয়া থাকিবা কোনকালে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার পোথা
স্থনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ ছুর জায় মনস্তাপ
পরুশরামে করিলা রচন॥

একদিন প্রাতকালে আনন্দীত মোনে।
ধেনুদান করিতে বসিলু বিপ্রগনে॥
কনকে রচিত শৃঙ্গ করি ধেনুগনে।
পালসুর্দ্দা উর্ছার্গীয়া দিলাম ব্রার্ম্মনে॥
দৈবজোগে টেকিলাম বিসম জোঞ্জালে।
ব্রার্ম্মনের য়েক ধেনু ছিল শেহি পালে॥

ধেণুদান পাইয়া বিপ্র আনন্দিত মোনে।
পথে জাইতে দেখা হইল সেহি বিপ্র সনে॥
নিজ ধেণু দেখি বিপ্র ক্রোধেতে বিভোল।
ব্রার্হ্মনের সহিতে লাগীল গণ্ডগোল॥
সে বোলে আমার ধেণু লয়া জাও কোথা।
দেখিয়া তো শেহি ধেণু পাইলু মহাবেথা॥
এ বোলে দান পাইলু রাজা বিছ্যমানে।
আমি তো পাইলু এথা লইবো অখনে॥
এতো বলি ধেণুপাল চালাইয়া জায়।
আপনার ধেণু বিপ্র ধরিয়া রহায়॥
য়েহিরূপে দুইজনে করিয়া গালাগালী।
চুলাচুলি করিয়া করিল কিলাকীলি॥
দুজনার কর চাপী ধরি দুইজনে।
আমার সাক্ষাতে আইলা মহাক্রোধ মনে॥
ও বোলে আমারে ধেণু রাজা কৈলা দান।
য়ে বেটা আমারে কেনে করে অপমান॥
সে বোলে অভব্য রাজা নাহি তোর জ্ঞান।
কোন পীতামহে তোমার কৈরাছে ধেণু দান॥
উভয় সঙ্কটে আমি বিপাকে টেকিলু।
য়েক লক্ষ ধেণু দান সাক্ষাতে করিলু॥
ক্রতাঞ্জলি করিয়া করিলু নিবেদন।
না বলিহ কটু দোহে স্থীর কর মোন॥
য়েকজনা য়েহি ধেণু নেহ তো গোশাই।
আর য়েক জনে নেহ এক লক্ষ গাই॥
অবোধ দুজনা তারা প্রবোধ না মানে।
কেহ কিছু নাহি লয় এই ধেণু বিনে॥
এ বোলে আমাকে তুমি জে কৈরাছ দান।
শেহি ধেণু বিনে আমি না লইব আন॥

ও বোলে তোর্ছার বেটার জল ছোয়ে কে।
জে তোর দানের জুগ্য তারে দান দে॥
য়েহিরূপে তুই বিপ্র কলহ করিয়া।
ঘরে গেলা তুই জন সব ধেণু থুইয়া॥
তারপর কথোদিন আছিলু ভারতে।
মিত্তুকালে আশীয়া লইল জমদুতে॥
ধর্ম্ম অবতার জম করিলা বিচার।
আমাকে বলিলা পুন্য কৈরাছ বিস্তর॥
সভে মাত্র তোমার হইয়াছে অল্প পাপ।
ধেণুদানে ব্রার্ম্মনেরে দিয়াছ সন্তাপ॥
এক জোনার ধেণু দান কৈলা য়েকজনে।
য়েহি মাত্র পাপ তোমার ভারত ভূবনে॥
অল্প পাপ বহু পুণ্য কি ভুঞ্জিবা আগে।
জে তোমার ইছা থাকে শেহি ভোগ আগে॥
আমি বুলিলাম অল্প পাপ আছে জদি!
পুণ্য ভোগ আছে মোর চিরৎ কালাবধি॥
এতো ভাবি অনুমতি দিলু তবে পাপে।
ততক্ষনে কাকলাষ হইয়া পৈলাম কুপে॥
পাপ ভোগ আমার হইল এতো দুরে।
রাঙ্গা পদ পরসিয়া জাই সর্গপুরে॥
এতো বলি গেলা রাজা বৈকণ্ট ভূবন।
বিপ্র পরূসরামে গায় নৃগ উপাক্ষান॥

নৃগ রাজা মক্ষন করিয়া কুতুহলে।
কহিতে লাগীলা কৃষ্ণ বালক সকলে॥
স্তুন স্তুন পুত্র সব আমার আক্ষান।
ব্রর্ম্ম বির্ত্তী হইতে সভে হইয় সাবধান

ব্রর্ম্মস্ব বিষ বড় স্থন সিস্থগনে।
প্রতিকার নাহি জার য়ে তিন ভূবনে॥
জে জন ভর্ক্ষ্যয় বিষ মরে শেহি জনে।
জলের সংজোগে হয় আনোল নিবারনে॥
সব প্রতিকার আছে ভারত মণ্ডলে।
সবংশে পুড়িয়া মরে বিপ্রের আনলে॥
অজ্ঞানে ব্রার্ম্মনের ভূমি জদি কেহ খায়।
একানব্বই পুরূস তার নরকেত জায়॥
বলৎকারে ব্রর্ম্ম বির্ত্তী হরে জেহি জন।
বিংসতি পুরূস তার নরকে গমন॥
আপনে দেউক কিবা পরে করে দান।
হরিতে বিপ্রের বির্ত্তী হইয় সাবধান॥
ব্রার্ম্মনের বির্ত্তী জে হরিয়া লয়া জায়।
সহশ্র বৎসর শেহি বিষ্টা ক্রীমি হয়॥
ব্রার্ম্মনের নিয়া জদি ব্রার্ম্মনেক দেয়।
তথাপী পুরূস তার অধগতি জায়॥
না জানিয়া কেহ জদি করয়ে য়েমন।
তার সাক্ষী নৃগ রাজা ইক্ষাকু নন্দন॥
স্থন স্থন পুত্র সব বচন আমার।
ব্রার্ম্মনের চরনে সভে করিয় নমস্কার॥
য়ে কথা অন্নথা করিবে জে জনে।
তার সাস্তী আপনে করিব ততক্ষনে॥
এহিরূপে পুত্রগনেক নিত বুঝাইয়া।
ঘরে গেলা কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হইয়া॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

বলদেবের যমুনাকর্ষণ

একদিন বলরাম রূহিনি নন্দন।
গকুল পড়িল মোনে জতো বন্ধুজন॥
মাতা পীতা বন্ধু বান্ধুব জতো জনে।
গোপ গোপী বলিয়া তার পৈড়া গেলো মনে॥
চাপীয়া পুস্পক রথে প্রভূ বলরাম।
নন্দের গকুল পুরি করিলা পয়ান॥
নন্দ জশোদার ঠাই হইল উপস্থিত।
বলরাম দেখি নন্দ মোনে য়ানন্দিত॥
নন্দরানি বোলে বিধি অনুকুল পারা।
নঞানে বহিয়া পড়ে আনন্দের ধারা॥
আইস আইস বলরাম কৃষ্ণ মোর কোথা।
আর নাকি তার মোনে আছে মাতাপীতা॥
কহ দেখি কৃষ্ণ মোর আছেনি কুশলে।
তেতিল নন্দের রানি নঞানের জলে॥
তবে নন্দঘোস বলরাম লয়া কোলে।
হাতের মুরতি ভিজে নঞানের জলে॥
দুইজনাক প্রনমিলা রূহিনি নন্দন।
আনন্দে দোহেত মুখ করিলা চুম্বন॥
তারপর গোপ গোপী জতো প্রীয়ো সখা।
সভার সহিতে প্রভূ করিলেন দেখা॥
কেহ নমস্কার কৈলা কেহ আলিঙ্গন।
সভে বোলে কুশলে নি আছেন নারায়ন॥
প্রবোধীলা বলরাম মধুর বচনে।
আনন্দে নাহিক সিমা গকুল ভূবনে॥
বলরামে বেড়িল জতেক গোপীগন।
কহো প্রভূ বলরাম কোথা নারায়ন॥

প্রবোধিলা বলরাম মধুর বচনে।
আনন্দে নাহিক সিমা গোপীকার মোনে॥
আমা সভা বলি নাকি মোনে আছে তার।
কি দোসে নিষ্টুর হৈলা দৈবকি কুমার॥
পাসরিলা গোপ গোপী ব্রন্দাবন রস।
কিরূপে আছেন প্রভূ কার হইয়া বস॥
এক গোপী বোলে স্থন সখি সব।
কি য়ার জিজ্ঞাসা করো নিষ্টুর মাধব॥
য়েহিরূপে গোপী সব করেন করূনা।
প্রভূ বলরাম তারে করেন সান্তনা॥
আনন্দিতে চৈত্র বৈসাখ তুই মাশ।
গকুল নগরে প্রভূ করিলা নিবাস॥
চন্দ্রের উদয় দেখি জতো গোপীগনে।
বলরামের সহিত বিহরে বৃন্দাবনে॥
জমুনার নিকটে মধুর বৃন্দাবন।
গোপী সঙ্গে বলরাম করিলা ভ্রমন॥
বারূনি মদিরা পান করিয়া বিভোল।
ডাকিয়া ফিরাইতে চান জমুনার জল॥
ফিরো ফিরো জমুনা জাও উজান বাহিয়া।
জলক্রীড়া করিব আজি গোপী সব লয়া॥
করিয়া মদিরা পান বলরাম ডাকিল।
স্থনিয়া জমুনার তবে তরঙ্গ বাড়িল॥
তা দেখিয়া বলরাম কোপে কম্পমান।
হলাগ্রেতে জমুনা ধরিয়া দিল টান॥
হলাগ্রে ধরিয়া জদি জমুনা টানিল।
আশীয়া জমুনা তবে মুর্ত্তিমান হইল॥
জমুনার উপরে প্রভূ করয়ে গর্জ্জন।
অবজ্ঞা করিয়া মোরে না স্থন বচন॥

হেলা করি না স্থনিলা আমার আক্ষান।
আজি তোরে লাঙ্গলে করিব সাতখান॥
তা স্থনিয়া জমুনার কম্পীত কলেবর।
প্রভূ বলরামকে স্তুতি করিলা বিস্তর॥
তবে প্রভূ বলরাম জমুনার জলে।
গোপী সঙ্গে জলক্রড়া কৈলা কুতুহলে॥
এহিরূপে বলরাম গকুল নগরে।
বিপ্র পরুসরামে গায় গোপালের বরে॥

জরাসন্ধ বধ

স্থনরে ভকত ভাই স্থন সর্ব্বজন।
জরাসিন্ধু বধিতে সাজিলা নারায়ন॥
উদ্ধব বোলেন স্থন করি নিবেদন।
আগে চল জাই জুধিষ্টীরের ভবন॥
রাজস্থঞী জজ্ঞের হইবে অনুবন্ধ।
তার মোত লইয়া বধিব জরাসিন্ধু॥
দৈবে জরাসিন্ধু রাজা আগে হবে বধ।
এই শে আমার মত কহিলাও মাধব॥
উদ্ধবের বচন স্থনি প্রভূ বনমালি।
সাধু সাধু বলিয়া করিলা কোলাকুলি॥
সাধু সাধু ঘোষণা হইল এহি বানি।
কৌতুকে করিলা জাত্রা প্রভূ জদুমনি॥
বলরামকে ডাকিয়া কহিলা ভগবান।
স্থন স্থন বলরাম আমার আক্ষান॥
আমি তো চলিন্থু জুধিষ্টীর ভবনে।
জাবত না আসি আমি থাকিহ সাবধানে॥

বলরামকে ডাকিয়া কহিলা জত্নাথে।
উগ্রসেন সম্বধিয়া চাপে পুষ্পরথে॥
সোল সহস্র সতো অষ্ট প্রভূর রমনি।
সর্ব্বারম্ভে চলিলা ঠাকুর চক্রপানী॥
উদ্ধব আদি সঙ্গে করি গমন করিলা।
জতো সন্য সেনাগন কৌতুকে চলিলা॥
অস্ম গজ রথ রথি মাহুত সারথি।
নর জানে জান কতো কৃষ্ণের জুবতি॥
উর্চ্চরব মহর্চ্ছব করি বিরগন।
উপস্থিত হইলা জুধিষ্টীরের ভূবন॥
আগে জাইয়া কহিলা নারোদ তপধন।
স্থন স্থন জুধিষ্টির আইলা নারায়ন॥
স্থনিয়া রাজার মনে আনন্দ আপার।
নারোদের চরনে কৈলা নমস্কার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ আইলা সঘনেত ডাকে।
উদ্ধবাহু করি নাচে মোনের কৌতুকে॥
ভাই বন্ধু সঙ্গে গেলা রাজা জুধিষ্টীর।
কৃষ্ণেরে লইতে আইলা নগর বাহির॥
গহন কাননে উপস্থিত নারায়নে।
প্রনমিলা কৃষ্ণ জুধিষ্টীরের চরনে॥
তবে প্রনমিলা কৃষ্ণ ভিমের চরনে।
অর্য্যনের সহিতে করিলা আলিঙ্গনে॥
তবেত নকুল সহদেব তুইজনে।
আসিয়া প্রনাম কৈলা কৃষ্ণের চরনে॥
তবেত দ্রপদি আইলা লজ্জিত অন্তরে।
ইসদ হাশীয়া প্রনমিলা গদাধরে॥
তবেত কৃষ্ণের পীসাই কুন্তী ঠাকুরাণী।
তাহাকে প্রনাম কৈলা দেব চক্রপানী॥

জুধিষ্টীর বোলে আমি বড় ভাগ্যবান।
মোর গ্রীহে উপস্থিত প্রভূ ভগবান॥
এহিরূপে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
কৌতুকে আছেন জুধিষ্টীরের মন্দীরে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরূসরান কৃষ্ণ সখা জার॥
সভা মদ্ধে আসিয়া বোলেন জদুরায়।
জরাসিন্ধু বধিবার করহ উপায়॥
নানা সাস্ত্র জানে শেহি জরাসিন্ধু রাজা।
বিস অক্ষহিনি সেনা সঙ্গে মহাতেজা॥
দশ সহশ্র হস্তীর বল ধরে মহাতেজা।
ভিমের শোমান তেজ জরাসিন্ধু রাজা॥
বাহু জুদ্ধ করে জদি ভিমের সহিতে।
তবে জরাসিন্ধু পারি প্রকারে বধিতে॥
বিপ্র ভক্ত জরাসিন্ধু সুনিয়াছি শ্রবনে।
ব্রম্মচারি হইয়া জাই তার নিকেতনে॥
বাহু জুদ্ধ মাঙ্গি লব ব্রার্হ্মন হইয়া।
তবে সে বধিতে পারি প্রকার করিয়া॥
এতো বলি অর্জুন কৃষ্ণ আর ভিমশেনে।
হইলা ব্রার্হ্মন মুর্ত্তী এহি তিন জনে॥
ব্রার্হ্মনের বেশ ধরিলা নারায়নে।
পথে জাইতে নারায়ন কৈলা ভিমশেনে॥
সুন সুন ভিমশেন আমার জুগতি।
জেরূপে বধিবা জরাসিন্ধু নরপতি॥
অপুত্রক ব্রহর্দ্ধথ আছিল তার পীতা।
জেরূপে পাইল পুত্র সুন তার কথা॥
পুত্র হেতু রাজা কৈল জজ্ঞ আরম্বন।
নিমন্ত্রীয়া আনিল জতেক মনিগন॥

আইশে সকল মনি জজ্ঞ আরোপীয়া।
রাজাকে কহিল হাতে আম্রফল লয়া॥
এহি ফল দেও নিয়া রানিকে খাইতে।
হইবে উত্তম পুত্র য়েহি ফল হইতে॥
ফল পাইয়া ব্রহর্দ্ধথ আনন্দ অন্তরে।
ফল নিঞা খাইতে দিল প্রীয়ো স্ত্রীর তরে
পরম পীরিতে তাদের বসাইলা কোলে।
অদ্ধা অদ্ধি করি দিলা দুই সতিনিরে॥
দুইজনে প্রসবিলা দুই অর্দ্ধখানি।
দেখিয়া চিন্তীত হইলা ব্রহর্দ্ধথ নৃপমনি॥
দুইখানি পুত্র নিয়া থুইল বোনবাস।
দুই অদ্ধখানি সিসু পড়িয়া সেইখানে।
দেখিয়া রাক্ষসি জরা মনে মনে গনে॥
অঙ্গ জোড়াইল সেই দুই অদ্ধখানি।
কান্দিতে লাগীলা সিসু পড়িয়া ধরনি॥
জরা আনি দিল পুত্র রাজার গোচরে।
জরাসিন্ধু নাম তাহার হইল তেকারনে॥
পুত্র পাইয়া ব্রহর্দ্ধথ আনন্দিত মন।
বটব্রক্ষে সষ্টিদেবি করিলা স্থাপন॥
অজা মেস মহিস করিয়া বলিদান।
করিল সষ্টীর পুজা বিবিধ বিধান॥
এ সকল কথা কৃষ্ণ ভিমেক কহিল।
আইজ শেহি জরাসিন্ধু মহারাজা হইল॥
জোড়া অঙ্গ জরাসিন্ধু দুই অর্দ্ধখানি।
ধিঘে ধিঘে কিবা তার বধিব পরানি॥
পথে জাইতে ভিমেক সিখাইলা নারায়ন।
জরাসিন্ধু ঘরে জায়া দিলা দরশন॥

য়েকাদসি করি রাজা করিবে পারন।
হেনকালে উপস্থিত বিপ্র তিন জন॥
ব্রার্ম্মন দেখিয়া রাজা আনন্দ অন্তরে।
বিপ্র বলি প্রনাম করিলা সভাকারে॥
কহ কহ বিপ্রগোন কেনে আগমন।
কহিতে লাগীলা কৃষ্ণ কপট ব্রার্ম্মন॥
স্থন স্থন জরাসিন্ধু তুমি বড় দাতা।
লোক মুখে স্থনিয়াছি তোমার জস কথা॥
এহি হেতু আইলাম আমরা তিন ভাই।
স্থিকার করহ আগে তবে ভিক্ষা চাই॥
তা স্থনিয়া জরাসিন্ধু ভাবে মোনে মন।
হেন বুঝি তিন বেটা রাজার নন্দন॥
ধনুকের চিন্ন দেখি এ সভার করে।
কতো ঠাঞি দেখিয়াছি বনের ভিতরে॥
ভিক্ষুক হইয়া জদি আইল মোর স্থান।
জাহা মাঙ্গে তাহা দিব ইথে নাহি আন॥
য়েতেক বিচার রাজা ভাবে মোনে মোন।
কি ভিক্ষা মাঙ্গিবা বিপ্র মাঙ্গ তিনজন॥
স্থনিয়া মাঙ্গিলা ভিক্ষা প্রভূ জহুনাথে।
বাহু জুদ্ধ করো রাজা আমাদের সাথে॥
এ কথা স্থনিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
এমোন অপুর্ব্ব কথা না স্থনি কোনখানে॥
মোর সঙ্গে বাহু জুদ্ধ কি করিবা তোরা।
মরিবার ঔসদি মাঙ্গিয়া লইলা পারা॥
মোর ভয়ে ছাড়ি গেলা মথুরা ভূবন।
পীথিবি ভোম ছাড়ি লইলা সমুদ্রের সরন॥
অর্জুন আইলা বটে ছায়াল বয়েশে।
তাহার সহিতে জুদ্ধ লোকে পাছে হাসে॥

ভিমসেন আমার সোমান বল ধরে।
এতো বলি জরাসিন্ধু গ্রীহে প্রবেসিয়া।
দুই গদা বাহির কৈলা প্রধান দেখিয়া॥
য়েক গদা দিলেন ভিমের বরাবর।
আর গদা লইলা আপনে নৃপবর॥
রনস্থলে জরাসিন্ধু হইলা উপস্থিত।
বাহু জুদ্ধ লাগী গেলো ভিমের সহিত॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

জদুরাজা নাবারে সুন্দর জদুরায়। ধুয়া
চতুদ্দিগে দাড়াইয়া দেখে লোকজন।
য়েকদিকে দাড়াইলা অর্য্যন নারায়ন॥
দুজনার গদা সিক্ষা দোহে মহাবল।
নির্ঘাত গদার সব্দ দোহার উপর॥
বিচিত্র মণ্ডলি দোহে করিয়া বেড়ায়।
ঘন পাকে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি জায়॥
দুইজনে উঠিয়া পুন দুইজনারে ধরে।
মুণ্ডে মুণ্ডে মেসে জেন ঢুসাঢুসি করে॥
সুণ্ডে সুণ্ডে হস্তী জেন করে মহারন।
হস্তে হস্তে য়েইরূপে জুঝে দুইজন॥
পদে পদে জুদ্ধ জেন করে তুরঙ্গমে।
চট চট নির্ঘাত সব্দ দুরাস্ত বিক্রমে॥
অধিক গদার সিক্ষা জানে জরাসিন্ধু।
ভিমেরে করিল মোহ করি অনুবন্ধ॥
দুরাস্ত বিক্রম বির রনে মর্ত্ত হইয়া।
পাসরিলা কৃষ্ণ তাহা দিলা সিখাইয়া॥

তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভিমের স্বমুখে।
সঙ্খেপে বদরি পত্র চিরিলা কৌতুকে ॥
তা দেখিয়া ভিমের পড়িয়া গেল মোনে।
জরাসিন্ধু ধরিয়া পাড়িল শেহি ক্ষানে ॥
আপনার তুই পদ তার পদে দিয়া।
তার পদ ধরি তবে ফেলিল চিরিয়া ॥
দিগে দিগে ধরিয়া করিল তুইখান।
হাহাকার করে লোক ভয়ে কম্পমান ॥
পড়িল জে জরাসিন্ধু হারায়া জিবন।
ভিমেক ধরিয়া কৃষ্ণ দিলা আলিঙ্গন ॥
জরাসিন্ধু বধ করি প্রভূ গদাধর।
তার পুত্র সহদেবেক ডাকিলা সত্তর ॥
অভিসেক করিয়া তারে পাটে কৈলা রাজা।
কৃষ্ণ রশে আমদিত মগদের প্রজা ॥
জত জত রাজা ছিল বন্দি কারাগারে।
তা সভারে মুক্ত কৈলা প্রভূ গদাধরে ॥
কারাগারে মুক্ত হইলা যত রাজাগনে।
সকলে করিলা স্তব কৃষ্ণের চরনে ॥
জোড় হাতে কৃষ্ণেকে করি নানা স্তব।
তারে মুক্ত কৈলা প্রভূ প্রানের মাধব ॥
তা শভারে বিদায় করিলা নারায়ন।
দেশে গেলা রাজা সব আনন্দিত মোন ॥
ভিম অর্জুন আর প্রভূ গদাধর।
আসিয়া উপস্থিত হইলা যুধিষ্টীরের নগর ॥
শুনিলা জুধিষ্টীর আইলা নারায়ন।
আসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে কৈলা আলিঙ্গন ॥
কৃষ্ণ তারে কহিল সকল সমাচার।
স্বনিঞা রাজার মনে আনন্দ আপার ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

শিশুপাল বধ

সিন্ধুড়া রাগ

জরাসিন্ধু বধ সুনি জুধিষ্টীর নৃপমণি
কৃষ্ণেরে করেন নিবেদন।
অনুমতি দেহ হরি রাজসুঞী জজ্ঞ করি
পুজি তোমার ও রাঙ্গা চরন॥
কৌতুকে অখিল পতি জুদ্ধে দিলা অনুমতি
রাজসুঞী জজ্ঞ করিলা আরম্বন।
রাজা আনন্দিত হইয়া নিমন্ত্রন পটাইয়া
আনিলা সব মুনিগন॥
জতো রাজাগন আইলা সভে নিমন্ত্রন কৈলা
রাজসুঞী জজ্ঞ আরম্বন।
জজ্ঞ সমাপ্পীয়া রাজা আগে করি কার পুজা
ক্রেতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসিলা॥
সভে সভাপানে চায় কেহো কিছু নাহি কয়
দাড়ায়া থাকীলা জুধিষ্টীর।
সহদেব বোলে রাজা কৃষ্ণপদ করো পুজা
গোলোক সম্পদ জত্নবির॥
সুনি জতো নরপতি সভে দিল অনুমতি
সাধু সাধু বোলে সর্ব্বজন।
রাজা আনন্দিত হইয়া সুখে পাদ্য অর্গ্য লয়া
পুজা কৈলা গোবিন্দ চরন॥
লোকে বলে ধন্য ধন্য রাজা কৈল বড় পুণ্য
কৃষ্ণপদ পুজিলা সাদরে।
তা সুনিয়া সিসুপাল কোপে করে সপ্ততাল
গালাগালি দেয় সভাকারে॥

নন্দের রাখাল কানু বোনে বোনে রাখে ধেনু
আগে করে তাহার অশ্চন।
কংস ভয়ে লুকাইয়া গোওালার আইটা খাইয়া
ব্রজে ছিল ভাই দুইজন॥
পরের রমনি হরে কী গুনে ভজিল তারে
লঘু গুরু নাহিক বিচার।
পুরি ভোম ছাড়ি জায় সমুদ্রের স্বরন লয়া
সভা মদ্ধে আগে পুজা তার॥
কৃষ্ণ নিন্দা সুনি কানে জতো সাধু রাজাগনে
হস্ত কর্ন্নে আছাদিয়া রয়ে।
ধর্ম্মপুত্র জুধিষ্টীর কোপে অঙ্গ নহে স্থির
সিসুপালেক কাটীবারে জায়॥
তা দেখিয়া জদুরায় নিবারিলা জুধিষ্টীর
তভু সিসুপাল গালি দেয়।
সুনিয়া কুপীলা হরি সুদরসন চক্র ধরি
মাথা কাটী পাড়ে জদুরায়॥
সিসুপাল বধ হইল তেজ বাহির হয়া গেলো
কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত মোন।
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জায় মোনস্তাপ
পরুসরামে করিলা রচন॥

শাল্ববধ

অতপ্পর পরিক্ষিত করো অবধান।
জেরূপে পাইলা সাম্ব প্রভূ ভগবান॥
রূক্কীনি হরিয়া কৃষ্ণ আনিলা জখন।
নিমন্ত্রনে য়াশীছিল জতো রাজাগন॥
পরাজয় হয়া সভে গেলা নিজঘরে।
সাম্ব রাজা ছিল তাহে ত্বঃখীত অন্তরে॥
সিসুপালের পীতামহ সাম্ব মহাবলে।
সভা মদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিলা শেহিকালে॥
অরাজক প্রথিবি করিতে জদি পারি।
তবে সাম্ব রাজা বলি সার্থক নাম ধরি॥
সহস্তে কাটিব আমি কৃষ্ণ বলরাম।
এতো বলি সাম্ব রাজা তপস্বাতে জান॥
তপস্বা করিতে সাম্ব বসিলা জতনে।
য়েকচিত্তে সিবপুজা করে বিজন বোনে॥
য়েক মুটা ভস্ম দিয়া পুজেন জতোনে।
আসি তথা মহাদেব হইলা অধিষ্টান॥
কি বর মাঙ্গিবা সাম্ব দিব বরদান।
সাম্ব বোলে য়েহি বর মাঙ্গি ভগবান॥
আমা দেখিয়া জেন পলায় জত্নগন।
এতেক স্নুনিয়া শিব দামর ডাকিল।
কামরূপী রথ করি তার তরে দিল॥
চাপীয়া কামুক রথে সাম্ব নৃপবর।
জুর্দ্ধ করিবারে আইলা দ্বারকা নগর॥
অথা আছেন কৃষ্ণচন্দ্র হস্তীনানগরে।
আর সব স্ত্রী পুরুস আছে ঘরে ঘরে॥
মহাক্রোধ করি সাম্ব সঙ্গে সেনাগন।
চতুর্দিগে বেড়িলেক দ্বারকা ভূবন॥

নানা অস্ত্র য়েড়ে বির অনেক প্রকার।
দিবস দুই প্রহরে হইল ঘোর অন্ধকার॥
দ্বারোকার জতো লোক কান্দে উশ্চস্বরে।
কে আর করিবে রক্ষা কৃষ্ণ নাহি ঘরে॥
তা সুনিয়া কামদেব কৃষ্ণের কুমার।
ডাকিয়া বোলেন সভাক ভয় নাহি আর॥
য়েতো বলি কামদেব চাপে পুষ্পরথে।
জুর্দ্ধ করিবারে সাজে সাম্বর সহিতে॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা সুন সর্ব্বজনে।
পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
সারথি পদাতি সাজে আর ধনুর্দ্ধর।
রথ রথী ঘোড়া সাজে অনেক কুঞ্জর॥
সভে মেলি প্রবেসিলা সংগ্রাম ভিতর।
দুই সন্য জুদ্ধ লাগে মহাঘোরতর॥
দেবাসুর জুদ্ধ জেন হইল বিপরিত।
তেমতি হইল জুর্দ্ধ সাম্বর সহিত॥
তবে প্রভূ কামদেব কৃষ্ণের নন্দন।
বিক্রম করিয়া ধনু ধরিলা তখন॥
পঞ্চবিংসতি বান ধরে য়েকবারে।
সন্ধান পুরিয়া মারে সারথির সিরে॥
সাম্বর উপরে মারে বান য়েক সতো।
মারিল সাম্বর সঙ্গে শেনা ছিল জতো॥
তিন বান মারিল য়েক য়েক বাহনে।
য়েকবারে সতো বান মারে সেনাগনে॥
কামদেবের বিক্রম দেখিয়া সর্ব্বলোকে।
ধন্য ধন্য করিয়া সকল সন্য ডাকে॥
সাম্ব বোলে ধন্য ধন্য কৃষ্ণের নন্দন।
অদভূত বিক্রম তোমার সার্থক জিবন॥

তবে সাম্ব আরম্ভিলা দানবের মায়া।
মায়া করি জুর্দ্ধ করে নাহি দেখি ছায়া॥
ক্ষানেক আকাশে থাকে ক্ষানেক ভূমিত।
ক্ষানে জলে ক্ষানে স্থলে ক্ষানে প্রথিবিত॥
কুমারের চাক জেন ফিরে ঘনপাকে।
বানবিষ্টী করে কামদেবের উপরে॥
বানে বানে কামদেব হইল জর্জ্জর।
জত জত্নবংশগোন হইল কাতর॥
রনে ভঙ্গ নাহি দেয় করে হায় হায়।
কোথা হইতে সাম্ব আইশে দেখা নাহী যায়॥
হেনকালে কামদেব ছায়া পাইল দেখা।
সন্ধান পুরিল বান কিবা তার লেখা॥
সমুখে সাম্বর শেনা আসিয়া কৌতুকে।
মারিল গদার বাড়ি কামদেবের বুকে॥
মুর্ছিত হইলা কামদেব মহারথি।
রথ লয়া রনে হইতে পলাইল সারথি॥
কতক্ষনে কামদেব পাইল চেতন।
সারথিরে কন কিছু করিয়া আরোহন॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

তুমি ভাল না করিলা শুনহে সারথি।
রনে হইতে পলাইয়া রাখিলা ক্ষেয়াতি॥ ধুয়া
আগুলিয়া নিজধাম আছে প্রভু বলরাম
কলঙ্ক রাখিলা জদুকুলে।
পীতা মোর গদাধর তিনি আসিবেন ঘর
গ্রহে আসি শোধাইবে মোরে॥

গদার প্রহার খায়া আইলাম পলাইয়া
কেমনে কহিব য়েহি কথা।
কোন লাজে দেখাব মুখ মনে বড় লাগে দুখ
শুনিয়া হাশীবে মনিগন॥
মুর্ছিত হইলা তুমি সংস্কাজুক্ত হইলাম আমি
পালাইয়া আইলাম তেকারনে।
বিপ্র পরুসরামে কয়ে ইথে কিবা লজ্যা ভয়
এ লজ্জা কে পায় নাহি কোথা॥

জহুরাজা নাবেরে সুন্দর জহুমুনি। ধুয়া
তবে প্রভু কামদেব বুঝি ধর্ম্মপথ।
সারথিকে কহিলা চালাও সিগ্র রথ॥
মার মার করি য়াইলা সংগ্রাম ভিতর।
সন্ধান করিলা বান সাম্বর উপর॥
চারি অস্ম রথের কাটীল চারি বানে।
একবানে সারথির বধিলা পরানে॥
দুই বানে কাটীল গাণ্ডীব সর।
পলাইয়া জাইতে চাহে গুমানি নগর॥
হেনকালে কামদেব পুরিলা সন্ধান।
প্রদষ এমন কালে হারাইলা পরান॥
সাথকি আদি করি সবে আনন্দ আপার।
সাম্বর সকট কাট জুর্দ্ধের ভিতর॥
কাটা মুণ্ড কন্ধে লাগে সমুদ্রের তিরে।
সপ্তাসি দিবশ জুর্দ্ধ এমত প্রকারে॥
অথা আছেন কৃষ্ণচন্দ্র হস্তিনানগরে।
অনেক অমঙ্গল দেখি চিন্তীত অন্তরে॥
এতো অমঙ্গল কেনে দেখি অকস্মাৎ।
দ্বারকা নগরে বুঝি হইল উতপাৎ॥

জুধিষ্টীরের স্থানে কৃষ্ণ হইয়া বিদায়।
আইলা দ্বারোকাপুরি প্রভূ জত্নরায় ॥
কৃষ্ণ আইলা কৃষ্ণ আইলা হইলা ঘোশনা।
উর্দ্ধবাহু করি নাচে জত্নবংসগুনা ॥
জানিলা সকল তত্ত প্রভূ ভগবান।
বলরামেক কহিলা থাকীয় সাবধান ॥
থাকিলেন বলরাম আগোরিয়া পুরি।
সারথিকে কন কীছু ঠাকুর শ্রীহরি ॥
স্থন অহে সারথি আমার উত্তর।
রথ চালাইয়া দেহো সংগ্রাম ভিতর ॥
বাউবেগে রথখান চালান সারথি।
জুর্দ্ধ করিবারে জান প্রভূ জত্নপতি ॥
জত্নবংসগন সভে আনন্দ পাথার।
সাম্বরাজা বোলে কারো রক্ষা নাহি আর ॥
প্রমাদ গনিয়া সাল্ব মনেত কুপীল।
হস্তে করি সক্তিসেল তুলিয়া লইল ॥
সক্তিসেল য়েড়ে তবে কামের উপরে।
কৃষ্ণের নন্দনে শেলে কি করিতে পারে ॥
দশদিগে আল করি সক্তিসেল আইশে।
কৃষ্ণ রাখ বলি কাম ডাকেন তরাশে ॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পুরিল সন্ধান।
সক্তিসেল কাটীয়া করিল সাতখান ॥
সক্তিসেল কাটে প্রভূ দেব গদাধর।
সোল গোটা বান মারে মস্তক উপর ॥
বান খাইয়া সারথির নাহি লাগে ডর।
মারিল নির্ঘাত গদা প্রভূর উপর ॥
বাম অঙ্গে বেথিত হইলা জত্নপতি।
বাম হস্তের ধন্নুক খসিয়া পড়ে তথী ॥

মুর্ছিত পড়িলা প্রভূ অবনি মণ্ডলে।
কিবা শে অবনি সোভা হইল সেখানে॥
জতো সাধুগন তারা করে হাহাকার।
ডাকি সাম্বরাজা তবে বোলে পুনর্ব্বার॥
হেদেরে রাখাল বেটা স্থন মোর কথা।
এই হাথে মারিয়াছ সিস্থপাল তথা॥
চুরি করি লয়া আইলা রুক্মীনি স্থন্দরি।
সেহি অপরাধে তোখে নিব জোমপুরি॥
হাসিয়া বোলেন তবে কোমল লোচন।
মরন নিকট তোর হইল য়েতোদিন॥
এতে বলি গদা এড়ে প্রভূ ভগবান।
মায়া করি সাম্বরাজা হইলা অন্তধান॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥
লুকাইল সাম্বরাজা মায়া রথ খান।
দুত রূপ হইয়া আইলা কৃষ্ণ বিদ্যমান॥
আসিয়া কৃষ্ণের কাছে করে জোড়হাতে।
নিবেদন করি প্রভূ স্থন জত্থনাথে॥
দৈবকি তোমার মাতা মোরে পঠাইল।
বস্থদেবেক সাম্বরাজা ধরি নিয়া গেলো॥
বাধিয়া রাখিল নিয়া পীতারে তোমার।
এতেক বলিলা সাম্ব স্থনে গদাধর॥
আহা পীতা বলি কান্দে দেব জত্থবির।
ধুলায়া লোটায়া অঙ্গ নাহি পায়ে স্থির॥
দুর্য্যয় প্রতাপ মোর দাদা বলরাম।
আগলিয়া রহিয়াছে পুরি নিজধাম॥
দেবতা অস্থরে তাখে না পারে জিনিতে।
বাপেক বাধিয়া নিল তাহার সাক্ষাতে॥

কিমতে ধরিল প্রান দৈবকি জননি।
এতেক ভাবিয়া কান্দে প্রভু চক্রপানি ॥
বাপ না দেখিব আমি জায়া গৃহ মাঝে।
জননিরে মুখ দেখাইব কোন লাজে ॥
য়ে বড় কলঙ্ক মোর প্রথিবিতে হইল।
আমি পুত্র বিদ্যমানে বাপ বাধী নিল ॥
শোকাকুলি কৃষ্ণচন্দ্র লাগীলা কান্দিতে।
তুতরূপ ছাড়ি সাম্ব চাপে দিব্যরথে ॥
মায়া বসুদেব য়েক গড়িল তখন।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে সাম্ব দিল দরশন ॥
বসুদেবের চুলে সাম্ব জতোনে ধরিল।
রথে হইতে সাম্ব তখন ডাকিয়া কহিল ॥
হেদেরে রাখাল কৃষ্ণ মিছা করো শোক।
এই তোমার পীতাক পঠাই পরলোক ॥
এক হাতে বসুদেবের ধরিল কুন্তল।
আর হাতে খড়্গ লইল সাম্ব মহাবল ॥
তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র করে হাহাকার।
মায়া বসু কাটী পাড়ে সাম্ব তুরাচার ॥
বসুদেব কাটা গেলো দেখি নারায়ন।
চিন্তিত হইলা বড় কোমল লোচন ॥
অন্তরে ভাবিয়া প্রভু সকলি জানিল।
মিছা মায়া করি সাম্ব এতো কষ্ট দিল ॥
অখিল ব্রর্ম্মাণ্ডপতি দেব নারায়ন।
তাহার উপরে মায়া থাকে কতক্ষন ॥
তবে প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র কুপীলা অন্তরে।
মারিলা গদার বাড়ি সাম্বর উপরে ॥
চুর্ন্ন হইল রথখান মায়া গেলো তুর।
কাটীলা সাম্বর মাথা গোবিন্দ ঠাকুর ॥

পড়িল যে সাম্বরাজা প্রান হারাইয়া।
দ্বারোকা আইলা কৃষ্ণ সঙ্গগোন লয়া॥
কৃষ্ণকথা কন সুক ব্যাশের নন্দন।
য়েকচিত্তে সুনে পরিক্ষিত মহাজন॥

সুদাম উপাখ্যান

কহো কহো সুকদেব পরিক্ষিত বোলে।
জে জে কর্ম্ম করিল গোবিন্দ কুতুহলে॥
শেহি বাক্য জাহাতে কৃষ্ণের গুনগাথা।
সেহি সে শ্রবন সুখ সুনে কৃষ্ণ কথা॥
শেহি মোন জাহাতে সকল ঘটে হরি।
সেহি হস্ত বলি জাথে কৃষ্ণের কার্য্য করি
মস্তকেরে সার্থক বলি প্রনাম নারায়নে।
চক্ষেরে সার্থক বলি কৃষ্ণ দরসনে॥
সরির সার্থক কৃষ্ণ স্মরন অশ্চনে।
ততোধিক ফল পাই বৈষ্টব শেবনে॥
এতেক বলিলা জদি রাজা পরিক্ষীত।
কৃষ্ণ কথায় ব্যাশসুত হইলা আনন্দীত॥
সুন সুন পরিক্ষীত হইয়া য়েক মোন।
আছিল কৃষ্ণের সখা বিপ্র য়েকজন॥
সুদাম তাহার নাম জগতে বিদিত।
সর্ব্ব সাস্ত্র জানে শেহি বিচারে পণ্ডিত॥
লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংশারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান॥
অতি বড় পতিব্রতা তাহার ব্রার্হ্মনি।
স্মামি পরায়নি শেহি পরম দুখিনি॥

স্ত্রীপুরুস দুইজনে বড় কষ্ট পায়।
অনাআসে জাহা জোটে তাহী মাত্র খাএ ॥
ভগ্নবস্ত্র পরিধান ত্রৃনস্থূন্য ঘর।
অস্তি চর্ম্মসার মাত্র শুস্ক কলেবর ॥
অন্নাভাবে দোহ অঙ্গে নিহালয়ে দড়ি।
তৈল অভাবেত দোহার অঙ্গে উড়ে খড়ি ॥
এহিরূপে দুইজনে করে গৃহবাশ।
আনোলের সিখা জেন ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
একদিন বিপ্রপত্নি স্বামির সাক্ষাতে।
খুধায় আকুল প্রান লাগীলা বলিতে ॥
সুন সুন প্রাণপতি সকরুন বানী।
ত্রিভূবনে মোর সোম নাহিক দুঃখীনি ॥
অন্ন অভাবেত প্রান রক্ষা নাহি হয়।
উদর পুরিয়া অন্ন খাইতে ইৎসা জায় ॥
উদরের অন্ন হইলা রজত কাঞ্চন।
জদি বোল রাখো প্রভূ করি নিবেদন ॥
কৃষ্ণ হেন সখা আছে দ্বারোকা ভূবনে।
লক্ষি জার পদোসেবা অবিরতো করে ॥
হেন সখা বিদ্যমানে য়েতো কষ্ট পাও।
সব দুঃখ দুর হবে তার ঠাই জাও ॥
তাহা বিনে অনাথের আর কেহো নাই।
পাইবা অনেক ধোন জাও তার ঠাঞী ॥
পুরানে স্থুনিছি তিনি দয়ার ঠাকুর।
তোমারে দেখিলে ধোন দিবেন প্রচুর ॥
ব্রার্ম্মনির এতো বোল স্থুনিয়া ব্রার্ম্মন।
হাসিয়া বোলেন প্রীয়া স্থুনহে বচন ॥
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার ॥

গুরু ঘরে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িলু জখন।
ততোবধি দেখা নাই প্রভূ নারায়ন॥
এতো ভাগ্য কবে হবে তারে পাবো দেখা।
না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা॥
অখিল ব্রর্ম্মাণ্ডপতি প্রভূ হিৃসিকেস।
কেনে মোরে ধোন দিবেন আমি তার কে॥
সুনিয়া ব্রার্ম্মনি কয় স্বামির চরনে।
সুন সুন প্রাননাথ করি নিবেদন॥
সে রাঙ্গা চরনারবৃন্দে জে করে স্বরন।
তাহাকে আপনে নেন প্রভূ নারায়ন॥
বড় তুষ্ট হবে প্রেভূ তোমা বন্ধু দেখি।
ধোন দিয়া আজি তেহো করিবেন সুখি॥
পুন পুন ব্রার্ম্মনি কহিল জদি য়েতো।
সুনিয়া সুদাম বিপ্র হইলা সম্মত॥
এহিতো পরম লাভ হইবে আমার।
দেখিব উত্তম লোক দৈবকীকুমার॥
এতেক ভাবিয়া বিপ্র ব্রার্ম্মনিকে কন।
ঘরে কিছু আছে প্রীয়া দির্ব্য উপায়ন॥
মঞি বড় অভাগীয়া কৃষ্ণ মোর সখা।
রিক্ত হস্তে কিমতে করিব আমি দেখা॥
সুনিয়া ব্রার্ম্মনি এতো স্বামির উত্তর।
ভিক্যা করিবারে গেলা নগর ভিতর॥
চারি মুষ্টী খুদ ভিক্যা পাইলা চারিঘরে।
পৃথক তণ্ডুল শেহি লইল সাদরে॥
ভগ্নবস্ত্রে বাধি নিল খুদের পুটলি।
কৃষ্ণ দরসনে জান দ্বারকা নগরি॥
পথে জাইতে ব্রার্ম্মন ভাবেন মোনে মন।
কেমন হইবে মোর কৃষ্ণ দরসন॥

জে পদ অশ্চয় ব্রর্ম্মা ভবাদি দেবতা।
জে পদে জর্ম্মীলা গঙ্গা মুর্ক্তীপদ দাতা॥
হেন প্রভূ কৃষ্ণচন্দ্র পাবো আমি দেখা।
না জানি কপালে মোর কিবা আছে লেখা॥
এতেক ভাবিয়া বিপ্র জান পথে পথে।
বিপ্র পরূসরামে গান ভাগবত মতে॥

সিন্ধুড়া রাগ

গোবিন্দ ভাবনা করি আশীয়া দ্বারোকাপুরি
সচীস্তিত সুদাম ব্রার্ম্মন।
সুখময় পুরি সব ঘরে ঘরে মহর্ছ্ব
কোন ঘরে প্রভূ নারায়ন॥
খুদের পুটলি কাখে হা কৃষ্ণ বলিয়া ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার।
পুর্ব্বে মোর ছিলা সখা আইজ জদি পাই দেখা
তবে জানি মহিমা তোমার॥
এতো বলি দ্বিজবর প্রবেসিলা য়েক ঘর
শেহি ঘরে প্রভূ গদাধর।
লক্ষির সহিতে হরি আছিলা সয়ান করি
সখা দেখি উঠিলা সত্তরে॥
আইস আইস প্রিয়ো সখা চিরোদিনে হইল দেখা
আইজ মোর জিবন সাফল।
ভার্গ্যের নাহিক লেখা বন্ধুজন সঙ্গে দেখা
সুদামেরে প্রভূ দিলা কোল॥
তবে প্রভূ জগন্নাথ ধরিয়া বিপ্রের হাত
বশাইলা পালঙ্গ উপর।
প্রেমে হইল গদগদ ব্রার্ম্মনের দুই পদ
ধোয়াইলা প্রভূ গদাধর॥

বিপ্র পাদোদক লয়া নিজের মস্তকে দিয়া
তবে দিলা লক্ষির মস্তকে।
নানা দ্রব্য উপহারে ভোজন করাইলা তারে
মুখ সুদ্ধি কপ্পুর তাম্বুল॥
তবে প্রভু চক্রপানি আগোর চন্দন আনি
ভূসিত করিলা জত্নবির।
গোবিন্দ ব্রার্ম্মন দেবে ব্রার্ম্মনের পদ শেবে
লক্ষিদেবি ঢুলায় চামর॥
তা দেখিয়া লোকজন হইয়া বিশ্বয় মোন
পরস্পর কহে সভাকারে।
সভে বোলে ধন্য ধন্য ব্রার্ম্মনের বড় পুণ্য
লক্ষি জার পদ শেবা করে॥
ভাগবত কৃষ্ণ কথা পুরানের সার পোথা
সুনহে বৈষ্ণব পরায়ন।
শ্রবনে খণ্ডয়ে পাপ দুর জার মোনস্তাপ
পরূসরামে করিলা রচনা॥

সুইরাগ

বড় যে দয়ার নিধি হরি॥ ধুয়া
বশাইলা সুদামারে পালঙ্গ উপরে।
খিতিতলে বসিলেন প্রভু গদাধরে॥
পরস্পর দুইজনে ধরি নিজ করে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু বিবিধ প্রকারে॥
কল্যান কুসল আগে কহো দেখি সখা।
চিরদিনে তোমার সহিতে হৈল দেখা॥
গুরূগ্রীহে মোরা সভে পড়িলাম জখন।
মোনে কিছু পড়ে সখা সে সব কথোন॥

একদিন গুরুমাতা কহিলা সভাকারে।
তৃনকাষ্ট বাছা সভে কিছু নাহি ঘরে॥
রন্ধনেত কষ্ট পাই তৃনকাষ্ট বিনে।
কাষ্ট ভাঙ্গি বাছা সভে আনো গীয়া বোনে॥
গুরুমায়ের আজ্ঞায় জতেক সিস্যগন।
কাষ্ট আনীবারে গেলাম গহোন কাননে॥
গহোন কাননে গীয়া প্রবেসিলাও মোরা।
অচম্বিতে সভাকার দিগ হইলাও হারা॥
পথ হারাইয়া মোরা ফিরি বোনে বোনে।
কোন পথে কোথা আইলাম জাইব কেমনে॥
কোনরূপে পথের করিতে নারি দিসা।
রাত্রী উপস্থিত হইল অন্ধকার নিসা॥
দৈবজোগে বিধাতা বা বিপাকে লাগীল।
আচম্বিতে ঝড় বৃষ্টী কোথা হইতে আইল॥
বিপরিত ঝড় বৃষ্টি হইল নিঘাত।
ঝনঝনা চিকুর পড়ে ঘন বৰ্জ্জাঘাত॥
পরস্পর সভে সভাকার হাতে ধরি।
হাতাহাতি ধরি সভে বোন মদ্ধে ফিরি॥
কাতোর হইয়া সভে জতো সিস্যগনে।
এহিরূপে পথ চায় ফিরি বোনে বোনে॥
অথা গুরু কান্দেন কান্দেন গুরুমাতা।
ঝড় বৃষ্টে সিস্য সব বধ হইল কোথা॥
স্যুর্য্যের উদয় হইল রজনি প্রভাত।
আমাদের তালাশে আইলা গুরুনাথ॥
হেন বেলা মোরা সভে আইলাম শেহি পথে।
আমাদিগেক দেখি গুরু লাগীলা কান্দিতে॥
আহা মরি পুত্র সভ আইলা নিকেতন।
কতো দুঃখ পাইলা সভে আমার কারন॥

হাহা ভাগ্য রক্ষা পাইলা প্রানদান।
গুরূপদে মোরা সভে কৈলু নমস্কার।
লয্যা পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলা আপার॥
আর কতো কর্ম্ম কৈলু গুরূর নিকেতনে।
কতো তাহা কবো সখা আছে কিছু মোনে॥
য়েবে তুমি কহো সখা আপন কুশল।
বিপ্র বোলেন প্রভূ তুমি ভূবন মঙ্গল॥
তোমার সহিতে সব কৈলু গুরূকুলে।
ইথে মোর কোন চিন্তা কল্যান কুশলে॥
বিপ্র পরূসরামে গান পুরানের সার।
কিশের অভাব তার কৃষ্ণ সখা জার॥

গোপাল বিনে কার স্বরন লব। ধুয়া
জেহি হেতু আসিয়াছেন সুদাম ব্রার্ম্মন।
সর্ব্ব আত্মা ভগবান জানিলা কারন॥
খুদগুলি আনিয়াছেন সখা আমার তরে।
লয্যার কারনে খুদ নাহি দেন মোরে॥
সুদামের দারিদ্র ভঞ্জিতে চক্রপানি।
হাসিয়া সুদামের তরে কন মধুর বানি॥
সুন সুন অহে সখা সুদাম ব্রার্ম্মন।
কি য়ানিছ মোর তরে দ্রব্য উপায়ন॥
অল্প বুঝি বৈলা তুমি না দেও আমারে।
ভক্তে অল্প দিলে আমি লইতো সাদরে॥
পত্র পুষ্প ফল মোখে দেয় ভক্তলোকে।
বড় তুষ্ট হইয়া আমি খাইতো কৌতুকে॥
অভক্তের অনেক নাহিক মোর ইৎসা।
তুমি কি আনিয়াছ সখা না কহিয় মিছা॥

এতো বলি সুদামার খুদ মুষ্টি লয়া।
এক মুষ্টি খাইলা প্রভু বড় তুষ্ট হইয়া॥
আর য়েক মুষ্টি জেই লইলা খাইতে।
হেনকালে লক্ষি দেবি ধরিলেন হাতে॥
জে খাইলা শেই ভালো না খাইয় আর।
কতো দিনে সোধ দিব সুদামের ধার॥
কতো দিনের তরে প্রভু বেচিলা আমারে।
কতোকাল থাকিব জাইয়া সুদামের ঘরে॥
কৃষ্ণ বোলেন লক্ষিদেবি জানিয়াছ সকল।
সুনিছি তোমার নাম ভকতবৎসল॥
সুন সুন ভক্তগোন হয়া য়েক মোন।
সুদামের খুদ খাইলা প্রভু নারায়ন॥
তবেত সুদাম বিপ্র আনন্দ অন্তরে।
হরিশে সয়নে ছিলা কৃষ্ণের মন্দিরে॥
রজনি প্রভাতকালে উঠিয়া ব্রার্হ্মন।
গোবিন্দের সহিতে করিলা আলিঙ্গন॥
বিপ্র বোলে কৃষ্ণচন্দ্র জাই নিজ পাশ।
জর্ম্মে জর্ম্মে না ছাড়িব কৃষ্ণপদ আশ॥
য়েতেক কহিয়া বিপ্র হইলা বিদায়।
প্রনাম করিলা কৃষ্ণ ব্রার্হ্মনের পায়॥
বিদায় হইয়া বিপ্র গেলা নিকেতন।
পথে পথে জায়ে বিপ্র ভাবে মোনে মন॥
স্ত্রী আমাকে পঠাইল ধোন মাঙ্গিবারে।
লয্যার কারনে আমি না কহিলু তারে॥
বিদায় হইয়া বিপ্র জান নিকেতন।
সর্ব্ব আত্মা ভগবান জানিলা কারন॥
কেনে ধোন নাহি দিলা ভকতো বৎসলে।
ধোনে মত্ত হইয়া বুঝি পাশরিবো তারে॥

এহি হেতু ধোন কৃষ্ণ না দিলা আমারে।
অতয়েব জানিলু কৃষ্ণ বড় দয়াময়।
য়েতেক আদোর মোরে কৈল মহাশয়॥
অপুর্ব্ব প্রভূর লিলা না বুঝি কারন।
ভাবিতে চিন্তিতে বিপ্র গেলা নিকেতন॥
রত্নময় পুরি য়েক দেখিলা সাক্ষাতে।
বিপ্র পরুসরামে গান স্থন ভক্ত লোকে॥

শ্রীরাগ

দাড়ায়া ব্রার্ম্মন দেখে পুরি য়েকখান।
সুর্য্যগন ইন্দ্র আভা শোভিত বিমান॥
বিচিত্র উদ্যান পুরি রূপে মোনহর।
কুকিলে স্থনাদ করে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
চতুর্দ্দিগে সোভা করে দিঘি সরবর।
অলঙ্কার ভূষিত দাশী বিচিত্র কুর্দ্ধন (?)॥
সরোবরের ঘাটে করে অঙ্গ মার্য্যনা।
নানা বেশ পরি বিচিত্র অঙ্গনা॥
পুরিখান দেখিয়া ভাবেন দ্বিজবর।
কোন রাজা আসি মোর নিল বাড়ি ঘর॥
এহিখানে ছিল মোর পত্রের কুড়িয়াখানি।
হেন রত্নময় পুরি কে কৈল তাহা না জানি॥
কোথাকারে গেলো মোর দুঃখীত ব্রার্ম্মনি।
উদরের জালাতে কিবা তেজিলা পরানী॥
মাতা পীতা কেহো নাহি ভাই সহদর।
ত্রিভূবনে নাহি কেহ জাবে কার ঘর॥
গীয়াছিলু কৃষ্ণের কাছে মাঙ্গিবারে ধোন।
য়েহি হেতু মোরে বিড়ম্বিলা নারায়ন॥

কেমনে জানিব মোরে বঞ্চিবে গোবিন্দ।
তবে দড় করি ধরিতাম চরনারবিন্দ॥
দাড়ায়া সুদাম বিপ্র ভাবে মোনে মোন।
তাহাকে দেখিয়া জায় জতো দাশীগন॥
জাইয়া কহিল দাশী ব্রার্ম্মনির কাছে।
দুঃখিত ব্রার্ম্মন য়েক দাড়াইয়া আছে॥
এতো সুনি বিপ্র নারি বড় তুষ্টমতি।
দুঃখিত ব্রার্ম্মন নয় মোর প্রানপতি॥
দাশদাশী সঙ্গে গেলা স্বামিরে আনিতে।
লক্ষি জেন চলিলেন কৃষ্ণ সম্ভাশীতে॥
বাড়ির বাহির হৈলা বিপ্রের ব্রার্ম্মনি।
চিনিতে না পারে বিপ্র আপন ব্রার্ম্মনি॥
স্মামির চরনে আশী কৈলা নমস্কার।
বিপ্র বোলে কেবা তুমি কহো সমাচার॥
য়েহিখানে ছিল মোর পত্রের কুড়িয়াখানি।
কোথাকারে গেলো মোর দুখিনি ব্রার্ম্মনি॥
ব্রার্ম্মনি বোলেন প্রভু শেহি দাশী আমি।
তোমার সম্পদ সভ ঘরে আইস তুমি॥
তখনে সুদাম বিপ্র বুঝিলা নিশ্চয়।
য়ে সব সম্পদ দিলা কৃষ্ণ মহাশয়॥
ব্রার্ম্মনির সঙ্গে বিপ্র প্রবেসিলা ঘরে।
লক্ষি নারায়ন জেন হইলা য়েকেত্তরে॥
সুবর্ন্নের ঝারিতে দাসিতে আনে জল।
আপনে ধোওাইলা স্বামির চরণ কোমল॥
শেই পাদোদক নিয়া দিলেন মস্তকে।
আনন্দ সাগরে ভাসে সিমা নাহি সুখে॥
দিব্যবস্ত্র আনি দিলা ব্রার্ম্মনের তরে।
আগোর চন্দন দিলা সকল সরিলে॥

নানা দ্রব্য উপহারে করাইলা ভোজন।
রত্নময় পুরি হইল ইন্দ্রের ভুবন॥
এতে ধনে মত্ত নহে সুদাম ব্রার্ম্মন।
অনক্ষন সেবা করে গোবিন্দ চরণ॥
সুন সুন ভক্ত সব হয়া য়েক মোন।
সুদামের দারিদ্র ভঞ্জিলা নারায়ন॥
ছেদ্ধা হয়া য়ে কথা সুনয়ে জেহি জনা।
কখন নাহি তার দারিদ্র জন্ত্রনা॥
গোবিন্দ পদারবিন্দে ভক্তি হয়ে জার।
দিজ পরুসরামে বোলে য়ে গতি আমার॥

বৃকাসুর বধ

য়েতেক কহিলা জদি ব্যাশের নন্দন।
পরিক্ষিত বোলে গোশাঞী করি নিবেদন
ব্রর্ম্মা বিষ্ণু সিব এ তিন দেবতা।
শাপ বর দিতে আছে সভার জোগ্যতা॥
অল্প তপস্যায় তুষ্ট ব্রর্ম্মা ত্রিলোচন।
অল্প তপস্যায় বর দেন দুইজন॥
বিষ্ণুর সংবাদ কিছু কহো মহাশয়ে।
সুনিয়া জে সুকদেব বিস্তারিয়া কয়ে॥
ইতিহাস কথা কিছু সুন য়েক মনে।
রুঙ্গ রাজার পুত্র য়েক ব্রকাসুর নামে॥
সেহিতো অসুর বোলে সংসার ভিতর।
কোন দেব পুজিলে তৎকালে বর॥
দৈব জোগে দেখা তার নারদের সনে।
নারদ কহিল তারে পুজ ত্রিলোচনে॥

নারদের বচন স্থনিয়া ব্রকাস্থর।
য়েকচিত্তে পুজা করে মহেষ ঠাকুর॥
অগ্নীকুণ্ড করিয়া বসিলা তপস্থায়।
য়েক মুষ্টী ভস্ম মাখে প্রতি দিন গায়॥
সপ্তদিন য়েহিমত করিল ব্রকাস্থর।
তথাপী না পায় দেখা মহেষ ঠাকুর॥
আজি জদি সিব আমি দেখা নাহি পাই।
প্রান না রাখিব বলি খড়্গ হাতে লয়॥
আপনার মুণ্ড কাটি ফেলায় আনলে।
হাতে হৈতে খড়্গ কাড়ি নিলা মহেস্বরে॥
তাহাকে বোলেন তুমি চাহো কোন বর।
বৃকাস্থর বোলে তুমি দিবা য়েহি বর॥
জার সিরে হাত দিব শেহি ভস্ম হবে।
এতেক স্থনিয়া প্রভূ ভোলা মহেস্বরে॥
তুষ্ট হয়া বৃকাস্থরেক দিলা শেহি বর।
পরূসরামে দিজে গান প্রভূর কিঙ্কর॥

বর পাইয়া ব্রকাস্থর ভাবে মোনে মোনে।
বরের প্রত্যক্ষ আমি পাইব কেমনে॥
এতো স্থনি ব্রকাস্থর বোলে ভোলানাথ।
হেরো আইস আগে তোমার সিরে দেই হাত॥
এতেক স্থনিয়া সিব প্রমাদ গুনিল।
আপনাক খাইয়া মঞি বর কেনে দিলু॥
পালাইয়া জান সিব না চান ফিরিয়া।
পাছে পাছে বৃকাস্থর জান দৌড়ায়া॥
সর্গ মর্ত্ত পাতাল ভ্রমিলা ভোলানাথ।
তথাচ আইশে অস্থর সিরে দিতে হাত॥

স্বেতর্দিপে গেলা তবে প্রভু ত্রিলোচন।
কাতোর হইয়া নিলা গোবিন্দ স্বরন॥
তা দেখিয়া হাসিয়া বোলেন নারায়নে।
হেনকালে বৃকাসুর আইলা শেহিখানে॥
করিতে অসুর নাশ ঠাকুর শ্রীহরি।
দণ্ড কমণ্ডলু লয়া হইলা ব্রম্মচারি॥
ব্রম্মচারি হইয়া চলিলা নারায়ন।
অসুরেক বলিলা তোমার কোথা আগমন॥
বৃকাসুর বোলে জাই জথা মহেস্বর।
বর দিয়া পালাইল বুঝি নিব বর॥
ব্রম্মচারি বোলে ভাই বুঝিলু সকল।
পাগলের সেবা করি হৈয়াছ পাগল॥
মদমত্ত পাগল সিব ভস্ম মাখে নিতি।
হইল দক্ষের শাপে পিচাষ মুরতি॥
ব্রম্মা আদি করিয়া জতেক দেবগনে।
প্রত্যয় না জায়ে কেহ সিবের বচনে॥
হেন ভাঙ্গড়ের বোলে বেড়াও বেস্ত হইয়া।
আপনার মস্তকে তুমি দেখ হাত দিয়া॥
ভালো জুক্তি দিলা মোরে এহিতো ঠাকুর॥
এতো বলি আপন মস্তকে হাত দিল।
শেহিক্ষণে বৃকাসুর ভস্ম হইয়া গেলো॥
বৃকাসুর বধ কৈলা প্রভু নারায়ন।
পুস্পবৃষ্টি করিল জতেক দেবগন॥
তবেতো আইলা প্রভু সিবের সাক্ষাত।
হেট মুণ্ডে লজ্জিত হইলা ভোলানাথ॥
কৃষ্ণ বোলেন মহেস্বর কি লয্যা তোমার।
কখনো এমন কর্ম্ম না করিয় আর॥

সাধুজনেক দুঃখ দিলেক আপনা দুঃখ পায়।
নিজ পাপে বৃকাসুর ভস্ম হইয়া জায়॥
অতপ্পর জাও সিব আপনার ঘর।
এমোন কখনো কাখো নাহি দিয় বর॥
বুঝি সুঝি বর দিয় হইয়া সাবধানে।
প্রনাম করিলা সিব কৃষ্ণের চরণে॥
আপনার ঘরে গেলা আনন্দিত মোনে।
ভাগবত কৃষ্ণকথা পুরানের সার।
গান বিপ্র পরুসরাম কৃষ্ণ সখা জার॥

কৃষ্ণের মহত্ত্ব

পরিনামে ত্রানকর্ত্তা নাহি কৃষ্ণ বিনে।
কৃষ্ণ বই ঠাকুর নাহি এ তিন ভূবনে॥
আর কিছু কহি সুন রাজা পরিক্ষিত।
কৃষ্ণের গুনান বানী অতি সুললিত॥
য়েকদিন মনি সব স্বরস্বতির তীরে।
বিস্তার করিয়া সভে কহে ধীরে ধীরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব কে বড় মহত্ত্ব।
ভৃগুমনি কহিলা জানিব আমি তত্ত॥
এতো বলি ভৃগু গেলা ব্রর্হ্মা দরসনে।
না করিলা নমস্কার ব্রহ্মার চরনে॥
তা দেখিয়া ব্রহ্মার বড় ক্রোধ হইল।
ক্রোধ সম্বরিয়া ব্রহ্মা কিছ না বুলিল॥
তবে গেলা ভৃগুমনি কৈলাস সিখর।
কৌতুকে বসিয়া আছেন পার্ব্বতি সঙ্কর॥
হেনকালে ভৃগুমনি গালি দেয় আইসা।
হেদেরে ভাঙ্গড়া সিব কী করিস বসিয়া॥

য়েতেক স্থনিয়া সিবের মহাক্রোধ হইল।
ভৃগুকে মারিতে সিব স্থল হাতে লইল॥
নিশেদ করিল দুর্গা স্থন ত্রিলোচন।
ব্রর্ম্মহত্যা পাপ প্রভূ করিবা কি কারন॥
এতেক স্থনিয়া গেলা বৈকুণ্ট ভুবনে।
কৌতুকে স্থইয়া আছেন প্রভূ নারায়নে॥
কৃষ্ণের মহিমা ভৃগু জানিবার তরে।
করিলা চরনাঘাত বুকের উপরে॥
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভূ লক্ষির সহিতে।
ব্রার্ম্মন দেখিয়া হ্রিষ্ট হইলা জতুনাথে॥
আইস আইস মহামনি বৈস সিংহাসনে।
বসিলেন ভৃগুমনি হরশীত মনে॥
জোড়হাতে দাড়াইলা প্রভু গদাধর।
কৃষ্ণ বোলেন স্থন মনি কী ভাগ্য আমার॥
বক্ষস্থলে পাইলু আইজ চরন তোমার।
পাইলু তোমার পদ মোর বক্ষস্থলে।
কতো কুটী তির্থ তোমার চরন কোমলে॥
কৃষ্ণের বচন স্থনি ভৃগু মনিবরে।
বিশ্বয়ে হইয়া আইলা স্বরস্বতির তিরে॥
মনিগন কহে ভৃগু কহো সব তর্ত্ত।
কি জানিয়া আইলা কার কেমন মহত্ত্ব॥
ভৃগু মনি কহিলা শকল সমাচার।
স্থনিয়া সকল মনী বিশ্বয় আপার॥
উর্দ্দিশে প্রনাম কৈলা কৃষ্ণের চরনে।
কৃষ্ণ বিনে দয়া নাহি এ তিন ভুবনে॥
য়ে সব রহশ্য গান পরুশরাম দিজে।
শ্রবনে পাইবে ভর্ক্তী কৃষ্ণ পদাম্বুজে॥

বলরাম সঙ্গে করি দৈবকী কুমার।
কৌতুকে করিলা নষ্ট প্রথিবির ভার॥
কুরু পাণ্ডবের রনে কথো নষ্ট হইল।
রাজস্থুই জজ্ঞেত আর কথোগুলা মৈল॥
য়েহিরূপে প্রীথিবির ভার হইল ক্ষয়।
জদুবংস নাসিতে কৃষ্ণ ভাবেন নিশ্চয়॥
ব্রম্মসাপে জদুবংস করিয়া বিনাশ।
তারপর বৈকুণ্টে চলিলা শ্রীনিবাশ॥

॥ ইতি দসম স্কন্ধ সমাপ্ত॥

জথা দিষ্টং তথা লিক্ষতে লিক্ষক নৈব দোষাশ্চ
ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।

ইতি সন ১২ বার সত ১৫ পোনর সোন
সকাব্দা ১৭ সতোর শত ২৮ আটাইষ মাহ ১০ আসাড়

কৃষ্ণমঙ্গলের শব্দসূচী

(কৃষ্ণ, বলরাম, নন্দ, যশোদা, বসুদেব, দৈবকী, কংস, নারদ প্রভৃতি বার বার ব্যবহৃত শব্দগুলির এই সূচীতে উল্লেখ করা হয় নাই)